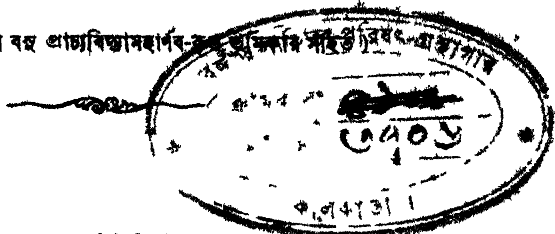
মায়ণ-কাহিনী

বা

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত মূল রামায়ণের

উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম-বিবৃতি

(শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-প্রণীত ভূমিকার সহিত)



"The living song which life can give,
By which shall many a ministrel live."

শ্রী ...র বসু বি এ, বি এল্

...ণীত ও সংগৃহীত।

প্রকাশক

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ

কিম—পাড়া, জেঃ বরিশাল।

১৩২২

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

Printed by
R. C. Mittra, at the Visvakos Press
9. Bisvakosha Lane, Bagh.
CALCUTT



বাল্মীকি ও নিষাদ।



শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

"আশ্চর্য্যমিদমাখ্যানং মুনীনাং সম্প্রকীর্ত্তিতম্।
পরং কবীনামাধারং সমাপ্তস্ত যথাক্রমম্॥
অভিগীতমিদং গীতং সর্ব্বগীতেষু কোবিদৌ।
আয়ুষ্যং পুষ্টিজননং সর্ব্বশ্রুতিমনোহরম্॥

"সত্যবাদী ঋষিগণ বলিলা তখন
মনোহর এ আখ্যান শ্রবণ-রঞ্জন।
বাল্মীকি তাপস ইহা কৈলা সমাপন
যথাক্রমে রাম-গুণ করিয়া কীর্ত্তন॥
কবিদের এই কাব্য পরম সহায়
হইবেক চিরকাল বিশাল ধরায়।
আয়ুকর পুষ্টিকর শ্রুতি-মনোহর
এই রামায়ণ কাব্য জানেতে সুন্দর॥"

"যাবৎ স্থাপ্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণ-কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

"যাবৎ পর্ব্বত নদী রবে মহীতলে।
তাবৎ এ রামায়ণ পড়িবে সকলে॥"

ভূমিকা

ভূমিকা

রামায়ণ আমাদের আর্য্যভারতের আদিকাব্য। কেবল ভারত বলি কেন, সভ্যজগতের প্রথম মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। আদিকাব্যের মধ্যে ভাবের ও ভাষার যেরূপ উৎকর্ষ লক্ষিত হয়, তাহাতে মনে হইবে যে, মহাকবি বাল্মীকির পূর্ব্বেও আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার ও ভাবরাজ্যের সমৃদ্ধির সূত্রপাত হইয়াছিল,—তাঁহারও পূর্ব্বে শত শত কবি আবির্ভূত হইয়া ভারতীয় ভাবরাজ্যে আধিপত্য করিতেছিলেন। আমাদের অপৌরুষেয় বেদ-সংহিতার মধ্যেও আমরা সেই পূর্ব্বতন ঋষি-কবিগণের অভিব্যক্তির পরিচয় পাই। কিন্তু তাঁহাদের অভিব্যক্তি বা খণ্ডকবিতা কাব্যের অঙ্গ হইলেও তাহাকে পূর্ণাবয়বসম্পন্ন কাব্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এসম্বন্ধে মহাকবি বাল্মীকিই প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত-ভারতে সর্ব্বপ্রথম একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাই তাঁহার রামায়ণকে আমরা অনায়াসেই আদিকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সংস্কৃত-ভারত বলিতেছি কেন? তখনও সংস্কৃত ভাষা মৃতভাষা বলিয়া গণ্য হয় নাই—তখনও সংস্কৃত ভাষা ভারতের জীবন্ত ভাষা; রামায়ণ হইতেই জানিতে পারি যে, ভারতীয় আর্য্যসমাজে স্ত্রী-পুরুষ মধ্যে তৎকালে কথা-বার্ত্তায় সংস্কৃত ভাষাই প্রচলিত ছিল।* অথচ দেখা যায় এখনকার বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যাহা শিষ্ট বা শুদ্ধ বলিয়া ধরা হয় না, এরূপ প্রয়োগের ছড়াছড়ি,—সেরূপ প্রয়োগ কেবল বৈদিক ভাষায় আছে, তাই টীকাকারগণ সে গুলিকে আর্ষ-প্রয়োগ বলিয়া ধরিয়াছেন। এই আর্ষ-প্রয়োগগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বৈদিক যুগের শেষাংশে এবং লৌকিক সংস্কৃত ভাষার আদ্য-যুগে বাল্মীকি-রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন যে, ভগবান্ শাক্যবুদ্ধের জন্মকালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সাধারণে কথা-বার্ত্তায়

* রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড ১১।৫৬ ও সুন্দরকাণ্ড ৩০।১৭-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

লৌকিক সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন না। তৎকালে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে নানা দেশভাষা প্রচলিত হইয়াছে, লিখিত ভাষাও গাথা বা মাগধীরূপ ধারণ করিয়াছে। ভারতীয় আর্য্য-সমাজে যখন বুদ্ধদেবের সময়েই, অর্থাৎ আড়াই হাজার বর্ষের পূর্ব্বেও, বুঝিতে পারিতেছি যে, সংস্কৃত সাধারণের কথিত ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না, তখন বুঝিতে হইবে, কথিত সংস্কৃত ভাষার প্রচলন বন্ধ হইতে কত শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল। পাণিনির সময়েও সংস্কৃত 'ভাষা'ই কথিত ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল, অথচ এ সময়ে বৈদিক বা 'ছান্দস' ও 'ভাষা' বা সংস্কৃত দুইটী ভিন্ন বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পাণিনিকে আমরা বুদ্ধদেবের অন্ততঃ দুই তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৮ম ৯ম শতকেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বাল্মীকির সময় বৈদিক ও লৌকিক বা সংস্কৃত দুইটী স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইলেও তৎকালে আর্ষ-প্রয়োগ এককালে অপ্রচলিত হয় নাই—বাল্মীকি-রামায়ণের সর্ব্বত্রই আর্ষ-প্রয়োগের ছড়াছড়ি। এ অবস্থায় বাল্মীকীয় রামায়ণ যে পাণিনিরও অন্ততঃ ৩।৪ শত বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৩শ বা ১৪শ শতাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও কাহারও এমন ধারণা, যে গ্রীসের অমরকবি হোমরের ইলিয়ডের আদর্শেই ভারতীয় মহাকবির হস্তে রামায়ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হোমরকে খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ম বা ১১শ শতকের লোক বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন।* কিন্তু আমাদের বাল্মীকি তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। এ অবস্থায় বাল্মীকির আদর্শ হোমর হইতে পারেন না।

পুরাবিদ্‌গণের অধ্যবসায়গুণে অল্পদিন হইল, এসিয়া মাইনর হইতে কতকগুলি কীলরূপা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে বাহির হইয়াছে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৪শ শতকে সুদূর এসিয়া-মাইনরে বৈদিকধর্ম্ম ও বৈদিক দেবপূজা প্রচলিত ছিল।† নূতন অনুসন্ধান-ফলে জানা গিয়াছে, পণি বা ভারতের আদি বণিক্‌জাতিই

* Encyclopædia Britannica (11th Edition) Vol. XIII. P. 127.

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ (৩য় সংস্করণ), ১৭ পৃষ্ঠা।

(Phœnecian) হোমর জন্মিবার বহুশতবর্ষ-পূর্ব্বে সুদূর এসিয়া-মাইনর, গ্রীস ও মিসরে ভারতীয় প্রাচ্য-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।* এমন কি বাই-বেলেও বর্ণিত হইয়াছে—খৃষ্টপূর্ব্ব ১৭০৬ অব্দে যখন যুযফ মিসর-দেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তখনও ইস্‌রাইল্ বণিকগণ ভারতজাত ও ভারতীয় অনুদ্বীপজাত তেজস্কর ভক্ষ্যদ্রব্য ও নানাবিধগন্ধদ্রব্য তথায় লইয়া যাইতেন। তাঁহারা সমুদ্র-যানকুশল ভারতীয় বণিক্‌দিগের নিকট হইতেই ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন। বলা বাহুল্য সেই দূর অতীতকালে ভারতের উপর গ্রীস বা এসিয়া-মাইনরের অধিবাসিগণ কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। এ অবস্থায় বরং আমরা বলিতে পারি, যেমন এসিয়া মাইনরে বৈদিকধর্ম্ম ও বৈদিক দেবদেবীপূজা প্রচলিত হইয়াছিল, সেইরূপ সুদূর পাশ্চাত্যজগতে রামায়ণ-কাহিনী প্রচলিত হওয়া অসম্ভব নহে।

সুতরাং মহাকবি হোমরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যদি সেই সকল রামায়ণী-কথা এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি সুদূর পাশ্চাত্য-দেশে প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাল্মীকিকে কখনই আমরা হোমরের অনুবর্ত্তী বলিতে পারি না। বরং রামায়ণী-কথার কিছু কিছু ছায়া হেলেনার মহাকাব্য ইলিয়ডে সংক্রামিত হইতে পারে। তাহা বলিয়া আমরা হেলেনার অন্ধ-কবিকে খাট করিতেছি না। বাল্মীকি যেমন আমাদের আর্য্য-ভারতের আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি, হোমরও সেইরূপ গ্রীস ও এসিয়া-মাইনরের আদি ও সর্ব্বপ্রধান জাতীয় কবি।

যাহা হউক, বাল্মীকির রামায়ণ যে সংস্কৃতভাষী আর্য্য-ভারতের একখানি অতি প্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান কাব্য, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। বাল্মীকি কত সহস্র-বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্য-সমাজের যে জ্বলন্ত চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন—আজও তাহা উজ্জ্বল, অদ্বিতীয় ও অপূর্ব্ব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। রামায়ণের প্রত্যেক চরিত্রই আদর্শ-চরিত্র—প্রত্যেক চরিত্রেই বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেক চরিত্র আজও ভারতীয় হিন্দু-সমাজের উপমাস্থল বলিয়া ধ্বনিত হই-তেছে। আজও ভারতবাসী আ[illegible]বৃদ্ধ বনিতা "দশরথের মত শ্বশুর হউক",

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ১০ হইতে ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"রামের মত স্বামী হউক," "লক্ষ্মণের মত দেবর হউক" বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। বলিতে কি, রামায়ণে যেরূপ আদর্শ-চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, জগতের আর কোন কাব্যে এরূপ আদর্শ-চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ ? তাই রামায়ণের নামে ভারতবাসী মুগ্ধ। তাই হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ভারতবাসী রামায়ণী-কাহিনী শুনিবার জন্য ব্যগ্র।

রামায়ণ ভারতবাসীর এত প্রিয়-বস্তু বলিয়াই রামায়ণের আদর্শে, কেবল সংস্কৃত ভাষা বলিয়া নহে, ভারতের সকল প্রাকৃত ভাষায় শত শত রামায়ণ রচিত হইয়াছে। নানা আকারে রামায়ণ-কাহিনীর যেরূপ বহুল-প্রচার ঘটিয়াছে, জগতের কোন ভাষায় কোন কাহিনীর এরূপ বহুল প্রচার ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ !

কেন রামায়ণ-কাহিনী আমাদের এত প্রিয়, এত আদর ও এত ভক্তির সামগ্রী তাহা বুঝাইবার জন্যই -রামায়ণের উজ্জ্বল চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার জন্যই আলোচ্য 'রামায়ণ-কাহিনী' রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার রামায়ণ আলোচনা করিয়া যেখানে যে টুকু সৌন্দর্য্য আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাই সরল কথায় প্রকাশ করিয়া স্বদেশবাসীকে উপহার দিয়াছেন। যাঁহারা নানা দিক্ দিয়া রামায়ণ-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অভিলাষী, তাঁহারা এই রামায়ণ-কাহিনী পাঠে কতকটা আমোদ উপভোগ করিতে পারিবেন। গ্রন্থকার এই বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশকল্পে যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন ও তাঁহার মূল্যবান্ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় রামায়ণ-কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় অসম্ভব। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, রামায়ণ-ভক্ত গ্রন্থকার যে সাধু-উদ্দেশ্যে এই সুবৃহৎ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সাধু উদ্দেশ্য যেন সুসিদ্ধ হইয়াছে।

বিশ্বকোষ কুটীর,
৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগ্‌বাজার,
কলিকাতা। } শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিষয়		পৃষ্ঠা
রামায়ণের সংস্কৃত	...	১
রামায়ণ-সৃষ্টি ও রামায়ণ-ঘটনাসৃষ্টির সময়	...	২
রামায়ণের শ্লোকসংখ্যা	...	২
বাল্মীকির জীবনচরিত	...	২
অন্য বাল্মীকির বিবরণ	...	৪
রামায়ণের শ্লোকসৃষ্টি	...	৫
রামায়ণের বর্ণিত বিষয়	...	৬
রামায়ণের পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন	...	৭
রামায়ণের পৌরাণিকত্ব	...	৮
রামায়ণের ঐতিহাসিকত্ব	...	৯
রামায়ণের ধর্ম্মনীতি	...	১১

আদিকাণ্ড

অযোধ্যার রাজ্যসম্পদ-বর্ণনা ও অযোধ্যার শাসন-প্রণালী বর্ণনা		১৪
রাম-লক্ষ্মণাদির জন্ম-বিবরণ	...	২০
রাম-লক্ষ্মণাদির নামকরণ	...	২১
রাম-লক্ষ্মণাদির বাল্যক্রীড়া	...	২১
রাম-লক্ষ্মণাদির বাল্যশিক্ষা	...	২২
দশরথ-বিশ্বামিত্র-সংবাদ	..	২৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণের গমন-বর্ণনা	...	২৮
বলা ও অতিবলা মন্ত্র রাম-লক্ষ্মণের বিশ্বামিত্র হইতে শিক্ষা		৩০
বলা ও অতিবলা মন্ত্রের গুণানুবাদ	...	৩১
জনক রাজার ধনুসম্বন্ধে কৌতুকোদ্দীপক বিবরণ	...	৩৮
রাম-লক্ষ্মণাদির বিবাহ-বিবরণ	..	৪০
রামলক্ষ্মণের রূপ-বর্ণনা	..	৩৬
সীতার জন্মবিবরণ	...	৩৬
সীতার রূপবর্ণনা	...	৪১
বিশ্বামিত্র-কাহিনীর পরিণামফল	...	৫১

অযোধ্যাকাণ্ড

বিশ্বামিত্রের শিক্ষাফলে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন		৫৩
রামচন্দ্রের গুণবর্ণনা	..	৫৪
রামের রাজ্যাভিষেকসম্বন্ধে দশরথ ও নিমন্ত্রিত রাজগণের কথোপকথন	...	৫৯
রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজনে রাজা দশরথের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি উপদেশ	...	৬১
কৌশল্যার দেবার্চ্চনা	...	৬২
রামের রাজ্যাভিষেক-আয়োজনে অযোধ্যার শোভাবর্ণনা		৬৫
ধাত্রীমুখে মন্থরার অযোধ্যা-সম্পদ-কারণ শ্রবণ এবং তৎসংবাদ কৈকেয়ীকে দেওয়ার বিবরণ ও কৈকেয়ী-মন্থরা-সংবাদ		৭০
মন্থরার জন্ম-বিবরণ	...	৭১
মন্থরার গুণ ও রূপবর্ণনা	...	৭৯
কৈকেয়ী-মন্থরা-সংবাদ	...	৭২

বিষয়		পৃষ্ঠা
দশরথ-কৈকেয়ী-সংবাদ	...	৯০
কৌশল্যা ও রাম-লক্ষ্মণ-সংবাদ	..	১৪৮
শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব বা রামায়ণের ধর্ম্মনীতি	...	১৬৯
বনবাস যাওয়ার পূর্ব্বে রাম-সীতার সংবাদ	..	১৭৫
রামের ধেনুবিতরণ ও ত্রিজটা-সংবাদ	...	১৯১
কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার চরিত্র তুলনা	...	২১৩
রাম-লক্ষ্মণাদির বনগমন-বর্ণনা	...	২১৪
রাম-বনবাসের কারণ-নির্ণয়	...	২৩১
রাম-বনবাসে অযোধ্যার অবস্থা-বর্ণনা	...	২৫৩
রাজা দশরথের মৃত্যু-বিবরণ	...	২৬৯
গঙ্গাতীরের অবস্থা-বর্ণনে ভারতবর্ষের উন্নত অবস্থার প্রমাণ		২৩৮
দশরথ-কৌশল্যা-সংবাদ ও দশরথের মৃত্যু-বিবরণ	...	২৬১
ভরত-কৈকেয়ী-সংবাদ	...	২৮০
ভরত-কৌশল্যা-সংবাদ	..	২৮৮
মন্থরা-নির্যাতন	...	২৯৪
ভরতের চিত্রকূট-যাত্রায় রামায়ণের সময়ে সভ্যতা ও উন্নত অবস্থার পরিচয়	...	৩০০
ভরত-গুহ-সংবাদ	...	৩০২
ভরত-ভরদ্বাজ-সংবাদ	...	৩০৫
রাম-লক্ষ্মণাদির চিত্রকূট বাস-বিবরণ	...	৩০৯
ভরত-মিলন	...	৩১৩
রামায়ণের আদর্শ রাজনীতি	...	৩১৪
জাবালীর চার্ব্বাক-নীতি	...	৩২৪
অযোধ্যাকাণ্ড হইতে রামায়ণের সময়ের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সমস্ত প্রকাশ	...	৩৪৪

অরণ্যকাণ্ড

বিষয়		পৃষ্ঠা
দণ্ডকারণ্য-বর্ণনা	...	৩৪৯
বিরাধরাক্ষস বধ	...	৩৫১
অরণ্যবাসী মুনিঋষিগণের কঠোর উন্নত অবস্থার বর্ণনা		৩৫৩
রাক্ষসবধ-সম্বন্ধে রামসীতা-সংবাদ	..	৩৫৬
দণ্ডকারণ্যের পম্পাসরোবরের বর্ণনায় শিল্পোন্নতির পরিচয়		৩৫৯
অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক ইল্বল-বাতাপি-বধ-বিবরণ	...	৩৬১
সৃষ্টি-বিবরণ	...	৩৬৪
শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন-বিবরণ	..	৩৭৩
বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও মাইকেলের শূর্পণখা-চিত্র-তুলনা		৩৮০
শূর্পণখার রাজনীতি	...	৩৯৪
রাবণের পুষ্পকরথ-বর্ণনা		৩৯৯
রাবণ-মারীচ-সংবাদ	...	৪০০
সীতাহরণ	...	৪১০
অশোকবনে সীতা	...	৪৪৭
রাম-লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সীতা-অন্বেষণ ও রামচন্দ্রের প্রেমোন্মাদ ও বিরহ-বিলাপ	...	৪৫৩
কবন্ধ-বধ-বিবরণ	...	৪৬৯

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

বসন্ত-বর্ণনা	...	৪৭৫
সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা	...	৪৯০
বালীবধ ও সমর্থন	...	৫১৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
রামায়ণের বিশেষ ঘটনাবৈচিত্র্য	...	৫৪৮
বালীবধে নিন্দার কারণ	...	৫৬৫
বালীবধে রামচন্দ্রের উত্তর ও প্রবোধবাক্যের বিচার	...	৫৭১
কপিগণের সীতা-অন্বেষণ	...	৫৮৭
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রধান ঘটনা ও কাণ্ড-বিচার	...	৬০

সুন্দরকাণ্ড

হনুমানের সাগর-লঙ্ঘন	...	৬১৩
রামায়ণের গুণ ও রস-বিচার	...	৬১৮
পুষ্পকরথের বর্ণনা	...	৬২৪
রামায়ণের সময়ে নারীজাতির অবরোধ-প্রথা	...	৬২৬
রাবণের পুরী-বর্ণনায় রাবণের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয়	...	৬২৯
ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে মদ্য-মাংস-ব্যবহারের রীতি	...	৬৫৫
হনুমানকর্ত্তৃক লঙ্কাদগ্ধ	...	৬৬৭
কপিগণের মধুপান	...	৬৭৫
রামায়ণ প্রকৃত ইতিহাস, কি কাব্য ইহার বিচার	...	৬৭৬
রামায়ণবর্ণিত রাক্ষসগণ অনার্য্য জাতি	...	৬৯০

লঙ্কাকাণ্ড

লঙ্কা-বর্ণনা	...	৬৯৩
ত্রিবিধ প্রকারের লোক ও ত্রিবিধ প্রকার মন্ত্রণা	...	৬৯৬
রামচন্দ্রের সহিত বিভীষণের সম্মিলন	...	৭০৬
শুক-সারণ-সংবাদ	...	৭১০
সাগর-বন্ধন	...	৭১২

বিষয়		পৃষ্ঠা
অশোকবনে সীতা-রাবণ ও রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন		৭২১
রামকর্ত্তৃক লঙ্কা অবরোধ	...	৭৩১
অঙ্গদ-রায়বার	.	৭৩৮
রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশবন্ধন	...	৭৪৬
রাম লক্ষ্মণের নাগপাশ-মুক্তি	.	৭৫৩
কুম্ভকর্ণ বধ	...	৭৭৯
মায়া-সীতা বধ	...	৭৮৮
ইন্দ্রজিত বধ	.	৭৯৪
লক্ষ্মণের শক্তিশেল	...	৮১২
লক্ষ্মণের মোহ-অপনোদন	...	৮১৭
রাবণ বধ	...	৮৩০
রাবণবধে বিভীষণ ও মন্দোদরীর বিলাপ	.	৮৩৪
কর্ম্মফল-বিচার	...	৮৪০
সীতার অগ্নিপরীক্ষা	...	৮৬১
রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন	...	৮৬৭
রাম-রাজত্ব	...	৮৮৪
রামায়ণের সময়ে সর্ব্বপ্রকারের অবস্থা	...	৮৯১
সীতা-তারা ও মন্দোদরীর চরিত্র তুলনা	..	৮৯৭

উত্তরকাণ্ড

রামের রাজ্যাভিষেকান্তে মুনি-ঋষিগণের আগমন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ...	...	৯১৭
অগস্ত্যকর্ত্তৃক রাক্ষসগণের উৎপত্তি-বিবরণ	...	৯১৮
রাবণাদির তপস্যা ও ব্রহ্মা-বর-লাভ-বৃত্তান্ত	...	৯২৮

বিষয়			পৃষ্ঠা

কুবেরের রাবণের সহিত যুদ্ধে পরাজয় ও পুষ্পক-লাভ-বৃত্তান্ত	...	...	৯৩০
রাবণের প্রতি বেদবতীর অভিশাপ		...	৯৩০
দেবগণের রাবণভয়ে নানাবিধ রূপ-ধারণ-বৃত্তান্ত		...	৯৩১
পক্ষীদিগকে দেবগণের বরপ্রদান-বৃত্তান্ত		...	৯৩২
রাবণকে অনরণ্যের অভিশাপ প্রদান-বৃত্তান্ত		...	৯৩২
রামায়ণে যমালয়ের নরক-বর্ণনা		...	৯৩৩
কৃত্তিবাসের যমালয় ও নরক-বর্ণনা		...	৯৩৪
মাইকেলের যমালয় ও নরক-বর্ণনা		...	৯৩৮
রামায়ণের পাতাল-বর্ণনা		...	৯৫৭
রাবণের দেবকন্যা, দানবকন্যা, রাজকন্যা ও ঋষিকন্যা-হরণ-বৃত্তান্ত	...	...	৯৫৭
রাবণপতি নল-কুবেরের অভিশাপ-বিবরণ		...	৯৫৮
রামায়ণে কৈলাসপর্ব্বতের নৈশ-শোভা-বর্ণন		...	৯৬০
রাবণ ও বালীর-যুদ্ধ-বৃত্তান্ত		...	৯৬২
অযোধ্যার অশোকবনের বর্ণনা		...	৯৬৩
ভদ্র কর্ত্তৃক সীতাদেবীর অপবাদ বৃত্তান্ত বর্ণন		...	৯৬৫
ভ্রাতৃগণ-সমীপে শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-অপবাদ-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন			৯৬৭
সীতা-বর্জ্জন	...	...	৯৬৭
কৃত্তিবাসের সীতার অপবাদ-বৃত্তান্ত বর্ণনা		...	৯৭১
সীতাদেবীর অমঙ্গল দর্শন		...	৯৭৩
সীতাবিলাপ		...	৯৭৬
অক্ষয়দত্তের সীতা নামক কবিতা		...	৯৮১
সুমন্ত্র-লক্ষ্মণের কথোপকথন এবং দুর্ব্বাসা-দশরথ-সংবাদ			৯৮১
শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক নৃগনৃপতির ইতিহাস-বর্ণন		...	৯৮৩

বিষয়		পৃষ্ঠা

চ্যবন প্রভৃতি ঋষিগণের রামচন্দ্র-সমীপে লবণরাক্ষসের অত্যাচার-বর্ণন	...	৯৮৪
শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক লবণবধ ও মথুরা রাজ্যস্থাপন	..	৯৮৬
শত্রুঘ্নের মথুরায় রাজত্ব	...	৯৮৭
শম্বুক শূদ্রের তপস্যা করণাপরাধে শিরশ্ছেদ-বৃত্তান্ত		৯৮৭
রামচন্দ্রের নৈমিষারণ্যে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করণ	...	৯৮৮
যজ্ঞস্থলে কুশীলবের রামায়ণ-গান	...	৯৮৯
মহর্ষি বাল্মীকিকর্ত্তৃক রামায়ণ-রচনা-কাহিনী ও কুশীলবের বৃত্তান্ত		৯৯০
সীতাদেবীর পুনর্ব্বার পরীক্ষা	...	৯৯১
সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশ	...	৯৯৩
সীতাদেবী সম্বন্ধে মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা	...	৯৯৫
রামায়ণের নারীচরিত্র-সম্বন্ধে ওমান সাহেবের মত	...	৯৯৫
রাম-সমীপে যুধাজিৎ প্রেরিত লোকের আগমন, ভরতাদির গন্ধর্ব্ববিজয়, রাজ্য-স্থাপন ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন-বৃত্তান্ত		৯৯৬
কৃতান্তের মুনিবেশে রামচন্দ্রসহ সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত	...	৯৯৭
রামচন্দ্র-সমীপে দুর্ব্বাসার আগমন ও লক্ষ্মণবর্জ্জন	...	৯৯৮
রামচরিত্র সমালোচনা	...	১০০১
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র-চরিত্র তুলনা	...	১০০২
ত্রিশঙ্কু-চরিত্র বর্ণনা ...	...	১০০৫
রাজা অম্বরীষের বৃত্তান্ত কথন	...	১০০৭
মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা ও চরিত্রালোচনা	...	১০০৯
ভারতবর্ষীয় কঠোর তপস্যা সম্পর্কে মনিয়র উইলিয়ম সাহেবের মত ...	...	১০১৪
মহাতপা বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে ওমান সাহেবের মত	...	১০১৪

চরিত্র

বিশ্বামিত্র

		কাণ্ড—পৃষ্ঠা
১।	বিশ্বামিত্র মুনি—রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি	আদিকাণ্ড—২৩
২।	বিশ্বামিত্র মুনি ক্রোধের বশবর্ত্তী ছিলেন না, তিনি সর্ব্বরিপু জয় করিয়াছিলেন	ঐ ২৬
৩।	বিশ্বামিত্র লৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও অসাধারণ প্রভাবশালী	ঐ ৩১
৪।	বিশ্বামিত্র রামায়ণের ঘটনা-সৃষ্টির মূলকারণ	৩৩-৩৪-৪৮-৫১
৫।	বিশ্বামিত্র সিদ্ধ-মহাপুরুষ	৩৪-৩৫
৬।	বিশ্বামিত্রের জীবন-চরিত অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাপুঞ্জে পূর্ণ—(উত্তরকাণ্ড শেষভাগ)	৩৫

বাল্মীকি

১।	বাল্মীকি চ্যবন মুনির পুত্র, পূর্ব্বনাম রত্নাকর প্রথমতঃ দস্যু—পরে কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ঋষি	ভূমিকা—২-৫
২।	লোক-চরিত্র ও সমাজ-চিত্র জ্ঞানই বাল্মীকি-চরিত্রের বিশেষত্ব, ইহা তাঁহার গ্রন্থদ্বারা প্রকাশিত	
৩।	বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণগ্রন্থ কানপুরের নিকটস্থ (বিঠুরের) আশ্রমে লিখিয়াছিলেন--	অযোধ্যাকাণ্ড—১৫১

বশিষ্ঠ

১।	প্রধান ঋত্বিক ও রাজা দশরথের প্রধান অমাত্য	আদিকাণ্ড—১৫
২।	বিশ্বামিত্র-কাহিনীতে বশিষ্টঋষির সুবিজ্ঞতা	ঐ ২৭

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

৩। ভরত ও রামচন্দ্রের প্রতি উপদেশবাক্যে বশিষ্ঠের ধর্ম্মজ্ঞান—ধর্ম্মজ্ঞানই বশিষ্ঠ-চরিত্রের বিশেষত্ব — অযোধ্যাকাণ্ড—৩০০-৩১১-৩৩৩

ভরদ্বাজ

১। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমস্থল প্রয়াগে ভরদ্বাজ-আশ্রম — অযোধ্যাকাণ্ড—২৪৯
২। ভরদ্বাজ প্রজ্ঞাশীল ও যোগজ্ঞানসম্পন্ন — ঐ ২৪৯
৩। দিব্যযোগজ্ঞানসম্পন্ন ভরদ্বাজ-চরিত্রের বিশেষত্ব — ঐ ৩০৫-৩০৮

অগস্ত্যমুনি

১। ঋগ্বেদের কতিপয় ঋক্-রচয়িতা ও প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ মধ্যে ইনিও একজন — অরণ্যকাণ্ড—৩৬১
২। ইল্বল বাতাপীনামক অসুরভ্রাতৃদ্বয়কে ইনি অদ্ভুত ক্ষমতা-কৌশলে নিহত করেন — ৩৬১-৩৬২

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি

১। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ও প্রধান বেদজ্ঞ — অযোধ্যাকাণ্ড—১৯
২। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির যজ্ঞফলে রাম-লক্ষ্মণাদির জন্ম — ঐ ২০

জাবালি

১। জাবালি, রাজা দশরথের একজন ঋত্বিক ও অমাত্য — আদিকাণ্ড—১৫
২। জাবালি চার্ব্বাকনীতির পক্ষপাতী — অযোধ্যাকাণ্ড ৩২৪-৩২৮

জনক ঋষি

১। জনক-ঋষি মিথিলার রাজা, জনক ঋষির প্রকৃত নাম শিরধ্বজ — আদিকাণ্ড—৪১
২। জনক রাজার সুবিজ্ঞতা — ৪২-৪৩-৪৫

দশরথ

কাণ্ড——পৃষ্ঠা

১। দশরথের গুণাবলী ও শাসন-প্রণালী — আদিকাণ্ড—১৫-১৭

২। দশরথের বিভিন্নজাতীয়া বহুপত্নীত্ব — ঐ ১৮

৩। দশরথের রামচন্দ্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহশীলতা — ঐ ২২

৪। দশরথের মুনিঋষির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, পরোপকার-প্রবৃত্তি, ও হৃদয়ের স্বাভাবিকদুর্ব্বলতা, বিজ্ঞতা ও পুত্রবৎসলতা বিশ্বামিত্র-কাহিনীতে প্রকাশিত — ২৩-২৮

৫। ভরত-শত্রুঘ্নকে রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ না দেওয়া রাজা দশরথের ভ্রমপ্রমাদ ও চিত্ত-দৌর্ব্বল্য-জ্ঞাপক — ৫৮-৬১

৬। রামাভিষেক-সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মতামত জিজ্ঞাসা এবং রামচন্দ্রের প্রতি মূল্যবান উপদেশ-বাক্যে রাজা দশরথের বিজ্ঞতা প্রকাশিত — ৫৯-৬১-৬২

৭। রাজা দশরথের স্ত্রৈণতা অথচ রামের রাজ্যাভিষেক-আয়োজনে অসীম বুদ্ধিমত্তা, বিজ্ঞতা ও মানসিক বলের পরিচয় এবং কৈকেয়ী-দশরথ-সংবাদে দশরথের জটিল উৎকৃষ্ট অংশ উদ্ভাসিত

অযোধ্যাকাণ্ড—৯০-১০২-১০৫-১১১

৮। কৈকেয়ীর প্রতি অত্যধিক আসক্তিই দশরথের দুর্ভোগের মূলকারণ এবং ইহা তাঁহার কর্ম্মফল — ১০৪

৯। রাজা দশরথ সত্যপ্রতিজ্ঞ এজন্য কৈকেয়ীর প্রতি তাঁহার বিনীতবাক্য-ব্যবহার — ১১২-১১৩

১০। কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে দশরথের শোচনীয় অবস্থা, তাঁহার গভীর মর্ম্মবেদনাজ্ঞাপক দুই কারণ—কৈকেয়ীর দুর্ব্ব্যবহার ও ভাবী রাম-বনবাস-কারণ — ১০৫-১১১-১১২

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

১১। সাময়িক ক্রোধের বশীভূততা হেতু কৈকেয়ীনন্দন ধার্ম্মিক ভরতকে এ সময় রাজা দশরথ ত্যাগ করার কথা বলা ও কৈকেয়ীকে কটূক্তি করা — অযোধ্যাকাণ্ড—১১৪

১২। সত্যধর্ম্মপালনার্থ দশরথের পরিশেষে কৈকেয়ীর কার্য্যে অনুমোদন ও সত্যধর্ম্মপালনই দশরথ-চরিত্রের বিশেষত্ব — ১১৫-১১৬

১৩। কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে রাজা দশরথের ভাব এবং কৈকেয়ী-রামচন্দ্রের কথোপকথনে রামচন্দ্রের বনবাস-গমন শ্রবণে তন্মূর্চ্ছা, তাঁহার হৃদয়ের গভীর শোকব্যঞ্জক — ১২৬-১৩৫-১৯৪-১৯৬

১৪। সকলের নিকট কৈকেয়ীর প্রবঞ্চনা প্রকাশ করায় রাজা দশরথের অকৃত্রিম সারল্য ও প্রকৃত সত্যবাদিতা প্রকাশিত — ১৬৭

১৫। রাম-বনবাস যাওয়ার সময় কৈকেয়ী ও দশরথের কথোপকথনে ও ধনাগার হইতে সমস্ত ধন রামের সহিত দেওয়ার আদেশে দশরথের সদাশয়তা ও দিব্যজ্ঞান প্রকাশ — ২০২

১৬। দশরথের গভীর শোকব্যঞ্জক স্বীয় কর্ম্মফল-ব্যাখ্যায় তাঁহার দিব্যজ্ঞানের পরিচয় — ২০৫-২৬৮-২৬৯

১৭। বনবাসগামী রামচন্দ্রের রথের পশ্চাদনুসরণে ও সুমন্ত্রকে রথ থামাইতে বলায় দশরথ-চরিত্রের আবেগপূর্ণ গভীর পুত্র-বাৎসল্যের পরিচয় — ২১৬

১৮। রাম বনবাস গেলে কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের কটূক্তি এবং তৎগৃহে না যাইয়া কৌশল্যার গৃহে বিশ্রাম করায় কৈকেয়ীর প্রতি এ সময়ে তাঁহার বিদ্বেষভাব-জ্ঞাপক — ২২৫-২২৭

১৯। অযোধ্যা-প্রত্যাগত সুমন্ত্রের মুখে রামবৃত্তান্ত শ্রবণে দশরথের খেদোক্তি ও তৎসময়ে কৌশল্যা ও দশরথের

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

কথোপকথনে দশরথের গভীর শোক ও কৌশল্যার প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ পায় অযোধ্যাকাণ্ড—২৫৮-২৬৩

২০। দশরথের মৃত্যু-বিবরণে তাঁহার অশেষ গুণের ভিতর দুই দোষ—স্ত্রৈণতা ও অতিরিক্ত পুত্রবাৎসল্য প্রকাশ পায় তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ ২৭০ ২৭১

রামচন্দ্র

১। কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্রের জন্ম-বিবরণ, রামচন্দ্রের জন্মপত্রিকা, তাঁহার অসীম ক্ষমতা, অতুলনীয় প্রতিভা ও স্ত্রীবিচ্ছেদ-জ্ঞাপক আদিকাণ্ড—২০

২। রামচন্দ্রের বাল্যক্রীড়া ও শিক্ষায় তাঁহার আদর্শ চরিত্রের আভাস ২১-২২

৩। রামচন্দ্রের লক্ষ্মণের প্রতি শৈশব হইতে অত্যধিক আসক্তি ২২-২৩

৪। রাক্ষস-বধার্থ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যাওয়ায় রামচন্দ্রের নির্ভীকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় ২৮

৫। বিশ্বামিত্রের নিকট বলা ও অতিবলা মন্ত্রগ্রহণে রামচন্দ্রের দিব্য শোভা ও অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা ৩০-৪৮

৬। তাড়কারাক্ষসী বধসম্বন্ধে বিশ্বামিত্রের সহিত কথোপকথনে বালক রামচন্দ্রের অশেষ পিতৃভক্তি, বিশ্বামিত্রের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও দিব্য কর্ত্তব্যজ্ঞানের আভাষ ৩০

৭। বিশ্বামিত্রের নিকট দীক্ষা, শিক্ষা ও অস্ত্রাদি শিক্ষায় রামচন্দ্রের জীবনসংগ্রামে বিশেষ যশস্বী ও প্রতিপত্তিশালী হওয়ার কারণ ৩১-৪৯

৮। পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক বালক রামচন্দ্রের যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসাদি বধ করায় তাঁহার অসীম ক্ষমতার ও তৎসাময়িক ভারতীয় উন্নতি প্রকাশ পায় ৩৪

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

৯। সিদ্ধমহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শনে রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্রের প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিচয় আদিকাণ্ড—৩৫

১০। পঞ্চদশবর্ষীয় বালক রামচন্দ্রের যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ নিধন দ্বারা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় ৩৪

১১। রামচন্দ্র বিশেষ রূপবান তৎকারণ রাজর্ষি জনক ও সুমতি তাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ৩৬·৩৭-৪৭-৪৮

১২। রামচন্দ্রের বাসরঘরের রসিকতা ৪৪

১৩। বিশ্বামিত্রের শিক্ষাগুণেই রামচন্দ্র দ্বারা অনার্য্য রাক্ষস-বংশধ্বংস ৪৮-৫১

১৪। রামচন্দ্রের অশেষবিধ গুণবর্ণন অযোধ্যাকাণ্ড—৫৩-৫৮

১৫। শ্রীরামচন্দ্রের মাতৃভক্তির নিদর্শন ৬৩-২০৪

১৬। শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ৬৪-৬৫

১৭। শ্রীরামচন্দ্র সাত্ত্বিক-প্রকৃতিসম্পন্ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ৬৮-৬৯

১৮। দশরথের দৈন্যাবস্থা দর্শনে কৈকেয়ীর প্রতি প্রশ্নবাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের সকলদিকে দৃষ্টি ও আদর্শ পিতৃভক্তির প্রমাণ ২৭-১২৮

১৯। আদর্শ পিতৃভক্তির নিদর্শন, যে স্থানে দশরথের নিন্দা সেই স্থান ত্যাগ এবং কৈকেয়ী ও শ্রীরামচন্দ্রের কথোপকথনে শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্মবীরত্বের নিদর্শন ১২৯-১৩৭

২০। শ্রীরামচন্দ্র দেবতুল্যপুরুষ ১৩৯

২১। রামচন্দ্রের উদারতা ও সর্ব্বজনপ্রিয়তার প্রধান নিদর্শন স্নেহ-ভাজন হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে ১৪০

২২। মাতৃ-অন্তঃপুরে রামচন্দ্রের স্বাভাবিক চঞ্চলতা ১৪১-১৪২

২৩। রামচন্দ্র উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত পুত্র ১৪৩

২৪। কৌশল্যা ও রাম-লক্ষ্মণের কথোপকথনে রামচন্দ্রের বা রামায়ণের আদর্শ ধর্ম্মনীতি প্রকাশিত, ঈশ্বর এক এবং কর্ম্মফলজনিত তাঁহার বিধান অনিবার্য্য, তবে সকলেরই সত্যধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্ম

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, ইহাই সর্ব্বশুভফলদায়ক, সত্যধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্মানুসরণই রামচরিত্রের বিশেষত্ব — অযোধ্যাকাণ্ড— ১৪৮-১৫৪

২৫। রামচন্দ্রের সীতাপ্রেম গভীর ছিল না, রামচন্দ্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান হারাইয়া সীতাকে বনে সহগামিনী করিলেন — ১৮৮

২৬। রামচন্দ্রের নির্দ্দোষ কৌতুকপ্রিয়তা ও বনবাস যাওয়ার পূর্ব্বে অচঞ্চলভাব — ১৯১-১৯২

২৭। শ্রীরামচন্দ্রের মতে সময় ও অবস্থাবিশেষে মিথ্যাকথা বলা দোষাবহ নহে — ২১৮

২৮। শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত ধর্ম্মবীরের লক্ষণ বনে যাইবার কালেও অসাধারণ মানসিক বল — ২২৪

২৯। ভরতের প্রতি রামচন্দ্রের কোন বিদ্বেষভাব বা হিংসাভাবের অভাব — ২৩১

৩০। রামচন্দ্রের প্রথম বনবাস কষ্টের অনুভব — ২৩৩-২৩৪-৩১৩-২৩৬

৩১। রামচন্দ্রের লোকরঞ্জন গুণের পরিচয় — ২৩৪ ২৩৫

৩২। রামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যার নিকট বিদায় গ্রহণ, তাঁহার জন্মভূমির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিচায়ক — ৩৩৭-২৩৮

৩৩। রামচন্দ্রের অভিমান বা অহঙ্কার ছিল না, গুহক চণ্ডালের সহিত সখ্যতা তাহার প্রমাণ — ২৩৮

৩৪। রামচন্দ্রের অসাধারণ মহত্ত্বের নিদর্শন — ২৪১-৩২৪

৩৫। রামচরিত্রের জটিলতা, প্রথম বনবাসকষ্টে স্বাভাবিক চিত্ত-চাঞ্চল্য — ২৪৬-২৪৭

৩৬। চিত্রকূটে রামচন্দ্রের সীতাপ্রেম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল — ৩১০-৩১১

৩৭। শ্রীরামচন্দ্রের বা রামায়ণের সময়ের আদর্শ রাজনীতি — ৩১৪-৩১৮

৩৮। জাবালিকের চার্ব্বাক-নীতিপূর্ণ অধর্ম্মজনক উক্তিতে রাম-চন্দ্রের স্বাভাবিক রাগ ও কটূক্তি ধর্ম্মবীরত্বের লক্ষণ — ৩২৮

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

৩৯। ভরত, রামচন্দ্র, বশিষ্ঠ, জাবালি প্রভৃতির কথোপকথনে রামচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত সত্য-ধর্ম্মনীতি আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছে — অযোধ্যাকাণ্ড—৩১১-৩২৭

৪০। রাক্ষসবধে শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবী নিষেধ করায় রামচন্দ্রের প্রত্যুত্তর আদর্শ ধর্ম্মবীর ও আদর্শ স্বামীর উপযুক্ত — অরণ্যকাণ্ড—৩৫৮-৩৫৯

৪১। রামচন্দ্র সময়ানুযায়ী পরিহাস করিতেও পটু ছিলেন — ৩৭৪

৪২। খর-দূষণাদি রাক্ষস-বধে রামচন্দ্রের কর্ম্মবীরত্ব — ৩৯১-৩৯২

৪৩। মারীচ-কাহিনীতে রামচন্দ্রের সহৃদয়তা, পত্নী-অনুরাগ ও নির্ভীকতা প্রকাশ — ৪১৩-৪১৪

৪৪। সীতার ভাবী-বিরহ-শোকে আত্মহারা রামচন্দ্রের কৈকেয়ীকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র ভাষা ব্যবহার ও লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা — ৪৫৬-৪৫৭

৪৫। রামচন্দ্রের হৃদয়ের অবস্থা প্রকৃতিতে নিরীক্ষণ — ৪৫৭

৪৬। রামচন্দ্রের সীতা-প্রেম, অগভীর ধর্ম্মভাব ও জ্ঞানভাব প্রবল — ৪৬২-৪৬৩

৪৭। রামচরিত্র ও ইলিয়ডের পেরিস-চরিত্র-তুলনা — ৪৬৩-৪৬৪

৪৮। জটায়ুর অগ্নিতর্পণ-কার্য্যে রামচন্দ্রের ধর্ম্মজ্ঞান, উদার প্রকৃতি ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার প্রমাণ — ৪৬৮

৪৯। শ্রীরামচন্দ্রের মহৎ সূক্ষ্মভাব — লঙ্কাকাণ্ড—১৩৬-৩৭

৫০। শ্রীরামচন্দ্রের অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ — ১৫২-৫৩-৬১-৮১৪

৫১। সীতার অগ্নিপরীক্ষায় রামচন্দ্রের পত্নী-প্রেম অগভীর ছিল — ৮৬৮

৫২। শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃত ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর — ৮৭৪

৫৩। শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বগুণের আধার — ৮৭৭

ভরত

১। ভরতের কৈকেয়ী-গর্ভে শুভক্ষণে জন্ম-বিবরণ — আদিকাণ্ড—২০

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

২। ভরত প্রজ্ঞাবান্, সকলের চরিত্রই সম্যক অবগত ছিলেন অযোধ্যাকাণ্ড—২৭৮
৩। ভরত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণদর্শী ২৮০
৪। ভরত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা ২৮১-২৮২
৫। ভরত শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা হীন ধর্ম্মবীর ২৯৭-২৯৮
৬। ভরত ধার্ম্মিক কিন্তু স্বাভাবিক কারণে সকলেরই বিদ্বেষ-ভাজন ২৮৯-২৯০
৭। ভরত আদর্শচরিত্র ধর্ম্মবীর ২৯১
৮। অনায়াসলব্ধ রাজ্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগই ভরতের ধর্ম্মবীরত্বের প্রধান নিদর্শন, সরল-বিনীত ধর্ম্ম-পরায়ণতাই ভরত-চরিত্রের বিশেষত্ব ২৯৯
৯। ভরতের স্বার্থত্যাগ এক অক্ষয়কীর্ত্তি ৩০২-৩০৪
১০। ভরতমিলন-সংবাদে ও রামচন্দ্রের পাদুকাগ্রহণে ভরতের ভ্রাতৃ-শ্রদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতীয়মান, ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের উপযুক্ত ভ্রাতাই বটে, ভরত ধর্ম্মের প্রতিকৃতি ৩৩৮-৩৪০
১১। নিঃস্বার্থ ধর্ম্মভাবই ভরত-চরিত্রের বিশেষত্ব লঙ্কাকাণ্ড—৮৭৬

লক্ষ্মণ

১। লক্ষ্মণের সুমিত্রার গর্ভে শুভক্ষণে জন্ম-বিবরণ আদিকাণ্ড—২০
২। লক্ষ্মণের রামচন্দ্রের প্রতি আসক্তি ও উভয়ে অভেদ-আত্মা ২২-২৩
৩। লক্ষ্মণ বিশেষ রূপবান ও শোভাসম্পন্ন ৩৬-৩৬-৪৭-৪৮
৪। বিশ্বামিত্রের শিক্ষাফলে লক্ষ্মণের কৃতিত্ব ৪৮
৫। রাম বনবাস যাওয়ার পূর্ব্বে কৌশল্যা-রাম-লক্ষ্মণ-সংবাদে লক্ষ্মণ-চরিত্রের বিকাশ আরম্ভ। লক্ষ্মণ তেজঃপূর্ণ বীর-পুরুষ, পরুষপ্রকৃতিসম্পন্ন, কিন্তু ভ্রাতৃভক্তি ও আসক্তিতেই তাঁহার

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

পৌরুষ অনুমিত। ভ্রাতৃভক্তি ও আসক্তিতেই তাঁহার প্রবলতর মনোবৃত্তি ও চরিত্রের বিশেষত্ব; লক্ষ্মণের রামের ন্যায় গভীর ধর্ম্মভাব ছিল না — অযোধ্যাকাণ্ড—১৪৮-১৭৪-১৮৯-১৯১-২৪০-২৪৮-২৫৫-২৫৭

৬। ভরতের গুণরাশি উপলব্ধি করায় লক্ষ্মণের দিব্য-জ্ঞানের পরিচয় — অরণ্যকাণ্ড—৩৭০

৭। সূর্পণখার প্রতি উক্তিতে লক্ষ্মণের পরিহাস-ক্ষমতার নিদর্শন — ৩৮১-৩৮২

৮। মৃগরূপী মারীচ-দর্শনে লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ ও কূটবুদ্ধির পরিচয় — ৪১২-৪১৪

৯। সীতাকে একাকিনী রাখিয়া যাওয়া লক্ষ্মণের কর্ত্তব্যাবধারণে স্বাভাবিক ত্রুটি — ৪২১-৪২২-৪৫৬

১০। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কেবল নীরব সহচর ছিলেন না, আবশ্যকমত সদুপদেষ্টা ও সৎপরামর্শদাতাও ছিলেন — ৪৬৪-৫৬৫

১১। জটায়ুর অগ্নি ও তর্পণকার্য্যে লক্ষ্মণের ধর্ম্মজ্ঞান, উদারপ্রকৃতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রতীয়মান — ৪৬৮

১২। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নীরব সহচর নহেন, পরন্তু তেজঃপূর্ণ উৎসাহশীল সহায় — কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৪৮১

১৩। লক্ষ্মণের সীতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা — ৪৯৫

১৪। লক্ষ্মণের পৌরুষ ও চরিত্রবান সাধুপুরুষের পরিচয় — ৫৮৫

১৫। লক্ষ্মণ তেজঃপূর্ণ সুতরাং তাঁহার ক্রোধও অত্যধিক — ৫৮৭

১৬। লক্ষ্মণের সুবুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় — ৫৮৯

১৭। ইন্দ্রজিৎ-বধে লক্ষ্মণের বীরত্ব — লঙ্কাকাণ্ড—৮০১-৮০২

শত্রুঘ্ন

১। সুমিত্রার গর্ভে শত্রুঘ্নের শুভক্ষণে জন্ম-বিবরণ — আদিকাণ্ড—২০

২। শত্রুঘ্নের ভরতের প্রতি আসক্তি — ২৩

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

৩। শত্রুঘ্নের চরিত্র—শত্রুঘ্ন শাসনকারী — অযোধ্যাকাণ্ড—৫৩

৪। শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণের ছোট — ২৯৪

বালী

১। বালী পরাক্রমশালী দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী কিষ্কিন্ধ্যার রাজা — কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৪৯৯-৫০৪-৫১৮

২। বালীবধযোগ্য — ৫১৫-৫৪০

৩। বালীরাজার সদ্‌গুণ — ৫৬০

৪। বালী জ্ঞানী ও পুত্র অঙ্গদের প্রতি স্নেহশীল — ৫৪৫-৫৪৬-৫৬১

সুগ্রীব

১। সুগ্রীব রাজনীতিজ্ঞ ও কুটবুদ্ধিসম্পন্ন নিতান্ত অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিলেন না — ৪৮৬

২। সুগ্রীব মার্জ্জিতবুদ্ধি সুশিক্ষিত প্রকৃত বন্ধু — ৪৯৩ ৪৯৮

৩। সুগ্রীব নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ — ৫০১-৫৪৪

৪। সুগ্রীবের বালীর মৃত্যুতে শোক-সন্তাপ স্বাভাবিক — ৫৬৭

৫। সুগ্রীব বিনীত ও কৃতজ্ঞ, আন্তরিক সখ্যতা সুগ্রীব-চরিত্রের বিশেষত্ব — ৫৮৯-৫৯০

৬। সুগ্রীব তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন — ৬৭৪

৭। অকৃত্রিম স্বচ্ছভাব সুগ্রীব-চরিত্রের বিশেষত্ব — লঙ্কাকাণ্ড—৭৩৭

অঙ্গদ

১। বালী-পুত্র অঙ্গদ দৃঢ় সুবিবেচক ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানসম্পন্ন — কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৫১৩

২। অঙ্গদ সুযোগ্য বীরপুরুষ, অঙ্গদ-রায়বারে প্রকাশিত — ৭৪৫

৩। অঙ্গদ সাহসী — ৭৭৬

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

হনুমান

১। হনুমান সুগ্রীব-সহচর শিক্ষিত ও বিজ্ঞ — ৪৮৮-৪৮৯
২। হনুমানের বিশেষ বিজ্ঞতা — ৪৯১
৩। হনুমান অসাধরণ শক্তিশালী বীর — ৪৯১
৪। হনুমান জ্ঞানী ও সদুপদেষ্টা — ৫৫৬
৫। হনুমান পরাক্রমশালী নিষ্কাম বীর — ৫৯৯-৬০০
৬। নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন হনুমান চরিত্রের-বিশেষত্ব
হনুমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি — সুন্দরাকাণ্ড—৬২৬
৭। হনুমান বিশেষ উৎসাহশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ — ৬৩০
৮। হনুমান প্রকৃত বীরপুরুষ — ৬৩১
৯। হনুমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ — ৬৩১
১০। হনুমান বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন ও অশেষ গুণশালী — ৬৩২
১১। হনুমানের বিশেষ ধর্ম্মজ্ঞান — ৬৩৩
১২। হনুমান চিন্তাশীল — ৬৪৮-৬৫৯
১৩। হনুমানের সাহস ও বুদ্ধি-প্রাখর্য্য — ৬৫৮
১৪। হনুমান বিশেষ কূট ও দুষ্টবুদ্ধি — ৬৬৯
১৫। হনুমান বিনীত — লঙ্কাকাণ্ড—৮৫৩

সুমন্ত্র

১। সুমন্ত্র বিশ্বস্ত সর্ব্বগুণ-ভূষিত রাজা দশরথের অমাত্য — আদিকাণ্ড—১৫
২। কৈকেয়ীর প্রতি ভৎ র্সনাবাক্যে সুমন্ত্রের বিশেষ
জ্ঞানের পরিচয় — অযোধ্যাকাণ্ড—১১৭-১১৯
৩। সুমন্ত্র উপযুক্ত সারথি — ২১৪

গুহ

১। গুহ চণ্ডালবংশীয় শৃঙ্গবেদেশের রাজা ও শ্রীরামচন্দ্রের সখা — ২৩৮

		কাণ্ড—পৃষ্ঠা
২।	সরল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা গুহ-চরিত্রের বিশেষত্ব	২৪০
৩।	ভরতের প্রতি উক্তিতে গুহের দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত	৩০৪

রাবণ

১।	রাবণ লঙ্কার রাজা	অরণ্যকাণ্ড—৩৯২-৩৯৩
২।	রাবণ-চরিত্রের আভাস, রাবণ পরাক্রমশালী ও তেজঃপূর্ণ, গর্ব্বিত এবং পরদারানুরক্তিই রাবণ-চরিত্রের বিশেষত্ব	৪০৭-৪০৮
৩।	রাবণ প্রগল্ভ ও নৃশংস	৪২৭
৪।	রাবণ ঋষিনন্দন	৪৭৩
৫।	রাবণ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যশালী রাজা	সুন্দরকাণ্ড—৬২৯
৬।	রাবণের তেজপূর্ণ চরিত্রের প্রমাণ	৬৮০
৭।	রাবণ সমৃদ্ধিশালী, ক্ষমতাশালী ও উপযুক্ত নরপতি	লঙ্কাকাণ্ড—৬৯৪
৮।	রাবণ জ্ঞানবান	৬৯৭
৯।	রাবণ গর্ব্বিত	৭০৪
১০।	রাবণ-চরিত্রে পরস্ত্রী-অনুরাগী দোষ	৭২২-৭২৩
১১।	রাবণ কাহারও নিকট নতশির নহে	৭৯২
১২।	রাবণ অশেষবিধ গুণসম্পন্ন ও প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজা	৮৪৪
১৩।	গর্ব্বমিশ্রিত ও পরদারানুরক্তিই রাবণ-চরিত্রের বিশেষত্ব	৮৪৪

বিভীষণ

১।	রাবণের কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণ ধর্ম্মশীল ও সুবিবেচক	সুন্দরকাণ্ড—৮৬৬
২।	কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের তুলনায় বিভীষণ শ্রেষ্ঠ	লঙ্কাকাণ্ড—৭০০
৩।	বিভীষণের হিতকারিনী বুদ্ধি	৭০৪

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

৪। বিভীষণের সহিত রামচন্দ্রের মিলন এবং ধর্ম্মভাব ও প্রণয়োদয় ৭০৮-৭১০

৫। ইন্দ্রজিতবধে বিভীষণের নিরপরাধ ৭৯৩-৭৯৪

৬। রাবণবধে বিভীষণের মানসিক দুর্ব্বলতা ৭৩৬-৩৭

কুম্ভকর্ণ

১। কুম্ভকর্ণ রাবণের ন্যায় তেজোপূর্ণ ৭৬২

২। কুম্ভকর্ণের আকৃতি ভয়ঙ্কর ৭৬২

৩। কুম্ভকর্ণ লোকধ্বংসকারী ৭৬৩

৪। কুম্ভকর্ণ তেজোবন্ত বীরপুরুষ জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ ৭৬৮

৫। কুম্ভকর্ণ ন্যায়পরায়ণ ও উচিদ্বক্তা ৭৭০

৬। কুম্ভকর্ণ অসাধারণ বীরপুরুষ ৭৭২

ইন্দ্রজিৎ

১। রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ প্রবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ লঙ্কাকাণ্ড—৭৮৪

২। মাইকেলের ইন্দ্রজিৎ ও বাল্মীকির ইন্দ্রজিতের তুলনা ৮০৫-৬

মারীচ

১। মারীচ মুনি-ঋষিদিগের যজ্ঞবিঘ্নকারী অনার্য্য রাক্ষস আদিকাণ্ড—২৪

২। মারীচ যজ্ঞবিঘ্নকারী তাড়কারাক্ষসীর নন্দন ৩১

৩। মারীচ যোগতপস্যাবলম্বী এই জন্য ইচ্ছাস্বরূপ মূর্ত্তিধারণ করিতে সমর্থ ৩৯৯

৪। রাবণ পরিশেষে জ্ঞানমার্গে পৌঁছিয়াছিল ৪০৭

বিরাধ

১। বিরাধ দণ্ডকারণ্যবাসী অনার্য্য রাক্ষস অরণ্যকাণ্ড—৩৫১

২। বিরাধ পর্ব্বততুল্যকায় এবং রাম-লক্ষ্মণ দ্বারা নিহত ৩৫২

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

কবন্ধ

১। কবন্ধ দণ্ডকারণ্যবাসী অনার্য্য রাক্ষস ৪৬৯

২। কবন্ধ বিশেষ জ্ঞানবান, তাহার উপদেশ মূল্যবান ৪৭০

কৌশল্যা

১। কৌশল্যা রাজা দশরথের প্রধানা মহিষী আদিকাণ্ড—১৯

২। কৌশল্যা ধর্ম্মানুরক্তা ও দেবার্চ্চনানিযুক্তা, কৌশল্যা-চরিত্র দ্বারা সেকালের রমণীগণের উন্নত চরিত্রের পরিচয় অযোধ্যাকাণ্ড—৬৩ ৬৪

৩। কৌশল্যার সপত্নী কৈকেয়ীর সঙ্গে অসদ্ভাব ৬৩-৬৪

৪। কৌশল্যা ধর্ম্মানুরক্তা উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত মাতা, ভক্তিশীলতা ধর্ম্মানুশীলনই কৌশল্যা-চরিত্রের বিশেষত্ব ১৪৩-১৪৮

৫। কৌশল্যার ধর্ম্মজ্ঞান বিশেষরূপে প্রকাশিত ১৭৪

৬। কৌশল্যা-চরিত্র বিশ্লেষণ ১৩৯-১৭৫-২০৫-২০৬-২১৩-২৬১-২৬৬

৭। কৌশল্যা ধর্ম্মপরায়ণা আদর্শ রমণী, আদর্শ জননী, আদর্শ স্ত্রী ১৭৪

৮। সীতার প্রতি উপদেশ-বাক্যে কৌশল্যা ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা নারী ২০৫-২০৬

৯। দশরথ ও কৌশল্যার কথোপকথনে কৌশল্যা আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রী ২৬১-২৬৬

কৈকেয়ী

১। রাজা দশরথের দ্বিতীয়া মহিষী ও প্রিয়তমা ভার্য্যা আদিকাণ্ড—১৯ অযোধ্যাকাণ্ড—৯২

২। কৈকেয়ীর চরিত্র-বিশ্লেষণ সপত্নী-বিদ্বেষ ও প্রাধান্য-প্রিয়তাই কৈকেয়ীর চরিত্রের বিশেষত্ব ৭১-১২০-১২৬ ১৩৬-১৯৫-২০৩-২১৩

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

৩। মাইকেলের কৈকেয়ীর চরিত্র ও রামায়ণের কৈকেয়ীর চরিত্র-তুলনা ১১৬
৪। কৈকেয়ী ইচ্ছাপরায়ণা ৭২-১১৫
৫। কৈকেয়ী একেবারে নির্ব্বোধ ছিলেন না ৭৪
৬। উপযুক্ত শিক্ষা-বিহীনা নারী ৭৪-৭৫-৮০
৭। কৈকেয়ী কুভাবসংস্পর্শদোষে মন্থরার রূপ ও গুণবর্ণন ৮৫
৮। কৈকেয়ী রাজা দশরথের বৃদ্ধ বয়সের অতি প্রিয়তমা যুবতী ভার্য্যা ৯২
৯। কৈকেয়ী কপটিনী ৯৫-২১৪-১২৯
১০। কৌশল্যার প্রতি ঈর্ষাই প্রধানতঃ কৈকেয়ী কর্তৃক রামবনবাস-সংঘটিত ১০৩
১১। কৈকেয়ী প্রকৃত ধাম্মিকা ছিলেন না ১০৩-১০৪
১৩। দশরথ কৈকেয়ী-সংবাদে কৈকেয়ী-চরিত্রের নিকৃষ্ট অংশ প্রকাশিত ১০২
১৪। কৈকেয়ীর ইচ্ছা দুর্দ্দমনীয়া ১১৫
১৫। কৈকেয়ী-চরিত্রের নীচতা ১২০
১৬। কৈকেয়ী মিথ্যাকথা বলিতেও অকুণ্ঠিতা ১২১
১৭। কৈকেয়ী চতুরা ১৩১
১৮। কৈকেয়ীর নির্লজ্জতা ১৯৭-২০১
১৯। কৈকেয়ী-চরিত্রে নারী-হৃদয়ের কঠোরতার চূড়ান্ত নিদর্শন ২০৩
২০। কৌশল্যা ও সুমিত্রার সহিত তুলনায় কৈকেয়ী-চরিত্র নিকৃষ্ট ২১৩-২১৪
২১। দশরথের মৃত্যুর পর হইতে মন্থরা-নির্য্যাতনের পাপ হইতে কৈকেয়ীর মোহ দূরীভূত হইতেছিল ২৭২-২৯৬

সুমিত্রা

১। সুমিত্রা রাজা দশরথের প্রধানা তৃতীয় রাণী লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মাতা আদিকাণ্ড—১৯-২০

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

২। সুমিত্রা কৌশল্যার ধর্ম্মাচরণের সঙ্গিনী ও কৌশল্যার প্রতি অনুরক্তা — অযোধ্যাকাণ্ড—৬২-৬৪

৩। তুলনায় সুমিত্রা শ্রেষ্ঠ চরিত্র — ২১২-২১৪

৪। ধৈর্য্য, শান্ত-ভাব, কর্ত্তব্য-জ্ঞান সুমিত্রা-চরিত্রের বিশেষত্ব — ২২৮-২৩০

সীতা

১। সীতার জন্ম-বিবরণ — আদিকাণ্ড—৩৬

২। সীতার রূপ-বর্ণনা—দেবকন্যার ন্যায় রূপবতী — ৫১-৪২

৩। সীতাদেবীর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ধর্ম্মশীলতা — অযোধ্যাকাণ্ড—১২১-২২

৪। সীতা সাধ্বী ও পতিব্রতা, স্বামীতেই আত্মা লয়প্রাপ্ত, আদর্শ পতিপ্রাণতাই সীতা-চরিত্রের বিশেষত্ব — ১৮২-১৮৬

৫। রামচন্দ্র প্রতি তাঁহার খেদোক্তি, প্রেমের খেদপূর্ণ অভিব্যক্তি — ১৮৬-১৮৭

৬। সীতাদেবী উপযুক্তা শাশুড়ীর উপযুক্তা পুত্রবধূ — ২০৬

৭। সীতার গঙ্গার প্রতি উক্তি তাঁহার ভক্তিশীলতার নিদর্শন — ২৪২

৮। সীতাদেবী বনবাসের শোক-দুঃখেও অন্যের প্রতি কটুভাষিনী ছিলেন না — ২৫৫

৯। সীতাদেবীর ধর্ম্মজ্ঞান, পতিপ্রাণতা, বিনয়-নম্রতা, তিনি স্বামীর প্রতি কটুভাষিণী ও উদ্ধত-স্বভাবা ছিলেন না — অরণ্যকাণ্ড—৩৫৬-৩৫৭

১০। সীতাদেবী আদর্শ রমণীরত্ন — ৩৫৯

১১। সীতাদেবীর স্ত্রীজনসুলভ কৌতূহল ও ব্যাকুলতা — ৪১৪

১২। সীতাদেবীর লক্ষ্মণের প্রতি উক্তি নারী-চরিত্রের উপযুক্ত — ৪২০-৪২১

১৩। সীতাদেবীর রাবণের প্রতি তিরস্কারবাক্যে সাধ্বী-নারী-জনোচিত অসীম সাহসিকতা — ৪২৭-৪৩৯

১৪। সীতাদেবীর বিপৎকালে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব — ৪৩৯

১৫। সীতাদেবীর আদর্শ সতীত্ব — ৪৪৯

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

১৬। সীতাদেবীর সতী-সাধ্বী নারীজনোচিত তেজ ৪৫০

১৭। সীতার স্বামীপ্রেম গভীর অতলস্পর্শী ছিল ৪৬৩

১৮। সীতাদেবী সতীত্ব-তেজে পূর্ণ সুন্দরাকাণ্ড—৬৪৪

১৯। সীতাদেবী বিশেষ সুশিক্ষিতা ও পুরাণ-শাস্ত্রজ্ঞা ৬৪৬

২০। সীতাদেবী সুবুদ্ধিসম্পন্না নারী ৬৫০

২১। সীতাদেবীর সময়বিশেষে অলীককথা কহা অন্যায় নহে ৬৫৯

২২। সীতাদেবীর সঙ্গত যুক্তি ৬৫৬

২৩। সীতাদেবী কোমল-হৃদয়া ৬৫৭

২৪। সীতার অগ্নি-পরীক্ষায় সীতা আদর্শা সতী লঙ্কাকাণ্ড—৮৬৩-৬৪

ঊর্ম্মিলা

১। ঊর্ম্মিলা জনকের এককন্যা ও লক্ষ্মণের স্ত্রী আদিকাণ্ড—৪০-৪২

২। ঊর্ম্মিলা বিশেষ রূপবতী ৪২

৩। ঊর্ম্মিলা-চরিত্র অবর্ণনীয় ও অতুলনীয় অযোধ্যাকাণ্ড—৩৪১

মন্থরা

১। মন্থরা কৈকেয়ীর দাসী, রামের রাজ্যাভিষেক-সংবাদে মন্থরার হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা-প্রকাশ অযোধ্যাকাণ্ড—৭০-৭১

২। মন্থরার পরিচয় ৭১-৭২

৩। মন্থরার চরিত্র-বিশ্লেষণ, মূর্ত্তিমতী ঈর্ষাই মন্থরা-চরিত্রের বিশেষত্ব কিন্তু সে তাহার কর্ত্রী কৈকেয়ীর অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষিনী ৭০-৯০

৪। মন্থরার রূপ ও গুণ—সমান কদর্য্য ও কুৎসিত ৮৫

সূর্পণখা

১। লঙ্কার রাজা রাবণের বিধবা ভগিনী অরণ্যকাণ্ড—৩৭৩

২। সূর্পণখা কুরূপা ৩৭৫

৩। বাল্মীকির, কৃত্তিবাসের ও মাইকেলের সূর্পণখা-চরিত্র-তুলনা ৩৬০-৩৬১

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

৪। স্বর্পণখা কামুকী, গর্ব্বিতা, স্বেচ্ছাচারিতাই স্বর্পণখা-চরিত্রের বিশেষত্ব — ৩৭৪-৩৮৭

৫। ভ্রাতৃগণের অনুচিত ও অতিরিক্ত আদর-সোহাগে বর্দ্ধিতা হওয়ায় স্বর্পণখা-চরিত্র কলঙ্কিত ও মিথ্যাকথনদোষে দূষিত — ৩৮৭

৬। স্বর্পণখা রূঢ় ও কর্কশভাষিণী — ৩৯০

৭। স্বর্পণখা উগ্রচণ্ডা এবং উগ্র-প্রকৃতিসম্পন্না — ৩৯৮

৮। স্বর্পণখা রাজনীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞা ও সুচতুরা — ৩৯৮-৩৯৯

তারা

১। তারা সুবুদ্ধি-সম্পন্না পতি-প্রাণা বিনীত-স্বভাবা, শিক্ষিতা, কোন কোন অংশে সীতা-সদৃশী — কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৫১৬

২। তারা সুপ্রিয়বাদিনী সুগ্রীব-সহধর্ম্মিণী হওয়ায় নিন্দনীয়া নহে — ৫১৮-৫৮৫

৩। তারা কিছু ধর্ম্মপরায়ণা — ৫৫৪

৪। তারা অশেষ সদ্‌গুণ-সম্পন্না ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী — ৫৬০

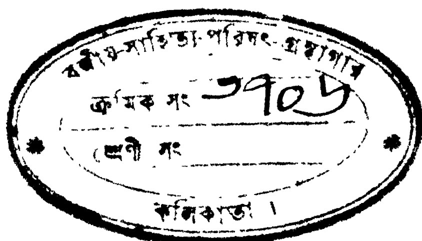
মন্দোদরী

১। রাবণ-পত্নী মন্দোদরী সুবুদ্ধিসম্পন্না পতিব্রতা রমণী — লঙ্কাকাণ্ড—৮৪৪

২। মন্দোদরী গর্ব্বিতা — ৮৪৫

সরমা

১। বিভীষণ-পত্নী সরমা ধার্ম্মিকা ও ন্যায়পরায়ণা — লঙ্কাকাণ্ড—১২৮



রামায়ণ-কাহিনী

ভূমিকা

বাল্মীকির রামায়ণের পরিচয় ভারতবর্ষে, কেবল ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রদেশেই সুবিদিত। তবে এই গ্রন্থে রামায়ণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এবং সম্ভবপর মূল ঘটনাপুঞ্জের ও চরিত্রসমূহের যথাসাধ্য আলোচনা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। ইহাতে গ্রন্থকার কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের বিচার্য্য। ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে দেবত্ব-অংশ কল্পনা হইতে দূর করিয়া মূল সম্ভবপর ঘটনা ও চরিত্রসমূহের আলোচনা করাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। কেন না রামায়ণের মূল ঘটনা সর্ব্ববাদিসম্মত। বহুল অংশই প্রকৃত এবং প্রকৃত হইলে দেবত্ব অংশ হয় মূল গ্রন্থকারের কাল্পনিক ভাব অথবা প্রক্ষিপ্ত (Subsequent interpolation)। বর্ত্তমান মূল সংস্কৃত রামায়ণের স্থানে স্থানে ঘটনার অসংলগ্নতা, পৌনঃপুনিক উক্তি, ভাষার জটিলতা, ছন্দ বিপর্য্যয়, শব্দ-কটুতা প্রভৃতি দোষ লক্ষিত হয়। সুতরাং অনুমান হয় যে মহাকবি বাল্মীকি ঋষি ইহার রচয়িতা হইলেও পরে অন্যান্য ব্যক্তি ইহার [illegible] স্থানে পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন।

বাল্মীকির সংস্কৃত সরল, প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর। ইহা[illegible] [illegible]রী পদলালিত্য নাই সত্য, কিন্তু এইরূপ সরস, সরল ও [illegible] কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। রামায়ণের ঘটনা জয়দেবের [illegible] [illegible]ব ভবভূতির কঠোর ভাষায় বর্ণিত হইলে সেইরূপ শোভা পা[illegible] [illegible]মায়ণ সর্ব্বসাধারণে আদৃত হইত কি না সন্দেহ।

রামায়ণ কোন্ সময়ে সৃষ্ট বা কোন্ সময় রামায়ণের ঘটনাপুঞ্জ ঘটিয়াছিল, জানিবার উপায় নাই। রামায়ণে ইহার আভাস নাই। তবে ঘটনাগুলি ও রামায়ণ সৃষ্টি যে, প্রায় সমসাময়িক তাহা কতকটা বুঝা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা খৃষ্ট জন্মিবার বহু বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল এবং ইহার বর্ণিত ঘটনাগুলিও রামায়ণ সৃষ্টির সময়েই ঘটিয়াছিল। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে রামায়ণ সৃষ্টি হইয়াছিল বা রামায়ণের বর্ণিত ঘটনা ঘটিয়াছিল, ইহার নিশ্চয়তা নাই। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মত।

ইহাতে সমধিক ২৪০০০ চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে এবং ইহা সপ্তকাণ্ডে (প্রধান ভাগে) বিভক্ত। প্রত্যেক কাণ্ডে আবার বিবিধ সর্গ (ক্ষুদ্র ভাগ) আছে।

মহাত্মা বাল্মীকির জীবনচরিত জানিবার উপায় নাই, রামায়ণে ইহার কোন আভাসই নাই। কেবল কোনও স্থানে উল্লেখ আছে যে, তিনি প্রচেতার বংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি যে একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ অধ্যাত্ম-রামায়ণ হইতে কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে তাঁহার জীবনচরিত এক প্রকার দিয়াছেন, ইহা সত্য কি মিথ্যা ভগবান জানেন। এই জীবনচরিতের সঙ্গে আবার দেবতা সংযোগ করা হইয়াছে। উক্ত দেবতাদিগকে মানুষ কল্পনা করিয়া নিলে বাল্মীকির জীবনচরিত সাধারণভাবে এক প্রকার পাওয়া যায়, তবে কোন্ সময়ে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু হয় তাহা জানা যায় না।

বাল্মীকির পূর্ব্বনাম রত্নাকর ছিল। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, তিনি চ্যবন-মুনির পুত্র ছিলেন। কিন্তু ঋষিনন্দন হইয়াও দস্যুবৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ করিতেন।

অধ্যাত্ম-রামায়ণে উল্লেখ আছে—বাল্মীকি বলিতেছেন,—

"পূর্ব্বে আমি আছিলাম কিরাতের ঘরে। জন্মমাত্র হইয়াছিল ব্রাহ্মণ উদরে॥"

একদা নারদ ও ব্রহ্মা (অধ্যাত্ম-রামায়ণে আছে সাতজন ঋষি) ঋষিবেশে তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন দেখিয়া রত্নাকর তাঁহাদের অর্থ ও বস্ত্রাদি

হরণ মানসে লোহার মুদ্গর দিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে ছদ্মবেশী ব্রহ্মা বলিলেন, 'তুমি যে, দস্যুবৃত্তি দ্বারা ঘোরতর পাপ-সঞ্চয় করিতেছ, ইহার পরিণাম দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমার পাপের ভাগী এ সংসারে কেহই হইবে না। তুমি কাহার জন্য এ পাপসঞ্চয় করিতেছ?"

তদুত্তরে—

"দস্যু বলে আমি যত লয়ে যাই ধন। মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারি জন॥
যে বা কিছু বেচিকিনি চারিজন খাই। আমার পাপের ভাগী হইবে সবাই॥"

মুনিবেশধারী ব্রহ্মা তখন সহাস্যে বলিলেন, ইহা তোমার ভুলবিশ্বাস। আমরা এখানে অপেক্ষা করিতেছি, তুমি যাইয়া তোমার পিতা, মাতা, পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। তাহারা কেন তোমার পাপের ভাগী হইবে?"

তখন,

"হরিষে বিষাদ মুনি লাগিল ভাবিতে। বুঝিলাম এই যুক্তি কর পলাইতে॥
ব্রহ্মা বলে সত্য কহি না পালাব আমি। মাতা পিতা পত্নী সুধাইয়া আইস তুমি॥
তৎপরে যায় মুনি ফিরি ফিরি চায়। ভাবে বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায়॥"

রত্নাকর তৎপরে বাটী যাইয়া পিতা, মাতা ও পত্নী ইহাদের প্রত্যেককে একে একে সুধাইলেন, কেহই তাঁহার পাপের ভাগী হইতে স্বীকার করিলেন না। তাহাদের প্রত্যেকের উত্তর বড়ই সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। নিম্নে তাঁহাদের উত্তরের সমস্ত অংশ কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"পুত্রের বচন শুনি কহিল চ্যবন। হেন কথা তোমারে বলিল কোন জন॥
কোন্ শাস্ত্রে শুনিয়াছ কে কহে তোমারে। পুত্রকৃত পাপ নাহি লাগিবে পিতারে॥
অজ্ঞান বালক তোরে কি কহিব কথা। কভু পিতা পুত্র হয় পুত্র কভু পিতা॥
যখন বালক ছিলে পিতা ছিনু আমি। এখন বালক আমি পিতা হলে তুমি॥
যখন বালক ছিলে না ছিল যৌবন। বড় দুঃখ করি তব করেছি পালন॥
যত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে। সে সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে॥
এবে পিতা হইয়াছ পুত্রতুল্য আমি। কোন রূপে আমাকে তুষিবে নিত্য তুমি॥
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন। তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ॥

* * * *

জননী কহিলা ক্রুদ্ধা হয়্যা অপার। এক দিবসের ধার কে শোধে আমার॥

দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়। তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমায়।

* * * *

শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী। নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি॥
বিধাতা করিল মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগী। অন্য পাপ নিতে পারি এ পাপ তেয়াগি॥
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ। সর্ব্বদা করিবে মোরে রক্ষণ পোষণ॥
আর যত পাপ পুণ্য ভাগ লাগে মোরে। পোষণার্থ পাপ ভাগ না লাগে আমারে॥
মনুষ্য মারিতে কে বা বলিল তোমায়। এই মাত্র জানি তুমি পালিবা আমায়॥"

তৎপর রত্নাকর বিষণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়া ছদ্মবেশী ঋষিদ্বয়ের শরণাপন্ন হইলেন। পাপ-প্রবৃত্তি হইতে তাঁহার মন ফিরিয়া গেল এবং কিসে সদ্গতি হইবে, তাহারই ভাবনায় তিনি আকুল হইলেন। এই সামান্য ঘটনায় রত্নাকরের চিত্তের পরিবর্ত্তন হইল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ঘোরতর পাপীরও অতি সামান্য ঘটনায় সৎপথে মতি পরিবর্ত্তন হওয়া অতি স্বাভাবিক।

ব্রহ্মা তাঁহাকে রাম-নাম জপ করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু রত্নাকর এমনি পাপাত্মা হইয়াছিলেন যে, পবিত্র রাম-নাম তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল না। তখন ব্রহ্মা অনন্যোপায় হইয়া এক মৃত বৃক্ষশাখা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলেন যে, রত্নাকর "মরা" শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিতেছে। সুতরাং "মরা" শব্দ অবিরাম জপ করিতে বলিলেন, কেন না উপর্য্যুপরি মরা শব্দ উচ্চারণ করিলেই মুখে "রাম" শব্দ আসিয়া পড়িবে। ফলেও তাহাই হইল। রত্নাকর ষাটিহাজার বৎসর একাগ্রমনে এক স্থানে বসিয়া রামনাম জপিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বল্মীকের কীটগণ খাইয়া ক্ষতবিক্ষত করিল, তথাপি তিনি একাসনে একাগ্রমনে বসিয়া রাম-নাম করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তি পরিণামে যে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এক মহাপুরুষ হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ষাটি হাজার [illegible] পরে ব্রহ্মা তথায় আসিয়া রত্নাকরকে ডাকিয়া উঠাইলেন এবং তিনি বল্মীকেতে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'বাল্মীকি' নাম দিলেন।

মহাভারতে ও ভক্তমাল গ্রন্থে আর এক বাল্মীকির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহার আগমনে মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞ সমাধান হইয়াছিল।

হোমরের ইলিয়াডের ন্যায় রামায়ণেরও এক আধ্যাত্মিক বা রূপক ব্যাখ্যা

(allegorical version) আছে। হোমরের ইলিয়ডের ঘটনার ন্যায় রামায়ণের মূল ঘটনাগুলিও যখন অনেকের মতে ঐতিহাসিক ও প্রকৃত তখন সে বিষয় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

রামায়ণের অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোকসৃষ্টির এক গল্প আছে, তাহা মূল রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে দৃষ্ট হয়।

একদা বাল্মীকি মুনি বনের ভিতর দেখিতে পাইলেন যে, এক বৃক্ষের উপর ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী সুখে রমণে নিযুক্ত আছে, এরূপ সময় এক ব্যাধ আসিয়া পুংক্রৌঞ্চকে নিহত করিল; তখন সুখ-সুরতাসক্তা ক্রৌঞ্চী আর্তনাদ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহাত্মা বাল্মীকির করুণা-সঞ্চার হইল এবং তিনি ব্যাধের কার্যটি অধর্মজনক মনে করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখ হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটি বিনির্গত হইল,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"৫

(আদিকাণ্ডম্-দ্বিতীয়সর্গম্)

"নিষাদ! প্রতিষ্ঠা তুই না পাবি কখন
কামবিমোহিত ক্রৌঞ্চে বধিলি যখন"

(৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ)

ইহা হইতেই রামায়ণের শ্লোকের উৎপত্তি এবং রামায়ণের প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলিই এইরূপ ছন্দোবদ্ধ। এই বর্ণিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে।

রামায়ণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে যাওয়া অত্যন্ত দুঃসাহসিকতা ও প্রগল্‌ভতার কার্য্য সন্দেহ নাই। রঘুবংশের প্রারম্ভে স্বয়ং কবি কালিদাসই সশঙ্কচিত্তে বলিয়াছেন—

"ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

"সূর্য্যবংশ অতি মহত্তর, আমার জ্ঞান-সম্পত্তি অতিশয় অল্প, আমি অজ্ঞানবশত স্বল্পতর সাধন দ্বারা মহত্তর কার্য্য সম্পাদন করিবার অভিলাষে ভেলা দ্বারা দুস্তর সাগর পার হইবার বাসনা করিতেছি। তরু-শাখায় লম্বিত যে ফল উন্নত পুরুষগণ লাভ করিতে পারে, সেই ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত বাহু উত্তোলন করিলে বামন যেমন লোকসমাজে উপহাসাস্পদ হয়, আমিও মূঢ়মতি হইয়া কবিদিগের যশঃপ্রার্থী হইতেছি, সুতরাং সেইরূপ উপহাসাস্পদ হইব, সন্দেহ নাই।"

কিন্তু রামায়ণ অতি মধুর জিনিষ, উহার ভিতর এরূপ পবিত্র মাদকতা আছে যে, উহা আলোচনা করিতে সকলেরই বাসনা হয়, তখন নিজের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞান বা কোন উপহাসের ভয় থাকে না।

বাল্মীকির রামায়ণ বা রামায়ণের ঘটনাবিশেষ অবলম্বনে ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বহুতর গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এ গ্রন্থে তাহাদের সমালোচনা করিবার গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নাই এবং যোগ্যতাও নাই, তবে আবশ্যকমত গ্রন্থকার-বিশেষের উল্লেখ বা তাঁহাদের গ্রন্থের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় বাল্মীকির রামায়ণের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। তাহা স্থানে স্থানে একেবারে সঠিক অনুবাদ না হইলেও সাধারণ ভাবে বাল্মীকির মূল রামায়ণের আভাস উহাতে পাওয়া যায়। শ্রুতিমধুর হইবে ধারণায় সেই অনুবাদিত রামায়ণ হইতে অধিকাংশ স্থল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অধুনা অনেকেই ইংরাজী ভাবাভিজ্ঞ বিধায় স্থানে স্থানে আবশ্যকমত গ্রীফিথ সাহেবের অনুবাদও উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

রামায়ণ আর্য্য ও অনার্য্যদিগের সংঘর্ষ বা যুদ্ধ-বিবরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর্য্য-বংশসম্ভূত রামচন্দ্র ইহার প্রধান নায়ক, এজন্যই ইহার নাম 'রামায়ণ' হইয়াছে। এই যুদ্ধ বিবরণের সঙ্গে সেই সময়ের আচার-ব্যবহার, রীতি, নীতি, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা, ধর্ম্মের অবস্থা, নগর ও রাজ্যের অবস্থা প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"Such, reduced to its bare simplicity is the fundamental

idea of Ramayan, a war of two hostile races differing in origin, civilization and worship. But as is the case in all primitive epopeas around this idea as a nucleus have gathered elements of every kind drawn from the vitals of Indian tradition and worked up by the ancient poet to embody his lofty epic conception. The epopea received and incorporated the traditions, the ideas, the beliefs, the myths, the symbols of that civilization in the midst of which it arose, and by the weaving in and arranging of all these vast elements it became the complete and faithful expression of a whole ancient period. And in fact the epopea is nothing but a system which represents poetically those ideas of a people which the philosophical systems expound theoritically."

Gorresio, Ramayan, Vol I Preface.

বর্ত্তমান আকারের বাল্মীকির রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধন (Subsequent interpolation) সম্বন্ধে গ্রীফিথ সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—

"The poem has evidently undergone considerable alteration since the time of its first composition, but still underneath all the subsequent additions the original elements are preserved and careful criticism might perhaps separate the interpolation and present the genuine parts of a whole by themselves. The task, however, would be difficult and perhaps as impracticable as it has proved in the homeric poems. For many ages it is certain that the work existed only by oral tradition, and each Rhapsodist added or altered at his pleasure or to suit the taste or vanity of the princely families whom he served. The measure of the poem, moreover is of a somewhat fatal facility and many Rhapsodists would naturally be ambitious of mingling their own songs with those of the bards and the habit of representation would at once supply them with a vocabulary of epic phrases to suit their purpose, whose chapters

thus betray their origin by their barrenness of thought and laborious mimicry of the epic spirit, which in the case of the old poets had spontaneously burst out of the hearts fullness like the free song of a child. But when the Indian Pisistratus arose who collected these separate songs and reduced to their present shape, the genuine and spurious were alike included and no Hinducritic ever appears to have attempted to discriminate between them.

Griffith's Ramayan Vol. I. Introduction.

রামায়ণ যে অতি পৌরাণিক তাহার এক প্রধান নিদর্শন এই যে ইহাতে ভক্তির বিবরণ বা আলোচনা দৃষ্ট হয় না, ইহাতে অতি পৌরাণিক কঠোর জপ-তপস্যা ও যোগাদির বিবরণ দৃষ্ট হয়। রামায়ণের পৌরাণিকত্ব সম্পর্কে ইহা ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

"It is worthy of being remarked that in the Ramayan no traces are found of that mystic devotion which absorbs all the faculties of man, of that passionate ardent worship called bhakti which is not of the greatest antiquity but still must have sprung up before our era as it is mentioned in the Mahabharata, There are indeed in the Ramayan examples of prodigious austerities, but these have nothing to do with the religion called bhakti, and spring from another cause—a principle more profound. They appear to have been originated by an inner feeling deeply rooted and of great antiquity in India, that is to say expiration was to restore fallen human nature."

Griffith's Ramayan, Vol. I. Introduction.

"Dreadful abstinence
And conquering penance of the mutinious flesh,
Deep contemplation, and unwearied study.
In years out stretched beyond the date of man."

Shelley's Hellas.

"The internal evidence offered by the Poem is sufficiently strong confirmation of its remote antiquity although it is impossible to fix even approximately the date of its composition." Griffith's Introduction.

রামায়ণের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে গোরেসিও সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Indian minds were always inclined to meditate than to narrate, to launch themselves boldly into the regions of the ideal and the infinite rather than to consign to memory in their reality events circumscribed within narrow limits; in one word history was checked by contemplation and poesy."

ওমান সাহেব এরূপ লিখিয়াছেন –

"Indeed I would protest against these grand epics being treated as history, for then they must be judged by the canons of historical composition and would be shorn of their highest merits. They are poems not history, they are the romantic legends and living aspirations of a people, not the sober annals of their social and political life.

Like the other great poems created by the genius of the poet, the Indian Epics have a value quite independent of either the history or the allegory which they enshrine. They appeal to our predilection for the marvellous and our love of the beautiful, while affording us striking pictures of the manners of a bygone age which for many reasons, we would not willingly lose."

Oman's Indian Epics.

কিন্তু বেলুই সাহেব এরূপ লিখিয়াছেন—

In the slokas of the Ramayan and Mahabharat we have many important historical truths relating to the ancient colonisation of the Indian continent by conquering invaders. * * all designedly concealed in the priestly phraseology of the Brahman but with such exactitude of method, nicety of expres-

sion and particularity of detail as to render the whole capable of being transferred into a sober, intellegible and probable history of the political revolutions that took place over the extent of India during ages antecedent to the records of authentic history by any one who will take the trouble to read the sanskrit aright through the veil of allegory covering it."

The Ethnography of Afghanistan by Dr. H. W. Bellow C. S. I. in the Asiatic quarterly Review October 1911.

ওমান সাহেব রামায়ণ সম্পর্কে আরও এইরূপ লিখিয়াছেন,

"The Ramayan is not merely a popular story, it is an inspired poem every detail of which is in the belief of the great majority of the Indian people, strictly true. Although composed at least nineteen centuries ago, it still lives enshrined in the hearts of the children of Aryavarta and is as familiar to them to day as it has been to their ancestors for fifty generations. Pious pilgrims even now retrace, step by step, the wanderings as well as the triumphal progress of Rama, from his birth place in Oudh to the distant island of Ceylon. Millions believe in the efficacy of his name alone to ensure them safety and salvation. For these reasons the poem is of especial value and interest to any one desirous of understanding the people of India affording as it does, an insight into the thoughts and feelings of the bard or bards who composed it and of a race of men who through two thousand eventful years have not grown weary of it." Oman's Indian Epics.

"I would merely add that if it be the true function of History to reveal to us living pictures of bygone times, to disclose to us the social life of earlier days and to make us acquainted with the thoughts, ideals and inspirations of former generations, then the Indian Epics are a solid contribution to historical literature even if they do not happen to chronicle actual events.

*   *   *   *   *

Indeed the doctrine of metempsychosis with its fluxional succession of beings, human and divine. undermine the conceptions of defenite and permanent individuality so throughly that I do not wonder that sober human history with its limited stage and narrow chronology has had but little charm to the Hindus."

Oman's Indain Epics.

রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্যের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে Oman সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—

"But amidst the ever shifting page out of existence the Hindu seems to have arived at and firmly grasped the idea of a periodic law which has given a certain grandeur to his speculations about both the past and the here after.

From the orderly sequence of natural phenomena as in the succession of day and night, in the measured march of the seasons of the revolving year, in the periodic movements of the heavenly bodies; the Hindu recognised an appointed unvarying and endless cycle of changes. Generalizing from these facts he concluded that this law must hold for the entire cosmos as well, which would pass through its grand but destined changes, over and over again in the oceans of eternity. He held these ideas in common with the Greek of old and like the Greek of old he never rose to the conception of progress, development, evolution.

How the Hindu thinker accounted by his doctrine of Karma for the striking unequalities and apparent injustice inseparable from mundane existence the reader has learnt in sufficient detail already. As to the moral responsibility of man for his actions the poets of the Epics had thought out the problem in its various aspects and despairingly left it unsolved."

Oman's Indian Epics.

কেয়ার্ড সাহেব এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"The favourite idea of classical antiquity was not the idea of progress, but the idea of a cycle of changes in which departure from the original unity and return to it, as we should say differentiation and integration are not united but follow each other. This idea seems to be adopted even by Aristotle.

Caird's Evolution of Religion, Vol 1, p. 21.

চেষ্টা করিলে রামায়ণ সম্পর্কে এইরূপ বহু প্রকারের মত সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

শ্রীরাজকুমার বসু।

রামায়ণ-কাহিনী

আদিকাণ্ড বা বাল্যকাণ্ড

আদিকাণ্ড ৭৭টি সর্গে বিভক্ত। কিন্তু প্রকৃত আখ্যায়িকা পঞ্চম সর্গ হইতে আরম্ভ। প্রথম চারিটী সর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়।

১ম সর্গ। বাল্মীকি-প্রশ্নোত্তরে নারদের অতি সংক্ষেপে রামচরিত বর্ণন।

২য় সর্গ। তমসানদী-তীরে* ব্যাধ-কর্তৃক মৈথুনগত ক্রৌঞ্চের বিনাশ দর্শনে ব্যাধের প্রতি বাল্মীকির অভিশাপবাক্য ও বাল্মীকির প্রতি ব্রহ্মার রামানুচরিত-কীর্ত্তনের আদেশ।

৩য় সর্গ। বাল্মীকির রামায়ণ-রচনা।

এই সর্গে বর্ণিত আছে যে, মহামতি বাল্মীকি মুনি যোগবলে রামায়ণের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথরূপে দর্শন করিয়া তৎসমুদয় শ্রুতিমধুর শ্লোকবদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।

৪র্থ সর্গ। কুশিলবের রামায়ণ-শিক্ষা, প্রথমে ঋষিসভায় বাল্মীকি-সমক্ষে ও পরে রাম-সমক্ষে তাহাদের রামায়ণ গান। প্রকৃতপক্ষে ইহা রামায়ণের শেষ ভাগের ঘটনা।

৫ম সর্গ। এই সর্গ হইতেই প্রকৃত রামায়ণ আরম্ভ। এই সর্গের প্রারম্ভেই লবকুশের রামায়ণ গান-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

---

* "তমসানদী বর্ত্তমান টোন্‌সনদী (Tons river)। ইহা বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" বিশ্বকোষ।

"ইক্ষ্বাকুণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনম্।
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্ ॥৩
তদিদং বর্ত্তয়িষ্যাবঃ সর্ব্বং নিখিলমাদিতঃ।
ধর্ম্মকামার্থসহিতং শ্রোতব্যমনসূয়তা ॥৪"

আদিকাণ্ডম্ পঞ্চম-সর্গঃ

"শুনেছি শ্রবণে এই ইক্ষ্বাকুবংশীয় সেই
রাজাদের বংশ-বিবরণ
এই বাক্য রামায়ণে বিস্তারিত বরণনে
আদ্যোপান্ত হয়েছে যোজন।
আদ্যোপান্ত এই হেতু সর্ব্বকাম-অর্থ-সেতু
গাব মোরা এই রামায়ণ।
অসূয়াবিহীন হ'য়ে ভক্তিরে হৃদয়ে ল'য়ে
সকলেতে করহ শ্রবণ ॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তৎপরেই অযোধ্যা-বর্ণনা* ও তাহার রাজা দশরথের উল্লেখ।

দশরথ ইক্ষ্বাকু বা সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যার রাজা ছিলেন।

এই সর্গে অল্প কয়েকটী শ্লোকে অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে অযোধ্যাপুরীর বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা অতুলনীয়। ইহা পড়িলে সহজেই প্রতীয়মান হয়, রামায়ণের সময়ে অযোধ্যানগরী মহাসমৃদ্ধিশালিনী ছিল এবং হিন্দু বা আর্য্যজাতি সেই সময় সভ্যতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল।

৬-৭ম সর্গ। অযোধ্যাবাসী জনগণের বিশদ বর্ণনা, রাজা দশরথের চরিত্র ও তাঁহার শাসনপ্রণালী-বর্ণনা।

এই সব বর্ণনা অতি স্বাভাবিক, প্রোজ্জ্বল ও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়।

---

* "অযোধ্যা বর্ত্তমান আউড (Oudh) কোশল প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। কাশীর উত্তর অযোধ্যার সহিত সরযূনদীর তীরবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগকে কোশল প্রদেশ বলা হইত।" বিশ্বকোষ

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের নবমসর্গেও অযোধ্যাপুরী, রাজা দশরথের চরিত্র ও তাঁহার শাসনপ্রণালীর বর্ণনা আছে।

রাজা দশরথ অতিশয় বিচক্ষণ, দীর্ঘদর্শী, বেদজ্ঞ, মহাতেজস্বী, অতিশয় প্রভাবশালী এবং পৌর ও জানপদগণের প্রিয় ছিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র নামক তাঁহার আটজন অমাত্য বা মন্ত্রী ছিল। তাঁহারা সকলেই অমাত্যগুণে ভূষিত, যশস্বী, পবিত্রচরিত্র এবং রাজকার্য্যে সর্ব্বদা অনুরক্ত ছিলেন। বশিষ্ঠ ও বামদেব নামক দুই জন প্রধান ঋত্বিক্ এবং সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, কাত্যায়ন ও অন্যান্য ঋত্বিক্ ও ঋষিগণও রাজার মন্ত্রণাকার্য্যে সহায়তা করিতেন। অমাত্যগণ মধ্যে সুমন্ত্র ও ঋত্বিক্গণ মধ্যে বশিষ্ঠ এই দুই ব্যক্তিরই কেবল স্থানে স্থানে উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং রাজকার্য্যে এই দুই ব্যক্তিই প্রধান সহায় ছিলেন, এরূপ অনুমান হয়।

রামায়ণের অযোধ্যাবর্ণনা, জনপদবর্ণনা, রাজা দশরথের চরিত্র ও শাসন-প্রণালী প্রভৃতির বর্ণনা এইরূপ।

"কোশল নামেতে এক মহা জনপদ,
সরযূর তীরে শোভে বিপুল সম্পদ।
বিশেষ উন্নতিশীল ধন-ধান্যবান,
নিয়ত সেখানে হয় আনন্দের গান।
অযোধ্যা নামেতে এক প্রসিদ্ধ নগরী,
আছে সেই জনপদে দিক শোভাকরি।
সেই পুরী মানবেন্দ্র মনুর নির্ম্মিত,
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘে মহা-শোভান্বিত।
বিস্তারে যোজন তিন সেই মহাপুরী,
সুবিভক্ত মহাপথে শোভে তরুসারি।
নানাবিধ রাজপথ চৌদিকে শোভিত,
নিয়ত সলিল সিক্ত কুসুম বিস্তৃত।
অযোধ্যার চারি দিকে কপাট-তোরণ,
স্থানে স্থানে সারি বাঁধা বিবিধ আপণ।
কোন খানে যন্ত্র আর অস্ত্র খরতর;
কোন খানে শিল্পিগণ বসে নিরন্তর।
কোন খানে সূত আর মাগধের বাস,
অযোধ্যার চারিদিকে শোভার বিকাশ।
উচ্চ অট্টালিকা পরে উড়ায় নিশান;
চৌদিকে প্রাচীর শোভে দেখিতে মহান্।
শতঘ্নী নামেতে অস্ত্র প্রাচীর উপরে,
শোভিতেছে শত শত শত্রু যাহে মরে।
সর্ব্বদিকে বধূদের শোভে নাট্য-শালা;
চারিভিতে সুগভীর পরিখা মেখলা।
সুদুর্গম জল দুর্গ চৌদিকে বেষ্টিত,
অরি দূরে থাক মিত্র পশিতে শঙ্কিত।
স্থানে স্থানে আম্রবন ফুল উপবন,
কোন খানে বৎস সহ চরে গাভীগণ।

হাতী ঘোড়া উট গাধা ভ্রমে কোন খানে,
সমস্ত রাজারা কর দেন কোন স্থানে।
নানা দেশ হতে আসি বণিক্ নিচয়,
বাণিজ্যের তরে কোথা লয়েছে আশ্রয়।
কোথাও প্রাসাদচয় পর্ব্বত-প্রমাণ,
রতনে নির্ম্মিত হয়ে আছে শোভমান্।
কোন খানে গুপ্তগৃহ বিহার-কারণ,
ইন্দ্রের অমরাবতী শোভিত যেমন।
পরিয়া কনকচিত্র বিচিত্র ভূষণ,
কোন খানে বাস করে বারনারীগণ।
কোন খানে সপ্ততল গৃহ শোভা পায়,
বিবিধ রতনরাজি যোজিত তাহায়।
অযোধ্যার সম ভূমে শোভে গৃহচয়,
গায়ে গায়ে ঠেকা ঠেকি দূরবর্ত্তী নয়।
তণ্ডুল ধান্যেতে পূর্ণ সেই সে নগরী,
ইক্ষুরস সমবারি অযোধ্যা ভিতরি।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা পণব নিচয়,
অযোধ্যার মাঝে সদা নিনাদিত হয়।
দেবলোকে সিদ্ধদের বিমান সমান,
সাধুলোক পরিপূর্ণ অযোধ্যার স্থান।

... ...

* মহারথ রাজার হাজার,
অযোধ্যায় অবিরত করেন বিহার।
সাগ্নিক বেদাঙ্গ-বেদ-বিজ্ঞ-গুণবান,
দানশীল সত্য-ব্রত মহর্ষি-সমান।
দ্বিজোত্তম সুমহাত্মা ঋষির মণ্ডল,
অযোধ্যায় অবস্থান করেন কেবল।

... ...

দশরথ মহারাজা   মনুর সমান প্রজা
করিতেন সুখেতে পালন।
ছিল মহা ঋষিকল্প   বিভব না ছিল অল্প
ধনধান্যে ইন্দ্র বৈশ্রবণ।
মহাতেজা শত্রুনাশী   ক্ষমশী। সত্যভাষী
ত্রিলোক-বিখ্যাত ছিলা তিনি।
তিনি ইক্ষ্বাকুর কুলে   খ্যাত "অতিরথ" বলে
ছিল চতুরঙ্গ অক্ষৌহিণী।

... ...

সেই কালে অযোধ্যায়   তুষ্ট চিত্ত সুস্থকায়
নরগণ করিত নিবাস;
সত্যবাদী বহু-শ্রুত   আছিল সে লোক যত
নিজধনে পূর্ণ হৈত আশ।
ছিল না তাদের লোভ   হইত না মনঃক্ষোভ
সকলের ছিল বহু ধন;
সুন্দর অযোধ্যাপুরে   সকলের ঘরে ঘরে
ছিল বহু ধান্যাদি গোধন।

... ...

দেখিতে না পেত কেহ   অযোধ্যার কোন গেহ
কলঙ্কিত মূর্খ বা নাস্তিকে;
সে দিকে দেখিত যেই   দেখিতে পাইত সেই
ধর্ম্মশীল নর বা নারীকে।

... ...

কুণ্ডল মুকুট হার   দেহে ছিল সবাকার
ছিল সবে ধর্ম্ম ভোগে রত;
সকলেই পরিস্কৃত   চন্দনাদি বিলেপিত
হইয়া থাকিত অবিরত।
কদন্ন খেত না কেহ,   ভূষিত করিত দেহ
পরি অঙ্গদাদি আভরণ;
রত্ন-ভূষা কণ্ঠে পরে   কর-ভূষা পরি করে
বিহরিত অযোধ্যার জন।

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

২। ভরত প্রজ্ঞাবান্, সকলের চরিত্রই সম্যক অবগত ছিলেন অযোধ্যাকাণ্ড—২৭৮

৩। ভরত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণদর্শী ২৮০

৪। ভরত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা ২৮১-২৮২

৫। ভরত শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা হীন ধর্ম্মবীর ২৯৭-২৯৮

৬। ভরত ধার্ম্মিক কিন্তু স্বাভাবিক কারণে সকলেরই বিদ্বেষ-ভাজন ২৮৯-২৯০

৭। ভরত আদর্শচরিত্র ধর্ম্মবীর ২৯২

৮। অনায়াসলব্ধ রাজ্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগই ভরতের ধর্ম্মবীরত্বের প্রধান নিদর্শন, সরল-বিনীত ধর্ম্ম-পরায়ণতাই ভরত-চরিত্রের বিশেষত্ব ২৯৯

৯। ভরতের স্বার্থত্যাগ এক অক্ষয়কীর্ত্তি ৩০২-৩০৪

১০। ভরতমিলন-সংবাদে ও রামচন্দ্রের পাদুকাগ্রহণে ভরতের ভ্রাতৃ-শ্রদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতীয়মান, ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের উপযুক্ত ভ্রাতাই বটে, ভরত ধর্ম্মের প্রতিকৃতি ৩৩৮-৩৪০

১১। নিঃস্বার্থ ধর্ম্মভাবই ভরত-চরিত্রের বিশেষত্ব লঙ্কাকাণ্ড—৮৭৬

লক্ষ্মণ

১। লক্ষ্মণের সুমিত্রার গর্ভে শুভক্ষণে জন্ম-বিবরণ আদিকাণ্ড—২০

২। লক্ষ্মণের রামচন্দ্রের প্রতি আসক্তি ও উভয়ে অভেদ-আত্মা ২২-২৩

৩। লক্ষ্মণ বিশেষ রূপবান ও শোভাসম্পন্ন ৩৬-৩৬-৪৭-৪৮

৪। বিশ্বামিত্রের শিক্ষাফলে লক্ষ্মণের কৃতিত্ব ৪৮

৫। রাম বনবাস যাওয়ার পূর্ব্বে কৌশল্যা-রাম-লক্ষ্মণ-সংবাদে লক্ষ্মণ-চরিত্রের বিকাশ আরম্ভ। লক্ষ্মণ তেজঃপূর্ণ বীর-পুরুষ, পরুষপ্রকৃতিসম্পন্ন, কিন্তু ভ্রাতৃভক্তি ও আসক্তিতেই তাঁহার

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

পৌরুষ অনুমিত। ভ্রাতৃভক্তি ও আসক্তিতেই তাঁহার প্রবলতর মনোবৃত্তি ও চরিত্রের বিশেষত্ব; লক্ষ্মণের রামের ন্যায় গভীর ধর্ম্মভাব ছিল না — অযোধ্যাকাণ্ড—১৪৮-১৭৪-১৮৯-১৯১-২৪০-২৪৮-২৫৫-২৫৭

৬। ভরতের গুণরাশি উপলব্ধি করায় লক্ষ্মণের দিব্য-জ্ঞানের পরিচয় — অরণ্যকাণ্ড—৩৭০

৭। সূর্পণখার প্রতি উক্তিতে লক্ষ্মণের পরিহাস-ক্ষমতার নিদর্শন — ৩৮১-৩৮২

৮। মৃগরূপী মারীচ-দর্শনে লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ ও কূটবুদ্ধির পরিচয় — ৪১২-৪১৪

৯। সীতাকে একাকিনী রাখিয়া যাওয়া লক্ষ্মণের কর্ত্তব্যাবধারণে স্বাভাবিক ত্রুটি — ৪২১-৪২২-৪৫৬

১০। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কেবল নীরব সহচর ছিলেন না, আবশ্যকমত সদুপদেষ্টা ও সৎপরামর্শদাতাও ছিলেন — ৪৬৪-৫৬৫

১১। জটায়ুর অগ্নি ও তর্পণকার্য্যে লক্ষ্মণের ধর্ম্মজ্ঞান, উদার-প্রকৃতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রতীয়মান — ৪৬৮

১২। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নীরব সহচর নহেন, পরন্তু তেজঃপূর্ণ উৎসাহশীল সহায় — কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৪৮১

১৩। লক্ষ্মণের সীতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা — ৪৯৫

১৪। লক্ষ্মণের পৌরুষ ও চরিত্রবান সাধুপুরুষের পরিচয় — ৫৮৫

১৫। লক্ষ্মণ তেজঃপূর্ণ সুতরাং তাঁহার ক্রোধও অত্যধিক — ৫৮৭

১৬। লক্ষ্মণের সুবুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় — ৫৮৯

১৭। ইন্দ্রজিৎ-বধে লক্ষ্মণের বীরত্ব — লঙ্কাকাণ্ড—৮০১-৮০২

শত্রুঘ্ন

১। সুমিত্রার গর্ভে শত্রুঘ্নের শুভক্ষণে জন্ম-বিবরণ — আদিকাণ্ড—২০

২। শত্রুঘ্নের ভরতের প্রতি আসক্তি — ২৩

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

৩। শত্রুঘ্নের চরিত্র—শত্রুঘ্ন শাসনকারী অযোধ্যাকাণ্ড—৫৩

৪। শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণের ছোট ২৯৪

বালী

১। বালী পরাক্রমশালী দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী কিষ্কিন্ধ্যার রাজা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৪৯৯-৫০৪-৫১৮

২। বালীবধযোগ্য ৫১৫-৫৪০

৩। বালীরাজার সদ্‌গুণ ৫৬০

৪। বালী জ্ঞানী ও পুত্র অঙ্গদের প্রতি স্নেহশীল ৫৪৫-৫৪৬-৫৬১

সুগ্রীব

১। সুগ্রীব রাজনীতিজ্ঞ ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন নিতান্ত অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিলেন না। ৪৮৬

২। সুগ্রীব মার্জ্জিতবুদ্ধি সুশিক্ষিত প্রকৃত বন্ধু ৪৯৩ ৪৯৮

৩। সুগ্রীব নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ ৫০১-৫৪৪

৪। সুগ্রীবের বালীর মৃত্যুতে শোক-সন্তাপ স্বাভাবিক ৫৬৭

৫। সুগ্রীব বিনীত ও কৃতজ্ঞ, আন্তরিক সখ্যতা সুগ্রীব-চরিত্রের বিশেষত্ব ৫৮৯-৫৯০

৬। সুগ্রীব তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ৬৭৪

৭। অকৃত্রিম স্বচ্ছভাব সুগ্রীব-চরিত্রের বিশেষত্ব লঙ্কাকাণ্ড—৭৩৭

অঙ্গদ

১। বালী-পুত্র অঙ্গদ দৃঢ় সুবিবেচক ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানসম্পন্ন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৫১৩

২। অঙ্গদ সুযোগ্য বীরপুরুষ, অঙ্গদ-রায়বারে প্রকাশিত ৭৪৫

৩। অঙ্গদ সাহসী ৭৭৬

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

হনূমান

১। হনুমান সুগ্রীব-সহচর শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ৪৮৮-৪৮৯

২। হনুমানের বিশেষ বিজ্ঞতা ৪৯১

৩। হনুমান অসাধরণ শক্তিশালী বীর ৪৯১

৪। হনুমান জ্ঞানী ও সদুপদেষ্টা ৫৫৬

৫। হনুমান পরাক্রমশালী নিষ্কাম বীর ৫৯৯-৬০০

৬। নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন হনুমান চরিত্রের-বিশেষত্ব

হনুমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুন্দরাকাণ্ড—৬২৬

৭। হনুমান বিশেষ উৎসাহশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ৬৩০

৮। হনুমান প্রকৃত বীরপুরুষ ৬৩১

৯। হনুমান দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ৬৩১

১০। হনুমান বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন ও অশেষ গুণশালী ৬৩২

১১। হনুমানের বিশেষ ধর্ম্মজ্ঞান ৬৩৩

১২। হনুমান চিন্তাশীল ৬৪৮-৬৫৯

১৩। হনুমানের সাহস ও বুদ্ধি-প্রাখর্য্য ৬৫৮

১৪। হনুমান বিশেষ কূট ও দুষ্টবুদ্ধি ৬৬৯

১৫। হনুমান বিনীত লঙ্কাকাণ্ড—৮৫৩

সুমন্ত্র

১। সুমন্ত্র বিশ্বস্ত সর্ব্বগুণ-ভূষিত রাজা দশরথের অমাত্য আদিকাণ্ড—১৫

২। কৈকেয়ীর প্রতি ভৎ'সনাবাক্যে সুমন্ত্রের বিলক্ষণ

জ্ঞানের পরিচয় অযোধ্যাকাণ্ড—১১৭-১১৯

৩। সুমন্ত্র উপযুক্ত সারথি ২১৪

গুহ

১। গুহ চণ্ডালবংশীয় শৃঙ্গবদেশের রাজা ও শ্রীরামচন্দ্রের সখা ২৩৮

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

২। সরল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা গুহ-চরিত্রের বিশেষত্ব ২৪০

৩। ভরতের প্রতি উক্তিতে গুহের দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত ৩০৪

রাবণ

১। রাবণ লঙ্কার রাজা অরণ্যকাণ্ড—৩৯২-৩৯৩

২। রাবণ-চরিত্রের আভাস, রাবণ পরাক্রমশালী ও তেজঃপূর্ণ, গর্ব্বিত এবং পরদারানুরক্তিই রাবণ-চরিত্রের বিশেষত্ব ৪০৭-৪০৮

৩। রাবণ প্রগল্ভ ও নৃশংস ৪২৭

৪। রাবণ ঋষিনন্দন ৪৭৩

৫। রাবণ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যশালী রাজা সুন্দরকাণ্ড—৬২৯

৬। রাবণের তেজপূর্ণ চরিত্রের প্রমাণ ৬৮০

৭। রাবণ সমৃদ্ধিশালী, ক্ষমতাশালী ও উপযুক্ত নরপতি লঙ্কাকাণ্ড—৬৯৪

৮। রাবণ জ্ঞানবান ৬৯৭

৯। রাবণ গর্ব্বিত ৭০৪

১০। রাবণ-চরিত্রে পরস্ত্রী-অনুরাগী দোষ ৭২২-৭২৩

১১। রাবণ কাহারও নিকট নতশির নহে ৭৯২

১২। রাবণ অশেষবিধ গুণসম্পন্ন ও প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজা ৮৪৪

১৩। গর্ব্বমিশ্রিত ও পরদারানুরক্তিই রাবণ-চরিত্রের বিশেষত্ব ৮৪৪

বিভীষণ

১। রাবণের কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণ ধর্ম্মশীল ও সুবিবেচক সুন্দরকাণ্ড—৮৬৬

২। কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের তুলনায় বিভীষণ শ্রেষ্ঠ লঙ্কাকাণ্ড—৭০০

৩। বিভীষণের হিতকারিনী বুদ্ধি ৭০৪

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

৪। বিভীষণের সহিত রামচন্দ্রের মিলন এবং ধর্ম্মভাব ও প্রণয়োদয় — ৭০৮-৭১০
৫। ইন্দ্রজিতবধে বিভীষণের নিরপরাধ — ৭৯৩-৭৯৪
৬। রাবণবধে বিভীষণের মানসিক দুর্ব্বলতা — ৭৩৬-৩৭

কুম্ভকর্ণ

১। কুম্ভকর্ণ রাবণের ন্যায় তেজোপূর্ণ — ৭৬২
২। কুম্ভকর্ণের আকৃতি ভয়ঙ্কর — ৭৬২
৩। কুম্ভকর্ণ লোকধ্বংসকারী — ৭৬৩
৪। কুম্ভকর্ণ তেজোবন্ত বীরপুরুষ জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ — ৭৬৮
৫। কুম্ভকর্ণ ন্যায়পরায়ণ ও উচিদ্বক্তা — ৭৭০
৬। কুম্ভকর্ণ অসাধারণ বীরপুরুষ — ৭৭২

ইন্দ্রজিৎ

১। রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ প্রবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ — লঙ্কাকাণ্ড—৭৮৪
২। মাইকেলের ইন্দ্রজিৎ ও বাল্মীকির ইন্দ্রজিতের তুলনা — ৮০৫-৬

মারীচ

১। মারীচ মুনি-ঋষিদিগের যজ্ঞবিঘ্নকারী অনার্য্য রাক্ষস — আদিকাণ্ড—২৪
২। মারীচ যজ্ঞবিঘ্নকারী তাড়কারাক্ষসীর নন্দন — ৩১
৩। মারীচ যোগতপস্যাবলম্বী এই জন্য ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তিধারণ করিতে সমর্থ — ৩৯৯
৪। রাবণ পরিশেষে জ্ঞানমার্গে পৌঁছিয়াছিল — ৪০৭

বিরাধ

১। বিরাধ দণ্ডকারণ্যবাসী অনার্য্য রাক্ষস — অরণ্যকাণ্ড—৩৫১
২। বিরাধ পর্ব্বততুল্যকায় এবং রাম-লক্ষ্মণ দ্বারা নিহত — ৩৫২

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

কবন্ধ

১। কবন্ধ দণ্ডকারণ্যবাসী অনার্য্য রাক্ষস — ৪৬৯
২। কবন্ধ বিশেষ জ্ঞানবান, তাহার উপদেশ মূল্যবান — ৪৭০

কৌশল্যা

১। কৌশল্যা রাজা দশরথের প্রধানা মহিষী — আদিকাণ্ড—১৯
২। কৌশল্যা ধর্ম্মানুরক্তা ও দেবার্চ্চনানিযুক্তা, কৌশল্যা-চরিত্র দ্বারা সেকালের রমণীগণের উন্নত চরিত্রের পরিচয় — অযোধ্যাকাণ্ড—৬৩-৬৪
৩। কৌশল্যার সপত্নী কৈকেয়ীর সঙ্গে অসদ্ভাব — ৬৩-৬৪
৪। কৌশল্যা ধর্ম্মানুরক্তা উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত মাতা, ভক্তিশীলতা ধর্ম্মানুশীলনই কৌশল্যা-চরিত্রের বিশেষত্ব — ১৪৩-১৪৮
৫। কৌশল্যার ধর্ম্মজ্ঞান বিশেষরূপে প্রকাশিত — ১৭৪
৬। কৌশল্যা-চরিত্র বিশ্লেষণ — ১৩৯-১৭৫-২০৫-২০৬-২১৩-২৬১-২৬৬
৭। কৌশল্যা ধর্ম্মপরায়ণা আদর্শ রমণী, আদর্শ জননী, আদর্শ স্ত্রী — ১৭৪
৮। সীতার প্রতি উপদেশ-বাক্যে কৌশল্যা ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা নারী — ২০৫-২০৬
৯। দশরথ ও কৌশল্যার কথোপকথনে কৌশল্যা আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রী — ২৬১-২৬৬

কৈকেয়ী

১। রাজা দশরথের দ্বিতীয়া মহিষী ও — আদিকাণ্ড—১৯
প্রিয়তমা ভার্য্যা — অযোধ্যাকাণ্ড—৯২
২। কৈকেয়ীর চরিত্র-বিশ্লেষণ সপত্নী-বিদ্বেষ ও প্রাধান্য-প্রিয়তাই কৈকেয়ীর চরিত্রের বিশেষত্ব — ৭১-১২০-১২৬
১৩৬-১৯৫-২০৩-২১৩

কাণ্ড—পৃষ্ঠা

৩। মাইকেলের কৈকেয়ীর চরিত্র ও রামায়ণের কৈকেয়ীর চরিত্র-তুলনা ১১৬

৪। কৈকেয়ী ইচ্ছাপরায়ণা ৭২-১১৫

৫। কৈকেয়ী একেবারে নির্ব্বোধ ছিলেন না ৭৪

৬। উপযুক্ত শিক্ষা-বিহীনা নারী ৭৪-৭৫-৭৮

৭। কৈকেয়ী কুভাবসংস্পর্শদোষে মন্থরার রূপ ও গুণবর্ণন ৮৫

৮। কৈকেয়ী রাজা দশরথের বৃদ্ধ বয়সের অতি প্রিয়তমা যুবতী ভার্য্যা ৯২

৯। কৈকেয়ী কপটিনী ৯৫-২১৪-১২৯

১০। কৌশল্যার প্রতি ঈর্ষাই প্রধানতঃ কৈকেয়ী কর্তৃক রামবনবাস-সংঘটিত ১০৩

১১। কৈকেয়ী প্রকৃত ধার্ম্মিকা ছিলেন না ১০৩-১০৪

১৩। দশরথ কৈকেয়ী-সংবাদে কৈকেয়ী-চরিত্রের নিকৃষ্ট অংশ প্রকাশিত ১০২

১৪। কৈকেয়ীর ইচ্ছা দুর্দ্দমনীয়া ১১৫

১৫। কৈকেয়ী-চরিত্রের নীচতা ১২০

১৬। কৈকেয়ী মিথ্যাকথা বলিতেও অকুণ্ঠিতা ১২১

১৭। কৈকেয়ী চতুরা ১৩১

১৮। কৈকেয়ীর নির্লজ্জতা ১৯৭-২০১

১৯। কৈকেয়ী-চরিত্রে নারী-হৃদয়ের কঠোরতার চূড়ান্ত নিদর্শন ২০৩

২০। কৌশল্যা ও সুমিত্রার সহিত তুলনায় কৈকেয়ী-চরিত্র নিকৃষ্ট ২১৩-২১৪

২১। দশরথের মৃত্যুর পর হইতে মন্থরা-নির্য্যাতনের পাপ হইতে কৈকেয়ীর মোহ দূরীভূত হইতেছিল ২৭২-২৯৬

সুমিত্রা

১। সুমিত্রা রাজা দশরথের প্রধানা তৃতীয় রাণী লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মাতা আদিকাণ্ড—১৯-২০

"অহে তপোধন আমি নিবেদি তোমায়।
রামের বয়স এবে ষোল বর্ষ প্রায় ॥
এই সে কারণে রাম রাজীবলোচন।
রক্ষসহ রণে যোগ্য নহে কদাচন ॥
অক্ষৌহিণী সেনা মোর আমি যার পতি।
আমিই যুঝিব ইথে রাক্ষস-সংহতি ॥
এই সব মহাবীর অস্ত্র বিচক্ষণ।
সকলেই ভৃত্য মোর শুন তপোধন ॥
অনাসে যুঝিবে এরা রাক্ষসের সনে।
লইয়া যেওনা রাম জীবন-নন্দনে ॥
তব যজ্ঞরক্ষা হেতু ধরি শরাসন।
রাক্ষসগণের সহ করিব হে রণ ॥
যতক্ষণ দেহে মোর থাকিবে পরাণ।
ততক্ষণ রক্ষোগণে নিক্ষেপিব বাণ ॥
আমি তব যজ্ঞভূমে করিব গমন।
বিশেষ যতনে যজ্ঞ করিব রক্ষণ ॥
বিঘ্নহীন হবে যজ্ঞ আমার যতনে।
লইয়া যেওনা রাম জীবন-নন্দনে ॥
শ্রীরাম বালক মোর কৃতবিদ্য নয়।
বলাবল কারে বলে না জানে নিশ্চয় ॥
অস্ত্র-বলযুত কিম্বা রণ-বিচক্ষণ।
আমার সে রাম প্রভু নহে কদাচন ॥
কূট যুদ্ধ করিবারে রাক্ষসের সনে।
নিতান্ত অযোগ্য রাম নিবেদি চরণে ॥
রামছাড়া নাহি বাঁচি মুহূর্ত্ত কারণে।
লইয়া যেওনা রাম রাজীবলোচনে ॥
হে সুব্রত হে ব্রহ্মণ, নিতান্ত তোমার।
যদি ইচ্ছা হয় লৈতে রামেরে আমার ॥
চতুরঙ্গ সেনাসহ আমারেও তবে।
রামসহ লয়ে চল রাক্ষস আহবে ॥
ষাইট হাজার বর্ষ কুশিক নন্দন।
কালগর্ভে ক্রমে আমি করিয়া ক্ষেপণ ॥
এত বয়সে বহু ক্লেশে পেনু রাম ধনে।
লইয়া যেওনা রাম রাজীবলোচনে ॥
চারি পুত্র মাঝে মোর প্রীতির মিলনে।
লইয়া যেওনা রাম রাজীবলোচনে ॥

... ...

সুপ্রসন্ন হও প্রভো, শ্রীরামের প্রতি।
কি করিব হায়, আমি মন্দভাগ্য অতি ॥
পরম দেবতা তুমি মম তপোধন।
তুমিই পরম গুরু হও তুষ্ট মন ॥

... ...

একেত বালক রাম তাহাতে আবার।
দেবোপম রূপ তার শোভার আধার ॥
যুদ্ধের আবার কিছু রাম নাহি জানে।
তবে তারে তব করে দিব কোন্ প্রাণে ?
নন্দ আর উপনন্দ বীরের তনয়।
কালোপম মারীচ সুবাহু সে উভয় ॥
তবযজ্ঞ বিঘ্ন তারা করিবে দুজন।
কাজেই রামেরে নাহি দিব কদাচন ॥
মারীচ সুবাহু দোঁহে বীর সুশিক্ষিত।
বরং সে উভয়ের একের সহিত ॥
লয়ে আমি আপনার যত বন্ধুগণ।
নিজেই যাইব মুনি করিবারে রণ ॥
অন্যথা বান্ধবসহ করি অনুনয়।
রামে লইবার আশা ত্যজ মহাশয় ॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

"While thus the hapless monarch spoke
Paternal love his utterance broke"
Griffiths Ramayan Book I, canto XXIII.

রাজা দশরথের এ সকল উক্তি কি স্বাভাবিক ক্ষত্রিয়বীরোচিত ও পরোপকার-প্রবৃত্তির নিদর্শন নহে? তাঁহার বাক্যগুলি কাকুতি মিনতিপূর্ণ, বিনয়-নম্রতাসূচক এবং পুত্রবাৎসল্যব্যঞ্জক।

রাজা দশরথের প্রত্যুত্তর শুনিয়া মহাতপা বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রোধ-প্রকাশ করিলেন। এরূপ স্থলে অতিশয় ক্রোধপ্রকাশ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা নহে। মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র রাজা দশরথকে বলিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্রের হিতার্থেই তিনি তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন।

"And on my champion will I shower,
Unnumbered gifts of varied power
Such gifts as shall ensure his fame
And spread through all the worlds his name."
Griffith's Ramayan Book I. canto XXI,

"My word is pledged nor pledged in vain."
Griffith's Ramayan Book I. canto XXI.

তথাপি রাজা দশরথ যখন রামচন্দ্রকে যাইতে দিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন ক্রোধপ্রকাশ ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই মনে করিয়াই, বোধ হয়, সেই সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ ক্রোধপ্রকাশ করিলেন। মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্রোধের বশীভূত ছিলেন না, তিনি সর্ব্বরিপু জয় করিয়াছিলেন। তিনি ক্রোধপ্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছেন, ইহা এই রঘুকুলের অনুপযুক্ত কর্ম্ম। যদি ইহাই আপনার কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি সেই স্থানে প্রস্থান করি।" এই তীব্র শ্লেষোক্তি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা প্রকাশের জন্য সত্যবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজা দশরথের পক্ষে যথেষ্ট তিরস্কার হইল।

তখন আবার সুবিজ্ঞ বশিষ্ঠমুনি রাজা দশরথের প্রতি উপদেশ বাক্য বলিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠঋষি বিশ্বামিত্রকে ও তাঁহার প্রভাব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। বশিষ্ঠ ঋষি অতি সুবিজ্ঞ ও অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বিশেষরূপে জানিতেন. বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে বিশেষরূপেই চিনিতেন। বিশ্বামিত্রের জীবনকাহিনীতেই এ সমস্ত প্রকাশ পাইবে।

সুবিজ্ঞ বশিষ্ঠমুনি বলিলেন "আপনি স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন। প্রতিজ্ঞা করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম না করা আপনার পক্ষে অনুচিত। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রমুনি যখন রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার উপকারার্থই লইয়া যাইতেছেন জানিবেন। তাঁহার কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই, মহা-প্রভাবশালী বিশ্বামিত্রই শ্রীরামচন্দ্রকে রক্ষা করিবেন। এই বিশ্বামিত্রমুনি মহা-তেজস্বী, অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন এবং সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ। তিনি নিজে স্বয়ংই রাক্ষসদিগকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ, তবে শ্রীরামচন্দ্রের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন।"

"For Rama and the people's sake
For thine own good my counsel take
Nor seek, O king! with fond delay
The parting of thy son, to stay."

Griffith's Ramayan Book I. cato XXIII.

বিশ্বামিত্রমুনি রাজা দশরথকে প্রথমেই বলিয়াছিলেন "আমি নিজেই এই রাক্ষসদিগকে নিগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু যজ্ঞ-দীক্ষিত হইয়া রূপ করা নিষিদ্ধ, কেননা ইহাতে তপোহানি হয়। শ্রীরামচন্দ্রকে আমার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করুন, আমি তাহার নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিব।"

"Nor can I, checked by prudence, dare
Let loose my fury on them there
The untested curse, the threatening word
In such a right must never be heard."

Griffith's Ramayan Book I. canto XXI.

"রাম ও লক্ষ্মণ মাতৃগণকে বন্দনা করিয়া মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে যাইতে সূর্য্যের গতিনিবন্ধন প্রবর্ত্তমান চৈত্র ও বৈশাখ মাসের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন বর্ষাকালে উগ্র-ভিগ্র নামক নদের নাম সদৃশ কার্য্য অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস ও কূলভেদন শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ তরঙ্গতুল্য ভুজশালী কুমারযুগলের শৈশবসুলভ চঞ্চল-গমনের শোভা হইয়াছিল।"

মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বলা ও অতিবলা নামক দুই বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। ইহা শিক্ষা করিলে পরিশ্রম-বোধ, জ্বর বা রূপবিকার হয় না। বাহুবল যথেষ্ট হয়, সৌভাগ্যে, ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয়ে, দাক্ষিণ্যে, প্রত্যুত্তর প্রদানে ও অন্যান্য গুণে অতুলনীয় হয়। এই মন্ত্র গ্রহণের পর শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য শোভা হইল।

"বিদ্যাসমুদিতো রামঃ শুশুভে ভীমবিক্রমঃ।
সহস্ররশ্মির্ভগবান্ শরদীব দিবাকরঃ।" আদিকাণ্ড ২২ সর্গ।

"মন্ত্র গ্রহণের পর রাম রঘুবর।
শোভিলেন শরতের যেন দিবাকর॥" ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রাম-লক্ষ্মণ রাজনন্দন হইলেও এ সময় তৃণশয্যায় শয়ন করিতে কষ্টবোধ করেন নাই বা কুণ্ঠিত হন নাই। অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা যে মহাত্মা বিশ্বামিত্রের মন্ত্রশিক্ষার ফল তাহার আর সন্দেহ নাই।

বলা ও অতিবলা বিদ্যার গুণানুবাদ মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপ করিয়াছেন—

"Lo, with two spells I thee invest
The mighty and the mightiest
O'er thee fatigue shall ne'er prevail,
Nor age or change thy limbs assail.
Thee powers of darkness ne'er shall smite
In tranquil sleep or wild delight.
No one is there in all the land
Thine equal for the vigorous hand.
Thou, when thy lips pronounce the spell
Shall have no peer in heaven or hell,
None in the world with thee shall vie



বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম রাক্ষস-বধে নিযুক্ত

O sinless one in apt reply,
In fortune, knowledge, wit and tact,
Wisdom to plan and skill to act.
This double Science take and gain
Glory that shall for age remain.
Wisdom and judgment spring from each
Of these fair spells whose use I teach.
Hunger and thirst unknown to thee
High in the worlds thy rank shall be,

* * * *

Virtues which none can match are thine
Lord, from thy birth, of gifts divine
And now these spells of might shall cast
Fresh radiance over the gifts than past."

Griffith's Ramayan, Book I, canto XXIV.

এইরূপ অসাধারণ প্রভাবপূর্ণ ও শক্তিসম্পন্ন বিদ্যা বা মন্ত্র যে বিশ্বামিত্রের ন্যায় যোগী মহাপুরুষ প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সে কালের যোগী ঋষিগণ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন।

২৩-২৬ সর্গ। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের গমন ও তাড়কা-রাক্ষসী-বধ।

বিশ্বামিত্রের আদেশ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র তাড়কারাক্ষসীকে বধ করিলেন। সেও একজন যজ্ঞবিঘ্নকারিণী ও ঘোর অত্যাচারিণী ছিল। মারীচ রাক্ষস তাহার নন্দন।

বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্রের কথোপকথনে এস্থলে রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি এবং মুনি ঋষিদিগের প্রতি বিশেষতঃ মহাতপা বিশ্বামিত্রের প্রতি বিশেষরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধার আভাস পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, "তাড়কা রাক্ষসী স্ত্রী জাতি হইলেও তাহাকে তুমি বধ করিতে দ্বিধা করিও না, কেননা রাজনন্দনকে প্রজাসংরক্ষণ ও

চাতুর্ব্বর্ণ্য হিতানুষ্ঠান জন্য নৃশংস ও অনৃশংস উভয় কর্ম্মই করিতে হয়, বিশেষ এই যক্ষিনীর ধর্ম্ম নাই।”

তদুত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—

“পিতুর্ব্বচন নির্দ্দেশাৎ পিতুর্ব্বচনগৌরবাৎ।
বচনং কৌশিকস্যেতি কর্ত্তব্যমাবিশঙ্কয়া ॥২
অনুশিষ্টোঽস্ম্যযোধ্যায়ং গুরুমধ্যে মহাত্মনা।
পিত্রা দশরথেনাহং নাবজ্ঞেয়ং হি তদ্বচঃ ॥৩
সোঽহং পিতুর্বচঃ শ্রুত্বা শাসনাদ্‌ব্রহ্মবাদিনঃ।
করিষ্যামি ন সন্দেহ তাড়কাবধমুত্তমম ॥৪
গো-ব্রাহ্মণ-হিতার্থায় দেশস্য চ হিতায় চ।
তব চৈবাপ্রেময়স্য বচনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥’ আদিকাণ্ড ২৬ সর্গ।

“কহিলেন দৃঢ়ব্রত করি যোড় কর।
তোমার বচন শিরোধার্য্য মুনিবর॥
আসিবার কালে পিতা অযোধ্যা-নগরে।
মহাত্মা গুরুদেব সভার ভিতরে॥
বলিয়াছিলেন মোরে দেশ বাছাধন।
বিশ্বামিত্র মুনিবাক্য করিও পালন॥
এই হেতু গুরুদেব জনকের আজ্ঞা।
বচন গৌরব তার না করি অবজ্ঞা॥
তাই সে আদেশ তব অবশ্য পালিব।
নিঃসন্দেহে তাড়কায় এখনি নাশিব॥
গো-ব্রাহ্মণ-হিতে আর দেশের স্বস্তিতে।
তব বাক্য প্রভু আমি প্রস্তুত পালিতে॥”

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

এই বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য কর্ত্তব্যজ্ঞানও প্রকাশ পাইতেছে।

২৭ সর্গ। বিশ্বামিত্র কর্তৃক রামলক্ষ্মণকে নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা দান।

“Now will I for I love thee so
All heavenly arms on thee bestow,
Victor with these, whoever oppose
Thy hand shall conquer all thy foes,
Though Gods and spirits of the air,
Serpents and fiends the conflict dare.”

Griffith's Ramayan Book 1 Canto XXIX.

বিশ্বামিত্র একজন যোগী ও মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কি জন্য পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক বালক রামচন্দ্রকে রাক্ষস-নিধনার্থ লইয়া গেলেন? তাঁহার অভিলষিত কার্য্য কি রাজা দশরথ ও তাঁহার অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা সম্পন্ন হইত না? ইহার ভিতর কি কোন রহস্য নাই? ইহাতে কি সহজেই অনুমিত হয় না যে, সর্ব্বজ্ঞানী বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লইয়াছিলেন? শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিলেন, নানাবিধ অমিতপ্রভাবসম্পন্ন অস্ত্র শিখাইলেন, তৃণশয্যায় শয়ন এবং নদীতে স্নান-আহ্নিকাদি করাও অভ্যস্ত করাইলেন। ইহাতে সহজেই বোধ হয়, মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র আধ্যাত্মিক বা যোগবলে রামচন্দ্রের ভবিষ্যৎজীবনের আভাস পাইয়াছিলেন; অথবা তাঁহাকে তাঁহার কঠোর ভবিষ্যৎজীবনের উপযোগী করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। তিনি দশরথকে বলিয়াছিলেন,—

"I know the hero Rama well
In whom high thoughts and valour dwell;
So does Vasishtha, so do these
Engaged in long austerities.
If thou would do the righteous deed,
And win high fame, thy virtue's meed,
Fame that on earth shall last and live,
To me, great King, thy Rama give.

Griffith's Ramayan, Book I, Canto XXI.

ইহাতেই প্রতীয়মান হয়, মহাযোগী বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ব্বে না দেখিয়া থাকিলেও তাঁহার অভ্যুদয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি তাঁহাকে লইয়া তাঁহার কঠোর জীবন-সংগ্রামের উপযোগীভাবে গঠন করিয়া দেন। বিশ্বামিত্রের নিকট দীক্ষা-শিক্ষা না পাইলে শ্রীরামচন্দ্র কখনই তাঁহার অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ জীবন-সংগ্রামে এরূপ যশস্বী ও প্রতিপত্তিশালী হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

মহাকবি কালিদাসও বিশ্বামিত্রের উপরোক্ত সমস্ত কার্য্যাবলী রঘুবংশের একাদশ সর্গে তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় যথাযোগ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বামিত্রমুনি রামচন্দ্রকে অনেক পৌরাণিক আখ্যান শুনাইলেন, রাক্ষস বা অনার্য্যদিগের কাহারও কাহারও পরিচয় দিলেন এবং তাহাদের উৎপীড়নের কথাও জানাইলেন। বিশ্বামিত্রের হস্তেই শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-গঠন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুবিজ্ঞ বশিষ্ঠের শিক্ষার পর, মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের শিক্ষা দ্বারা রামচন্দ্র সর্ব্বগুণযুক্ত হইয়া পূর্ণ হইলেন। এইরূপ দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি যে রামচন্দ্রের শিক্ষাগুরু, স্বাভাবিক প্রতিভাসম্পন্ন সেই রামচন্দ্র যে সর্ব্বশক্তি, ক্ষমতা ও গুণের আধার হইবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক।

২৮ সর্গ। বিশ্বামিত্র-প্রদত্ত অস্ত্র-ব্যবহার-বিবরণ।

২৯ সর্গ। বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমের বিবরণ রামচন্দ্রকে বলেন ও রামলক্ষ্মণসহ ঐ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন।

৩০ সর্গ। মারীচ-দূরীকরণ এবং সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষস-বধান্তে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-সমাপন।

শ্রীরামচন্দ্র শরনিক্ষেপদ্বারা যজ্ঞবিঘ্নকারী মারীচ রাক্ষসকে সমুদ্রগর্ভে নিপাতিত করিলেন, সে তথা হইতে প্রাণরক্ষা করিয়া তপস্যায় নিরত হইল। রামচন্দ্র অনায়াসে সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসগণকেও বধ করিলেন। মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া যোগাসনে একাদিক্রমে ছয়দিন মৌনাবলম্বন করিয়া ছিলেন এবং রামলক্ষ্মণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধনুর্ব্বাণ-হস্তে ঐ ছয় দিবস তপোবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এরূপ প্রভাবশালী মুনি ঋষি ও ক্ষমতাশালী রাজনন্দন যে সময় এই ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত, সেই সময়ের ভারতবর্ষ যে কতদূর উন্নত ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে এই যজ্ঞ-সমাপন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যজ্ঞ-সমাপনান্তে বিশ্বামিত্রের অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি দেখিয়া রামলক্ষ্মণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

They greeted first that holy sire
Resplendent like the burning fire

Griffith's Ramayan Book I, canto XXXIII.

৩১ সর্গ। বিশ্বামিত্রের প্রতি রামলক্ষ্মণের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা এবং মুনিগণের ইচ্ছানুসারে রামলক্ষ্মণসহ সকলের জনকের যজ্ঞভূমি-যাত্রা ও সে স্থানের ধনুকের বিবরণ।

সিদ্ধ-মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের অভিপ্রায় অনুসারে রামলক্ষ্মণ তৎসহ জনক রাজার রাজধানী দর্শনে চলিলেন। রামলক্ষ্মণ এইক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিশ্বামিত্র একজন অমিতপ্রভাবশালী মহাপুরুষ। তাঁহারা এ সময় বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন

Here Stand, O lord thy Servants true
Command what thou wouldst have us do.
Griffith's Ramayan Book I, canto XXXIII.

৩২-৩৪ সর্গ। বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক কুশবংশ ব্যাখ্যান, অর্থাৎ তাঁহার নিজবংশের বিবরণ কথন।

৩৫-৪৮ সর্গ। পৌরাণিক-বিবরণ কথন।

গঙ্গার উৎপত্তি-বিবরণ, কার্ত্তিকের জন্মাদি বিবরণ, সগরোপাখ্যান, ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন প্রভৃতি অনেক পৌরাণিক বিষয় বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন।

৪৯ সর্গ। অহল্যার শাপবিমোচন-বিবরণ।

৫০ সর্গ। বিশ্বামিত্রের সহিত রামলক্ষ্মণের জনক-জন্মভূমিতে গমন।

৫১-৬৫ সর্গ। গৌতম-নন্দন শতানন্দকর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের জীবনচরিত বর্ণন।

যে মহাপুরুষ রামচন্দ্রকে গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনচরিত যে অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনাপুঞ্জে পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশ্বামিত্রের জীবনকাহিনীও নানারূপ অলৌকিক ঘটনাসম্বলিত। তিনি কুশবংশীয় রাজনন্দন ছিলেন। নানাবিধ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের পর, তপস্যা দ্বারা তিনি ঋষিত্ব, ব্রাহ্মণ্য ও ওঙ্কারাদি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সবিস্তার জীবনকাহিনী উত্তরাকাণ্ডের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

৬৬ সর্গ। বিশ্বামিত্র-সন্নিধানে জনকের ধনু-প্রাপ্তির কথা।

জনকরাজের পূর্ব্বপুরুষ রাজা দেবরাত এই বিশাল ধনুকটি প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন। জনকের ধনুকটি অসাধারণ ছিল। রাজা জনক পণ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি সেই ধনুতে জ্যা-রোপণ করিয়া উহা ভগ্ন করিতে পারিবে, তাঁহাকে তিনি তাহার পালিতা-কন্যা সীতাকে সম্প্রদান করিবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, রাজা জনক লাঙ্গল-মুখে শিশু অবস্থায় সীতাকে পাইয়াছিলেন। এজন্যই তাঁহার নাম 'সীতা' রাখা হইয়াছিল। ঘটনাটি একেবারে অসম্ভব নহে। সীতা হয় জনক রাজার এইরূপ পালিতা কন্যা ছিলেন, না হয় তাঁহার ঔরসজাতা কন্যা ছিলেন। জনকরাজ মিথিলার* রাজা হইলেও তপশ্চর্য্যা ও যজ্ঞাদিতে সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন।

বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাস সীতাদেবীর মুখ দিয়া তাঁহার নিজ জন্ম-বৃত্তান্ত অত্রিমুনি-পত্নীর নিকট এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

"একদিন মেনকা যাইতে বস্ত্র উড়ে।
তাহা দেখি জনক রাজার বীর্য্য পড়ে॥
সেই বীর্য্যে জন্ম মম হইল ভূমিতে।
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে॥
অযোনি-সম্ভবা মোর জন্ম মহীতলে।
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে কৈল কোলে॥
নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি।
হেন কালে আকাশে হইল দৈববাণী॥
দেবগণ ডাকি বলে জনক ভূপতি।
জন্মিল তোমার বীর্য্যে কন্যা রূপবতী॥
অযোনি-সম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা॥"

অরণ্যকাণ্ড

রাজা জনক বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দেবোপম দুই যুবককে দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"পুনস্তং পরিপপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলিঃ প্রযতোনৃপঃ।
ইমৌ কুমারৌ ভদ্রস্তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ॥১৭
গজসিংহগতী বীরৌ শার্দ্দূলবৃষভোপমৌ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গাতূণীধনুর্দ্ধরৌ॥
অশ্বিনাবিবরূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ॥১৮

* মিথিলা একটী প্রাচীন জনপদ। মিথিলানগর উহার রাজধানী। নিমির পুত্র মিথি মিথিলারাজ্যের স্থাপয়িতা। বিশালা বা বৈশালীর উত্তরে মিথিলা অবস্থিত। বর্ত্তমান ত্রিহুত (তীরভুক্তি) ও দ্বারবঙ্গের কতকাংশ লইয়া ইহা গঠিত ছিল। (বিশ্বকোষ)

যদৃচ্ছয়ৈব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে॥১৯
ধরায়ুধধরৌ বীরৌ কস্য পুত্রৌ মহামুনে।
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরাম্॥২০
পরস্পরেণ সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ।
কাকপক্ষধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥২১ আদিঃ ৫০ সর্গ।

"With looks that testified delight
Thus spake he to the anchorite,
Then with his suppliant hands upraised,
He asked, as earnestly he gazed.
'These princely youths, O Sage, who vie
In might with children of the sky,
Heroic, born for happy fate
With elephants' or lions' gait
Bold as the tiger and the bull
With lotus eyes so large and full,
Armed with the quiver, sword and bow,
Whose figures like the Asvins show,
Like children of the heavenly Powers,
Come freely to these shades of ours,—
How have they reached on foot this place ?
What do they seek and what their race ?
As Sun and moon adorn the sky,
This spot the heroes glorify ;
Alike in stature, port, and mien
The same fair form in each is seen

Griffith's Ramayan Book I, Canto L.

বাস্তবিক রামলক্ষ্মণ উভয়ে অতি শোভাসম্পন্ন ছিলেন। বিশ্বামিত্র জনক রাজার নিকট রামলক্ষ্মণের পরিচয় প্রদান করিলেন। জনক রাজাও তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

৬৭ সর্গ। রামকর্ত্তৃক ধনুর্ভঙ্গ এবং রামের সীতাসহ বিবাহ-কারণ দশরথকে আনয়নজন্য দূতপ্রেরণ বিবরণ।

সীতা-বিবাহার্থী বহু রাজা জনকরাজের এই বিখ্যাত ধনুকটি ভগ্ন করিতে অসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র অনায়াসে জ্যা-রোপণপূর্ব্বক ইহা ভগ্ন করিলেন। ধনুর্ভঙ্গ হইলে জনকরাজের ইচ্ছানুযায়ী ও বিশ্বামিত্রের আদেশ অনুসারে রাজা দশরথকে মিথিলায় আনয়ন জন্য দূত প্রেরিত হইল।

জনকরাজের রক্ষিত হরধনু-সম্পর্কে কৃত্তিবাস এইরূপ কৌতুকোদ্দীপক বর্ণনা করিয়াছেন।

"ধনুকের কথা যদি গেল দেশে দেশে।
জানকী বিবাহ হেতু রাজা সব আসে॥
পৃথিবীতে আছে যত রাজা মহত্তর।
একে একে আসে সব জনকের ঘর॥
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে।
সবারে পাঠায়ে দেন ধনুকের ঘরে॥
জনক বলেন যেবা তুলিবে ধনুক।
তারে সীতা কন্যা দিব পরম কৌতুক॥
ধনুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায়।
দেখিয়া সকল লোক পশ্চাৎ গোড়ায়॥
ঘরের দ্বারেতে গিয়া উঁকি দিয়া চায়।
তুলিবারে শক্তি কোথা দেখিয়া পলায়॥
কত রাজা রাজপুত্র উদ্যত হইয়া।
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছিটিয়া॥
প্রাণপণে তারা গিয়া টানাটানি করে।
তুলিবার সাধ্য কিবা নাড়িতে না পারে॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুকখান ভারি।
দিবে কে তাহাতে গুণ নাড়িতে না পারি॥
লজ্জা পেয়ে রাজা সব পলাইয়া যায়।
করতালি দিয়া সব বালক দৌড়ায়॥
পলাইয়া যায় সব আপনার দেশে।
বিবাহ করিতে অন্য রাজাগণ আসে॥
পথ মধ্যে দেখা হয় সে সবার সনে।
ধনুকের পরাক্রম তারা সব শুনে॥
দেখিবারে কার্য্য নাহি শুনিয়া ডরায়।
শ্রবণ মাত্রেতে পথে অমনি পলায়॥
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
তিনকোটি রাজা গেল মিথিলা নগর॥
ধনুক তুলিতে না পারিল কোন জন।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবণ॥
অকম্পন মারীচ প্রহস্ত সহোদর।
চারিপাত্রে লয়ে রথে চলে লঙ্কেশ্বর॥
আইল সকলে তারা মিথিলাভুবন।
জনক শুনিল রাবণের আগমন॥
জনক বলেন শুন পাত্রমিত্রগণ।
রাবণ আইল আজি হইবে কেমন॥
স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি না দিব রাবণে।
কাড়িয়া লইবে সীতা রাখে কোন জনে॥
চলিল জনক রাজা রাবণ আনিতে।
দেখিয়া রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে॥

প্রহস্ত ডাকিয়া বলে রাবণ রাজারে।
জনক আইল দেখ লইতে তোমারে॥
দেখিয়া রাবণ তারে ভূমিহৈতে উঠি।
বাহু পসারিয়া দোঁহে করে কোলাকুলি॥
বসাইল রাক্ষসেরে দিব্য-সিংহাসনে।
ইষ্টালাপ করিলেন বসি দুইজনে॥
জনক বলেন মম সফল জীবন।
কোন কার্য্যে মহাশয় তব আগমন॥
দশানন বলে রাজা তব কন্যা সীতা।
আমারে করহ দান আমি সে গৃহীতা॥
জনক বলেন ইহা সৌভাগ্য লক্ষণ।
তোমা বিনা আর বর আছে কোন জন॥
আনিলেন ভৃগুরাম ধনু এক খান।
হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান॥
তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ্গ গিয়া তুমি।
ধনুকের ঘরে সীতা সমর্পিব আমি॥
শুনিয়া সে দশমুখে হাসিল রাবণ।
আমার সাক্ষাতে বল ধনুক বিক্রম॥
কৈলাস তুলেছি আমি পর্ব্বত কন্দর।
তাহাকে জিনিয়া কি ধনুক হবে ভর॥
আগে সীতা আনিয়া আমারে কর দান।
যাত্রাকালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুখান॥
জনক বলেন কর প্রতিজ্ঞা পূরণ।
দেখুক সকল লোক ধনুক ভঙ্গন।
প্রহস্ত বলেন শুন রাজা দশানন।
যার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে কখন॥
ধনুক ভাঙ্গিলে রাজা জানকীরে দিবে।
ইচ্ছাধীনে নাহি দেয় কাড়িয়া লইবে॥
দশানন বলে মামা রাখি তব কথা।
ধনুক ভাঙ্গিলে যেন না করে অন্যথা॥
অহঙ্কার করিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর।
দেখাইতে চলিল জনক নৃপবর॥
শুনিয়া ধাইল সব মিথিলা নগর।
সবে বলে জানকীর আজি হইল বর॥
যুবা বৃদ্ধ শিশু এক নাহি রহে ঘরে।
কৌতুক দেখিতে গেল রাজার মন্দিরে॥
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
একাদশ যোজন তাহার পরিসর॥
ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে।
হাসিয়া রাবণ রাজা দাণ্ডাইল দ্বারে॥
দ্বারে দাঁড়াইয়া বীর উঁকি দিয়া চায়।
দেখিয়া দুর্জ্জয় ধনু অন্তরে ডরায়॥
মনে ভাবে ঘুচিল আমার ভারিভুরি।
যে দেখি ধনুক খানা পারি কি না পারি॥
অন্তরে আতঙ্ক অতি মুখেতে আনন্দ॥
ধনুক তুলিতে যায় রাজা দশস্কন্ধ॥
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়িহস্তে ধরিলেন ধনুক মহাবলে।
আকাড়ি করিয়া সে ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারি পানে।
নাকে হাত দিয়া বলে কি করি উপায়।
কি হইবে মামা ধনু তোলা নাহি যায়॥
প্রহস্ত বলেন শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
লোক হাসাইলে আজি মিথিলানগর॥
চিন্তা না করিহ তুমি না করিহ ডর।
গায়ে বল করি দেখ আরবার ধর॥
পুনশ্চ ধনুকখান টানাটানি করে।
তথাপি দুর্জ্জয় ধনু নাড়িতে না পারে॥
দশগ্রীব বলে ধনু টানিতে না পারি।
প্রাণ যায় মামা তবু তুলিতে না পারি॥

কৈলাস তুলেছি মামা পর্ব্বত মন্দর।
তাহাকে জিনিয়া মামা ধনুকের ভর॥
এই যুক্তি মামা গো তোমার ঠাঁই মাগি।
সবাই তুলিয়া ধর ধনুখানা ভাঙ্গি॥
প্রহস্ত বলিল শুন বীর দশানন।
তবেত সীতার বর হবে কোন জন॥
পার বা না পার আর একবার টান।
প্রাণ যায় রাখ মান এই বাক্য মান॥
রাবণ বলিল মামা শুন মম বাণী।
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ রাখ আনি॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে প্রহস্ত তাহারে।
রথ লয়ে আমি এই রাখিলাম দ্বারে॥
আর বার রাবণ ধনুক খান টানে।
তুলিতে না পারি চায় প্রহস্তের পানে॥
কাঁকালেতে হস্ত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্রবেটা দেখে॥
বুঝিয়া প্রহস্ত রথ দিল যোগাইয়া।
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুক এড়িয়া।
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী।
সকল বালক দেয় তারে টিটকারী॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন যে, পরশুরাম অতি পূর্ব্বে সীতার বিবাহার্থী হইয়া জনক রাজার নিকট যান। কিন্তু সীতা তখন বিবাহযোগ্যা না হওয়ায় তিনি এই ধনুকটি জনক রাজার নিকট এই বলিয়া রাখিয়া দেন যে, তিনি উপযুক্ত সময়ে আসিয়া সীতাকে বিবাহ না করিলে, যে ব্যক্তি এই ধনুকটিতে জ্যা-রোপণ করিয়া ভগ্ন করিতে পারিবে, তাহাকেই যেন সীতা সম্প্রদান করা হয়। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, জনক রাজার পূর্ব্বপুরুষ রাজা দেবরাত এই ধনুকটি দেবগণ হইতে পাইয়াছিলেন।

৬৮ সর্গ। দশরথের নিকট দূতাগমন ও জনক-ভবন-গমনার্থ পরামর্শের বিবরণ।

রাজা দশরথ স্বীয় মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, রামচন্দ্রের সীতাসহ বিবাহ উপযুক্ত কার্য্যই বটে। সুতরাং তিনি মিথিলা যাওয়া স্থির করিলেন।

৬৯ সর্গ। উপাধ্যায় ও বান্ধববর্গ এবং চতুরঙ্গ সেনাসহ দশরথের মিথিলাগমন-বিবরণ।

৭০ সর্গ। জনকের ইচ্ছানুসারে ইক্ষুমতী নদীর তীরস্থ সাঙ্কাশ্যা নগরীর * অধি-

* যুক্ত-প্রদেশের একটী প্রাচীন জনপদ। বর্ত্তমান নাম সঙ্কিশ। এই নগর ফতেগড় হইতে ২৩ মাইল পশ্চিমে কালীনদী তীরে অবস্থিত। রামায়ণী যুগে এই স্থান রাজা কুশধ্বজের রাজ-

পতি তাঁহার ভ্রাতা কুশধ্বজকে আনয়ন ও বশিষ্ঠ কর্তৃক রাজা দশরথের বংশাবলী-কীর্ত্তন। রাজা জনককর্তৃক নিজ বংশাবলী কীর্ত্তন।

বিবাহোপলক্ষে উভয়পক্ষের বংশাবলী কীর্ত্তনের কথা আজকালও হিন্দুসমাজে এক প্রকার প্রচলিত আছে। রাজর্ষি জনকের প্রকৃত নাম সীরধ্বজ ছিল। যথা—

"অথ সীরধ্বজো রাজা রাজানং অজনন্দনং।
দূতৈরাস্বনয়ামাস সপৌরজন-বান্ধবং।
সীতাং দদৌ স রামায় লক্ষ্মণায় তথোর্ম্মিলাং॥
ভ্রাতা কুশধ্বজঃ শ্রীমান্ শ্রুতকীর্ত্তিং ততঃ সুতাং।
প্রযাচ্ছদ্ভরতায়াশ্বাং শত্রুঘ্নায় চ মাণ্ডবীং॥

পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড ২৬ অধ্যায়।

উর্ম্মিলা নাম্নী জনকের আর এক কন্যা ছিল। তাঁহাকে লক্ষ্মণের হস্তে সম্প্রদান করা স্থির হইল। সীতাদেবী দেবকন্যার ন্যায় রূপবতী ছিলেন।

"সীতাং রামায় ভদ্রন্তে উর্ম্মিলাং লক্ষ্মণায় বৈ।
বীর্য্যশুল্কাং মম সুতাং সীতাং সুরসুতোপমাম্॥২১
দ্বিতীয়ামূর্ম্মিলাং চৈব ত্রির্বদামি ন সংশয়ঃ।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব॥২২

আদিকাণ্ড ৭১ সর্গ।

"দুইটি কন্যারে এবে আমি প্রীত মনে।
সম্প্রদান করিব গো শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
সুরকন্যা সমরূপা বীর্য্যশুল্কা সীতা।
মম ভাগ্যফলে হবে রামের বণিতা॥
উর্ম্মিলারে লক্ষ্মণের করে দিয়া দান।
কন্যাদায় হতে মুনি পাব পরিত্রাণ॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস সীতাদেবীর রূপ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ধানী ছিল। পরে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র কুশধ্বজ উহা প্রাপ্ত হন। রাজা হ্রস্বরোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সীরধ্বজের যজ্ঞভূমি সীতার উদ্ভব হেতু সীতামাঢ়ী নামে আখ্যাত হইয়াছিল। (বিশ্বকোষ)

"কন্যারূপ জনক দেখেন দিনে দিনে।
উমা কি কমলা রাণী ভ্রম হয় তিনে ॥
হরিণ-নয়নে কিবা শোভিত কজ্জল।
তিলফুল জিনি তার নাসিকা উজ্জ্বল ॥
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর।
সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার পদের অঙ্গুলি ॥
অরুণবরণ তার চরণকমল।
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন।
অমৃত জিনিয়া তার মধুর বচন ॥
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে।
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকূপে ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

উর্ম্মিলাদেবীও বেশ রূপবতী ছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিতেছেন,

"সদৃশো ধর্ম্মসম্বন্ধঃ সদৃশো রূপসম্পদা।
রামলক্ষ্মণয়ো রাজন্ সীতা চোর্ম্মিলয়া সহ ॥৩

আদিকাণ্ড ৭২ সর্গ।

"বাস্তবিক সীতা আর উর্ম্মিলার সহ।
রামলক্ষ্মণের এই সুন্দর বিবাহ ॥
উপযুক্ত হয় রাজা সম্পূর্ণ রূপেতে।
পরস্পর অনুরূপ মিলিল রূপেতে ॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

৭২ সর্গ। বিশ্বামিত্রের কথানুসারে ভরত-শত্রুঘ্নকে জনকভ্রাতা কুশধ্বজের দুই রূপবতী কন্যাদানকরণে স্বীকার এবং দশরথের গো-দান বর্ণনা।

শুভকার্য্যোপলক্ষে এরূপ দানাদি হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত।

৭৩ সর্গ। রঘুনন্দনগণের বিবাহ-বিবরণ।

শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদানকালে জনক রাজা যে বাক্যটি বলিয়াছিলেন, তাহা সুবিজ্ঞ জনকঋষির সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যথা—

"অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনম্।
ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্ম্মচরী তব ॥২৬
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রন্তে পাণিং গৃহ্ণীষ পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা চ্ছায়েবানুগতা সদা ॥২৭

আদিকাণ্ড ৭৩ সর্গ।

"কহিলেন বৎস রাম আমার দুহিতা।
এই সর্ব্বভূষাযুতা রূপবতী সীতা॥
ধর্ম্মপত্নী আজি ইনি হইলা তোমার।
পাণি দিয়া পাণি তুমি ধরহ ইহার।
আশীর্ব্বাদ করি তব হউক মঙ্গল।
পতিব্রতা হন সীতা বাসনা কেবল।
চিরকাল তরে এই দুহিতা আমার।
ছায়া-সমা অনুপমা থাকুন তোমার॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

গ্রীফিথ সাহেব এ স্থানের অনুবাদটি বড়ই সুন্দর করিয়াছেন।

"Thus speaking to the royal boy
Who filled Kausalya's heart with joy
'Here Sita stands, my daughter fair,
The duties of thy life to share,
Take from her father, take thy bride;
Join hand to hand, and bliss betide!
A faithful wife, most blessed is she,
And as thy shade will follow thee"

Griffith's Ramayan Book I, Canto LXXIII.

সকল জনকই যেন কন্যা-সম্প্রদানকালে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করেন এবং সেই আশীর্ব্বাদ যেন সফল হয়। জনক রাজা রঘুনন্দনদিগকে বলিয়াছিলেন

"Now Raghu's sons, may all of you
Be gentle to your wives and true.
Keep well the vows you make to day,
Nor let occasion slip away."

Griffith's Ramayan Book I, Canto LXXIII.

রামের বিবাহের পর লক্ষ্মণ ঊর্ম্মিলাকে, তৎপরে ভরত ও শত্রুঘ্ন কুশধ্বজকন্যা মাণ্ডবীকে ও শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করিলেন।

ভরতের পূর্ব্বে লক্ষ্মণের বিবাহ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, বাল্মীকির সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠানুসারে সকল সময়ে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইত না।

মহাকবি কালিদাসও এস্থলে বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়াছেন।

"পার্থিবীমুদবহদ্রঘূদ্বহো লক্ষ্মণস্তদনুজামথোর্ম্মিলাম্।
যৌ তয়োরবরজৌ বরৌজসৌ তৌ কুশধ্বজসুতে সুমধ্যমে ॥"৫৪

রঘুবংশ ১১ সর্গ।

"রামচন্দ্র মেদিনীতনয়া সীতার এবং লক্ষ্মণ সীতার কনিষ্ঠা উর্ম্মিলার পাণিগ্রহণ করিলেন, আর তাঁহাদিগের অনুজদ্বয় তেজস্বী ভরত ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে কুশধ্বজ-কন্যা কৃশোদরী মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু মহানাটক-রচয়িতা মধুসূদন মিশ্র রামের পরই ভরতের বিবাহকর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন।

"সীতাং রঘুনন্দনোঽগ্র ভরতঃ কৌশধ্বজীং মাণ্ডবীং।
সৌমিত্রিঃ শতপত্রশক্রবদনাং সীতানুজামূর্ম্মিণাং
শত্রুঘ্নঃ শ্রুতকীর্ত্তিমুত্তমগুণাং কৌশধ্বজীং" ইত্যাদি। প্রথম অঙ্ক

বিবাহ-ব্যাপার সে কালের নিয়ম-পদ্ধতিমত হইয়াছিল। কিন্তু কৃত্তিবাস ও রঘুনন্দন গোস্বামী বঙ্গদেশীয় রীত্যনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। রঘুনন্দনের বর্ণনা আবার কতকটা তুলসীদাসের বর্ণনার ভাবমিশ্রিত। কৃত্তিবাস বাসরঘরের এইরূপ রসিকতা করিয়াছেন;—

"সানন্দ হইল সব মিথিলা ভুবন।
রামকে দেখিতে যায় যত নারীগণ॥
পরিহাস করে সব রামের সহিত।
তুমি যে জানকীপতি এ হেন উচিত॥
এক কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল॥
হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর॥
পরিহাস করিবে কি হারাইল জ্ঞান।
শ্রীরামের চরণে মজায় মনপ্রাণ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

তুলসীদাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"সুরকিন্নর নয়নাগ মুনিশা
জয় জয় জয় করহি দেহি অশীষা,
নাচহি গাবহি বিবুধ বধুটি
বার বার কুসুমাবলি ছুটি,

জই তই বিপ্র দেব ধুনি করহি
বন্দী বিরদাবলী উশ্চরহি ॥" তুলসীদাসের রামায়ণ

রঘুনন্দন এস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'দেবলোকে দিব্যরথে দেখে দেবগণ।
প্রেমে পরিপূর্ণ করে কুসুম বর্ষণ ॥
নৃত্য করে বিদ্যাধরী বহুবিধ রঙ্গে।
গন্ধর্ব্বগণেতে গান করে তার সঙ্গে ॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল বাজে মুরজরসাল।
দুন্দুভি দামামা বাজে বোলে ভাল ভাল ॥

৭৪ সর্গ। বিশ্বামিত্রের হিমালয়-গমন। সপত্নীক পুত্রসমভিব্যাহারে দশরথের অযোধ্যাযাত্রা এবং পথ-মধ্যে পরশুরামের সন্দর্শন।

সিদ্ধ-মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করিয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, সীতা প্রভৃতির অযোধ্যা-যাত্রাকালে জনকরাজ সীতা-দেবীকে এই মূল্যবান্ উপদেশ বাক্যটি বলিয়াছিলেন—

"শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগ দ্বেষ অসূয়া না ক'র কার প্রতি ॥
সুখ দুঃখ না ভাবিও যা থাকে কপালে।
স্বামী সেবা সীতা না ছাড়িও কোন কালে ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

৭৫-৭৬ সর্গ। পরশুরামের সঙ্গে রামচন্দ্রের কথোপকথন ও পরে পরশুরামের দর্প-চূর্ণ।

পরশুরাম জমদগ্নি ঋষির নন্দন। তিনি অসীম বীর্য্য ও পরাক্রমশালী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র জনক রাজার বিখ্যাত ধনুক ভগ্ন করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বল ও শক্তি পরীক্ষার্থ যুদ্ধার্থী হইয়া অযোধ্যা যাইবার রাস্তায় শ্রীরামচন্দ্রাদির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের নিকট তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার দর্পচূর্ণ হইল। রাজা দশরথ পরশুরামকে দেখিয়া বড়ই ভীত হইয়াছিলেন।

৭৭ সর্গ। দশরথের পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ অযোধ্যায় প্রবেশ এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের ভরত-মাতুলালয়ে গমন।

রাজা দশরথের পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ অযোধ্যায় প্রবেশ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"তথা হইতে চলিলেন পরম হরিষে।
উত্তরিল গিয়া সবে আপনার দেশে॥
অযোধ্যার যে শোভা তা বলিতে না পারি।
আনন্দসাগরে মগ্ন বাল-বৃদ্ধ-নারী॥
নানাবর্ণ পতাকা উড়িছে নানা স্থলে।
উপরে চান্দোয়া শোভে গগনমণ্ডলে॥
কুলবধূ আর যত প্রজার কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে দ্বারে সারি সারি॥
স্বর্ণের পূর্ণকুম্ভে দিল আম্রসার।
গুবাক কদলী নারিকেল রাশ আর॥
গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অজের নন্দন।
গ্রামের নিকটে গিয়া রাজার বাহন॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা রমণী।
চারি বধূ আনিতে চলিল তিন রাণী॥
সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে পুরবাসী নারী।
আনন্দ সকল পুরী বাজে তুরী ভেরী॥
জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লাসি।
চারিবধূ কক্ষে দিল স্বর্ণ কলসী।
কক্ষে দিল কলসী মস্তকে দিল ডালা।
ছড়াইয়া ফেলিল সে স্থানে খই কলা॥
শুভক্ষণে রাণীরা দেখিল বধূমুখ।
নিরখিয়া চন্দ্রমুখ জুড়াইল বুক॥
নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্বজন।
মণিময় আভরণ বসন ভূষণ॥
যৌতুকেতে রাম পান যত অলঙ্কার।
তাহাতে হইল পূর্ণ রাজার ভাণ্ডার॥
পাইলেন সীতাদেবী যতেক যৌতুক।
নিজে লক্ষ্মী তিনি তাঁর এ নহে কৌতুক॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ॥
চারি পুত্রে আশীর্বাদ করে রাণীগণ।
চিরজীবী হও পাও বহুপুত্র-ধন॥
চারি পুত্র লয়ে রাজা সুখী বহুতর।
সুখে রাজ্য করে যেন দেব পুরন্দর॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

"Due reverence paid to Gods above.
Each princess gave her soul to love,
And hidden in her inmost bower,
Passed with her lord each blissful hour.
The royal youths, of spirit high.
With whom in valour none could vie,
Lived each within his palace bounds
Bright as Kubera's pleasure grounds,
With riches, troops of faithful friends,

And bliss that wedded life attends.
Brave princes, trained in warlike skill.
And dutious to their father's will,
Griffith's Ramayan Book I, Canto. LXXVII.

এই ৭৭ সর্গে রামায়ণের আদিকাণ্ড বা বাল্যকাণ্ড শেষ হইল। ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্তাংশ নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে এই গ্রন্থে মূল সম্ভবপর ঘটনাগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ ও যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। অপর অবশিষ্ট কাণ্ডগুলি সম্পর্কেও এইরূপ করা হইল।

এই আদিকাণ্ডে রামলক্ষ্মণের বাল্যকালের কীর্ত্তি বা পরাক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে।

রাজা দশরথের চারিনন্দনই পরম রূপবান্ ছিলেন। তন্মধ্যে রাম-লক্ষ্মণ বিশেষ রূপবান্ ও শ্রীসম্পন্ন এবং বীর্য্যবান্ ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। স্থানে স্থানে ইহাদের রূপ-শোভা ও তেজ-সম্পর্কীয় বর্ণনা দৃষ্ট হয়। সেই বর্ণনা প্রায় একই প্রকার। রাজা সুমতি (বিশাল নগরের * রাজা) রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দেখিয়া বলিতেছেন—

"ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ।
গজসিংহগতী বীরৌ শার্দ্দূলবৃষভোপমৌ ॥২
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গতূণীধনুর্ধরৌ।
অশ্বিনাবিবরূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ ॥৩
যদৃচ্ছয়ৈব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনেঃ ॥৪
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরং।
পরস্পরেণ সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ ॥"৫ আদিকাণ্ড ৪৮ সর্গ।

* বিশালার অপর নাম বৈশালী। বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় হইতে নগর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কেন্দ্র ভূমি হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে উহা বসাড় গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এখানে প্রাচীন-কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। (বিশ্বকোষ)

তপোধন এই দুই কুমার সুন্দর।
দেবতুল্য পরাক্রম অতি বীরবর॥
গজসিংহ সমগতি দেখি দুজনার।
শার্দ্দূল বৃষভসম দোহার আকার॥
পদ্মপত্রসম দেখি দোহার লোচন।
করে শোভে খরখড়্গ তূণ শরাসন॥
অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেখিতে দুজন।
কৈশোরের শেষদশা নবীন-যৌবন॥
হেন বোধহয় এই দুজনে দেখিয়া।
যেন গো দেবতা দুটি দ্যুলোক ছাড়িয়া॥
ভ্রমেন ভূলোকে আসি আপন ইচ্ছায়।
আমরি কি রূপরাশি নয়ন ভুলায়॥
রবিশশী করে যথা অম্বর উজালা।
এ দুজন কৈলা তথা শোভিত বিশালা॥
আকার ইঙ্গিত আর চেষ্টায় দোহার।
সাদৃশ্য বিশেষ আছে শোভার আধার॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

আদিকাণ্ডের বিশ্বামিত্র-কাহিনী একটি প্রধান ঘটনা। মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে সুন্দররূপে গঠন করিয়া দিলেন, রামচন্দ্রকে যাহা যাহা শিক্ষা দিলেন, লক্ষ্মণকেও তাহা শিক্ষা দিলেন। অনুমান হয়, উভয়কেই তাঁহাদের কঠোর ভবিষ্যৎ জীবনের সম্যক উপযোগী করিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বামিত্র মুনি জানিতেন যে, শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে পারিলেই লক্ষ্মণও তৎসহগামী হইবে, কেন না উভয়েই এক প্রাণ এক সঙ্গী। তিনি উভয়কেই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়াই উভয়কেই লইয়া গিয়াছিলেন।

কবি কালিদাস রঘুবংশেও লিখিয়াছেন—

"তৌ বলাতিবলয়োঃ প্রভাবতোঃ বিদ্যয়োঃ পথিমুনি প্রদিষ্টয়োঃ
মম্লতুর্ণ মণিকুট্টিমোচিতৌ মাতৃপার্শ্বপরিবর্ত্তিনাবিব॥"

রঘুবংশ ১১ সর্গ।

"মণিময় চত্বরভূমিতে বিচরণ করা যাহাদের সততই অভ্যাস, বলা ও অতি-বলাবিদ্যা প্রভাবে তাঁহাদের পথিমধ্যেও কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব হয় নাই। যেন স্বকীয় জননীর পার্শ্ববর্ত্তী আছেন, এরূপ মনে করিতে লাগিলেন।"

মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র ঋষি নিজে সিদ্ধ হইয়া ও স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্য সমাধান করিয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। শ্রীরামচন্দ্রেরও সেই মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। জনক রাজার মিথিলাপুরী অযোধ্যা হইতে চারি দিনের পথ। কেন না, রাজা দশরথ চারি দিনে তথায় গিয়াছিলেন।

সেই মিথিলা পুরীতে বালক ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বামিত্রের শিক্ষাবলে অনায়াসে নিবিড় অরণ্য, উপবন, আশ্রম ও নদী অতিক্রম করিয়া পদব্রজে গিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করেন নাই। মহাতপা বিশ্বামিত্র ঋষি যে তাঁহাদিগকে দীক্ষা শিক্ষা দ্বারা কেবল গঠন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাহাদের বিবাহ পর্য্যন্ত সংঘটন করিয়াছিলেন।

মহামুনি বাল্মীকি রামায়ণ-রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মহাপ্রভাবশালী বিশ্বামিত্র মুনিই রামায়ণের বা রাম-জীবনের মূলঘটনাবলীর সৃষ্টিকর্ত্তা। এই বিশ্বামিত্র-কাহিনীই রামায়ণের প্রথম বা আদিভিত্তি এবং ইহাই রামায়ণের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। বিশ্বামিত্রের শিক্ষা না পাইলে শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যাইতে স্বীকৃত হইতেন কি না সন্দেহ। বিশ্বামিত্র সীতাসদৃশী পতিপ্রাণা নারীকে শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীস্বরূপ সংঘটন করিয়া না দিলে, রামের স্ত্রী চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে তৎসহগামিনী হইতেন কি না, কে বলিতে পারে? রামচন্দ্রের স্ত্রী বনে তৎসহগামিনী না হইলে তাঁহার স্ত্রী-হরণও হইত না, এত অনর্থও ঘটিত না, রাবণবংশও ধ্বংস হইত না। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয়, মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রই রামায়ণের পরবর্ত্তী মূল ঘটনাসমূহের মূল-কারণ। বিশেষ বিশ্বামিত্রের নিকট শিক্ষা দীক্ষা না পাইলে রামলক্ষ্মণ তাঁহাদের কঠোর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক কাণ্ডে এক একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী মূল-ঘটনাসমূহ তাহার ফল বা পরিণাম। আবার পরবর্ত্তী কাণ্ডের প্রধান ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী কাণ্ডের প্রধান ঘটনার ফলস্বরূপ বা পরিণাম। বিশ্বামিত্র-কাহিনীই তাহার সর্ব্বপ্রধান ও আদি ঘটনা। সেই ঘটনা হইতেই রামায়ণের তৎপরবর্ত্তী সমস্ত মূল-ঘটনা উদ্ভূত হইয়াছে।

স্বদেশী বা বিদেশী জাতীয়-ইতিহাস অথবা মনুষ্যের জীবন-চরিত কিংবা আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ জীবন-কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার প্রত্যেকের পরিণাম-ফলেই তৎপরবর্ত্তী প্রধান ঘটনাসমূহ-সমাশ্রিত এবং এক সর্ব্ব-

প্রধান আদি-ঘটনা হইতেই পরবর্ত্তী প্রধান ঘটনাপরম্পরা ক্রমশঃ সমুদ্ভূত হইয়াছে। কোন কোন বিশেষ ঘটনার ফলে কত জাতির উত্থান বা পতন, কত লোকের উন্নতি ও অবনতি হইয়াছে। ইহাই সংসারের নিয়ম বা ভগবানের লীলা, রামায়ণের ঘটনাগুলিও সেই সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূত নহে। রামায়ণ কবিকল্পিত হইলেও কবি তাহার কৃতিত্ব অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

আদিকাণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বা বিশেষ ঘটনা বিশ্বামিত্র-কাহিনী। ইহার ফলস্বরূপ কেবলমাত্র রামলক্ষ্মণের শিক্ষা, তাহাদের যোগ্যতালাভ এবং তাহাদের বিবাহ এই কাণ্ডে পরিদৃষ্ট হইয়াছে এই শিক্ষার ফলেই বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়া তাঁহারা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যোগ্যতালাভের জন্যই তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মে কৃতকার্য্যতালাভ করিয়াছিলেন, সীতা-বিবাহের পরিণামই রাবণবংশ ধ্বংসের কারণ। তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই রামায়ণের মূল ঘটনারাশি সমুদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহারই সূচনায় বালীবধ হইতে পরিণামে রাবণবংশ ধ্বংস হইয়াছিল ও অনার্য্যদিগের অত্যাচার উৎপীড়ন নিবারিত হইয়াছিল।

রামায়ণের সময়ে আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে স্বভাবতঃ সংঘর্ষ চলিতেছিল। অনার্য্যগণ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরদিকে আর্য্য-নিবাসাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছিল এবং আর্য্যদিগের প্রতি ও আর্য্য ঋষিগণের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতেছিল। সে সময় আর্য্যদিগের মধ্যে অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু-রাজবংশই প্রধান ছিল। ঐ বংশের রাজা দশরথ তখন বৃদ্ধ; সুতরাং তাঁহাদ্বারা অনার্য্যদিগের অত্যাচার নিবারণের সম্ভাবনা ছিল না। মহাযোগী বিশ্বামিত্র ঋষি বোধ হয় যোগবলে বা আত্মদৃষ্টি-বলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজা দশরথ-নন্দন রামলক্ষ্মণ দ্বারাই এই অনার্য্যদিগের উপদ্রব নিবারণের সম্ভাবনা। অথবা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এই প্রধান আর্য্য-রাজবংশ-সম্ভূত রামলক্ষ্মণকে অনার্য্যদিগের অত্যাচার নিবারণের উপযোগী করা একান্ত আবশ্যক; এজন্যই তিনি তাঁহাদিগকে আনিয়া দীক্ষাশিক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে তদুপযুক্ত করিয়া

ছিলেন। মহাপুরুষ এই অতি গুরুতর কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সিদ্ধ হইয়া মহানন্দে হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। এই অন্তর্দর্শী সিদ্ধ মহাপুরুষ যাহা করিলেন তাহারই ফলে ভারতে বহুবর্ষের জন্য শান্তি স্থাপন হইয়াছিল এবং আর্য্য-আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল।

মহাতপা বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামলক্ষ্মণের বিচরণ সম্পর্কে ওমান সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"The incidents of the journey reveal a very primitive state of society. The Princes and their guide were all of them on foot, apparently quite unattended by servants and unprovided with even the most ordinary necessaries of life.

* * * * *

The life led by the princely brothers and their pedestrian wanderings with this mighty sage was simplicity itself. They performed the religious rites regularly, adoring the risen sun, the blazing fire, or the flowing river as the case might be. Their sojourn in the forests was enlivened by pleasant communion with the hermits to whose kind hospitality they were usually indebted for night's lodging, if such it can be called and a simple fare of milk and fruits. Vishamitra added interest to the journeying by satisfying the curiosity of the brothers in regard to the history of the several places they visited."

Oman's Indian Epics.

আদিকাণ্ড বা বাল্যকাণ্ড সমাপ্ত।

অযোধ্যাকাণ্ড

অযোধ্যাকাণ্ড ১১৯ সর্গে বিভক্ত।

১ম সর্গ। রামের রাজ্যাভিষেকে দশরথের সঙ্কল্প ও রাজগণের আমন্ত্রণ।

"So Bharat to his grandsire went
Obedient to the message sent,
And for his fond companion chose
Satrughna slayer of his foes.

Griffith's Ramayan Book II, canto I.

এই সর্গের প্রারম্ভেই লিখিত আছে—

"গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদানঘঃ।
শত্রুঘ্নো নিত্যশত্রুঘ্নো নীতঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ॥" ১

অযোধ্যাকাণ্ড ১ম সর্গ।

"অনঘ শত্রুঘ্ন অপকারী বা শত্রুকে নিয়ত বিনাশ করিতেন, এই জন্য মাতুলালয়ে যাইবার সময় ভরত প্রীতি-সহকারে সকল বিষয়ে অগ্রণী করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইলেন।"

ইহাতে ভরত-শত্রুঘ্নের পরস্পর আসক্তি, এবং শত্রুঘ্ন কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা জানা যায়। শত্রুঘ্নের নিকট কোন অপকারী বা শত্রুর কল্যাণ ছিল না। তিনি অহঙ্কারী বা শত্রুকে উত্তমরূপে শাসন করিতেন।

মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের শিক্ষাফলে শ্রীরামচন্দ্রের গুণরাশি প্রদীপ্ত হওয়ায়, রাজা দশরথ দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র অশেষবিধ গুণসম্পন্ন হইয়াছেন; বিশেষতঃ তিনিও বয়োবৃদ্ধ, সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করা তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন। রামচন্দ্রের গুণ নানাবিধ ও অশেষ ছিল।

"স হি রূপোপপন্নশ্চ বীর্য্যবাননসূয়কঃ।
ভূমাবনুপমঃ সূনুর্গুণৈর্দশরথোপমঃ॥ ৯

স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা মৃদুপূর্ব্বঞ্চ ভাষতে।
উচ্যমানোঽপি পরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে ॥১০
কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি।
ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া ॥১১
শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈর্ব্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ।
কথয়ন্নাস্ত বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেষ্বপি ॥১২
বুদ্ধিমান্ মধুরাভাষী পূর্ব্বভাষী প্রিয়ংবদঃ।
বীর্য্যবান্ন চ বীর্য্যেণ মহতা স্বেন বিস্মিতঃ ॥১৩
ন চানৃতকথো বিদ্বান বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ।
অনুরক্তঃ প্রজাভিশ্চ প্রজাশ্চাপ্যনুরজ্যতে ॥১৪
সানুক্রোশো জিতক্রোধো ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ।
দীনানুকম্পী ধর্ম্মজ্ঞো নিত্যং প্রগ্রহবান্ শুচিঃ ॥১৫
কুলোচিতমতিঃ ক্ষাত্রং স্বধর্ম্মং বহু মন্যতে।
মন্যতে পরয়া কীর্ত্ত্যা মহৎ স্বর্গফলং ততঃ ॥১৬
নাশ্রেয়সি রতো যশ্চ ন বিরুদ্ধকথারুচিঃ।
উত্তরোত্তরযুক্তীনাং বক্তা বাচস্পতির্যথা ॥১৭
অরোগস্তরুণো বাগ্মী বপুষ্মান্ দেশকালবিৎ।
লোকে পুরুষসারজ্ঞঃ সাধুরেকো বিনির্ম্মিতঃ ॥১৮
স তু শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ।
বহিশ্চর ইব প্রাণো বভূব গুণতঃ প্রিয়ঃ ॥১৯
সর্ব্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।
ইষ্বস্ত্রে চ পিতুঃ শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ ॥২০
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনঃ সত্যবাগৃজুঃ।
বৃদ্ধৈরভিবিনীতশ্চ দ্বিজৈর্ধর্ম্মার্থদর্শিভিঃ ॥২১
ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ ॥২২

নিভৃতঃ সংবৃতাকারো গুপ্তমন্ত্রঃ সহায়বান্।
অমোঘক্রোধহর্ষশ্চ ত্যাগসংযমকালবিৎ ॥২৩

দৃঢ়ভক্তিঃ স্থিরপ্রজ্ঞো নাসদ্‌গ্রাহী ন দুর্ব্বচঃ।
নিস্তন্দ্রীরপ্রমত্তশ্চ স্বদোষপরদোষবিৎ ॥২৪

শাস্ত্রজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ পুরুষান্তরকোবিদঃ।
যঃ প্রগ্রহানুগ্রহয়োর্যথান্যায়ং বিচক্ষণঃ ॥ ২৫

সৎসংগ্রহানুগ্রহণে স্থানবিন্নিগ্রহস্য চ।
আয়কর্ম্মণ্যুপায়জ্ঞঃ সন্দৃষ্টব্যয়কর্ম্মবিৎ ॥২৬

শ্রৈষ্ঠ্যং শাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ।
অর্থধর্ম্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ ॥ ২৭

বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণবাজিনাম্ ॥২৮

ধনুর্ব্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথসম্মতঃ।
অভিযাতা প্রহর্ত্তা চ সেনানয়বিশারদঃ ॥ ২৯

অপ্রধৃষ্যশ্চ সংগ্রামে ক্রুদ্ধৈরপি সুরাসুরৈঃ।
অনসূয়ো জিতক্রোধো ন দৃপ্তো ন চ মৎসরী ॥৩০

নাবজ্ঞেয়শ্চ ভূতানাং ন চ কালবশানুগঃ।
এবং শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ ॥৩১

সম্মতস্ত্রিষু লোকেষু বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্য্যে চাপি শচীপতেঃ ॥৩২

তথা সর্ব্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতিসঞ্জননৈঃ পিতুঃ।
গুণৈর্বিরুরুচে রামো দীপ্তসূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥৩৩

তমেবং বৃত্তসম্পন্নমপ্রধৃষ্যপরাক্রমম্।
লোকনাথোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী ॥ ৩৪

অযোধ্যাকাণ্ড-প্রথম সর্গ।

"এই মহাবীর রাম প্রিয়দরশন।
অসূয়াবিহীন তার না মিলে তুলন॥
পিতার সমান রাম গুণবান্ অতি।
প্রশান্তস্বভাব তার জনকে ভকতি॥
সবার সহিত রাম মধুর বচনে।
আলাপ করেন সদা পুলকিত মনে॥
রূঢ়কথা তার প্রতি কৈলে কোন জন
তাঁর মুখে নাহি আসে সেরূপ বচন
অন্যে যদি করে তাঁর অল্প উপকার।
বহু পরিমাণে জন্মে সন্তোষ তাঁহার॥
সংখ্যাতীত অপকার কৈলে কোন জন।
নিজগুণে সে সকলে নাহি দেন মন॥
অস্ত্র অভ্যাসের পর অবসর পেলে।
সচ্চরিত্র বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী সাধুদলে॥
পরিবৃত হ'য়ে রাম সতত অনুক্ষণ।
শাস্ত্রের রহস্য যত করেন শ্রবণ
প্রিয়বাদ বুদ্ধিমান তিনি অতিশয়।
সুন্দর চরিত্র তাঁর চিরশুদ্ধিময়॥
অভ্যাগত যদি কেহ আসে তাঁর পাশ।
তার সহ অগ্রে রাম করেন সম্ভাষ॥
অতি বলশালী রাম কিন্তু কদাচন।
আপনার বীর্য্যমদে মত্ত নাহি হন॥
সত্যবাদী বিদ্যাবান যত বৃদ্ধগণ।
মর্য্যাদা তাদের রাম করেন পালন॥
প্রজারঞ্জনেতে রাম দক্ষ অতিশয়।
প্রজার সুখেতে সুখী রামের হৃদয়॥
এই হেতু প্রজারাও অনুগত তাঁর।
অনুরাগ প্রদর্শন করে অনিবার॥
বিপ্রভক্তিপরায়ণ রাম মহাবীর।
দীনের শরণ আর অতিশয় ধীর॥

দুষ্টের নিয়ন্তা রাম ধর্ম্মজ্ঞ বিশেষ।
দেশ আর কালজ্ঞানে ক্ষমতা অশেষ॥
আপনার বংশ অনুরূপ বুদ্ধি তাঁর।
মানেন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ অনিবার॥
ক্ষত্র-ধর্ম্ম পালিলে যে হয় স্বর্গবাস।
ইহাই রামের চিত্তে অটল বিশ্বাস॥
কহিলে যেরূপ বাক্য অমঙ্গল ঘটে।
অথবা ধর্ম্মের মান যে বাক্যেতে টুটে॥
সেরূপ বচনে তাঁর রুচি নাহি হয়।
বৃহস্পতি সম রাম বক্তা অতিশয়॥
অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ তাঁর সুলক্ষণ যুত।
সেই প্রতি-অঙ্গে তাঁর শকতি প্রভূত॥
নীরোগ তরুণ রাম দেখিতে সুন্দর।
একমাত্র সাধু রাম জগত ভিতর॥
পুরুষ পরীক্ষাকার্য্যে রাম সুনিপুণ।
তাহাতেই সুশোভিত যত শ্রেষ্ঠ গুণ॥
প্রজাদের বহিশ্চর প্রাণের মতন।
সেই রাজপুত্র রাম রাজীবলোচন।
সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাদি করি অধিকার।
গুরুর নিকটে রাম আছিল আগার॥
মন্ত্রহীন মন্ত্রযুত অস্ত্রশস্ত্র যত।
সকলি শিখিলা রাম হ'য়ে দৃঢ়ব্রত॥
পিতার অপেক্ষা রাম অস্ত্রে সুপণ্ডিত।
বীরের প্রধান রাম বীরবৃন্দবন্দিত॥
কল্যাণের জন্মভূমি তেজস্বী সরল।
মিথ্যা কথা নাহি কন রাম মহাবল॥
সঙ্কটস্থলেও রাম অলীকবচন।
কোনরূপে না করেন মুখে উচ্চারণ॥
ধর্ম্ম-অর্থ-দর্শী বৃদ্ধ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
রামের আচার্য্য সবে, বুদ্ধে বিচক্ষণ॥

ত্রিবর্গ তত্ত্বজ্ঞ রাম আর স্মৃতিমান্।
প্রতিভায় কেহ নহে তাঁহার সমান॥
লৌকিক সময়াচারে রাম বিচক্ষণ।
বিনীত গম্ভীর গূঢ় মন্ত্রপরায়ণ॥
সহায়সম্পন্ন রাম ক্রোধ হর্ষ তাঁর।
কভু না নিষ্ফল হয় বিচিত্র ব্যাপার॥
অর্থ যে করিতে হয় ন্যায়েতে অর্জ্জন।
সৎপাত্রে করিতে হয় তাহা বিতরণ॥
ইহা রাম সুবিজ্ঞাত বিশেষ রূপেতে।
ভক্তি তাঁর অসামান্য গুরুর পদেতে॥
মন্দ বস্তু গ্রহণেতে লোভ নাহি তাঁর।
কভু না লয়েন তিনি আলস্যের ভার॥
নিজ দোষ দর্শী রাম সাবধান অতি।
কৃতজ্ঞ সর্ব্বদা তিনি হিতৈষীর প্রতি॥
সকলের অন্তরঙ্গ ন্যায়-অনুসারে।
নিগ্রহ ও অনুগ্রহ দেখান সবারে॥
কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি তাঁহার।
সবিশেষ জন্মিয়াছে সরল ব্যাভার॥
ধর্ম্মার্থের অবিরোধী রাম রঘুবর
করেন সর্ব্বদা শুদ্ধ সুখাদি-সংগ্রহ॥
কখন না দেখা যায় আলস্য তাঁহার।
বহিবারে সবিশেষ কর্ত্তব্যের ভার॥
বিহারের উপযোগী শিল্প যে সকল।
আয়ত্ত করিলা রাম করিয়া কৌশল॥
অর্থ-বিভাগেতে রাম অতি বিচক্ষণ।
হয় হস্তী আরোহণে রত সর্ব্বক্ষণ॥
সে সবারে শিক্ষাদান করিবার তরে।
শ্রীরাম সুদক্ষ অতি ধরণী ভিতরে॥

যে সব বিপক্ষ-সৈন্য তাদের সম্মুখে।
শ্রীরাম অনায়াসে যান সাহসিক বুকে॥
শত্রুবধে রামচন্দ্র দক্ষ অতিশয়।
ব্যূহ-রচনায় কেহ তাঁর তুল্য নয়॥
ধনুর্ব্বেদবিদগণ মাঝে দাশরথী।
অগ্রগণ্য শক্তি তাঁর অতীব মহতী॥
অতিরথ বলি রাম খ্যাত ভূমণ্ডলে।
কেহ নাহি পারে তাঁরে জিনিবারে বলে॥
এমন কি যদ্যপিও দেবাসুরগণ।
রোষাবিষ্ট হয়ে করে তাঁর সনে রণ॥
তথাপিও জিনিবারে না পারে তাঁহায়।
তাঁর তুল্য মহাবল নাহিক কোথায়॥
কাহারও কোন অংশে অবজ্ঞা-ভাজন।
নহেন শ্রীরামচন্দ্র রাজীবলোচন॥
কালের স-বক্ষ তিনি ত্রিলোকপূজিত।
যত কিছু ভাল গুণ তাঁহাতে ভূষিত॥
ক্ষমাগুণে ধরাসম জানকীর পতি।
বলবীর্যে ইন্দ্র সম বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
জনকের প্রীতিকর গুণ প্রদর্শনে।
গুণ-গ্রাম প্রজাদের মানস-রঞ্জনে॥
কর বিম শুভ দীপ্ত ভানুর সমান।
দাশরথি রামচন্দ্র হৈলা শোভমান॥
লোকনাথ রূপী গুণী মহাপরাক্রম।
সচ্চরিত্র রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ॥
দেবী বসুমতী তবে প্রার্থিলেন মনে।
অধিনাথ করিবারে তাঁহারে যতনে॥”

—রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

"But best and noblest of the four,
Good as the God, whom all adore.
Lord of all virtues, undifiled,
His darling was his eldest child."
Griffith's Ramayan Book II, canto I.

"So Rama with these virtues shone.
Which all men loved to gaze upon.
Griffith's Ramayan Book II canto I.

যে রামচন্দ্রের একাধারে এত গুণ ছিল, তিনি যে সর্ব্বলোকাভিরাম হৃদয়রঞ্জন হইবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক। রাজা দশরথ তনয় রামচন্দ্রের ভিতর এতগুলি গুণ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মানস করিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করায় সকলেরই অভিমত আছে। তিনি স্বাধিকারভুক্ত নানা নগরনিবাসী ও অন্যান্য জনপদ-বাসী মহীপালদিগকে মন্ত্রীদিগের দ্বারা আনয়ন করিলেন; কিন্তু রাজর্ষি জনক ও কেকয়রাজ এই প্রিয়-সংবাদ পরে শ্রবণ করিবেন মনে করিয়া ত্বরা-প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন না।

"ন তু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম॥"৪৮॥*

এই কারণেই ভরত ও শত্রুঘ্নকে সংবাদ দেওয়া হইল না, বা তাঁহাদিগকে আনা হইল না।

রাজা দশরথ জ্ঞানী ও সুবিবেচক হইয়া একটু ভুল করিলেন। কেকয়রাজ ও জনক এবং ভরত-শত্রুঘ্নকে সংবাদ দিয়া আনিলে বোধ হয় রাম-বনবাস হইত না। রাজা দশরথ দেবতা ছিলেন না, সময় সময় ভুল-ভ্রান্তি হওয়া মানব-

* "But Kakeya's king he called not then
For haste, nor Janak, lord of men;
For after to each royal friend
The joyful tidings he would send."
Griffith's Ramayan Book II, canto I.

চরিত্রের স্বাভাবিক রীতি। ভবিষ্যতে যে অনর্থ ঘটিবে, রাজা দশরথ তাহার সূত্রপাতও দেখেন নাই, এজন্যই তাহা অনুমান করিতেও পারেন নাই। সুতরাং দশরথের প্রতি এবিষয়ে বিশেষ কোন দোষারোপ করা যায় না। যে কার্য্যটি গুরুতর ও অত্যাবশ্যকীয়, অদূরদর্শী মানুষের নিকট তাহা যে তুচ্ছ ও অতি সামান্য বোধ হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

২য় সর্গ। রাম-রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে দশরথ ও নিমন্ত্রিত রাজগণের কথোপকথন।

পিতামাতা সাধারণতঃ সন্তানের গুণরাশি দেখিতে পায়, দোষগুলি দেখিতে পায় না। বোধ হয় এইরূপ মনে চিন্তা করিয়া জ্ঞানবান্ রাজা দশরথ রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক সম্বন্ধে আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের ও সভাস্থিত সকলের মতামত জানিতে চাহিলেন। সকলেই এবিষয়ে তাঁহাদের অভিমত সানন্দচিত্তে জানাইলে, রাজা দশরথ জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি ধর্ম্ম অনুসারে পৃথিবী পালন করিতেছি, তথাপি আপনারা কেন রামকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত দেখিতে বাসনা করিতেছেন?" একথার উত্তরে সকলে রামচন্দ্রের অশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "সকলেই নিয়ত রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক কামনা করিতেছে।" তখন জ্ঞানবান্ রাজা দশরথের প্রতীতি হইল যে, রামচন্দ্র প্রকৃতই অশেষ গুণশক্তিসম্পন্ন এবং সকলেই রামচন্দ্রের সেই অশেষ গুণাবলীর পক্ষপাতী। তাঁহাকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত দেখিতে সকলের ঐকান্তিক বাসনা। শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে ত্বরায় অভিষেক করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া রাজা দশরথ তাহা সম্পাদনে কৃত মানস করিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—

"রামতুল্য বীর আর নাহি ত্রিভুবনে।
রাম রাজা হইলে আনন্দ সর্ব্বজনে॥
অন্তরে সানন্দ রাজা শুনিয়া বচন।
বাক্য-চ্ছলে সবার বুঝেন রাজা মন॥"

৩য় সর্গ। অভিষেকের দ্রব্যভার আনয়নার্থ আদেশ ও দশরথের নিকট রামের আগমন।

অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইলে, রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে তাঁহার নিকট আনাইয়া উপযুক্ত উপদেশের সহিত জানাইলেন যে, তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা হইবে। রামচন্দ্র তৎপর আনন্দিতমনে স্বীয় আবাসগৃহে গমন করিলেন।

"Then Rama paid the reverence due,
Mounted the chariot, and withdrew,
And to his splendid dwelling drove
While crowds to show him honour strove."
Griffith's Ramayan, Book II, Canto III.

৪র্থ সর্গ। রামের স্বীয় অন্তঃপুরে গমন ও মাতাদিগের সহিত অভিষেক সম্বন্ধে কথোপকথন।

মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা দশরথ আগামী কল্য অভিষেকের দিন স্থির করিলেন এবং সুমন্ত্র দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রকে পুনরায় ডাকাইয়া আনাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা ব্যতীত আমার আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। এক্ষণে তুমি প্রজাপালন কর, ইহাই সকলের অভিলাষ। অতএব আমি আগামী কল্য শুভদিনে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। আমার জন্ম-নক্ষত্র দারুণ অমঙ্গলকর গ্রহ—সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ইহাই দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছেন। আমিও অদ্য নানাবিধ অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহাতে আবার আকাশ হইতে উল্কাপাত হইতেছে। এরূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত হইলে মহীপতি ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়া কাল-কবলিত হইয়া থাকেন। ইহাতে আমার নিজ-জীবনের প্রতি সংশয় জন্মিয়াছে। বিশেষতঃ মনুষ্যের মনোবৃত্তি সর্ব্বদা একভাবে থাকে না, আমার ভাবান্তর না হইতে হইতেই, তুমি শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। আমার মন এ বিষয়ে অতি ত্বরান্বিত হইয়াছে। অতএব এখন অবধি তোমার সংযতচিত্ত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য, রজনীতে পত্নীর সহিত উপবাস করিয়া কুশশয্যাতে শয়ন করিয়া থাকিবে। অদ্য তোমাকে তোমার বন্ধুবর্গের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত, যেহেতু এরূপ কার্য্যাদিতে নানাবিধ

বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। যদিও তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা ভরত সাধুদিগের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয় পরাজয় করিয়াছে এবং সদয়স্বভাব ও জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী হইয়াছে, তথাপি তাহার অবর্ত্তমানেই তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক বাঞ্ছনীয়। কেন না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মনুষ্যদিগের চিত্ত সর্ব্বদা সমভাবে স্থির থাকে না। ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের চিত্তও রাগ ও দ্বেষে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

"But human minds, too well I know,
Will sudden changes undergo,
And by their constant deeds alone
The virtue of the good is shown.

Griffith's Ramayan Book II, Canto IV.

রাজা দশরথের শেষোক্ত বাক্যগুলি বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। তিনি নিজের জীবনের আশঙ্কা ও চিত্তের ভাবান্তর আশঙ্কা করিতেছিলেন। অমঙ্গল-চিহ্ন বা গ্রহ-বৈগুণ্য হেতু জীবনের আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু চিত্তের ভাবান্তর আশঙ্কার নিগূঢ় কারণ ছিল। কৈকেয়ী তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী, কৈকেয়ী-নন্দন ভরতকে যুবরাজ করার ইচ্ছা হইতে পারে, এইরূপ নিজ চিত্তের ভাবান্তর রাজা দশরথ আশঙ্কা করিতেছিলেন। "ভরতের অনুপস্থিতিতেই এই অভিষেককার্য্য হওয়া উচিত" তাঁহার এই শেষোক্ত বাক্য ইত্যাদিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি ভরতের চিত্তের ভাবান্তর অপেক্ষা নিজের চিত্তের ভাবান্তরেরই অধিক আশঙ্কা করিতেছিলেন।

এস্থলে কৃত্তিবাস রাজা দশরথের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মূল্যবান্ উপদেশবাক্য-গুলি এরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন॥
লোকের আদেশ তুমি শুনহ যতনে।
তোমার মহিমা যেন সর্ব্বত্রে বাখানে॥
রাজনীতি ধর্ম্ম তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাতে মহিমা তব বাড়ে দিনে দিনে॥
পরের দেখহ যদি পরমা সুন্দরী।
না দেখিহ সে সবারে ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি করি॥
রাজা যদি পরদারে করে ব্যবহার।
আপনি সে মজে পাপে মজায় সংসার॥
পরহিংসা পরপীড়া না করিহ মনে।
কভু না করিহ রাম লোভ পর-ধনে॥

শরণ লইলে শত্রু ক'র পরিত্রাণ।
অপরাধ বিনা না লইহ পর প্রাণ॥
তপ-জপ-ধর্ম্মাধর্ম্ম করহ বিহিত।
না হইও দেবদ্বিজভক্তিতে রহিত॥
যজ্ঞাদিতে নানা যশ কবহ সঞ্চয়।
সর্ব্ব লোকে দয়ালু হইও সদাশয়॥
পরদার পর-পীড়া করে যেই জন।
শাস্ত্র অনুসারে তাহা করিহ শাসন।
অপরাধ মত দণ্ড কর সাবধানে।
দোষ নাহি রাজার সে শাস্ত্রের বিধানে॥
দুঃখিত দরিদ্র রাম যদি কেহ হয়।
তাহাকে পালিলে পুণ্য সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়॥
দেব-গুরু-ব্রাহ্মণে তুষিহ ভক্তি মনে।
সেই সব লোকে যেন দুঃখ নাহি জানে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

পিতা রাজা দশরথের আদেশ রাম অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়া আনন্দিত মনে স্বগৃহে উপনীত হইলেন।

"Then Rama paid the reverence due
And quickly to his home withdrew.'

Griffith's Ramayan Book II Canto IV.

শ্রীরামচন্দ্র স্বীয়গৃহে সীতাদেবীকে সম্ভাষণ করিতে আসিয়া সেখানে সীতা দেবীর দর্শন পাইলেন না, তিনি অবিলম্বে মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তথায় যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতা দেবতার আরাধনা করিতেছেন। পূর্ব্বেই তথায় সুমিত্রাদেবী ও লক্ষ্মণ আসিয়া কৌশল্যাদেবীকে রামাভিষেকের প্রিয় সংবাদ প্রদান করেন। কৌশল্যাদেবী তখন সীতাকে তথায় আনাইয়া ছিলেন, একজন্যই শ্রীরামচন্দ্র নিজগৃহে সীতাদেবীকে দেখিতে পান নাই। বাল্মীকির এস্থানের বর্ণনা সুন্দর ও স্বাভাবিক এবং বড়ই পবিত্র ও প্রীতিকর, সমস্তই দেবভাবে পূর্ণ।

"প্রবিশ্য চাত্মনো বেশ্ম রাজ্ঞাদিষ্টেঽভিষেচনে।
তৎক্ষণাদেব নিষ্ক্রম্য মাতুরন্তঃপুরং যযৌ॥ ২৯
তত্র তাং প্রবণামেব মাতরং ক্ষৌমবাসিনীম্।
বাগযতাং দেবতাগারে দদর্শাযাচতীং শ্রিয়ম্॥ ৩০
প্রাগেব চাগতা তত্র সুমিত্রা লক্ষ্মণস্তথা।
সীতা চানায়িতা শ্রুত্বা প্রিয়ং রামাভিষেচনম॥ ৩১

তস্মিন্ কালেঽপি কৌশল্যা তস্থাবামীলিতেক্ষণা।
সুমিত্রয়ান্বাস্যমানা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৩২
শ্রুত্বা পুষ্যে চ পুত্রস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্।
প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দ্দনম্ ॥" ৩৩

অযোধ্যাকাণ্ড,—৪র্থ সর্গ।

"পশিলা গৃহেতে, জানকীরে নিতে
এ শুভ-বারতা, না দেখিলা তথা,
জনয় শোভন ধামে।
অমনি তখন, রাজীবলোচন,
বিলম্ব না করে চলিলা সত্বরে
জননীর অন্তঃপুরে।
কৌশল্যা এ দিকে, বধূ জানকীকে
সুমিত্রা লক্ষ্মণে, লয়ে নিজ সনে
দেবগৃহে যাত্রা করে।
রামের কল্যাণে, মুদিত নয়নে,
যত্নে করি প্রাণায়াম।
পুরাণ পুরুষে, পবিত্র মানসে,
করিতেছিলেন ধ্যান।
প্রাণের কুমার যৌবরাজ্য-ভার
করিবে গ্রহণ, এ কথা শ্রবণ
করিয়া কৌশল্যা রাণী
অচঞ্চল মনে কেশব-চরণে
ছিলা প্রণমিতে ভকতি সহিতে
যুড়িয়া যুগল-পাণি।
সুমিত্রা লক্ষ্মণ সীতা অনুক্ষণ
যতনের সনে, পুলকিত মনে
সেবিতে ছিলেন তারে;
কেহ ফুল-ডালি করে দেন তুলি,
কেহ বা যতনে দেন তুষ্ট মনে
সচন্দন ফুল-হারে।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কি পবিত্র ও স্বর্গীয় দৃশ্য! এরূপ ধর্ম্মানুরক্তা, পবিত্রচরিত্রা কৌশল্যার নন্দন শ্রীরামচন্দ্র যে সর্ব্বগুণের আধার হইবেন, ইহাতে বিচিত্র কি?

এস্থলে আমরা কৈকেয়ীকে দেখিতেছি না, ইহাতে অনুমান হয়, কৌশল্যা ও সুমিত্রায় পরস্পর সদ্ভাব ছিল, কিন্তু কৈকেয়ীর সঙ্গে তাঁহাদের সদ্ভাব ছিল না। এ স্থলে আরও দৃষ্ট হইতেছে যে, কৌশল্যাদেবী প্রাণায়ামাদি জানিতেন। সেকালের রমণীগণই যে কতদূর উন্নত ছিলেন, তাহা এতদ্দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মাতাকে প্রণাম করিয়া অভিষেকের সংবাদ দিলেন এবং মাঙ্গল্য-কার্য্য করিতে বলিলেন। মাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—

"বৎস রাম চিরঞ্জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীন্মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয় ॥৩৯
কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোঽসি পুত্রক।
যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা ॥৪০
অমোঘং বত মে ক্ষান্তং পুরুষে পুষ্করেক্ষণে
যেয়মিক্ষ্বাকুরাজ্যশ্রীঃ পুত্র ত্বাং সংশ্রয়িষ্যতি ॥"৪১

অযোধ্যাকাণ্ড ৪র্থ সর্গ।

"চিরজীবী হও রাম, তব শত্রুকুল।
নাহি থাক্ কোন খানে—হউক নির্ম্মূল ॥
মম আর সুমিত্রার অন্তরঙ্গগণে
শ্রীলাভ করিয়া তুমি তুষ তুষ্ট মনে ॥
কি শুভক্ষণেই বাছা তোমারে উদরে।
ধরেছিনু আমি তাহা কহিব কি ক'রে?
আমার কারণে তুমি পিতারে তোমার।
তুষ্ট করিতেছ, আমি দেখি অনিবার ॥
আহ্লাদের কথা বাছা কি বলিব আর।
কৈনু যে হাবর পূজা দিয়া পুষ্পভার ॥
তার প্রসন্নতা লাভ করিয়া চিন্তন।
ব্রত উপবাসে পূজা কৈনু অনুক্ষণ ॥
সফল হইল তাহা প্রাণের তনয়।
রাজশ্রী তোমারে দেখ করিবে আশয় ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৌশল্যাদেবী বহু আরাধনা ও দেবার্চ্চনা করিয়া রামচন্দ্রকে পুত্রস্বরূপ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দেবারাধনা বিফল হয় নাই।

এস্থলেও দৃষ্ট হইতেছে, কৌশল্যাদেবী সুমিত্রা ও তাঁহার অন্তরঙ্গগণের শুভ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, কিন্তু কৈকেয়ীর নামোল্লেখ করেন নাই। ইহাতেও অনুমান হয়, কৈকেয়ীর সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব ছিল না, সুমিত্রার সঙ্গে সদ্ভাব ছিল। এ সময় শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে যাহা বলিলেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয়, তাঁহারা দুই ভাই অভেদাত্মা ছিলেন।

"লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে রাম দিয়া কোল।
বলেন সহাস্য-বদনেতে মিষ্ট-বোল ॥
মম ভক্ত ভাই তুমি বড়ই সুধীর।
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর ॥
আমার হিতৈষী তুমি যদি পাই রাজ্য।
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য্য ॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"লক্ষ্মণেমাং ময়া সার্দ্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্।
দ্বিতীয়ং মেঽন্তরাত্মানং ত্বামিয়ং শ্রীরুপস্থিতা ॥৪৩
সৌমিত্রে ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগাংস্ত্বমিষ্টান্ রাজ্যফলানি চ।
জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে ॥" ৪৪ অযোধ্যাকাণ্ড ৪র্থ সর্গ।

* * *

"অতঃপর মম সঙ্গে, লক্ষ্মণ। তোমারে।
এই রাজ্য ভার ভাই হইবে বহিতে।
তোমা ছাড়া কোন কার্য্য নাপারি করিতে ॥
অন্য অন্তরাত্মা তুমি ভাইরে আমার।
কাজেই আমার মত রাজশ্রী-সঞ্চার।
তোমাতেও করিয়াছে নাহিক সংশয়।
বাহিরে আমরা ভিন্ন অন্তরে তা নয় ॥
আমার জীবন আর রাজত্ব কেবল।
তোমারি কারণে ভাই কহি অবিকল ॥
অতএব অভীপ্সিত ভোজ্য দ্রব্যচয়।
উপভোগ কর বৎস যত মনে লয় ॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৫ম সর্গ। দশরথের আদেশক্রমে বশিষ্ঠ মন্ত্রপাঠ দ্বারা রামকে পত্নীর সহিত উপবাসে প্রবৃত্ত করার বিবরণ।

লোকাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকসংবাদে সমস্ত নরনারীগণের কিরূপ আনন্দের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহার কিছু বর্ণনা এই সর্গে দৃষ্ট হয়। রাস্তা-ঘাট হর্ষোৎফুল্ল অভিষেক-দর্শন-কৌতূহলী লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। সমস্ত রাজ-পথ লোকসঙ্ঘের আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে। অযোধ্যানগরী সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে, সমস্ত গৃহেই ধ্বজা উঠিয়াছে ও বহির্দ্বার বনমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। রাস্তাসকল পরিষ্কৃত ও জলসিক্ত করা হইয়াছে। সমস্ত রাজভবন হর্ষাপ্লুত নরনারীতে পূর্ণ হইয়া অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছে।

গ্রীফিথ সাহেবের এ স্থানের অনুবাদটি অতি সুন্দর।

"Forth from the house Vashistha drove,
That with the king's in splendour strove.
And all the royal street he viewed
Filled with a mighty multitude.
The eager concourse blocked each square,
Each road and lane and thoroughfare,

And joyous shouts on every side,
Rose like the roar of Ocean's tide,
As streams of men together came
With loud huzza and glad acclaim.
The ways were watered, swept and clean,
And decked with flowers and garlands green.
And all Ajodhyá shone arrayed
With banners on the roofs that played.
Men, women, boys with eager eyes,
Expecting when the sun should rise,
Stood longing for the herald ray
Of Ráma's consecration-day,
To see a source of joy to all
The people-honoured festival."

Griffith's Ramayan Book II, Canto V.

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণে বাল্মীকির অনুকরণে সংক্ষেপে এই সময়ের অযোধ্যার শোভাবর্ণনা এইরূপ আছে। মন্থরা বলিতেছে ;—

"লোকের ভিড়ে রাস্তা দিয়ে
চলা দেখছি ভার।
বাজনা কেনে বুড়োর ম্যানে
বিয়ে নাকি আবার ?
চন্দন ছড়া বড়ায় ঘড়া
দিচ্ছে পথে ঘাটে।
সাজিয়ে ডালা ফুলের মালা,
বেচেছে হাটে বাটে ॥
ধূপ ধুনাতে দিনে রেতে
সহর যুড়ে গন্ধ।
বুঝতে নারি কিসের জারি
লাগল ভারি ধন্দ ॥

(কত) হাতী ঘোড়া জোড়া জোড়া
ঘুরছে নগর-মাঝে।
(আবার) হাতীর পিঠে এক চোটে
ডঙ্কা কেন বাজে ॥
কিসের লাগি নিদ্রে মাগি
সবাই করে রঙ্গ।
(দিয়ে) মুক্তামতি সব যুবতী
সাজায় কেন অঙ্গ ॥
সহর-শুদ্ধ বালক-বৃদ্ধ
বাকি নাইকো কেউ।
ঘুরছে হেন দেখি যেন
বাঘের পিছে ফেউ ॥"

মহানাটককার অযোধ্যাবাসিনী তরুণীগণের এই সময়ের হর্ষ-বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন—

"রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ
কক্ষচ্যুতো হেমঘটস্তরুণ্যাঃ।
সোপানমারুহ্য চকার শব্দং
ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ঠঃ।"

কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার বীরাঙ্গনাকাব্যে, দশরথের প্রতি কৈকেয়ীর উক্তিতে বাল্মীকির অনুকরণে তদীয় অতুলনীয় লেখনীতে এই সময়ের যেরূপ অযোধ্যাবর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হইবে না।

"কহ তুমি, কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দসলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে, কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক হয়-গজ-রথ-রথী
বাহিরিছে রণবেশে, কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট গাইছে গায়কী?
কেন এত বীণাধ্বনি? কহ দেব শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে, কোন ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ? কহ হে নৃমণি!
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেণ ধন জনে? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঝরি শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারোলে?

কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জনস্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর অভিমুখে ? রঘুকুলবধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘুকুলরথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা, কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে।
কহ, শুনি হে রাজন্, এ বয়সে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্যবলে, ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল, পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে
রসময়ী নারী-ধনে কহ রাজ-ঋষি ?"

এই সব বর্ণনাপাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে অযোধ্যানগরী এই সময় সর্ব্বলোকরঞ্জন রামচন্দ্রের অভিষেকের আনন্দোৎসবে অতুল শোভা ধারণ করিয়াছিল।

ষষ্ঠ সর্গ। রাত্রি-প্রভাত-অন্তে শ্রীরামচন্দ্রের বিষ্ণুপাসনা ও পুরবাসিগণের নগরশোভা-সম্পাদন করার বিবরণ।

শ্রীরামচন্দ্র কি প্রকার সাত্ত্বিক-প্রকৃতিসম্পন্ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তি ছিলেন, এই সময়ের বিবরণপাঠে তাহার কতক অনুমান করা যাইতে পারে।

"Then Rama bathed in order due,
His mind from worldly thoughts withdrew,
And with his large-eyed wife besought
Náráyan, as a votary ought."

Griffith's Ramayan Book II, Canto VI.

পুরোহিত বশিষ্ঠ যথারীতি মন্ত্রপাঠ করিয়া রামচন্দ্রকে পত্নীসহ অনশনে থাকিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে রামচন্দ্র অবগাহনকরতঃ একাগ্রমনে পত্নীর সহিত নারায়ণদেবের ধ্যান ও উপাসনা করিলেন, এবং নিশাভাগে সপত্নী নীরবে কুশ-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রভাত হইলে তাহারা সুসমাহিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও উপাসনা করিলেন, গায়ত্রী জপ করিলেন এবং ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া মধুসূদনকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিলেন।

"রাম সীতা উপবাসী রহেন দুজন।
চন্দনে চর্চ্চিত-অঙ্গ সকৌতুক মন॥" ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এইরূপ সাত্ত্বিক-প্রকৃতিসম্পন্ন রাজনন্দন আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

অভিষেক-উপলক্ষে অযোধ্যানগরীকে নানাপ্রকারে শোভান্বিত করা হইয়াছিল; রাজপথসকল পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা অলঙ্কৃত ও ধূপগন্ধ দ্বারা সংশোধিত করা হইয়াছিল। নিশাগমে অন্ধকার-সঞ্চারের আশঙ্কায় সমুদয় স্থান আলোকিত করণার্থ রাজপথের উভয় পার্শ্বে দীপবৃক্ষসকল (light posts of modern days) সংস্থাপিত হইয়াছিল। অযোধ্যা-নগরী এইরূপে এক নূতন ও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল।

"That town, like Indra' city fair,
While peasants thronged their ways,
Tumultous roared like Ocean, where
Each flood-born monster plays."
Griffith's Ramayan Book II, Canto VI.

এই সকল বিষয়ে বাল্মীকির এই প্রকারের বর্ণনা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল শোভাসজ্জা সেকালের সভ্যতা ও উন্নতির পরিচায়ক।

৭ম সর্গ। ধাত্রীমুখে মন্থরার অযোধ্যা-সজ্জার কারণ শ্রবণ এবং তৎসংবাদ কৈকেয়ীকে দেওয়ার বিবরণ।

৮-৯ সর্গ। কৈকেয়ী-মন্থরা-সংবাদ।

এদিকে মহীপতি দশরথের অন্তঃপুরে যাইবার পূর্ব্বে কৈকেয়ীর পিতৃ-দত্ত দাসী মন্থরা ঘুরিয়া ফিরিয়া হঠাৎ প্রাসাদের উপরে উঠিয়া দেখিতে পাইল, অযোধ্যানগরী বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়াছে, রাস্তা ঘাট হর্ষোৎফুল্ল লোকে লোকারণ্য হইয়াছে এবং কৌশল্যা রাণী লোকদিগকে ধন দান করিতেছেন।

"It chanced a slave-born handmaid, bred
With queen Kaikeyi, fancy-led
Mounted the stair and stood upon
The terrace like the moon that shone.
Thence Manthara at once surveyed
Ajodhayá to her eyes displayed."

Griffith's Ramayan Book II, Canto VII

কৌশল্যার ধাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিতে পারিল, রামচন্দ্র যুবরাজপদে সেই দিন অভিষিক্ত হইবেন ; তজ্জন্যই এ আনন্দোৎসব, এই সব আড়ম্বর।

"উত্তমেনাভিসংযুক্তা হর্ষেনার্থপরা সতী।
রামমাতা ধনং কিন্নু জনেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি ।৮
অতিমাত্রং প্রহর্ষঃ কিং জনস্যাস্য চ শংস মে।
কার্যয়িষ্যতি কিং বাপি সম্প্রহৃষ্টো মহীপতিঃ ॥৯

অযোধ্যাকাণ্ড ৭ম সর্গ।

"কি লাগিয়া ওলো ধাত্রি রামের জননী।
কৌশল্যা বিতরে ধন বল মোরে শুনি ?
কৌশল্যা কৃপণ বড় তবে কি কারণ।
অকাতরে দান করে রাশি রাশি ধন ?
আজি সকলের এই আনন্দ অপার।
কিসের কারণে মোরে বল একবার॥
রাজাই বা হেন কাজ কি করিবে আজ।
ত্বরা করি বল, ধাত্রি, নাহি সহে ব্যাজ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

মন্থরা কি প্রকৃতির লোক ছিল, এই প্রশ্নবাক্যেই তাহার কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে। মন্থরার এই শ্লেষপূর্ণ বাক্যে তাহার হৃদয়ের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা প্রকাশ পাইতেছে।

"The nurse with transport uncontrolled,
Her glad tale to the hump-back told."
Griffith's Ramayan Book II, Canto VII.

মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকের বিষয় জানিতে পারিয়া বড়ই মর্ম্মাহত ও ক্রোধিত হইল। তাহার কর্ত্রী-ঠাকুরাণী রাজার প্রিয়তমা রাণী কৈকেয়ীর নন্দন ভরত রাজা না হইয়া রামচন্দ্র রাজা হইতেছে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। সে মর্ম্মাহতচিত্ত ও ক্রোধিত অন্তঃকরণে কৈকেয়ীকে এ সংবাদ দিতে দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকট গমন করিল।

"এমন শুনিয়া কুঁজী সে চেড়ীর মুখে।
বজ্রাঘাত হয় যেন মন্থরার বুকে॥" ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এই মন্থরাচরিত্র রামায়ণের একটি স্বাভাবিক বিচিত্র-চিত্র। এইরূপ চিত্র চাই চারিটি অধুনাও মানব-সমাজে দৃষ্টিগোচর হয়। মন্থরা কুব্জা ছিল। রামায়ণে মন্থরার আদি-বৃত্তান্ত নাই। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—

"জ্ঞাতিদাসী যতো জাতা কৈকেয্যা তু সহোষিতা।" ১
অযোধ্যাকাণ্ড ৭ম সর্গ।

"রাজরাণী কৈকেয়ীর মন্থরা নামেতে।
আছিল কিঙ্করী এক তাহার নামেতে।
মাতৃকুল হতে তারে আনয়ন করি।
নিজপাশে রেখে ছিলা কৈকেয়ী সুন্দরী॥"
৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই মন্থরা সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার লিখিয়াছেন। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—

"মন্থরা নাম কার্য্যার্থমপ্সরা প্রেষিতা সুরৈঃ।
দাসী কাচন কৈকেয্যৈ দত্তা কেকয়ভূভৃতা॥"

"মন্থরা নাম্নী কোন অপ্সরা কার্য্যার্থে সুরগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। কেকয়রাজ তাহাকে স্বীয় কন্যা কৈকেয়ীর দাসী করিয়া দিয়াছিলেন।"

কিন্তু মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে মন্থরার নামোল্লেখ মাত্রও নাই।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্ব-জন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অপ্সরা।
জন্মিল সে কুঁজী হয়ে নামেতে মন্থরা॥
তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরণী ডাবরী।
কুটিল কুরূপা কুঁজী ক্রূরকর্ম্মচারী॥
কৈকেয়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রী মাতা।
রামের দুঃখের হেতু সৃজিলা বিধাতা।
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী।
রাম রাজা হন দেখি করে ধড়-ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিতা দেখি তারে।
সর্ব্বনাশ করে কুঁজী থাকে যার ঘরে॥
রামের দুঃখের হেতু তার উপাদান।
রাজার মরণ কেকেয়ীর অপমান॥
মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

মন্থরা ত্বরিতগমনে কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইল। কৈকেয়ী তখন শয়ানা ছিলেন। মন্থরা তাঁহাকে বলিল "নির্ব্বোধ, এখনও তুমি শয়ন করিয়া আছ? শীঘ্র উঠ, তোমার বিষম বিপদ উপস্থিত। তোমার স্বামীকে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ভাবিয়া তুমি সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তোমার অহিতাকাঙ্ক্ষী। তোমার সৌভাগ্যও অস্তমিত হইতেছে।"

কৈকেয়ী সোৎকণ্ঠিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন, রামের রাজ্যাভিষেক হইবে, তখন অতিহৃষ্ট হইয়া মন্থরাকে দিব্য আভরণ প্রদান করিলেন। মন্থরা কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

"রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার।
ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার॥" ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"কৈকেয়ী রাজার রাণী শুনি মন্থরার বাণী,
শারদ-শশাঙ্ক-প্রভা সমান হাসিয়া,
শয্যা হ'তে হাস্ত মুখে, গাত্রোত্থান করি সুখে
ক্ষণেক বসিলা দেবী কি যেন ভাবিয়া।
রামচন্দ্র সিংহাসনে বসিবে পুলক মনে,
এ শুভ সংবাদে রাণী হয়ে পুলকিত,
বিস্ময়ে আবিষ্ট হ'য়ে দিব্য-আভরণ লয়ে
মন্থরারে দিলা দেবী প্রফুল্লিত চিত।
কহিলেন রে মন্থরে। কি আজ শুনালি মোরে
হেন আহ্লাদের কথা শুনিলে কখন,
এ শুভ সংবাদ মম কি এমন আছে সম
যাহা দিয়া পরিতুষ্ট করি তব মন?
শ্রীরাম ভরত দোঁহে মম চক্ষে ভিন্ন নহে
উভয়ে সমান, দাসি কহিনু তোমায়;
অতএব মহারাজ, রামে রাজ্য দিবে আজ
অতি তুষ্ট হৈনু আমি কি কব কথায়।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রাণী কৈকেয়ী যে রাম ও ভরতকে সমান স্নেহ করিতেন এবং উভয়কেই তুল্যদৃষ্টিতে দর্শন করিতেন, মহামুনি বাল্মীকির বর্ণনাই তাহার প্রমাণ।

"রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥" ৩৫*

অযোধ্যাকাণ্ড ৭ম সর্গ।

রামের রাজ্যাভিষেক-সংবাদে আনন্দোৎফুল্লা হইয়া রাণী কৈকেয়ী মন্থরাকে নিজ বহুমূল্য অলঙ্কার পুরস্কার দেন ; এবং বাক্‌চতুরা মন্থরা রাম রাজা হইলে কৈকেয়ীর ও ভরতের বিশেষ অনিষ্ট হইবে বারংবার এই কথা বলিলেও, তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তখন কৈকেয়ীর এইরূপ ব্যবহারে নিতান্ত দুঃখিত ও ক্রোধিত হইয়া মন্থরা—

"অতীব অধীর হয়ে মন্থরা তখন
ক্রোধে দুঃখে নিক্ষেপিলা দিব্য আভরণ ॥" †

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বাল্মীকি লিখিয়াছেন,—

"মন্থরাত্বভ্যসূয়ৈনামুৎসৃজ্যাভরণং হি তৎ।
উবাচেদং ততো বাক্যং কোপদুঃখসমন্বিতা ॥১

অযোধ্যাকাণ্ড ৮ম সর্গ।

ক্রূরা মন্থরা দুঃখে ও ক্রোধে কৈকেয়ী-প্রদত্ত আভরণ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমার মত নির্ব্বোধ ও অজ্ঞান এ সংসারে কেহই নাই। তোমার স্বীয় পুত্র রাজা না হইয়া কৌশল্যানন্দন রাম রাজা হইতেছে, ইহা শুনিয়া তোমার আহ্লাদিত হওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

---

* 'I joy that Rama gains the throne
Kausalaya's son is as my own.'
Griffith's Ramayan Book II, Canto VII.

† "The damsel's breast with fury burned :
She answered as the gift she spurned.
Griffith's Ramayan Book II, Canto VIII.

তখন কৈকেয়ী বলিলেন, "জ্যেষ্ঠ রাম কৃতজ্ঞ, গুণবান্, সত্যবাদী, পবিত্র-স্বভাব ও ধর্ম্মজ্ঞ, সেই সর্ব্বগুণাধার রামচন্দ্রই যুবরাজ হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভরতও পরে রাজা হইতে পারিবে।"

কৈকেয়ী একেবারে নির্ব্বোধ ছিলেন না। তিনি তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠ এজন্য সে রাজ্যে স্বত্ববান্। রামচন্দ্র সর্ব্বগুণাধার, সুতরাং তাহা হইতে কৈকেয়ীর কোন অমর্য্যাদার আশঙ্কা নাই। সমুহ রামচন্দ্র রাজা হইলে ও পরে ভরত রাজা হইতে পারিবে।*

কৃত্তিবাস কৈকেয়ীর এই যুক্তিপূর্ণ বাক্যটি ব্যাখ্যা সহ এইরূপ লিখিয়াছেন—

'কৈকেয়ী বলিল রাম ধার্ম্মিক তনয়।
কোন দোষে রামের করিব অপচয়।
আমার গৌরব রাম করে অতিশয়।
করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয়॥
গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত।
পিতৃরাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইতে উচিত॥
রাম রাজা হইলে সন্তুষ্ট সর্ব্ব জনে।
তুষিবেক সকলেরে রাম বহুধনে॥
ভরতেরে রাজ্য রাম দিবেন আপনি।
রাখিবেন আমার গৌরব বড় রাণী॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

"What though he rule, we need not fear :
His brethren to his soul are dear
And if the throne Prince Rama fill
Bharat will share the empire still.

Griffith's Ramayan Book II, Canto VIII.

ইহার প্রত্যুত্তরে মন্থরা যাহা বলিল, যে সব যুক্তি দ্বারা সে কৈকেয়ীকে বুঝাইয়া দিল যে, রামচন্দ্র রাজা হইলে কোন দিন ভরতের রাজা হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং কৌশল্যা ও সীতাকৃত লাঞ্ছনাভোগ ব্যতীত ভবিষ্যতে কৈকেয়ীর অদৃষ্টে আর কিছুই লভ্য হইবে না, সেই সব কূটযুক্তি মন্থরারই উপযুক্ত।

পুনঃপুনঃ এতাদৃশ প্ররোচনায় কৈকেয়ীর মন ফিরিয়া গেল। একটু পূর্ব্বে তিনি যে রামচন্দ্রের গুণাবলী মনে করিয়া তাঁহার যৌবরাজ্যাভিষেক-সংবাদে আহ্লাদিতা হইয়াছিলেন, মন্থরার বাক্যে সেই স্নেহাধিক রামচন্দ্রের গুণাবলী একবারে বিস্মৃত হইলেন। আহ্লাদের পরিবর্ত্তে তাঁহার অন্তরে ক্রোধ ও

হিংসার আবির্ভাব হইল এবং তাহার নিকট মন্থরার উপদেশ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। মন্থরার যুক্তিপূর্ণ উক্তিগুলি এস্থলে বড়ই সুন্দর হইয়াছে। স্বার্থান্ধা উপযুক্ত শিক্ষাবিহীনা নারীর নিকট সেই যুক্তিগুলি যে নিতান্ত অকাট্য বলিয়া বোধ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বিশেষতঃ মন্থরা যে ভাবে কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহা স্বার্থান্ধা অশিক্ষিতা নারীর পক্ষে অভ্রান্ত বলিয়া ধারণা হওয়া অধিক সম্ভব।

কৈকেয়ীর বাক্যে মন্থরা নিতান্ত দুঃখিত ও মর্ম্ম হত হইয়াছিল; কেন না তাহার দুঃখ ও ক্ষোভ এই যে, কৈকেয়ী তাহার স্বার্থজনক হিতকর অভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই।

*　　　*　　　*

কেকেয়ি নির্ব্বোধ কেগা তোমার মতন
শুভ যাহা, তাই তুমি দেখ কুনয়নে,
কি যে তুমি; হায়, আমি বলিব কেমনে।
শোক দুঃখ বিপদেতে আক্রান্ত হইলে
তবু নিজ দুরবস্থা কিছু না বুঝিলে?
নিজ নির্ব্বদ্ধিতা দোষে মজালে আপনি
বুঝিতে নারিনু তুমি কিরূপ রমণী।
রাজা অধিপতি রাম হতেছে এখন
পরে অধিকারী হবে রামের নন্দন।
কাজে কাজে একেবারে ভরত তোমার
রাজবংশ হতে ভ্রষ্ট হইল এবার।
রাজার সকল পুত্র রাজ্য নাহি পায
পাইলে অনর্থ এক ঘটে উঠে তায়।
এই হেতু ভূপতিরা পুত্রগণ মাঝে
হয় সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সুতে অভিষেকে রাজে,
না হয় যে পুত্রগুণে শ্রেষ্ঠতম হয়
তাহারেই রাজকার্য্যে নিযুক্ত করয়,
একপ ব্যবস্থা আছে এই সে কারণে
কহিতেছি, তব পুত্র বিকলিত মনে,
রাজবংশ আর সুখ সৌভাগ্য হইতে
বঞ্চিত হইবে, হায় সম্পূর্ণ রূপেতে।
তোমারি মঙ্গলে আমি প্রাণপণ করি
কিন্তু মোরে নাহি বুঝ এই দুঃখে মরি!
সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে, হায় রে, তুষ্ট
পুরস্কার দেও মোরে ভূষণ উৎকৃষ্ট!
নিশ্চয় জানিও তুমি রাম রাজ্য পেলে,
বিপদে পড়িবে তব প্রিয়তম ছেলে,
হয় রাম দেশান্তর করিবে তাহায়
না হয় ত লোকান্তরে দিবেক বিদায়।
ভরত বালক অতি কিছুই না জানে,
তুমিই প্রেরিলে তারে মাতুল-ভবনে।
এ সময় যদি সে গো থাকিত হেথায়
ভূপতি করিত স্নেহ অবশ্য তাহায।
এক স্থানে থাকে বলি তৃণ-গুল্ম-লতা
পরস্পরে আকিঞ্চনে করয়ে মমতা।

ভরতই যাক শুধু এমন সময়—
তা না হলে শত্রুঘ্নও মাতুল আলয়
সেও আজি এই স্থানে যদ্যপি থাকিত
অবশ্যই বিপদের বিধান হইত।
শুনেছি মহিষি আমি বন-জীবিগণ
ইচ্ছে ছিল এক বৃক্ষ করিতে ছেদন।
সে বৃক্ষ বেষ্টিত ছিল কণ্টক-কাননে
রক্ষা পেয়েছিল তাই দৈবের ঘটনে।
পরস্পর পরস্পরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ
রক্ষা করে অবিরত জানি অনুক্ষণ।
অশ্বিনীকুমার দোঁহে সৌভ্রাত্র যেরূপ,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে সৌভ্রাত্র সেরূপ
তাহাদের সে সৌভ্রাত্র ত্রিলোক বিদিত,
রাম-লক্ষ্মণের ভাব নহে বিচলিত।
রামচন্দ্রের লক্ষ্মণের এই সে কারণে
অনিষ্ট করিবে নাই জানি আমি মনে।
কিন্তু সে যে ভরতের প্রাণ-হন্তা হবে
তাহাতে তিলেক নাহি সন্দেহ সম্ভবে
এ হেতু ভরত এবে মাতুল-ভবন
ত্যজিয়া অরণ্য-মাঝে করুক গমন।
তাহাই আমার পক্ষে প্রীতিকর হয়
তোমারো ইহাতে হবে মঙ্গল নিশ্চয়।
আর যদি তব পুত্র ভরত সুজন
ধর্ম্ম-মতে পিতৃরাজ্য করয়ে গ্রহণ
তা হলে যে আমাদের হইবে মঙ্গল
তাহাতে সন্দেহ নাই কৈকেয়ি অবিকল।
হায় রাণি! তব পুত্র ভরত সুন্দর
লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কে সুখে নিরন্তর
পালিত হইল, এবে সেই সে তনয়
রামের সহজ শত্রু হইল নিশ্চয়।
রামের উন্নতি আর ভরতের পক্ষে
অতি মাত্র অবনতি দেখিতেছি চক্ষে
সুতরাং শ্রীরামের বশেতে থাকিয়া
কেমনে ভরত আহা রহিবে বাঁচিয়া
দুর্ভগে কৈকেয়ি! তুমি সতর্কিত হয়ে
অরণ্যে সিংহের মুখে মাতঙ্গ জানিয়ে,
ভরতে বাঁচাও এই পরাভব হতে
নতুবা উপায় আর নাহি কোন মতে।
রামের জননী সেই কৌশল্যা মহিষী
সপত্নী তোমার যেন ক্রূরা আশি-বিষী।
ভর্তৃসৌভাগ্যেতে তুমি গর্ব্বিত হইয়া
অবহেলা কৈলা তারে সামান্যা ভাবিয়া।
এবে সে কৌশল্যা রাণী বৈর-নির্য্যাতন
কেন না করিবে? তার সৌভাগ্য এখন।
কৈকেয়ী অধিক আজ কি কব তোমারে
যবে রাম শৈলসিন্ধুময়ী বসুধারে
আপন শাসনে রাখি অধিরাজ হবে
ভাব দেখি কি ঘটিবে তব ভাগ্যে তবে?
তখন পুত্রের সহ শ্রীরামের পাশে
পরাভব সহ্য করি থাকিবে হতাশে।
এ হেতু এক্ষণে তুমি দেখ সে উপায়
যে উপায়ে পুত্র তব রাজ্য-ভার পায়,
আরো দেখ সে উপায় যে উপায়ে রাম
বনবাসে যায় ছাড়ি এ অযোধ্যা ধাম।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

'She ceased. The troubled damsel sighed,
Sighs long and hot, and thus replied :'
Griffith's Ramayan, Book II, Canto VIII.

মন্থরা উষ্ণ ও দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

'What madness has possessed thy mind'
To warning deaf, to dangers blind ?'
Griffith's Ramayan, Book II, Canto VIII.

"অনর্থদর্শিনী মৌর্খ্যান্নাত্মানমববুধ্যসে
শোকব্যসনবিস্তীর্ণে মজ্জন্তী দুঃখসাগরে ॥" ২১ ইত্যাদি
অযোধ্যাকাণ্ড ৮ম সর্গে।

এই কথার প্রতিধ্বনি মহামতি গ্রীফিথ তাঁহার রামায়ণ-অনুবাদে অতি সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"O queen, thy darling is undone
When Rama's hand has once begun
Ajodhya's realm to sway.
Come, win the kingdom for thy child
And drive the alien to the wild
In banishment to day."
Griffith's Ramayan Book II, Canto VIII.

মন্থরার প্রধান যুক্তি এই যে, রামচন্দ্র রাজা হইলে ভরতের কোন দিন রাজা হইবার সম্ভাবনা নাই; কেন না রামের সন্তান-সন্ততিগণই যথাক্রমে রাজা হইবে। এ যুক্তিটি নিতান্ত অভ্রান্ত নহে, যেহেতু রাম রাজা হইলে তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণেরই যথাক্রমে রাজা হইবার সম্ভাবনা। মন্থরার দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, রাম রাজা হইলেই কৈকেয়ী ও ভরতকে কৌশল্যা, সীতা ও রামের হস্তে বহু প্রকারে নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে, এমন কি, ভরতের জীবনাশঙ্কা পর্য্যন্ত আছে। ইহা একটি অমূলক কল্পনা মাত্র। যে রামচন্দ্রের অশেষ গুণাবলী উল্লেখ করিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে কৈকেয়ী নিজেই তাঁহার রাজ্যাভিষেক-সংবাদে পরম

আহ্লাদিতা হইয়া ছিলেন, সেই রামচন্দ্র হইতে এরূপ আশঙ্কা অসম্ভব। কৈকেয়ী যদি একটু ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখিতেন, তবে বুঝিতে পারিতেন যে, কৌশল্যা সীতা বা রামচন্দ্র কেহই সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না।

হঠাৎ কৈকেয়ীর মানসিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি ? তিনি বুঝিলেন, ভরতের কোন দিন রাজা হইবার সম্ভাবনা নাই। রাম রাজা হইলে যে সপত্নী কৌশল্যার প্রতি দশরথের আদর ও সোহাগের প্রশ্রয় পাইয়া তিনি সতত নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধিসময়ে তিনিও প্রতিশোধ লইতে ছাড়িবেন না। সপত্নী কৌশল্যার প্রাধান্যও তাঁহার পক্ষে অসহ্য। মন্থরার বাক্যানুসারে ভরতের জীবনাশঙ্কাও তাহার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। মন্থরার বাক্‌-চাতুর্য্যে তিনি বিহ্বল হইয়া রামচন্দ্রের অশেষ গুণাবলী বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

দুর্ব্বলচেতা, অজ্ঞানী ও অশিক্ষিত লোকের চিত্তের উপর অন্যে কি প্রকারে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, তাহা এই কৈকেয়ী-মন্থরার ঘটনায় উজ্জল দৃষ্টান্তে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। মন্থরা তাহার কুটীল বাক্‌চাতুর্য্যে কৈকেয়ীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিল, কৈকেয়ী তাহার হস্তে কলের পুতুল প্রায় হইলেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—কৈকেয়ীতে উপযুক্ত শিক্ষা, আর জ্ঞানের অভাব। কৈকেয়ীচরিত্রে হিংসা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, অহঙ্কার, সপত্নীর প্রতি ঈর্ষ্যা প্রভৃতি যে সব নীচ প্রবৃত্তি লুক্কায়িত ছিল, তাহা মন্থরার বাক্‌-চাতুর্য্যে প্রদীপ্ত হইল। মনুষ্যের যখন নীচ প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়, তখন সৎপ্রবৃত্তি সকল লুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মনুষ্য তখন নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কৈকেয়ীরও তাহাই হইল। তিনি অপকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া যে কর্ম্মটি করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে তাঁহার নামে চিরকালের জন্য কলঙ্ক লাগিয়া রহিল।

> 'As fury lit Kaikeyi's eyes
> She spoke with long and burning sighs :'
>
> Griffith's Ramayan, Beok II Canto IX

তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মন্থরাকে বলিলেন, আমি অদ্যই রামকে বনে দিব ও

ভরতকে রাজ্য লাভ করাইব, কিন্তু কি উপায়ে ইহা হইতে পারে তাহা বলিয়া দাও।"

ভারত পাইবে রাজ্য না দেখি উপায়
যুক্তি বল ভরত কিরূপে রাজ্য পায়।
কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস
ভরতেরে রাজ্য দিয়া পুরাইব আশ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

মন্থরা তখন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, পূর্ব্বে শম্বর-দৈত্যসহ যুদ্ধে রাজা দশরথ যখন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অচেতন হইয়াছিলেন, তখন কৈকেয়ী তাঁহাকে যুদ্ধস্থল হইতে স্থানান্তরে লইয়া দূরে গিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ এই কারণে কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। কৈকেয়ী তখন বলিয়া ছিলেন, "যখন আমার ইচ্ছা হইবে, তখন আমি দুই বর গ্রহণ করিব।" মন্থরা বলিল "এখন সেই দুই বর লওয়ার সময় উপস্থিত, এক বরে রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস দিতে হইবে এবং অন্য বরে ভরতকে রাজা করিতে হইবে।"

'Be bold the threatened rite prevent
And force the king from his intent.'
Griffith's Ramayan Book II, Canto XI.

তখন কৈকেয়ী বিস্ময়-বিমুগ্ধ হৃদয়ে মন্থরাকে অশেষ প্রশংসা করিলেন এবং তাহার উপদেশ অনুসারে ক্রোধাগারে ভূমি-শয্যায় শয়ান থাকিয়া দশরথের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এস্থলে বাল্মীকি কৈকেয়ীর মুখে মন্থরার রূপ, গুণ ও বুদ্ধির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় ও সুন্দর।

"পৃথিব্যামসি কুব্জানামুত্তমা বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
ত্বমেব তু মমার্থেষু নিত্যযুক্তা হিতৈষিণী॥৩৯
নাহং সমববুধ্যেয়ং কুব্জে রাজ্ঞশ্চিকীর্ষিতম্
সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জে বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ॥৪০

ত্বং পদ্মমিব বাতেন সন্নতা প্রিয়দর্শনা
উরস্তেঽভিনিবিষ্টঃ বৈ যাবৎ স্কন্ধাৎ সমুন্নতম্ ॥৪১
অধস্তাচ্চোদরং শান্তং সুনাভমিবলজ্জিতম্।
পরিপূর্ণঞ্চ জঘনং সুপীনৌ চ পয়োধরৌ ॥৪২
বিমলেন্দুসমং বক্ত্রমহো রাজসি মন্থরে ।
জঘনস্তব নির্ম্মৃষ্টং রশনাদামভূষিতম্ ॥৪৩
জঙ্ঘে ভৃশমুপন্যস্তে পাদৌ চ ব্যায়তাবুভৌ ।
ত্বমায়তাভ্যাং সক্‌থিভ্যাং মন্থরে ক্ষৌমবাসিনী ॥৪৪
অগ্রতো মম গচ্ছন্তী রাজসেঽতীব শোভনে।
আসন্ যাঃ শম্বরে মায়াঃ সহস্রমসুরাধিপে ॥২৫
হৃদয়ে তে নিবিষ্টাস্তা ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ ।
তদেব স্থগু যদ্দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তম্ ॥৪৬
মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াশ্চাত্র বসন্তি তে।
অত্র তেঽহং প্রমোক্ষ্যামি মালাং কুব্জে হিরণ্ময়ীম্ ॥৪৭
অভিষিক্তে চ ভরতে রাঘবে চ বনং গতে।
জাত্যেন চ সুবর্ণেন সুনিষ্টপ্তেন সুন্দরি ॥৪৮
লব্ধার্থা চ প্রতীতাচ লেপয়িষ্যামি তে স্থগু।
মুখে চ তিলকং চিত্রং জাতরূপময়ং শুভম্ ॥৪৯
কারয়িষ্যামি তে কুব্জে শুভান্যাভরণানি চ।
পরিধায় শুভে বস্ত্রে দেবতেব চরিষ্যসি ॥৫০
চন্দ্রমাহ্বয়মানেন মুখেনাপ্রতিমাননা।
গমিষ্যসি গতিং মুখ্যাং গর্ব্বয়ন্তী দ্বিষজ্জনে ॥৫১
তবাপি কুব্জাঃ কুব্জায়াঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ।
পাদৌ পরিচরিষ্যন্তি যথৈব ত্বং সদা মম ॥৫২

অযোধ্যাকাণ্ড ৯ম সর্গ।

ভাল কথা তুমি বলিলে, দাসি !
তব চিতে আছে জ্ঞানের রাশি।
অসামান্য, দাসি! তোমার জ্ঞান,
তোমার জ্ঞানের করি গো মান।
পৃথিবীতে যত কুবুজা আছে,
বুদ্ধে বড় তুমি তাদের কাছে।
সদা তুমি কর আমার হিত,
মম শুভ চাহে তোমার চিত।
কি ক'ব মন্থরে! আগেতে আমি
বুঝিনি আমার এরূপ স্বামী।
মন্দ অভিপ্রায় এত যে তাঁর
তুমি না বুঝালে বুঝিতে ভার।
তোমা ছাড়া এই ধরাতে আর
অনেক অনেক বিকৃতাকার
আঁকা বাকা চাপা পাপ-দরশন
কুবুজা র'য়েছে অঘন্য গঠন।
কিন্তু তুমি ন্যুব্জ হ'য়েও দাসি।
প্রকাশ ক'রেছ রূপের রাশি।
সমীরণভগ্ন কমল যথা,
প্রিয় দরশন তুমি গো তথা।
দুই পাশে তব সুচারু বুক
আনত হ'য়েছে কতক টুক্,
মধ্য থান হতে কাঁধের পানে
উন্নত হয়েছে উপর টানে
বুকের নীচেতে রূপসী নারী,
চারু নাভিযুত উদর ভারি
বুকের এ হেন উন্নতি হেরি
সরমে হ'য়েছে কাহিল ভারি.
স্তনযুগ তব অতীব দৃঢ়
জঘন তোমার বিস্তৃত বড়

কাঞ্চীদাম তাহে কেমন সাজে
ক্ষুদ্র ঘণ্টা তাহে নিয়ত বাজে।
মুখখানি তব চাঁদের মত,
নিরমল অতি শোভা বা যত।
মরি রে মন্থরে! মরি রে মরি
আহা, কিবা তব রূপমাধুরী!
পা দুখানি তব আয়ত বেশ
উরু দুটি তাই শোভার শেষ।
চলি' জাও তুমি, পুলক হিয়ে,
যখন আমার সমুখ দিয়ে।
রাজহংসী সম তখন তুমি
ধীরে ধীরে চল মাড়ায়ে ভূমি।
শম্বরের, আমি জানি, গো দাসি
যত মায়া আছে তা'হতে বেশী,
ও মন্থরে, তব হৃদয় মাঝে
রাশি রাশি মায়া সতত সাজে
রথঘোণসম তোমার বুকে
মাংসপিণ্ড এই উন্নত মুখে,
মায়া সন্নিবেশে সদাই শোভে
বিশেষ করিয়া জেনেছি ভেবে।
এই মাংসপিণ্ডে আমায় তরে
বুদ্ধি রাজনীতি নিবাস করে।
শুন গো সুন্দরি আমার ভাষ
রামে পাঠাইলে কানন-বাস।
ভরতেরে রাজ্য পারিলে দিতে
আমি গো তা হলে হরিষ চিতে
এই মাংসপিণ্ডে চন্দনরাশি
লেপিব যতনে, অয়ি গো দাসি।
সোণার গহনা পরাব সুখে
সোণার তিলক সাজা'ব মুখে.

সুচারু ভূষণ সুচারু বাস
পরি' তুমি সদা আমার পাশ
ভ্রমণ করিবে দেবীর মত
তাহা দেখি সুখ পাইব কত।
এ তব বদন-কমল খানি
চাঁদেরে কলঙ্কী মলিন জানি
কতই শরম দিয়ে গো তারে
এ মুখে কি বিধু দাঁড়াতে পা'র ?
তোমার মুখের তুলনা নাই
বালাই লইয়া মরিয়া যাই
অরিদের কাছে গরব করি'
দমকে ঠমকে বেড়াবে ঘুরি।
তুমি যথা মোর চরণতল।
সেবা করে থাক ; তাহার ফল
ফলিবে তোমার দিব গো এনে
তব পাশে অন্য কুবুজাগণে ;
তব পদ-সেবা করিবে সবে
আনন্দ তোমার কতই হবে।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বাল্মীকি মুনি মন্থরার রূপবর্ণন যে ভাবে করিয়াছেন, বঙ্গীয় কবি তাহার সরস ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়া পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছেন ;—

গ্রীফিথ সাহেবও ইংরাজী পদ্যে মূলের এই অংশের সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন, তথাপি তিনি বলিয়াছেন,—

'I do not translate faithfully, and I do not venture to follow Kaikeyi further in her eulogy of the hump-back's charms.

'Kaikeyi in her joy and pride
To Mantharâ again replied
'Thy sense I envy, prudent maid,
With sagest lore thy lips persuade.
No hump-back maid in all the earth
For wise resolve, can match thy worth.
Thou art alone with constant zeal
Devoted to thy lady's weal.
Dear girl, without thy faithful aid
I had not marked the plot he laid.
Full of all guile and sin and spite
Missbappen hump-backs shock the sight :
But thou art fair and formed to please,
Bent like a lily by the breeze.

I look thee o'er with watchful eye,
And in thy frame no fault can spy ;
The chest so deep, the waist so trim,
So round the lines of breast and limb,
Thy cheeks with moonlike beauty shine,
And the worm wealth of youth is thine.
Thy legs, my girl, or long and neat,
And somewhat long thy dainty feet,
While stepping out before my face
Thou seemest like a crane to pace
The thousand wiles are in thy breast
Which Sambara the fiend possessed.
And countless others all thine own,
O damsel sage, to thee are known.
Thy very hump becomes thee too,
O thou whose face is fair to view,
For there reside in endless store
Plots, wizard wiles, and warrior lore.
A golden chain Iw'll round it fling
When Rama's flight makes Bharat king.
Yea, polished links of finest gold
When once the wished for prize I hold
With naught to fear and none to hate,
Thy hump, dear maid, shall decorate.
A golden frontlet wrought with care
And precious jewels shall thou wear :
Two lovely robes around thee fold,
And walk a goddess to behold.
Bidding the moon himself compare
His beauty with a face so fair.
With scent of precious sandal sweet
Down to the nails upon thy feet,

First of the household thou shall go
And pay with scorn each baffled foe."
Griffith's Ramayan, Book II, Canto IX.

রঘুনন্দন গোস্বামী মন্থরার রূপ এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"কি বা রূপ মন্থরাঁর বর্ণিবারে সাধ্য কার
বিধি যত কৌশল করিল।
সুস্থির করিয়া ভাবি ভাবি অনুক্ষণ
এক এক অঙ্গ নিরমিল॥
বাহুদুটি সূক্ষ্মতর অতি দীর্ঘ দুই কর
দীর্ঘ দীর্ঘ অঙ্গুলি তাহার।
বুক অতি খর্ব্বতর মুখ হয় তদুপর
কণ্ঠ কোথা কে দেখিতে পায়॥
ডুমুর বৃক্ষের গায় যেন তার ফল ভায়
তেনই সাজায় দুইস্তন।
মৃদঙ্গ সমান মাঝে কনক কিঙ্কিনী রাজে
অতি সূক্ষ্ম দীবল জঘন॥
জঙ্ঘের সৌন্দর্য্য দেখি লজ্জিত সারসপাখী
অতি কৃশ দীর্ঘ পদদ্বয়।
কুঁজের তুলনা দিতে স্থান নাহি ত্রিজগতে
যার গুণে কুব্জা নাম হয়॥
কৈকেয়ী সুঘড মতি দিয়াছিল হাড়ভতি
দোলে কিবা কুব্জ মধ্যস্থলে।
সবে ভাল মুখ মাত্র সেই উপহাসে যাত্র
পদ্ম যেন গোময় পললে
যদি মুখে দেয় পাণি অগ্র পৃষ্ঠ নাহি চিনি
বর্ণন করিব কি বা আর।
শ্রীরঘুনন্দন বলে জানিবে অত্যল্পকালে
যেন রূপ তেন গুণ তার।"

শ্রীমদ্রাম রসায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

কৃত্তিবাস অতি সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন—

কুঁজিরে কৈকেয়ী বলে অতিহৃষ্ট মনে।
তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে॥
যত দেখি সকল আমার বিপরীত।
সকলি অহিত মম তুমি মাত্র হিত॥
গৌরবর্ণ ধর তুমি যেন চন্দ্রকলা।
গলায় তুলিয়া দেহ দিব্য পুষ্পমালা।
রত্নহার লও তবে কুজের উপর।
ভরত হইলে রাজা দিবে ত বিস্তর॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৈকেয়ী মন্থরার বাক্‌চাতুর্য্যে শীঘ্রই স্বীয় অপকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের বশীভূত হইয়া আত্মহারা হইলেন। কুব্জা মন্থরার ভিতরও তিনি বিচিত্র রূপ ও অসীম গুণ দেখিলেন। কুৎসিতেও সৌন্দর্য্যের প্রতিভা প্রতিভাত দেখিয়া নীচ ও অসার প্রবৃত্তিগুলি অশেষ গুণের আকর বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। এজন্যই কৈকেয়ীর মুখে মন্থরার রূপগুণের এরূপ প্রশংসা। কৈকেয়ী অপকৃষ্ট প্রবৃত্তির

বশীভূত হইয়া এতদূর আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, স্বামীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস, ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যাহা কিছু ছিল সমস্ত লোপ পাইল, তিনি একেবারে কপটিনী, ক্রূরা, নৃশংসা, সর্পিনী হইয়া বসিলেন, স্বামী তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী নহে, সে চক্রান্ত করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া রামকে রাজা করিতেছে, মন্থরার বাক্যানুযায়ী কৈকেয়ীরও এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

সামান্য পরিচারিকা কুব্জা মন্থরার এত বিস্তৃত রূপ ও গুণ-বর্ণনা ইহার গূঢ় রহস্য আছে। সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, মানুষ কদাকার হইলে, তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি তদনুরূপ কদর্য্য ও কদাকার থাকে। অসৎবৃত্তি গুলিও তদনুরূপ তাহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়। রূপ আকৃতি, প্রবৃত্তি ও ভাব-নিচয়ের পরিচায়ক, এইজন্যই দেবদেবীগণ সাধারণতঃ সুন্দর ও সুন্দরী বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। যাহা চক্ষের প্রীতিকর, তাহা মনেরও প্রীতিকর এবং মনের প্রীতিকর হইলে তাহা ভাল বলিয়া ধারণা হয়। মন্থরায় সেই সাধারণ ধারণা জাজ্বল্যমান ছিল, তাহার রূপ ও গুণ উভয়ই কদর্য্য ও কুৎসিত ছিল। সেই জন্যই তাঁহার রূপ ও গুণের বিস্তারিত বর্ণনা-তাহা আবার কৈকেয়ীর মুখে কবি চিত্রণ করিয়াছেন। সেই বর্ণনা পা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, মন্থরার রূপের অনুরূপে গুণ বা স্বভাব সমান কুৎসিত কদর্য্য ছিল। কৈকেয়ী যে সেইরূপ গুণ সুন্দর ও প্রীতিকর দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, তাহা কেবল তাহার তৎকালোচিত কুভাব-সংস্পর্শ দোষেও অপকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূততা হেতু ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। কৈকেয়ীর মুখে এ বর্ণনা করা কবির কৃতিত্ব। সাধারণ যে একটি কথা আছে—"কাণা, কুঁজো, খোড়া তিন অসতের গোড়া" মন্থরা ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ঘ্রান-অন্যের ভ্রান্তিপূর্ণ তাহার

রঘুনন্দনও মন্থরার রূপ ও গুণ-সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—

"যেন রূপ তেন গুণ তার।"

রামায়ণের মন্থরা-চরিত্র একটি প্রধান চিত্র; মন্থরার ক্ষমতা সাধারণ ছিল না। সে অতি সহজে কৈকেয়ীকে তাহার হাতের পুতুল করিল, সম্পূর্ণ এক নূতন ছাঁচে কৈকেয়ীকে সাজাইয়া ফেলিল। এ কম ক্ষমতার কার্য্য নহে।

অসাধু ও অসৎ প্রকৃতির লোকেরও এক প্রকার ক্ষমতা আছে, তাহা মন্থরায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই কারণেই তাহার রূপ ও গুণ বর্ণনা আবশ্যক।

মন্থরা-চরিত্রের প্রধান দোষ হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও স্বার্থপরতা। কিন্তু তাহার ভিতর কএকটী সদ্‌গুণও দৃষ্ট হয়। সে তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্না ও বাক্‌চতুরা ন। সে তাহার কর্ত্রী-ঠাকুরাণী কৈকেয়ী দেবীর, তাঁহার মতানুযায়ী, অতি-াঙ্ক্ষিণী ছিল। যাহাতে কৈকেয়ী ও তাহার নন্দন ভরতের হিত হইবে সে গাছে, সে তাহাই কৈকেয়ী দ্বারা করাইয়াছে। এ জন্যই বাল্মীকি

বাল্ম- -ন—

উবাচ ক্রোধসংযুক্তা বাক্যং বাক্যবিশারদা

সা বিষণ্ণতরা ভূত্বা কুব্জা তস্যাং হিতৈষিণী ॥৮

অযোধ্যাকাণ্ড ৭ম সর্গ।

বচনচতুরা দাসী কৈকেয়ীর দিবা নিশি

বাস্তবিক ছিল চির হিতার্থিনী অতি॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৈকেয়ীর কার্য্যটি যে কৈকেয়ীর পক্ষে হিতকর হইবে না, তাহা অশিক্ষিতা র্থপরায়ণা মন্থরা কি প্রকারে বুঝিবে? ভরত যে রাজ্য গ্রহণ করিবে না, রাজ্যে ীয় আধিপত্য বিস্তার করিবে না, ইহা তাহার মত নীচ প্রকৃতিসম্পন্না স্বার্থপরায়ণা অশিক্ষিতা নারীর পক্ষে মুহূর্ত্তের জন্য মনে ভাবাও অসম্ভব। ভরত ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্ ও সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তদপেক্ষা যোগ্যতর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম-চন্দ্র বর্ত্তমান থাকায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই। এরূপ হইবে, মন্থরার মত হীনা নারী তাহা কি প্রকারে অনুমান করিবে? যে রাজা দশরথ কৈকেয়ীতে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, তিনি সেই প্রাণ-প্রিয়তমা রাণী কৈকেয়ীর নন্দন ভরতকে রাজা না করিয়া অপরা পত্নী কৌশল্যানন্দন রামকে কি প্রকারে রাজা করিতে যাই-তেছেন, তাহা নীচ প্রকৃতিসম্পন্না অজ্ঞানা মন্থরার কল্পনার অতীত। দশরথ সুবুদ্ধি-সম্পন্ন জ্ঞানবান্ পুরুষ ছিলেন, তিনি কৈকেয়ীর আসক্তিতে আত্মহারা বা জ্ঞানহীন হন নাই; সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুযোগ্য নন্দন রামচন্দ্রকে রাজা

করিতে উদ্যত হইলেন। মন্থরার মত তীক্ষ্ণ ক্রূরবুদ্ধিবিশিষ্টা স্বার্থপরায়ণা নারী কখনও এই ভাব ধারণায় আনিতে পারে নাই। বোধ হয়, সেজন্যই কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের অনুরাগ মন্থরা কপট বলিয়া অবধারণ করিয়াছিল এবং দশরথ চক্রান্ত করিয়া ভরত-শত্রুঘ্নকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া তাহাদের অনুপস্থিতিতে রামকে রাজা করিতেছেন ইহাই তাহার মনে হইয়াছিল। যাহারা অশিক্ষিত ও জ্ঞান-হীন তাহাদের সাধারণ ধারণা এই যে, নিজের স্বভাব ও প্রকৃতি যেরূপ অন্যের স্বভাব ও প্রকৃতিও অবিকল তদ্রূপ। এই কারণেই মন্থরা স্বীয় ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা হইতে রাম রাজা হইলে কৈকেয়ী ও ভরতের এবং কাজে কাজে তাহার নিজেরও লাঞ্ছনা হইবে, এরূপ বিপদাশঙ্কা করিয়াছিল। এই ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা হইতেই কৈকেয়ী দ্বারা সে তাহাদের হিতার্থে চিরকলঙ্কজনক কার্য্যটি করাইল।

"তব দুঃখেন কৈকেয়ি মম দুঃখং মহদ্ভবেৎ।
ত্বদ্‌বৃদ্ধৌ মম বৃদ্ধিশ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ ॥২২

* * *

সা প্রাপ্তকালং কৈকেয়ি ক্ষিপ্রং কুরু হিতং তব।
ত্রায়স্ব পুত্রমাত্মানং মাং চ বিস্ময়দর্শনে ॥৩০

অযোধ্যাকাণ্ড ৭ম সর্গ।

"নিশ্চয় জানিও তুমি তব দুঃখে দুঃখী আমি
তব সুখে, রাজরাণি সুখ গো আমার।

* * *

ভাল করি দেখ ভেবে এসেছে সময় এবে
যাহা তব হিতকর, কর ত্বরা তাই,
এ ঘোর বিপদ্ হতে, আপনারে শ্রীভরতে
আমারে বাচাও দেবী নতু রক্ষা নাই"

মন্থরার এই প্রকারের বাক্যগুলি তাহার হৃদয়ের প্রকৃত কথা। ক্রূর বুদ্ধিসম্পন্না মন্থরা যে সব বাক্যে প্রথমতঃ রামের রাজাভিষেক-সংবাদ

কৈকেয়ীর নিকট দিয়াছিল, তাহার অনুবাদ গ্রীফিথ সাহেব অতি সুন্দর করিয়াছেন। সেই বাক্যগুলিই মন্থরার হৃদয় ও চরিত্রের সম্যক্ পরিচায়ক।

"Peril awaits thee swift and sure,
And utter woe defying cure,
King Dasaratha will create
Prince Rama Heir Associate.
Plunged in the depths of wild despair,
My soul a prey to pain and care,
As though the flames consumed me, zeal
Has brought me for my lady's weal.
Thy grief, my Queen, is grief to me :
Thy gain my greatest gain would be.
Proud daughter of a princely line,
The rights of consort queen are thine.
How art thou born of royal race,
Blind to the crimes that kings debase ?
Thy lord is gracious, to deceive
And flatters, but thy soul to grieve,
While thy pure heart that thinks no sin,
Knows not the snares that hem thee in.
Thy husband's lips on thee bestow
Soft soothing words, an empty show :
The wealth, the substance, and the power
This day will be Kausalya's dower.
With crafty soul thy child he sends,
To dwell among thy distant friends,
And, every rival far from sight,
To Rama gives the power and might.
Ah me ! for thou unhappy dame,
Deluded by a husband's name
With more than mother's love hast pressed

"A serpent to thy heedless breast,
And cherished him who works thee woe,
No husband but a deadly foe.
For like a snake, unconscious Queen,
Or enemy who stabs unseen,
King Dasaratha all untrue
Has dealt with thee and Bharat too.
Ah, simple lady, long beguiled
By his soft words who falsely smiled!
Poor victim of the guileless breast,
A happier fate thou meritest.
For thee and thine destruction waits
When he Prince Rama consecrates.
Up, lady, while there yet is time;
Preserve thyself, prevent the crime.
Up, from thy careless ease, and free
Thyself, O Queen, thy son, and me!"
Griffith's Ramayan Book II—Canto VII.

এ সকল বাক্য যে মন্থরার অন্তরের প্রকৃত কথা, তাহার আর সন্দেহ নাই। মন্থরা যে কৈকেয়ীর অতি হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিল, তাহাও এই কথায় বুঝা যাইতেছে। পরিচারিকা কর্ত্রীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী হওয়া একটি বিশেষ সদ্‌গুণ বলিতে হইবে, কিন্তু এই গুণ সৎপথে চালিত হইলে শুভফল উৎপন্ন করে, অসৎ ও ভ্রান্তিজনক পথে চালিত হইলে অশুভ ও অহিতকর ফল উৎপাদন করে। মন্থরার এই গুণ অসৎ ও ভ্রান্তিজনক পথে চালিত হওয়ায় অশুভ ও অহিতজনক ফল উৎপন্ন করিয়াছিল।

এই মন্থরা-চরিত্র হইতেই কৈকেয়ী-চরিত্রের রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ, কপটতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কতকগুলি অপকৃষ্ট দোষ বাহির হইয়া পড়িল। দশরথ-চরিত্রের কএকটি উৎকৃষ্ট অংশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। মন্থরা কৈকেয়ীর নিকট তাঁহার স্বামী দশরথকে কপট ও চক্রান্তকারী বলিয়া

বর্ণনা করিল, আর কৈকেয়ী তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইলেন। ইহাকে কখনও পতিব্রতা নারীর লক্ষণ বলা যাইতে পারে না।

মন্থরার উক্তি হইতে জানা যায়, কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের অত্যন্ত আসক্তি ছিল, তথাপি তিনি কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে রাজা না করিয়া কৌশল্যানন্দন সুযোগ্য রামচন্দ্রকে রাজা করিতেছেন, ইহা কি রাজ-চরিত্রের অসীম বুদ্ধিমত্তা, বিজ্ঞতা ও মানসিক বলের পরিচয় নহে? মন্থরা দশরথকে কপট ও চক্রান্ত-কারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু দশরথের উপরোক্ত সদ্‌গুণগুলি পরোক্ষভাবে লোকচক্ষুর নিকট দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মন্থরা নিজ স্বভাবানুযায়ী সংসারের অপকৃষ্ট চিত্র সকল আঁকিয়াছিল এবং কৈকেয়ী তাহা সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বসাধারণে উহার বিপরীত বুঝিয়াছে; কেন না, তাহারা নির্লিপ্ত, কৈকেয়ীর ন্যায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত নহে। রামায়ণের মন্থরা-চরিত্র ক্ষুদ্র হইলেও উহার গুরুত্ব বড় বেশী।

১০ম সর্গ। কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে দশরথের প্রবেশ বিবরণ—

"The lovely lady, in her mind
Revolved the plot her maid designed,
And prompt the gain and risk to scan
She step by step approved the plan."

Griffith's Ramayan Book II, Canto X.

কৈকেয়ী ক্রোধাগারে কপটভাবে ছিন্না-লতার ন্যায় ভূমি-শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। কামাতুর রাজা দশরথ কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে যাইয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। রাজা দশরথের এ সময়ের উক্তিগুলি ঘোরতর স্ত্রৈণতার পরিচায়ক। তিনি নানা মিষ্ট-কথা বলিয়া কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি-সাধন করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন—

* * * *

"অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্ব্বে তব বশানুগাঃ।৩৩

ন তে কিঞ্চিদভিপ্রায়ং ব্যাহন্তুমহমুৎসহে।
আত্মনো জীবিতেনাপি ব্রূহি যন্মনসি স্থিতম্ ॥৩৪
বলমাত্মনি জানন্তী ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি ॥৩৫
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে।
যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা ॥" ৩৬

অযোধ্যাকাণ্ড ১০ম সর্গ।

"আমি আর যত মম আছে অন্তরঙ্গ জন
সকলেই বশম্বদ সুন্দরি তোমার
* * *
তব বাসনার আমি প্রতিরোধ নহি কামী
এ হেন সাহস মম কভু নাহি চিতে।
পরাণ দিলেও পরে যদি তব আশা পুরে
তাহাও করিতে পারি কহি হে নিশ্চয়,
এক্ষণে নিশ্চয় বল, করিও না কোন ছল
কি বাসনা মনে তব হয়েছে উদয়
আমি যে তোমার প্রতি চির অনুরাগী অতি
অবশ্যই তুমি তাহা আছহ বিদিত,
সুতরাং আমা হতে ভাবিও না কোন মতে
তোমার মনের আশা না হবে পূরিত।
যাহা যাহা আশা তব সফল করিব সব
নিজের সুকৃতি সহ করি হে শপথ।
লঙ্ঘন করিব নাহি সত্যই তোমারে কহি
দশরথ পুরাইবে তব মনোরথ।
যতদূর সূর্য্যোদয় এই ধরণীতে হয়
ততদূর প্রিয়তমে মম অধিকার
এই ধরাতলে আমি নিশ্চয় জানিও তুমি
একমাত্র মহারাণি রাজা সবাকার॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

রাজা দশরথ সর্ব্বশেষে কৈকেয়ীকে বলিলেন—

"কিমায়াসেন তে ভীরু উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শোভনে।
তত্ত্বং মে ব্রূহি কৈকেয়ি যতস্তে ভয়মাগতম্ ॥ ৩৯
তত্তে ব্যসনয়িষ্যামি নীহারমিব রশ্মিবান্।"

অযোধ্যাকাণ্ড ১০ম সর্গ।*

---

* এই কথার প্রতিধ্বনি গ্রীফিথ সাহেবের ভাষায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

"But tell me, O my darling, whence
Arose thy grief, and it shall fly
Like hoar-frost when the sun is high."
Griffith's Ramayan Book II, Canto X.

"এরূপে অধিক আর কেন সহ দুঃসম্ভাব
আবশ্যক নাহি তার কর গাত্রোত্থান
ভূমিশয্যা হ'তে উঠি তোমার ভয়ের যেটি
প্রকৃত কারণ বল, করিব বিধান।
দিবাকর স্বীয় করে যেরূপে বিনাশ করে
নীহার, হৃদয়েশ্বরি! আমিও সেরূপ,
তোমার আশঙ্কা যত সমূলে করিব হত
অন্যথা না হবে তার কহিনু স্বরূপ।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস অল্প কথায় দশরথের এস্থলের বাক্যের ভাব অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"কি হেতু করিলে ক্রোধ বল কার বোলে
কোন ব্যাধি শরীরে লোটাও ভূমিতলে॥
ব্যাধি-পীড়া যদি হয় তোমার শরীরে।
বৈদ্য আনি সুস্থ করি বলহ আমারে॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি বসুমতীপতি।
আমার সমান রাজা নাহি গুণবতী॥
শুনিলে আমার নাম দেব ডরে কাঁপে।
ত্রিভুবন দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে॥
সকল পৃথিবীমধ্যে মম অধিকার।
ধন জন যত আছে সকল তোমার॥
কোন কার্য্যে কৈকেয়ী তোমার অভিলাষ।
আজ্ঞা কর এখনি পূরাব তব আশ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৈকেয়ী রাজা দশরথের বৃদ্ধ বয়সের অতি প্রিয়তমা যুবতী ভার্য্যা। সুতরাং এহেন কৈকেয়ীর অভিমানপূর্ণ দুঃখিত ও রাগতভাব দেখিয়া স্ত্রৈণ রাজা দশরথের হৃদয়ের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

'Strove with soft hand and fond caress
To soothe his darling queen's distress.'
Griffith's Ramayan, Book II, Canto X.

এই সময়ের অবস্থা ও রাজা দশরথের কৃতকার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলেরই রাজার প্রতি একটু অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে; কিন্তু এ সংসারে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ ব্যক্তি পাওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, রাজা দশরথের এ সময়ের অবস্থা যুবতীভার্য্যাগত-প্রাণ, দুর্ব্বলচেতা ও সমৃদ্ধিশালী বৃদ্ধের অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রাজা দশরথের এ সময়ের অবস্থা গ্রীফিথ সাহেব বড়ই সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন।

"Within the mansion rich and vast
The mighty Dasaratha passed :
Not there was his beloved queen
On her fair couch reclining seen
With love his eager pulses beat
For the dear wife he came to meet,
And in his blissful hopes deceived,
He sought his absent love and grieved.
For never had she missed the hour
Of meeting in her sumptuous bower,
And never had the king of men
Entered the empty room till then.
Still urged by love and anxious thought
News of his favourite queen he sought,
For never had his loving eyes
Found her or selfish or unwise.
Then spoke at length the warder maid,
With hands upraised and sore afraid :
'My Lord and King, the queen has sought
The mourner's cell with rage distraught.'
The words the warder maiden said
He heard with soul disquieted,
And thus as fiercer grief assailed
His troubled senses wellnigh failed,
Consumed by torturing fires of grief
The king, the world's imperial chief,
His lady lying on the ground
In most unqueenly posture, found.
The aged king, all pure within,
Saw the young queen resolved on sin,
Low on the ground, his own sweet wife,
To him far dearer than his life.

Like some fair creeping plant uptorn,
Or like a maid of heaven forlorn,
A nymph of air or Goddess sent
From Swarga down in banishment.
As some wild elephant who tries
To soothe his consort as she lies
Struck by the hunter's venomed dart
So the great king, disturbed in heart,
Strove with soft hand and fond caress
To soothe his darling queen's distress,
And in his love addressed with sighs
The lady of the lotus eyes:
'I know not, Queen, why thou shouldst be
Thus angered to the heart with me.
Say, who has slighted thee, or whence
Has come the cause of such offence
That in the dust thou liest low,
And rendest my fond heart with woe,"

Griffith's Ramayan Book II, Canto X.

রাজা দশরথ পূর্ব্বলিখিতরূপ নানাবিধ বাক্যদ্বারা কৈকেয়ীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা পাইলেও এখানে তাহার স্ত্রৈণতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

১১শ সর্গ। কৈকেয়ী কর্তৃক রাম-নির্ব্বাসন ও ভরতাভিষেকের বর-প্রার্থনা।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিলেন, "তুমি কি জান না যে, তোমা হইতে রাম ব্যতীত আমার আর অধিক প্রিয় কেহই নাই? আমি সেই জীবনস্বরূপ রামের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।"

'She, by his loving words consoled,
Longed her dire purpose to unfold,'

Griffith's Ramayan Book II, Canto X.

দশরথকে পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেখিয়া কৈকেয়ী সাহস পাইলেন, দেবতা ইত্যাদি সাক্ষী করিয়া পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে দুই বর প্রার্থনা করিলেন।

"কৈকেয়ী বলিল সত্য করিলে আপনি। অষ্টলোকপাল সাক্ষী শুন সত্যবানী॥
নক্ষত্র ভাস্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার। রাত্রি দিন সাক্ষী হও সকল সংসার॥
একাদশ রুদ্র সাক্ষী দ্বাদশ আদিত্য। স্থাবর জঙ্গম আদি যারা আছ নিত্য॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শুনহ বাপ ভাই। সবে সাক্ষী রাজার নিকটে বর চাই॥

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কি কপটতা। রাজা দশরথকে সত্য ও ধর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া কৈকেয়ী দুই বর প্রার্থনা করিলেন, এক বর চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রামচন্দ্রের বনবাস, আর এক বর ভরতের রাজ্যাভিষেক।

"• • দুই বর আছে তব ঠাঁই।
সেই দুই বর রাজা এইক্ষণে চাই॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥
চতুর্দ্দশ বছর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥" ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

১২শ সর্গ। দশরথের বিলাপ।

১৩শ সর্গ। দশরথ ও কৈকেয়ীর উক্তি-প্রত্যুক্তি।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর এই দুই বরের বিষয় শুনিয়া একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতজ্ঞান হইলেন। প্রথম ভাবিলেন, তিনি দিবা-স্বপ্ন দেখিতেছেন অথবা তাঁহার চিত্ত-বিমোহন উপস্থিত হইয়াছে, অথবা গ্রহবিশেষের আবেশ হইয়াছে, কিম্বা তাঁহার মনে কোন বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

"ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ কৈকেয্যা দারুণং বচঃ।
চিন্তামভিসমাপেদে মুহূর্ত্তং প্রততাপ চ॥১
কিংনু মেঽয়ং দিবাস্বপ্নঃ চিত্তমোহোঽপি বা মম।
অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাপ্যুপদ্রবঃ॥"২ অযোধ্যাকাণ্ড ১২ সর্গ।

"The monarch, as Kaikeyi pressed
With cruel words her dire request,
Stood for a time absorbed in thought
While anguish in his bosom wrought
Does some wild dream my heart assail?
Or do my troubled senses fail?
Does some dire portent scare my view?
Or frenzy's stroke my soul subdue?"*

Griffith's Ramayan Book II, Canto XII.

পরে তিনি ব্যথিত হৃদয়ে ভীতচিত্তে ব্যাঘ্র-দর্শন-ভীত মৃগের ন্যায় কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনভাবে হতাশ হৃদয়ে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন, এবং মন্ত্রবদ্ধ সর্পের ন্যায় বিষণ্ণচিত্তে "হা ধিক্!" শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

"ব্যথিতো বিক্লবশ্চৈব ব্যাঘ্রীং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ।
অসংবৃতায়ামাসীনো জগত্যাং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্॥ ৪
মণ্ডলে পন্নগো রুদ্ধো মন্ত্রৈরিব মহাবিষঃ।
অহো ধিগিতি সামর্ষো বাচমুক্ত্বা নরাধিপঃ॥" ৫

অযোধ্যাকাণ্ড ১২ সর্গ।

"বনে মৃগ কাঁপে যথা বাঘিনীর ডরে"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

গ্রীফিথ সাহেব রাজা দশরথের অবস্থা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"Thus as he thought, his troubled mind
In doubt and dread no rest could find,
Distressed and trembling like a deer
Who sees the dreaded tigress near
On the bare ground his limbs he threw,
And many a long deep sigh he drew,
Like a wild snake, with fury blind,
By charms within a ring confined."

Once as the monarch's fury woke
'Shame on thee !' from his bosom broke,"
Griffith's Ramayan Book II .Canto XII.

রাজা দশরথ স্বপ্নেও কখন ভাবেন নাই যে, কৈকেয়ী এইরূপ দুই বর প্রার্থনা করিবেন। যে কৈকেয়ী পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, "আমার যেমন ভরত, তেমনি রঘুনন্দন রাম", সে কৈকেয়ী যে এরূপ বজ্রতুল্য কঠোর দুই বর প্রার্থনা করিবেন, তাহা দশরথের কল্পনার অতীত। তিনি জানিতেন না যে মন্থরার ক্ষমতাগুণে ও বাক্‌চাতুর্য্যে কৈকেয়ীর অপকৃষ্ট বৃত্তিসকল উত্তেজিত হইয়াছে এবং সদ্‌গুণ সকল লোপ পাইয়াছে।

তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, 'কি অপরাধে আমার প্রিয় রামকে আমি পরিত্যাগ করিব? জলব্যতীত ধান্যাদি বৃক্ষও বাঁচিতে পারে, কিন্তু রাম ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও আমার প্রাণ বাঁচিতে পারে না। কৌশল্যা, সুমিত্রা, আমার রাজসম্পদ্, এমন কি, আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আমার প্রাণপ্রিয় রামচন্দ্রকে কোন প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, তুমি আমার জীবন রক্ষা কর, রামের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করিও না। তুমি কেন এরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ?"

"অপরাধং কমুদ্দিশ্য ত্যক্ষ্যামীষ্টমহং সুতম্।
কৌশল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ত্যজেয়মপি বা শ্রিয়ম্॥ ১১
জীবিতং চাত্মনা রামং ন ত্বেব পিতৃবৎসলম্।
পরা ভবতি মে প্রীতির্দৃষ্ট্বা তনয়মগ্রজম্॥ ১২
অপশ্যতস্তু মে রামং নষ্টং ভবতি চেতনম্।
তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা॥ ১৩
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্॥ ১৪
তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে।
অপি তে চরণৌ মূর্দ্ধ্না স্পৃশাম্যেষ প্রসীদ মে।
কিমর্থং চিন্তিতং পাপে ত্বয়া পরমদারুণম্॥ ১৫
অযোধ্যাকাণ্ড ১২ সর্গ।

'What fault can I pretend to find
In Rama praised by all mankind,
That I my darling should forsake ?
No, take my life, my glory take :
Let either queen be from me torn,
But not my well-loved eldest-born.
Him but to see is highest bliss,
And death itself his face to miss
The world may sunless stand, the grain
May thrive without the genial rain,
But if my Rama be not nigh
My spirit from its frame will fly.
Enough, thine impious plan forgo,
O thou who plottest sin and woe.
My head before thy feet, I kneel
And pray thee some compassion feel.
O wicked dame, what can have led
Thy heart to dare a plot so dread ?

Griffith's Ramayan Book II Canto XII.

এইরূপ কত কথা কখন বা ক্রুদ্ধভাবে কখন বা মিনতিপূর্ণভাবে দশরথ কৈকেয়ীকে বলিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী কিছুতেই বিচলিতা হইলেন না। দশরথের এই সময়ের অবস্থা বড়ই চিত্ত দ্রবকর। তাঁহার পুত্রবাৎসল্য যে কতই গভীর ছিল তাহা এ সময়ের অবস্থা দৃষ্টেই প্রতীয়মান হয়। নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী ধর্ম্মের, শাস্ত্রের ও পৌরাণিক আখ্যানের দোহাই দিয়া দশরথকে প্রত্যুত্তরে কতই তীব্রোক্তি করিলেন; যেন স্বামীর প্রতি তাঁহার কোন দিন ভক্তি, শ্রদ্ধা বা ভালবাসার লেশমাত্রও ছিলনা। এ সময়ের দশরথ ও কৈকেয়ীর কথোপকথন উক্তি গুলি তাঁহাদের উভয়ের চরিত্রের সম্যক পরিচায়ক।

দশরথ বলিতেছেন—

"নৃশংসে দুষ্টচরিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি।
কিং কৃতং তব রামেণ পাপে পাপং ময়াপি বা।
সদা তে জননীতুল্যাং বৃত্তিং বহতি রাঘবঃ॥" ৮ ইত্যাদি
অযোধ্যাকাণ্ড ১২ সর্গ।

"রে নৃশংসে দুশ্চারিণি কুল-বিনাশিনি !
পাষাণি কৈকেয়ি বল শ্রীরাম আমার॥
কি হেন করেছে তোর ঘোর অপকার
আমিই বা কি এমন করিনু অহিত
শ্রীরাম সতত তোর জননী উচিত
শুশ্রূষা করিয়া থাকে, তবে কি কারণে
তার সর্বনাশ তোর স্ফুরিতেছে মনে
হায় আমি না জানিয়া আত্মনাশ-তরে
তীক্ষ্ণবিষ বিষধরা-সম তোরে ঘরে
আনিনু যখন সবে রামের আমার
গুণে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অনিবার
তখন কি দোষে আমি ত্যজিব তাহায়
এই কি কৈকেয়ি তব চির অভিপ্রায় ?
কৌশল্যা, সুমিত্রা আর রাজশ্রী, সকলি
ত্যজিবারে পারি আমি সত্য সত্য বলি।
কিন্তু জীবনের ধন পিতৃভক্ত রামে
ত্যজিবারে ক্রূরে নাহি পারি কোন ক্রমে
প্রসন্ন আমার মন তারে দেখি হয়
চক্ষের আড়াল হ'লে জ্ঞান নাহি রয়।
থাকিবারে পারে লোক সূর্য্যের বিরহে
জল ব্যতিরেকে শস্য জীবিতও রহে,
কিন্তু রাম বিনা হায় এ দেহে আমার
প্রাণ নাহি রবে জানি সন্দেহ কি তার
অতএব অবিলম্বে হেন অভিপ্রায়
পরিহরি পাপীয়সি বাঁচারে আমায়।
প্রণত হতেছি আমি আজি তোর পাশে
প্রসন্ন হইয়া বাঁচা এ দীন হতাশে।
সবিনয়ে বলি, এই দারুণ বিষয়
আর যেন মনে তোর তিলার্দ্ধ না রয়॥
ভরতে আছয়ে কিনা মম ভালবাসা
মাঝে মাঝে এই কথা করিস জিজ্ঞাসা
কর, কভু তাহে মোর শ্রীরামের প্রতি
স্নেহের সঙ্কোচ নাহি হবে রে দুর্ম্মতি,
কিন্তু তুই কহিতিস্ শ্রীমান শ্রীরাম
আমার অগ্রজ পুত্র ধার্ম্মিকের ধাম।
বোধ হয় মম মনোরঞ্জনের তরে
এ কথা বাহির হ'ত তোর ও অধরে।
নতুবা কি হেতু আর পাতকের মূল
রাম-রাজ্য-অভিষেকে হ'লি শোকাকুল ?
কেনই বা শোকে মোরে সন্তপ্ত করিলি ?
কেন এ দারুণ বাণী মুখে উচ্চারিলি ?
কিংবা শূন্য গৃহ-মাঝে, হেন বোধ হয়,
ভূতেতে পেয়েছে তোরে অন্য কিছু নয় ?
ভূতাবেশে রে পাপিনি বিবশা হইয়া
কহিস এরূপ বাক্য আপনা ভুলিয়া।
ইক্ষ্বাকুর কুলে রাজ্য জ্যেষ্ঠসুতে পায়
তার বিপরীত কার্য্যে তোর মন যায়।
তাই বলি ভূতে তোরে পেয়েছে নিশ্চয়
নৈলে হেন ভাবান্তর কখন কি হয় ?

পূর্ব্বে তুই কোনরূপ অন্যায়াচরণ
না করিলি মোর, আমি এই সে কারণ
বিশেষ কারণ ভিন্ন রে অশুভকারি
চিত্ত-বৈপরীত্যে তোর বিশ্বাস না করি
ইক্ষ্বাকু বংশেতে হায় জ্যেষ্ঠ-অতিক্রম
স্বরূপ দুর্নীতি এই হইল প্রথম।
বিকৃত বুদ্ধিই তোর ইহারি কারণ
কি বিষাক্ত বুদ্ধি তোর ভয়ে ভীত মন!
কয়েছিলি বহুবার ভরতের মত
রামেরে অভিন্নভাবে দেখিস নিয়ত;
তবে কেন রামে চৌদ্দবর্ষ বনবাস
দিতে তোর রে দুঃশীলে হল অভিলাষ?
অতি সুকুমার রাম, নিদারুণ বনে
কিরূপে পাঠাতে তারে ভাবিছিস মনে?
রাম তোর সেবাপর, তবে কি কারণ
বাসনা করিস মনে দিতে তারে বন?
ভরতের চেয়ে রাম বহু বহু গুণে
শুশ্রূষা করেন তোর বিশেষ যতনে।
অবিরত রাম তোরে সেবেন যেরূপ
ভরতে কিছুই নাহি নিরখি সেরূপ।
শুশ্রূষা সম্মান তোর নিদেশ-পালন
রাম বিনা বেশী আর কে করে কখন?
বহুসংখ্য নারী আর বহুসংখ্য দাস
রামের না গায়ে কভু অপযশ ভাষ।
নিরমল মনে তিনি সান্ত্বনা করিয়া
সকলের প্রিয়কার্য্য থাকেন সাধিয়া।
দেশবাসিগণে, রাম প্রিয়কার্য্য করি
করেন বশতাপন্ন দিবস-শর্ব্বরী।
সত্য ব্যবহারে তিনি সকল জনায়
দানে দ্বিজগণে গুরুজনেরে সেবায়
শরাসনে শত্রুগণে কৈল নিজ বশ
এই হেতু গায় সবে শ্রীরামের যশ।
সত্য তপ সরলতা বিশুদ্ধ-আচার
গুরুসেবা মৈত্রী-ভাব বিদ্যা আদি আর
এই সব গুণ রামে আছে বিদ্যমান,
কে আর বসুধাতলে রামের সমান?
এ হেন মহবিনম তেজস্বি শ্রীরাম
অমর প্রভাব আর গুণ-রাশি-ধাম
বনবাস দুঃখ তার হায়রে কেমনে
প্রার্থনা করিস তুই নিরদয় মনে?
বনবাস দুঃখ তার হায়রে কেমনে
প্রার্থনা করিস তুই নিরদয় মনে?
প্রিয়-বাক্যে তুষ্ট যিনি করেন সবারে
পরহিত জাগে যার হৃদয়-মাঝারে,
অপ্রিয় বচনযুক্ত হ'লে তার প্রতি
হৃদয় সন্তপ্ত হয় দুঃখানলে অতি।
এবে তোর অনুরোধে কিরূপে তাহায়
কব এ দারুণ বাক্য বুক ফেটে যায়।
অহিংসক যিনি আর ক্ষমার আশ্রয়
ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতা যারে অবলম্বি রয়।
হায় সেই রাম বিনা আছে কি আমার
অন্যগতি, রে রাক্ষসি কি তোর ব্যভার?
রে কৈকেয়ি! বৃদ্ধ আমি চরম সময়
উপস্থিত এবে মোর, আয়ুঃ হ'ল ক্ষয়।
এ হেন দশায় আমি তোর সন্নিধানে
করিছি বিলাপ মোরে দয়া কর দান।
সসাগরা ধরা-মাঝে যাহা কিছু আছে
সকলি দিতেছি তোরে আজি মোর কাছে
এ দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর বাঁচারে আমায়
কঠোর বচনে তোর বুক ফেটে যায়,

কর যোড়ে কহিতেছি ধ'রেছি চরণে
বাঁচারে কৈকেয়ি এই হতভাগ্য জনে
দোষ-শূন্য জনে যেন করি পরিহার
দেখিস অধর্ম্ম মোর না হয় সঞ্চার।

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"He fell and wept with wild complaint,
Heart-struck by her presumptuous speech,
But could not touch, so weak and faint,
The cruel feet he strove to reach,

Griffith's Ramayan Book 11, Canto XII.

রাজা দশরথের এ উক্তিগুলি কি স্বাভাবিক আবেগপূর্ণ ও চিত্তদ্রবকর! ইহাতে তাঁহার রামচন্দ্রের প্রতি পুত্র-বাৎসল্য কতদূর গভীর এবং কৈকেয়ীর প্রতি আসক্তি কতদূর অধিক ছিল সহজেই প্রতীয়মান হয়। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দেওয়ার বিরুদ্ধে এই ক্রোধ ও আবেগপূর্ণ উক্তিতে কৈকেয়ীর নিকট কএকটি যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। প্রথম—শ্রীরামচন্দ্র নিরপরাধী, দ্বিতীয়—রাম-বিরহে তাঁহার নিজের জীবন-সংশয়, তৃতীয়—রামচন্দ্রই রাজত্ব পাইতে স্বত্ববান। কেননা ইক্ষ্বাকুকুলের নিয়ম অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজত্ব পাইয়া থাকে, চতুর্থ রামচন্দ্র সর্ব্বজনপ্রিয় ও অশেষগুণসম্পন্ন সুতরাং কোন জ্ঞানী লোকেই তাঁহাকে সরল প্রাণে বনবাস দিতে পারেনা এবং সেই সম্পূর্ণরূপে রাজত্ব পাইবার যোগ্য ব্যক্তি। তিনি এ সব যুক্তি প্রদর্শন করিলেন এবং কৈকেয়ীর বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে নানাবিধ তীব্র তিরস্কার করিলেন সত্য, কিন্তু কৈকেয়ী কিছুমাত্র বিচলিতা হইলেন না। রামের ভাবী বিরহে রাজা দশরথের জীবন সংশয়। তিনি সুবিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী হইয়াও ঘোর স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত অন্ধ ছিলেন সুতরাং কৈকেয়ী-চরিত্র পূর্ব্বে সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিতে পারেন নাই। কৈকেয়ীতে যে সব অপকৃষ্ট বৃত্তি লুপ্তভাবে ছিল তিনি চিরসহচর স্বামী হইয়াও তাঁহার কৈকেয়ীতে অতিরিক্ত আসক্তিজনিত অন্ধতাপ্রযুক্ত তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। বোধ হয় লক্ষ্য করিলেও তৎপ্রতি অবহেলা করিতেন। কৈকেয়ী কৌশল্যার প্রতি অসৎ-ব্যবহার করিতেন; ইহা কি রাজা দশরথ অজ্ঞাত ছিলেন? কখনই সম্ভবপর নহে। এ অসৎ-ব্যবহার ঈর্ষাজনিত কার্য্য ব্যতীত

আর কিছুই নহে। সুতরাং কৈকেয়ীর সেই ঈর্ষা কোনও সময়ে কৌশল্যা-নন্দন রামের উপরও যে বর্ত্তিতে পারে ইহা সুবিজ্ঞ দশরথের পূর্ব্বেই অনুমান করা উচিত ছিল। কিন্তু কৈকেয়ীতে অতিরিক্ত আসক্তি-প্রযুক্তই তিনি ভবিষ্যতের দিকেও এতদূর লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এই দশরথ-কৈকেয়ী সংবাদে দশরথ চরিত্রের জটিল ও উৎকৃষ্ট অংশ ও কৈকেয়ীর নিকৃষ্ট অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দেখা যায়, রাজা দশরথ কামুক ও স্ত্রৈণ ছিলেন সত্য, কৈকেয়ীর প্রতি তাঁহার অত্যধিক আসক্তিও ছিল সত্য, কিন্তু তিনি তজ্জন্য হিতাহিত-জ্ঞান ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধ হারাণ নাই। তাঁহার কৈকেয়ীর প্রতি উক্তিগুলি প্রথম ক্রোধ ও আবেগপূর্ণ, পরে মিনতি ও সুন্দর যুক্তিপূর্ণ ও শেষ আক্ষেপপূর্ণ। তিনি এতদূর পর্য্যন্ত কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে "অন্য যে বর চাও তাহাই দিতে পারি, তোমার প্রার্থিত বর দিলে রাম-বিরহে আমার প্রাণ বাঁচিবে না, অতএব মিনতি করি তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। বিশেষ আমি জানি ভরত ধর্ম্মজ্ঞ। তুমি যে ভরতের জন্য এতদূর করিতেছ সে কখনও তোমার গর্হিত কার্য্যে অনুমোদন করিবে না।" কিন্তু কৈকেয়ী অচল, অটল।

রাজা দশরথের উক্তির প্রত্যুত্তরে কৈকেয়ী সক্রোধে বলিলেন—

"যদি দত্ত্বা বরৌ রাজন্ পুনঃ প্রত্যনুতপ্যসে।
ধার্ম্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি॥৩৯ ইত্যাদি

অযোধ্যাকাণ্ড—১২ সর্গ।

কৈকেয়ী প্রথম ধর্ম্মের দোহাই দিলেন। বলিলেন যে তাঁহার প্রার্থনা মত কার্য্য না করিলে রাজা দশরথের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হইবে—ধর্ম্মহানি হইবে।

"মহারাজ যদি বর দিয়া হে আমারে
বিলাপ করিতে হ'ল আবার তোমারে,
তাহা হলে ধার্ম্মিকতা কিরূপে রাজন্
পৃথিবীমণ্ডলে তুমি করিবে ঘোষণ?
যখন তোমার সহ রাজ-ঋষিগণ
সমবেত হয়ে ওহে ধর্ম্ম-পরায়ণ
আমার এ বর দান বিষয় পুছিবে
সে প্রশ্নের তুমি তবে কি উত্তর দিবে?
যাহার প্রসাদে আমি পেয়েছি জীবন
যে আমারে বিধিমতে করেছে সেবন
সেই হিতৈষিনী নারী কৈকেয়ীর পাশে
আবদ্ধ হইয়াছিনু প্রতিজ্ঞার পাশে।

কিন্তু তাহা পারি নাই করিতে পূরণ।
এই কি কথাই কিহে বলিবে রাজন্।
এই মাত্র বরদানে করি অঙ্গীকার
পুনর্ব্বার অন্তরূপ করিছ তাহার,
তব এই দোষে ভূপ বংশেতে তোমার
সকল রাজারই হবে অযশ প্রচার।
ভেবে দেখ মহীপতি শৈব্য দয়াময়
শ্যেন-পক্ষী বিতাড়িত কপোতে আশ্রয়
প্রদান করিয়া, শ্যেনে নিজ মাংস দিলা
সত্যে বদ্ধ হ'য়ে কীর্ত্তি ভূতলে রাখিলা।
কোন অন্ধ ব্রাহ্মণেরে অলর্ক ভূপতি
নিজ চক্ষু দান করি পাইলা সুগতি।
তরঙ্গিনী কুলপতি নীলিম-সাগর
অঙ্গীকৃত হয়ে দেবগণের গোচর,
দেখ রাজা না লঙ্ঘেন কভু বেলাভূমি
এই সব নিদর্শন দৃষ্টি কর তুমি
অতএব মহারাজ দেখিও যেমন
কিছুতে প্রতিজ্ঞা তব না হয় লঙ্ঘন।

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তৎপরে কৈকেয়ী যাহা বলিলেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, কৌশল্যার প্রতিই ঈর্ষাই প্রধানতঃ তাঁহাকে এই কলঙ্কজনক কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। তিনি বলিলেন—

"নরপতি, দেখিতেছি নিতান্ত তোমার
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটেছে তাই ধর্ম্ম পরিহার
করিয়া রামেরে দিয়া যৌবরাজ্য-ভার
কৌশল্যার সনে সুখে করিবে বিহার;
সুতরাং আমি যাহা তোমার নিকট
প্রার্থনা ক'রেছি, রাজা, হয়ে অকপট
ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম তাহে যদ্যপিও হয়
তথাপি কৈকেয়ী তাহা ছাড়িবার নয়।
যদি তুমি রামে রাজ্যে অভিষেক কর
তা হলে নিশ্চয় কহি শুন নরেশ্বর।
তোমারই সমক্ষে করি হলাহল পান
অবিলম্বে তেয়াগিব এ ছার পরাণ।
একটি দিনের তরে রামের জননী
যদ্যপি সম্মান পায় তা'হলে নৃমণি
মরণি মঙ্গল মোর, জীবনে কি কাজ
দেখিবে আমার মৃত্যু চক্ষে মহারাজ।
প্রাণাধিক ভরতের উল্লেখ করিয়া
শপথ করি হে আমি নিশ্চিত হইয়া
শ্রীরামের বনবাস ব্যতীত আমার
কিছুতেই নাহি হবে সন্তোষ সঞ্চার॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৈকেয়ীর উক্তিগুলি কি কঠোর, শ্লেষ-পূর্ণ ও নির্ম্মম? কৈকেয়ী যদি প্রকৃত ধার্ম্মিকা হইতেন তবে দেবোপম স্বামীর সঙ্গে এইরূপ নৃশংসার ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিতেন না। কৈকেয়ী যে ধর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন উহা

আন্তরিক ধর্ম্মভাব হইতে নহে, উহা কপটভাব হইতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বলা হইয়াছিল।

কৈকেয়ী তাঁহার নীচ প্রবৃত্তির বশীভূতা হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়াছেন ও হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাহার যে স্নেহ ছিল তাহা একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে, রাজা দশরথের প্রতি যে কিছু ভক্তিশ্রদ্ধা বা ভালবাসা ছিল তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। প্রবলা ঈর্ষা মূর্ত্তিমতী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। কৌশল্যাদেবী যদি এক দিনের জন্যও সম্মান পায় তবে ঈর্ষাময়ী কৈকেয়ী বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এই প্রবলা ঈর্ষাই কি কৈকেয়ীর রামচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ ভাবোৎপত্তির একটি কারণ নহে? মন্থরার প্রভাবে কৈকেয়ীর এই লুক্কায়িত ঈর্ষানল ও অপরাপর অসৎ বৃত্তি সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা ও অপরাপর সদ্‌বৃত্তিগুলি যেন ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। বিপরীত মনোবৃত্তি সমূহের একের প্রভাবে অপরের লোপ, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কৈকেয়ীরও তাহাই হইল। কৈকেয়ী অপকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূতা হইয়া ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, কলঙ্কের ডালি মাথায় লইলেন।

কৌশল্যার প্রতি কৈকেয়ীর ঈর্ষাভাব ও অসদ্-ব্যবহারের জন্য রাজা দশরথকে কতক পরিমাণে দোষী বলা যাইতে পারে। কৈকেয়ীর প্রতি তাঁহার অত্যধিক আসক্তিই যে কৈকেয়ীর ঈর্ষা ভাবাদির প্রশ্রয় পাইবার কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই। সপত্নি বিদ্বেষ কতকটা স্বাভাবিক হইলেও স্বামীর অনুচিত অতিরিক্ত আদর সোহাগে উহা যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং রাজা দশরথ এখন স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিদারুণ কথাগুলি শুনিয়া একেবারে হতাশ ও ব্যাকুলিত হইলেন এবং ছিন্ন-তরুর ন্যায় "হা রাম" বলিয়া ভূতলে পড়িয়া নয়নজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন।

"তাং হি বজ্র সমাং বাচকন্ত হৃদয়া প্রিয়াম্।
দুঃখ শোকময়ীং শ্রুত্বা রাজান্ সুখিতোঽভবৎ ॥"৫৩

"স দেব্যা ব্যবসায়ঞ্চ ঘোরঞ্চ শপথং কৃতম্।
ধ্যাত্বারামেতি নিঃশ্বস্য ছিন্নস্তরুরিবাপতৎ ॥"৫৪

অযোধ্যাকাণ্ড ১২ সর্গ।

"শোক দুঃখময় আর বজ্রের মতন।
হৃদয় অপ্রিয়কর এ হেন বচন ॥
শ্রবণ করিয়া রাজা হইলা হতাশ।
ঝরিল নয়নে জল, বহিল নিশ্বাস ॥
হা রাম বলিয়া শেষে ছিন্ন তরু সম।
পতিত হইলা ভূমে ভূপ অরিন্দম ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রাজা দশরথের এখন কি শোচনীয় অবস্থা হইল! এখন তাঁহার অবস্থা বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অথবা নিস্তেজ শব্দের ন্যায় হইল। অনন্তর তিনি অতি দীনভাবে করুণবচনে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—

"অনর্থমিমমর্থাভং কেন ত্বমুপদেশিতা।
ভূতোপহতচিত্তেব ব্রুবন্তী মাং ন লজ্জসে।
শীলব্যসনমেতত্তে নাভিজানাম্যহং পুরা ॥"৫৭ ইত্যাদি

অযোধ্যাকাণ্ড ১২ সর্গ।

"কৈকেয়ী বলহ মোরে কে বা সেই জন।
বিকৃত যে কৈল তব অবিকৃত মন ?
অসৎ বিষয়ে সৎ প্রতিপন্ন করি
কে তোমারে বুঝাইল বলহ বিবরি।
ভূতগ্রস্তা সম হায় এরূপ করিতে
লজ্জা কি না হয় রাণী ছিছি তব চিতে ?
তব যে স্বভাব এত দোষের আকর
জানিতে পারিনি পূর্ব্বে একি ভয়ঙ্কর!
পূর্ব্বেতে সরল বলি হইতে লক্ষিত
এক্ষণে বস্তুত হায় দেখি বিপরীত।
বল তুমি মম পাশে কিসের কারণ
এ হেন দারুণ বর ক'রেছ প্রার্থন ?
রাম হতে কি আশঙ্কা হল তব চিতে
কি কারণে ভরতেরে চাহ রাজ্য দিতে।
যদি প্রজানিচয়ের ভরতের আর
এই তব শোক-তপ্ত স্বামী অভাগার
প্রিয়কার্য্য সাধিবার আশা থাকে মনে
তবে ক্ষান্ত হও হেন কু'বর প্রার্থনে।
রে নৃশংসে অরে ক্ষুদ্রে দুষ্কৃতকারিণী
রে পাপসঙ্কল্পে সূর্য্য-কুল-কলঙ্কিনি
আমি আর রাম দোঁহে কি এমন দোষ
করেছি যাহাতে তব উপজিল রোষ ॥
কি দুঃখ তোমার দিতে ক'রেছি মন্ত্রণা
কিসের কারণে মোরে দিতেছ যন্ত্রণা ॥
নির্দ্দয়ে কৈকয়ি শুন আমার বচন
তব এ সকল সিদ্ধ না হবে কখন।
রামাপেক্ষা ভরতেরে অতি ধর্ম্মবান্
বলিয়া কৈকেয়ী মম আছে চিরজ্ঞান

রামেরে বঞ্চিত করি ভরত কখন
সম্ভব না হয়, রাজ্য করিবে গ্রহণ।
কহিব যখন রামে, বাছারে আমার
পাঠানু তোমারে আমি অরণ্য মাঝার
একথা শুনিলে তার মুখের সুষমা
মলিন হইবে যথা রাহুতে চন্দ্রমা।
বল দেখি, অতি ক্রূরে, রামের সে মুখ
কিরূপে দেখিব চক্ষে ফেটে যাবে বুক।
বন্ধুগণ সহ আমি এই কতক্ষণ
রামরাজ্যে অভিষেক-কথা নির্দ্ধারণ
করিয়া আইনু হেথা, মহিষি, তোমায়
সে শুভ সংবাদ দিতে হরিষে ত্বরায়
কিন্তু এবে পরাভূত সেনার মতন
কিরূপে অন্যথা তার করিব দর্শন॥
অবিবেচনার এই বিগর্হিত কাজ
অনুরোধে যদি আমি করি, রাণি আজ
তা'হলে যে সব রাজা নানা দেশ ছাড়ি
নিমন্ত্রণে আগমন কৈলা মোর বাড়ী
তারা কি কবেন মোরে কবেন নিশ্চয়
ইক্ষ্বাকুভূপতি এই শিশু অতিশয়
এমন বালক রাজা কিসের কারণ
এতকাল করিলেন সাম্রাজ্য পালন॥
শাস্ত্রদর্শী গুণবান্ বৃদ্ধগণ যবে
রামের বিষয় মোরে পুনঃ পুনঃ কবে
তাদিকে তখন আমি কহিব কেমনে
কৈকেয়ীর মন্ত্রণায় রামে দিনু বনে
যদি এই সত্য কথা বলি কারো ঠাঁই
তথাপি অসত্য বলি ভাবিবে সবাই।
রামের ঘটিলে পরে এ দুর্দ্দশা হায়
কৌশল্যা মহিষী তবে কি কবে আমায়
আমিই বা এইরূপ করি অপকার
কি কহিব ও কৈকেয়ী নিকটে তাহার॥
কৌশল্যা কিঙ্করী সম আমার সেবায়
সখীর মতন তিনি রহস্য কথায়
ভার্য্যার সমান তিনি ধর্ম্ম-আচরণে
ভগিনীর মত হিত-উপদেশ দানে
স্নেহ প্রদর্শনে তিনি জননীর মত
অনুবৃত্তি সুখে মম করেন সতত।
সে প্রিয়বাদিনী নারী সরলা হইয়া
শুভ অনুষ্ঠান মম থাকেন করিয়া
সম্মানের যোগ্য তিনি হলেও তাহারে
সম্মান করিনি আমি শুধু তব তরে।
এতদিনে তব বশে চলিয়া আমার
অবশেষে ভাগ্যে দুঃখ ঘটিল অপার।
অপথ্য ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন যেই মত
আতুর জনেরে করে পীড়ন সতত
সেইরূপ আজি মম ঘটিল ললাটে
অহো! কি যন্ত্রণা ঘোর বক্ষঃস্থল ফাটে।
রাজ্যনাশ বনবাস শ্রীরামেরে দেখি
অতিশয় ভীত হবে সুমিত্রা সুমুখী
আজি হ'তে আর তিনি কখন আমায়
বিশ্বাস না করিবেন, একি হ'ল হায়!
বধূ জানকীরে হায় আমার মরণ
রামের সহসা এই বন-নির্ব্বাসন
এই দুই অপ্রিয়কর দারুণ সংবাদ
শ্রবণ করিতে হবে অহো কি প্রমাদ।
শুনিলে এ কুসংবাদ জানকী সরলা
অনিবার্য্য শোকে অতি হবেন বিহ্বলা।
কিন্নর বিহনে হায় কিন্নরী মতন
শোকে সীতা শীর্ণ হয়ে ত্যজিবে জীবন।

সীতার নয়নে অশ্রু দেখিব যখন
দেখিব যখন রাম যাইতেছে বন
তখন আমার বড় বেশী দিন আর
ধরিতে না হবে প্রাণ দেহের মাঝার।
সুতরাং তুমি ক্রুরে বিধবা হইয়া
প্রাণপুত্র ভরতেরে সঙ্গেতে লইয়া
মনের সুখেতে রাজ্য পালন করিবে
পূরিবে অভিষ্ট তব অরিষ্ট ঘুচিবে।
লোকে যথা দৃষ্টিপ্রিয়া সুরা করি পান
শেষে চিত্ত লোপ দেখি করে বিষজ্ঞান,
সেইরূপ এতকাল আমিও তোমারে
সতী বলি জানিতাম বাহির ব্যভারে।
কিন্তু এবে এ দূষিত ব্যভারে তোমার
অসতী বলিয়া জ্ঞান হইল আমার।
বৃথা বাক্যে করি মম তুষ্টি-সম্পাদন
স্বীয় অভিপ্রায় তুমি করিলে পালন।
সঙ্গীত স্বরেতে ব্যক্তি মৃগেরে যেমন
মোহিত করিয়া শেষে করয়ে হেলন,
সেইরূপ নিশাচর এ কার্য্য তোমার
হয়েছে, তাহাতে নাহি সন্দেহ আমার।
স্ত্রীসুখ কিনিনু আমি পুত্রের বদলে
অতঃপর পথিমধ্যে ভদ্রলোক দলে
সুরাপায়ী বিপ্রসম ভৎ'সিবে আমায়
অনার্য্য বলিয়া, অহো ঘোর গঞ্জনায়,
হা কি কষ্ট ! হা কি দুঃখ ! হায়রে কপাল
বরদান অঙ্গীকারে ঘটিল জঞ্জাল।
অঙ্গীকার করি আজি এ অসহ্য কথা
শুনিয়া পাইতে হ'ল নিদারুণ ব্যথা।
জন্মান্তরে শুভশূন্য ফলের মতন
ঘোর দুঃখ হল হায় করিতে বহন
কণ্ঠলগ্ন উদ্বন্ধনী রজ্জুর মতন
বহুকাল মোহে তোরে করিনু পালন।
আমোদ প্রমোদ কত লইয়া তোমায়
করিয়াছি পাপীয়সি কিন্তু আমি হায়
তুমি যে সাক্ষাৎ মৃত্যু পারিনি জানিতে
কে জানে সুধার ভাণ্ডে গরল থাকিতে
নিরজনে কাল সর্পে বালক যেমন
স্পৃষ্ট করে স্বীয় করে, আমারো তেমন।
অতীব দুরাত্মা আমি নৈলে কি বিচারে
পিতৃহীন করিলাম মহাত্মা কুমারে ?
এ কার্য্য দেখিয়া মম মনের নিচয়।
এ বলিয়া নিন্দাবাদ করিবে নিশ্চয়,
নির্ব্বোধ কামুক অতি রাজা দশরথ
স্ত্রীর অনুরোধবাক্যে হইয়া সম্মত
নিজ পুত্রে অনায়াসে বনবাসে দিল
কি প্রভেদ দশরথে পিশাচে থাকিল,
হায় হায় বৎস রাম বাল্যকাল হ'তে
বেদ ব্রহ্মচর্য্য আচার্য্যের বিধিমতে
সেবা করি হয়েছেন কৃশ অতিশয়
এই মাত্র সবে তার ভোগের সময়।
এমন সময়ে পুন বনবাস-দুঃখ
সহ্য করিবেন হায় শুকাইবে মুখ,
দ্বিরুক্তি না করে রাম আমার [illegible]
আদেশ পেলেই আজি চলি যাবে বনে,
অস্বীকার যদি করে আমারি মঙ্গল।
কিন্তু তাহা করিবে না ; সে আশা বিফল !
রাম যদি বনে যান এ পাপিষ্ঠ ভবে
সবার ধিক্কৃত হয়ে বাচিয়ে কি রবে ?
সুনিশ্চয় মিথ্যা নয় এ নীচ পামরে
গ্রাসিয়া রাখিবে মৃত্যু আপন উদরে

আমি গেলে লোকান্তর রাম গেলে বন
জীবিত রবেন যারা মম প্রিয় জন
জানি না তাদের তুমি কিরূপ দুর্দ্দশা
করিয়া পূরাবে নিজ পাপময়ী আশা।
কৌশল্যা, সুমিত্রা মম বিরহবেদন
সহিতে না পারিবেন নিশ্চয় যখন।
মম দেহান্তেই তারা অতিশয় শোকে
জর্জ্জরিত হয়ে হায় যাবে পরলোকে।
কৌশল্যা সুমিত্রা রাম শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণে
আমারে নিক্ষেপ করি নরক-দহনে,
সুখী হও পাপীয়সী পিশাচী রাক্ষসি
পুত্র লয়ে রাজ্য কর সিংহাসনে বসি।
এই ইক্ষ্বাকুকুল নহে আকুল হবার
কিন্তু কালদোষে তাই ঘটিল এবার।
রামের সহিত মম এ বংশসহিত
তব দোষে হয়ে গেল সম্পর্করহিত
করিয়া সন্তুষ্ট কর অপবিত্র মন
বিনা দোষে শ্রীরামের এই নির্ব্বাসন।
ভরতের করে যদি আনন্দবর্দ্ধন

*   *   *

তা হলে ভরত যেন দেহান্তে আমার
না পায় করিতে কভু অগ্নি-সংস্কার।
কৈকেয়ি যে [illegible]লে তুমি দুর্দ্দৈববশত
আমার ভবনে বাস করেছ নিয়ত,
যে কালে অকীর্ত্তি ঘৃণা নিন্দা পরাভব
পাপী মম সকলের অবজ্ঞাদি সব,
করিতে হইবে সহ্য নাহিক নিস্তার
তোমার দোষেতে আমি পশু নরাকার।
আহা! বৎস রাম মম হয়-হস্তি-রথে,
গমনাগমন সদা করে রাজপথে,
এবে তিনি মহারণ্যে হায় রে কেমনে
পাদচারে ভ্রমিবেন বাজিবে চরণে।
যাহার ভোজন-বেলা হলে উপস্থিত
কুণ্ডলমণ্ডিত সূপকারেরা ত্বরিত,
সকলের অগ্রে ব্যগ্র হয়ে হৃষ্টমনে
করয়ে ভোজন পান প্রস্তুত যতনে
তিনি এবে কটুতিক্ত কষা ফলমূল
কিরূপে থাকেন খনে হবেন ব্যাকুল।
দুঃখ যে কাহারে বলে শ্রীরাম আমার
জন্মাবধি না জানেন কিছুই তাহার
নানাবিধ পরিচ্ছদ বহুমূল্যবান্
সকল সময়ে রাম কৈলা পরিধান,
এক্ষণে সে রাম মম কাষায় বসন
কিরূপে কোমল দেহে করিবে ধারণ।
অগ্রজ তনয় রামে অরণ্যে প্রেরণ
কনিষ্ঠ ভরতে যৌবরাজ্যেতে স্থাপন,
জানি না কৈকেয়ি কোন নিষ্ঠুরের পাশ
এ দারুণ উপদেশে করিলে বিশ্বাস
স্ত্রীলোক বড়ই শঠ অতি স্বার্থপর,
ধিক্ তাহাদিগকে ধিক্ তাদের অন্তর
না আমি স্ত্রী জাতিরেই উদ্দেশ করিয়া
নাহি কহি এই বাক্য দুঃখেতে দহিয়া।
কেবল ভরতমাতা কৈকেয়ী ক্রূরারে
বলিলাম এইরূপ নহে অন্য কারে।
নিষ্ঠুর যাতনা মোরে করিতে প্রদান
বিধি কি তোমার মন করিল নির্ম্মাণ?
মম আর হিতকারী রামের আমার
কি দোষ দেখিলে তুমি অয়ি বিষাধার?
দেখিলে রামের দুঃখ নিখিল জগতে
বিশৃঙ্খলা ঘটিবেক সদা নানা মতে

পুত্রেরে ত্যজিবে পিতা প্রণয়িনী জায়া
ত্যজিবে পতিরে ভুলি কর্ত্তব্যের ছায়া।
দেবকুমারের মত রামেরে যখন
সুবেশে আসিতে আমি করিয়ে শ্রবণ
চাক্ষুষ-দর্শন-জাত আনন্দ তখন
পাইবেন, মনে হয় পুলকে মগন।
এবৃদ্ধ দশায় তারে করিলে দর্শন
সঞ্জীবতা লাভ করি যুবার মতন।
বাঁচিতেও পারে লোক সূর্য্যের বিরহে
মেঘ ব্যতিরেকে সবে বাঁচিয়াও রহে,
কিন্তু সুনিশ্চয় কহি রাম গেল বন
কেহ না সমর্থ হবে ধরিতে জীবন।
কৈকেয়ি, অহিতকারী শত্রু তুমি হয়ে
বিনাশবাসনা মম করিছ নির্ভয়ে,
আমি নিজ মৃত্যু-সম আপন ভবনে
প্রদান করিয়া স্থান তোমারে যতনে
তীক্ষবিষ ভুজঙ্গীর সমান তোমারে
এত দিন রাখিলাম ক্রোড়ের মাঝারে;
একেবারে আমি হায় সেই সে কারণে
উৎসন্ন হতেছি এবে ব্যাকুলিত মনে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর এই অভাগার
হইয়া সংশ্রবশূন্য ভরত তোমার
তোমার সহিত রাজ্য করুক শাসন
স্মিত মুখে সুখ সয়ে হউক মগন।
পতি পুত্রে বিনাশিয়া তুমিও এখন
মম শত্রুদের কর আনন্দবর্দ্ধন।
অতীব নিষ্ঠুরা তুমি তা নহিলে হায়
বৃদ্ধ অভাগার এই চরম দশায়
তনয়-বিচ্ছেদ দুঃখ কেনইবা দিবে
কেন বা মানুষী হয়ে রাক্ষসী হইবে।
আজি যেই কালে তুমি পতি-পত্নী-ভাব
ত্যজিলে, প্রকাশি তব নির্দ্দয়স্বভাব
সে কালে তোমার দন্ত সহস্রধা হয়ে
কেন না পড়িল ভূমে এখনও আসিয়ে,
তব প্রতি রাম কোন অপ্রিয় বচন
প্রয়োগ করেন নাই নহে সে তেমন
রামের ওষ্ঠেতে কভু নিষ্ঠুর ভারতী
নাহি বাহিরায় অয়ি কৈকেয়ি দুর্ম্মতি
তবে তুমি কি প্রকারে বনবাস তার
প্রার্থনা করিছ? প্রাণ কাঁদিছে আমার।
এবে তুমি ক্লেশ পাও অথবা ভূতলে
লীন হও, কিম্বা পশ জ্বলন্ত অনলে
কিম্বা কর প্রাণনাশী কালকূট পান
তোমার কামনা আমি কৈনু প্রত্যাখ্যান।
এ তব অনিষ্টকারী কঠোর প্রার্থনা
কখনই কোন মতে রক্ষা করিব না।
তরক্ষুর সম তুমি নিতান্ত ভীষণ
বৃথাবাক্যে কর তুমি মানস-রঞ্জন।
প্রাণ মন সবি মম দেখিয়া তোমায়
হুতাশনে তৃণসম দগ্ধ হয়ে যায়
কায়মনোবাক্যে এবে এই সে প্রার্থনা
অবিলম্বে মর তুমি ঘুচুক যন্ত্রণা।
হায়রে সুখের কথা থাক দূরে থাক
প্রাণেতে হতেছে মম সংশয়-বিপাক,
আত্মজদিগের হায় আত্মজ ব্যতীত
কখন কি হ'তে পারে সুখ সম্ভাবিত?
করিও না দেবি মম অহিতাচরণ
হও সুপ্রসন্ন ধরি যুগলচরণ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

গ্রীফিথ সাহেব রাজা দশরথের প্রথম উক্তির শেষ অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন। ইহা বড়ই চিত্তদ্রবকর বিধায় এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"Have mercy, Queen : Some pity show
To see my tears of anguish flow,
And listen to my mournful cry,
A poor old man who soon must die.
Whatever this sea-girt land can boast
Of rich and rare from coast to coast
To thee, my Queen, I give it all :
But O, thy deadly words recall :
O see, my suppliant hands entreat,
Again my lips are on thy feet ;
Save Rama, save my darling child,
Nor kill me with this sin defiled."

Griffith's Ramayan, Book II, Canto XII.

রাজা দশরথের যুক্তি ও বিলাপপূর্ণ সকরুণ এই বাক্যগুলি তাঁহার চরিত্রের অনেক সদ্গুণ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বুঝিতে পারিল যে, কৈকেয়ী অন্যের কুমন্ত্রণায় বশীভূতা হইয়াছেন। তিনি সেইজন্য প্রথমতঃ সেই কথা বলিয়া কৈকেয়ীর লজ্জার উদ্রেক করিতে চেষ্টা পাইলেন। পুনরায় যুক্তি দেখাইলেন যে, ভরত ধার্ম্মিক, সে কখনও রাজ্য গ্রহণ করিবে না। রামকে বনবাস দিলে নিজে কত প্রকারে যে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হইবেন তাহাও কৈকেয়ীকে বুঝাইয়া বলিলেন এবং তিনি নিজেও যে প্রাণে মারা যাইবেন, তাহাও কৈকেয়ীকে বুঝাইয়া দিলেন। কৈকেয়ীর সঙ্গে তুলনায় এত দিনে কৌশল্যার গুণাবলী উপলব্ধি করিলেন এবং কৈকেয়ী কি নীচপ্রকৃতিসম্পন্না স্ত্রীলোক তাহাও বুঝিতে পারিলেন। কৌশল্যার অনুরূপ হওয়ার ঈর্ষা উৎপাদন জন্য কৌশল্যার গুণাবলী বলিলেন এবং কৈকেয়ীর করুণাসঞ্চারের জন্য সুখপালিত রামচন্দ্রের বনবাসে যে কত কষ্ট হইবে, তাহা বলিলেন। কৈকেয়ীর কার্য্যটি যে নিতান্ত ঘৃণিত ও লজ্জিত তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় এতদূর পর্য্যন্ত

বলিলেন, শেষ তাঁহার পদধারণ করিয়াও করুণার উদ্রেক করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর পদধারণ করিতে যাইবার সময় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

রাজা দশরথ কামাতুর ও কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কামাসক্ত বলিয়াও এই কঠোর কর্ত্তব্যক্ষেত্রে আত্মহারা বা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হন নাই। তিনি কৈকেয়ীর নিকট যে সব যুক্তি-পূর্ণ কথা বলিলেন, তাহা দশরথের ন্যায় সুবিবেচক বিজ্ঞের পক্ষেই উপযুক্ত। প্রত্যেক মনোবৃত্তির একটি সীমা আছে, যাহা অতিক্রম করিলে উহাতে একেবারে ডুবিয়া যাইতে হয়। জ্ঞানবান্ দশরথ সেই সীমা অতিক্রম করেন নাই, কৈকেয়ীর প্রতি আসক্তিতে একেবারে ডুবিয়া যান নাই ও জ্ঞানহারা হন নাই। তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বলিলেন যে কৈকেয়ী বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও তিনি তাহার প্রার্থনা-রূপ কার্য্য করিবেন না। ইহাও রাজা দশরথের পক্ষে এক প্রকার বীরত্ব বলিতে হইবে। তিনি যে নারীর একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, সে বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও তিনি তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন, কেন না উহা গর্হিত কর্ম্ম। ইহা রাজা দশরথের অসীম জ্ঞান ও মানসিক বলের পরিচায়ক।

রাজা দশরথের বাক্যগুলিতে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, কিন্তু নিষ্ঠুরা কৈকেয়ীর হৃদয় দ্রব হইল না। তিনি বরং দশরথের জ্ঞান সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "তুমি এখন বরদানে কেন কুণ্ঠিত হইতেছ?" রাজা দশরথ বিহ্বল-চিত্তে কতই আক্ষেপ করিলেন, কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং তিনি পরলোকে যাইয়া কি উত্তর দিবেন তাহাও কৈকেয়ীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হেনকালে অস্তাচলে গেলা দিনমণি। ধরাধামে ধীরে ধীরে আইল রজনী॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রজনী সমাগত হইল, কিন্তু রাত্রিতেও রাজা দশরথ শান্তি পাইলেন না। তিনি তখন নক্ষত্রশোভিত আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উষ্ণ

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গভীর শোকব্যঞ্জক এই সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী বাক্যটি বলিলেন—

"ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে ।১৭
ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে ময়ায়ং রচিতোঽঞ্জলিঃ ।
অথবা গম্যতাং শীঘ্রং নাহমিচ্ছামি নির্ঘৃণাম্ ॥১৮
নৃশংসাং কৈকেয়ীং দ্রষ্টুং যৎকৃতে ব্যসনং মম ।"

অযোধ্যাকাণ্ড ১৩ সর্গ ।

"নক্ষত্রমালিনি অয়ি স্মিত বিভাবরি ।
প্রভাত হ'য়োনা আমি এ মিনতি করি ॥
করযোড়ে কহি, কৃপা করহ আমায় ।
অক্ষয় হইয়া থাক দুঃখের ধরায় ॥
না না নিশে ত্বরা তুমি করহ গমন ।
প্রাতে রাম করিবেন অরণ্য গমন ॥
আমিও কষ্টের দেহ পরিত্যাগ করি ।
পরলোকে যাব চলি অয়ি বিভাবরি ॥
তাহা হলে এত দুঃখ সহি যার তরে ।
দেখিতে হবেনা আর সেই কৈকেয়ীরে ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

গ্রীফিথ সাহেব এ বাক্যের এইরূপ সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন,

"O Night whom starry fires adorn,
I long not for the coming morn.
Be kind and show some mercy : see,
My suppliant hands are raised to thee.
Nay, rather fly with swifter pace ;
No longer would I see the face
Of Queen Kaikeyi, cruel, dread,
Who brings this woe upon mine head."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XIII.

রাজা দশরথ পুনরায় কৈকেয়ীর দয়া ও করুণার উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিলেন এবং করযোড়ে তাঁহাকে বলিলেন—

"সাধুবৃত্তস্য দীনস্য ত্বদগতস্য গতায়ুষঃ ॥২০
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ভদ্রে দেবি রাজ্ঞো বিশেষতঃ ।
শূন্যেন খলু সুশ্রোণি ময়েদং সমুদাহৃতম্ ॥২১

কুরু সাধু প্রসাদং মে বালে সহৃদয়া হ্যসি।
প্রসীদ দেবি রামো মে ত্বদ্দত্তং রাজ্যমব্যয়ম্ ॥২২
লভতামসিতাপাঙ্গি যশঃ পরমবাপ্স্যসি।
মম রামস্য লোকস্য গুরূণাং ভরতস্য চ।
প্রিয়মেতদ্ গুরুশ্রোণি কুরু চারুমুখেক্ষণে ॥২৩
অযোধ্যাকাণ্ড ১৩ সর্গ।

"দেখ দেখি ধন প্রাণ তোমারে করেছি দান
শেষদশা উপস্থিত মম।
আমি দীন দশাপন্ন হও রাণি সুপ্রসন্ন
পায়ে ধরি হয়ো না নির্ম্মম॥
প্রেয়সি রাজা যে আমি, রাজা বলিয়াও তুমি
করিবে না দয়া কি আমায়।
অতীব দুঃখেই অহ বলিয়াছি দুর্ব্বিসহ
কটুকথা অসহ্য তোমায়॥
মহারাজ্ঞী নহে অন্য হইয়া বিবেক শূন্য
কার্য্যাকার্য্য ভাল মন্দ ভুলে।
হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা বলেছি অযোগ্য কথা
মনে কিছু করোনা সরলে॥
দয়াময়ি দয়া কর দীনের বচন ধর
পতিপানে চাহ একবার।
না হয় শ্রীরাম প্রিয়ে তব দত্ত রাজ্য নিয়ে
থাক এই অযোধ্যা মাঝার॥
ইহাতে জগতীতলে সকলেই মন খুলে
যশ তব করিবে ঘোষণ।
আমি রাম ভরতাদি বশিষ্ঠ যথার্থবাদী
সকলেই হ'বে প্রীত মন॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর যশোলিপ্সার উদ্রেক করিতেও চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু নির্দ্দয়া স্বার্থান্ধা কৈকেয়ী কিছুতেই ভুলিলেন না, পুনঃ পুনঃ রামনির্ব্বাসন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"She heard his wild and mournful cry,
She saw the tears his speech that broke,
Saw her good husband's reddened eye,
But, cruel still, no word she spoke.
His eyes upon her face he bent,
And sought for mercy, but in vain:
She claimed his darling's banishment,
He swooned upon the ground again."
Griffith's Ramayan, Book II, Canto XIII.

"তাহা দেখি মহীপতি দুঃখিত হইয়া অতি
মূর্চ্ছিত হইলা পুনরায়।
ব্যথিত হৃদয় মন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ঘন
অবিচ্ছেদে বহিল নাসায়॥
যামিনী প্রভাত হ'ল মিলি বৈতালিক দল
জাগরিত করিতে রাজায়।
ছাড়িয়া মধুর তান মনোহর স্তুতিগান
দ্রুত-মধ্য-বিলম্বিত গায়॥
ভূপতি সে গানে জেগে কিন্তু পুন দুঃখাবেগে
উহা অতি অসহ্য ভাবিয়া।
তখনি গায়ক গণে নিবারিলা ত্যক্ত মনে
ভূমে পুন রহিলা পড়িয়া॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

১৪ সর্গ। দশরথ ও কৈকেয়ীর উক্তি-প্রত্যুক্তি, রাজ-অন্তঃপুরে বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্রের প্রবেশ এবং রামকে আনিবার জন্য সুমন্ত্রের প্রতি কৈকেয়ীর আদেশ।

কৈকেয়ী রাজা দশরথকে পুত্রবিয়োগ দুঃখে মৃতকল্প ও বিকৃত দশায় ভূমিতে পতিত দেখিয়াও কিছুমাত্র ক্ষুব্ধা না হইয়া বলিলেন—

"The wicked queen her speech renewed,
When rolling on the earth she viewed
Ikshvaku's son Ayodhya's king,
For his dear Rama sorrowing."

Griffith's Ramayan, Book II. Canto XIV.

মহারাজ! তোমার সত্য ধর্ম্ম পালন করা উচিত, তুমি বরদানে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করিও না, তোমার উজ্জ্বল ইক্ষ্বাকুবংশে কলঙ্ক লেপন করিও না।"

কি কপটতা! কপটিনী কৈকেয়ী সত্য ও ধর্ম্মের নাম করিয়া রাজা দশরথের নিকট হইতে কার্য্যসিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন।

রাজা দশরথ তখন স্বাভাবিক ক্রোধের বশীভূত হইয়া বলিলেন, "আমি অকপট মনে বলিতেছি, আমার ঔরসজাত পুত্র ভরত সহ তোকে পরিত্যাগ করিলাম এবং সূর্য্যোদয় হইলেই আমি রামের রাজ্যাভিষেক করিব।"

ভরত ধার্ম্মিক এজ্ঞান সত্বেও কৈকেয়ীনন্দন বলিয়া রাজা দশরথ স্বাভাবিক ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করার কথা বলিলেন, এ সময় ক্রোধের বশীভূত হওয়ায় ভরতের চরিত্রের মহত্ত্ব ও উদারতা বিস্মৃত হইলেন।

কৈকেয়ী প্রত্যুত্তরে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন,

" * * * হে রাজা এখন
এ কি কথা পুন কহ ।
এ কথা শুনিয়া জ্বলে মোর হিয়া
সত্যবাদী তুমি নহ ॥
শুন নরমণি এখানে এখনি
আনাও রামেরে তব ।
সত্বর হইয়া তারে বনে দিয়া
সত্য পাল ভূপ ক্রত ॥
ভরতে আমার দেও রাজ্যভার
ভরত ভূপতি হবে ।
তুমি মম অরি দূর নাহি করি
হেথা হতে কোথা যাবে ।
ওহে মহারাজ আশা পূর্ণ আজ
না করিবে যতক্ষণ ।
ক্রোধাগার হ'তে যেতে কোন মতে
নাহি দিব ততক্ষণ ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ ।

কৈকেয়ী একেবারে কঠোরতার চূড়ান্ত সীমা দেখাইলেন । যাহাদের স্বামীর প্রতি কিছুমাত্র ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে, তাহারা স্বার্থের বশাভূতা হইয়া স্বামীর প্রতি এইরূপ কঠোর ব্যবহার কখনই করিতে পারে না । কৈকেয়ীর সে সব সদ্‌গুণ একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল । দশরথের অতিরিক্ত আসক্তিতে তাঁহার ইচ্ছা দুর্দ্দমণীয় হইয়াছিল । তিনি যাহা করণীয় মনে করিতেন, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িতেন । এই জন্যই চিত্তের আবেগে রামাভিষেক-সংবাদে মন্থরাকে প্রথমতঃ রত্নহার উপহার দিয়াছিলেন ।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া নিতান্ত হতাশচিত্তে বলিলেন—

"ধর্ম্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি নষ্টা চ মম চেতনা ।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্ম্মিকম্ ॥" ২৪

অযোধ্যাকাণ্ড ১৩ সর্গ ।

"My senses are astray, he cried,
And duty's bonds my hands have tied.
I long to see mine eldest son,
My virtuous, my beloved one."

Griffith's Ramayan Book, 11 Canto XIV.

" * * অয়ে কুটাননে
আবদ্ধ হয়েছি আমি ধর্ম্মের বন্ধনে ।
ধর্ম্মের বন্ধন বলে হৈনু হতজ্ঞান ।
যাহা ইচ্ছা এবে তোর কর সমাধান ।

তাহাতে বিরুক্তি আমি করিব না আর।
তাই কর যাহা হয় কর্ত্তব্য বিচার॥
এখন কেবল মোর এই আশা মনে।
একবার রামধনে দেখিব নয়নে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের জয় হইল, সত্য ও ধর্ম্মের নামে স্বার্থান্ধা কপটিনী কৈকেয়ী স্বার্থসিদ্ধি করিলেন। কৈকেয়ী তাঁহার চরিত্রের অসৎবৃত্তি-নিচয়ের জ্বলন্ত নিদর্শন দেখাইলেন।

রামায়ণের এস্থলের কৈকেয়ী কপটিনী, ঈর্ষ্যা ও হিংসান্বিতা, ঘোর স্বার্থান্ধা, স্বামীর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা-বিহীনা, কঠোরহৃদয়া, ক্রূরভাষিণী, দুর্ব্বৃত্তা রমণী। তাঁহার আচরণে বোধ হয় যে, তিনি দশরথের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, দশরথের মনস্তুষ্টির জন্য—তাঁহার নিজের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব-স্থাপন জন্য। দশরথের প্রতি তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা বা ভালবাসা থাকিলে তাহা অতি সামান্য ছিল, নতুবা নীচপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হওয়ায় এই সময় তাহা একেবারে লুপ্ত হইতে পারিত না।

কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত দশরথের প্রতি পত্রাকারে তাঁহার "বীরাঙ্গনাকাব্যে" কৈকেয়ীর এসময়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কৈকেয়ী সত্যানুরক্তা, পুত্রহিতাকাঙ্ক্ষিণী, ধার্ম্মিকা, অভিমানিনী, পতিব্রতা রমণী। কাব্যাংশে এই চিত্র এতই সুন্দর যে, উহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচ-কুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।

* * * *

হা ধিক্! কি কবে দাসী গুরুজন তুমি,
নতুবা কেকয়ী দেব মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত অসত্যবাদী রঘুকুলপতি,

নিলর্জ্জ, প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে
ধর্ম্ম ধর্ম্ম শব্দ মুখে, গতি অধর্ম্মের পথে”
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নররাজ, কিম্বা দিয়া চূণকালি গালে
খেদাও গহন বনে। যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি দেখ ভাবি মনে।

* * * *

কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর নরমণি
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি
মোর কাছে ? কামমদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে, ছলিলা, তা কহ
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে।

* * * *

ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব-নর, জিতেন্দ্রিয় নিত্য-সত্যপ্রিয়।
তবে কেন, কহ মোরে তবে কেন শুনি,
যুবরাজপদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যানন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত ভারতরত্ন রঘুচূড়ামণি ?
পড়ে কিহে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন অপরাধে পুত্র, কহ অপরাধী ?

তিন রাণী, তব রাজা এ তিনের মাঝে
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি ;
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ, শুনি কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইল মন তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?
যাহা ইচ্ছা কর দেব কার সাধ্য রোধে
তোমায় ? নরেন্দ্র তুমি। কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বীতংসে কে বা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিণী বেশে দাসী। দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব কহিব সেখানে
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি"
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী
এ মোর দুঃখের কথা কব সর্ব্বজনে ;
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,
যেখানে যাহারে পাব কব তার কাছে
পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি"
পুষি সারি-শুক দোহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা দিবস রজনী।
শিখিলে একথা, তবে দিব দোহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষশাখে
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি।"

শিখি পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি ।"
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ-শৃঙ্গ-দেহে ।
রচি গাথা শিখাইব পল্লীবাল দলে
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি ।"
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য
ভুঞ্জিবে এ কর্ম্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি, দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল নৃমণি ?
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে গৃহে তুমি ।
রাম দেশে কৌশল্যা মহিষী
(এত যে বয়স তবু লজ্জাহীন তুমি)
যুবরাজ পুত্র রাম ; জনকনন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ এসবারে লয়ে
কর ঘর নরবর যাই চলি আমি ।
পিতৃ মাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা,
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি ।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন, প্রবেশিতে তব পাপপুরে ।
চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন । না থাকে যদি পাপ এ শরীরে
পতিপদগতা যদি পবিত্রতা দাসী
বিচার করুণ ধর্ম্ম ধর্ম্মরীতি মতে ।"

"And now the night had past away ;
Out shone the Maker of the day,

Bringing the planetary hour
And moment of auspicous power'.
Griffith's Ramayan, Book II, Canto XIV.

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য্যদেব উদিত হইলেন, অভিষেকের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। লোকসকল দলে দলে আনন্দসহকারে রামের রাজ্যাভিষেক-দর্শনাভিলাষে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অভিষেকের সময় উপস্থিত, সুতরাং বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে রাজা দশরথের নিকট অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই রাজ আদেশানুসারে রাজ-অন্তঃপুরে সুমন্ত্রের যাতায়াত ছিল। সুমন্ত্র রাজ-অন্তঃপুরে যাইয়া রাজা দশরথকে অভিষেকের সমস্ত প্রস্তুত জানাইলে রাজ দশরথ আরও মর্ম্মবেদনা পাইলেন এবং বলিলেন—

"মরম বেদনা মম বাড়িল দ্বিগুণ। জ্বলিল হৃদয়-পিণ্ডে যন্ত্রণা-আগুণ ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

মন্ত্রী সুমন্ত্র রাজার এইরূপ কাতর বচন ও দৈন্যাবস্থা দেখিয়া একেবারে নির্ব্বাক্ হইলেন। তখন স্বার্থান্ধা, কপটিনী কৈকেয়ী যাহা বলিলেন তাহাতে তাঁহার চরিত্রের নীচতা আরও প্রকাশ পাইল। কৈকেয়ী বলিলেন—

'সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ।
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥ ৬০
তদ্‌গচ্ছ ত্বরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিনম্।
রামমানয় ভদ্রং তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥" ৬১

অযোধ্যাকাণ্ড ১৪সর্গ।

"The king absorbed in joyful thought
For his dear son, no rest has sought,
Sleepless to him the night has past
And now ov'er watched he sinks at last.
Then go, Sumantra, and with speed
The glorious Rama hither lead,

Go, as I pray, nor longer wait;
No time is this to hesitate."

Griffith's Ramayan Book, II, Canto XIV.

প্রকৃত কথা গোপন করিয়া সুমন্ত্রকে এরূপ মিথ্যা কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কৈকেয়ী জানিতেন, রাম পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না, রাম আসিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে এবং প্রকৃত ব্যাপার বলিলে সাধারণে একটা গোলযোগ বাঁধাইতে পারে। কপটিনী কৈকেয়ী স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা বলিতেও কুণ্ঠিতা হইলেন না।

সুমন্ত্র উত্তর করিলেন—"আমি রাজাদেশ ব্যতীত কোথাও যাইতে পারিব না।"

"How Can I go, O lady fair,
unless my lord his will declare?"

Griffith's Ramayan Book II, Canto XIV.

তখন রাজা দশরথ প্রিয়দর্শন রামকে তথায় আনিতে বলিলে সুমন্ত্র তাঁহাকে তথায় আনিবার জন্য চলিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, বোধ হয়, কৈকেয়ী রামরাজ্যাভিষেকে আনন্দিতা হইয়াছেন ও রাজা বোধ হয় জাগরণ ক্লেশবশতঃ এখন বহির্দ্দেশে যাইতে পারিবেন না, সেই জন্যই রামকে এ স্থানে আনা হইতেছে।

১৫—১৭ সর্গ।—রামাভিষেক-দর্শনের জন্য ব্রাহ্মণগণের গমন এবং রাজাদেশে সুমন্ত্রের রামকে দশরথ-সমীপে আনয়ন।

সুমন্ত্র আসিয়া রামকে জানাইলেন যে, রাজা দশরথ ও মহিষী কৈকেয়ী তাঁহাকে সত্বর যাওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তখন রামচন্দ্র মনে ভাবিলেন, মহারাজ কৈকেয়ী দেবীর সঙ্গে তাঁহার অভিষেক-বিষয়ে নিশ্চয় কোন পরামর্শ করিয়াছেন এবং সেই জন্য তাঁহাকে যাইতে আদেশ করিয়া থাকিবেন। তিনি হৃষ্টমনে প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া রৌপ্য-রথে দশরথ সমীপে যাওয়ার জন্য যাত্রা করিলেন। তাহাদের যাওয়ার সময় সীতাদেবী মঙ্গলাচরণ করিয়া কহিলেন—

"পূর্ব্বাং দিশং বজ্রধরো দক্ষিণাং পাতু তে যমঃ।
বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশস্তূত্তরাং দিশম্ ॥" ২৪

অযোধ্যাকাণ্ড ১৬ সর্গ।

"ইন্দ্র তব পূর্ব্বদিক্ করুণ রক্ষণ
তোমার দক্ষিণদিক্ রক্ষুন শমন।
তোমার পশ্চিমদিক্ রক্ষুণ বরুণ
উত্তরের দিক্ রক্ষা কুবের করুন ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

উভয় ভ্রাতা স্বর্ণমণিমাণিক্যাদিযুক্ত, বলবান্ অশ্বসংযুত, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, রজত-নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া পিতৃসমীপে রওয়ানা হইলেন।

"প্রযযৌ তূর্ণমাস্থায় রাঘবো জ্বলিতঃ শ্রিয়া ॥৩০
সপর্জ্জন্য ইবাকাশে স্বনবানভিনাদয়ন্ ।
নিকেতান্নির্যযৌ শ্রীমান্ মহাভ্রাদিব চন্দ্রমাঃ ॥৩১

অযোধ্যাকাণ্ড ১৬ সর্গ।

"সুরপতি সম প্রভা করিয়া বিস্তার
চলিলা শ্রীরাম ধাঁধি নয়ন সবার;
সেকালে হইল বোধ শশাঙ্ক যেমন
ভেদিয়া জলদজাল করিছে গমন।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে চড়িলেন রথে।
দেখিতে সকল লোক ধায় রাজপথে॥
ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ধাইলেক নারী গর্ভবতী।
লজ্জাভয় নাহি মানে কুলের যুবতী॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তাঁহাদিগের রথারোহণে যাওয়ার সময় চতুর্দ্দিকে আনন্দপূর্ণ জয়ধ্বনি উঠিল, পথিমধ্যে নানাবিধ বাদ্যশব্দ, বন্দিদিগের স্তুতিবাদ ও শূরদিগের সিংহনাদ হইতে লাগিল। চন্দন ও অগুরুভূষিত খড়্গ ও চাপধারী শূরগণ তাঁহাদের রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং অসংখ্য পর্ব্বততুল্য হস্তী ও শ্রেষ্ঠ অশ্বসকল রথের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। সুন্দরী নারীগণ নানাবিধ দিব্য-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া গবাক্ষ হইতে সাগ্রহে সকৌতুকচিত্তে যুবরাজ রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মস্তকে কুসুমরাজি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেহ বা হর্ম্ম্যে কেহ বা হর্ম্ম্যনিম্নে দাঁড়াইয়া সুস্পষ্টভাবে ধর্ম্মশীলা কৌশল্যা রাণীর সুখ

এবং রূপগুণশ্রেষ্ঠা মধুরভাষিণী রামচন্দ্রের হৃদয়বিহারিণী জানকী দেবীর সৌভাগ্যের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। যেরূপ রোহিণী চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সীতা দেবীও তদ্রূপ রামের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সকলে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল।

"সর্ব্বসীমন্তিনীভ্যশ্চ সীতাং সীমন্তিনীবরাম্।
অমন্যন্ত হি তা নার্য্যো রামস্য হৃদয়প্রিয়াম্॥ ৪০
তয়া সুচরিতং দেব্যা পুরা নূনং মহত্তপঃ।
রোহিণীব শশাঙ্কেন রামসংযোগমাপ যা॥" ৪১ অযোধ্যাকাণ্ড ১৬ সর্গ।

"Be sure the lady's fate repays
Some mighty vow of ancient day,
For blest with Rama's love is she
As, with the Moon's sweet Rohini."
Griffith's Ramayan Book I1, Canto XVI.

শ্রীরামচন্দ্র শ্রুতিমনোহর এইরূপ বাক্য সকল শুনিতে শুনিতে যাইতে লাগিলেন।

কোনও স্থলে বহু সঙ্খ্যক লোক সমবেত হইয়া এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিল।

"এই রাজপুত্র আজ রাজার প্রসাদে।
রাজশ্রী লাভার্থ যান পিতার প্রাসাদে॥
যেই কালে ইনি লৈলা শাসনের ভার।
সেকালে পুরিবে আশা আমাসবাকার॥
লভেছেন সবরাজ্য ইনি এক কালে।
হইল পরমলাভ প্রজার কপালে॥
এর রাজ্যকালে জানিত সায়েও কখন
করিতে হবে না কোন অশুভ দর্শন॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রামাভিষেকের আয়োজনে সর্ব্বসাধারণের চিত্তই আনন্দিত হইয়াছিল।

"রামচন্দ্র চড়ি রথে ক্রমে ক্রমে রাজপথে
দেখিলেন প্রবেশ করিয়া।
সবার চত্বর মাঝ হবি দধি ধূপ লাজ
গন্ধ পুষ্প রয়েছে পড়িয়া।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ সমুদয় রাজপথ
আকুল করেছে একেবারে।
লোকারণ্য সর্ব্বত্রই শব্দ উঠে হৈ হৈ
পণ্যদ্রব্য শোভে চারিধারে।

বৈজয়ন্তী নানামত সমীরণে পত পত
করিয়া উড়িছে নানাস্থলে।
নয়নের শোভাকর কোথাও মুক্তার থর
কোথাও স্ফটিকমণি জ্বলে।
কোথাও চন্দনগন্ধ কোথাও বা মৃদুমন্দ
অগুরুর ছুটিছে সুবাস।
সকলেতে বিমোহিত দেখি কোথা সুসজ্জিত
সুন্দর কৌশেয় ক্ষৌমবাস।
সেই রাজপথ দিয়া রৌপ্যরথ চালাইয়া
যান রাম রাজীবলোচন।
পরিসর সে পথের অন্যপথ হতে ঢের
পরিষ্কার চারু দরশন।

সেই পথে নানা মত, ফুল্ল কলি ফুল যত
পড়ি আছে যেখানে সেখানে।
ভক্ষ্য ভোজ্য নানারূপ চারি ধারে স্তূপে স্তূপ
রহিয়াছে দোকানে দোকানে।
যথা ইন্দ্র হরপতি দেখেন অমরাবতী
সেইরূপ রাজা দ্বিজ রাম।
সুসজ্জিত রাজপথ দেখিতে দেখিতে রথ
চালাইলা জনকের ধাম।"

* * * *

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বাল্মীকির এই রূপবর্ণনা কবিকল্পিত বা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। এই সব বর্ণনা দেখিয়া সহজেই অনুমান হয় যে, আর্য্যাবর্ত্ত রামায়ণের সময়ে অতি সমৃদ্ধিশালী ও সভ্যতার চরম আধার ছিল। প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধে কেবল কবির কল্পনা হইতে এরূপ বর্ণনা হওয়া অসম্ভব।

শ্রীরামচন্দ্র কিরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন, তাহা গ্রীফিথসাহেবের এই অনুবাদটি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

"As Rama, rendering blithe and gay
His loving friends, pursued his way,
He saw on either hand a press
Of mingled people, numberless.
The royal street he traversed, where
Incense of aloe filled the air,
Where rose high palaces, that vied
With paly clouds on either side;
With flowers of myriad colours graced,
And food for every varied taste.

Bright as the glowing path o'erhead
Which feet of Gods celestial tread.
Loud benedictions, sweet to hear,
from countless voices soothed his ear,
While he to each gave due salute
His place and dignity to suit:
'Be thou', the joyful people cried
Be thou, our guardian, lord, and guide
Throned and anointed king to-day
Thy feet set forth upon the way
Wherein, each honoured as a God,
Thy fathers and forefathers trod.
Thy sire and his have graced the throne,
And loving care to us have shown:
Thus blest shall we and ours remain
Yea still more blest in Rama's reign.
No more of dainty fare we need,
And bent one cherished object heed
That we may see our prince to-day
Invested with imperial sway."
"Such were the words and pleasant speech
That Rama heard, unmoved. from each
Of the dear friends around him spread,
As onward through the street he sped.
For none could turn his eye or thought
From the dear form his glances sought,
With fruitless ardour forward cast
Even when Raghu's son had past.
And he who saw not Rama nigh,
Nor caught a look from Rama's eye,
A mark for scorn and general blame,
Reproached himself in bitter shame.

for to each class his equal mind
With sympathy and love inclined
Most fully of the princely four,
So greatest love to him they bore."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XVII.

১৮ সর্গ। রামের নিকট কৈকেয়ীর বর-কথা প্রকাশ।

"With hopeless eye and pallid mien
There sat the monarch with the queen."
Griffith's Ramayan Book II Canto XVII.

রাজা দশরথ শোকে দুঃখে যে সময় কেবল নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরামচন্দ্র দশরথের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন,—লক্ষ্মণকে কক্ষান্তরে রাখিয়া গেলেন।

"দীনভাবে শুষ্কমুখে অতীব গভীর দুখে
দশরথ বৃদ্ধ নরপতি,
পাপিনী কৈকেয়ী সনে বসি আছে শুভাসনে
নিরানন্দ ভাবে জড়মতি।
এহেন সময়ে রাম নবজলধর শ্যাম
আসিলেন তাঁহার নিকটে।
ভক্তিসহ অনুরাগে প্রণাম করিল আগে
জনকেরে কৃতাঞ্জলিপুটে
পশ্চাৎ প্রসন্নমনে মনস্তুষ্টি সম্পাদনে
কৈকেয়ীরে করিলা প্রণাম।
তখন অযোধ্যানাথ রাম প্রতি দৃষ্টিপাত
করি ধীরে কহিলেন "রাম"
আর না ফুটিল কথা হৃদয়ে লাগিল ব্যথা
অশ্রুনীরে পুরিল নয়ন;
রামসহ আর তিনি নারিলা কহিতে বাণী
না পারিলা করিতে দর্শন॥"
৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া রাজা দশরথ "রাম" এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া অশ্রুপ্লাবিত নয়নে অধোমুখ হইয়া রহিলেন, আর কিছু বলিতে পারিলেন না। এমন কি রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিলেন না। কি গভীর শোক ও হৃদয়যন্ত্রণার চিহ্ন! রাজা দশরথের এই সময়ের অবস্থা তরঙ্গবিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় অথবা মিথ্যাভাষণানুতপ্ত ঋষির ন্যায় হইয়াছিল।

"ঊর্ম্মিমালিনমক্ষোভ্যং ক্ষুভ্যন্তমিব সাগরম্।
উপপ্লুতমিবাদিত্যমুক্তানৃতমৃষিং যথা॥"৬ অযোধ্যাকাণ্ড ১৮ সর্গ।

রামচন্দ্র দেবতুল্য পিতাকে তদবস্থাপন্ন দর্শনে নিতান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া কৈকেয়ীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—

"কহগো জননি—
কিসের কারণে হেন আজি নরমণি ?
ভ্রমপ্রমাদেতে আমি কৈনু কোন দোষ
মোর প্রতি জনকের কেন এত রোষ ?
অবিলম্বে বল অম্বে কিসের কারণ
চিরতুষ্ট পিতা মম এত রুষ্টমন ॥
এক্ষণে আমারি দোষ পরিহার তরে।
পিতারে প্রসন্ন তুমি কর মা সত্বরে।
সর্ব্বদা আমারে স্নেহ করেন সর্ব্বথা।
আজি কেন না কহেন একটিও কথা ॥
কেনই বা পিতা আজি বিষণ্ণ অন্তরে
আছেন বসিয়া বল আমার গোচরে।
শরীর ধারণে মাগো সকল সময়
সুদুর্লভ সুখরত্ন সুলভ না হয়।
ইঁহার কায়িক কিম্বা মানসিক কোন
হয়েছে জননি গো অসুখ ঘটন ?
প্রিয়দরশন ভাই কুমার ভরত
অশুভ ত ঘটে নাই তার কোন মত।
মহামতি শত্রুঘ্নের কোন অমঙ্গল
ঘটেনি ত জননি গো বল অবিকল।
মম মাতৃগণ মাত কুশল সহিত
আছেন ত ? কেহ চিতে নহেন চিন্তিত।
নৃপের অবাধ্য হয়ে উৎপাদিয়ে রোষ
অথবা জন্মায়ে তার মনে অসন্তোষ।
মুহূর্ত্তের তরে আমি না করি বাসনা
বাঁচিবারে, হেন বাঁচা নরকযাতনা।
মনুষ্য যা হতে জন্ম করিয়া গ্রহণ
ধরায় বাঁচিয়া রহে ধরিয়া জীবন।
প্রত্যক্ষ দেবতা সম এহেন পিতার
কে পারে করিতে প্রতিকূল ব্যবহার।
অভিমানে কিম্বা ক্রোধে তুমি কি জননী
পিতারে বলেছ কিছু সুকঠোর বাণী।
তাতেই কি চিত্ত এর সহসা এরূপ
ত্যজিয়া প্রকৃত ভাব হইল বিরূপ
যাই হউক মাতা এর নিগূঢ় কারণ
জানিতে অস্থির বড় হৈল মম মন
বিলম্ব কর না বল কেন এ প্রকার
হইল অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্তের বিকার ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"কচ্চিন্ময়া নাপরাদ্ধমজ্ঞানাদ্‌যেন মে পিতা।
কুপিতস্তন্মমাচক্ষ্ব ত্বমেবৈনং প্রসাদয় ॥১১

অযোধ্যাকাণ্ড ১৮ সর্গ।

শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রকারের উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার সকল দিকেই সমান দৃষ্টি ছিল। প্রথমতঃ তিনি নিজের কোন অজ্ঞানকৃত অপরাধের কথা বলিলেন, পরে দশরথের শারীরিক, মানসিক অসুখের কথা এবং ভরত

শত্রুঘ্নের ও মাতৃবর্গের অকুশলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিশেষে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার গভীর পিতৃভক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি জানিতেন পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা।

"অতোষয়ন্মহারাজমকুর্ব্বন্ বা পিতুর্ব্বচঃ।
মুহূর্ত্তমপি নেচ্ছেয়ং জীবিতুং কুপিতে নৃপে ॥১৫
যতো মূলং নরঃ পশ্যেৎ প্রাদুর্ভাবমিহাত্মনঃ।
কথং তস্মিন্নবর্ত্তেত প্রত্যক্ষে সতি দৈবতে॥১৬

অযোধ্যাকাণ্ড ১৮ সর্গ।

"Against his words when I rebel,
Or fail to please the monarch well,
When deeds of mine his soul offend,
That hour I pray my life may end.
How should a man to him who gave
His being and his life behave ?
The sire to whom he owes his birth
Should be his deity on earth."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XVIII.

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

এ বাক্য আর শ্রীরামচন্দ্রের উল্লিখিত বাক্য একই। এই মূল বা মহামন্ত্র শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ে সততই জাগরূক ছিল এবং এই মূল্যবান্ মহামন্ত্রই যে তাঁহাকে পিতৃসত্য-পালনার্থ বনবাসে যাইতে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যে প্রতীয়মান হইতেছে, কৈকেয়ী রাজা দশরথের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই কটুভাষিণী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র এজন্যই কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

তুমি বুঝি পিতারে কহিলে কটুবাণী। | সত্য করি কহগো বিমাতা ঠাকুরাণী।

*কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Hast thou, by pride and folly moved
With bitter taunt the king reproved ?"
Griffith's Ramayan Book II, Canto XVIII.

কুটিলা স্বার্থপরায়ণা নির্লজ্জা কৈকেয়ী তথাপি শ্রীরামচন্দ্রের মন বুঝিবার জন্ম প্রথম প্রকৃত কথা না বলিয়া এইভাবে বলিলেন, "রাম, রাজা দশরথের কোন অসুখ হয় নাই, তবে তাঁহার একটি মনোগত অভিপ্রায় আছে, তোমার ভয়ে তিনি তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না, তুমি তাঁহার অতিপ্রিয়, এজন্য তিনি তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। কিন্তু তিনি আমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,তাহা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা দশরথ আমাকে সম্মান করিয়া পূর্ব্বে আমাকে বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এখন বরপ্রদানকালে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। যেরূপ জল বহির্গত হইয়া গেলে সেতুবন্ধ নিস্ফল হয়, সেইরূপ আমাকে বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে তাহার অন্য প্রকার চেষ্টা করিতে যাওয়াও নিস্ফল।"

"তুমি অবশ্য জান যে, সত্যই ধর্ম্মের মূল। অতএব তুমি এরূপ কর যাহাতে রাজা দশরথ তোমার নিমিত্ত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সত্য পরিত্যাগ না করেন। রাজা দশরথ তোমাকে যাহা বলিবেন, তুমি যদি তাহা প্রতিপালন কর ও উহার অন্যথাচরণ না কর, তবে আমিই উহার বক্তব্য বিষয় বিশেষ ভাবে বলিব, বোধ হয় রাজা কখনও স্বয়ং তোমাকে তাহা বলিবেন না।"

"Then, not till then, my lips shall speak,
Nor will he tell what boon I seek."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XVIII.

কৈকেয়ীর এ কথাগুলি কি শঠতাপূর্ণ ও দুরভিসন্ধিমূলক। রামকে পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে কৈকেয়ী এরূপভাবে কথাগুলি বলিলেন, তাহার মধ্যে আবার সত্য ও ধর্ম্মের উল্লেখ করিলেন, কেন না, তাঁহার ধারণা ছিল, রামচন্দ্র সত্য ও ধর্ম্মরক্ষা করিয়া নিশ্চয়ই কার্য্য করিবেন।

রামচন্দ্রের প্রত্যুত্তরটি প্রকৃত ধর্ম্মবীরের ন্যায়ই বটে। তিনি দুঃখিত অন্তঃ-

করণে ও ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন, "হে দেবি, আপনার আমাকে এইরূপ কথা বলা উচিত হয় নাই। রাজা দশরথ আমার পিতা ও গুরু, বিশেষতঃ তিনি নরপতি, সুতরাং তাঁহার আদেশে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারি, হলাহল বিষপান করিতে পারি এবং সমুদ্রেও নিমগ্ন হইতে পারি। অতএব তাঁহার অভিপ্রায় কি বলুন, আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আমি একবার যাহা বলি কোন মতেই তাহার অন্যথাচরণ করি না।"

"অহো ধিঙ্‌ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে ॥২৮
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণমজ্জেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিতা নৃপেণ চ বিশেষতঃ ॥২৯
তদ্‌ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্‌।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে ॥" ৩০

অযোধ্যাকাণ্ড ১৮শ সর্গ।

"Ah me, dear lady, canst thou deem
That words like these thy lips beseem ?
I, at the bidding of my sire,
Would cast my body to the fire,
A deadly draught of poison drink,
Or in the waves of Ocean sink.
If he command, It shall be done.—
My father and my king is one.
Then speak and let me know the thing
So longed for by my lord the king.
It shall be done ; let this suffice ;
Rama ne'er makes a promise twice".

Griffith's Ramayan, Book II, Canto XVIII.

শ্রীরামচন্দ্রের কথার উত্তরে নির্দ্দয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে সেই কঠোর বিষয় বিশেষভাবে অবগত করাইলেন এবং বলিলেন যে, রাজা দশরথ একমাত্র ঐ

কারণেই শোকে ও মনোকষ্টে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। পরিশেষে আরও বলিলেন "হে রাম! তুমি এই গুরুতর সত্যপালন করিয়া নরপতি দশরথকে পরিত্রাণ কর।"

"এতৎ কুরু নরেন্দ্রস্য বচনং রঘুনন্দন।
সত্যেন মহতা রাম তারয়স্ব নরেশ্বরম্॥" ৪০

অযোধ্যাকাণ্ড ১৮ সর্গ।

কৈকেয়ী রামচন্দ্রের সত্য ও ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যেই পরিশেষে এই কথাটি বলিয়া ছিলেন। কৈকেয়ী যে কেবল কপটিনী ছিলেন, তাহা নহে, তিনি বিশেষ চতুরাও ছিলেন।

কৈকেয়ীর শেষ নিদারুণ বাক্য শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না এবং কোন প্রকার মনঃকষ্ট প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু রাজা দশরথ ভাবি-পুত্রবিরহ জনিত শোকে আরও কাতর হইয়া পড়িলেন।

"While thus with cruel words she spoke,
No grief the noble youth betrayed;
But forth the father's anguish broke,
At his dear Rama's lot dismayed."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XVIII.

এ স্থলে রামচন্দ্রের অসাধারণ ধৈর্য্য ও মানসিক বল প্রকাশ পাইতেছে। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইতেছিলেন, তিনি হঠাৎ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাইতে হইবে, যিনি বাল্যকাল রাজ-সুখে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত, তিনি অকস্মাৎ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে চীর বল্কল পরিধানপূর্ব্বক ফলমূল আহারে জীবন ধারণ করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ ও মনঃকষ্টের বিষয় আর কি হইতে পারে! অন্যের পক্ষে এইরূপ আকস্মিক কল্পনা-বহির্ভূত নিদারুণ সংবাদ মূর্চ্ছা, মস্তিষ্কবিকার, পিতার প্রতি ভয়ানক অশ্রদ্ধা বা পিতার আদেশের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি আনয়ন করা অসম্ভব নহে।

"Calm and unmoved by threatened woe
The noble conqueror of the foe
Answered the cruel words she spoke,
Nor quailed beneath the murderous stroke".

Griffith's Ramayan Book II, Canto XIX.

শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীর মৃত্যুতুল্য যাতনাদায়ক বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া বলিলেন, "তাহাই হউক। আমি রাজা দশরথের প্রতিজ্ঞা পালন জন্য জটাধারী ও চীর-ধারী হইয়া বনে গমন করিব, কিন্তু মহারাজ দশরথ কেন যে আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্ভাষণ করিতেছেন না ইহা আমার জানিতে একান্ত বাসনা। আমার এই প্রশ্নে আমার মনের অন্য ভাব মনে করিয়া আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমি চীর ও জটাধারী হইয়া বনে গমন করিব, সুতরাং আপনি আশ্বস্ত হউন। রাজা দশরথ আমার পিতা, গুরু ও হিতকারী। সুতরাং তিনি অস্মৎকৃত উপকারের প্রত্যুপকারার্থ আমাকে যে কোন আদেশ করিবেন, আমি তাহাই নিঃশঙ্কচিত্তে ও আনন্দের সহিত করিতে পারি। অতএব তিনি যে স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিতেছেন না, এই কষ্টে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে। ভরত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং আমি স্বয়ংই সানন্দ চিত্তে তাঁহাকে রাজ্য-ধন সমস্ত প্রদান করিতে পারি, এমন কি সীতা ও অতিপ্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারি। আমি আত্মপ্রতিজ্ঞা ও পিতৃ-আদেশরক্ষার্থ ও আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থ ভরতকে যে রাজ্য দিতে পারি, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি রাজা দশরথকে আশ্বাসিত করুন। তিনি কেন বৃথা লজ্জিত হইয়া অধোমুখে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন? এখনই দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বারোহণে ভরতকে আনিবার জন্য গমন করুক এবং আমিও পিতৃ-বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া চতুর্দ্দশ-বর্ষ বনে বাস করিবার জন্য সত্বর এখান হইতে দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছি।"

"এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং স্থিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনু পালয়ন্ ॥২
ইদন্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি কিমর্থং মাং মহীপতিঃ।
নাভিনন্দতি দুর্দ্ধর্ষো যথাপূর্ব্বমরিন্দমঃ ॥৩
মন্যুর্ন চ ত্বয়া কার্য্যো দেবি ব্রূমি তবাগ্রতঃ।
যাস্যামি তব সুপ্রীতা বনং চীরজটাধরঃ ॥৪
হিতেন গুরুণা পিত্রা কৃতজ্ঞেন নৃপেণ চ।
নিযুজ্যমানো বিশ্রব্ধঃ কিং ন কুর্য্যামহং প্রিয়ম্ ॥৫
অলীকং মানসং ত্বেকং হৃদয়ং দহতীব মে।
স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥৬
অহং হি সীতাং রাজ্যঞ্চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ।
হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বয়ং দদ্যাং ভরতায় প্রচোদিতঃ ॥৭
কিং পুনর্ম্মনুজেন্দ্রেণ স্বয়ং পিত্রা প্রচোদিতঃ।
তব চ প্রিয়কামার্থং প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥৮
তদাশ্বাসয় হ্রীমন্তং কিং ন্বিদং যন্মহীপতিঃ।
বসুধাসক্তনয়নো মন্দমশ্রূণি মুঞ্চতি ॥
গচ্ছন্তু চৈবানয়িতুং দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদদ্যৈব নৃপশাসনাৎ ॥
দণ্ডকারণ্যমেষোঽহং গচ্ছাম্যেব হি সত্বরঃ।
অবিচার্য্য পিতুর্ব্বাক্যং সমা বস্তুং চতুর্দ্দশ ॥১১

অযোধ্যাকাণ্ড ১৯ সর্গ।

শ্রীরামচন্দ্রের এ বাক্যগুলি যথেষ্ট মহত্ত্ব ও বিজ্ঞতার পরিচায়ক। এরূপ সময় এরূপ কথা বলিতে পারা প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। রামচন্দ্র যে কৈকেয়ীকে বলিলেন, আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থও আমি বনে যাইতে স্বীকৃত আছি, ইহাতে কৈকেয়ীর কি কিছুমাত্র লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল না? শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—

"আছুক পিতার কার্য্য তুমি আজ্ঞা কর।
তব আজ্ঞা সকল হইতে মহত্তর॥
তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন।
চতুর্দ্দশ বছর থাকিব গিয়া বন॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

ইহাতে কি কৈকেয়ীর কিছুমাত্র আত্মগ্লানি বোধ করা উচিত ছিল না? কিন্তু কৈকেয়ী এখন নিকৃষ্ট—অসৎপ্রবৃত্তির বশীভূতা, সুতরাং সে কিছুমাত্র লজ্জা বা গ্লানি অনুভব করিল না, বরং হৃষ্ট ও অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিলেন,—

"When Rama thus had made reply
Kaikeyi's heart with joy beat high."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XIX.

"কৈকেয়ী বলেন রাম অগ্রে যাহ বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন॥
রাজার কথায় কোপ না করিহ মনে।
শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাহ বনে॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"হে রাম! তাহাই হউক। দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বারোহণে ভরতকে আনিতে গমন করিবে; কিন্তু সংপ্রতি তুমি বনে যাইতে উৎসুক হইয়াছ, অতএব আমার মতে তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নহে, শীঘ্রই বনে গমন কর। রাজা দশরথ লজ্জিত হইয়াই স্বয়ং তোমাকে কিছু বলিতেছেন না; তুমি তজ্জন্য খেদ করিও না। তুমি যে পর্য্যন্ত এস্থান হইতে বনে গমন না করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নানাহার করিবেন না।"

"এবং ভবতু যাস্যন্তি দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদিহাবর্ত্তয়িতুং নরাঃ॥১৩
তব ত্বহং ক্ষমং মন্যে নোৎসুকস্য বিলম্বনম্।
রাম তস্মাদিতঃ শীঘ্রং বনং ত্বং গন্তুমর্হসি॥১৪
ব্রীড়ান্বিতঃ স্বয়ং যচ্চ নৃপস্ত্বাং নাভিভাষতে।
নৈতৎ কিঞ্চিন্নরশ্রেষ্ঠ মন্যুরেষোহপনীয়তাম্॥১৫

যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতি ত্বরন্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপি বা ॥"১৬

অযোধ্যাকাণ্ড ১৯ সর্গ।

কৈকেয়ী কি কঠিনহৃদয়া ও মিথ্যাবাদিনী। তিনি রামচন্দ্রকে সত্বর বনে পাঠাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেও কুণ্ঠিতা হইলেন না।

"Woe ! Woe ! from the sad monarch burst
In surging flood of grief immersed ;
Then swooning with his wits astray,
upon the gold-wrought couch he lay,"
Griffith's Ramayan Book II .Canto XII.

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া "হা কষ্ট" এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পর্য্যঙ্কে পতিত হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন এবং অবিচলিত চিত্তে কৈকেয়ীকে বলিলেন—"হে দেবি, আমি স্বার্থান্ধ হইয়া এক মুহূর্ত্তও লোকালয়ে বাস করিতে ইচ্ছা করি না, আমি ঋষিদিগের ন্যায় ধর্ম্মনিরত ; ইহা আপনি অবগত হউন। পিতৃশুশ্রূষা ও পিতৃবাক্য পালন করা অপেক্ষা মহত্তম ধর্ম্মাচরণ আর কিছুই নাই, অতএব আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও পরম পূজনীয় পিতার যে কোন প্রিয়কার্য্যসম্পাদন করিতে পারি, তাহা অবশ্যই করিয়া থাকি। পূজনীয় পিতা আমাকে স্বয়ং না বলিলেও আমি আপনার বাক্যানুসারে চতুর্দ্দশ বৎসর নির্জ্জন বনে বাস করিব। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আপনি আমার ভিতর কোনই গুণ দেখিতেছেন না, নতুবা আপনি স্বয়ং আমাকে আপনার অভিপ্রায় না জানাইয়া পিতাকে আমার প্রতি আদেশ করিতে বলিতেন না। অদ্যই আমি মাতার অনুমতি লইয়া এবং সীতাকে অনুনয় করিয়া দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। অধুনা ভরত যাহাতে রাজ্য পালন করেন এবং পিতাকে শুশ্রূষা করেন, তাহার ব্যবস্থা করাই আপনার কর্ত্তব্য, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।"

"নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
বিদ্ধি মামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্ম্মমাস্থিতম্॥ ২০
যত্তত্রভবতঃ কিঞ্চিচ্ছক্যং কর্ত্তুং প্রিয়ং ময়া।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য সর্ব্বথা কৃতমেব তৎ ॥২১
ন হ্যতো ধর্ম্মচরণং কিঞ্চিদস্তি মহত্তরম্।
যথা পিতরি শুশ্রূষা তস্য বা বচনক্রিয়া ॥২২
অনুক্তোঽপ্যত্র ভবতা ভবত্যা বচনাদহম্।
বনে বৎস্যামি বিজনে বর্ষাণীহ চতুর্দ্দশ ॥২৩
ন নূনং ময়ি কৈকেয়ি কঞ্চিদাশংসসে গুণম্।
যদ্রাজানমবোচস্ত্বং মমেশ্বরতরা সতী ॥২৭
যাবন্মাতরমাপৃচ্ছে সীতাং চানুনয়াম্যহম্;
ততোঽদ্যৈব গমিষ্যামি দণ্ডকানাং মহদ্বনম্ ॥২৫
ভরতঃ পালয়েদ্রাজ্যং শুশ্রূষেচ্চ পিতুর্যথা।
তথা ভবত্যা কর্ত্তব্যং স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥"২৬

অযোধ্যাকাণ্ড ১৯ সর্গ।

কৈকেয়ী যদি স্বার্থান্ধা হইয়া তখন জ্ঞানহারা না হইতেন, তবে রামচন্দ্রের একথাগুলিতে বিশেষ লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে সাদরে কোলে তুলিয়া লইতেন।

শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষোভ রহিল যে, কৈকেয়ী রামচন্দ্রের মধ্যে কোন গুণ দেখিলেন না। প্রকৃত পক্ষে রামচন্দ্র কৈকেয়ীর বাক্যেই বনে গেলেন। দশরথ স্বয়ং তাহাকে বনবাসী হইতে বলেন নাই। রাম তাহাই প্রকারান্তরে কৈকেয়ীকে বলিলেন, কৈকেয়ীর আদেশই রামের পক্ষে যথেষ্ট, কেন না কৈকেয়ী তাঁহার পূজনীয়া গুরু ব্যক্তি। সে জন্যই রাম বলিলেন, কৈকেয়ী তাঁহার অভিপ্রায় দশরথকে উপলক্ষ্য করিয়া না জানাইয়া স্বয়ং জানাইলেও তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইত। এইরূপ নিজ স্বার্থ বিরুদ্ধ জীবনান্তকর গুরুজনভক্তি যিনি দেখাইতে, পারেন, তিনি কি দেবতুল্য পুরুষ নহেন?

রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া রাজা দশরথ একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রাম সংজ্ঞাবিহীন পিতা ও লজ্জাহীনা বিমাতা কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

"In speechless woe the father heard
Wept with loud cries but spoke no word,"
Griffith's Ramayau, Book 11, Canto XII.

লক্ষ্মণ রামের নিকট সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধমনে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে রামের অনুসরণ করিলেন। রাম মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া যোগী পুরুষের ন্যায় ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক ধীরে ধীরে পদব্রজে মাতৃ-সকাশে যাইতে লাগিলেন।

"ধারয়ন্ মনসা দুঃখং ইন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য চ"

বাহ্যতঃ তাঁহার মনঃকষ্টের ভাব কেহই বুঝিতে পারিল না, তাঁহার বদনমণ্ডলে অতুলনীয় শোভা স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছিল। "শারদীয় পূর্ণ চন্দ্র যেরূপ স্বাভাবিক তেজ বা শোভা ত্যাগ করে না, সেইরূপ ধৈর্য্যশীল রামচন্দ্রও তাঁহার স্বাভাবিক হর্ষ ত্যাগ করেন নাই।"

"উচিতঞ্চ মহাবাহুর্ন জহৌ হর্ষমাত্মবান্।
শারদঃ সমুদীর্ণাংশুশ্চন্দ্রস্তেজ ইবাত্মজম্॥"৩৭

অযোধ্যাকাণ্ড ১৯ সর্গ।

"The loss of empire could not dim
The glory that encompassed him.
* * * *
Nor could the gay clad people there
Who flocked round Rama true and fair,
One sign of altered fortune trace.
Upon the splendid hero's face.
Nor had the chieftain, mighty-armed.
Lost the bright look all hearts that charmed,

As e'en from autumn moons is thrown
A splendour which is all their own."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XIX.

কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি অতি সমারোহে দ্রুতগামী অশ্বসংযুক্ত রৌপ্যরথে আরোহণ করিয়া রাজ্যাভিষেক উদ্দেশ্যে পিতৃ সন্নিধানে আসিয়াছিলেন, আর এখন তিনি অতি দীনভাবে পদব্রজে মাতৃ-সন্নিধানে যাইতেছেন চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাইতে হইবে, অতএব মাতার নিকট বিদায় লইবার উদ্দেশ্যে তিনি মাতৃ-সন্নিধানে যাওয়ার সময় রথ লইলেন না, অনুচরগণকে বিদায় দিলেন, অনুসরণকারিগণকে ও বন্ধুবর্গকে মিষ্টবাক্যে তাঁহার অনুসরণ হইতে বিরত করিলেন, অভিষেক-শালার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না, সকলকে সুমধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া ধীরে ধীরে দীনভাবে মাতৃ-সন্নিধানে চলিলেন। তিনি বন্ধুবর্গকে তাঁহার আকস্মিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের বিষয় কিছুই জানাইলেন না, কেন না,—

"Where all were gay with hope and joy ;
But well he knew the dire event
That hope would mar, that bliss destroy.
So to his grief he would not yield
Lest the sad change their hearts might rend,
And the dread tidings unrevealed,
Spared from the blow each faithful friend."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XIX.

তিনি স্বজন সকলকে অকস্মাৎ বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিতে সঙ্কুচিত হইলেন ও মনঃকষ্ট অনুভব করিলেন।

"Behind him came Sumitra's child
With weeping eyes so sad and wild."
Griffith's Ramayan Book II Canto XIX.

কেবলমাত্র লক্ষ্মণ অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এই লক্ষ্মণই পিতৃ-সন্নিধানে যাওয়ার সময় রথের উপর আনন্দে চামর ব্যজন করিতেছিলেন।

যে মহাপুরুষ এইরূপ আকস্মিক অভাবনীয় ও শোচনীয় অবস্থা-পরিবর্ত্তনে কিছুমাত্র ক্লিষ্ট না হন, তিনি দেবতুল্য পুরুষ, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুখ-পালিত রাজনন্দন হইতে হঠাৎ জটাধারী, ফলমূলাহারী, বনবাসী ভিখারী সাজা সহজ শোচনীয় পরিবর্ত্তন নহে। কিন্তু রামচন্দ্র এরূপ শোচনীয় অবস্থা-পরি-বর্ত্তনেও অটল ও অবিচলিত রহিলেন, ইহা অপরিসীম বীরত্বব্যঞ্জক। একার্য্যে কতদূর মানসিকবল ও জ্ঞানবলের আবশ্যক, তাহা অনুমান করাও সুকঠিন।

শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষমতা অসাধারণ, তিনি চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখাইলেন না, সকলেই তাঁহাকে হৃষ্টচিত্ত বলিয়া বোধ করিলেন। তিনি নিজের দুঃখ ও কষ্টের কথা কিছুমাত্র মনে করিলেন না, কিন্তু পিতামাতার ও আত্মীয়স্বজনের ভাবি-বিচ্ছেদ-জনিত কষ্টের জন্য আতঙ্কিত হইলেন।

ন চৈব রামোঽত্র জগাম বিক্রিয়াং।

সুহৃজ্জনস্যাত্মবিপত্তিশঙ্কয়া ॥" ৪০

অযোধ্যাকাণ্ড ১৯ সর্গ।

"শ্রীরামো সেরূপ চির পরিচিত
হরিষ ত্যজিলা নাই।
আনন্দিত বলি, হইলা বিদিত
সে সব জনার ঠাঁই ॥

পাছে পিতা মাতা, বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ করে বিসর্জ্জন।
এই ভয় শুধু অন্তরে তাঁহার
উপস্থিত অনুক্ষণ ॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র যে কতদূর মহান্ ও উদার ছিল, তাহা অনুমান করাও সাধারণের দুঃসাধ্য।

২০শ সর্গ। রাম-বনবাসের প্রস্তাবশ্রবণে রাজান্তঃপুরস্থা রাণীগণের আক্ষেপ এবং কৌশল্যার বিলাপ।

'But in the monarch's palace, when
Sped from the bower that lord of men,
Up from the weeping women went
A mighty wail and wild lament :"

Griffith's Ramayan Book II, Canto XX.

"শ্রীরামের বনবাস, দণ্ডক অরণ্যবাস
এই দুই বার্ত্তা অমঙ্গল।
রাজ-অন্তঃপুর মাঝে প্রচারিত হ'ল ক্রমে
হাহাকার পূর্ণ সর্ব্বস্থল।"

৺রামকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশরথের অসংখ্য রাজমহিষী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই রাম-বনবাসের কথা শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহতা হইলেন এবং দশরথের নিন্দাপূর্ব্বক নানা প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

"চীৎকার করিয়া সবে করি হাহাকার।
বলিতে লাগিলেন দুখ শোকে বারংবার॥
"হায় হায় একি হল একি সর্ব্বনাশ।
কোথা রাজ্যলাভ আর কোথা বনবাস॥
পিতার আদেশ নাহি পেলেও যে রাম।
লইতেন আমাদের তত্ত্ব অবিরাম॥
আজি কি না সেই রাম চলিলেন বনে।
তাই হল কভু যাহা ভাবি নাই মনে॥
জন্মাবধি যেই রাম মায়ের মতন।
শ্রদ্ধাভক্তি আমাদিগে করে অনুক্ষণ॥
কেহ কিছু কৈলে তাঁরে কঠোর বচনে।
কভু না করেন ক্রোধ ক্ষমা করে মনে॥
অন্যের যাহাতে হয় ক্রোধের উদয়।
হেনবাক্য মুখে যার নির্গত না হয়॥
বরঞ্চ অপরে ক্রোধে অভিভূত হ'লে।
তোষেন তাহারে যিনি মিষ্ট কথা ব'লে॥
আজি কি না সেই রাম প্রসন্নবদন।
ত্যজিয়া অযোধ্যাপুরী চলিলেন বন॥"

রামকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রামচন্দ্র অপরাপর রাজমহিষীগণেরও যথেষ্ট প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদেরও যথেষ্ট তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। রামচন্দ্রের উদারতা ও সর্ব্বজন-প্রিয়তার ইহাও এক নিদর্শন বটে। বিমাতৃগণের প্রীতিভাজন হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। বিশেষ দুই একজন বিমাতা নহেন, শতাধিক। ধেনু বৎসহীন হইলে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে, রাম-বনবাসের কথা শ্রবণে রাজমহিষীগণও সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি স্বামী রাজা দশরথ সর্ব্বলোকের গতিস্বরূপ রামকে পরিত্যাগ করিয়া জীবলোক বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

"অবুদ্ধির্বত নো রাজা জীবলোকঞ্চরত্যয়ম্।
যো গতিং সর্ব্বভূতানাং পরিত্যজতি রাঘবম্॥ ৫

ইতি সর্ব্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।
পতিমাচুক্রুশুশ্চাপি সস্বনং চাপি চুক্রুশুঃ॥"৬

অযোধ্যাকাণ্ড ২০শ সর্গঃ।

'Our lord the king is most unwise,
And looks on life with doting eyes,
Who in his folly casts away
The world's protection, hope, and stay.,
Thus in their woe, like kine bereaved
Of their young calves, the ladies grieved,
And ever as they wept and wailed
With keen reproach the king assailed."

Griffith's Ramayan, Book II Canto XX.

রাজা দশরথ রাজমহিষীগণের সেই দারুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে পুত্রশোকে অধিকতর কাতর হইয়া আসনোপরি একেবারে বিলীন হইয়া পড়িলেন।

"স হি চান্তঃপুরে ঘোরমার্ত্তশব্দং মহীপতিঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা ব্যালীয়তাসনে॥" ৭

অযোধ্যাকাণ্ড ২০শ সর্গ।

'Their lamentation, mixed with tears,
Smote with new grief the monarch's ears,
Who, burnt with woe too great to bear,
Fell on his couch and fainted there."

Griffith's Ramayan, Book II, Canto XX.

জননীগণের এরূপ কাতরতা দেখিয়া রামের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তাঁহার চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইল, তিনি বন্ধ-কুঞ্জরের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভ্রাতা লক্ষণের সহিত মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

"রামস্তু ভৃশমায়স্তো নিঃশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ।
জগাম সহিতো ভ্রাতা মাতুরন্তঃপুরং বশী॥" ৮

অযোধ্যাকাণ্ড ২০শ সর্গ।

"Then Rama, smitten with the pain
His heaving heart could scarce restrain,
Groaned like an elephant and strode
With Lakshman to the queen's abode."

Griffith's Ramayan, Book II, Canto XX.

এ অবস্থায়ও রামচন্দ্র যে ক্ষণমাত্র বিচলিত হইয়া আত্ম-ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট বীরত্ব ও মহত্ত্ব। শোক-দুঃখের প্রাকৃতিক নিয়মই এই যে, অন্যকে শোকাভিভূত হইয়া কান্দিতে দেখিলে নিজেরও কান্না আসে, বিশেষতঃ এস্থলে রামচন্দ্রের জন্যই সকলে শোকাকুল হইয়াছেন। সুতরাং রামচন্দ্র বিশেষ ধৈর্য্যশীল হইলেও যে, পরিবারবর্গের শোক-ব্যাকুলতা দেখিয়া কিছু বিচলিত হইবেন—কিছু ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

রাম মাতৃ-অন্তঃপুরে যাইয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন—সেই পূতচরিত্রা দেবী রামের কল্যাণার্থ দেবার্চ্চনায় নিযুক্তা আছেন।

"করেন কৌশল্যা দেবী দেবতা পূজন।
ধূপধুনা ঘৃতে দীপ জ্বালিয়া তখন॥
নানা উপহারে রাণী পূরিয়াছে ঘর।
* * * *
হেন কালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী মনের আনন্দে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

কৌশল্যা দেবী স্বীয় আনন্দবর্দ্ধন নন্দনকে বহু সময়ের পর সমাগত দেখিয়া, হর্ষ সহকারে স্ব-তনয়ের প্রতি ধাবিতা ঘোটকীর ন্যায় হর্ষান্বিতা হইয়া রামের অভিমুখে গমন করিলেন। রাম মাতার চরণ বন্দনা করিলেন।

"সা চিরস্যাত্মজং দৃষ্ট্বা মাতৃনন্দনমাগতম্।
অভিচক্রাম সংহৃষ্টা কিশোরং বড়বা যথা॥"২০

অযোধ্যাকাণ্ড ২০শ সর্গ।

কৌশল্যা দেবী রামকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "হে রঘুনন্দন, তুমি মহাত্মা ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিদিগের আয়ুঃ ও কীর্ত্তি লাভ কর এবং কুলোচিত ধর্ম্মের

অনুবর্ত্তী হও। তোমার ধর্ম্মাত্মা পিতা রাজা দশরথ যে কিরূপ সত্য-প্রতিজ্ঞ, তাহা তুমি অবলোকন কর; তিনি অদ্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।"

এই ধর্ম্মানুরক্তা কৌশল্যা দেবীর আশীর্ব্বাদ-বাক্যগুলিও ধর্ম্মোপদেশ-পূর্ণ। এরূপ পুণ্যশীলা মাতার গর্ভ ব্যতীত রামচন্দ্রের ন্যায় ধার্ম্মিক পুত্রের জন্ম অসম্ভব।

কৌশল্যাদেবী রামচন্দ্রকে বসিতে আসন দিলেন এবং ভক্ষণের জন্য অনুরোধ করিলেন।

'So long away, she flew to meet
The darling of her soul:
So runs a mare with eager feet
To welcome back her foal.
He with his firm support upheld
The queen, as near she drew,
And, by maternal love impelled,
Her arms around him threw.
Her hero son, her matchless boy
She kissed upon the head:
She blessed him in her pride and joy
With tender words, and said:

'Be like thy royal sires of old,
The nobly good, the lofty-souled!
Their lengthened days and fame be thine,
And virtue, as beseems thy line!
The pious king, thy father, see
True to his promise made to thee:
That truth thy sire this day will show,
And regent's power on thee bestow."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XX.

এই সকল বিস্তারিত বর্ণনা দৃষ্টে মাতা পুত্রে কি মধুর ও কি স্বর্গীয় ভাব ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

রাম মাতৃসম্মানার্থ মাতৃ-প্রদত্ত আসন স্পর্শমাত্র করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি বোধ হয় আমাদের উপস্থিত বিপদের বিষয় অবগত নহেন।" অতঃপর রাম সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিলেন "এখন আর এ বহুমূল্য আসন আমার বসিবার উপযুক্ত নহে, কুশনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিবার সময় আমার উপস্থিত হইয়াছে, কেন না, আমায় চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বল্কল পরিধান করিয়া ফলমূল ভক্ষণপূর্ব্বক জীবনধারণকরতঃ নির্জন বনে বাস করিতে হইবে।"

"শুনিয়া পড়িল রাণী হইয়া মূর্চ্ছিত। | মা মা বলিয়া রাম ডাকেন ত্বরিত।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

রামের বাক্য শ্রবণে অরণ্যে কুঠার-কর্ত্তিত শালশাখার ন্যায় কৌশল্যাদেবী হঠাৎ হতজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিতা হইলেন, তাহাতে স্বর্গভ্রষ্টা সুরনারীর ন্যায় তাঁহার শোভা হইল।

"সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা॥"৩২

অযোধ্যাকাণ্ড ২০ সর্গ।

ছিন্ন-কদলীবৃক্ষের ন্যায় মাতাকে ভূতলে পতিতা দেখিয়া রাম তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার গাত্রধূলি মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। ঘোটকী যেমন গুরুভার বহনের পর ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইয়া সেই ভারবহন-জনিত পরিশ্রম অপনোদন করে, দেবী কৌশল্যাও যেন সেইরূপ পুত্রের রাজত্বনাশ ও বনবাস ঘটনারূপ গুরুতর ভারে নিরতিশয় পরিশ্রান্তা হইয়াই উহার অপনোদন জন্য ভূতল-ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন।

"উপাবৃত্যোত্থিতাং দীনাং বড়বামিব বাহিতাম্।
পাংশুগুণ্ঠিতসর্ব্বাঙ্গীং বিমমর্ষ চ পাণিনা॥"৩৪

অযোধ্যাকাণ্ড ১৯শ সর্গ।

'When Rama saw her lying low,
Prostrate by too severe a blow,
Around her form his arms he wound
And raised her fainting from the ground,
His hand upheld her like a mare
Who feels her load too sore to bear,
And sinks upon the way o'ertoiled,
And all her limbs with dust are soiled.
He soothed her in her wild distress
With loving touch and soft caress."

Griffith's Rsmayan Book II, Canto XX.

কৌশল্যা দেবী সংজ্ঞালাভ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন—

"যদি পুত্র ন জায়েথা মম শোকায় রাঘব।
ন স্ম দুঃখমতো ভূয়ঃ পশ্যেয়মহমপ্রজা ॥"৩৬ ইত্যাদি

অযোধ্যাকাণ্ড ২০শ সর্গ।

"হে রাম, বন্ধ্যাদিগের পুত্রাভাবজনিত দুঃখ ব্যতীত অন্য কোন দুঃখ থাকে না। তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সত্য, কিন্তু তোমার জন্য এখন যে দুঃখ পাইলাম, তাহা বন্ধ্যার দুঃখ হইতেও অধিক।"

"হে রাম, আমি স্বামীর রাজত্বে কোন কল্যাণ বা সুখলাভ করি নাই, এত কাল পরে পুত্রের পৌরুষে সুখলাভ করিব আশা ছিল, কিন্তু তোমার পৌরুষ-প্রকাশের সময় হইয়া থাকিলেও সে আশায় এখন আমাকে নিরাশ হইতে হইল। আমি প্রধানা মহিষী হইয়াও কনিষ্ঠা সপত্নীদিগের মর্ম্মান্তিক বাক্যবাণে আমাকে জ্বালাতন হইতে হইবে। আমার যেরূপ অপরিসীম দুঃখ, নারীদিগের ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে?

"তুমি সম্মুখে থাকিতেই আমি রাজা দশরথকর্ত্তৃক এইরূপে লাঞ্ছিতা হইলাম, তুমি বিদেশস্থ হইলে আমার কি ঘটিবে? নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, বোধ হয়। আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, সর্ব্বদাই তিনি আমাকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর তুল্য—কি তদপেক্ষাও

নিকৃষ্ট মনে করিয়াছেন। যে সকল দাসদাসী প্রভৃতি আমার সেবা বা অনু-বর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহারাও কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করে না। একেই আমি তোমার বিচ্ছেদশোকে অত্যন্ত কাতর থাকিব, তাহাতে আবার কোপনস্বভাবা, কটুভাষিণী কৈকেয়ীর মুখের দিকে কি প্রকারে তাকাইব?

"অষ্টমবর্ষে তোমার উপনয়ন হয়, তদবধি আমি দুঃখাবসান আশা করিয়া সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছি, কিন্তু অধুনা আমি এরূপ জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি যে, সপত্নীদিগের অসীম দুঃখজনক কুব্যবহার আর সহ্য করিতে অভ্যস্ত নই।"

এস্থলে গ্রীফিথ সাহেবের অনুবাদ বড়ই সুন্দর, তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

'If, Rama, thou had ne'er been born
My child to make thy mother mourn,
Though reft of joy, a childless queen,
Such woe as this I ne'er had seen.
Though to the childless wife there clings
One sorrow armed with keenest stings,
No child have I : no child have I,
No second misery prompts the sigh.
When long I sought, alas, in vain,
My husband's love and bliss to gain,
In Rama all my hopes I set
And dreamed I might be happy yet.
I, of the consorts first and best,
Must bear my rivals taunt and jest,
And brook, though better far than they,
The soul-distressing words they say.
What woman can be doomed to pine
In misery more sore than mine,

Whose hopeless days must still be spent
In grief that ends not and lament?
They scorned me when my son was nigh;
When he is banished I must die.'

Griffith's Ramayan Book II, Canto XX.

কৌশল্যাদেবী এইরূপ আরও বিলাপ করিলেন—

"পূর্ণেন্দু সমান তব সুন্দর বদন।
না দেখি কিরূপে প্রাণ করিব ধারণ॥
তোমা ধনে হারা হ'য়ে ওরে যাদুমণি।
কেমনে বঞ্চিব কাল দিবস রজনী॥
হায় হায় অতঃপর সকলে মিলিয়া।
আক্ষেপিবে দুঃখে মম এ কথা বলিয়া॥
দীনা কৌশল্যার হায় বিফল জীবন।
চিরকাল দুঃখে গেছে সতার কারণ॥
অতি মন্দ ভাগ্যবতী আমি রে ধরায়।
কত কষ্টে উপবাসে বাড়ানু তোমায়॥
দুরদৃষ্টক্রমে মোর হায় রে কপাল।
সাধ পণ্ড হয়ে গেল ঘটিল জঞ্জাল॥
বর্ষাজলে নদীকূল সম এ হৃদয়।
যে কালে বিদীর্ণ নাহি এত দুঃখে হয়॥
সে কালে নিশ্চয় ইহা হয় হেন জ্ঞান।
নিতান্ত কঠিন লৌহ-মিশ্রিত পাষাণ॥
এই হতভাগিনীর নাহিরে মরণ।
যমের গৃহেও স্থান নাহি কদাচন॥"
"মৃগীরে সহসা যথা লয় মৃগরাজ।
যম কেন মোরে তথা না লইল আজ॥
বুকচেরা ধন রাম এখন নিশ্চয়।
জানিনু এ বুক লৌহ ছাড়া কিছু নয়॥
এ দুখ-সংবাদ তব বদন কমলে।
যেমন শুনিনু আমি পড়িনু ভূতলে॥
কিন্তু তবু এ হৃদয়—এ পোড়া হৃদয়।
বিদীর্ণ হল না হায় লোহাই নিশ্চয়॥
দুখভার নিপীড়িত এই দেহখণ্ড।
চূর্ণ নাহি হয়ে গেল হয়ে শত খণ্ড॥
কাজেই এখন মোর এই বোধ হয়।
অকালে সবার মৃত্যু হস্তগত নয়॥
যদি তা হ'ত তবে এখনি তাহারে।
দেখিবারে পাইতাম দুঃখ জুড়াবারে॥
বাছারে তোমারে বনে করি বিসর্জ্জন।
এ ছার জীবনে মোর কি বা প্রয়োজন॥
বৎসের পিছনে যথা ধেনু ধেয়ে যায়।
সেইরূপ আছি আমি স্নেহ-প্রেরণায়॥
তব পাছু পাছু বাছা অরণ্যে যাইব।
যথা তুমি তথা আমি সর্ব্বদা থাকিব॥
হায় হায় প্রিয়তম তনয়ের তরে।
তপ জপ ব্রত কৈনু দিবানিশি ধ'রে॥
ঊষর ক্ষেত্রেতে উপ্ত বীজের মতন।
সকলি নিষ্ফল হল ললাটলিখন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

কৌশল্যাদেবীর এইরূপ হৃদয়-বিদারক বিলাপ শ্রবণে কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত

হয়। কৌশল্যা প্রধানা রাজমহিষী হইলেও রাজা দশরথ তাঁহাকে নিতান্ত তাচ্ছীল্য করিতেন, সপত্নীগণ নির্য্যাতন করিতেন, কোপনস্বভাবা কটুভাষিণী কৈকেয়ী সতত জ্বালাতন করিতেন। তিনি যদিও বহু আরাধনা ও দেবার্চ্চনার ফলে একমাত্র পুত্ররত্ন পাইয়াছেন,সে পুত্রও দুর্ব্বৃত্তা কৈকেয়ীর চক্রান্তে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী হইতে চলিল, সুতরাং রাজমহিষী কৌশল্যার মর্ম্মবেদনা অসীম। তিনি সৌভাগ্যবতী হইলেও তাঁহার ন্যায় দুঃখিনী রমণী অতি বিরল। তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি নানাবিধ সদ্‌গুণসম্পন্না একান্ত ভক্তিশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। ভক্তি ও ধর্ম্মের সঙ্গে দুঃখের বড় নিকট সম্বন্ধ। যাহারা দুঃখের দাহনে জ্বালাতন হইয়াছেন, তাঁহাদের সদ্‌বৃত্তি সকল ভক্তি ধর্ম্ম প্রভৃতি সদ্‌গুণে প্রদীপ্ত হয় এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ইহাই সংসারের নিয়ম ও ভগবানের লীলা। ভগবান্ সংসারে চক্রবৎ সুখ দুঃখ পরিভ্রমণ করাইতেছেন—লোকশিক্ষার জন্য। কৌশল্যা দুঃখিনী সুতরাং সদ্‌গুণ-সম্পন্না, ভক্তিশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা। রামায়ণের কৌশল্যাচরিত্র একটি স্বর্গীয় পবিত্র, স্বাভাবিক আদর্শ-আলেখ্য।

২১ সর্গ। লক্ষ্মণের ক্রোধ ও রামের প্রতি কৌশল্যার বনগমন-নিষেধ।

লক্ষ্মণ কৌশল্যার মর্ম্মভেদী বিলাপবাক্য শুনিয়া প্রথম ধীরভাবে কৌশল্যা-দেবীকে বলিলেন—

'O honoured Queen I like it ill
That, subject to a woman's will,
Rama his royal state should quit
And to an exile's doom submit.
The aged king, fond, changed, and weak,
Will as the queen compels him speak.
But why should Rama thus be sent
To the wild woods in banishment?
No least offence I find in him,
I see no fault his fame to dim.

Not one in all the world I know,
Not outcast wretch, not secret foe,
Whose whispering lips would dare assail
His spotless life with slanderous tale.
Godlike and bounteous, just, sincere,
E'en to his very foemen dear :
Who would without a cause neglect
The right, and such a son reject ?
And if a king such order gave,
In second childhood, passion's slave,
What son within his heart would lay
The senseless order, and obey ?'

Griffith's Ramayan Book, II Canto XXI.

"হে দেবি, রঘুনন্দন রাম স্ত্রীলোকের বাক্যানুসারে রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া যে বনগমন করিবেন, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। রাজা দশরথ বিকৃত-বুদ্ধি এবং বৃদ্ধবয়সে নিতান্ত কামুক হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও সংজ্ঞান থাকিলে তিনি কখনও সর্ব্বলোকপ্রিয়, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, দেবতুল্য, জিতেন্দ্রিয় নন্দন রামচন্দ্রের প্রতি বিনাপরাধে বিনাকারণে বনবাস-আজ্ঞা দিতে পারিতেন না। অতএব এতাদৃশ অবস্থাপন্ন রাজা দশরথের এইরূপ আদেশ কোন্ পুত্র প্রতিপালন করিতে পারে ?"

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

'Come, Rama, ere this plot be known
Stand by me and secure the throne.
Stand like the king who rules below,
Stand aided by thy brother's bow :
How can the might of meaner men
Resist thy royal purpose then ?
My shafts, if rebels court their fate,
Shall lay Ayodhya desolate.

Then shall her streets with blood be dyed
Of those who stand on Bharat's side :
None shall my slaughtering hand exempt,
For gentle patience earns contempt.
If, by Kaikeyi's counsel changed,
Our father's heart be thus estranged,
No mercy must our arm restrain,
But let the foe be slain, be slain.
For should the guide, respected long,
No more discerning right and wrong,
Turn in forbidden paths to stray,
'Tis meet that force his steps should stay.
What power sufficient can he see,
What motive for the wish has he,
That to Kaikeyi would resign
The empire which is justly thine ?
Can he, O conqueror of thy foes,
Thy strength and mine in war oppose ?
Can he entrust, in our despite,
To Bharat's hand thy royal right ?"

Griffith's Ramayan, Book II, Canto XXI.

"হে রাঘব, এই বিষয় কেহ জানিবার পূর্ব্বেই আপনি রাজ্য অধিকার করিয়া বসুন। আমি অস্ত্র ধারণ করিয়া আপনার সাহায্য করিব, যাহারা আপনার বিরুদ্ধাচারী ও ভরতের পক্ষাবলম্বী হইবে, তাহাদিগকে বিনাশ করিব, এমন কি স্বয়ং রাজা দশরথকেও বিনাশ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না, কেন না, গুরুজন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানরহিত হইয়া কদাচারী হইলে সেও দণ্ডনীয়। আপনার ও আমার সহিত শত্রুতা সংসাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য প্রদান করে এমন সাধ্য কাহারও নাই।"

লক্ষ্মণের চরিত্রের পরিচয় এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই, এই স্থান হইতেই তাঁহার চরিত্রের বিকাশ আরম্ভ।

রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের কি প্রকার আসক্তি ও ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল, তাহা তাঁহার এ সময়ের একটি বাক্যেই প্রকাশ পায়। তিনি কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"অনুরক্তোঽস্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্ত্বতঃ।
সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে ॥১৬
দীপ্তমগ্নিমরণ্যং বা যদি রামঃ প্রবেক্ষ্যতি।
প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি ত্বং পূর্ব্বমবধারয় ॥" ১৭

"হে দেবি, আমি সত্য, দান, ধনু ও ইষ্ট বিষয় দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভ্রাতা রামের প্রকৃত অনুরক্ত। যদি তিনি প্রদীপ্ত অনলে বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আমি অগ্রেই তাহাতে প্রবেশ করিব, ইহা আপনি অবধারণ করুন।" লক্ষ্মণ তেজঃপূর্ণ ছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

"অকারণে ধরি এ আজানু-বাহুদণ্ড।
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড।
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল।
আজ্ঞা কর ভরতেরে করিব নির্ম্মূল॥
সকল হইল ব্যর্থ সকল সম্পদ।
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

"হরামি বীর্য্যাদ্দুঃখং তে তমঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ।
দেবী পশ্যতু মে বীর্য্যং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু॥" ১৮

অযোধ্যাকাণ্ড ২১ সর্গ।

"হে দেবি, এখন আপনি ও রঘুনন্দন রাম আমার পরাক্রম দেখুন। যেরূপ উদিত সূর্য্য প্রভূত অন্ধকার বিনাশ করেন, আমিও সেইরূপ আপনার দুঃখ বিনাশ করিব।"

'I love this brother with the whole
Affection of my faithful soul,
Yea, Queen, by bow and truth I swear,
By sacrifice, and gift, and prayer,

If Rama to the forest goes,
Or where the burning furnace glows,
First shall my feet the forest tread,
The flames shall first surround my head.
My might shall chase thy grief and tears,
As darkness flies when morn appears.
Do thou, dear Queen, and Rama too
Behold what power like mine can do.
My aged father I will kill,
The vassal of Kaikeyi's will,
Old, yet a child, the womans thrall,
Infirm, and base, the scorn of all."

Griffith's Ramayan, Book II, Canto XXI.

এ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে—লক্ষ্মণ কেবল ছায়ার ন্যায় রামের অনুগামী। এখন বাক্যে রামের প্রতি তাঁহার অসীম আসক্তি ও স্বচরিত্রগত স্বাভাবিক তেজস্বিতা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এস্থানে আরও দেখা যাইতেছে যে, রামের পিতার প্রতি যেরূপ ধর্ম্মভাব ও ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, লক্ষ্মণের সেরূপ ছিল না। অন্যায় আচরণ করিলে লক্ষ্মণ পিতাকেও বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। ইহা দ্বারা লক্ষ্মণ যে অধার্ম্মিক ছিলেন, তাহা বলা যায় না, তবে রামের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্মভাব সুগভীর ছিল না। যাহার কোন এক বৃত্তি প্রবল থাকে, তাহার অপরাপর বৃত্তি-গুলি তত প্রবল হইতে পারে না, লক্ষ্মণের বীরভাব ও তেজোভাব প্রবল ছিল, সুতরাং ধর্ম্মভাব তত প্রবল ও সুগভীর হইতে পারে নাই।

মহাত্মা লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া শোকাকুলা কৌশল্যা দেবী রোদন করিতে করিতে রামকে বলিতে লাগিলেন—

'Now thou hast heard thy brother, take
His counsel if thou hold it wise,
And do the thing his words advise.
Do not, my son, with tears I pray,

My rival's wicked word obey.
Leave me not there consumed with woe,
Nor to the wood, an exile, go.
If thou, to virtue ever true,
Thy duty's path would still pursue,
The highest duty bids thee stay
And thus thy mother's voice obey."

* * * *

"If reverence to thy sire be due,
Thy mother claims like honour too,
And thus I charge thee, O my child,
Thou must not seek the forest wild.
Ah, what to me were life and bliss,
Condemned my darling son to miss?
But with my Rama near, to eat
The very grass itself were sweet.
But if thou still will go and leave
Thy hapless mother here to grieve,
I from that hour will food abjure,
Nor life without my son endure.
Then I will be thy fate to dwell
In depth of world-detested hell."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXI.

"পুত্র, তুমি লক্ষ্মণের বাক্য ত শ্রবণ করিলে; এ অবস্থায় তোমার রাজত্ব করাই উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, এখন আমার সপত্নী-বাক্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার এখান হইতে গমন করা উচিত নহে। তুমি ধার্ম্মিক, তোমার যদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সেবা শুশ্রূষা কর তাহাতেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারিবে। রাজা দশরথ তোমার পূজনীয় বটে, কিন্তু আমি তোমার ততোধিক পূজ্যতমা। আমি তোমার বনগমনে অনু-

মতি প্রদান করিতেছি না, অতএব তোমার বনে যাওয়া উচিত নহে। বিশেষ তুমি বনে গেলে আমি শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তাহা হইলে তুমি বিশেষ দুঃখ পাইবে।"

"মায়ের বচন লঙ্ঘ পিতৃবাক্য ধর।
পিতা হৈতে মাতা তব অতি মহত্তর॥
গর্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন দিয়া পোষে।
হেন মাতৃ আজ্ঞা তুমি লঙ্ঘ কোন্ দোষে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রামচন্দ্র কাতরভাবে কৌশল্যা দেবীকে বলিলেন—

"I have no power to slight or break
Commandments which my father spake.
I bend my head, dear lady, low
Forgive me, for I needs must go."

* * * *

"And resolute will I fulfil
My father's word, my father's will.
Nor I, O Queen, unsanctioned tread
This righteous path, by duty led :
The road my footsteps journey o'er
Was traversed by the great of yore.
This high command which all accept
Shall faithfully by me be kept,
For duty ne'er will him forsake
Who fears his sires command to break"

Griffith's Ramayan Book 11, Canto XXI.

"মা, আমার পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা নাই। বিজ্ঞ কণ্ডু ঋষি ধর্ম্ম জ্ঞাত থাকিয়াও পিতৃবাক্য প্রতিপালনার্থ গোবধ করিয়াছিলেন; আমাদিগেরপূর্ব্ব পুরুষ সগর রাজার পুত্রগণ পিতৃবাক্য পালনার্থ পৃথিবী খনন করিতে গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরশুরাম পিতার আদেশে স্বীয় জননী রেণুকাকে পরশু দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ও অপরাপর অনেক দেব-তুল্য সদাচরী ব্যক্তিগণ অকাতরে পিতৃ-আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন,

অতএব আমিও পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। আমি কোন নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতেছি না, পূর্ব্বতন মহাত্মাগণের ধর্ম্মানুমোদিত পন্থাই অনুসরণ করিতেছি। অতএব আমি পিতৃ-আদেশে বনে যাওয়া স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি।"

রামচন্দ্র এসকল কথা, এসব পৌরাণিক কাহিনী কোথায় পাইলেন? ইহা কি মহাত্মা বিশ্বামিত্র ঋষির শিক্ষার ফল নহে? সেই একই শিক্ষা রামচন্দ্রের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণ চরিত্রে যে ফল উৎপন্ন করিয়াছে, লক্ষ্মণের স্বাভাবিক পৌরুষভাবাপন্ন চরিত্রে সে ফল উৎপাদন করিতে পারে নাই। বিশ্বামিত্রের শিক্ষার ফলেই এখন রামচন্দ্রের বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে যে, পিতৃসত্য উদ্ধারার্থ তাঁহার বনে যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র জাননীকে পূর্ব্বোক্ত রূপ বাক্য বলিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

'I know what love for me thou hast,
What firm devotion unsurpassed :
Thy valour and thy worth I know,
And glory that appals the foe.
Blest youth, my mother's woe is great,
It bends her neath its matchless weight :
No claims will she, with blinded eyes,
Of truth and patience recognize.
For duty is supreme in place,
And truth is duty's noblest base.
Obedient to my sire's behest
I serve the cause of duty best.
For man should truly do whate'er
To mother, Brahman, sire, he sware :
He must in duty's path remain,
Nor let his word be pledged in vain.
And, O my brother, how can I
Obedience to this charge deny ?

Kaikeyi's tongue my purpose spurred,
But 'twas my sire who gave the word
Cast these unholy thoughts aside
Which smack of war and warrior's pride;
To duty's call, not wrath attend,
And tread the path which I commend."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXI.

"ভাই লক্ষ্মণ, আমার প্রতি তোমার দৃঢ় ও অকৃত্রিম প্রীতি, তোমার বল, বিক্রম ও অমিত তেজ, আমি সকলই অবগত আছি। কিন্তু তুমি আমার সত্য শান্ত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছ না। ইহলোকে ধর্ম্মই পরম পুরুষার্থ এবং ধর্ম্মেই সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পিতার এই অপ্রীতিকর আদেশও সেই ধর্ম্ম সংমিশ্রিত কেন না তিনি সত্যে আবদ্ধ আছেন, সুতরাং তাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়। পিতা মাতা ও ব্রাহ্মণের বাক্য এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের অন্যথা করা ধার্ম্মিকদিগের কর্ত্তব্য নহে। কৈকেয়ী দেবী পিতার প্রতিশ্রুত বাক্যানুসারেই আমাকে আদেশ করিয়াছেন সেই আদেশ আমার প্রতিপালন করা একান্ত ধর্ম্মসঙ্গত ও কর্ত্তব্য। অতএব তুমি ক্রূর বুদ্ধি পরিত্যাগ কর ও প্রকৃত ধর্ম্মকে আশ্রয় কর।"

লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া রাম পুনরায় মাতাকে বলিলেন—

'I needs must go—do thou consent—
To the wild wood in banishment.
O give me, by my life I pray,
Thy blessing ere I go away.
I, when the promised years are o'er,
Shall see Ayodhya's town once more.
Griffith's Romayan Book II, Canto XXI.

"পূর্ব্বে রাজর্ষি যযাতি একবার স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করেন, সেইরূপ আমিও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায়

অযোধ্যাতে আগমন করিব। অতএব জননি, আপনি শোক করিবেন না। আমাদের সকলেরই রাজা দশরথের আদেশ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।"

রামচন্দ্রের স্থিরসঙ্কল্প দেখিয়া কৌশল্যা দেবী মূর্চ্ছিতা হইলেন, পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিলেন—

'If reverence be thy father's due,
The same by right and love is mine :
Go not, my charge I thus renew,
Nor leave me here in woe to pine.
What were such lonely life to me,
Rites to the shades, or deathless lot ?
More dear, my son, one hour with thee
Than all the world where thou art not.'

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXI.

তোমার জনক "যেরূপ তোমার পূজনীয় আমিও সেইরূপ তোমার পূজনীয়। তোমার পিতা তোমাকে বনে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। আমি বনে যাইতে তোমাকে নিষেধ করিতেছি, এই অবস্থায় তোমার কি বনগমন কর্ত্তব্য ?" কৌশল্যা এইরূপ বলিয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

জননীর সকরুণ বিলাপ-বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, তিনিও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তথাপি তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইলেন না*। তিনি লক্ষ্মণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"ভ্রাতঃ! তুমি জননীর সহিত একমত হইয়া আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমাকে নিতান্তব্যথিত করিতেছ। যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধর্ম্মফলভূত লৌকিক সুখ সকলের হেতু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই একমাত্র ধর্ম্মের অন্তর্গত। যেরূপ ভার্য্যা বশীভূতা হইয়া অতিথি-পূজাদি ধর্ম্মসাধন, অভিমতা হইয়া কাম-সাধন এবং পুত্রবতী হইয়া পারলৌকিক অর্থ উৎপাদন করে, সেইরূপ ধর্ম্মও ধর্ম্ম,

---

* "শ্রীরাম বলেন মাতা শুন এক কথা।
পিতা অতিশয় মান্য তোমার দেবতা॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ

কাম ও অর্থ উৎপাদন করে। যে সকল কর্ম্মে, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনের সমাবেশ নাই, তন্মধ্যে যে যে কর্ম্মে কেবল ধর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই কর্ত্তব্য, যে হেতু যে সকল কর্ম্মে কেবল কাম বা অর্থ আছে, তাহা অনুষ্ঠান করিলে লোকের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়। যিনি পিতা অথচ বৃদ্ধ, গুরু ও রাজা তিনি কাম, ক্রোধ বা হর্ষবশতঃ যাহা করিতে আদেশ করেন, তাহা প্রতিপালন করাই ধর্ম্ম। তিনি আমাদিগের আদেশকর্ত্তা গুরু এবং কৌশল্যা দেবীরও স্বামী ধর্ম্ম ও গতি, সুতরাং আমাদের নিকট তাঁহার আদেশই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সেই সত্য ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মরাজ জীবিত থাকিতে কৌশল্যা দেবীই বা কিপ্রকারে সামান্য বিধবা নারীর ন্যায় আমার সঙ্গে বনে গমন করিবেন ?

ধর্ম্মার্থকামাঃ খলু জীবলোকে
সমীক্ষিতা ধর্ম্মফলোদয়েষু।
যে তত্র সর্ব্বে স্যুরসংশয়ং মে
ভার্য্যেব বশ্যাভিমতা সপুত্রা॥
যস্মিংস্তু সর্ব্বে স্যুরসন্নিবিষ্টা
ধর্ম্মো যতঃ স্যাত্তদুপক্রমেত।
দ্বেষ্যো ভবত্যর্থপরো হি লোকে
কামাত্মতা খল্বপি ন প্রশস্তা॥
গুরুশ্চ রাজা চ পিতা চ বৃদ্ধঃ
ক্রোধাৎ প্রহর্ষাদথবাপি কামাৎ।
যদ্ব্যাদিশেৎ কার্য্যমবেক্ষ্য ধর্ম্মং
কস্তং ন কুর্য্যাদনৃশংসবৃত্তিঃ॥
ন তেন শক্নোমি পিতুঃ প্রতিজ্ঞা-
মিমাং ন কর্ত্তুং সফলাং যথাবৎ।
স হ্যাবয়োস্তাত গুরুর্নিয়োগে
দেব্যাশ্চ ভর্ত্তা স গতিশ্চ ধর্ম্মঃ॥

তস্মিন্ পুনর্জীবতি ধর্ম্মরাজে
বিশেষতঃ স্বে পথি বর্ত্তমানে।
দেবী ময়া সার্দ্ধমিতোঽভিগচ্ছেৎ
কথং স্বিদন্যা বিধবেব নারী॥
অযোধ্যাকাণ্ড ২১ সর্গ ৫৭—৬১ শ্লোক।

গ্রীফিথ সাহেব উপরের দুইটী শ্লোকের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা বিশদ না হইলেও সারসংক্ষেপ বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল :—

"The fruits of deeds in human life
Make love, gain, duty, manifest,
Dear, when they meet as some fond wife
With her sweet babes upon her breast.
But man to duty first should turn
Whene'er the three are not combined,
For those who heed but gain we spurn,
And those to pleasure all resigned."

তিনি কৌশল্যা দেবীকে পুনর্ব্বার বলিলেন "হে দেবি, আপনি আমাকে বনে গমনে অনুমতি প্রদান করুন এবং মাঙ্গল্য কার্য্য সমস্তের অনুষ্ঠান করুন, আমি নির্দ্ধারিত সময়ে বনবাসান্তে ফিরিয়া আসিব। মনুষ্যজীবন অচিরস্থায়ী, সুতরাং কেবল রাজ্যের নিমিত্ত আমি মহাফল যশ পরিত্যাগ করিতে পারি না এবং অধর্ম্মানুসারে আমি তুচ্ছ পার্থিবরাজ্য প্রার্থনা করি না।"

"যশো হ্যহং কেবলরাজ্যকারণাৎ
ন পৃষ্ঠতঃ কর্ত্তুমলং মহোদয়ম্।
অদীর্ঘকালে ন তু দেবি জিবীতি
বৃণে বরামাদ্য মহীমধর্ম্মতঃ॥৬৩ অযোধ্যাকাণ্ড ২১ সর্গ।

'Fair glory and the fruit she gives,
For lust of sway I ne'er will slight :

What, for the span a mortal lives,
Were rule of earth without the right?
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXI.

শ্রীরামচন্দ্রের এইসব বাক্যের মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মাশ্রিত কার্য্য সতত ও একান্ত অনুষ্ঠেয় উহা সমূহ কষ্টকর হইলেও পরিণামে সুফলদায়ক।

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র জননীর অনভিমতেই বনবাসে যাইতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। রামচন্দ্রের ধর্ম্মজ্ঞান কতই প্রবল ও গভীর এ স্থলই তাহার নিদর্শন। তিনি মাতার সকরুণ বিলাপপূর্ণ কাতরোক্তিতে ভুলিলেন না, লক্ষ্মণের বিরুদ্ধ যুক্তিতে টলিলেন না, মাতৃ আদেশ এবং তর্কেও কর্ত্তব্যচ্যুত হইলেন না, তাহার দিব্য ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল রহিল। ইহা অসাধারণ বীরত্ব বলিতে হইবে।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ধর্ম্মরহস্য উপদেশ দিলেন সত্য, কিন্তু পৌরুষ ভাবাপন্ন লক্ষ্মণ তাহা বুঝিলেন না। লক্ষ্মণ রামের প্রতি অনুচিত ও সাধুবিগর্হিত অত্যাচার হইতেছে মনে করিয়া ক্রোধে নয়ন বিস্ফারিত করতঃ নাগেন্দ্রের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

২২ সর্গ। কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে রামের ধর্ম্মোপদেশ।

রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—

"Thine anger and thy grief restrain,
And firm in duty's path remain.

* * *

'Tis Fate, Sumitra's son, confess,
That sends me to the wilderness.
'Tis Fate alone that gives away
To other hands the royal sway.
How could Kaikeyi's purpose bring
On me this pain and suffering,
Were not her change of heart decreed
By fate whose will commands the deed?

I know my filial love has been
The same throughout for every queen,
And with the same affection she
Has treated both her son and me.
Her shameful words of cruel spite
To stay the consecrating rite,
And drive me banished from the throne,—
These I ascribe to Fate alone.
How could she, born of royal race,
Whom nature decks with fairest grace,
Speak like a dame of low degree
Before the king to torture me ?
But Fate, which none may comprehend,
To which all life must bow and bend,
In her and me its power has shown,
And all my hopes are overthrown.
What man, Sumitra's darling, may
Contend with Fate's resistless sway,
Whose all commanding power we find
Our former deeds alone can bind ?
Our life and death, our joy and pain,
Anger and fear, and loss and gain,
Each thing that is, in every state,
All is the work of none but Fate.
E'en saints, inspired with rigid zeal,
When once the stroke of Fate they feel,
In sternest vows no more engage,
And fall enslaved by love and rage.
So now the sudden stroke whose weight
Descends unlooked for, comes of Fate,
And with unpitying might destroys
The promise of commencing joys.

Weigh this true counsel in thy soul,
With thy firm heart thy heart control;
Then, brother, thou wilt cease to grieve
For hindered rites which now I leave.
So cast thy needless grief away,
And strictly my commands obey.

* * * *

Now Lakshman, let thy heart no more
My fortune changed and lost deplore.
A forest life more joy's may bring
Than those that wait upon a king.
Now though her arts successful mar
My consecrating rite
Let not the youngest queen too far
Thy jealous fear excite.
Nor let one thought suggesting ill
Upon our father fall,
But let thy heart remember still
That Fate is lord of all.'

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXII.

"হে লক্ষ্মণ, তুমি কেবল ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শোক ও রোষ পরিত্যাগ কর এবং অভিষেকের জন্য যে সকল দ্রব্য আহরণ করা হইয়াছে, তাহা বিসর্জ্জন কর, তাহা হইলেই পিতার ও আমার বাক্য প্রতিপালন করা হইবে। তুমি নিশ্চয় জানিও বিধাতার প্রভাবেই কৈকেয়ী দেবীর এরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, বিধাতাই আমার প্রাপ্ত রাজ্যের নিবৃত্তি ও বনগমনের হেতু। যদি তাহা না হইত, তবে আমাকে পীড়া দিতে কৈকেয়ী দেবীর কি প্রকারে অভিপ্রায় হইতে পারে? তুমি জান, আমার মাতৃগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার প্রভেদ নাই, সেইরূপ কৈকেয়ী দেবীরও স্বীয় তনয়ে ও আমাতে স্নেহের কিছুমাত্র তারতম্য ছিল না। অতএব তিনি রাজা দশরথকে আমার অভিষেক নিবৃত্তি ও বনগমনের জন্য যে দুর্ব্বাক্যসকল বলিয়াছেন, আমি দৈব ব্যতীত অপর

কাহাকেও তৎসমুদায়ের প্রয়োজক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। কৈকেয়ী দেবী এতাদৃশ গুণবতী রাজনন্দিনী হইয়া কি প্রকারে সামান্য রমণীর ন্যায় স্বামী সন্নিধানে আমার অপ্রিয়কর বাক্য বলিতে পারিলেন? সুতরাং নিশ্চয়ই দৈব নিবন্ধন এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। যাহা অচিন্তনীয় এবং যাহার প্রভাব কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, তাহাই দৈব। সুখ দুঃখ, ভয় ক্রোধ, লাভ, অলাভ, উৎপত্তি ও বিনাশ এবং সেইরূপ আর যাহা আছে তৎসমস্তই দৈবের কার্য্য; ঐ সমস্ত কার্য্য ব্যতীত দৈবকে জানিবার আর উপায়ই নাই; অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই অপরিজ্ঞাত দৈবের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? উগ্রতপা ঋষিগণও দৈবপীড়িত হইয়া কাম ও ক্রোধাদির আয়ত্ত হওত কঠোর নিয়ম সকল পরিত্যাগ করিয়া ভ্রষ্ট হন। কৈকেয়ী দেবীকে তুমি মন্দ ভাবিও না, কেন না তোমার জানা উচিত যে, দৈবের অপ্রতিহত প্রভাব এবং তৎকর্তৃক নিয়োজিত হইয়াই লোকসকল পরের অনিষ্টাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।"

শ্রীরামচন্দ্রের এই সব উক্তিতে একেশ্বরত্ব ও ঐশ্বরিক বিধানের অনিবার্য্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

রাম বলিতেছেন যে, সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার বিধান অনুসারেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, কৈকেয়ীর কোন প্রকার দোষ তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। এই প্রকার চিন্তায়ই তাহার অন্তঃকরণে কোন কষ্ট হইতেছে না। তিনি কৈকেয়ী দেবীর কোন দোষ দেখিলেন না বরং তাহার প্রশংসাই করিলেন। তিনি বলিতেছেন—

"রাজত্বে ও বনে বাস করার মধ্যে আমার পক্ষে বনবাসই মহাফলজনক।"

"রাজ্যং বা বনবাসো বা বনবাসো মহোদয়ঃ॥"২৯

অযোধ্যাকাণ্ড ২৩ সর্গ।

এইরূপ উচ্চ ধর্ম্মনীতি ও মহত্ত্ব যিনি প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে দেবতুল্য মহাপুরুষ এবং প্রকৃত আদর্শ ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর, তাহার আর সন্দেহ নাই।

২৩ সর্গ। লক্ষ্মণের ক্রোধ ও রাম লক্ষ্মণের উত্তর প্রত্যুত্তর।

লক্ষ্মণ অধোমস্তক হইয়া রামের কথাগুলি শুনিলেন, পরে ভ্রূকুটি করিয়া গর্ত্তস্থিত রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহার বদনমণ্ডল তখন ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি রামের প্রতি বক্রকটাক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি যে ধর্ম্ম হানির সম্ভাবনায় এবং পিতৃবাক্য প্রতিপালন না করিলে কুদৃষ্টান্ত দেখান হইবে এই আশঙ্কায় বনগমন শ্রেয়ঃ মনে করিতেছেন, ইহা অতীব ভ্রান্তিমূলক। আপনি যে দৈবের ব্যাখ্যা করিলেন, সে দৈবের স্বয়ং কোন কার্য্যই সমাধান করিবার সামর্থ্য নাই, সকল কার্য্যসাধনেই পুরুষকারের অপেক্ষা করিয়া থাকে। হীনবীর্য্য ও জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরাই দৈবের অনুগামী হইয়া থাকে। যে পুরুষের পৌরুষ দ্বারা দৈবকে বাঁধা দিবার ক্ষমতা আছে, তিনি দৈবনিবন্ধন বিপন্ন হইয়াও অবসন্ন হয়েন না। অদ্য দৈব ও মনুষ্যের ক্ষমতা প্রকাশ হইবে। অদ্য আমি পৌরুষ দ্বারা আপনার অভিষেক সম্পাদন করিব। সমস্ত লোকপাল বা ত্রিলোকবাসী কেহই আপনার অভিষেকের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার বনবাস অবধারণ করিয়াছে, তাহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে। আমি কৈকেয়ীর আশা বিফল করিব। আমার এই বাহুদ্বয় শোভার্থ, ধনু ভূষণার্থ, অসি কটিবন্ধনার্থ ও শর সকল স্তম্ভনার্থ নহে। আপনি রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা করিবেন না, বেলাভূমি যেমন সমুদ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব।"

"জগতের অনেক লোক যে ছলও অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে, ইহা কেন আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? এই প্রকার রাজা দশরথ ও কৈকেয়ীর দুরভি-সন্ধি কেন আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? দেখুন, তাহারা স্বকার্য্যসাধনার্থ শঠতা করিয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মজনক কার্য্য করিতেছে, অন্যায় ভাবে বিনা-পরাধে আপনাকে বনে নির্ব্বাসন করিতেছে। পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের দুরভিসন্ধি না থাকিলে রাজা দশরথ পূর্ব্বেই কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিতে পারিতেন।

অতএব আপনি ক্ষমতাশালী হইয়া কেন বৃথা ধর্ম্মের ভয় করিয়া এই অধর্ম্ম-জনক ও এই লোকনিন্দিত কার্য্যের প্রশ্রয় দিবেন ?"

"আপনার প্রতি এই অধর্ম্মজনক ও লোকনিন্দনীয় অত্যাচার আমি কোন প্রকার সহ্য করিতে পারিতেছি না, তজ্জন্য আপনার আমাকে ক্ষমা করা উচিত। আমি আপনার কিঙ্কর, সুতরাং আপনি বিনা সঙ্কোচে যাহা করিলে আপনার ভূমণ্ডল আয়ত্ত হয়, তাহা করিতে আমাকে আদেশ করুন আমি প্রতিপালন করিব।"

'Thy rash resolve, thy eager haste,
Thy mighty fear, are all misplaced :
No room is here for duty's claim,
No cause to dread the people's blame.
Can one so brave as thou consent
To use a coward's argument ?
The glory of the warrior race
With craven speech his lips debase ?
Can one like thee so falsely speak,
Exalting Fate confessed so weak ?
Canst thou, undoubting still, restrain
Suspicious of those sinful twain ?
Canst thou, most duteous, fail to know
Their hearts are set on duty's show ?
They with deceit have set their trains,
And now the fruit rewards their pains.
Had they not long ago agreed,
O Rama, on this treacherous deed,
That promised boon, so long retained,
He erst had queen and she had gained.
I cannot, O my brother, bear
To see another throned as heir
With rites which all our people hate :

Then, O, this passion tolerate.
This vaunted duty which can guide
Thy steps from wisdom's path aside,
And change the counsel of thy breast,
O lofty-hearted, I detest.

Wilt thou, when power and might are thine,
Submit to this abhorred design ?
Thy father's impious hest fulfil,
That vassal of Kaikeyi's will ?
But if thou still wilt shut thine eyes,
Nor see the guile herein that lies,
My soul is sad, I deeply mourn,
And duty seems a thing to scorn.
Canst thou one moment think to please
This pair who live for love and ease,
And 'gainst thy peace, as foes, allied,
With tenderest names their hatred hide ?

Now if thy judgment still refers
To Fate this plot of his and hers,
My mind herein can ne'er agree :
And O, in this be ruled by me.
Weak, void of manly pride are they
Who bend to Fate's imputed sway.
The choicest souls, the nobly great
Disdain to bow their heads to Fate.
And he who dares his Fate control
With vigorous act and manly soul,
Though threatening Fate his hopes assail,
Unmoved through all need never quail.
This day mankind shall learn aright
The power of Fate and human might,

So shall the gulf that lies between
A man and Fate be clearly seen.
The might of Fate subdued by me
This hour the citizens shall see,
Who saw its intervention stay
Thy consecrating rites to-day.
My power shall turn this Fate aside,
That threatens, as, with furious stride,
An elephant who scorns to feel,
In rage unchecked, the driver's steel.
Not the great Lords whose sleepless might
Protects the worlds, shall stay the rite
Though earth, hell, heaven combine their powers.
And shall we fear this sire of ours ?
Then if their minds are idly bent
To doom thee, King, to banishment,
Through twice seven years of exile they
Shall in the lonely forest stay.
I will consume the hopes that fire
The queen Kaikeyi and our sire,
That to her son this check will bring
Advantage, making Bharat king.
The power of Fate will never withstand
The might that arms my vigorous hand ;
If danger and distress assail,
My fearless strength will still prevail
A thousand circling years shall flee :
The forest then thy home shall be,
And thy good sons, succeeding, hold
The empire which their sire controlled.
The royal saints, of old who reigned,
For aged kings this rest ordained :

These to their sons their realm commit
That they, like sires, may cherish it.
O pious soul, if thou decline
The empire which is justly thine,
Lest, while the king distracted lies,
Disorder in the state should rise,
I,—or no mansion may I find
In worlds to hero souls assigned.
The guardian of thy realm will be,
As the sea-bank protects the sea.
Then cast thine idle fears aside :
With prosperous rites be sanctified.
The lords of earth may strive in vain ;
My power shall all their force restrain.
My pair of arms, my warrior's bow
Are not for pride of empty show :
For no support these shafts were made ;
And binding up ill suits my blade :
To pierce the foe with deadly breach—
This is the work of all and each
But small, methinks, the love I show
For him I count my mortal foe.
Soon as my trenchant steel is bare,
Flashing its lightning through the air,
I heed no foe, nor stand aghast
Though Indra's self the levin cast.
Then shall the ways be hard to pass,
Where chariots lie in ruinous mass ;
When elephant and man and steed
Crushed in the murderous onslaught bleed,
And legs and heads fall, heap on heap,
Beneath my sword's tremendous sweep.

Struck by my keen brand's trenchant blade,
Thine enemies shall fall dismayed,
Like towering mountains rent in twain,
Or lightning clouds that burst in rain.
When armed with brace and glove I stand,
And take my trusty bow in hand,
Who then shall vaunt his might? who dare
Count him a man to meet me there?
Then will I loose my shafts, and strike
Man, elephant, and steed alike:
At one shall many an arrow fly,
And many a foe with one shall die.
This day the world my power shall see,
That none in arms can rival me:
My strength the monarch shall abase,
And set thee, lord, in lordliest place.
These arms which breathe the sandal's scent,
Which golden bracelets ornament,
These hands which precious gifts bestow,
Which guard the friend and smite the foe,
A nobler service shall assay,
A fight in Rama's cause to-day,
The robbers of thy rites to stay.

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXIII

লক্ষ্মণ এইরূপ বলিয়া পরে দুঃখে ও মনের কষ্টে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া ধীর ভাবে বলিলেন "ভাই লক্ষ্মণ, পিতৃ-মাতৃবাক্যে অবস্থান করা সাধুদিগের আচরিত পথ, এজন্য আমি সেই পথেই সতত অবস্থিত আছি ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।"

যখন রাম দেখিলেন পৌরুষভাবাপন্ন লক্ষ্মণ তাঁহার ধর্ম্ম রহস্য বুঝিলেন

না, তখন তিনি বলিলেন "মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমি সেই পথাবলম্বী ॥" "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" পিতৃমাতৃ আজ্ঞা অপ্রিয়কর ও অধর্ম্মজনক হইলেও তাহাই পালনীয়।" এ কথার উত্তর নাই, দেখিয়া লক্ষ্মণ নীরব ও নিরুত্তর রহিলেন। লক্ষ্মণ পৌরুষ ও তেজের প্রতিমূর্ত্তি, সুতরাং তিনি রামের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণের ধর্ম্মরহস্য বুঝিবেন কি প্রকারে ? দৈব সংঘটন অচিন্তনীয় ও অভাবনীয়। তিনি যে বীরত্ব ও পৌরুষের গর্ব্ব করিলেন, তাহা কি বিধাতার বিধান খণ্ডন করিতে পারে ? বিধাতার ইচ্ছানুসারে কৈকেয়ীর অভিলাষ হইয়াছে ভরত রাজা হইবে। লক্ষ্মণ পৌরুষ দ্বারা রামকে রাজা করিতে চেষ্টা করিতে পারেন সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে রাম হঠাৎ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও ভরতই জ্যেষ্ঠানুক্রমিক নিয়ম অনুসারে রাজা হইবে এবং কৈকেয়ীর অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তখন লক্ষ্মণের পারুষ্য কোথায় থাকিবে ? এস্থলে পারুষ্য দৈবের বিধানের বিরুদ্ধে নিস্ফল হইবে। এই রূপ বিধাতা আরও অনেক ঘটনা সংঘটন করাইতে পারেন, যাহাতে লক্ষ্মণের পারুষ্য নিস্ফল হইতে পারে। লক্ষ্মণ পারুষ্য ও তেজের প্রভাবে রামের ধর্ম্ম-তত্ত্বের গভীরতার ভিতর প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন না। উপরে যে একজন সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা পুরুষ বসিয়া আছেন, ইহা লক্ষ্মণ পারুষ্য ও তেজের প্রভাবে ভুলিয়া গেলেন। সকল কার্য্যেরই একজন সর্ব্বশক্তিমান্ কর্ত্তা আছেন, এ কথা যাঁহাদের সকল সময়ে সকল কার্য্যে স্মরণ থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের শেষ বাক্যে নিরুত্তর রহিলেন কেন ? প্রকৃতই তাঁহার আর উত্তর নাই। মহাজন ও সাধু ব্যক্তিগণ যে পথ পূর্ব্বাপর অবলম্বন করিয়াছেন, রাম সেই পথ অবলম্বন করিবেন, ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কি আছে ?

২৪ সর্গ। রাম ও কৌশল্যার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

কৌশল্যা দেবী রামকে পিতৃ-আদেশ পালনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "তুমি কখনও দুঃখের মুখ দেখ নাই, তুমি কি প্রকারে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বনে ফল-মূল আহারে জীবন ধারণ করিবে ? তোমার বিরহে তোমার অদর্শন-নিবন্ধন চিন্তা-জনিত এবং তোমার বিলাপ ও দুঃখ-

রূপ ইন্ধনে উপচিত ও নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা উদ্দীপিত এই অতুলনীয় মহান্ শোকাগ্নি আমার রোদনাশ্রুরূপ হব্য দ্বারা হুত ও তোমার অদর্শনরূপ বায়ু দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, যেরূপ শীতকালান্তে সূর্য্য তৃণ সকল শোষণপূর্ব্বক দগ্ধ করে, আমাকে অত্যন্ত শোষিত করিয়া দগ্ধ করিবে, অতএব বৎসের অনুগামিনী ধেনুর ন্যায় আমি তোমার অনুগামিনী হইব।"

"অয়ং তু মামাত্মভবস্তবাদর্শনমারুতঃ।
বিলাপদুঃখসমিধো রুদিতাশ্রু-হুতাহুতিঃ ॥৬
চিন্তাবাষ্পমহাধূমস্তবাগমনচিন্তজঃ
কর্শয়িত্বা ভৃশং পুত্র নিঃশ্বাসায়াসসম্ভবঃ ॥৭
ত্বয়া বিহীনামিহ মাং শোকাগ্নিরতুলো মহান্।
প্রধক্ষ্যতি যথা কক্ষং চিত্রভানুর্হিমাত্যয়ে ॥৮
কথং হি ধেনুঃ স্বং বৎসং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি যত্র বৎস গমিষ্যসি ॥"৯

অযোধ্যাকাণ্ড ২৪ সর্গ।

'A childless mother long I grieved,
And many a sigh for offspring heaved,
With wistful longing weak and worn
Till thou at last, my son, wast born.
Fanned by the storm of that desire
Deep in my soul I felt the fire,
Whose offerings flowed from weeping eyes,
With fuel fed of groans and sighs,
While round the flame the smoke grew hot
Of tears because thou camest not.
Now reft of thee, too fiery fierce
The flame of woe my heart will pierce,
As, when the days of spring return,
The sun's hot beams the forest burn.

The mother cow still follows near
The wanderings of her youngling dear,
So close to thine my feet shall be,
Where'er thou goest following thee."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXIV.

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম শোকাতুরা মাতাকে যে বাক্য বলিয়া প্রতিনিবর্ত্ত করিলেন, তাহা সুবিশেষ বিজ্ঞতার পরিচায়ক। তিনি বলিলেন—"জননি, একে রাজা দশরথ কৈকেয়ী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন, তাহাতে আবার যদি আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমি বনে গমন করিলে, নিশ্চয়ই তিনি আর জীবিত থাকিবেন না; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের স্বামী পরিত্যাগ করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম, অতএব আপনার ন্যায় স্ত্রীলোকের গর্হিত কার্য্যে অভিপ্রায় উচিত নহে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত রাজা দশরথ জীবিত থাকেন, সেই কালপর্য্যন্ত আপনি তাঁহার শুশ্রূষা করুন; কেন না, স্ত্রীলোকের স্বামিসেবাই সনাতন ধর্ম্ম। মহিলাগণের জীবিতাবস্থায় স্বামী গুরু ও দেবতা, সুতরাং ধীসম্পন্ন লোকনাথ রাজা দশরথই আপনার এবং পিতৃত্ব প্রযুক্ত—আমারও প্রভু, তিনি জীবিত থাকিতে আমরা অনাথ বা স্বাধীন নহি, অতএব স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার শক্তি আমাদের নাই।"

"স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"আপনি সপত্নীগণের অত্যাচারের বৃথা ভয় করিবেন না। ভরত ধর্ম্মাত্মা এবং সে সকল লোকেরই প্রীতিকর কার্য্য করিয়া থাকে। অবশ্যই সে আপনার অনুবর্ত্তী হইবে। সুতরাং সপত্নীগণ হইতে আপনার কোন অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি এখানে থাকিয়া রাজা দশরথের রীতিমত সেবা করুন। যে নারী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী না হয়, সে পাপলোক লাভ করে, কিন্তু যে নারী কায়মনোবাক্যে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে, সে উত্তম গতি লাভ করে।"

"ভর্ত্তারং নানুবর্ত্তেত সা চ পাপগতির্ভবেৎ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষয়া নারী লভতে স্বর্গমুত্তমম্॥" ২৬

অযোধ্যাকাণ্ড ২৪শ সর্গ।

'Though, best of womankind, a spouse
Keeps firmly all her fasts and vows,
Not yet her husband's will obeys,
She treads in sin's forbidden ways.
She to her husband's will who bends
Goes to high bliss that never ends,
Yea, though the gods have found in her
No reverential worshipper.
Bent on his weal, woman still
Must seek to do her husband's will:
For scripture, custom, law uphold
This duty Heaven revealed of old."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXIV.

কৌশল্যা তখন সাশ্রুনয়নে বলিলেন "হে পুত্র আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, বিধাতার বিধান অপরিহার্য্য, সেইজন্যই আমি তোমার বনগমন বিষয়ক স্থিরসঙ্কল্পের নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। তুমি বনগমনে অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছ—গমন কর, তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল হউক; তুমি নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইলে আমার সকল ক্লেশ দূর হইবে। তুমি চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করত পিতাকে অঋণী করিয়া প্রত্যাগত হইলে তোমাকে দেখিয়া আমার পরম সুখ হইবে। যে কালে তুমি জটা ও বল্কলধারী হইয়া বন হইতে প্রত্যাগত হওত আমার নয়নগোচর হইবে, প্রার্থনা করি, এখনই সেই কাল উপস্থিত হউক।" কৌশল্যাদেবী এইরূপ বলিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে উদ্যতা হইলেন।

'Go forth, dear child, whom naught can bend
And may all bliss thy steps attend.'

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXIV.

কৌশল্যা এক আদর্শ-জননী। তিনি যখন বুঝিলেন, প্রাণাধিক পুত্রের পিতাকে মুক্ত করার জন্য বনে যাওয়া স্থিরসঙ্কল্প ও একান্ত কর্ত্তব্য, তখন তিনি তাহাকে যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন এবং তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা দেবী ও রাম-লক্ষ্মণের উপরোক্ত কথোপকথনে এই তিন ব্যক্তির চরিত্র বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে। কৌশল্যা দেবী ধর্ম্মনিরতা আদর্শ-রমণী ও আদর্শ-জননী, তিনি আদর্শ স্ত্রীও বটে; যেহেতু তাঁহার পতি তাঁহাকে সতত অনাদর ও তাচ্ছিল্য করিলেও তিনি নিয়তই কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করিয়াছেন, এবং এ সময়েও সেই পতি তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রের প্রতি বনবাস আজ্ঞা দিলেও তিনি পুত্রসহগামী না হইয়া সেই পতির পরিচর্য্যার্থই গৃহে রহিলেন। রামচন্দ্র অটল, ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর। তাঁহাকে মাতৃ-আজ্ঞা বা মাতার ক্রন্দন, প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণের পারুষ্য বচন প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত করিতে পারিল না, ধর্ম্ম-বীরেরই জয় হইল। ধর্ম্মের আসন সর্ব্বোচ্চ, সুতরাং ধর্ম্মবীরের জয় অবশ্যম্ভাবী। আর লক্ষ্মণ তেজোপূর্ণ ক্ষত্রিয় বীর, পৌরুষ ও তেজের প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু রামচন্দ্রে তাঁহার চিত্ত একান্ত অনুরক্ত, রামের জন্য তিনি সব করিতে পারেন, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেইরূপ রামও তাঁহার প্রতি সতত স্নেহশীল। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পর এতদূর আসক্তি থাকিলেও লক্ষ্মণের রামের ন্যায় গভীর ধর্ম্মভাব ছিল না, কেন না স্বভাবতঃ তাঁহার পারুষ্য ও তেজোভাব প্রবল ছিল।

২৫শ সর্গ। রামের বনগমনোদ্যমে কৌশল্যার মঙ্গলাচরণ ও রামের নিজপুরে গমন।

'Her grief and woe she cast aside,
Her lips with water purified
And thus her benison began
That mother of the noblest man':

Griffith's Ramayan, Book II, Canto XXV.

কৌশল্যাদেবী অশ্রুপূর্ণনয়নে রামের কুশলার্থ নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করিলেন, সর্ব্বপ্রকার দেবদেবীর আরাধনা করিলেন এবং রামকে বলিলেন, "ধী-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র ঋষি তোমাকে যে সমস্ত অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছেন, সেই অস্ত্র সকল তোমাকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করুক।"

ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে. বিশ্বামিত্রের শিক্ষার গুরুত্ব সকলেই বুঝিয়া ছিলেন, এমন কি, কৌশল্যাদবী অন্তঃপুরবাসিনী রমণী হইয়াও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের শিক্ষাগুণে শ্রীরামচন্দ্র বিশেষ প্রভাবশালী ও ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। কৌশল্যাদেবী পরিশেষে বলিলেন—

"চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে থাকিবে কুশলে।
অষ্টলোক পাল রাখ মোর ছাওয়ালে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্ত্তিক গণপতি।
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্ব্বতী॥
একাদশ রুদ্র রাখুন দ্বাদশ রবি।
জলে স্থলে তব রক্ষা করুন পৃথিবী॥
চৌদ্দ বর্ষ যদি রহে আমার জীবন।
তবে তোমা সনে মম হবে দরশন॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রামচন্দ্র মাতার আশীষ গ্রহণপূর্ব্বক মাতার নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

'And radiant with her prayers that blessed
To Sitâ's home he went."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXV.

২৬—৩০শ সর্গ। রাম ও সীতার কথোপকথন এবং রামসহ বনগমনে রামের নিকট সীতার আদেশ প্রাপ্তি।

'Now of the woeful change no word
The fair Videhan bride had heard,
The thought of that imperial rite
Still filled her bosom with delight.
With grateful heart and joyful thought
The Gods in worship she had sought,

And, well in royal duties learned,
Sat longing till her lord returned.
Not all unmarked by grief and shame
Within his sumptuous home he came,
And hurried through the happy crowd
With eye dejected, gloomy-browed.
Up Sita sprang, and every limb
Trembled with fear at sight of him.
She marked that cheek where anguish fed,
Those senses care-disquieted.
For, when he looked on her, no more
Could his heart hide the load it bore,
Nor could the pious chief control
The paleness o'er his cheek that stole.
His altered cheer, his brow bedewed
With clammy drops, his grief she viewed,
And cried, consumed with fires of woe,
'What, O my lord, has changed thee so ?"

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXVI,

সীতা দেবী এতক্ষণ রামনির্ব্বাসন-আদেশ জানিতে পারেন নাই। তিনি রামের ম্লানমুখ ও অধোবদন দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি দেবকার্য্য সাধনান্তর হৃষ্টমনে স্বামীর যৌবরাজ্যে অভিষেকের পর, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু হঠাৎ স্বামীর ম্লানবদন দেখিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে ব্যাপার কি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রামচন্দ্র কাহারও প্রতি কোন দোষারোপ না করিয়া বিস্তৃত ভাবে সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইয়া বলিলেন—

"চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর সর্ব্বক্ষণে॥" ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তিনি আরও বলিলেন "ভরত এখন রাজা হইল, কাজেই তোমাকে তাহার অনুকূল ব্যবহার করিয়াই তাহার নিকট থাকিতে হইবে।"

"তুমি ভরতের নিকটে আমার শ্লাঘা করিও না, যে হেতু সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি-গণ পরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না।"

"ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্।
তস্মান্ন তে গুণাঃ কথ্যা ভরতস্যাগ্রতো মম ॥২৫

অযোধ্যাকাণ্ড ২৬ সর্গ।

যদিও রামচন্দ্র জানিতেন যে, ভরত একজন ধার্ম্মিক পুরুষ এবং তাঁহার প্রতি ভরতের ভক্তি-শ্রদ্ধাও যথেষ্ট আছে, তথাপি তিনি যে, এইরূপ বলিলেন, ইহার কারণ এই যে, তিনি সম্পূর্ণরূপেই অবগত ছিলেন, অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত ও মনোভাব পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই জন্য তিনি আরও বলিলেন—

"বিপ্রিয়ঞ্চ ন কর্ত্তব্যং ভরতস্য কদাচন।
স হি রাজা চ বৈদেহি দেশস্য চ কুলস্য চ ॥ ৩৪
আরাধিতা হি শীলেন প্রযত্নৈশ্চোপসেবিতাঃ।
রাজানঃ সংপ্রসীদন্তি প্রকুপ্যন্তি বিপর্য্যয়ে ॥ ৩৫
ঔরসানপি [illegible]ান্ হি ত্যজন্ত্যহিতকারিণঃ।
সমর্থান্ প্রতিগৃহ্ণন্তি জনানপি নরাধিপাঃ ॥" ৩৬

অযোধ্যাকাণ্ড ২৬শ সর্গ।

"এখন ভরত এই দেশের ও আমাদিগের প্রভু হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করা তোমার উচিত নহে; যে হেতু নরপতিগণ যত্নপূর্ব্বক সেবা ও সচ্চরিত্র দ্বারা আরাধিত হইয়াই প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং তাহার অন্যথা হইলেই কুপিত হন ও বিনাশ করেন। নরপালেরা অহিতকারী ঔরস পুত্রদিগকেও পরিত্যাগ করেন এবং হিতকারী সম্পর্কবিহীন ব্যক্তিকেও গ্রহণ করিয়া থাকেন।"

তিনি সীতাকে আরও উপদেশ দিলেন, "সতত ধর্ম্মনিরতা থাকিবে, নিয়মিত ব্রত-দেবার্চ্চনাদি করিবে, আমার শোকক্লিষ্ট বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা-

শুশ্রূষা করিবে এবং ভরতও শত্রুঘ্নকে ভ্রাতা ও পুত্রতুল্য অবলোকন করিবে, কেন না, উহারা উভয়েই আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম।"

'To the drear wood my steps are bent :
Be firm, good Sita, and content.
Through all that time, my blameless spouse,
Keep well thy fasts and holy vows,
Rise from thy bed at break of day,
And to the Gods due worship pay.
With meek and lowly love revere
The lord of men, my father dear,
And reverence to Kausalya show,
My mother, worn with eld and woe :
By duty's law, O best of dames,
High worship from thy love she claims.
Nor to the other queens refuse
Observance, rendering each her dues.
By love and fond attention shown
They are my mothers like mine own.
Let Bharat and Satrughna bear
In thy sweet love a special share :
Dear as my life, O let them be
Like brother and like son to thee.
In every word and deed refrain
From aught that Bharat's soul may pain :
He is Ayodhya's king and mine,
The head and lord of all our line.
For those who serve and love them much
With weariless endeavour, touch
And win the gracious hearts of kings,
While wrath from disobedience springs.

Great monarchs from their presence send
Their lawful sons who still offend,
And welcome to the vacant place
Good children of an alien race.
Then, best of women, rest thou here,
And Bharat's will with love revere.
Obedient to thy king remain,
And still thy vows of truth maintain.
To the wide wood my steps I bend
Make thou thy dwelling here ;
See that thy conduct ne'er offend,
And keep my words, my dear."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXVI.

কিন্তু ধর্ম্মশীলা পতিরতা সীতা দেবী বলিলেন,—

"জানকী বলেন দুঃখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি ত পরম গুরু তুমিত দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি অন্য গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ একা কেন হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব সঙ্গে লহ দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানাক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল সীতা বনে পাবে মহাদুঃখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ॥
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥"
৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তিনি রামের বাক্যগুলিকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন ও বলিলেন,—

"ভর্ত্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি॥
ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥"

*　*　*　*

সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্তে পরমনন্দিনী।
এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ ॥২০
ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোঽপি হি ন মে মতঃ।
স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব.।
ত্বয়া মম নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে ॥২১
অহং গমিষ্যামি বনং সুদুর্গমং মৃগাযুতং বানরবারণৈশ্চ।
বনে নিবৎস্যামি যথা পিতুর্গৃহে তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা ॥২২
অনন্যভাবামনুরক্তচেতসং ত্বয়া বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্।
নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি ॥"২৩

অযোধ্যাকাণ্ড ২৭শ সর্গ।

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, কেবল নারীগণই ভর্ত্তার ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন, অতএব আমিও বনবাসার্থ আদিষ্ট হইয়াছি। নারীর ইহকালে বা পরকালে সর্ব্বদা স্বামীই গতি; কোন কালে তাহাদিগের আত্ম, পিতা, মাতা, পুত্র কি সখীজন কেহই আশ্রয়স্থান নহে। আমি তোমার সহিত শত বা সহস্র বর্ষকালও বনে বাস করিতে কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করিব না, কিন্তু তোমা ব্যতিরেকে স্বর্গও আমার অভিমত হইবে না। তোমার সঙ্গরহিত হইয়া স্বর্গেও যদি আমাকে বাস করিতে হয়, তথাপি তাহাতে আমার অভিরুচি হইবে না। আমি তোমার আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া বানর, বারণ ও মৃগগণ পরিব্যাপ্ত দুর্গম বনে গমন করিব এবং তথায় তোমার চরণসেবা করত পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যেরূপ সুখে ছিলাম, সেইরূপ সুখে থাকিব। আমার চিত্ত তোমার প্রতি নিতান্ত আসক্ত, কখনই আমার হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই, এই কারণে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, আমি অবশ্যই জীবন পরিত্যাগ করিব, অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ কর।"

"What words are these that thou hast said?
Contempt of me the thought has bred.

O best of heroes, I dismiss
With bitter scorn a speech like this,
Unworthy of a warrior's fame
It taints a monarch's son with shame,
Ne'er to be heard from those who know
The science of the sword and bow.
My lord the mother, sire, and son
Receive their lots by merit won;
The brother and the daughter find
The portions to their deeds assigned.
The wife alone, whate'er await,
Must share on earth her husband's fate.
So now the king's command which sends
Thee to the wild, to me extends.
The wife can find no refuge, none,
In father, mother, self, or son:
Both here, and when they vanish hence,
Her husband is her sole defence.
If, Raghu's son, thy steps are led
Where Dandak's pathless wilds are spread,
My feet before thine own shall pass
Through tangled thorn and matted grass.
Dismiss thine anger and thy doubt:
Like refuse water cast them out,
And lead me, O my hero, hence—
I know not sin—with confidence.
Whate'er his lot, 'tis far more sweet
To follow still a husband's feet
Than in rich palaces to lie,
Or roam at pleasure through the sky,
My mother and my sire have taught
What duty bids, and trained each thought,

Nor have I now mine ear to turn
The duties of a wife to learn.
I 'll seek with thee woodland dell
And pathless wild where no men dwell,
Where tribes of silvan creatures roam,
And many a tiger makes his home.
My life shall pass as pleasant there
As in my father's palace fair.
The worlds shall wake no care in me ;
My only care be truth to thee.
There while thy wish I still obey,
True to my vows with thee I'll stray,
And there shall blissful hours be spent
In woods with honey redolent.
In forest shades thy mighty arm
Would keep a stranger's life from harm,
And how shall Sita think of fear
When thou, O glorious lord, art near ?
Heir of high bliss, my choice is made,
Nor can I from my will be stayed.
Doubt not : the earth wil yield me roots.
These will I eat, and woodland fruits ;
And as with thee I wander there
I will not bring thee grief or care.

Griffith's Ramayan Book II Canto XXVII.

সীতাদেবী কিরূপ সাধ্বী ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন, এই কথা কয়টি হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রকাশ হইয়াছে। তিনি স্বামীর নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন না, কাহারও প্রতি দোষারোপ করিলেন না, নিজের সুমধুর মহৎ চরিত্রের নিদর্শন দেখাইলেন। তিনি স্বামীর বনবাসের সহিত নিজের বনবাসও স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইলেন এবং তাহা সাদরে গ্রহণ

করিলেন। তাঁহার বাক্যগুলি কি মহৎ ও উচ্চভাবান্বিত। এইরূপ নীতি-পূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ বাক্য দেবনারীর মুখে শোভা পাইতে পারে। তিনি ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা রমণীগণের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি। রামচন্দ্রেই তাঁহার সত্ত্বা অবস্থিত ছিল। রামচন্দ্র যে স্থানে, সেই স্থানই তাঁহার স্বর্গ। রাম-চন্দ্রের সহিত ঘোর অরণ্যবাসও তাঁহার পক্ষে স্বর্গবাস, এই জন্যই তিনি ঘোর অরণ্যবাসও নন্দনকানন বাস বলিয়া কল্পনা করিলেন।

সীতা দেবী বনবাসের কথা শুনিয়া বিশেষ কিছু ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন না, কাহারও প্রতি দোষারোপ করিলেন না, বা কৌশল্যা ও লক্ষ্মণের ন্যায় রামচন্দ্রকে বনে যাওয়ার অভিপ্রায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন না। ইহার কারণ কি ? ইহাতে বুঝা যায় যে, রামচন্দ্রেই তাঁহার সত্ত্বা সম্পূর্ণ অবস্থিত ছিল। রামচন্দ্র যখন কোন দুঃখ প্রকাশ করিলেন না, তিনি করিবেন কেন ? রামচন্দ্র যখন কাহারও প্রতি দোষা-রোপ করিলেন না, তিনি করিবেন কেন ? স্বামী রামচন্দ্র যখন বলিলেন, তাঁহার বনবাসে যাইতেই হইবে, তখন তিনি নিষেধ করিবেন কেন ? এ সব বিষয় তাঁহার মনেও আইসে নাই, কেন না রামচন্দ্র হইতে তিনি এ সব বিষয়ের কোন আভাস পান নাই। স্বামী রামচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় তাঁহার চিত্ত রামচন্দ্রে একান্ত লিপ্ত ছিল। নারীহৃদয় স্বামীতে একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকাটা একটা অসাধারণ গুণ বলিতে হইবে। মাত্র এক বৎসর হইল, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার দেবতুল্য স্বামী রামচন্দ্রের প্রতি এতদূর অনুরাগ জন্মিয়াছে যে, তাঁহার চিত্ত একেবারে রামচন্দ্রে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, স্বামী রাম-চন্দ্রের ভিতর তিনি তাঁহার অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়াছেন। এই অসাধারণ রমণী-প্রেম স্বর্গের উজ্জ্বল চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামচন্দ্রের সীতা-প্রেম এ সময় পর্য্যন্ত তত গভীর হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় না। তিনি সীতাকে গৃহে রাখিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, এমন

কি, সীতা অভাবে এই চতুর্দ্দশ বৎসর তাঁহার যে কোন কষ্ট হইবে তাহাও প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু সীতা দেবী রাম ব্যতীত গৃহে বাস করিতে কুণ্ঠিতা হইলেন, রামবিচ্ছেদে তাঁহার জীবন সংশয়, অন্তঃপুরবাসিনী রমণী হইয়াও তিনি স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে ঘোর অরণ্যে যাইতে প্রস্তুত। রামচন্দ্র স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন যাহাদের এক বৃত্তির উন্মেষ থাকে, তাহাদের অন্য বৃত্তি স্বভাবতঃই কিছু নিস্তেজ থাকে এবং উহা বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও সময়-সাপেক্ষ। সুতরাং রামচন্দ্রের সীতাপ্রেম এই সময় পর্য্যন্তও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল না, বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। নারীহৃদয় স্বভাবতঃই কোমল, বিশেষ তাহাদের প্রেমপ্রবৃত্তি স্বাভাবিকই প্রবল থাকে। এজন্যই সীতা দেবী দেবোপম স্বামীর রূপে গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামিপ্রেমে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। রামচন্দ্র হইতে যতটুকু প্রতিদান পাইয়াছেন, তাহাতেই সীতা-প্রেম বর্দ্ধিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাষ্পাকুললোচনা পতি-অনুরক্তা সীতা দেবীর কথা শুনিয়াও রামচন্দ্র তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে যাইতে ইচ্ছা করিলেন না, তাঁহাকে বন-বাসের কত ক্লেশ ও কতরূপ আশঙ্কা তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

"O daughter of a noble line,
Whose steps from virtue never decline,
Remain, thy duties here pursue,
As my fond heart would have thee do."
Griffith's Ramayan, Book II Canto XXVIII

"শ্রীরাম বলেন শুন জনকদুহিতা।
বিষম দণ্ডক বন না যাইও সীতা॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস॥
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক নানা সুখে।
ফলমূল খাইয়া কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে॥
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ কোমল॥
তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃতি আকৃতি।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ তাপে হেন বুঝ মনে।
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে॥
চিন্তা না করিহ কান্তা কান্ত হও মনে।
বিষম রাক্ষসগুলা আছে সেই বনে॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"And there are dangers worse than those :
The wood, my love, is full of woes.

* * * *

Enough, my love : thy purpose quit :
For forest life thou art not fit."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXVIII.

রামচন্দ্রের বাক্যে সীতা দেবী কোনপ্রকার প্রবোধ মানিলেন না। তিনি নিতান্ত ক্ষোভ ও দুঃখের সহিত রামচন্দ্রকে কত কথাই বলিলেন এবং কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

'Thus Rama spake. Her lord's address
The lady heard with deep distress,
And as the tear bedimmed her eye,
In soft low accents made reply"

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXIX.

"শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন শ্রীরাম প্রতি মনের সন্তাপে॥
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়।
কেন হেনজনে পিতা দিলেন আমায়॥
নিজ নারী রাখিতে যে ভয় করে মনে।
দেখ তারে বীর বলে কোন বীর জনে॥

* * * *

তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাটা ফোটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥
তব সহ থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্ত স্বর্গ গৃহে গৃহে তার সমতুল॥
তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখ তার।
আহারে আহার আর বিহারে বিহার॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥
বহু তীর্থ দেখিব অনেক তপোবন।
নানাবিধ পর্ব্বতে করিব আরোহণ॥
যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশব।
বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সব॥
শুনহে জনক রাজা তোমার দুহিতা।
করিবেন বনবাস পতির সহিতা।
ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খণ্ডন।
বনবাস আছে মম অদৃষ্টে লিখন॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন
স্ত্রীবধ হইলে পাপ নহে বিমোচন॥"

✓কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

'The perils of the wood, and all
The woes thou countest to appal,
Led by my love I deem not pain ;
Each woe a charm, each loss a gain.

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXIX

তিনি আরও বলিলেন "কেহ হইতে তোমার ভয় নাই, তবে আমাকে রক্ষা করিতে ভয় হইবে কেন? তোমার পরাক্রম নাই, এই অপবাদ বড়ই খেদের বিষয়। আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, তবে কেন তুমি আমাকে সঙ্গে লইবে না?

"তুমি নিশ্চয়ই জানিও সাবিত্রী যেমন বীর্য্যসম্পন্ন সত্যবানের সঙ্গিনী ও বশবর্ত্তিনী ছিলেন, আমিও তোমার সেইরূপ সঙ্গিনী, বশবর্ত্তিনী।"

"দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্ত্তিনীম্॥" ৬

অযোধ্যাকাণ্ড ৩০শ সর্গ।

"To thy dear will am I resigned
In heart and body soul and mind
As Savitri gave all to one
Satyaban Dyumatsena's son

Griffith's Ramayan Book II Canto XXX.

শেষ তিনি রামচন্দ্রকে কটূক্তি করিতেও ছাড়িলেন না, তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন "তুমি কি কুমারী অবস্থায় পরিণীতা সতী সাধ্বী স্ত্রীকে জায়াজীবের ন্যায় অপরের হস্তে সমর্পণ করিতেছ? যে ভরতের নিমিত্ত তোমার অভিষেক নিবারিত হইয়াছে এবং যাহার হিতকার্য্য করিতে আমাকে উপদেশ দিলে, তুমিই তাহার বশবর্ত্তী হইয়া প্রিয়কার্য্য সাধন কর।"

"স্বয়ং তু ভার্য্যাং কৌমারীং চীরমধ্যুষিতাং সতীম্।
শৈলুষইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি॥ ৮
যস্য পথ্যঞ্চ রামাথ যস্য চার্থেহবরুধ্যসে।
ত্বং তস্য ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ॥" ৯

অযোধ্যাকাণ্ড ৩০শ সর্গ।

তিনি পরিশেষে বলিলেন "তুমি যাহাই বল না কেন, আমি তোমার সহিত বনবাসে যাইব। যদি আমাকে সঙ্গে না নেও, তবে বিষপানে আমি জীবন ত্যাগ করিব। আমি এক মুহূর্ত্তও তোমার বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিতে পারি না, অতএব চতুর্দ্দশ বর্ষকাল কি প্রকারে সহ্য করিব।"

"ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্ত্তমপি নোৎসহে।
কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকঞ্চ দুঃখিতা ॥"২১

অযোধ্যাকাণ্ড ৩০শ সর্গ।

সীতা দেবী এইরূপ নানাবিধ কথা বলিলেন এবং অশ্রুজলে প্লাবিতা হইয়া স্বামীর কণ্ঠাবলম্বিনী হইয়া রহিলেন। সীতাদেবীর এই উক্তি গুলির ভিতর কিছু শ্লেষ কটূক্তিও দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে। রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় যে তাঁহার প্রেমপূর্ণ পৃথক্ অস্তিত্ব প্রকাশমান হইয়াছে, তাহার খেদপূর্ণ অভিব্যক্তি হইতেই এই শ্লেষ ও কটূক্তির উদ্ভব হইয়াছে। প্রেমে আত্মহারা ব্যক্তির খেদে শ্লেষ বা কটূক্তি করা অতি স্বাভাবিক। বাল্মীকিও লিখিয়াছেন—

"প্রণয়াদেবস'ক্রুদ্ধা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥"১

অযোধ্যাকাণ্ড ২৭শ সর্গ।

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র পতিপ্রাণা প্রেমের পুত্তলি সীতা দেবীর অবস্থা দেখিয়া ও তাহার সুমধুর কথা শুনিয়া দ্রবীভূত হইলেন, তিনিও সীতা দেবীর পবিত্র প্রেমোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইলেন। একের পবিত্র আন্তরিক প্রেম অন্যের প্রেমও উচ্ছ্বসিত করিয়া থাকে। রামচন্দ্র সীতাপ্রেমে মুগ্ধ হইলেন এবং নিজে প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "হে দেবি, তোমার দুঃখ হইলে আমি স্বর্গও অভিলাষ করি না। যেরূপ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সমুদয় প্রাণীর মধ্যে কোন প্রাণী হইতেই ভয় নাই, সেইরূপ আমার কোন প্রাণী হইতই কোন ভয় নাই। আমি অরণ্যেও তোমাকে রক্ষা করিতে পারি, কিন্তু তোমার সমুদয় অভিপ্রায় পূর্ব্বে অবগত না হইয়া তোমাকে অরণ্যবাসিনী করি নাই। অধুনা জানিলাম যে, বিধাতা তোমাকে আমার সহিত বনবাসিনী হইবার

নিমিত্তই জনককুলে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আর তোমাকে যেমন আত্মা-বান্ ব্যক্তি স্বাভাবিকী প্রীতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই জন্য যেরূপ পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ সপত্নীক হইয়া বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেইরূপ আমিও সপত্নীক হইয়া বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব এবং তোমাকে বনবাসে সঙ্গে লইব। যেমন সুবর্চ্চলা দেবী আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যদেবের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন, তুমিও সেইরূপ আমার অনুবর্ত্তিনী হও।"

"ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যাভিরোচয়ে।
ন হি মেঽস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ স্বয়ম্ভোরিব সর্ব্বতঃ॥ ২৭
তব সর্ব্বমভিপ্রায়মবিজ্ঞায় শুভাননে।
বাসং ন রোচয়েঽরণ্যে শক্তিমানপি রক্ষণে॥ ২৮
যৎ সৃষ্টাসি ময়া সার্দ্ধং বনবাসায় মৈথিলি।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা প্রীতিরাত্মবতা যথা॥ ২৯
ধর্ম্মস্তু গজনাসোরু সদ্ভিরাচরিতং পুরা।
তং চাহমনুবর্ত্তিষ্যে যথা সূর্য্যং সুবর্চ্চলা॥ ৩০

অযোধ্যাকাণ্ড ৩০শ সর্গ।

"For me the joys of heaven above
Have charms no more without thee, love."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXX.

রামচন্দ্র প্রেমাবেগে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইলেন, সীতাকে সঙ্গে লওয়াই স্থির করিলেন। সিদ্ধপুরুষ মহামুনি বিশ্বামিত্র উভয়ের চরিত্রই সম্যক্ অবগত ছিলেন। তিনি সেই জন্যই উভয়ের সংযোগ করাইয়া দিয়াছিলেন। নানাবিধ বিপদসঙ্কুল অরণ্যে সীতাকে লওয়া রামচন্দ্রের কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছিল, রামায়ণের পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ দ্বারাই তাহা বিচার্য্য। সীতাকে বনবাসে সঙ্গে না লইলে সীতা হরণও হইত না, লঙ্কাপুরী ধ্বংসও হইত না, রাবণবংশ নির্ব্বংশও হইত না।

রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন, তুমি ধন-রত্ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে এবং আমাদিগের বহুমূল্য ভূষণাদি ও অপরাপর ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ স্বীয় ভৃত্য-বর্গকে বিতরণ করিয়া সত্বর প্রস্তুত হও, অদ্যই বনে গমন করিতে হইবে।"

'To take thee, love, to Dandak's wild
My heart at length is reconciled,"
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXX.

সীতা দেবী বনগমনে স্বামীর অনুমতি পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন এবং ধনরত্ন প্রভৃতি বিতরণ করিয়া বনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

৩১শ সর্গ। রামের নিকট লক্ষ্মণের বনানুগমনের আদেশ প্রাপ্তি।

লক্ষ্মণ, রাম ও সীতার কথোপকথনের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত কথোপকথন তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনি শোকাকুল হইয়া নয়নজলে প্লাবিত হইলেন এবং রামের চরণ ধরিয়া তাঁহাকে ও সীতা দেবীকে বলিলেন, "যদি আপনাদিগের হিংস্রজন্তুসমাকুল বনে গমন করিবারই অভিপ্রেত হইল, তবে আমি ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক আপনাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিব। আমি আপনাদিগের ছাড়িয়া স্বর্গগমন, অমরত্ব বা সমুদয় লোকের ঐশ্বর্য্যেরও অভিলাষ করি না।"

রামচন্দ্র বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বনগমন হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন, তথাপি লক্ষ্মণ তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন 'আপনি পূর্ব্বে আমাকে সকল সময়েই স্বীয় অনুগামী হইতে অনুমতি দিয়াছেন, এখন বন গমন সময়ে কেন অনুগামী হইতে নিষেধ করিতেছেন ?"

"When leave at first thou didst accord
Why dost thou stay me now, my lord ?
Griffith's Ramayan, Book II, Canto XXXI.

তখন—

"শ্রীরাম বলেন শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন॥
দাসদাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা।
রাজ্য লইবারে ভাই না করিহ আশা॥
পিতা মাতা কাতর হইবে যত শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে॥
যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষ্মণ।
একেরে দেখিলে শোক হবে পাসরণ॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তদুত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন, "ভরতই ত সকলকে পালন করিবে, আপনি তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। আমাকে সহচর করুন, তাহাতে আপনার কিছুমাত্র ধর্ম্মের হানি হইবে না, বরং আমা হইতে আপনার ফলমূল আহরণাদি আবশ্যকীয় কার্য্য সকল নিষ্পাদিত হইবে, এবং আমিও কৃতার্থ হইব। আমি সগুণ ধনুকধারী হইয়া আপনাদিগের শান্তি রক্ষা করিব।"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে বনবাসে যাইতে অনুমতি দিলেন এবং জনকপ্রদত্ত ধনুক ও অস্ত্রশস্ত্রাদি যাহা যাহা আচার্য্য বশিষ্ঠের নিকট রাখিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গে লইতে বলিলেন। লক্ষ্মণ স্ব-ইচ্ছায় চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য পিতা মাতা কলত্র ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত বনে অনুগমন করিতে উদ্যত হইলেন। রামের প্রতি তাহার কি অপরিসীম আসক্তি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল ইহাই তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ। লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমা ব্যতিরেকে লোকৈশ্বর্য্য, অমরত্ব বা স্বর্গ কামনা করি না।" *

"ন দেবলোকাক্রমণং নামরত্বমহং বৃণে।
ঐশ্বর্য্যং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা॥৫

অযোধ্যাকাণ্ড ৩১শ সর্গ।

"I heed not homes of Gods on high,
I heed not life that cannot die,
Nor would I wish, with thee away,
O'er the three worlds to stretch my sway."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXI.

প্রকৃতই ইহা তাঁহার হৃদয়ের গুহ্যতম কথা। তাঁহার প্রতি রামচন্দ্রেরও অসাধারণ প্রীতি ও আশক্তি ছিল, নতুবা তাঁহাকে বনে অনুগমন করিতে কথনই অনুমতি দিতেন না। যে লক্ষ্মণ তাঁহার নিত্য সহচর সেই লক্ষ্মণ ব্যতীত তিনি কি প্রকারে বনে যাইতে পারেন? এই জন্যই লক্ষ্মণকেও সঙ্গে নিলেন।

৩২শ সর্গ। রামাদেশে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদিগকে ধন বিতরণ। রামও যথেষ্ট ধন ধেনু ইত্যাদি বিতরণ করিলেন।

"রামের প্রসাদে বাড়ে সবার ঐশ্বর্য্য।
দরিদ্র হইল ধনী শুনিতে আশ্চর্য্য॥" ৺কৃত্তিবাস।

এস্থলে রামচন্দ্রের নির্দ্দোষ কৌতুকপ্রিয়তার একটি গল্প দৃষ্ট হয়।

ত্রিজট নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খনন-লব্ধ কন্দমূলাদি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন, সুতরাং নিয়তই কুঠার, কুদ্দাল ও হলাকার দণ্ডবিশেষ লইয়া বনে থাকিতেন। রামচন্দ্র প্রভূত অর্থ বিতরণ করিতেছেন, শ্রবণ করিয়া তাহার দারিদ্র্যদুঃখ পীড়িতা তরুণী ভার্য্যা শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "তুমি এক কার্য্য কর, শুনিতেছি রামচন্দ্র প্রভূত অর্থ বিতরণ করিতেছেন, তুমি যাইয়া তাঁহার নিকট আমাদের অবস্থা জানাও বোধ হয় তাহা হইলে কিছু লাভ করিতে পারিবে।" ভার্য্যার উপদেশানুসারে ত্রিজটব্রাহ্মণ অতি জীর্ণ উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া রাম সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজের দুরবস্থা জানাইলেন।

রাম তাঁহাকে বলিলেন "সরযূনদীর পরপারে আমার বহু সহস্র গো আছে, তন্মধ্যে এক সহস্র গাভীও আছে তাহা হইতে আমি এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও কিছু প্রদান করি নাই। আপনি আপনার হস্তস্থিত যষ্ঠি নিক্ষেপ করিয়া তত্রত্য গোগৃহের যতস্থান অতিক্রম করিতে পারিবেন, সেই স্থান মধ্যে যত যত গো থাকিবে আপনি সে সমস্তই পাইবেন।"

তখন ত্রিজট অতি ব্যগ্রভাবে তাঁহার জীর্ণ উত্তরীয় কটিদেশে বেষ্টন পূর্ব্বক সেই যষ্ঠি যথাশক্তি বেগের সহিত নিক্ষেপ করিলেন। সেই যষ্টি

সরযূনদীর পরপারে যাইয়া বহু সহস্র গোগৃহ অতিক্রম করিয়া বৃষদিগের আবাস সমীপে পতিত হইল। রামচন্দ্র ইহা দেখিয়া ত্রিজটকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার আশ্রমে সরযূর পরপারবর্ত্তী সেই গোসমুদয় প্রেরণ করিলেন ও সান্ত্বনার্থ তাঁহাকে বলিলেন "আপনি রাগ করিবেন না, আমি আপনার সহিত পরিহাস করিয়াছি, এই যে আপনার দূরনিক্ষেপণশক্তি ইহাই জানিতে অভিলাষী হইয়া আমি আপনাকে ঐরূপ করিতে বলিয়াছি।"

ব্রাহ্মণ ত্রিজট সেই সমস্ত গো পাইয়া ভার্য্যার সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন ও রামের যশোকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এই বিবরণে সেকালের রাজাগণও যে প্রভূত গো পালন করিতেন তাহা প্রতীয়মান হয়।

এই ক্ষুদ্র গল্পটি হইতেও রামচন্দ্রের অসাধারণ চিত্ত-স্থৈর্য্যের আভাস প্রকাশ পাইতেছে। রামচন্দ্র বনগমনকালেও এই ত্রিজট ব্রাহ্মণকে যে এইরূপ নির্দ্দোষ পরিহাস করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মনের অচঞ্চল ভাব-জ্ঞাপক।

বাষ্পাকুল ভৃত্যবর্গকে যাহাতে প্রত্যেকের উত্তমরূপে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ বহু দ্রব্য প্রদান করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত আমরা প্রত্যাগমন না করি, সে পর্য্যন্ত তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে অবস্থান করিও।"

সামান্য পরিচারকদিগের প্রতিও রামচন্দ্রের কিরূপ সদয় দৃষ্টি ছিল, ইহাতেই বেশ প্রতীয়মান হয়।

৩৩শ সর্গ। পিতৃদর্শনার্থ রামের সীতা ও লক্ষ্মণ সহ গমন।

৩৪শ সর্গ। রামদর্শনে দশরথের বিলাপ।

রাম ও লক্ষ্মণ সীতা দেবীর সহিত ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন বিতরণ করিয়া পিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পদব্রজে পিতার আলয়াভিমুখে চলিলেন।

নাগরিক ব্যক্তি সকল তাঁহাদিগকে দেখিয়া নানা প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিল।

"Then as the gathered multitude
On foot their well-loved Rama viewed,
No royal shade to screen his head,
Such words, disturbed by grief, they said :"
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXIII.

" রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়ে সবে কান্দে নিজ বাসে ॥
মাঝে সীতা অগ্র পাছে দুই মহাবীর।
তিন জন হইলেন পুরীর বাহির ॥
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী।
জানকীর পাছে যায় অযোধ্যার নারী ॥
যে সীতা না দেখিতেন সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যায় দেখে সর্ব্বজন ॥
যেই রাম ভ্রমিতেন স্বর্ণ চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভুরাম পথে চলিল ভূতলে ॥
কোথা নাহি দেখি হেন কোথাও না শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী ॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে ॥
বুদ্ধি নাহি ভূপতির হারিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তার কি সে রবে প্রাণ ॥
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্র হায় হৈল বনবাসী ॥
মনে বুঝি রাজার যে নিকটে মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ ॥
জানকী সহিত রাম যান তপোবন।
রাজ্যসুখ ভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ ॥
পুরী শুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে।
চৌদ্দ বর্ষ এক ঠাই থাকি গিয়া বনে ॥
অযোধ্যার ঘর দ্বার ফেলহ ভাঙ্গিয়া।
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া ॥
শৃগাল গর্দ্দভ হ'ক অযোধ্যা নগরে।
মায়ে পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে ॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ

"With Rama will we hence, content
If, where he is, our days be spent."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXIII,

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এই তিনজন ধীরগতিতে রাজা দশরথের পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুমন্ত্র দ্বারা তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা রাজসমীপে জানাইলেন।

"যোড়হস্তে বার্ত্তা কহে রাজার গোচর।
নিবেদন অবধান কর নৃপবর ॥
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ সীতা আজি যান বনে।
বিদায় লইতে আইলেন তিন জনে ॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রাজা দশরথ তখন কি অবস্থায় ছিলেন? তিনি শোকে তাপে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরায়ণ এবং রাহুগ্রস্ত আদিত্য, ভস্মসমাচ্ছন্ন অনল ও নির্জ্জল তড়াগের ন্যায় অবস্থাপন্ন ছিলেন।

তখন রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন, "সুমন্ত্র, আমার যে সমস্ত ভার্য্যা আছে, তুমি তাঁহাদিগকে এখানে আনয়ন কর, আমি ভার্য্যাবর্গে পরিবৃত হইয়া রঘুনন্দন রামকে অবলোকন করিতে বাসনা করি।" সুমন্ত্র তখন যাইয়া রাজমহিষীদিগকে আনয়ন করিলেন। সেই সার্দ্ধসপ্ত শত পতিব্রতা রাজমহিষী অশ্রুপূর্ণ লোচনে কৌশল্যাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন দশরথ রামচন্দ্রকে তথায় আনিতে অনুমতি করিলেন। সুমন্ত্র রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে তথায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা দশরথ রামকে আসিতে দেখিয়া দ্রুত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার সংজ্ঞা সম্পাদন করিলেন। তখন রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া দশরথকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমাদিগের সকলেরই প্রভু, আমি বনে যাইতে উদ্যত হইয়া আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি। এই সীতা ও লক্ষ্মণকে আমি নানাবিধ কথায় বনে যাইতে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু উহারা কোনক্রমেই এখানে থাকিতে ইচ্ছা করে না। অতএব উহাদিগকেও আমার সহিত বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।"

"কহেন বন্দিয়া রাম পিতার চরণে
আজ্ঞা কর বনে যাই এই তিন জনে।" ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রামচন্দ্রের এই করুণ প্রার্থনা গ্রীফিথ সাহেবের ভাষায় আরও স্পষ্টতর হইয়াছে :—

"Lord of us all, great King, thou art :
Bid me farewell before we part.
To Dandak wood this day I go:
One blessing and one look bestow.

Let Lakshman my companion be,
And Sita also follow me.
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXIV:

রাজা দশরথ তদুত্তরে বলিলেন, "কৈকেয়ীকে বরদান করা প্রযুক্ত আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি, অধুনা আমাকে নিগৃহীত করিয়া তুমি স্বয়ংই অযোধ্যা নগরীতে রাজা হও।"

'O Rama, by her arts enslaved,
I gave the boons Kaikeyi craved,
Unfit to reign, by her misled :
Be ruler in thy father's stead'.
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXIV.

রাম বলিলেন "আমি আপনাকে মিথ্যাবাদী করিতে পারি না, সুতরাং অরণ্যবাসেই গমন করিব। আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালনান্তে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় আপনার চরণ বন্দনা করিব।

ধর্ম্মবীর রাম পিতাকে ধর্ম্মের ও সত্যের দায় হইতে উদ্ধার করিবেন, কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, দশরথের বাক্যও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

স্বার্থান্ধা কৈকেয়ী অন্যের অজ্ঞাতভাবে দশরথকে বলিতেছেন, "অদ্যই রামকে বনে প্রেরণ কর।" দশরথ ইহাতে আরও দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "হে রঘুনন্দন, তুমি ধর্ম্মাত্মা ও সত্যনিষ্ঠ, সুতরাং তোমার বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত করা অসাধ্য। অতএব তুমি নির্ব্বিঘ্ন-পথে গমন কর। কিন্তু পুত্র, অদ্য রজনীতে তুমি যাইও না, কারণ তোমাকে দর্শন করিয়া আমি এক রাত্রিও সুখে থাকিব। তুমি আমাকে ও তোমার জননীকে অবলোকন করিয়া অদ্য এইস্থানেই রজনী অতিবাহিত কর, মৎপ্রদত্ত সমস্ত কাম্য বস্তু দ্বারা তর্পিত হইয়া কল্য প্রাতে তুমি স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইও, তুমি আমার প্রিয়সম্পাদনার্থ স্বীয় প্রিয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বীজন বনে যাইতে প্রবৃত্ত হইয়া অতীব সুদুষ্কর কার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়াছ, কিন্তু এই ব্যাপার আমার প্রিয় নহে, আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি:।

কি করি এই প্রচ্ছন্নভাবা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিতুল্যা মহিলা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যে বঞ্চনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি ঐ কুলোচিত চরিত্র-নাশিনী কৈকয়ী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই সেই বঞ্চনার নিষ্কৃতি বিধানে অভিলাষী হইয়াছ। পুত্র, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্র, তুমি যে আমাকে সত্যবাদী করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আশ্চর্য্য নহে।"

"No marvel that my eldest born
Would hold me true when I have sworn.
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXIV.

রাজা দশরথের এই মর্ম্মস্পর্শিনী উক্তিতেও ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র বিচলিত হইলেন না, তিনি আর এক রাত্রি থাকাও সঙ্গত মনে করিলেন না।

"শ্রীরাম বলেন যদি নিশ্চিত গমন।
একরাত্রি লাগি কেন সত্য উল্লঙ্ঘন॥
আজি আমি বনে যাব আছে এ নির্ব্বন্ধ।
না গেলে বিমাতা মনে ভাবিবেন মন্দ॥
আজ হইতে অন্ন আমি করিনু বর্জ্জন।
বনে গিয়া ফল মূল করিব ভক্ষণ॥
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃসত্য পালিয়া শোধয়ে তার ধার॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ॥

"I wish to see the still remain
Most true, O King, and free from stain.
It must not, Sire, it must not be :
I cannot rest one hour with thee.
Then bring the sorrow to an end,
For naught my settled will can bend.
I gave pledge that binds me too,
And to that pledge I still am true."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXIV

কৈকেয়ীর নিকট যখন সত্যসন্ধ রাম বলিয়াছেন "অদ্যই বনে যাইব" তখন কি প্রকারে এক রাত্রির জন্যেও থাকিবেন?

দশরথ অনন্যোপায় হইয়া দুঃখে ও সন্তপ্ত হৃদয়ে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎপরে ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

তখন কৈকেয়ী ব্যতীত তাহার অপরাপর পত্নীগণ সকলে মিলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ হৃদয়বিদারক দৃশ্যেও নীচপ্রবৃত্তির বশীভূতা কৈকেয়ী দেবীর চিত্ত দ্রব হইল না, সংজ্ঞানের উদয় হইল না। পূর্ব্বে রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে নিজে কিছুই বলেন নাই, কৈকেয়ীই তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সমস্ত বলিয়াছেন। এ দৃশ্যে রাজা দশরথ সমস্ত প্রকৃত অবস্থা বলিলেন, তাহার নিজের কোন অপরাধ নাই, তিনি দুষ্টা কৈকেয়ী দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। কৈকেয়ী-চরিত্র ও তাঁহার দুরভিসন্ধি তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। রাজা দশরথের এ অকৃত্রিম সারল্যও অতীব প্রশংসনীয়। তিনি যে প্রকৃত সত্যবাদী তাহারও আর সন্দেহ নাই।

৩৫শ সর্গ। কৈকেয়ীর প্রতি সুমন্ত্রের ভৎর্সনা।

সুমন্ত্র এইসকল ব্যাপার দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন এবং নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন।

"Wild with the rage he could not calm,
Sumantra, grinding palm on palm,
* * * *
"With his word-arrows swift and keen
He shook the bosom of the queen."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXV.

"অয়ি নিরদয়ে
পৃথিবীর লোক যত, জানে রাজা দশরথ
চরাচর জগতের পতি।
তোমার দয়িত তিনি, যেকালে তাঁহাকে তুমি
ত্যাগ কৈলে হয়ে লোভমতি।
সে কালে জগতে তব, করণীয় দেখি সব,
অকার্য্য কিছুই তব নাই।

বুঝিলাম এতক্ষণে, ক্ষুরধার তব মনে,
জাগরিত রয়েছে সদাই।
দয়িতঘাতিনী তুমি, রাজবংশবিনাশিনী,
দয়ামায়া নাহি তব চিতে।
অগাধ শোকের নীরে, দশরথ ভূপতিরে
দুঃখ নাহি হ'ল ভাসাইতে।

মহীপতি দশরথ অজেয় ইন্দ্রের মত,
পর্ব্বতের সমান নিশ্চল।
মহাসাগরের মত, সুগম্ভীর অবিরত,
তেজে যেন তপনমণ্ডল।
তুমি স্বীয় কর্ম্মদোষে হেন ভূপে অনায়াসে
তুলিয়াছ কলুষিত করি।
এ ব্যভার দেখি তব, কি কহিবে লোক সব
কলঙ্ক রহিবে ধরা পরি।
স্বামী তব মহারাজ, তার প্রতি এই কাজ
ছিছি রাণি কর না কর না।
এর অপমান করে, তব রাণি ধরাপরে,
হবে কিগো সুযশ ঘোষণা।
সুনিশ্চয় বলি আমি, পরম দেবতা স্বামী,
করিও না এর অপমান।
স্বামী ইচ্ছা অনুসারে, যেই নারী কায্য করে
সেই নারী নারীর প্রধান।
কোটি পুত্র চেয়ে তার লাভ হয় রত্নভার,
এত ভাল স্বামী ইচ্ছা পালা;
এই হেতু বারবার, বলিতেছি কেন আর,
পতি প্রতি কর অবহেলা।"

"ভর্ত্তুরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা বিশিষ্যতে।" ৮

অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫ সর্গ।

"A loving wife in worth outruns
The mother of ten million sons.
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXV.

অতএব সকল নারীরই স্বীয় স্বীয় পতির ইচ্ছানুবর্ত্তিনী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

তিনি আবার বলিলেন—

"রামের যে পথ এবে সকলেরই তাই;
থাকিতে তোমার রাজ্যে ইচ্ছা কারো নাই।
বল দেখি এবে তুমি আত্মীয় স্বজন
আর বেদ পারদর্শী যতেক ব্রাহ্মণ
তোমারে ত্যজিয়া গেলে এরাজ্য কেবল
লইয়া তোমার বল হইবে কি ফল?"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

'None in this city e'er can dwell
To tend and love thee half so well
When Rama sits in royal place,
True to the custom of his race
Our monarch of the mighty bow
A hermit to the woods will go"
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXV.

তিনি আরও বলিলেন, "দেখিতেছি তোমাতে মাতৃদোষ বর্ত্তিয়াছে। তিনিও তাঁহার স্বামীর প্রাণের মায়া করেন নাই, তুমিও তোমার স্বামীর প্রাণের মায়া করিতেছ না। রামশোকে যে রাজা দশরথ প্রাণে মারা যাইবেন, ইহা একবার ভাবিয়াও দেখিতেছ না!" এইরূপ বহুবিধ বাক্যে সুমন্ত্র রাজা দশরথের সম্মুখেই কৈকেয়ীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন, কিন্তু কৈকেয়ীর কঠোর হৃদয় তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা সন্তাপিত হইল না। মন্ত্রী সুমন্ত্রের তিরস্কারেও তাঁহার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইল না। কৈকেয়ীর হৃদয় এখন পাষাণ হইয়াছে। কৈকেয়ী তাঁহার মাতৃ-দোষ কিছু পাইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, কন্যা মাতার ও পুত্র পিতার দোষ গুণ প্রাপ্ত হয়।

"পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে।
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণেরে ছলে॥
তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ।
বুঝিয়া ব্রাহ্মণ তারে দিল ব্রহ্মশাপ॥
দেখিয়া করিলি ব্যঙ্গ কহিস কর্কশ।
সর্ব্বলোকে গায় যেন তোর অপযশ॥"
৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"The sons their fathers' worth declare
And girls their mothers' nature share"
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXV.

কিন্তু কৃত্তিবাস কৈকেয়ী সম্বন্ধে একটি নূতন কথা লিখিয়াছেন—

"এরূপ প্রবাদ আছে পুরুষ পিতার।
স্ত্রীলোক মাতার পায় স্বভাব আকার॥" ৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"সত্যশ্চাত্র প্রবাদোঽয়ং লৌকিকঃ প্রতিভাতি মা।
পিতৄন্ সমনুজায়ন্তে নরাঃ মাতরমঙ্গনাঃ॥" ২৮
অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫ সর্গ।

অতএব সুসন্তানাকাঙ্ক্ষী সকল মাতাপিতারই সুচরিত্রসম্পন্ন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

৩৬ সর্গ।—কৈকেয়ী ও দশরথের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও কৈকেয়ীর প্রতি মন্ত্রী সিদ্ধার্থের উক্তি॥

যখন রাজা দশরথ দেখিলেন যে, রাম তখনই বনে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন, "সৈন্য সামন্ত বণিক্‌গণ সকলে রামের অনুগামী হউক এবং আমার ধনকোষ ও ধান্যসঞ্চয়ও নির্জ্জন বনবাসী রামের সঙ্গে যাউক।"

"ভূপতি বলেন শুন সুমন্ত্র বচন।
অশ্ব হস্তী সঙ্গে লহ বহুমূল্য ধন ॥
অরণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণ্যবান্।
ব্রাহ্মণ তপস্বী দেখি করিহ প্রদান ॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

ধনকোষ দেওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া কুটিলা কৈকেয়ী দেবী ভীতা হইলেন। তখন তাঁহার মুখ শুষ্ক ও স্বর অবরুদ্ধ হইল। তিনি ত্রাসযুক্তা ও বিষাদিতা হইয়া রাজা দশরথের সম্মুখীন হইয়া পরিশুষ্ক মুখে তাঁহাকে বলিলেন "হে সাধো, ভরত পীতসারাংশ সুরার ন্যায়, অনুপভোগ্য ও এই ধনবিহীন অসার রাজ্য গ্রহণ করিবেন না।"

"যদি ধন দিতে রাজা করিল আশ্বাস।
কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখী ছাড়িল নিশ্বাস ॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল ম্লান শুষ্ক অতি মুখ।
রাজারে পাড়িল গালি পেয়ে মনে দুঃখ ॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"মহীপাল দশরথ সুমন্ত্র মন্ত্রীরে
এরূপ আদেশ কৈলে সুধীর গম্ভীরে
কৈকেয়ীর অতিশয় উপজিল ভয়
থর থর করি যেন কাঁপিল হৃদয়
বদন শুকায়ে হল মালিন্য প্রকাশ
কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল না চলে নিশ্বাস
অতীব বিষণ্ন হয়ে অনন্তর তিনি
দশরথ ভূপতিরে কহিলা এ বাণী।
"বিলাস সামগ্রী সব যদি মহারাজ
পাঠাও রামের সহ অরণ্যেতে আজ
তাহা হলে পীতসার সুরার মতন
এই শূন্যরাজ্যে আর কিবা প্রয়োজন
সর্ব্বশূন্য রাজ্য লয়ে ভরত আমার
কি করিবে মহারাজ এই কি বিচার ?"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কুটিলা কৈকেয়ী স্বার্থপরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন এবং তাঁহার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের যথেষ্ট পরিচয় দিলেন !

'Fie on thee, dame !' the monarch said ;
Each of her people bent his head,

And stood in shame and sorrow mute :
She marked not, bold and resolute.
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXVI.

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

"অনার্য্যে আমার তুই ভার বহনেতে।
নিযুক্ত করিয়াছিস আপন মনেতে॥
আমিও সে ভার বহিতেছি প্রাণপণে।
তবে কেন দুঃখ আর দিতেছিস মনে॥
যে কথার এবে তুই প্রসঙ্গ করিলি।
পূর্ব্বেতে আমারে দুষ্টে কেন না বলিলি?
শ্রীরামের বনবাস প্রার্থনা যখন।
করেছিলি এ কথা কি বলিলি তখন?"
"তখন কৈকেয়ী ক্রোধে দ্বিগুণ জ্বলিয়া।
কহিলেন ভূপতিরে তর্জ্জন করিয়া॥
তোমারই বংশে রাজা ভূপতি সগর।
জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জে রাজ্যের ভিতর॥
স্থান দেন নাই বাস করিবার তরে।
রাজ্যসুখে বঞ্চিত করিয়া একেবারে॥
নগর হইতে তারে কৈলা বহিষ্কৃত।
রামেরও তব তাই করাই উচিত॥
কৈকেয়ীর মুখে রাজা শুনি এই বাক।
কহিলেন, রে দুঃশীলে ধিক্ তোরে থাক॥
সভাস্থিত সকলেই হইল লজ্জিত।
কিন্তু তবু না বুঝিলা কৈকেয়ী কিঞ্চিত॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৈকেয়ী দেবী নির্লজ্জতার ও চূড়ান্ত সীমা দেখাইলেন। সেই স্থানে সিদ্ধার্থ নামক দশরথের একজন অমাত্য উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, "অসমঞ্জ দুরাচার দুর্বৃত্ত ছিল, সে নগরস্থ শিশুদিগকে ধরিয়া সরযুর জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিত।"

অসমঞ্জের কার্য্যানুরূপ দুষ্কর্ম্মের বিবরণ অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় আধুনিক কোন রাজা এইরূপ কর্ম্ম করিতেন।

'It is still reported in Balgaum that Appay Deasy was wont to amuse himself by making several young and beautiful women stand side by side on a narrow balcony, without a parapet, overhanging the deep reservoir at the new palace in Nipani. He used then to pass along the line of trembling creatures, and suddenly thrusting one of them head-long into the water below, he used to watch her drowning and derive pleasure from her dying agonies.'—History of the Belgaum District by H. T. Stokes, M. S. C.

তিনি আরও বলিলেন—

"হে কৈকেয়ী মহারাণী সগর রাজার।
অসমঞ্জ পুত্র ছিল হেন দুরাচার॥
এই সে কারণে তারে ভূপতি সগর।
পরিত্যাগ করেছিলা হয়ে ক্রোধপর॥
কিন্তু শ্রীরামের দোষ কি আছে এমন।
যাতে তুমি চাও তারে দিতে নির্ব্বাসন॥
আমরা ত শ্রীরামের কোনরূপ দোষ।
নাহি দেখি তবে কেন তব রোষ॥
রামচন্দ্র নিরমল চন্দ্রের মতন।
ইহাতে কিছুই দোষ না করি দর্শন॥
এক্ষণে রামের যদি তুমি মহারাণি।
কোন দোষে দেখি থাক প্রকাশ এখনি॥
পশ্চাৎ ইহাকে তবে দাও বনবাস।
দোষ না দেখিয়া কেনে এ কুকার্য্যে আশ॥
শিষ্ট সাধু যেই জন ত্যজিলে তাহায়।
ধর্ম্মের বিরোধ ঘটে কি সন্দেহ তায়॥
হেন জনে ত্যাগ কৈলে ইন্দ্রের মহিমা।
খর্ব্ব হয়ে যায় দেবি ত্যজি স্বীয় সীমা॥
কহিগো তোমারে রাণি এই সে কারণে।
রামের রাজশ্রী নাশ ভাবিও না মনে॥
রামের রাজশ্রী যদি কর তুমি লয়।
লোক অপবাদ তব ঘটিবে নিশ্চয়॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Then cease, O lady, and dismiss
Thy hope to ruin Rama's bliss,
Or all thy gain, O fair of face,
Will be men's hatred, and disgrace."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXVI.

"মহারাজ দশরথ সিদ্ধার্থের মুখে।
শুনিয়া এরূপ কথা অতিশয় দুঃখে॥
ক্ষীণ কণ্ঠে শোকতপ্ত বচনে অমন।
কহিলেন কৈকেয়ীরে করি সম্বোধন॥
"অয়ে পাপে দেখিতেছি সিদ্ধার্থের বাণী।
প্রীতি কর নহে তোর কুলকলঙ্কিণি॥
অমার তোমার যাহে ঘটিবেক হিত।
সেদিকে না যাস তুই ঠিক বিপরীত॥
এই নীচ পথে তুই করিয়া আশ্রয়।
নীচ কার্য্য অনুষ্ঠান তোর মনে লয়॥
যা হোক এক্ষণে আমি ত্যজি সুখধন।
রামের সহিত বনে করিব গমন॥
রাজা ভরতের সহ তুই নিশাচরি।
রাজ্য উপভোগ কর দিবসশর্ব্বরী॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

দশরথ ও কৈকেয়ীর এই উক্তিপ্রত্যুক্তিতে দশরথের সদাশয়তা ও দিব্য জ্ঞান ও কৈকেয়ীর নীচাশয়তা ও নিলর্জ্জতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যে

কৈকেয়ী দশরথের প্রাণের প্রাণ, আদরের আদরিণী সোহাগের সোহাগিনী ছিলেন সে কৈকেয়ীর কথায় এখন আর দশরথ ভুলিতেছেন না।

৩৭শ সর্গ। রাম লক্ষ্মণ ও সীতার চীরবল্কল ধারণ।

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র এই সব কথা শুনিয়া বলিলেন, আমার যখন বনবাস যাইতে হইবে, তখন আর ধনরত্নের আবশ্যক কি?

"রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হইল বন।
অশ্ব হস্তী ধনে তার কি বা প্রয়োজন॥
গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে।
জানকী লক্ষ্মণমাত্র যাইবেক সাথে॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"বাকল পরিবে রাম কৈকেয়ী তা শুনে।
বাকল রাখিয়াছিল দিল ততক্ষণে॥" ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কঠোরপ্রাণা কৈকেয়ী বল্কল ইত্যাদি পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কৈকেয়ীচরিত্রের কঠোরতার চরমসীমা এই স্থানে দ্রষ্টব্য। রাম লক্ষ্মণ বল্কল পরিধান করিলেন। সীতা বল্কল পরিতে জানে না, রাম দেখাইয়া দিলেন। সকলে অশ্রুজলে প্লাবিত হইল, কিন্তু এ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যে কৈকেয়ীর হৃদয় একটুও ভিজিল না। নারীহৃদয় যেমনই স্বভাবতঃ কোমল, আবার কঠোর হইলে কঠোরতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইয়া থাকে। কৈকেয়ীও নীচপ্রবৃত্তির বশীভূতা হইয়া তাহাই দেখাইলেন।

"There stood the pride of Janak's race
Perplexed, with sad appealing face.
One coat the lady's fingers grasped,
One round her neck she feebly clasped,
But failed again, again, confused
By the wild garb she ne'er had used.
Then quickly hastening Rama, pride
Of all who cherish virtue, tied
The rough bark mantle on her, o'er
The silken raiment that she wore."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXVII.

বশিষ্ঠ বলিলেন "সীতাদেবী বসন পরিধান করুন, তিনি রামের অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী রাণী হইয়া রাজত্ব করুন।"

"Sita shall guard, as 'twere, her own,
The precious trust of Rama's throne."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXVII.

কিন্তু সীতা দেবী কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না তিনি অকাতরে রাণী হওয়ার প্রলোভন ত্যাগ করিলেন, কেন না স্বামী রামচন্দ্রই তাঁহার সর্ব্বস্ব।

৩৮ সর্গ।—দশরথের বিলাপবাক্য ও কৌশল্যাকে রক্ষার্থ দশরথের প্রতি রামের অনুরোধ।

সীতাকে চীরবল্কলপরিধানা দেখিয়া দশরথ নানারূপ বিলাপ করিলেন ও কৈকেয়ীকে বিবিধরূপে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু নিলর্জ্জা কৈকেয়ী দেবীর কিছুতেই লজ্জাবোধ হইল না—

"Now with this limit not content,
In hell should be thy punishment,
Who fain the Maithil bride wouldst press
The clothe her limb, with hermit dress."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXVIII.

পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত রামচন্দ্র বিনীত ভাবে দশরথকে কৌশল্যা দেবীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, দুঃখিনী মাতার জন্য তিনি যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিলেন।

"মায়েরে সপেন রাম নৃপতির পায়।
যাবৎ না আসি পিতা পালিহ মাতায়॥" ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

৩৯শ সর্গ।—রামকে মুনিবেশধারী দেখিয়া দশরথের খেদ ও সীতার প্রতি কৌশল্যার উপদেশাদি।

রামকে মুনিবেশে দেখিয়া রাজা দশরথ একেবারে হতজ্ঞান হইলেন, পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"অনেক ধেনুরে আমি পূর্ব্বে হায় হায়।
বিবৎসা করেছি মাতি দারুণ হিংসায়॥
অনেক জীবের প্রাণ করেছি সংহার।
সেই পাপে এদুর্গতি আজিয়ে আমার॥
অনল সমান রাম অতিব তেজস্বী।
সুক্ষ্মবাস পরিহরি হইলা তপস্বী॥
আমার সম্মুখে হায় আমি তা নয়নে।
অনায়াসে দেখিলাম ভাগ্যবিড়ম্বনে॥
বোধ হয় অসময়ে ঘটে না মরণ।
নতুবা কৈকেয়ী মোরে করিছে এমন॥
নিপীড়িত যন্ত্রণায় এতেই আমার।
নির্গত হইত এই জীবন অসার॥
নিজ স্বার্থ সাধিতেছে যে করি বঞ্চনা।
সে কৈকেয়ী হতে মোর এতেক যন্ত্রণা॥
শুধু আমি একা নই সে পাপিনী হতে।
সকলেই জ্বালাতন আজি এ জগতে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশরথ আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইল, বাষ্পাকুল নেত্রে "হা রাম" বলিয়া উষ্ণদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এ কথাগুলি বাহির হইয়াছে, তিনি হৃদয়ে এত গভীর বেদনা বোধ হয় আর কোন কালেই অনুভব করেন নাই।

কিছুক্ষণ পরে শোকবেগ সংবরণ করিয়া দশরথ সুমন্ত্রকে সুসজ্জিত রথ আনিয়া তাহাতে রামচন্দ্রকে জনপদের বাহিরে পৌঁছছাইয়া দিতে বলিলেন। সুমন্ত্র দশরথের আদেশ প্রতিপালনে উদ্যোগী হইল। অনন্তর দশরথ ধনাধ্যক্ষকে বহুমূল্য নানাবিধ রত্ন আভরণ সীতা দেবীর জন্য আনয়ন করিতে বলিলে ধনাধ্যক্ষ সে সব আনিয়া দিলেন এবং সীতাদেবী দশরথের আদেশ অনুসারে সেই বহুমূল্য রত্ন আভরণে ভূষিতা হইলেন।

"জানকী পরেন তার তোরণ নূপুর।
মকরকুণ্ডল হার অপূর্ব্ব কেয়ুর॥
মণিময় মালা আর বিচিত্র পাসুলি।
হীরা অঙ্গুরীতে শোভিত অঙ্গুলি॥
দুই বাহু শঙ্খ তার অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
করিল ইত্যাদি বসন পরিধান॥
পট্টবস্ত্র পরিলেন অতি মনোহর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দর॥
যেমন ভূষণ তার তেমতি আকার।
শ্বশুরে জানকী দেবী করে নমস্কার॥
বিদায় হইয়া সীতা শ্বশুরচরণে।
রহে যোড় হস্তে শাশুড়ীর বিদ্যমানে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তখন কৌশল্যা দেবী সীতার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে যে অমূল্য উপদেশ বাক্য বলিলেন, তাহা কৌশল্যার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা নারীরই উপযুক্ত।

"কৌশল্যা বলেন সীতা শুন সাবধানে।
স্বামিসেবা করিবে সতত রাত্র দিনে॥
নৃপতির বধূ তুমি রাজার কুমারী।
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী॥
নির্ধন হউক স্বামী অথবা সধন।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নাহি মন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"অসত্যঃ সর্ব্বলোকেঽস্মিন্ সততং সংকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্তারং নাভিমন্যন্তে বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ॥ ২১
এষ স্বভাবো নারীণামনুভূয় পুরা সুখম্।
অল্পামপ্যাপদং প্রাপ্য দুষ্যন্তি প্রজহত্যপি॥
অসত্যশীলা বিকৃতা দুর্গা অহৃদয়াঃ সদা। ২২
অসত্যঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ক্ষণমাত্রবিরাগিণঃ।
ন কুলং ন কৃতং বিদ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ
স্ত্রীণাং গৃহ্নাতি হৃদয়মনিত্যহৃদয়া হি তাঃ। ২৩
সাধ্বীনাং তু স্থিতানাস্তু শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে। ২৪
স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্ত্বেষ নির্দ্ধনঃ সধনোঽপি বা॥" ২৫

অযোধ্যাকাণ্ড ৩৯শ সর্গ।

* * *

"দেখ বৎসে যেই নারী এই ধরণীতে॥
প্রিয়জনদের হয়ে আদরে ভাজন।
বিপদে স্বামীর সেবা কয়রে হেলন॥
সে নারী অসতী বলি গণনায় আসে।
মহাপাতকিনী সেই মেদিনী আবাসে॥
দেখ বাছা! এই সব অসতী রমণী।
কদর্য্যস্বভাব ধরে দিবস রজনী॥
স্বামীর সম্পদ্কালে এই নারীগণ।
সুখের কারণে ভাবে স্বামীরে আপন॥
কিন্তু বিপদের কালে নানাবিধ দোষে।
স্বামীরে দূষিত করে নাহি আর তোষে॥
অধিক কি স্বামীরেও করে পরিহার।
ওইসব রমণীর হেন ব্যবহার॥
মিথ্যা কথা কহে ওরা ধর্ম্ম নাহি মানে।
অনায়াসে গমন করে সুদুর্গম স্থানে॥
নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি করে প্রদর্শন।
পতির উপরে সদা রোষযুক্ত মন॥
একান্ত বিরস ওরা স্বামীর উপরে।
অল্পকারণেই হয় বিরক্ত অন্তরে॥

অতীব অস্থির চিত্ত ও সব ললনা।
কুলের অপেক্ষা তারা রাখিতে চাহে না॥
বশীভূত নাহি হয় বসন ভূষণে।
কৃতঘ্ন হইয়া ধর্ম্মে তুচ্ছ ভাবে মনে॥
যদ্যপি তাদের দোষ কর প্রদর্শন।
তথাপি স্বীকার তারা না করে কখন॥
কিন্তু যারা গুরুদের উপদেশ লয়।
নিজ কুলমর্য্যাদাসে পালন করয়॥
সত্য কথা কহে সদা ধর্ম্মে ভয় করি।
বিশুদ্ধ স্বভাবে রয় দিবস শর্ব্বরী॥
সেই সব সতী বাছা পতিরে কেবল।
পুণ্য ধর্ম্ম সাধনের ভাবয়ে সম্বল॥
এক্ষণে যদিও মম প্রাণের নন্দন।
প্রিয়তম রাম হায় যাইতেছে বন॥
কিন্তু তুমি অনাদর কর না ইহায়।
সতত থাকিও রত ইহার সেবায়॥
দরিদ্র বা সম্পন্নই হৌক মোর রাম।
দেবতুল্য তুমি এরে ভেব অবিরাম"॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

'Ah, in this faithless world below
When dark misfortune comes and woe,
Wives, loved and cherished every day,
Neglect their lords and disobey.
Yes, woman's nature still is this :—
After long days of calm and bliss
When some light grief her spirit tries,
She changes all her love, or flies.
Young wives are thankless, false in soul,
With roving hearts that spurn control,
Brooding on sin and quickly changed,
In one short hour their love estranged.
Not glorious deed or lineage fair,
Not knowledge, gift, or tender care
In chains of lasting love can bind
A woman's light inconstant mind.
But those good dames who still maintain
What right, truth, Scripture, rule ordain—
No holy thing in their pure eyes
With one beloved husband vies.

Nor let thy lord my son, condemned
To exile, be by thee contemned,
For be he poor or wealthy, he
Is as a God, dear child, to thee."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XXXIX.

যেরূপ ধর্ম্মশীলা সৎগুণসম্পন্না শাশুরী সেইরূপ উপযুক্তা পুত্রবধূ। কৌশল্যা দেবীর উপদেশ বাক্যে সীতা দেবী যাহা উত্তর করিলেন, তাহা ততোধিক শিক্ষাপ্রদ।

"করিষ্যে সর্ব্বমেবাহং আর্য্যা যদনুশাস্তি মাম্।
অভিজ্ঞাস্মি যথা ভর্ত্তুর্বর্ত্তিতব্যং শ্রুতঞ্চ মে॥ ২৭
ন মামসজ্জনে নার্য্যে সমানয়িতুমর্হতি।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতুং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা॥
নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥ ২৯
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥ ৩০
সাহমেবং গতা শ্রেষ্ঠা শ্রুতধর্ম্মপরাবরা।
আর্য্যে কিমবমন্যেয়ং স্ত্রীণাং ভর্ত্তা হি দৈবতম্॥৩১

অযোধ্যাকাণ্ড ৩৯ সর্গ।

* * *

"আর্য্যে! তব আজ্ঞা আমি করিব পালন।
মহারাণি স্বামী প্রতি কি যে আচরণ।
করিবারে হয় আমি জানি বিলক্ষণ॥
অসতীদিগের তুল্য তুমিগো আমারে।
ভুলেও ভেব না মনে নিবেদি তোমারে॥
চন্দ্র হতে প্রভাসম আমি ধর্ম্ম হতে।
বিচ্ছিন্ন কখন দেবি নাহি কোনমতে॥
তন্ত্রীহীনা বীণা যথা নিরর্থক হয়।
চক্রহীন রথ যথা কার্য্যকর নয়॥
সেরূপ হয়েও নারী শতপুত্রমাতা।
ভাগ্যদোষে হয় যদি ভর্ত্তৃ-বিরহিতা॥
তাহলেও তাহার নাহিঁ সুখোদয় হয়।
সর্ব্বদাই সেই নারী দুঃখে ডুবে রয়॥
পিতা মাতা আর পুত্র করে বিতরণ।
পরিমিত বস্তু, কিন্তু স্বামী যেই জন॥

তিনিই অপরিমেয় পদার্থের দাতা।
তাঁর সহ নাহি সাজে অল্পদান কথা॥
সুতরাং কে না তারে করিবে আদর।
সেবিবে না কে না তারে হয়ে ভক্তিপর॥
মাতার নিকট আমি সামান্য বিশেষ।
পাইয়াছি অয়ি আর্য্যে ধর্ম্ম উপদেশ॥
হবে কি কারণে আমি স্বামীর আমার।
অমর্য্যাদা করিব গো করি অবিচার॥
পতির সেবায় আমি নাহি গো বিরতা।
পতিই আমার দেবী পরম দেবতা॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

'All will I do, forgetting naught,
Which thou, O honoured queen, hast taught.
I know, have heard, and deep have stored
The rules of duty to my lord.
Not me, good Queen, shouldst thou include
Among the faithless multitude.
Its own sweet light the moon shall leave
Ere I to duty cease to cleave.
The stringless lute gives forth no strain,
The wheelless car is urged in vain:
No joy a lordless dame, although
Blest with a hundred sons, can know.
From father, brother, and from son
A measured share of joy is won:
Who would not honour, love, and bless
Her lord, whose gifts are measureless?
Thus trained to think, I hold in awe
Scripture's command and duty's law.
Him can I hold in slight esteem?
Her lord is woman's God, I deem.'

Griffith's Ramayan, Book II, Canto XXXIX.

সীতা দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কৌশল্যা দুঃখ-হর্ষ-জনিত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাম স্বীয় জননীকে শোক-তাপ ভুলিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। চক্ষুর পলকে চতুর্দ্দশ বর্ষ চলিয়া

যাইবে। দশরথের রীতিমত সেবা-শুশ্রূষা করিতে বলিলেন। অন্যান্য মাতৃগণের নিকটও বিনীতভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করিলেন। মাতৃগণ দরদর ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

"যে গৃহে বাজিত পূর্ব্বে মৃদঙ্গ পণব।
গম্ভীর জলদসম উপজিয়া রব॥
মহিলাগণের এবে করুণ রোদন।
আকুল করিল সেই সুখের ভবন॥"

কৃত্তিবাস রায়ের রামায়ণ।

"Then straight, like curlews' cries, upwent
The voices of their wild lament,
While, as he bade farewell, the crowd
Of royal women wept aloud.
And through the ample hall's extent,
Where erst the sound of tabour, blent
With drum and shrill-toned instrument,
In joyous concert rose,
Now rang the sound of wailing high,
The lamentation and the cry,
The shriek, the choking sob, the sigh
That told the ladies' woes."

Griffith's Ramayan, Book II, Canto XXXIX.

রাজা দশরথের গভীর মর্ম্মবেদনা, কৌশল্যাদেবীর ধর্ম্মশীলতা, সীতাদেবীর ধর্ম্মজ্ঞান ও পাতিব্রত্য, রামচন্দ্রের সকলের প্রতিই তুল্য বিনীতভাব এবং সকল মাতৃগণেরই রামচন্দ্রের জন্য পরিবেদনা এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছিল।

৪০শ সর্গ। সুমিত্রা দেবীর লক্ষ্মণের প্রতি উপদেশ, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর বনযাত্রা এবং পৌরগণের বিলাপ।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দীনভাবে রাজা দশরথকে প্রণামপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে রাম ধর্ম্মানুসারে বন-

গমন বিষয়ে তাঁহার অনুমতি লইয়া মাতৃশোকে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া সীতার সহিত মাতাকেও অভিবাদন করিলেন। কেহই বল্কলধারী রামচন্দ্রের বদনমণ্ডলে কোন প্রকার বিষাদের চিহ্ন দেখিল না, সকলেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। কবি কালিদাসও রঘুবংশে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"দধতো মঙ্গলক্ষৌমে বসনস্য চ বল্কলে।
দদৃশুর্বিস্মিতাস্তস্য মুখরাগং সমং জনাঃ ॥"৮ রঘুবংশ দ্বাদশ সর্গ।

পুরবাসিগণ, মাঙ্গলিক ক্ষৌমযুগল পরিধান করিবার সময় রামচন্দ্রের মুখকান্তি দর্শন করিয়াছিল, বল্কল পরিধান করিবার সময়েও সেইরূপ অবিকৃত মুখরাগ দেখিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল।"

লক্ষ্মণ অগ্রে সেই রাম-মাতা কৌশল্যা দেবীকে অভিবাদন করিয়া পরে স্বীয় জননী সুমিত্রাদেবীর চরণ বন্দনা করিলেন। পুত্রহিতার্থিনী সুমিত্রা দেবীও রোদন করিতে করিতে সেই বন্দনা-তৎপর স্বীয় আনন্দবর্দ্ধক মহাতেজঃসম্পন্ন লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে যে যে উপদেশ বাক্য বলিলেন তাহা হইতেই সুমিত্রা দেবীর অতি সুমধুর মহৎ চরিত্র যথেষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মাকার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি ॥৫
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষস্তবানঘ।
এষ লোকে সতাং ধর্ম্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ ॥৬
ইদং হি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্।
দানং দীক্ষা চ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু হি ॥ ৭
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম ॥"৮

অযোধ্যাকাণ্ড ৪০শ সর্গ।

"পুত্র, তুমি রামের একান্ত অনুরক্ত, অতএব আমি তোমাকে বনবাসার্থ অনুমতি দিলাম। হে নিষ্পাপ, তুমি ঐ বনগামী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের সেবায় অনবধান করিও না, কেন না, ইহলোকে জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হওয়াই পরম ধর্ম্ম, ইহা সাধুগণ কহিয়াছেন, সুতরাং উনি সমৃদ্ধিশালীই হউন, বা বিপন্নই হউন, উনিই তোমার গতি। এই ইক্ষ্বাকু বংশীয়দের দান, যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ ও যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন, এ সমস্ত বংশপরম্পরাগত অবশ্য-কর্ত্তব্য চিরন্তন সদাচার; তুমি তদনুবর্ত্তী হইতে যত্নবান্ হও। পুত্র, তুমি রামকে দশরথের তুল্য, জনক দুহিতা সীতাদেবীকে আমার তুল্য এবং অরণ্যকে অযোধ্যা তুল্য বোধ করিয়া যথাসুখে গমন কর।"

'Neglect not Rama wandering there
But tend him with thy faithful care.
In hours of wealth, in time of woe,
Him, sinless son, thy refuge know.
From this good law the just ne'er swerve,
That younger sons the eldest serve,
And to this righteous rule incline
All children of thine ancient line—
Freely to give, reward each rite,
Nor spare their bodies in the fight.
Let Rama Dasaratha be,
Look upon Sita as on me,
And let the cot wherein you dwell
Be thine Ayodhya. Fare thee well.'
Her blesing thus Sumitra gave
To him whose soul to Rama clave,
Exclaiming, when her speech was done,
'Go forth, O Lakshman, go, my son.
Go forth, my son, to win success,
High victory and happiness.

Go forth thy foemen to destroy,
And turn again at last with joy.'
Griffith's Ramayan Book II, Canto XL

সুমিত্রা দেবী কৌশল্যা দেবীর ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গিনী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার মুখ হইতে যে এইরূপ মূল্যবান্ উপদেশবাক্য সকল নির্গত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা এই তিনটি দশরথের প্রধানা রাজমহিষী ছিলেন। কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর চরিত্রের পরিচয় পূর্ব্বেই যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। কৌশল্যা ও কৈকেয়ী সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব-সম্পন্না ছিলেন। কৌশল্যা প্রৌঢ়া আদর্শ-নারী, আদর্শ-স্ত্রী ও আদর্শ-জননী। কৈকেয়ী স্বেচ্ছাধীনা ও স্বার্থপরায়ণা, কোপনস্বভাবা, কঠোরহৃদয়া, নিন্দনীয়া বৃদ্ধ বয়সের আদরিণী যুবতী ভার্য্যা। সুমিত্রা মধুর ও ধীর প্রকৃতিসম্পন্না, ধর্ম্মশীলা, কর্ত্তব্যপরায়ণা, নিঃস্বার্থা রমণী। তিনি কর্ত্তব্য-বোধে নিঃস্বার্থভাবে স্বীয় আনন্দদায়ক পুত্র লক্ষ্মণকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রামের অনুগামী হইয়া বনগমন করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে একবার থাকিতেও অনুরোধ করিলেন না, পুনঃ পুনঃ "যাও যাও" বলিলেন। এ নারীচরিত্র কত সুমধুর ও কি মহৎ। সুমিত্রার ন্যায় কৌশল্যারও কর্ত্তব্যবোধ ও স্বার্থত্যাগ দৃষ্ট হয় না। সুমিত্রা দেবী যে লক্ষ্মণকে পরিশেষে বলিলেন যে, "তুমি রামকে দশরথ তুল্য, সীতাকে আমার তুল্য ও অরণ্যকে অযোধ্যা তুল্য মনে করিও" ইহাই কি দিব্য কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রচুর দৃষ্টান্ত নহে? তাঁহার মানসিক বলও যথেষ্ট ছিল। তিনি স্বীয় আনন্দবর্দ্ধন নন্দন লক্ষ্মণকে অকাতরে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যাইতে অনুমতি দিলেন। নারী-হৃদয়ের এইরূপ স্বার্থত্যাগ ও বল অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণের ন্যায় নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণ তেজঃসম্পন্ন মহাবীরের উপযুক্ত মাতাই ছিলেন। এরূপ মাতৃগর্ভ ব্যতীত লক্ষ্মণের ন্যায় দেব-স্বভাবসম্পন্ন লোকের জন্ম হইতে পারে না। সুমিত্রা দেবী অতি বুদ্ধিমতী, প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্না ও বিচক্ষণা নারী ছিলেন। তিনি কখনও রাম-বনবাসের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেন নাই। তাঁহার ধীর ও

শান্তবুদ্ধি বুঝিতে পারিয়াছিল যে, পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্রের বনবাস যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এজন্যই বোধ হয়, তিনি তদ্বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেন নাই বা রামচন্দ্রকে বনবাস যাইবার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু কৌশল্যা দেবীতে এরূপ শান্ত, ধীর ও দিব্য কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয়।

সুমন্ত্র সুসজ্জিত রথ আনিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে আরোহণ করিতে বলিলে তাঁহারা রথে আরোহণ করিলেন*। রথ চলিল, রামায়ণে এই সময়ের যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বড়ই সুন্দর ও শোকোদ্দীপক।

তখন জানকী দেবী হর্ষে পুলকিত।
রবিসম দীপ্ত সেই কনকখচিত॥
রথোপরি আরোহিলা সকলের আগে।
ছুটিল সৌন্দর্য্যরাশি রথের চৌভাগে॥
অনন্তর রাম আর লক্ষ্মণ উভয়ে।
রথোপরি থুইলেন বর্ম্ম অস্ত্র লয়ে॥
চর্ম্মপরিবৃত কিবা পেটক সুন্দর।
তুলিলেন রথোপরি রাম রঘুবর॥
খনিত্র লইয়া রথে রাখিলেন পরে।
সীতার বসন ভূষণ রাখিলা সাদরে॥
অনন্তর দুই ভাই রথের উপর।
আরোহণ করিলেন হইয়া সত্বর॥
সুমন্ত্র বায়ুর মত অতি বেগবান্।
অশ্বে কশাঘাত কৈলা ছুটিলা বিমান॥

ঘর্ঘর রবেতে রথ হইল ধাবিত।
থর থর করি ভূমি হইল কম্পিত॥
নগরবাসীরা রথে ধাইতে দেখিয়া।
পড়িল সকলে শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ উঠিল তুমুল।
রোদন করিয়া সবে হইল আকুল॥
হইয়া উন্মত্ত রুষ্ট মাতঙ্গ নিচয়।
লাগিল গর্জ্জিতে ঘোর শুণ্ড আস্ফালয়॥
সকল দিকেই উঠে ভীম কোলাহল।
কান্দয়ে আবাল বৃদ্ধা বনিতা সকল॥
জল দরশনে যথা উত্তাপ-তাপিত।
পথিক নাশিতে তৃষা হয় প্রধাবিত॥
সেরূপ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে।
শ্রীরামের পিছু পিছু ধেয়ে ধেয়ে চলে॥

"Then Sita, best of womankind,
Ascended, with a tranquil mind,
Soon as her toilet task was done,
That chariot brilliant as the sun.
Rama and Lakshman true and bold
Sprang on the car adorned with gold."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XL.

বহুলোক রথ ধরি ঝুলিয়া ঝুলিয়া।
অশ্রু পরিপূর্ণ মুখে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
পৃষ্ঠ আর পার্শ্ব হ'তে কহিল বচন।
সুমন্ত্র অশ্বের ডোর কর আকর্ষণ॥
মৃদু মৃদু বেগে যাও যেও না ত্বরায়।
রথসহ দ্রুত যেতে নাহি পারি পায়॥
রাজকুমারের এই পঙ্কজবদন।
বহু দিন নাহি আর করিব দর্শন॥
একবার ভাল করি দেখিব সারথি।
এত ধেয়ে যেওনা হে যাও মন্দগতি॥
আজের ঘটনা দেখে এই বোধ হয়।
রামমাতা কৌশল্যার লোহার হৃদয়॥
নতুবা এমন কার্ত্তিকেয়ের মতন।
তনয়ে অনাসে বনে দিয়ে বিসর্জ্জন॥
কেন সে হৃদয় হায় বিদীর্ণ হ'ল না।
কৌশল্যার বক্ষে বুঝি না বসে যাতনা॥
ধর্ম্মপরায়ণা সীতা ছায়ার সমান।
স্বামী অনুগতা হয়ে জুড়াল পরাণ॥
সুমেরুরে নাহি ত্যজে সূর্য্যপ্রভা যথা।
রামের সংসর্গ সীতা না ত্যজেন তথা॥
লক্ষ্মণ তুমিই ধন্য, বনের ভিতরে।
দেবতাপ্রভাব প্রিয়বাদী রঘুবরে॥
সেবিবে মনের সুখে ধন্য তুমি শূর।
সুখী হ'লে ত্যজি আজ এ অযোধ্যাপুর॥
তুমি যে চলিছ আজ রামের সহিত।
এই বুদ্ধি প্রশংসার যোগ্য যথোচিত॥
ইহাই উন্নতি তব নাহি তাহে আন।
ইহাই তোমার বীর স্বর্গের সোপান॥
এই কথা বলি সবে শোকাকুল চিতে।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি লাগিল কান্দিতে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

নগরবাসী জন-সঙ্ঘের পদব্রজে রথের পার্শ্ব দিয়া যাত্রা তাহাদের একান্ত রামসীতার আনুরক্তি জন্য বলিতে হইবে। তাহারা অযোধ্যাপুরী শূন্য করিয়া গিয়াছিল :—

"স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী।
জানকীর পাছে যায় অযোধ্যার নারী॥
* * * *
ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যানগরী।
শ্রীরামের পাছে যায় সব অন্তঃপুরী॥

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসে যাইবার সময় নগরবাসীদের এই বর্ণিত ভাব হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাহারাও রামবনবাসে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিল, রামচন্দ্র তাহাদের নিতান্ত প্রিয় ছিলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণ যে রামের সহগামী হইলেন, ইহাতে নগরবাসিগণ অতীব অসন্তুষ্ট হইল ও তাঁহাদের

কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিল। সীতা ও লক্ষ্মণের কার্য্য যে নিতান্ত প্রশংসনীয় হইয়াছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

রাজা দশরথের সে সময়ের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ও মর্ম্মবিদারক।

"এ হেন সময়ে তবে দশরথ রায়।
প্রিয়তম পুত্র রামে দেখার আশায়॥
দীনভাবে শোকে স্বীয় জায়াদের সনে।
গৃহ হ'তে বিনির্গত হইলেন ক্রমে॥
করী বদ্ধ হলে পরে যথা করিণীরা।
আর্ত্তনাদ করি হায় শোকেতে অধীরা॥
সেইরূপ সর্ব্বাগ্রে যত নারীর রোদন।
মহাশব্দে পবশিল সবার শ্রবণ॥
সেইকালে রাহুগ্রস্থ পূর্ণশশী মত।
বিষাদে বিষণ্ণ হয়ে রৈলা দশরথ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

এ সকল দৃশ্য দর্শনে রামচন্দ্রের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন।

"সারথি সুমন্ত্র রথ চালাও ত্বরায়
এ দৃশ্য নয়নে আর দেখা নাহি যায়।" ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কিন্তু সুমন্ত্রও বিপদে পড়িলেন,—

"একদিকে ত্বরা দিতে লাগিলেন রাম।
অন্যদিকে পৌরজন না মানি বিরাম॥
চীৎকার করিয়া রথ থামাইতে কয়।
সুমন্ত্র না পারে কিছু করিতে নিশ্চয়॥
কোন্ দিক্ রাখিবেন নাহি তার স্থির।
ভাবিয়া আকুল হৈলা সুমন্ত্র সুধীর॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কিন্তু এদিকে লোকের অবস্থা ও রাজা দশরথের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল।

"লোকের চক্ষের জল এতই পড়িল।
পথের যতেক ধূলি নির্ম্মূল হইল॥
পুরমধ্যে সর্ব্বত্রই হাহাকার হয়।
পুরসুন্দরীরা সবে আকুল হৃদয়॥
মৎস্য আস্ফালনে যথা পঙ্কজ সকল।
চঞ্চল হইয়া ফেলে বিন্দু বিন্দু জল॥
সেইরূপ নারীদের নয়ন হইতে।
দর দর বারিধারা লাগিল ঝরিতে॥
বৃদ্ধ রাজা দশরথ মহা অনুভাব।
নগরবাসীদের মানসিক এ ভাব॥
দুঃখ ভরে হইয়াছে একই প্রকার।
দেখিয়া হইলা অতি বিষাদ প্রকার॥"

ছিন্নমূল তরুসম পড়িয়া ভূমিতে।
পরশিল মূর্চ্ছা তাঁরে আসি আচম্বিতে॥
যে সকল লোক ছিল রামের পিছনে।
ভূপতিরে মূর্চ্ছাগত দেখিয়া নয়নে॥
করিয়া উঠিল সবে মহাকোলাহল।
ছুইল সে কোলাহল গগনমণ্ডল॥
মুক্তকণ্ঠে ভূপতিরে জায়াগণ সনে
রোদন করিতে দেখি শোকাকুল মনে॥
"হা রাম বলিয়া কান্দে কতগুলি লোক।
হা কৌশল্যা বলি করে কত জনে শোক॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রামচন্দ্রের অবস্থাও কষ্টকর ও নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল।

"অনন্তর রামচন্দ্র পশ্চাতে চাহিয়া।
দেখিলেন পিতা মাতা বিসন্ন হইয়া॥
পদব্রজে আসিছেন উৎভ্রান্ত মানসে।
অজস্র ধারায় চক্ষু সলিল বরষে॥
শৃঙ্খলআবদ্ধ অশ্বশাবক যেমন।
মাতারে না পারে দুঃখে করিতে দর্শন॥
সেইরূপ রামচন্দ্র ধর্ম্ম অনুগত।
সত্যপাশে দৃঢরূপে হওয়াতে সংযত॥
সেই কালে তাঁহাদিগে সুস্পষ্ট ভাবেতে।
নারিলা দেখিতে আর শোক-নয়নেতে॥
মা বাপের দুঃখময়ী বিষন্নমূরতি।
উঠিল অসহ্য হয়ে শ্রীরামের অতি॥
যাঁহারা করেন যানে গমনাগমন।
ভূমি' পরে চলে আজ তাঁদের চরণ॥
সম্ভোগ করেন যাঁ'রা অবিচ্ছিন্ন সুখ।
আজি হায় তাঁহাদের দুর্ব্বিসহ দুঃখ॥
তা'দেখি অঙ্কুশাহত করীর মতন।
অতিশয় অসহিষ্ণু হইয়া তখন॥
কহিলেন সুমন্ত্রেরে রাম রঘুবর।
সারথি সুমন্ত্র! রথ চালাও সত্বর॥
এদিকেতে বদ্ধবৎসা ধেনু যেই মত।
বৎসোদ্দেশে গোষ্ঠপানে ধেয়ে যায় দ্রুত॥
আকুলা কৌশল্যা দেবী সেইরূপ হায়।
হা রাম হা রাম বলি দ্রুত পদে ধায়॥
কখন রামের নাম সীতার কখন।
কভু লক্ষ্মণের নাম করি উচ্চারণ॥
কান্দি কান্দি চলে রাণী আলুথালু কেশ।
অক্ষিজল বক্ষে পড়ে পাগলিনী-বেশ॥
দশরথ কহে রথবেগ সংবরিতে।
শ্রীরাম কহেন রথ দ্রুত চালাইতে॥
তাহা দেখি মন্ত্রিবর সুমন্ত্র সুব্রত।
রণার্থী উভয় পক্ষ সৈন্যমধ্য গত॥
পুরুষের মত হারাইয়া কার্য্যজ্ঞান।
রথ থামাইয়া শুধু শূন্য পানে চান॥
তাহা দেখি কহে রাম সুমন্ত্র সারথি!
তুমি ফিরে এলে পরে যদ্যপি ভূপতি॥
ভৎর্সনা করেন তবে তাঁহারে তখন।
বলিও বুঝায়ে এই কয়টি বচন॥
মানুষের কোলাহলে ওহে নরবর!
হয়নি আদেশ তব শ্রবণগোচর॥

এই কথা বলিলেই চলিবে পিতারে।
বিলম্বেতে এবে কিন্তু নিতান্ত আমারে॥
কষ্ট পেতে হয়, সুত বলি এ কারণ।
অতি দ্রুতবেগে রথ করহ চালন॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র এস্থলে সুমন্ত্রকে আবশ্যক হইলে একটি মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দিলেন। সময় ও অবস্থাবিশেষে মিথ্যা কথা বলা দোষাবহ নহে।

শ্রীরামের আদেশে রথ বায়ুবেগে চলিল। অযোধ্যাবাসী অগত্যা গৃহাভিমুখে ফিরিতে বাধ্য হইল; কিন্তু তাহাদের চিত্ত রামের অনুগামী হইয়া রহিল*। অমাত্যেরা অনেক প্রবোধবাক্যে রাজাকে ফিরাইতে সমর্থ হইলেন।

"রামের কথায় মন্ত্রী হইলা সম্মত।
উদ্যোগ করিলা দ্রুত চালাইতে রথ॥
যাহারা আসিতে ছিল রথের সহিত।
তাঁদিকে ফিরিয়া যেতে কহিল ত্বরিত॥
পূর্ব্বাপেক্ষা আরো বেগে অশ্ব সঞ্চালন।
করিতে লাগিল সূত সুমন্ত্র সুজন॥
কাজেই তখন দুঃখে রাজপরিবার।
অযোধ্যার অন্য অন্য প্রজাগণ আর॥
মনে মনে প্রদক্ষিণ রামেরে করিয়া।
কাঁদিতে কাঁদিতে সবে চলিল ফিরিয়া॥
ফিরিল সকলে বটে কিন্তু সবাকার।
চিত্ত না ফিরিল গৃহে ভ্রমে একবার॥
যেদিকে চলেন রাম তাহাদের মন।
সেই দিকে প্রধাবিত হইল তখন॥
অনন্তর অমাত্যেরা কহিল রাজায়।
পুনরাগমনাপেক্ষা যাঁ'র করা যায়॥
তার সঙ্গে বহুদূর যাওয়া ভাল নয়।
নিতান্ত নিষিদ্ধ ইহা রাজা মহাশয়॥
অমাত্যগণের মুখে এহেন বচন।
স্ত্রীগণের সহ রাজা করিয়া শ্রবণ॥

---

* "While yet the dust was seen afar
That marked the course of Rama's car,
The glory of Ikshvaku's race
Turned not away his eager face.
While yet his duteous son he saw
He could not once his gaze withdraw,
But rooted to the spot remained"
With eyes that after Rama strained.
Griffith's Ramayan Book II, Canto XLII.

ক্ষান্ত হইলেন যেতে রামের পশ্চাৎ।
নির্নিমিষে রাম পানে করি দৃষ্টিপাত॥
ঘর্ম্মাক্ত শরীরে আর বিষণ্ণ বদনে।
দাঁড়ায়ে রহিলা তথা ব্যাকুলিত মনে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

শ্রীকিথ সাহেবের এস্থলের অনুবাদটি বড়ই সুন্দর :—

"As thus the son of Raghu went
Forth for his dreary banishment,
Chill numbing grief the town assailed,
All strength grew weak, all spirit failed.
Ayodhya through her wide extent
Was filled with tumult and lament :
Steeds neighed and shook the bells they bore,
Each elephant returned a roar.
Then all the city, young and old,
Wild with their sorrow uncontrolled,
Rushed to the car, as, from the sun,
The panting herds to water run.
Before the car, behind, they clung,
And there as eagerly they hung,
With torrents streaming from their eyes,
Called loudly with repeated cries :
'Listen, Sumantra ; draw thy rein ;
Drive gently, and thy steeds restrain.
Once more on Rama will we gaze,
Now to be lost for many days.
The queen his mother has, be sure,
A heart of iron, to endure
To see her god-like Rama go,
Nor feel it shattered by the blow.
Sita, well done ! Videha's pride,
Still like his shadow by his side ;

Rejoicing in thy duty still
As sun-light cleaves to Meru's hill.
Thou, Lakshman, too, hast well deserved,
Who from thy duty hast not swerved,
Tending the peer of Gods above,
Whose lips speak naught but words of love
Thy firm resolve is nobly great,
And high success on thee shall wait.
Yea, thou shalt win a priceless meed—
Thy path with him to heaven shall lead.'
As thus they spake, they could not hold
The tears that down their faces rolled,
While still they followed for a space
Their darling of Ikshvaku's race.

There stood surrounded by a ring
Of mournful wives the mournful king;
For, 'I will see once more,' he cried,
'Mine own dear son,' and forth he hied.
As he came near, there rose the sound
Of weeping, as the dames stood round.
So the she-elephants complain
When their great lord and guide is slain.
Kakutstha's son, the king of men,
The glorious sire, looked troubled then,
As the full moon is when dismayed
By dark eclipse's threatening shade.
Then Dasaratha's son, designed
For highest fate, of lofty mind,
Urged to more speed the charioteer,
'Away, away! why linger here?

Urge on thy horses', Rama cried,
And 'stay, O stay' the people sighed.
Sumantra, urged to speed away,
The townsmen's call must disobey.
Forth as the long-armed hero went,
The dust his chariot wheels up sent
Was laid by streams that ever flowed
From their sad eyes who filled the road.
Then, sprung of woe, from eyes of all
The women drops began to fall,
As from each lotus on the lake
The darting fish the water shake.
When, he, the king of high renown,
Saw that one thought held all the town,
Like some tall tree he fell and lay,
Whose root the axe has hewn away.
Then straight a mighty cry from those
Who followed Rama's car arose,
Who saw their monarch fainting there
Beneath that grief too great to bear.
Then 'Rama, Rama ! 'with the cry
Of 'Ah, his mother !' sounded high,
As all the people wept aloud
Around the ladies' sorrowing crowd.
When Rama backward turned his eye,
And saw the king his father lie
With troubled sense and failing limb,
And the sad queen, who followed him,
Like some young creature in the net,
That will not, in its misery, let
Its wild eyes on its mother rest,
So, by the bonds of duty pressed,

His mother's look he could not meet.
He saw them with their weary feet,
Who, used to bliss, in cars should ride,
Who ne'er by sorrow should be tried,
And, as one mournful look he cast,
'Drive on,' he cried, 'Sumantra, fast.'
As when the driver's torturing hook
Goads on an elephant, the look
Of sire and mother in despair
Was more than Rama's heart could bear.
As mother kine to stalls return
Which hold the calves for whom they yearn,
So to the car she tried to run
As a cow seeks her little one.
Once and again the hero's eyes
Looked on his mother, as with cries
Of woe she called and gestures wild,
'O Sita, Lakshman, O my child !'
'Stay,' cried the king, 'thy chariot stay' :
'On on,' cried Rama, 'speed away.'
As one between two hosts, inclined
To neither was Sumantra's mind.
But Rama spake these words again :
'A lengthened woe is bitterest pain.
On, on ; and if his wrath grow hot,
Thine answer be, 'I heard thee not.'
Sumantra, at the chief's behest,
Dismissed the crowd that toward him pressed,
And, as he bade, to swiftest speed
Urged on his way each willing steed.
The king's attendants parted thence
And paid him heart-felt reverence

In mind, and with the tears he wept,
Each still his place near Rama kept.
As swift away the horses sped,
His lords to Dasaratha said :
'To follow him whom thou again
Wouldst see returning home is vain.'
With failing limb and drooping mien
He heard their counsel wise :
Still on their son the king and queen
Kept fast their lingering eyes."*

Griffith's Ramayan Book II, Canto XL.

এই দৃশ্যের কল্পনাও চিত্তদ্রবকর, সন্দেহ নাই।

সকলকে কাঁদাইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অযোধ্যা নগরী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই সময় কেবল দুই ব্যক্তি কাঁদিল না—কৈকেয়ী ও মন্থরা অশ্রুবর্ষণ করিল না, করিয়া থাকিলেও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

'No thought for kith and kin was spared,
But all for only Rama cared.
And Rama's friends who loved him best,
Their minds disordered and distressed
By the great burthen of their woes
Turned not to slumber or repose.

---

*'Thirty centuries have passed since he began this memorable journey. Every step of it is known and is annualy traversed by thousands: hero-worship is not extinct. What can faith do! How strong are the ties of religion when entwined with the legends of a country! How many a cart creeps creaking and weary along the road from Ayodhaya to Chitrakuta. It is this that gives the Ramayan a strange interest: the story still lives." Calcutta Review Vol. XXIII.

Like Earth with all her hills bereft
Of Indra's guiding care,
Ayodhya in her sorrow left
By him, the high-souled heir,
Was bowed by fear and sorrow's force,
And shook with many a throe,
While warrior, elephant, and horse
Sent up the cry of woe."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XLI.

শ্রীরামচন্দ্র বনে যাইবার কালেও অসাধারণ মানসিক বল দেখাইলেন। নগরবাসীদিগের আর্ত্তনাদ ও পশ্চাদ্ধাবমানা পুরবাসিনী রমণীগণের সকরুণ বিলাপ, মাতৃগণের উচ্চ ক্রন্দন, স্বীয় জনকজননীর মর্ম্মন্তুদ শোচনীয় অবস্থা ও আকুলিত চিত্তে পশ্চাদ্ধাবন প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পথ হইতে স্খলিত করিতে পারিল না। এ বীরত্ব প্রকৃত ধর্ম্মবীরেরই উপযুক্ত।

৪১শ সর্গ। অন্তঃপুরবাসিনীদের বিলাপ ও রাম-বিরহ-জনিত অযোধ্যার অবস্থা। অন্তঃপুর-বাসিনীদের মর্ম্মভেদী বিলাপে রাজা দশরথ আরও ব্যাকুল হইলেন। সকলেই রাম-শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

"নগরবাসীরা শোকে হইল বিষণ্ণ।
সহসা হইয়া গেল দীন ভাবাপন্ন ॥
অভিরুচি না রহিল কাহারই আর।
করিবারে একবারো আহার বিহার ॥
সবাই কাতর শোকে সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
ফেলিতে লাগিল সবে হইয়া হতাশ ॥ * * *
অপেক্ষা না রাখি পুত্র জনক মাতার।
অপেক্ষা না রাখি ভ্রাতা আপন ভ্রাতার ॥
অপেক্ষা না রাখি স্বামী আপন জায়ার।
কেবল রামের চিন্তা করে অনিবার ॥
রামের সুহৃদ যাঁ'রা তাঁ'রা দুঃখ ভারে।
সমাক্রান্ত হতজ্ঞান হ'ল একেবারে ॥
বাসবের বজ্র-অস্ত্রে সশৈলা ধরণী।
কম্পিত হইয়াছিল পীড়নে যেমনি ॥
সেইরূপ শ্রীরামের অসহ্য বিচ্ছেদে।
অযোধ্যা কম্পিত হল সুদারুণ খেদে ॥
ভয়ে শোকে হয় হস্তী আর যোদ্ধৃগণ।
আকুল হইয়া করে বিলাপ রোদন ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৪২শ সর্গ। কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করিয়া রাজা দশরথের বিলাপ।

রাজা দশরথের অবস্থা রাম-বিরহজনিত শোকে নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

"নির্গত হইলে পরে রাম মহাবলী।
যতক্ষণ দেখা গেল রথ চক্রধূলি॥
ততক্ষণ দশরথ বৃদ্ধ মহীপতি।
সে দিকে রহিলা চাহি শোকাকুল অতি॥
অত্যন্ত ধার্ম্মিক রামে রাজা যতক্ষণ।
দেখিতে পাইলা তুলি যুগল নয়ন॥
ততক্ষণ ছিলা বসি ভূমির উপর।
কিন্তু রাম হৈলা যবে চক্ষের অন্তর॥
অমনি বিষণ্ণ আর কাতর হইয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে গেলেন পড়িয়া॥
কৌশল্যা রাজারে পরে করি উত্থাপন।
* * *
তাঁহার দক্ষিণ কর করিয়া গ্রহণ।
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন করিয়া রোদন॥
কৈকেয়ী রাজার বাম পার্শ্বেতে থাকিয়া।
চলিতে লাগিলা ইচ্ছা সফলা হইয়া॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে হৃষ্টমনে বাম পার্শ্ব দিয়া যাইতে দেখিয়া নিতান্ত শোকদগ্ধ-চিত্তে বলিলেন—

"ছু'সনে পাপিনি তুই শরীর আমার।
ছায়াও স্পর্শিতে তোর নাহি চাহি আর॥
পত্নী কিম্বা দাসী ভাবে আমি আর তোরে।
দেখিতেও নাহি চাই, যা' পাপিনী স'রে॥
যাহারা আশ্রয়ে তোর করে কালক্ষয়।
নিশ্চয় কহি রে দুষ্টে! তা'রা মোর নয়॥
আমিও তা'দের নহি রে পাপহৃদয়ে!
যা' চলি' সম্মুখ হ'তে পাপমুখ ল'য়ে॥
নিতান্তই ধনলুব্ধ, রে পিশাচি! তুই।
ধর্ম্ম যে কিরূপ নাহি জানিস্ কিছুই॥
রে দুঃশীলে! তোরে আমি ত্যজিনু এক্ষণে।
দেখিব না তোর মুখ আর এনয়নে॥
রে রাক্ষসি! তোর পাণিগ্রহণ করিয়া।
অগ্নি প্রদক্ষিণ তো'রে করানু লইয়া॥
ইহলোকে পরলোকে কিছুকাল তা'র।
নাহি চাই—সে বাসনা নাহিক আমার॥
এ অক্ষয় মহারাজ্য যদ্যপি ভরত।
সন্তুষ্টি করয়ে লাভ, করি হস্তগত॥
তা' হ'লে সে মম ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যতে।
যা' কিছু করিবে দান মম উদ্দেশেতে॥
তাহা যেন নাহি যায় মম ত্রিসীমায়।
রাজ্য নিলে কি সম্বন্ধ ভরতে আমায়।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস এই স্থলের দশরথের বাক্যাংশ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ভাবে এইরূপ লিখিয়াছেন—

যেই রাজা জিনিলেক দানব সম্বর।
যা'রে অর্দ্ধাসনে স্থান দেন পুরন্দর॥
হেন দশরথরাজা স্ত্রী লাগিয়া মরে।
এই অপকীর্ত্তি মম থাকিল সংসারে॥
স্ত্রীবশ না হইবে অন্য কোন নর।
আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রাজা দশরথ কৌশল্যা দেবীর মন্দিরে গেলেন, কৈকেয়ীর সহিত তাঁহার অন্তঃপুরে গেলেন না।

"শোকাতুরা মহারাণী কৌশল্যা সুধীরে।
ধূলিমাখা ভূপতির ডান কর ধ'রে॥
যা'ইতে লাগিলা ক্রমে গৃহ-অভিমুখে।
নয়নে ঝরিছে অশ্রু ঘোর শোকদুঃখে॥
* * * *
গমনের কালে তিনি এক এক বার।
রথের পথের দিকে দৃষ্টির সঞ্চার॥
করেন যেমন, আর অমনি তখন।
অবসন্ন হ'য়ে হন ব্যাকুলিত মন॥
রাহু-গ্রস্ত রবিসম দেহকান্তি তাঁ'র।
ধরিল স্বভাব ছাড়ি মলিন আকার॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"বিলপন্ প্রাবিসদ্রাজা গৃহং সূর্য্য ইবাম্বুদম্॥" ২৪

অযোধ্যাকাণ্ড ৪২ সর্গ।

রাজা দশরথের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাহার না করুণা উদয় হয়? রামচন্দ্র এত সময়ে কতদূর গিয়াছেন, তাঁহার কত কষ্ট হইতেছে, কোন্ বৃক্ষমূলে তিনি কালযাপন করিতেছেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই, এই প্রকার নানা কথা ভাবিয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে গালি দিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে তখন দ্বার-প্রদর্শকগণকে বলিলেন—

"With broken utterence faint and low
Scarce could he speak these words of woe:"

Griffith's Ramayan Book II, Canto XLII.

"রামের জননী দেবী কৌশল্যা যথায়।
এবে মোরে লয়ে চল ত্বরায় তথায়॥
অন্য কোন স্থানে আমি থাকিয়া এখন।
সন্তোষ করিতে লাভ নারিব কখন॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"My steps to Rama's mother guide ;
And place me by Kausalya's side ;
There, only there my heart may know
Some little respite from my woe'
Griffith's Ramayan Book II Canto XLII.

রাজা দশরথ কৌশল্যার গৃহ-মাঝে প্রবেশ করিয়া দুঃখে অবসন্ন হইয়া শয্যোপরি শুইয়া পড়িলেন। রাজপুরী তাঁহার নিকট অন্ধকার বলিয়া বোধ হইল।

"অপশ্যৎ ভবনং রাজা নষ্টচন্দ্রমিবাম্বরম্ ॥ ৪২ সর্গ
চন্দ্রহীন নভঃসম দেখিলা আগারে ॥"

তখন গভীরতম শোকোচ্ছ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন—

"মা বাপেরে হায় রাম! গেলি কি ত্যজিয়া?
কি দশা বিচ্ছেদে তব দেখ রে আসিয়া ॥
প্রত্যাগত তুমি যবে হ'বে অযোধ্যায়।
ততদিন বাঁচি যা'রা রহিবে হেথায় ॥
আলিঙ্গি' তোমারে তব দেখিবে বদন।
তাহারাই সুখী ওরে প্রাণের নন্দন ॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Then came the night, whose hated gloom
Fell on him like the night of doom."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XLII.

তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। রাত্রি উপস্থিত হইল। দশরথের চক্ষু জ্যোতির্হীন হইয়াছে, শোকে দুঃখে স্বর ক্ষীণতর হইয়াছে। তিনি ক্ষীণস্বরে দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় কৌশল্যাকে বলিলেন—

"না পাই দেখিতে দেবি, তোমারে নয়নে।
স্পর্শ কর অঙ্গ মোর কর-পরশনে ॥
রামের সহিত দৃষ্টি গিয়াছে আমার।
এখনও নাহি ফিরে—হেরি অন্ধকার ॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"I see thee not, Kausalya ; lay
Thy gentle hand in mine, I pray
When Rama left his home my sight,
Went with him, nor returns to-night".
Griffith's Ramayan Book II, Canto XLII.

আর কৌশল্যা দেবী দশরথের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার নিকটে বসিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ও দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

৪৩শ সর্গ। কৌশল্যা দেবীর বিলাপ।

'Kausalya saw the monarch lie
With drooping frame and failing eye,
And for her banished son distressed:
With these sad words her lord addressed :'
Griffith's Ramayan Book II, Canto XLIII.

কৌশল্যা নানাবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ক্ষণে কৈকেয়ীকে দোষারোপ করিলেন, ক্ষণে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন। তিনি আরও বলিলেন—

"মহারাজ ! সুনিশ্চয় এই বোধ হয়।
পূর্ব্বে শিশুগণে দুগ্ধপানের সময় ॥
তাহাদের মাতৃস্তন করেছি ছেদন।
সেই পাপে আজ এই কাল সংঘটন ॥
* * * *

রাম লক্ষ্মণেরে হায় না দেখি' আঁখিতে।
স্থির হ'য়ে কোন ক্রমে না পারি থাকিতে ॥
গ্রীষ্মকালে সূর্য্য যথা ধরারে তাপায়।
পুত্রশোকানল তথা করি'ছে আমায়।"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"When shall my virtuous son appear,
Like kindly rain, our hearts to cheer?
Griffith's Ramayan, Book II, Canto XLIII.

৪৪শ সর্গ। কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রার প্রবোধ-বাক্য।

সুমিত্রা দেবী ধীর-শান্ত-প্রকৃতি। তিনি শোকে দুঃখে উতলা হইবার লোক নহেন। তিনি কৌশল্যা দেবীকে যে সব প্রবোধবাক্য বলিলেন, তাহাই তাঁহার সুবুদ্ধি, ধীর ও শান্ত প্রকৃতির পরিচায়ক। তাহারও ত প্রিয়তম এক পুত্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গিয়াছেন। তিনি প্রকৃত বীরমাতা, সেজন্য তিনি শোক-দুঃখে হতজ্ঞান বা উতলা হন নাই।

Kausalya ceased her sad lament,
Of beauteous dames most excellent.
Sumitra who to duty clave,
In righteous words this answer gave"

Griffith's Ramayan Book II, Canto XLIV.

ধার্ম্মিকা সুমিত্রা দেবী বিলাপকারিণী কৌশল্যা দেবীকে ধীরভাবে বলিলেন,—"আর্য্যে, আপনার পুত্র রাম সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন ও পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাঁহার দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহার জন্য কাতর হইয়া এরূপ বিলাপ ও রোদন করা নিষ্প্রয়োজন। আপনার পুত্র রামচন্দ্র যখন সাধুগণের অবলম্বনীয় পারলৌকিক সুখদায়ক ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক হস্তগত সাম্রাজ্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃসত্য-পালনার্থ বনে গমন করিয়াছে, তখন কখনও সে কষ্ট ও দুঃখ পাইবে না! সীতা ও লক্ষ্মণ তাহার সহগামী হইয়াছে, তাহারা তাহার যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিবে, ইহা নিশ্চয়। সে স্বীয় বাহুবলে অরণ্যেও গৃহের ন্যায় নির্ভয়চিত্তে বাস করিবে। রামের যেরূপ শোভা, শৌর্য্য ও সামর্থ্য, তাহাতে সে নিশ্চয়ই যথাসময়ে অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় রাজ্য লাভ করিবে। সূর্য্য হইতে সূর্য্য, অগ্নি হইতে অগ্নি, প্রভু হইতে প্রভু, শ্রী হইতে শ্রী, কীর্ত্তি হইতে কীর্ত্তি পৃথিবী হইতে পৃথিবী, দেবতা হইতে দেবতা এবং প্রাণী হইতে প্রাণী শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; কিন্তু নগরেই হউক, বা বনেই হউক, সেই রাম হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

"সূর্য্যস্যাপি ভবেৎ সূর্য্যো হ্যগ্নেরগ্নিঃ প্রভোঃ প্রভুঃ।
শ্রিয়ঃ শ্রীশ্চ ভবেদগ্র্যা কীর্ত্ত্যাঃ কীর্ত্তিঃ ক্ষমা ক্ষমা॥ ১৫
দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতসত্তমঃ।
তস্য কেহ্যগুণা দেবি বনে বাপ্যথবা পুরে॥" ১৬

অযোধ্যাকাণ্ড ৪৪শ সর্গ।

"যাহাকে নগরী হইতে বহির্গমন করিতে দেখিয়া অযোধ্যাবাসী সমস্ত ব্যক্তিই শোকাকুল ও দুঃখিত হইয়া রোদন করিয়াছিল, সে যে প্রত্যাগত হইয়া রাজ্য

হইবে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতা তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে, ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সশস্ত্র তাঁহার আগে আগে গমন করিবে অতএব তাঁহার দুঃখের ও কষ্টের কি কারণ থাকিতে পারে।

"হে দেবি, আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি যে, বনবাসের সময় অতীত হইলেই আপনি উদিত চন্দ্রের ন্যায় সেই রামকে এই স্থানে প্রত্যাগত দেখিয়া নিরতিশয় আহ্লাদিত হইবেন ও আনন্দাশ্রু মোচন করিবেন। অতএব শোক ও দুঃখ করিবেন না। অধুনা আপনিই সকলকে প্রবোধ ও আশ্বাস দান করিবেন; এখন কি আপনার চিত্তকে এরূপ ব্যাকুল করা উচিত?"

"As the long banks of cloud distil
Their water when they see the hill,
So shall the drops of rapture run
From thy glad eyes to see thy son
Returning, as he lowly bends
To greet thee, girt by all his freinds"
Griffith's Ramayan Book II, Canto XLIV.

জ্ঞানময়ী সুমিত্রা দেবীর প্রবোধবাক্য শুনিয়া কৌশল্যা দেবী কিছু শান্ত হইলেন।

"Kausalya heard each pleasant plea,
And grief began to leave her free
As the light clouds of autumn flee,
Their watery stores decreased.
Griffith's Ramayan Book II, Canto XLIV.

সুমিত্রা চরিত্র রামায়ণের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র। এরূপ চরিত্র সচরাচর দুর্লভ। তিনি জ্যেষ্ঠা সপত্নীর অনুগামিনী, তাঁহার জ্যেষ্ঠা সপত্নীর প্রতি কোন বিদ্বেষ নাই, তাঁহাকে সান্ত্বনার জন্য জ্ঞানবতী নারীর ন্যায় নানাবিধ প্রবোধবাক্য বলিলেন। বোধ হয় রাজা দশরথের রাজমহিষীগণ-মধ্যে সুমিত্রা-চরিত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

৪৫ সর্গ। রামানুগামী পুরবাসিদিগের প্রতি স্বগৃহে প্রতিগমনার্থ রামের অনুরোধ।

"Their tender love the people drew
To follow Rama brave and true,
The high-souled hero, as he went
Forth from his home to banishment."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XLV.

এদিকে মহাত্মা রাম অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরক্ত প্রজাগণ তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল এবং সকলেই "আপনি ফিরিয়া আসুন" এই বলিয়া মিনতি করিতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র তাহাদের সকাতর মিনতিতেও স্বীয় কর্ত্তব্যপথ হইতে স্খলিত হইলেন না। পিতার সত্যবাদিত্ব রক্ষা-মানসে তিনি অরণ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পরে প্রজাবৎসল রাম স্নেহদৃষ্টিতে প্রজাদিগের প্রতি চাহিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, "ভরত ধার্ম্মিক, অশেষ গুণসম্পন্ন, জ্ঞানবান্ ও নম্র, আমি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও সে আমা অপেক্ষা রাজা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সে তোমাদিগের উপযুক্ত ভয়ত্রাতা প্রতিপালক হইবে, সেবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অতএব আমার প্রীতার্থে আমার আদেশ পালন কর—তোমরা ফিরিয়া যাও এবং আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাক, তাহার প্রতি সেইরূপ প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন কর"।

"If ye would grant my fond desire,
Give Bharat now that love entire
And reverence shown to me by all
Who dwell within Ayodhya's wall."
Griffith'sRamayan Book II, Canto XLV.

রামের এই উক্তি তাঁহার অতীব মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিতেছে। আপন প্রাপ্য রাজত্ব ভরত পাইতেছে, তথাপি ভরতের প্রতি কোন হিংসা বা দ্বেষের ভাব নাই। হিংসা বা দ্বেষ থাকিলে ভরতের গুণাবলী দেখিতে পাইতেন না।

বয়োবৃদ্ধ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ পদব্রজে রামচন্দ্রের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে দেখিয়া ধার্ম্মিক রামচন্দ্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণসহ পদব্রজে অরণ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ প্রতিনিবৃত্ত হইবার পাত্র নহেন, নানাবিধ বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের কর্ত্তব্য-জ্ঞান অটল রহিল।

"As wailed the aged Brahmans, bent
To turn him back, with wild lament,
Seemed Tamasa herself to aid,
Checking his progress, as they prayed."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XLV

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী অরণ্যাভিমুখে চলিলেন। অদূরে তমসা নদী তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। নদী নিকটবর্ত্তী হইলে সুমন্ত্র সারথি সত্বর শ্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে মোচনপূর্ব্বক তমসা নদীতে অবগাহন ও জলপান করাইলেন এবং তাহাদিগকে নদীতীরে চরাইতে লাগিলেন।

সুমন্ত্র এক জন প্রধান অমাত্য ছিলেন, কিন্তু সময়বিশেষে সারথ্যকার্য্যও করিতেন।

কূটবুদ্ধি মন্থরা যে কৈকেয়ী দ্বারা রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনবাসে পাঠাইলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে কালে বনবাস দেওয়ার প্রথাও ছিল। বিশেষ রামচন্দ্র সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভাজন ছিলেন। সুতরাং রাজ্যবিপ্লব আশঙ্কায় দীর্ঘকালের জন্য তাঁহাকে দেশান্তরিত করা আবশ্যক, ইহা মন্থরা মনে করিয়াছিল। আর একটি কারণ এই যে, ভরতের রাজত্ব প্রথম অপ্রীতিকর হইলেও এই দীর্ঘকাল চতুর্দ্দশ বর্ষ পরিমাণ স্থায়ী হইলে পরিশেষে সর্ব্বপ্রীতিকর হইবে এবং রামচন্দ্র সেই সময় বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইলেও রাজত্ব পাইতে পারিবেন না। অধিকন্তু এই দীর্ঘকাল বনবাসে মৃত্যুর সম্ভাবনাও অনেক, সুতরাং রামচন্দ্রের প্রত্যাগমনের সম্ভাবনাও অতি অল্প। এসব কথা

মন্থ‌রা কৈকেয়ীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিয়াছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, মন্থরা কূটরাজনীতিও জানিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সৎপথে পরিচালিত হয় নাই।

৪৬শ সর্গ। তমসা-তীরে রামের রাত্রিযাপন ও তদনন্তর বনযাত্রা।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তমসাতীরে পৌঁছিলেন। এদিকে অযোধ্যার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। কৃত্তিবাস স্বীয়কবিত্বে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"মুনি বেদ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ।
পাবক আহুতি ছাড়ে ভোগী ছাড়ে ভোগ॥
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস।
প্রজার ভোজন নাহি করে উপবাস॥
যামিনীতে কামিনী না যায় পতি-পাশ।
সংসার হইল শূন্য নরকে নিবাস॥
রাত্রিদিন কাঁদে লোক করে জাগরণ।
গেলেন তমসাকূলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তমসাতীরে উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন "এই আমাদের বনবাসের প্রথম রজনী সমাগতা হইতেছে, অযোধ্যানগরবাসীরা আজ আমাদিগের জন্য শোকমগ্ন সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, এখন আমার জনক জননীর জন্য কষ্ট হইতেছে। তাঁহারা আমাদিগের নিমিত্ত অনবরত রোদন করিতে করিতে অন্ধ না হন, তবেই মঙ্গল। ভরত অতীব ধর্ম্মাত্মা সে অবশ্যই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামযুক্ত বাক্য দ্বারা পিতা মাতাকে প্রবোধ দিবে। আমি সর্ব্বদাই ভরতের সরল স্বভাব মনে করিয়া পিতা মাতার জন্য বিশেষ শোকান্বিত হইতেছি না।"

"তুমি আমার অনুগমন করিয়া বড়ই ভাল কাজ করিয়াছ; কেন না, সীতার রক্ষার্থ আমাকে অবশ্যই অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।"

দেখিতেছি, এই বনে বহুবিধ ফল রহিয়াছে, তথাপি আমার ইচ্ছা যে অদ্য কেবল জলপান করিয়াই রজনী অতিবাহিত করি।"

তাঁহারা তাহাই করিলেন সে রাত্রিতে আর ফলাদি আহার করিলেন না। বৃক্ষপত্র দ্বারা সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ শয্যা-রচনা করিয়া দিলেন। রাম ও সীতা দেবী তাহাতে নিদ্রিত হইলেন। লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র জাগরণে রামের গুণানুবাদ করিতে করিতেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

"লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইল পাতা।
করিলেন শয়ন তাহাতে রাম সীতা ॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

প্রজাবর্গ সেই পর্য্যন্তও রামচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিল। তাহারাও বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। রামচন্দ্র রাত্রি থাকিতেই উঠিয়া লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের সহিত পরামর্শক্রমে অনুসরণকারী প্রজাবর্গের অজ্ঞাতসারে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই তমসাতীর হইতেই প্রকৃত বনবাস আরম্ভ হইল এবং রামচন্দ্রও বনবাস-কষ্ট কিছু অনুভব করিলেন। সে জন্যই তাঁহার পিতা মাতার জন্য কষ্ট, অযোধ্যা-বাসীদিগের মনঃকষ্টের জন্য দুঃখ ও লক্ষ্মণের অনুগমনে আহ্লাদবোধ। এস্থলে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, তিনি ভরতের সরল স্বভাব ও ধার্ম্মিকতার উপর সম্পূর্ণ আস্থা-স্থাপন করিতেছেন।

৪৭শ সর্গ। তমসাতীর হইতে পুরবাসীদিগের প্রত্যাগমন।

"The people, when the morn shone fair,
Arose to find no Rama there.
Then fear and numbing grief subdued
The senses of the multitude.

Griffith's Ramayan Book II, Canto XLVII.

রজনী প্রভাত হইল। পুরবাসিগণ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বা সুমন্ত্রকে তথায় না দেখিতে পাইয়া একান্ত বিস্মিত হইল এবং এত সময় পর্য্যন্ত নিদ্রাগত রহিয়াছে বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। কিছুকাল তাহারা রথের চিহ্ন ধরিয়া অরণ্যের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিল, পরে আর চিহ্ন না দেখিতে পাইয়া হতাশহৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পুরবাসী প্রজা-গণের রামচন্দ্রের প্রতি এই ঐকান্তিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা রামচন্দ্রের লোকরঞ্জন গুণের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে, সন্দেহ নাই।

৪৮ সর্গ। রামের উদ্দেশে পুরবাসীদিগের বিলাপ।

"When those who forth with Rama went
Back to the town their steps had bent,
It seemed that death had touched and chilled
Those hearts which piercing sorrow filled."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XLVIII:

"পৌরজন পুনর্ব্বার আইলা নগরে।
সকলেই শোকাচ্ছন্ন বিষাদের ভরে॥
* * *
করিতে লাগিল শোকবিষাদে রোদন।
রাম বিনা সকলেরই মলিন বদন॥
বিলুপ্ত হইয়া গেল আমোদ আহ্লাদ।
কেবল হৃদয়ে জাগে গভীর বিষাদ॥
না খুলে দোকানপাট বণিক্‌নিকর।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুধু ব্যাকুল অন্তর॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রামের উদ্দেশে পৌরজন নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিল এবং নগরবাসী রমণীগণও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন।

"রাম পৌরনারীদের গর্ভের সন্তান।
অপেক্ষাও ছিলা বেশী স্নেহের নিধান॥
কাজেই উঁহারা তাই তাঁহার কারণ।
অত্যন্ত কাতর হ'য়ে করিল রোদন॥
পুত্র বা ভ্রাতারে বনে কৈলে নির্ব্বাসিত।
যেরূপ শোকের বেগ হয় উচ্ছ্বসিত॥
সেরূপ রামের তরে তাহারা সকলে।
কাঁদিয়া আকুল চিতে, ভাসে অক্ষিজলে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Still, sick at heart, the women shed,
As for a son or husband fled,
For Rama tears, disquieted:
No child was loved as he."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XLVIII.

রাম যে সর্ব্বলোকের, সকল নরনারীর অতি প্রিয় ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র অশেষ সংগুণসম্পন্ন না হইলে কখনও এরূপ লোকপ্রিয় হইতে পারিতেন না। সাধারণতঃ সকল লোকই সংগুণের পক্ষপাতী। যাঁহার ভিতর যত বেশী সংগুণ থাকিবে, তিনি তত অধিক লোকপ্রিয় হইবেন সন্দেহ নাই।

৪৯শ সর্গ। রামের কোশলপ্রদেশের প্রান্তে গমন।

সেইরূপ অরণ্যের ভিতর গমন করিতে করিতেই রামলক্ষ্মণ প্রভৃতির রজনী অতিবাহিতা হইল। পরে রামচন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কোশল প্রদেশের অন্তঃসীমায় গমন করিলেন।

"যেখানে যেখানে শ্রীরামের রথ রয়।
তথাকার লোক আসি দেয় পরিচয়॥
বৃদ্ধকালে দশরথ বাধ্য বনিতার।
হেন পুত্র পুত্রবধূ পাঠায় কান্তার॥
যে স্থানে শুনেন রাম পিতার নিন্দন।
করেন সে স্থান হ'তে ত্বরিত গমন॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রামচন্দ্রের পিতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে, তিনি পিতৃনিন্দা পর্য্যন্ত শুনিতে পারিতেন না, পিতার নিন্দা অসঙ্গত ও অনুচিত বোধ করিতেন।

"তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি।
নদী পার হইলেন রাম মহামতি॥
জলে হংস কেলি করে অতি সুশোভন।
আপ্যায়িত হইলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা সর্ব্বত্র পূজন।
ইক্ষ্বাকুর রাজ্য এই দেখ বিদ্যমান॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এই স্থানে রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন —

"কদাহং পুনরাগম্য সরয্বাঃ পুষ্পিতে বনে।
মৃগয়াং পর্য্যটিষ্যামি মাত্রা পিত্রা চ সঙ্গতঃ॥ ১৪

অযোধ্যাকাণ্ড ৪৯ সর্গ।

"When shall I, with returning feet
My father and my mother meet?
When shall I lead the hunt once more
In bloomy woods on Sarju's shore?"

Griffith's Ramayan Book II, Canto XLIX.

"কবে আমি প্রত্যাগত হইয়া মাতা পিতার সহিত মিলিত হইব। এবং সরযূতীরস্থ পুষ্পশোভিত কাননে মৃগয়াবিহার করিব?

এ দুঃখিতচিত্ত ও হতাশহৃদয়ের উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। রামচন্দ্র বনবাস দুঃখ অনুভব করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

৫০শ সর্গ। রামের ভোজরাজ্যে গমন ও গুহকের সহিত সাক্ষাৎ।

অনন্তর রঘুমণি যুড়িয়া যুগল পাণি
রাজধানী অযোধ্যার পানে।
কহিলা সরল চিতে "রঘুকুল সুপালিতে!
কহি আমি তব সন্নিধানে॥
তোমারে আর যে সব দেবতা তোমাতে।
সতত করিয়া বাস সুখে বিধি মতে॥
তোমারে করেন রক্ষা, আমি তাঁ' সবারে।
আমন্ত্রণ করিতেছি ভক্তিসহকারে॥
ঋণ মুক্ত হ'য়ে আমি, অরণ্য হইতে।
প্রত্যাগত হ'লে পুন অযোধ্যাপুরীতে॥
জনক জননী সহ মিলিত হইয়া।
আবার জুড়া'ব হিয়া তোমারে দেখিয়া॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Farewell, dear city, first in place,
Protected by Kakutstha's race!
And Gods, who in thy temples dwell,
And keep thine ancient citadel!
I from his debt my sire will free
Thy well-loved towers again will see,
And, coming from my wild retreat,
My mother and my father meet."

Griffith's Ramayan Book II, Canto L.

রামচন্দ্র প্রিয়নগরী অযোধ্যার নিকট বিষাদিত মনে দীর্ঘকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর অশ্রুপূর্ণ-নয়নে দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া উপস্থিত জনপদগণকে বলিলেন—

"ক্ষান্ত দেখ, প্রজাগণ! তোমরা আমারে।
আদর করুণা কৈলে অশেষ প্রকারে॥
অতঃপর বহুক্ষণ মিছামিছি আর।
শ্রেয় নহে তোমাদের বহা দুঃখভার॥
অতএব অযোধ্যায় ফির এইক্ষণে।
আমরাও যাই বনে স্বকার্য্য-সাধনে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"By love and tender pity moved,
Your love for me you well have proved,
Now turn again with joy and win
Success in all your hands begin."

Griffith's Ramayan Book II, Canto L.

এ সব কথায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, রামচন্দ্র এ সময়ে বিশেষ দুঃখ ও মনঃকষ্ট অনুভব করিতেছিলেন।

জনপদবাসিগণ রামেরে তখন।
প্রণাম করিয়া ফিরে করিল গমন॥
যাইতে যাইতে তাঁরে দেখিবার পাকে।
এক-একবার পুনঃ দাঁড়াইয়া থাকে॥
উহারা যতই তাঁরে লাগিল দেখিতে।
নয়নের তৃপ্তি লাভ নারিল করিতে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রামভক্ত প্রজাগণ অতৃপ্তনয়নে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন সত্য, কিন্তু

"সান্ধ্যরবি সম রাম ক্রমশ সবার।
অদৃশ্য হইলা,—দেখা নাহি যায় আর॥" ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

এদিকে রামচন্দ্র প্রভৃতি নানাদেশ ও গ্রাম অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন।

"নগরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতুহলে।
সারি সারি যজ্ঞকুণ্ড করে দুই কূলে॥
কদলী গুবাক নারিকেল আম্র সার।
দুই তীরে রোপিয়াছে শোভিত অপার॥
দুই কূলে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি।
দুই কূলে স্নান করে যত ঋষি মুনি॥
সুমন্ত্রের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
গঙ্গাতীরে রহ আজি করিব বিশ্রাম॥
সুমন্ত্র লক্ষ্মণ দোঁহে দিল অনুমতি।
রথ হৈতে নামিলেন চারি মহামতি॥
রাম সীতা লক্ষ্মণ বৈসেন বৃক্ষ-মূলে।
সুমন্ত্র চালায় রথ জাহ্নবীর কূলে॥
ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে।
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এইপ্রকারের বর্ণনা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষ তখন কতই না জানি উন্নত ছিল।

শৃঙ্গবের দেশে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সখা গুহকচণ্ডালের বা নিষাদের দেখা হইল। সে রামচন্দ্র প্রভৃতিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। সেইস্থানে রামচন্দ্র প্রভৃতি এক রাত্রি অবস্থান করিলেন।

রামচন্দ্রের কিছুমাত্র অভিমান বা অহঙ্কার ছিল না। তিনি চণ্ডাল বা নিষাদ হীন জাতীয় বলিয়া গুহকের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

৫১ সর্গ। গুহক ও লক্ষ্মণের সখেদ কথোপকথন।

গুহ দিব্য শয্যা-রচনা করিয়া দিয়া তাহাতে লক্ষ্মণকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন "আমি জাগ্রত থাকিয়া রাম ও সীতাকে রক্ষা করিব।" কিন্তু লক্ষ্মণ বলিলেন "রাম ও সীতা যখন ভূতলে শয়ন করিয়াছেন, তখন আমি এই দিব্য শয্যায় শয়ন করিতে পারি না।" লক্ষ্মণ পিতামাতার শোকাকুলিত অবস্থায় জীবনসংশয় প্রভৃতি সমস্ত অবস্থা গুহকের নিকট সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। গুহক জ্বররোগাক্রান্ত ব্যথাতুর হস্তীর ন্যায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

"King Guha, grieved to see his woe,
Heart-stricken, gave his tears to flow,
Tormented by the common blow,
Sad, as a wounded snake,"
Griffith's Ramayan, Book II Canno LI.

এই স্থলে রঘুনন্দন গোস্বামী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"এত শুনি নিশ্বাস ত্যজিল ঘন ঘন।
গুহকে কহেন কিছু ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ভয় লাগি নাহি করি আমি জাগরণ।
কিন্তু নিদ্রা নাহি হয় দুঃখের কারণ॥
দেখ রামচন্দ্র সীতা শুইয়া ভূমিতে।
ইহা দেখি নেত্রে নিদ্রা না পারে আসিতে॥
যে শয়ন করিতেন কোমল তুলিতে।
তিঁহ ভূমে যান নিদ্রা পারি কি দেখিতে॥
দেবতাদুর্লভ দ্রব্য যে করে ভোজন।
সে রাম সলিলমাত্র করিল সেবন॥
যে জানকী ব্যথা পান কুসুম শয়নে।
তিঁহ দেখ শুতিয়া রহেন কুশাসনে॥

এসকল ইহাদের দুঃখ ভাবি মনে।
ক্ষুধা তৃষা নাহি, নিদ্রা না হয় নয়নে॥
লক্ষ্মণের মুখে শুনি করুণ বচন।
গুহক ব্যাকুল হইয়া করেন রোদন॥"

লক্ষ্মণের রাম ও সীতার প্রতি যে কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। রাম ও সীতা ভূমিতে শয়ন করিয়াছেন, দেখিয়া তিনি আর শয্যায় শয়ন করিলেন না, ইহা সামান্য ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শন নহে।

৫২ সর্গ। সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া রামের গঙ্গার পরপারে গমন।

রজনী প্রভাত হইল। রামের আদেশে গুহক তাঁহাদিগের গঙ্গাপার হইবার জন্য নৌকা প্রস্তুত করাইলেন।

তখন—

"যোড় হাত করিলেন সুমন্ত্র সারথি।
আমাকে কি আজ্ঞা কর করি অবগতি॥
শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন।
রথ লয়ে দেশে তুমি করহ গমন॥
তিন দিন রথে আসি পিতার আদেশে।
তিন দিন অতীত হইল যাহ দেশে॥
আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যা নগরে।
সকল কহিবে গিয়া পিতার গোচরে॥
বৃদ্ধ পিতা ছাড়ি আইলাম দেশান্তরে।
এমন দারুণ শোক কেমনে পাসরে॥
পিতৃ-সেবা না করিনু থাকিয়া নিকটে।
কোথাও না দেখি হেন কোন জনে ঘটে॥
প্রবাসে ভরত ভাই থাকিল বিদেশে।
ভরতে আনিয়া রাজা করাবে হরিষে॥
যতদিন ভরত একথা নাহি শুনে।
ততদিন রবে মাতামহের ভবনে॥
মায়ের চরণে জানাইও নমস্কার।
আমা হেতু শোক যেন না করেন আর॥
রাত্রি দিন সেবা যেন করেন পিতার।
মোরে পাসরিবে মাতা দেখিয়া সংসার॥
পরিহার জানাও কৈকেয়ীর প্রতি।
তাঁর কিছু দোষ নাহি এই দৈবগতি॥
পিতার চরণে জানাও সমাচার।
অস্থির হইলে তিনি মজিবে সংসার॥
তুমি হেন মহাপাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইষ্ট কুটুম্বের ঠাঁই জানাবে মিনতি॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তিনি সুমন্ত্রকে আরও বলিলেন, "পিতাকে বলিবে, আমি বা লক্ষ্মণ এই বন-বাসে দুঃখিত হই নাই। তিনি যাহাতে শোকাকুলিত হইয়া একেবারে অবসন্ন

না হয়েন তুমি সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবে এবং তিনি যাহা আদেশ করেন; ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া তাহা প্রতিপালন করিবে। ভরতকে বলিবে, সে পিতা দশরথের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, সমুদয় মাতৃগণের প্রতিও যেন অবিকল সেইরূপ ব্যবহার করে। তাহার স্বীয় জননী কৈকেয়ী দেবীকে যে প্রকার পূজা করা উচিত, আমার জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকেও সেই প্রকার পূজা করা বিধেয়। তুমি পিতার প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন মানসে নিয়ত রাজ্য পরিদর্শন করতঃ ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারিবে।"

সুমন্ত্র কাঁদিয়া রামের সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র বলিলেন, "তোমার প্রত্যাগমন করাই উচিত, কেন না কৈকেয়ী দেবী আমার বনবাস যাওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন।"

তথন—

"রামেরে সুমন্ত্র কহে করিয়া ক্রন্দন।
আর কত দিনে রাম পাব দরশন॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"One wish is mine, I ask no more,
That when thy banishment is o'er,
I in my car may bear my lord,
Triumphant, to his home restored."

Griffith's Ramayan, Book II, canto LII.

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার অতীব মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিতেছে। তিনি কৈকেয়ী ও ভরতকে যাহা যাহা বলিতে বলিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহাদের কাহারও উপরই তাঁহার আন্তরিক কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব নাই। ইহা অসাধারণ মহত্ত্ব বলিতে হইবে।

গুহকের আলয়ে রাম-লক্ষ্মণ জটাধারী হইলেন। বটবৃক্ষের ক্ষীর আনাইয়া তদ্দ্বারা জটা প্রস্তুত করিয়া উভয়ে ধারণ করিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পরে যখন নৌকায় গঙ্গাপার হইতেছিলেন, তখন সীতা দেবী গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিলেন, তাহা বড়ই সুন্দর ও চিত্ত-দ্রবকর।

ক্ষেপণী-প্রক্ষেপ-বেগে তরণী ছুটিল।
ক্ষেপণী-নিক্ষেপে জল নাচিয়া উঠিল॥
জাহ্নবীর মধ্যস্থলে তরণী যখন।
উপনীত হ'ল, সীতা সভক্তি তখন॥
কর দু'টি যোড় করি' গঙ্গারে কহিলা।
"অয়ি গঙ্গে! অয়ি দেবি পবিত্রসলিলা।
তোমার কৃপায় এই রাজার নন্দন।
নির্ব্বিঘ্নে পিতার আজ্ঞা করুন্ পালন॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ ইনি অরণ্যে থাকিয়া।
পুনরায় আমাদিগে সঙ্গেতে লইয়া॥
ফিরিবেন অযোধ্যায় পুলক অন্তরে।
সে কালে পূজিব আমি তোমারে সাদরে॥
নিরাপদে, গঙ্গে! আমি আসিয়া এখানে।
করিব তোমার পূজা বিবিধ বিধানে॥
সমুদ্রের জায়া তুমি, অয়ি নদীশ্বরি!
ব্রহ্মলোক ব্যাপি' আছ দিবস শর্ব্বরী॥
তোমারে প্রণাম করি জুড়ি' দুটি কর।
আমাদিগে নিরাপদে রেখ নিরন্তর॥
ভালয় ভালয় রাম ভবনে আসিলে।
নির্ব্বিবাদে নিরাপদে স্বরাজ্য পাইলে॥
ব্রাহ্মণগণেরে দিয়া তোমার উদ্দেশে।
অসংখ্য গো অশ্বদান করিব হরিষে॥
সহস্র কলস সুরা উদ্দেশে তোমার।
আর দিব, মহাদেবি! পলান্নের ভার॥
তব তীরে যে সকল আছেন দেবতা।
তাঁ'দিগে পূজিব আমি হ'য়ে ভক্তিযুতা॥
তীর্থস্থান দেবালয় আছে তব তটে।
তা'দের অর্চ্চনা আমি কৈব অকপটে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য ধীমতঃ।
নিদেশং পালয়ত্বেনং গঙ্গে ত্বদভিরক্ষিতঃ॥৮৩
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি সমগ্রাণুষ্য কাননে।
ভ্রাত্রা সহ ময়া চৈব পুনঃ প্রত্যাগমিষ্যতি॥৮৪
ততস্ত্বাং দেবি সুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা।
যক্ষ্যে প্রমুদিতা গঙ্গে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনি॥৮৫
ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্মলোকং সমক্ষসে।
ভার্য্যা চোদধিরাজস্য লোকেঽস্মিন্ সংপ্রদৃশ্যসে॥৮৬

সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।
প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে ॥৮৭
গবাং শতসহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চীকির্ষয়া ॥৮৮
সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা ॥
যানি ত্বত্তীরবাসীনি দৈবতানি চ সন্তিহি।
তানি সর্ব্বাণি তীর্থান্যায়তনানি চ ॥৯০
পুনরেব মহাবাহুর্ময়া ভ্রাতা চ সঙ্গতঃ।
অযোধ্যাং বনবাসাত্তু প্রবিশত্বনঘোঽনঘে॥"৯১

অযোধ্যাকাণ্ড ৫২শ সর্গ।

"এদিকেতে এতক্ষণ সুমন্ত্র সারথি।
নির্নিমেষ পথে চাহি' ছিলা রাম প্রতি॥
তাঁ'র দৃষ্টি পথ রাম ছাড়িলা যখন।
শোকেতে করিলা মন্ত্রী অশ্রু-বিসর্জ্জন॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"As, praying for her husband's sake,
The faultless dame to Ganga spake,
To the right bank the vessel flew
With her whose heart was right and true."

Griffith's Ramayan, Book II, Canto LII.

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা গঙ্গা পার হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র পরম হরিষে।
সুসমৃদ্ধ বহুশস্যযুত বৎস দেশে॥
উপনীত হইলেন, তাঁহার সহিত।
জানকী লক্ষ্মণ দোঁহে হৈলা উপনীত॥
রামচন্দ্র সেই খানে উপনীত হ'য়ে।
শর-শরাসন সুখে নিজ করে লয়ে॥
মহারুরু, ঋষ্য আর বরাহ, পৃষত।
এই চারিবিধ মৃগে করিলা নিহত॥
তা'দের পবিত্র মাংস গ্রহণ করিয়া।
সন্ধ্যাকালে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া॥
প্রবেশ করিলা ক্রমে বনের ভিতর।
নিবিড় অরণ্য সেই অতি ভয়ঙ্কর॥'

৫৩ শ সর্গ। রামের খেদ ও লক্ষ্মণের আশ্বাস-দান।

কবি কালিদাস লিখিয়াছেন, রাম লক্ষ্মণ ও সীতাসহ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তিনি সাধুদিগের মনোমধ্যেও প্রবেশ করিলেন। যথা—

সসীতালক্ষ্মণসখঃ সত্যাদগুরুমলোপয়ন্।
বিবেশ দণ্ডকারণ্যং প্রত্যেকঞ্চ সতাং মনঃ ॥৯

রঘুবংশ ১২শ সর্গ।

রাম স্ব-ইচ্ছায় বনে গমন করিয়া সকল সাধু ব্যক্তিরই যে চিত্ত-হরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"অনন্তর সায়ং-সন্ধ্যা করি' সমাপন।
লক্ষ্মণে কহিলা রাম পঙ্কজলোচন ॥
"সবে মাত্র, বৎস! জনপদের বাহিরে।
দর্শন করিনু আমি প্রথম নিশিরে ॥
এখানে সুমন্ত্র আর নাহিক এখন।
কাজেই এখন করি' নগর স্মরণ ॥
উৎকণ্ঠিত হইও না, সুমিত্রা-কুমার!
ডুবিও না সুদারুণ চিন্তার মাঝার ॥
অদ্যাবধি আমাদিগের আলস্য ত্যজিয়া।
থাকিতে হইবে, ভাই! যামিনী জাগিয়া ॥
সীতার অলব্ধ লাভ লব্ধ রক্ষা আর।
আয়ত্ত এখন, ভাই! আমা দোঁহাকার ॥
আইস, আমরা আজ আপনা আপনি।
ভূতলে সাজাই শয্যা তৃণপত্র আনি' ॥
কষ্টেস্বষ্টে এস, ভাই! করি রে শয়ন।
যে কোন প্রকারে করি যামিনী যাপন ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"So on the ground with leaves o'erspread,
He who should press a royal bed,
Rama with Lakshman thus conversed,
And many a pleasant tale rehearsed :"

Griffith's Ramayan Book II, canto LIII.

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে চিন্তায় ডুবিতে নিষেধ করিতেছেন সত্য, কিন্তু তিনি নিজেই চিন্তিত হইয়াছেন ও দুঃখ কষ্ট অনুভব করিতেছেন। তাঁহার বাক্যেই ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। একটু পরেই ভূমিতে শয়ন করিয়া তিনি সখেদে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"আজ ভাই! মহারাজ অতিশয় দুখে।
নিদ্রা যেতেছেন হায় বিষাদিত মুখে॥
কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা হ'য়েছে পূরিত।
কাজে কাজে তিনি আজি হরষিত চিত॥
কিন্তু বোধ হয়, এলে ভরত সুজন।
তিনি তাঁ'রে মহাযজ্ঞে অর্পণ-কারণ॥
ভূপতিরে না দিবেন বাঁচিতে পরাণে।
কি হইতে যে কি হ'বে দৈবই তা' জানে॥
হায় পিতা হ'য়েছেন বৃদ্ধ অতিশয়।
আমিও তাঁহারে ছাড়ি আইনু হেথায়॥
সুতরাং এবে তিনি হইলা অনাথ।
জানি না, এবার হ'বে কি অনিষ্টপাত!
জানি না কামের অনুরোধে মহীপতি।
কৈকেয়ী দেবীর হ'য়ে বশবর্ত্তী অতি॥
কি করিতে কি করিবে, হায় রে লক্ষ্মণ!
পিতার কারণে মোর বিচলিত মন॥
ভূপতির মতিভ্রম, এ বিপদ আর।
উপস্থিত দেখি' বোধ হ'তেছে আমার॥
ধর্ম্ম অর্থ চেয়ে, ভাই! কামই প্রবল।
সকলেই তলে থাকে কামেরই কেবল॥
হ্যা দেখ লক্ষ্মণ! পিতা আমারে যেমন।
নিবিড় অরণ্যমাঝে কৈলা নির্ব্বাসন॥
এইরূপ স্ত্রীর প্রবর্ত্তনায় কখন।
মূর্খও কি ত্যজে আজ্ঞা-অধীন নন্দন॥
ভরতই সুখী এবে ভার্য্যার সহিত।
একাকী এখন তিনি হ'য়ে পুলকিত॥
রাজাধিরাজের মত সমগ্র কোশল।
উপভোগ করিবেন,—তাঁহারই মঙ্গল॥
পিতা জীর্ণ হ'য়েছেন, আমিও কানন।
আশ্রয় করিনু ছাড়ি পিতার ভবন॥
কাজে কাজে ভরতই এখন একাকী।
রাজকার্য্য করিবেন সিংহাসনে থাকি'॥
ধর্ম্ম অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে জন।
আপন ভুলিয়া করে কামানুসরণ॥
সে জনে অচিরে রাজা দশরথ-মত
এরূপ বিপদে পড়ি' হয় ওতপ্রোত॥
লক্ষ্মণ! আমার হেন বোধ হয় চিতে।
ভরতেরে রাজ্যপদে নিয়োগ করিতে॥
মোরে বিসর্জ্জন দিতে অরণ্য-মাঝার।
প্রাণান্ত করিতে আর পিতার আমার॥
কৈকেয়ী অযোধ্যাপুরে এসেছেন, ভাই!
ইহাতে সন্দেহ মোর কিছুমাত্র নাই॥
এখন সৌভাগ্যমদে হইয়া মোহিত।
কেবল আমারে তিনি করিতে দুঃখিত॥
জননী কৌশল্যা আর সুমিত্রা মাতারে।
দুঃখ কি দিবেন হায় অশেষ প্রকারে॥
তোমার জননী, ভাই! আমাদের তরে।
করিবেন ক্লেশভোগ ব্যাকুল অন্তরে॥
অতএব কল্য প্রাতে এখান হইতে।
যাও প্রিয়ানুজ! ফিরি' অযোধ্যাপুরীতে॥
জানকীর সনে আমি একাকী লক্ষ্মণ!
নিবিড় দণ্ডকবনে করিব গমন॥
কৌশল্যা জননী মোর অতি নিরাশ্রয়।
কিন্তু সে কৈকেয়ী রাণী ঘোর নীচাশয়॥
বিদ্বেষবশতঃ তিনি অন্যায়াচরণ।
করিতে পারেন, মোর হেন লয় মন॥
বলিতে কি আমাদের জননীর প্রাণ।
নাশিতে পারেন বিষ করিয়া প্রদান॥
কৌশল্যা জননী মোর জন্মান্তরে, হায়।
পুত্রহীন করেছিলা বহু অবলায়॥

সেই হেতু আজ তাঁ'র হেন দুর্ঘটনা।
ঘটিয়া পড়িল ভাই! বাড়া'তে যন্ত্রণা ॥
এতদিন তিনি মোরে করিয়া যতন।
অশেষ প্রকারে কৈলা লালন পালন ॥
বহুদুঃখে এত বড় করিলা আমায়।
কিন্তু সুখী করিবার সময়ে তাঁহায় ॥
পরিহরি' আসিলাম গভীর কানন ॥
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ আমারে লক্ষ্মণ।
জননীরে দিনু আমি যাতনা ভীষণ ॥
অতঃপর কোন নারী আমার মতন।
কুপুত্রেরে গর্ভে যেন না করে ধারণ ॥
সরল হৃদয়ে এই করি আকিঞ্চন।
আমা'পেক্ষা বোধ হয় সারিকা মাতায়।
সমধিক হ'বে ভাই স্নেহের আধার ॥
জননী তাহার মুখে শত্রুনির্য্যাতন।
করার কথাও ভাই! করেন শ্রবণ ॥
কিন্তু আমি হ'য়ে হায় তনয় তাঁহার।
করিলাম বল, বৎস! কিবা উপকার?
অতীব দুর্ভাগ্য তিনি, এক্ষণে আমার।
বিয়োগশোকেতে ডুবি' অন্তর মাঝার ॥
অতিশয় দুঃখ পেয়ে আছেন শুইয়া।
নয়নের বারি ভূমে যায় গড়াইয়া ॥
মনে যদি করি আমি, তবে রোষভরে।
একাকীই এই তীক্ষ্ণ সায়কনিকরে,
কিবা সে অযোধ্যা, এই সমগ্র ধরণী।
নিষ্কণ্টক করিবারে পারি রে এখনি ॥
কিন্তু বল, নিরর্থক বল প্রদর্শনে।
না হ'বে কিছুই শ্রেয়, জানি তাহা মনে ॥
পরলোকভয় আর ধর্ম্মভয়ে, ভাই।
নিজকরে রাজ্যভার লইলাম নাই।
নির্জ্জনে করুণ মনে রাম শূরবর।
এইরূপে বিলাপিলা হইয়া কাতর ॥
অশ্রুপূর্ণ মুখে পরে মৌনাবলম্বন।
করিয়া রহিলা রাম কমললোচন ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Thus mourning in that lonely spot
The troubled chief bewailed his lot,
And filled with tears, his eyes ran over
Then silent sat, and spake no more."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LIII.

রামচরিত্র কিছু জটিল। এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, শোকে ও দুঃখে তাঁহার চিত্ত স্থৈর্য্য কিছু বিচলিত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে যে স্থিরচিত্তে ছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! অরণ্যে এখন প্রকৃত কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং চিত্তও কিছু চঞ্চল হইয়াছে। প্রকৃত দুঃখ ও কষ্ট অনুভবের সময় চিত্ত একটুও চঞ্চল না হওয়া অস্বাভাবিক। রামচন্দ্র বনবাসে আসিবারকালে কর্ত্তব্য-বোধে ও ধর্ম্মজ্ঞানে

চলিয়া আসিয়াছেন, তখন তত কষ্ট বোধ করেন নাই, সুতরাং চিত্তও তখন অবিচলিত ছিল। কিন্তু বনবাসে আসিয়া পিতামাতার অনুপস্থিতিতে হঠাৎ অবস্থা পরিবর্ত্তনে প্রকৃত কষ্ট ও গভীরতর শোকে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল। তিনি পিতা মাতার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। কৈকেয়ীকে নীচাশয় বলিলেন, পিতা দশরথকে কামদশাগ্রস্থ বলিলেন, এবং ভরত সুখে রাজত্ব করিবে তাহারও উল্লেখ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে এরূপ ভাবের কোন কথাও তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হয় নাই। এ স্থলে তিনি প্রথম অনভ্যস্ত কষ্টে, শোকে ও দুঃখে কিছু চিত্ত স্থৈর্য্য হারাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের শোকপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন "আপনি যে আমাকে ও দেবী সীতাকে বিষাদিত করিয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন ইহা আপনার উচিত নহে। সীতাদেবী ও আমি, আমরা আপনার বিরহে, জলোদ্ধৃত মৎস্যদ্বয়ের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিব না। অধুনা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি পিতা মাতা বা শত্রুঘ্নকে অবলোকন করিতে বাসনা করি না, এমন কি স্বর্গলোক-দর্শনেও আমার বাসনা হইতেছে না।"

'Unfit it seems that thou, O chief
Shouldst so afflict thy soul with grief:
So wilt thou Sita's heart consign
To deep despair as well as mine.
Not I, O Raghu's son, nor she
Could live one hour deprived of thee:
We were, without thine arm to save,
Like fish deserted by the wave.
Although my mother dear to meet
Satrughna, and the king, were sweet,
On them, or heaven to feed mine eye,
Were nothing, if thou wert not by."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LIII.

লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ-প্রীতিতে একেবারে মজ্জমান ছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার এরূপ উক্তি। এ উক্তি যে আন্তরিক তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই, নতুবা লক্ষ্মণ পিতা, মাতা, সহোদর ভ্রাতা, প্রিয়তমা ভার্য্যা, অযোধ্যার রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ বনবাসে ভ্রাতা রামচন্দ্রের অনুগামী হইতেন না।

"সুদৃঢ় সংকল্প হেন হেরি' সৌমিত্রির।
অনুমতি করিলেন রাম রঘুবীর॥
বনবাসব্রত তাঁ'রে করিতে গ্রহণ।
লক্ষ্মণের চিত্ত হ'ল আনন্দে মগন॥
অদূরে বটের মূলে দেখে' রঘুনাথ।
রচিত হয়েছে শয্যা বিছাইয়া পাত॥
যাইয়া তথায় তবে সীতার সহিতে।
রামচন্দ্র লাগিলেন বিশ্রাম করিতে॥
জনসঞ্চরণ-শূন্য গভীর কানন।
তাঁহাদের সঙ্গে নাহি অন্য কোন জন॥
কিন্তু গিরিশৃঙ্গগত কেশরী যেমন।
ভয়শূন্য মনে করে সময় যাপন॥
সেইরূপ তাঁহারাও তিন জনে মিলে।
নির্ভয়ে রহিলা শু'য়ে পাদপের মূলে॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৫৪ সর্গ। রামের ভরদ্বাজ-সমীপে গমন ও তৎপর চিত্রকূট-গমনার্থ ভরদ্বাজের আজ্ঞা-লাভ।

'So there that night the heroes spent
Under the boughs that over them bent,
And when the sun his glory spread,
Upstarting, from the place they sped."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LIV.

"অনন্তর বিভাবরী হইল অতীত।
পূরব গগনে রবি হইল উদিত॥
সেখান হইতে তাঁ'রা করি গাত্রোত্থান।
ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে করিল প্রয়াণ॥
যথায় যমুনা নদী গঙ্গার সহিত।
সুমধুর কলনাদে হ'তেছে মিলিত॥
সে প্রদেশ লক্ষ্য করি' তবে তিন জন।
প্রবেশি' অরণ্যমাঝে করিলা গমন॥
নানাবিধ ভূবিভাগ, যাইতে যাইতে।
লাগিলেন তিনজনে হরিষে দেখিতে॥
বিবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয় দেশ।
নানাবিধ কুসুমিত তরু-সমাবেশ॥
তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পড়িতে লাগিল।
অন্তরে অতুল তৃপ্তি আসিয়া উদিল॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

'There, There, dear brother, turn thine eyes;
See near Prayag, that smoke arise:
The banner of our Lord of Flames,
The dwelling of some saint proclaims.

Griffith's Ramayan Book II, Canto LIV.

তাঁহারা গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম-স্থল প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল। রাত্রি আগত, তথায় তিনজন যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

'The bow-armed princes onward passed,
And as the sun was sinking fast
They reached the hermit's dwelling, set
Near where the rushing waters met.

Griffith's Ramayan Book II, Canto LIV.

হেনকালে সে স্থানে গেল তিনজন।
তিন জনে বন্দিলেন মুনির চরণ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মুনি মহাশয়।
তিনজন তব ঠাঁই কহি পরিচয়॥
শ্রীদশরথের পুত্র হই দুইজন।
শ্রীরাম আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ॥
পিতৃ-সত্য পালিতে হ'য়েছি বনবাসী।
জনক-কুমারী সীতা সহিত প্রেয়সী॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তখন ভরদ্বাজ মুনি বলিলেন—

"মুনিবর ভরদ্বাজ এরূপ বচন।
রামের বদন হ'তে করিয়া শ্রবণ॥
জিজ্ঞাসি' স্বাগত প্রশ্ন আনন্দের মনে।
অর্ঘ্য বৃষ দিলা তাঁ'রে বিশেষ যতনে॥
নানারূপ বন্যমূল আর বন্য ফল।
আর দিলা পরিষ্কার সুবাসিত জল॥
অবস্থিতি তরে তাঁ'র স্থান নিরূপণ।
করিয়া দিলেন মুনি করিয়া যতন॥
অনন্তর অন্য অন্য মুনিগণ সনে।
উপবিষ্ট হইলেন রামের বেষ্টনে॥
কথার প্রসঙ্গে পরে ক'হে মুনিবর।
তোমায়ে দেখিনু, রাম! বহুদিন পর॥
* * * *
তোমারে যে অকারণ নির্ব্বাসিত করা।
হ'য়েছে, তা' শুনিয়াছি সকলি আমরা॥
যাই হোক, এই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম।
পুণ্যক্ষেত্র পূত রম্য আর নিরূপম॥
এক্ষণে পরম সুখে তুমি এই স্থলে।
অবস্থান কর রাম! ভুঞ্জি' মূল-ফলে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র উত্তর করিলেন,—

"ভগবন্! এই তপোবনের অদূরে।
পৌর জানপদ লোক আছয়ে বিস্তরে॥
বোধ হয়, তা'রা মোরে আর জানকীরে।
দেখিতে পাইবে, ইহা জানিলে অন্তরে॥
আসিবে যাইবে হেথা সবে নিরন্তর।
এ হেতু এ স্থান মোর নহে প্রীতিকর॥
থাকিতে পারেন সুখে জানকী যথায়।
হেন কোন জনশূন্য আশ্রম আমায়॥
দেখাইয়া দাও, মুনি! সেইখানে গিয়া।
সীতারে লইয়া রব নিশ্চিন্ত হইয়া॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তখন ভরদ্বাজ মুনি বলিলেন,—

"ভরদ্বাজ কহিলেন শুন রঘুপতি।
আছয়ে একটি স্থান নিরজন অতি॥
হেথা হ'তে দশ ক্রোশ দূরে সেইস্থান।
চিত্রকূট গিরি গন্ধমাদন সমান।
বানর ভল্লুক আর গোলাঙ্গুল যত।
সেই শৈলে হরষ চিতে নিবসে নিয়ত॥
মঙ্গল উপজে তা'র শৃঙ্গ নিরখিলে।
মোহপাশ হ'তে মুক্তি অনায়াসে মিলে॥
যথা বহু সংখ্য বৃদ্ধ মহাঋষিগণ।
করেছেন পুণ্যবলে স্বর্গ আরোহণ॥
বোধ করি তব পক্ষে গিরি চিত্রকূট।
নিরজন সুখকর হইবে অটুট।
কিম্বা যদি হেন ইচ্ছা হয় তব মনে।
এ আশ্রমে থাক তবে সদা মম সনে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সেই রজনী ভরদ্বাজাশ্রমে অবস্থিতি করিলেন।

৫৫—৫৬ সর্গ। রামের চিত্রকূটে ও তৎপরে বাল্মীকি-সমীপে গমন।

"উভয় বীরের হস্তে দিব্য ধনুঃশর।
মধ্যে সীতা দুই পার্শ্বে দুই বীরবর॥
অগ্রে রাম যান পিছে শ্রীরাম-রমণী।
সজল জলদ সহ যেন সৌদামিনী॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তৎপর দিবস প্রভাতে ভরদ্বাজ মুনি নির্দ্দিষ্ট পথে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী-সহ চিত্রকূটাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে বাল্মীকির আশ্রম ছিল, তাঁহারা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম সকল সময়ে এক স্থানে থাকিত না। যখন রামচন্দ্র বনগমন করেন, তখন তাঁহার আশ্রম এই চিত্রকূট পর্ব্বতে ছিল, কিন্তু পরে কানপুরের নিকটে গঙ্গাতটে তাঁহার আশ্রম

ছিল। সীতার বনবাস কালে রামচন্দ্র তাঁহার সেই কানপুরের নিকটস্থ আশ্রমের অন্তর্গত বনে সীতা দেবীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এইক্ষণে সেই স্থানের নাম বিঠুর বলিয়া পরিচিত। বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যে সেই গঙ্গা-তটের আশ্রমের কথাই লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী বাল্মীকির চিত্রকুটের আশ্রমে উপনীত হইলে,—

"বাল্মীকিও তাঁহাদিগে আনন্দ সহিত,
করিয়া স্বাগত প্রশ্ন মধুর বচনে,
অভ্যর্থনা আদি ক্রমে কৈলা যথোচিত;
দেখিতে লাগিলা তিনি সস্নেহ নয়নে। ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তৎপর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন,—

"লক্ষ্মণেরে কহিলেন রাম অনন্তর,
সুন্দর সুদৃঢ় কাষ্ঠ আনিয়া এক্ষণে,
থাকিবার গৃহ ভাই বিনির্ম্মাণ কর;
চিত্রকুটে থাকিবার ইচ্ছা করি মনে।" ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশানুযায়ী লক্ষ্মণ একখানি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন—

"রামের আদেশ মাত্র ত্বরায় লক্ষ্মণ,
নানাবিধ বৃক্ষ আনি অরণ্য হইতে,
করিলেন এক খানি গৃহ বিরচন;
অরণ্যবাসীর চক্ষে সুন্দর দেখিতে।" রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

শুভদিনে শুভক্ষণে তাঁহারা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

"তিনি যে অযোধ্যা হইতে হৈলা নির্ব্বাসিত,
তখন সে দুঃখ তার না রহিল আর,
সম্পূর্ণ রূপেতে কষ্ট হইলা বিস্মৃত;
পর্ব্বতের শোভা দেখি আনন্দ অপার।" রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"So resting on that lovely hill,
Near the fair lily covered rill,
The happy prince forgot,
Surrounded by the birds and deer,
The woe, the longing and the fear
That gloom the exile's lot."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LVI.

'We have often looked on that green hill, It is the holiest spot of that sect of the Hindu faith who devote themselves to the incarnation of Vishnu. The whole neighbourhood is Ram's country. Every head-land has some legend, every cavern is connected with his name, some of the wild fruits are still called Sitaphala, being the reputed food of the exiles. Thousands and thousands annually visit the spot, and round the hill is a raised foot-path on which the devotee, with naked feet, reads full of pious awe.' Calcutta Review, Vol XXIII.

৫৭ সর্গ। অযোধ্যা-প্রত্যাগত সুমন্ত্রের মুখে রামবৃত্তান্ত শ্রবণে দশরথের বিলাপ।

সুমন্ত্র শূন্যরথ লইয়া অযোধ্যানগরীতে শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রত্যাগত হইলেন।

"শূন্যরথ দেখি ঘোর হাহাকার ধ্বনি,
উঠিল আকাশ ভেদি অযোধ্যানগরে,
কান্দিল আবাল-বৃদ্ধ-বালক-রমণী;
স্মরিয়া রামের গুণ সবে শোকভরে। রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

অযোধ্যানগরবাসী সকলে উৎকণ্ঠার সহিত ও ব্যগ্রভাবে শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতিকে কোথায় রাখিয়া আসা হইল সুমন্ত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, সুমন্ত্র অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সবিস্তারে সমস্ত বলিলেন।

সুমন্ত্র অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিয়া অযোধ্যার হতশ্রী ও বিষণ্ণ-মূর্ত্তি দর্শনে একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

'On the third day the charioteer,
When now the hour of night was near,
Come to Ajodhaya's gate and found
The city all in sorrow drowned. .
To him, in spirit quite cast down,
Forsaken seemed the silent town,
And by the rush of grief oppressed
He pondered in his mournful breast :
Is all Ajodhaya burnt with grief,
Steed, elephant, and man, and chief ?
Does her loved Rama's exile so
Afflict her with the fires of woe ?"

Griffith's Ramayan Book II, Canto LVII.

অযোধ্যাবাসী নরনারীগণের এ সময়ের পরিবেদনও অতি চিত্ত-দ্রবকর।

'Soon as the anxious people knew
That he was over the flood, they drew
Deep sighs, and crying Rama, all
Wailed, and big tears began to fall.
He heard the mournful words prolonged
As here and there the people thronged.
Woe, woe for us forlorn, undone,
No more to look on Raghu's son.
His like again we never shall see
Of heart so true, of hand so free,
In gifts, in gatherings for debate
When marriage pomps we celebrate.
What should we do ? what earthly thing
Can vest or hope or pleasure bring ?
Thus the sad town, which Rama kept,
As a kind father, wailed and kept

Each mansion as the car went by,
Sent forth a loud and bitter cry.
As to the window every dame
Mourning for banished Rama came.
Griffith's Ramayan Book II, Canto LVII.

তৎপরে সুমন্ত্র—

"নীরবে নয়ন-বারি ফেলিতে ফেলিতে,
ধীরে ধীরে উপনীত আসি রাজপুরে,
রামের বারতা দশরথে নিবেদিতে,
দেখিল সে দশরথ অস্থি-চর্ম্মসারে।
বহিছে চক্ষের জল বক্ষ ভাসাইয়া,
নাহি অন্য বাণী মুখে সদা হাহাকার।
ধরায় পতিত কভু জ্ঞান হারাইয়া ;
... ...
কৌশল্যা সুমিত্রা দোঁহে সেবায় নিরত,
পরম যতনে সিচি সান্ত্বনার বারি,
করিছেন চেষ্টা যাহে শোক অপগত ;
দাব-দাহ-সম দেহ দহে অনিবারি।
দৃষ্টিহারা দুটি আঁখি কান্দি অবিরত,
না পান দেখিতে দশরথ সারথিরে,
কহিল সুমন্ত্র পদে হইয়া প্রণত ;
আইল এ দাস প্রভু অযোধ্যায় ফিরে।
ক্ষম মহারাজ আজি দাসের দুষ্কৃতি,
আজ্ঞাবহ চিরদিন হয় তব দাস,
কেমনে লঙ্ঘিবে সে প্রভুর অনুমতি ;
তাই আইলাম দিয়ে রামে বনবাস।"

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

যেরূপ কহিলা তারে রাম মহাবল।
সেই কথা ভূপে তিনি কৈলা অবিকল॥
নিস্তব্ধ হইয়া রাজা সেই সমুদয়।
শুনিয়া মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িলা ধরায়॥
রাজমহিষীরা তাঁরে মূর্চ্ছিত দেখিয়া।
অতিশয় দুঃখভরে আহত হইয়া॥
বাহু উত্তোলন করি লাগিলা কান্দিতে।
রাজাগার অন্ধকার লাগিলা দেখিতে॥
কৌশল্যা সুমিত্রা পরে ভূতল হইতে।
অবিলম্বে তুলি ভূপে লাগিলা কহিতে॥
মহারাজ যে দুষ্কর কার্য্য-সম্পাদক।
শ্রীরামের বার্ত্তালয়ে এ বার্ত্তাহারক॥
তোমার নিকটে পুন হৈলা উপনীত।
কেন না আলাপ কর ইহার সহিত ?
রাম বনবাস দিয়া আজ কি তোমার।
মনে হয়েছে রাজা সরম সঞ্চার ?
উঠ এবে তুমি হ'লে কাতর এমন।
বাঁচিবে না তব আর পরিজনগণ॥
যার ভয়ে কথা নাহি কহ মন্ত্রীসনে।
সে কেকয়ী মহারাজ নাহিক এখানে॥
এক্ষণে ইহার সহিত অশঙ্কিত চিতে।
বাক্যালাপ তুমি ভূপ পার হে করিতে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রাণীগণ শোকে ও দুঃখে রাজা দশরথকে একটু শ্লেষোক্তি করিতেও ত্রুটি করিলেন না। শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া শ্লেষকরা অস্বাভাবিকও নহে।

৫৮—৫৯ সর্গ। দশরথের নিকট সুমন্ত্রের রাম বনবাস-বৃত্তান্ত বর্ণন ও দশরথের পুনর্বিলাপ।

'Urged by the lord of men to speak,
Whose sobbing voice came faint and weak,
Thus he, while tears his utterance broke,
In answer to the monarch spoke :

Griffith's Ramayan Book II, Canto LVIII.

রাজা দশরথ অতি ক্ষীণস্বরে সুমন্ত্রকে সবিশেষ বলিতে আদেশ করিলেন। সুমন্ত্র রামের কথাগুলি বিস্তারিতভাবে বলিলেন, সুমন্ত্র আরও বলিলেন।

"রামের যেমন শীল তেমন বচন।
গর্জ্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ॥
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরি গর্জ্জে যেন ফণী।
কিছুমাত্র না বলিল সীতা ঠাকুরাণী॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কত কথাই বলিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন এবং সীতা দেবী যে শোকে দুঃখে অবনতমুখে দাড়াইয়াছিলেন, সুমন্ত্র তাহাও বলিলেন।

"But Janak's child, my lord stood by,
And oft the votaress heaved a sigh.
Tears in her heavy trouble shed,
But not a word to me she said.
She raised her face which grief had dried
And tenderly her husband eyed,
Gazed on him as he turned to go
While tear chased tear in rapid flow.'

Griffith's Ramayan Book II, Canto LVIII.

তেজোপূর্ণ বীরবর লক্ষ্মণের বাক্যগুলি তাঁহার চরিত্রোপযোগীই বটে।

'Then Lakshman with his soul on fire
Spake breathing fast these words of ire :
'Say for what sin, for what offence
Was Royal Rama banished thence
He is the cause, the king ; poor slave
To the light charge Kaikeyi gave.
Let right or wrong the motive be
The another of our woe is he
Whether the exile were decreed
Through foolish faith or guilty greed,
For promises or empire still
The king has wrought a grievous ill.
Grant that the Lord of all saw fit
To prompt the deed and sanction it,
In Rama's life no cause I see
For which the king should bid him flee.
His blinded eyes refused to scan
The guilt and folly of the plan,
And from the weakness of the king
Here and hereatfer woe shall spring.
No more my sire : the ties that used
To bind me to the king are loosed
My brother Rama Raghu's son.
The love of men how can he win
Deserting by this cruel sin,
Their joy, whose heart is swift to feel
A pleasure in the peoples weal ?
Shall he whose mandate could expel
The virtuous Rama loved so well
To whom his subjects' fond hearts cling—
Shall he in spite of them be king ?"

Griffith's Remayan, Book II, Canto LVIII.

"সারথি! কি দোষে রাজা এ রাজকুমারে।
নির্ব্বাসিত করিলেন অরণ্য-মাঝারে॥
হায় হায় কৈকেয়ীর লঘু অনুজ্ঞায়।
এ কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁ'র শোভা পায়॥
যোগ্য বা অযোগ্য ইহা হউক তাঁহার।
কিন্তু এতে বড় ব্যথা আমা সবাকার॥
অগ্রজ রামের এই বন নির্ব্বাসন।
ঘটিয়াছে কৈকেয়ীর লোভ-নিবন্ধন॥
অথবা বস্তুত বর-দানেই ঘটুক।
যে কোন উদ্দেশ্য মন্ত্রী! ইহার থাকুক॥
কিন্তু সে অকার্য্য হায় করিলা ভূপতি।
তাহাতে সন্দেহ মোর নাহি করে মতি॥
যদি হ'য়ে থাকে ইহা ঈশ্বর ইচ্ছায়।
কি আর বক্তব্য বল আছে তবে তায়॥
কিন্তু শ্রীরামেরে যাহে হইবে ত্যজিতে।
এ হেন কারণ আমি না পাই দেখিতে॥
বুদ্ধি লাঘবের হেতু শুদ্ধ মহারাজ।
ভালমন্দ না বিচারি' কৈলা এই কাজ॥
এতে ইহকালে আর পরকালে তাঁ'রে।
ভুগিতে হইবে দুঃখ অশেষ প্রকার॥
আমি তাঁ'তে পিতৃভাব দেখিতে না পাই।
পিতাতে যা' থাকা চাই তা' তাঁহায় নাই॥
রামই মোর ভ্রাতা বন্ধু পিতা আর প্রভু।
রাম ছাড়া আত্ম মোর নাহি কেহ কভু॥
সাধিতে সবার হিত নিবিষ্ট যে রাম।
যে রাম সবার প্রিয় প্রাণের আরাম॥
তাঁ'রে ছাড়ি' মহারাজ কিরূপে এখন।
সকলের অনুরক্তি করিবে' বর্দ্ধন॥
প্রজাদের স্পৃহনীয় যিনি অবিরত।
সেই ধার্ম্মিকেরে তিনি করি' নির্ব্বাসিত॥
বিরোধ সবার সহ করি' উৎপাদন।
কিরূপে হ'বেন রাজা সুমন্ত্র সুজন॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণ যে বলিয়াছিলেন, আমি পিতায় পিতৃত্ব ভাব কিছুই দেখি না, আমার ভ্রাতা, ভর্ত্তা, বন্ধু, পিতা সকলই রামচন্দ্র—

"অহন্তাবৎ মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্ত্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ॥"৩১

অযোধ্যাকাণ্ড ৫৮ সর্গ।

ইহা তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত কথা, রামচন্দ্রই তাঁহার সর্ব্বস্ব। রামচন্দ্রের জন্যই তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। রামচন্দ্রেই যে তাঁহার আত্মা ও সত্তা সম্পূর্ণ অবস্থিত ছিল, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

"দশরথ মহীপাল সুমন্ত্রের মুখে।
এরূপ বচন শুনি' ডুবিলেন দুঃখে॥
বাষ্প গদগদ ভাবে তাঁহারে তখন।
কহিতে লাগিলা ধীরে করি' সম্বোধন॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রাজা দশরথ বলিলেন "কৈকেয়ীর কথায় আমি শ্রীরামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া বড়ই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি। সেই সময়ই আমার অমাত্য ও সুহৃদ্‌গণের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত ছিল। সুমন্ত্র! আমাকে একবার শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লইয়া চল, আমার জীবনের আর আশা নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার প্রাণ ভরিয়া জানকীর সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া জীবন সার্থক করি। অথবা তাঁহাদিগকে এখানে একবার আনয়ন করিয়া, আমার শেষ আশা পূর্ণ কর।"

"তাঁ'রে না হেরিয়া' মন্ত্রী! কি ক'ব তোমায়।
হইয়াছে প্রাণ মোর ওষ্ঠাগত প্রায়॥" রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

'Ah me, by false Kaikayi led,
Of evil race to evil bred,
I took no counsel of the sage,
Nor saught advice from skill and age,
I asked no lord his aid to lend,
I called no citizen or friend.
Rash was my deed bereft of sense.
Slave to a woman's influence.
Surely my lord, a woe so great
Falls on us by the will of Fate :
It lays the house of Raghu low,
For Destiny will have it so.
I pray thee, if I ever have done
An act to please thee, yea, but one,
Fly, fly and Rama homeward lead :
My life, departing, counsels speed.
Fly, ere the power to bid I lack,
Fly, to the wood : bring Rama back.
I can not live for even one
Short hour bereaved of my son.
But ah, the prince, whose arms are strong.
Has journeyed far : the way is long.

Me, me upon the chariot place,
And let me look on Rama's face.
Ah me, my son, mine eldest-born,
Where roams he in the wood forlorn.
The wielder of the mighty bow,
Whose shoulders like the lion's show ?
Or, ere the light of life be dim,
* Take me to Sita and to him.
O Rama, Lakshman and O thou
Dear Sita, constant to thy vow,
Beloved ones, you can not know
That I am dying of my woe.'

Griffith's Ramayan Book II, Canto LIX.

রাজা দশরথের এ দৈন্য ও শোচনীয় অবস্থা তাঁহার স্বকৃত ব্যাধি ও স্বীয় কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তিনি কৌশল্যা-দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাণি, আমার কষ্ট অসহ্য হইয়াছে।"

'Hard, Hard to pass, my queen, this sea
Of sorrow raging over me :
No Rama near to soothe mine eye,
Plunged in its lowest deeps I lie.
Sorrows for Rama swells the tide,
And Sita's absence makes it wide :
My tears its foamy flood distain,
Made billowy by my sighs of pain :
My cries its roars, the arms I throw
About me are the fish below.
Kaikeyi is the fire that feeds
Beneath my hair the tangled weeds :

Its source the tears for Rama shed
The hump-back's words its monster dread :

The boon I gave the wretch its shore
Till Rama's banishment be o'er.

Griffith's Ramayan Book II, canto LIX.

রাজা দশরথ এই রূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া অবসন্ন হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিলেন।

'Thus he of lofty glory wailed
And sank upon the bed
Beneath the woe his spirit failed
And all his senses fled."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LIX.

৬০ম সর্গ। কৌশল্যার বিলাপ ও সুমন্ত্রের আশ্বাসদান।

মহারাণী কৌশল্যাও তখন ভূতাবিষ্টা নারীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন ও শোকে দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া সুমন্ত্রকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "সুমন্ত্র! রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যে স্থানে আছে, আমাকে শীঘ্র সে স্থানে লইয়া চল, আমি তাঁহাদের বিচ্ছেদ-যাতনা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। সুমন্ত্র করযোড়ে নানাপ্রকারে তাহাকে সান্ত্বনার চেষ্টা করিলেন, অনেক প্রবোধবাক্য বলিলেন। পুত্রশোকাতুরা রাণী কৌশল্যা কিছুতেই শান্ত হইলেন না।

"হা রাম! হা রাম! বলি লাগিলা কাঁদিতে।
অজস্র ধারায় অশ্রু লাগিল বহিতে॥" ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

'But still she gave her sorrow vent.
Ah Rama, was her shrill lament,
My love, my son, my son.

Griffith's Ramayan Book II, Canto LIX.

কৌশল্যা দেবীও রাজা দশরথের ন্যায়ই শোকে অধীর ও অবসন্ন হইয়াছেন, কিন্তু সুমিত্রাতে এরূপ অধীরতা ও অবসন্নতা দৃষ্ট হয় না।

৬১ সর্গ। দশরথের প্রতি কৌশল্যার পৌরুষোক্তি।

Kausalaya weeping sore distressed
The king her husband thus addressed."
Griffith's Ramayan Book I, Canto LXII.

কৌশল্যা দেবী নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া রাজা দশরথকে নানাবিধ পৌরুষ বাক্য বলিয়াও পরিশেষে বলিলেন—

মীন যথা নষ্ট করে নিজের সন্ততি।
সেইরূপ তুমি তাঁ'রে নাশিলে ভূপতি॥
সনাতন ঋষিগণ শাস্ত্রের ভিতর।
যে ধর্ম্ম স্থাপন কৈলা, অহে নরবর!
ব্রাহ্মণেরা যেই ধর্ম্ম ভক্তিযুত হ'য়ে।
পালন করেন, রাজা পবিত্র হৃদয়ে॥
তাহা যদি সত্যবোধ তোমার হইত।
তা' হ'লে করিতে রামে কভু নির্ব্বাসিত॥
দেখ, নাথ! নারীদের নিরখি কেবল।
তিনটি গতিই চির-জীবন-সম্বল॥
তন্মধ্যে প্রথম পতি দ্বিতীয় তনয়।
জ্ঞাতিই তৃতীয় গতি কহিনু নিশ্চয়॥
ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাহি রমণীর।
জানিও নিশ্চয়, রাজা কহিলাম স্থির॥
কিন্তু তুমি আর নও মোর আপনার।
নির্ব্বাসিত করিয়াছ রামেরে আমার॥
এক্ষণে আমার পক্ষে অরণ্য-গমন।
সঙ্গত হইতে নাহি পারে কদাচন॥
কাজে কাজে তোমা হ'তে আমার এখন।
প্রাণান্ত হইল রাজা! হায় কি ঘটন॥
নিজ দোষে রাজ্য নাশ কৈলে তুমি, রায়!
পৌরদের সর্ব্বনাশ কৈলে হায় হায়॥
মন্ত্রিগণ এককালে গেলেন এবার।
আমিও পুত্রের সহ হইনু সংহার॥
এক্ষণে তোমার পত্নী পুত্রই কেবল।
সুখী হইবেন ওহে তনয়বৎসল॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

'First on her lord the wife depends
Next on her son and last on friends :
These three supports in life has she
And not a fourth for her may be.
Thy heart, O king, I have not won ;
In wild woods roams my banished son
Far are my friends : ah, hapless me,
Quite ruined and destroyed by thee.'
Griffith's Ramayan Book II, Canto LXI.

এই প্রকারের সময়োচিত ও রূঢ় বাক্য-প্রয়োগের জন্য কৌশল্যা দেবীর প্রতি কোন দোষারোপ করা যায় না। যেহেতু তিনি এ সময় নিতান্ত শোকসন্তপ্তা ছিলেন। শোকে দুঃখে জ্ঞানহীন ও আত্মহারা হওয়া স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম। এ জন্যই কৌশল্যা দেবী শোক ও দুঃখাভিভূতা হওয়ায় দেবসদৃশ পতিকে যে কটূক্তি করা অসঙ্গত, জ্ঞানহারা হইয়া তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন। শোক ও দুঃখের প্রাবল্যে জ্ঞানের প্রভাব হইতে পারিল না। যে কৌশল্যা দেবী সীতাকে উপদেশ দিয়াছেন—

"নির্ধন হউক স্বামী অথবা স্বধন।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নাহি মন॥"

সে কৌশল্যা দেবী এ সময় জ্ঞানহারা হইয়া স্বামীকে কটূক্তি করিলেন। দুষ্ট ও অধম প্রবৃত্তিমূলক শোক-দুঃখের বশীভূত হওয়ায় তিনি এ সময় তাঁহার সৎপ্রবৃত্তিমূলক জ্ঞান হারাইলেন, এ সময় তাঁহার জ্ঞানপ্রভাব লোপ হইল।

৬২—৬৪ সর্গ। দশরথ ও কৌশল্যার কথোপকথন ও দশরথের মৃত্যুর বিবরণ—

রাজা দশরথ কৌশল্যা দেবীর রূঢ়-বাক্য শ্রবণ করিয়া কেবল অশ্রুবর্ষণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে কৌশল্যা দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্য বিনীত ভাবে বলিলেন,—

"দেবি তুমি অরিরো সহিত,
সরল ব্যভার যথোচিত,
করি থাক অনুক্ষণ স্নেহ দয়া প্রদর্শন,
কয় তারে, আমি তা বিদিত।
এবে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া,
কহিতেছি অনুনয় করিয়া,
আমারে প্রসন্ন হও মম অনুরোধ লও,
মোর প্রতি না থাকিও রাগিয়া॥

যেই সব রমণীর, ধর্ম্মজ্ঞান থাকে স্থির,
তাহাদের স্বামী যদি গুণবান হয়।
অথবা নির্গুণ হন, তবু তারে অনুক্ষণ,
দেবতা বলিয়া ভাবে ভক্তি যুত মন।
তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, বুদ্ধিমতী রাণী,
ভাল মন্দ যাহা কিছু নিকটে তোমার,
অবিদিত কভু নয় এ হেতু দুঃসময়।
আমার উপরে কেন কঠোর ব্যভার?
ক্ষমা চাহি তব পাশে যুড়ি যুগ পাণি।"

✓রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Kausalaya, for thy grace I sue
Joining these hands as suppliants do,
Thou even to foes hast ever been
A gentle, good and loving queen.
Her lord with noble virtues graced
Her lord, by lack of all debased,
Is still a God in woman's eyes,
If duty's law she hold and prize.
Thou, who the right hast aye persued
Lifes changes and its chances viewed
Shouldst never launch, though sorrow-stirred
Ah me distressed, one bitter word."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXII.

দুঃখিতা কৌশল্যা রাণী শুনি এই দীন বাণী
দশরথ ভূপতির মুখে।
বিনায়ে বিবিধ ছাদে আকুল হইয়া কাঁদে
শত শেল বাজে যেন বুকে।
প্রণালী বর্ষার জল বহে যথা অবিরল
সেইরূপ তিনিও তখন।
বাষ্প বারি নেত্র হতে বিসর্জ্জন কৈলা স্রোতে
শোক নীরে হইলা মগন।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৌশল্যা দেবী তখন অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া ব্যস্ততা সহ ভয়াকুল স্বরে রাজা দশরথকে বলিলেন,—

"ওহে মহীপতি সাষ্টাঙ্গে প্রণতি
তব পদে আমি করি।
করুণা করিয়া প্রসন্ন হইয়া
ক্ষমা কর পায়ে ধরি।
তুমি প্রাণ নাথ কৈলে যোড় হাত
হায় হায় মোর পাশ।
ইহাতে আমার নিশ্চয় এবার
ঘটিবেক সর্ব্বনাশ।
অতঃপর আর আমি হে তোমার
ক্ষমা যোগ্য নহি নাথ।
কৈনু অপরাধ ঘটিল প্রমাদ
কেন কৈলে যোড় হাত?
শ্লাঘনীয় পতি যারে করে স্তুতি
ইহলোকে পরলোকে।
কেমন করিয়া কুলস্ত্রী বলিয়া
লোকে গণ্য করে তাকে?

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

প্রসীদ শিরসা পাদৌ ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে।
যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং ন হি ত্বয়া ॥১২
নৈষা হি সা স্ত্রী ভবতি শ্লাঘনীয়েন ধীমতা।
উভয়োর্লোকয়োর্লোকে পত্যা যা সম্প্রসাদ্যতে ॥১৩
অযোধ্যাকাণ্ড ৬২ সর্গ।

কৌশল্যা দেবী প্রকৃত আদর্শ পতিব্রতা-স্ত্রী। তিনি কোন দিন স্বামীর আদর সোহাগ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ, তথাপি স্বামীর প্রতি তাঁহার কিরূপ গভীর আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা, তাহা এই সব বাক্যদ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি বুঝিলেন যে, ধার্ম্মিক স্বামী দশরথের প্রতি তাঁহার পৌরুষ ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা অতি অন্যায় হইয়াছে। এখন তিনি সে জন্য কতই না অনুতপ্ত হইলেন এবং তজ্জন্য স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন ও তাঁহাকে যাহা যাহা বলিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় পতিব্রতা নারীরই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রাজা দশরথের বাক্যে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল, তখন আর শোক-দুঃখ তাঁহার জ্ঞানচক্ষু আবৃত করিয়া রাখিতে পারিল না, শোক ও দুঃখ হইতে জ্ঞান প্রবল হইল। পরক্ষণেই দশরথের প্রতি কেন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন নিজ মুখে তাহার কারণ বিবৃত করিলেন। সে কারণ যে অতি স্বাভাবিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

'She listened, as with sorrow faint
He murmured forth his sad complaint:
Her brimming eyes with tears ran o'er,
As spouts the new-fallen water pour,
His suppliant hands, with fear dismayed
She gently clasped in hers, and laid,
Like a fair lotus on her head,
And faltering in her trouble said:
'Forgive me; at thy feet I lie,
With low bent head to thee I cry.

By thee besought, thy guilty dame
Pardon from thee can scarcely claim.
She merits not the name of wife
Who cherishes perpetual strife
With her own husband good and wise,
Her lord both here and in the skies.
I know the claims of duty well
I know thy lips the truth must tell.
All the wild words I rashly spoke,
Forth my heart, through anguish, broke ;
For sorrow bends the stoutest soul,
And cancels scripture's high control.
Yea, sorrows, might all else o'erthrows,
The strongest and the worst of foes.
'T is thus with all : we keenly feel,
Yet bear the blows our foemen deal,
But when a slender woe assails
The manliest spirit bends and quails.
The fifth long night has now begun
Since the wild woods have lodged my son :
To me whose joy is drowned in tears,
Each day a dreary year appears."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXII.

"ধর্ম্মজ্ঞান তব আছে প্রাণপতি ।
জানি আমি তুমি সত্যবাদী অতি ॥
পুত্র শোকে শুধু কাতর হইয়া ।
অপ্রিয় বচন তোমারে কহিয়া ॥
কৈনু এই কাজ ক্ষম মহারাজ ।
তুমি না ক্ষমিলে রক্ষা নাই আজ ॥
শোকের পীড়নে ধৈর্য্য-শাস্ত্র-জ্ঞান ।
লুপ্ত হয়ে যায় ওহে মতিমান্ ॥
অরি আর নাই শোকের মতন ।
শোকে হয় রাজা বিপদ ঘটন ॥
বিপক্ষ জনের দারুণ প্রহার ।
সহ্য করি থাকা নাহি হয় ভার ॥
কিন্তু অল্প মাত্র শোক যদি হয় ।
সহ্য করা তাহা সাধ্যায়ত্ত নয় ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ ।

"While all my thoughts on him are set
Grief at my heart swells wilder yet :
With doubled might thus Ocean raves
When rushing floods increase his waves."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXII.

"জানামি ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞ ত্বাং জানে সত্যবাদিনম্।
পুত্রশোকার্ত্তয়া তত্তু ময়া কিমপি ভাষিতম্ ॥১৪
শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্।
শোকো নাশয়তে সর্ব্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ ॥১৫
শক্যমাপতিতঃ সোঢ়ুং প্রহারো রিপুহস্তবৎ।
সোঢ়ুমাপতিতঃ শোকঃ সুসূক্ষ্মোঽপি ন শক্যতে ॥"১৬

অযোধ্যাকাণ্ড ৬২ সর্গ।

তিনি আরও বলিলেন, "আজ পাঁচ দিবস হয়, রামচন্দ্র বনবাসে গিয়াছেন, কিন্তু এই পাঁচ দিবস আমার নিকট পাঁচ বৎসর বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি শোকে জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছি। সাগরের জল যেরূপ নদীবেগ দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ তাঁহার চিন্তায় পলে পলে আমার শোকবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।"

"As from Kausalya reasoning well
The gentle words of wisdom fell,
The sun went down with dying flame,
And darkness o'er the landscape came.
His lady's soothing words in part
Relieved the monarch's aching heart,
Who, wearied out by all his woes,
Yielded to sleep and took repose.',

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXII.

"কহিছে কৌশল্যা রাণী এরূপ বচন।
হেনকালে অস্তাচলে চলিলা তপন ॥
অসিত বসন পরি, উপনীত বিভাবরী
দশরথ কৌশল্যার শুনি এ বচন ॥
হরষিত হয়ে হৈলা নিদ্রায় মগন।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কিন্তু অধিক সময় তিনি শান্তিপ্রদ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না।

"But soon by rankling grief of oppressed
The king awoke from troubled rest,
And his sad heart was tried again
With anxious thought where all was pain."
Griffith's Ramayan Book II, Canto LXIII

"আবার মুহূর্ত্তে রাজা হয়ে জাগরিত।
রামের চিন্তায় হৈলা অতীব চিন্তিত ॥
রাম লক্ষ্মণের নির্ব্বাসন নিবন্ধন।
পুনর্ব্বার ভূপতির বিষাদিত মন ॥
রাহু যথা দিবাকরে করে আবরণ।
শোক অন্ধকার ভূপে ঢাকিলা তেমন ॥
পুত্র নির্ব্বাসন করি ষষ্ঠ যামিনীর।
অর্দ্ধযামে দশরথ হইলা অস্থির ॥
মুনি পুত্র বধরূপ নিজের দুষ্ক্রিয়া।
স্মরণ হইল তার মরম বিধিয়া ॥
সে বৃত্তান্ত স্মৃতি পথে উদিল যখন।
কৌশল্যারে মহারাজ কহিলা তখন ॥
শুভ বা অশুভ কার্য্য মানব যা করে।
তার অনুরূপ ফল পায় করে করে ॥
কার্য্যের প্রারম্ভে দেখি কভু যেই জন।
কর্ম্মের ফলের প্রতি নাহি দেয় মন ॥
কর্ম্মের ফলের দোষ গুণের বিচার।
গৌরব লাঘব নাহি যে ভাবে তাহার ॥
নিশ্চয় সে জন রাশি কহি হে তোমায়।
বালক বলিয়া জ্ঞাত বিশাল ধরায় ॥
যেই জন আম্রবন করিয়া ছেদন।
পলাশ পাদপে করে সলিল সিঞ্চন ॥
ফুল শোভা হেরি সেই ফল লুব্ধ হয়।
ফল কালে কিন্তু সেই হতাশ নিশ্চয় ॥
অতীব নির্ব্বোধ আমি আমিও স্বভাবে।
আম্রবন কাটি জল ঢালিনু পলাশে ॥
এবে পুত্র লয়ে সুখী হবার সময়।
পুত্রে পরিহার করি ফাটিছে হৃদয় ॥
এরূপ ঘটিল মোর ভাগ্যে যে কারণ।
অবিকল বলিতেছি করহ শ্রবণ ॥
মহিষি যখন আমি কৌমার অবস্থায়।
শিক্ষালাভ করেছিনু ধনুর বিদ্যায় ॥
সেই কালে শব্দ মাত্র শ্রবণ করিয়া।
লক্ষ্য বিদ্ধ করিতাম বাণ নিক্ষেপিয়া ॥
তাই সবে 'শব্দ ভেদী" বলিত আমায়।
করিতাম যশোলাভ যথায় তথায় ॥
ওই সময়েই আমি হারাইয়া জ্ঞান।
এই সে পাপের হায় কৈনু অনুষ্ঠান ॥
আমার যে এই দুঃখ নিজকর্ম্মদোষে।
ঘটিয়াছে হায় হায় মজিলাম শেষে ॥
অজ্ঞানতা হেতু শিশু খাইলে গরল।
বিষের প্রভাব কভু হয় কি বিফল ?
আমারো এ পোড়া ভাগ্যে ঠিক সেই মত।
ঘটেছে মহিষী আমি হ'য়েছি বিব্রত।

কেহ না জানিয়া যথা পলাশের ফুলে।
বিমোহিত হয় আমি সেইরূপ ভুলে॥
শিখিনু বিধিতে লক্ষ্য শব্দ অনুসারে।
এখন ডুবিনু ঘোর শোকের পাথারে॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"এক দিন সন্ধ্যাকালে সরযূর তীরে।
মৃগয়া কারণে ভ্রমিতেছি ফিরে ফিরে॥
নিশাকালে সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ বারণ।
জলপান হেতু তথা করে আগমন॥
সাধ মনে শব্দ শুনি লক্ষ্যভেদ করি।
শুনিলাম শব্দে যেন কুম্ভে পূরে বারি॥
মৃগ ভাবি শব্দ লক্ষ্যে ছাড়িলাম শর।
সঙ্গে সঙ্গে গগনে উঠিল আর্ত্তস্বর॥
কোন দুরাত্মন্ হেন করিল অধর্ম্ম।
কোন্ অপরাধে মোর ভেদিলেক মর্ম্ম॥
মুনির কুমার আমি বৃদ্ধ পিতা মাতা।
তাদের সেবায় থাকি নিযুক্ত সর্ব্বথা॥
নাহি জানি পরের অনিষ্ট বলে কারে।
পরহিতে সদারত শাস্ত্র অনুসারে॥
কোন হেতু হেন জনে বধে কোন জন
আমার জীবনে তার কোন প্রয়োজন॥
পশিল শায়ক হৃদে হারাই পরাণ।
আমার নিধনে যাবে অনেকের প্রাণ॥
জননী ত্যজিবে প্রাণ এ বারতা শুনে।
তিনজনে মরিল যে একের মরণে॥
শুনি সকরুণ এই বিলাপ বচন।
কম্পিত চরণে তথা করিনু গমন॥
দেখিলাম যুবা এক বিদ্ধ মোর শরে।
ছটফট করিতেছে ধূলার উপরে॥
রক্তমাখা অঙ্গ আর পিঙ্গল বসন।
অক্রোধে বরিছে দুটি বিশাল নয়ন॥
কলস ভাঙ্গিয়া তথা পড়িয়াছে জল।
কর্দ্দমাক্ত তনু লয়ে যেতে নাহি বল॥
আমারে দেখিয়া বহু করিল বিলাপ।
পাইলাম সে বাক্যে বড়ই মনস্তাপ॥
কহিলাম আমি অযোধ্যার যুবরাজ।
পশু ভ্রমে না জানিয়া করেছি এ কায॥
ক্ষমা কর মুনিপুত্র মিনতি আমার।
কোন কার্য্য এবে বল সাধিব তোমার॥
এতেক বচন শুনি ঋষির নন্দন।
কাতরে কহিল কর শায়ক মোচন॥
মোর পিতা মাতা বাস করে এই বনে।
বৃদ্ধ অতি গতি হীন না দেখে নয়নে॥
এক মাত্র পুত্র আমি সেবার কারণ।
সর্ব্বদা নিকটে থাকি হয়ে এক মন।
তৃষ্ণা নিবারণ হেতু জল আনিবারে।
আসিয়া ছিলাম এই সরযূর ধারে॥
পরম তপস্বী তারা প্রচণ্ড প্রতাপ।
ধ্যানে জানি যদি করিবেন অভিশাপ।
রঘুকুল নির্ম্মূল হইবে একে বারে।
হেন নাহি দেখি যে তোমারে রক্ষা করে।
অতএব ত্বরা করি যাও পিতৃস্থানে॥
আমার অবস্থা গিয়া কহ সাবধানে॥
শুনিলে তোমার মুখে তোমার দুষ্কৃতি।
হইবে ক্রোধের শান্তি পাইবে মুকতি॥
এতবলি মুনিপুত্র ত্যজিলেন প্রাণ।
আমি গিয়া উপনীত মুনি বিদ্যমান।

পদশব্দে পুত্র ভাবি পরম উল্লাসে।
এস বাপধন বলি আমারে সম্ভাষে॥
প্রণাম করিয়া পদে দিয়া পরিচয়।
কহিলাম পুত্রের বৃত্তান্ত সমুদয়।
অশনি অধিক বাণী শুনিয়া আমার।
অধীর হইয়া শোকে করে হাহাকার॥
অনেক বিলাপ করি বলে মোর প্রতি।
হের দেখ আমাদের নাই গতিশক্তি।
লয়ে চল পুত্রদেহ আছয়ে যেখানে।
কোন প্রয়োজনে আর রহিব এখানে॥
এত শুনি ঋষি দম্পতিরে কোলে তুলে।
লইলাম সত্বরে সরযূ নদীকূলে॥
নয়নে নাহিক দৃষ্টি দেখিতে না পায়।
কান্দিল বিস্তর হাত বুলাইয়া গায়।
অবশেষে দোঁহে করি চিতা আরোহণ।
পুত্রের পশ্চাতে স্বর্গে করিলা গমন॥
মনস্তাপে অভিশাপ দিলেন আমায়।
পুত্রশোকে মৃত্যু তব হইবে নিশ্চয়॥"

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ

"The hour shall come when, crushed by woes
Like these I fell, thy life shall close :
A debt to pay in after days
Like his the priestly fee he pays."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXIV.

রাজা দশরথ বলিতে লাগিলেন, "হায় মহারাণি! আমার পুত্র শোকেই মরিতে হইবে। আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, আমাকে একবার স্পর্শ কর। আমার স্মৃতিশক্তি ক্রমে লুপ্ত হইতেছে, শরীর ক্রমে অবসন্ন হইতেছে। পরিশেষে বলিলেন—

"হা রাম হে পিতৃপ্রিয় হা দুঃখ-নাশন।
তুমি যে আমার নাথ জীবন জীবন॥
এখন আমায় ফেলি রহিলে কোথায়।
চিরকাল তরে আমি ত্যজিনু তোমায়॥
হা কৌশল্যে আর আমি না পাই দেখিতে।
হা সুমিত্রে প্রাণ আর না চায় থাকিতে॥
হারে কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী পাপিনী।
তুই মোর মহাশত্রু রে পতি-নাশিনী॥
কৌশল্যা সুমিত্রা পাশে রাজা দশরথ।
পুত্রশোকে পরিতাপ করি এইমত॥
দ্বিপ্রহরে বিভাবরী গত হলে পর।
বিসর্জ্জন করিলেন প্রাণ কলেবর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Kausalya and Sumitra kept
Their watch beside him as he wept.

And Dasaratha moaned and sighed,
And grieving for his darling died."
Griffith's Ramayan Book II, Canto LXIV.

এই স্থানে দশরথ-চিত্রের যবনিকা পতন হইল। দশরথ-জীবন চিরকালের জন্য অবসান হইল। তিনি মর্য্যাদাসম্পন্ন, ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, প্রবল পরাক্রান্ত, সত্যবাদী রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুইটী দোষ ছিল, একটি কৈকেয়ীতে অত্যধিক আসক্তি ও আর একটি রামে অত্যধিক স্নেহ বা প্রীতি। তাঁহার এই দুইটি দোষ—স্ত্রৈণতা ও অতিরিক্ত পুত্র-বাৎসল্যই তাঁহার কাল হইল। এই দোষ দুইটি মানসিক বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতার চিহ্ন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীতে আসক্ত ছিলেন সত্য, কৌশল্যাকে তিনি কৈকেয়ীর ন্যায় আদর-সোহাগ না করিলেও তাঁহাকে যে উপযুক্ত মর্য্যাদা-প্রদর্শন করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ও কৌশল্যার কথোপকথন হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যিনি ধার্ম্মিক, তাঁহার কৈকেয়ীর ন্যায় যুবতি স্ত্রীতে অত্যধিক আসক্তি অসঙ্গত ও দোষাবহ,—ইহা একটি দুর্ব্বলতার চিহ্ন। যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহার পুত্র-বাৎসল্য এত গভীর হওয়া উচিত নহে যে, পুত্রবিরহে তাঁহার প্রাণান্ত হইবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির অতিরিক্ত সংসার বা বিষয়াসক্তি থাকা সঙ্গত নহে। তিনি নিষ্কাম, নিস্পৃহ ও নির্লিপ্তভাবে সংসার বা বিষয়ের চিন্তা করিবেন। সুতরাং রামের প্রতি অত্যধিক প্রীতিও দশরথের একটি দোষ বা দুর্ব্বলতা বলিতে হইবে। যে ধর্ম্মবীর রাজা দশরথ কৈকেয়ীতে অতিরিক্ত আসক্ত থাকা সত্বেও পরিশেষে তাঁহার গর্হিত চরিত্র জানিয়া তাঁহাকে ত্যাগ বচন বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, বা পুত্র-বিচ্ছেদে প্রাণ যাইবে জানিয়াও সত্য হইতে স্খলিত হন নাই, তাঁহার দুর্ব্বলতাই দোষাবহ। অন্যদিকে আবার তাঁহার এই দুইটি দুর্ব্বলতা হইতেই তাঁহার মহৎ গুণরাশি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কৈকেয়ীতে আসক্ত থাকিলেও সেই আসক্তিতে ডুবিয়া যান নাই, রাম-প্রীতিতে অভিভূত থাকিলেও তজ্জন্য আত্মহারা হইয়া সত্য হইতে স্খলিত হন নাই। মানুষ দোষ-গুণে সৃষ্ট। দোষের তুলনা করিতে গিয়া বিপরীত ভাবাপন্ন গুণগুলি লোকচক্ষুর নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান

হইয়া থাকে। সুতরাং দশরথের উপরোক্ত দুইটি দোষ থাকার দরুণ তাঁহার সদ্‌গুণরাশি প্রজ্বলিত ভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে, তাঁহার ধর্ম্মবীরত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আদর্শ রাজা ছিলেন, তাঁহার আর সন্দেহ নাই।

যাহার শরীরের যে অংশ দুর্ব্বল, সেই অংশের দুর্ব্বলতাই পরিণামে কাল হয়,—মৃত্যুর কারণ হয়। যাহার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, যাহার হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুস্ স্বাভাবিক দুর্ব্বল বা যাহার পাকস্থলী দুর্ব্বল, পরিণামে সেই সব দুর্ব্বলতাই তাহার কালস্বরূপ হয়। শরীরের সঙ্গে মনের নিকট সম্বন্ধ, দশরথের দুর্ব্বলতা মানসিক—শারীরিক নহে। মানসিক দুর্ব্বলতাও শারীরিক দুর্ব্বলতার ন্যায় কাল-স্বরূপ হইয়া থাকে। দশরথের মানসিক বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই মৃত্যুর কারণ হইল। কৈকেয়ীর প্রতি এত অধিক আসক্ত না হইলে তিনি কৈকেয়ীকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইতেন কি না সন্দেহ এবং রাম-প্রীতিতে তিনি এতদূর অভিভূত না থাকিলে রামের বিচ্ছেদে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইত কি না তাহাতেও সন্দেহ।

বাল্মীকি রাজা দশরথকে ন্যায়ত বহু বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। যথা—"সর্ব্বসংগ্রহঃ, দীর্ঘদর্শী, মহাতেজাঃ, পৌরজানপদপ্রিয়ঃ "ইক্ষ্বাকুনামতিরথো, যজ্বা, "ধর্ম্মপরোবশী, মহর্ষিকল্পোরাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ" "বলবান্নিহতা মিত্রো মিত্রবান্ বিজিতোশ্রিয়ঃ।" ন সত্যবাক্যো ধর্ম্মাত্মা গাম্ভীর্য্যাৎ সাগরোপম আকাশইব নিষ্পঙ্কঃ।" "বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু বদান্যঃ সত্যসঙ্গরঃ স তত্র পুরুষব্যাঘ্রঃ"—ইত্যাদি

৬৫ সর্গ। দশরথের মৃত্যুতে রাণীদিগের বিলাপ—

"রজনী হইল শেষ ধরিল সুন্দর বেশ
নানা বর্ণে পূরব গগনে।
উঠিবে অযোধ্যাপতি বন্দিগণ করে স্তুতি
যশগান করে ভাটগণ॥
সোণার কলস পুরি রাখে সুশীতল বারি
স্নান হেতু দাসীরা যতনে।
অগুরু চন্দন সার অপূর্ব্ব পুষ্পের হার
পুরীময় সুগন্ধ বিস্তারি।
স্নান করি বিপ্রগণে দেব পূজা আয়োজনে
দেবের মন্দিরে সমাগত॥
তুলি ফুল নানা জাতি মল্লিকা মালতি জুতি
তুলসী চন্দনে করি সিক্ত।
ধূপের সুগন্ধ ধূমে মন্দির মোহিত ক্রমে
জ্বলে দীপ রজত আধারে।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ করে বেদ উচ্চারণ
সামগান সবে সমস্বরে॥

মানুষের সাড়া পেয়ে পাখীরা উঠিল গেয়ে
মোহিত করিয়া মন রবে।
উঠিবেন দশরথ নিরখিয়া আশাপথ
অপেক্ষা করিয়া আছে সবে॥
ক্রমেতে উদিল রবি পড়িল তাহার ছবি
জলে স্থলে বনে উপবনে॥
উদয় না হয় তবু কৌশল রাজ্যের প্রভু
ভাবে সবে বিষণ্ণ বদনে॥"

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

পরিশেষে সকলে জানিতে পারিল যে, রাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে। কৌশল্যা ও সুমিত্রা রাণী শোক ও দুঃখ ভারে অভিভূতা হইয়া নিদ্রামগ্না ছিলেন, তাঁহারা সকলের ক্রন্দনধ্বনিতে জাগিয়া উঠিলেন এবং ভূপতিকে মৃত দেখিয়া—

"অমনি হা নাথ বলি পড়িলা ভূতলে।
আপনি ভাসিল আঁখি উষ্ণ অশ্রুজলে॥" ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৈকেয়ীও স্বামীকে মৃত জানিয়া ক্রন্দন করিলেন। এই সময় হইতেই বোধ হয়, কৈকেয়ীর মোহ দূরীভূত হইতেছিল।

"অনন্তর রাজারে করিল মৃত জ্ঞান।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি তার প্রাণ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে কদলী যেমনি।
রাজার চরণ ধরি কান্দে সব রাণী॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সকল রাণীই হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

"দশরথ ভূপতির মৃত কলেবর।
আবেষ্টন করি শোকে মহিষী নিকর॥
বাহুদ্বয় ধরি তার সকরুণ চিতে।
হা নাথ হা পতি বলি লাগিলা কান্দিতে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Filled with dark fear and eager eyes,
Anxiety and wild surmise;
Echoing with the cries of grief
Of sorrowing friends who mourned their chief,
Dejected, pale with deep distress,
Hurled from their height of happiness:
Such was the look the palace wore
Where lay the king who breathed no more."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXV.

৬৬ সর্গ। কৌশল্যা কর্ত্তৃক কৈকেয়ীর প্রতি ভর্ৎসনা-বাক্য ও তৈল-দ্রোণীতে দশরথের মৃত-দেহ স্থাপন।

"রাজার মস্তক কোলে রাখি মহারাণী।
কৈকেয়ীরে কহিলেন দুঃখে এই বাণী॥
"নৃশংসে! এক্ষণে তোর মনের বাসনা।
পূর্ণ হৌক পূর্ণ হৌক পাপ-পরায়ণা॥
ভূপতিরে বিসর্জ্জন দিয়া, এইক্ষণে।
বিনা বিঘ্নে রাজ্য-ভোগ কর তুষ্ট মনে॥
মোরে পরিহরি রাম গিয়াছেন বন।
স্বামীও আমার কৈলা দেহ বিসর্জ্জন॥
অতঃপর বনে আমি সঙ্গহীনা হয়ে।
কেমনে থাকিব ছার পরাণ ধরিয়ে॥
সাক্ষাৎ-দেবতা-সম স্বামীরে ত্যজিয়া।
ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা কৈকেয়ীর সমান হইয়া॥
কোন্ নারী বাঁচিবার বাসনা করিবে!
কৈকেয়ী শুধুই একা বাঁচিয়া রহিবে॥
কৈকেয়ীরে রঘুকুল উৎসন্ন করিলি।
মানুষী হইয়া তুই ভুজঙ্গী হইলি।
একুল নির্ম্মূল-মূল কুজাই কেবল।
তাহতে ঘটিল এই মহাবিষ ফল॥
লুব্ধ ব্যক্তি লোভে পড়ি পরের গরল।
অনায়াসে পান করি আত্মহত্যা-ফল॥
ভুগিতে পারে না হায় তারো পক্ষে তাই।
ঘটেছে পিশাচী তোর ধর্ম্মজ্ঞান নাই॥
মহারাজ অনুচিত কার্য্যে হয়ে রত।
সীতার সহিত রামে কৈলা নির্ব্বাসিত॥
রাজর্ষি জনক হায় এ কথা শুনিলে।
ডুবিবে আমার মত শোকের সলিলে॥
অনাথা বিধবা আজ হ'য়েছি যে আমি।
তাহা না জানিছে সেই মিথিলার স্বামী॥
কমললোচন রাম জীবিত থাকিয়া।
অদৃশ্য হইলা হায় বন প্রবেশিয়া॥
বনমধ্যে নিশাকালে মৃগ-পক্ষীগণ।
চেঁচায় ভীষণ স্বরে বধির শ্রবণ॥
তাহা শুনি' সীতা ভীতা অত্যন্ত হইবে।
রামেরে আশ্রয় করি' আতঙ্কে কাঁদিবে॥
রাজর্ষি জনক বৃদ্ধ হয়েছে এখন।
সীতা বই নাই তাঁ'র অপর নন্দন॥
সন্তানের মধ্যে তাঁ'র ওই এক মেয়ে।
তাঁহা'র চিন্তায় তিনি শোকাকুল হ'য়ে॥
দেহপাত করিবেন তোহ'তে পাপিনি।
অযোধ্যা মিথিলাপুরে শোকের যামিনী॥
যাই হৌক' রে কৈকেয়ী! পতিব্রতা আমি।
না চাই জীবন? ত্যজি, জীবনের স্বামী॥
আজি আমি স্বামী-দেহ করি' আলিঙ্গন।
অনলে প্রবেশি' ত্যাগ করিব জীবন॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

অমাত্যগণ কৌশল্যাকে অন্যত্র লইয়া গেলেন এবং ভরত দেশে আসিয়া অগ্নিকার্য্য করিবেন, এই জন্য দশরথের মৃত-দেহ তৈল-দ্রোণীতে অর্থাৎ তৈল-

পূর্ণ কটাহে রাখাইলেন। রাণীগণ ও কুলস্ত্রীগণ অবিরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এ হেন সময়ে রবি কর সঙ্কোচিয়া।
অস্তাচল চলি' গেলা লোহিত হইয়া ॥
রজনীও গাঢ়তর তিমিরে চৌভিত।
আবৃত করিয়া ক্রমে হ'ল উপনীত ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Oppressed with sorrow, tear-distained,
The royal women thus complained.
Like night when not a star appears,
Like a sad widow drowned in tears,
Ayodhya's city, dark and dim,
Reft to her lord was sad for him.
When thus for woe the king to heaven had fled,
And still on earth his lovely wives remained,
With dying light the sun to rest had sped,
And night triumphant o'er the landscape reigned."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXVI.

৬৭ম সর্গ। রাজ্য-বিষয়ক কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের চিন্তা।

"That night of sorrow passed away,
And rose again the God of day.
Then all the twice-born peers of state
Together met for high debate."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXVII.

ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া অমাত্যগণকে বলিলেন, "ভরত বা অপর কাহাকেও আনিয়া রাজা করা উচিত, কেন না অরাজক রাজ্যের কখনও শুভ হয় না" তাঁহারা আরও বলিলেন—

"সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস
অরাজক হইল বড়ই পাই ত্রাস॥
অরাজক রাজ্যের সর্ব্বদা অকুশল।
অরাজকে পৃথিবীতে নাহি হয় জল॥
অরাজক রাজ্যে বৃক্ষ নাহি ধরে ফল।
অরাজক রাজ্যে ধর্ম্ম সকলি বিফল॥
অরাজক রাজ্যে ভৃত্য বশ নাহি হয়।
অরাজক রাজ্য সর্ব্বক্ষণ দস্যুভয়॥
অরাজক রাজ্যেতে তুরঙ্গ হস্তী ছোটে।
অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোটে॥
অরাজক রাজ্যে সদা হয় ডাকা চুরী।
অরাজক রাজ্যে দেখি বড় ভয় করি॥
অরাজক রাজ্যে অন্য ভূপতি গরজে।
অরাজক রাজ্যে প্রজাগণ দুঃখে মজে॥
অরাজক রাজ্যে না বরিষে পুরন্দর।
অরাজক রাজ্যে দুঃখ হয় বহুতর॥
অরাজক রাজ্যে নারী নাহি রহে পাশে।
অরাজক রাজ্যে স্বামী অন্য নারী তোষে॥
অরাজক রাজ্যে সদা হিতে বিপরীত।
অরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুচিত॥
রাজ্য করিলেন বৃদ্ধ রাজা মহাশয়।
তাহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয়॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিত [illegible] ভয়ে।
রাজ্যের কুশল ছিল বুড়ার আদরে॥
হেন রাজা বিনা রাজ্য করে টলমল।
রাজা হইতে রাজ্য-রক্ষা প্রজার কুশল॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

৬৮ সর্গ। মাতুলালয় হইতে ভরতকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ।

অমাত্যগণ ও ঋত্বিক্‌গণ পরামর্শ করিয়া ভরতকে তাঁহার মাতুলালয় কৈকেয় প্রদেশ হইতে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বারোহণে গমন করিল। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল—

"শ্রীরামের নির্ব্বাসন রাজার মরণ।
এ অশুভ বার্ত্তা দুই করিও গোপন॥" রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৬৯ সর্গ। ভরতের স্বপ্নদর্শন ও বয়স্যের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন।

"নিদ্রাগত ভরত পালঙ্ক উপর।
উঠেন কুস্বপ্ন দেখি শশঙ্ক অন্তর॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"যে রাত্রিতে দূতগণ প'শিলা নগরে।
সেই রজনীর শেষে' শ্রীভরত নিদ্রাবেশে।
দেখিলা দুঃস্বপ্ন এক,—শরীর শিহরে॥" রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"The night those messengers of state
Had past within the city's gate,
In dreams the slumbering Bharat saw
A sight that chilled his soul with awe."
Griffith's Ramayan Book II, Canto LXIX.

অনেক সময়ে শুভ ও অশুভ বিষয় সকল স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভরত কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বয়স্যগণের জিজ্ঞাসায় তিনি তাহা বলিলেন—

[illegible] আজি [illegible]
এত আকুলতা মম জন্মিয়াছে মনে ॥
শুন তাহা বলি আমি,—আজি রাত্রিশেষে।
জনকেরে দেখিয়াছি আমি স্বপ্নাবেশে ॥
মলিন হ'য়েছে তাঁর দেহের বরণ।
সে চারু মুখশ্রী আর নাহিক তেমন ॥
তিনি এক পর্ব্বতের শিখর হইতে।
মুক্তকেশ পড়িছেন ঘুরিতে ঘুরিতে ॥
তলায় গোময়ময় হ্রদ ভয়ঙ্কর।
গিরি হ'তে পড়ে পিতা তাহার উপর ॥
দেখিলাম, তিনি সেই গোময়ের হ্রদে।
ভাসিছেন—ঘৃণা নাই মাতিয়া আমোদে।
হাসিয়া হাসিয়া যেন অঞ্জলি পূরিয়া।
তৈল পান করিছেন থাকিয়া থাকিয়া।
তা'র পর পুনঃ পুনঃ জনক আমার।
যা' করিলা শুন কহি নিকটে সবার ॥—
অধঃশিরা হয়ে তিলমিশ্রিত ওদন।
ভোজন করিলা মোর জনক সুজন ॥
তৈলাক্ত শরীরে পরে তৈলের ভিতর
অনায়াসে প্রবেশ কৈলা বৃদ্ধ ভূপবর।

* * * *

"আবার দেখিনু আমি, পিতামহোদাস!
পরিধান করেছেন কৃষ্ণবর্ণ বাস।
লৌহময় পীঠোপরি আছেন বসিয়া।
নিরন্তর কিন্তু ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিয়া ॥
কৃষ্ণ কলেবর আর পিঙ্গল আকার।
প্রমদা সকল তাঁরে করিছে প্রহার ॥
রক্তচন্দনেতে পিতা চর্চ্চিত হইয়া।
রক্তমাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া ॥
গর্দ্দভ-যোজিত রথে করি আরোহণ।
দক্ষিণাভিমুখে দ্রুত করিছে গমন।
রক্তাম্বরা কামিনীরা তাঁহারে দেখিয়া।
খল খল করি সবে উঠিছে হাসিয়া ॥
বিকৃতবদনা ঘোরা রাক্ষসীনিকর।
আকর্ষিছে তাঁ'রে হ'য়ে নির্দ্দয়-অন্তর ॥
ভীষণ রজনী শেষে এই দুঃস্বপন।
দর্শন করেছি ওহে প্রিয় সখাগণ ॥
এবে মহারাজ, রাম, আমি বা লক্ষ্মণ।
যে কেহ হউন, সুনিশ্চয় এক জন ॥
মৃত্যুমুখে পড়িবেন, না হবে লঙ্ঘন ॥"

রামকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"This makes my spirit low and weak,
My tongue is slow and both to speak :
My lips and throat are dry for dread,
And all my soul disquited.
My lips, relaxed, can hardly speak,
And chilling dread has changed my cheek.
I blame myself in aimless fears,
And still no cause of blame appears.
I dwell upon this dream of ill
Whose changing scenes I viewed,
And on the startling horror still
My troubled thoughts will brood.
Still to my soul these terrors cling,
Reluctant to depart,
And the strange vision of the king
Still weighs upon my heart."

Griffith's Ramayan Book II Canto LXIX.

৭০ম সর্গ। মাতামহ-গৃহ হইতে ভরতের অযোধ্যা-যাত্রা।

"বয়স্যগণের কাছে কুমার ভরত।
কহিলেন স্বপ্ন বৃত্তান্ত এই মত॥
হেনকালে দূতগণ অতীব বিষাদে।
সুদৃঢ় অর্গলযুত সুরম্য প্রাসাদে॥
প্রবেশ করিয়া ধীরে গেলা যেইখানে।
কেকয় ভূপতি যুধাজিত যেই খানে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

ভরত উৎকণ্ঠিত-চিত্তে দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"———দূতগণ। কহ বিশেষিয়া।

* * *

ভূপতি ত এইক্ষণ আছেন কুশলে?
আছেন ত আর্য্য রাম চির সুমঙ্গলে?
তাঁর আর লক্ষ্মণের কোন বিঘ্ন আদি।
ঘটেনি ত? হয় নাই কেহ ত বিবাদী?
কৌশল্যা সুমিত্রা দেবী ধর্ম্মপরায়ণা।
সুমঙ্গলে আছেন ত তাঁ'রা দুইজনা?

ক্রোধনস্বভাবা আর প্রজ্ঞাভিমানিনী।
আত্মম্ভরী আমার সে কৈকেয়ী জননী।

আছেন কেমন? বল, ওহে দূতগণ!
কোন কথা তিনি কি হে করিলা জ্ঞাপন?"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"কচ্চিৎ স কুশলী রাজা পিতা দশরথো মম।
কচ্চিদারোগ্যতা রামে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি ॥৭
আর্য্যা চ ধর্ম্মনিরতা ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মবাদিনী।
অরোগা চাপি কৌশল্যা মাতা রামস্য ধীমতঃ ॥৮
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্ম্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা।
শত্রুঘ্নস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মধ্যমা ॥৯
আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ ॥"১০

অযোধ্যাকাণ্ড ৭০ সর্গ।

এস্থান হইতে ভরত-চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইবে। ভরত প্রজ্ঞাবান্, তিনি সকলের চরিত্রই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রা যে ধার্ম্মিকা, ধর্ম্মনিরতা তাহা তিনি জানিতেন, তাঁহার মাতা কৈকেয়ী যে স্বার্থ-পরায়ণা, নিয়ত উগ্রমূর্ত্তি ও কোপনস্বভাবা এবং প্রজ্ঞাভিমানিনী তাহাও তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন।

"দূত বলে রাজপুত্র। সবার কুশল।
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল।" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

অতঃপর ভরত শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহ ও মাতুলের নিকট বিদায় লইয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে অযোধ্যাভিমুখে চলিলেন।

"দুঃস্বপ্ন স্মরণ দূতগণের ব্যগ্রতা।
দেখিয়া তাঁহার চিন্তা বাড়িল সর্ব্বথা॥" রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৭১ম সর্গ। অযোধ্যাগত ভরতের নিজ-পুরীতে প্রবেশ।

"এদিকে ভরত বীর অস্থির অন্তরে।
যাইতে লাগিলা অতি বিষাদের ভরে॥
যাইতে যাইতে তিনি অতি ধীরে ধীরে।
জিজ্ঞাসিলা কেকয়রাজের সারথিরে॥
"দূতেরা কি হেতু, সূত! মোরে অকারণ;
ত্বরা প্রদর্শন করি' কৈল আনয়ন?
অশুভ আশঙ্কা মোর সতত অন্তরে।
উপস্থিত হইতেছে অতি বেগভরে॥
ক্রমশ অধীর আমি হ'তেছি, সারথি।
অন্তরেতে নিরন্তর কষ্ট পাই অতি।
ভূপতির মৃত্যু হ'লে শুনি যেই রূপ।
চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি চিহ্ন সেইরূপ॥
গৃহস্থের বাস্তু সব পরিচ্ছন্ন নয়।
উন্মুক্তকপাট হ'য়ে আছে গৃহচয়॥
হতশ্রী সকলি, নাই দেবতা-অর্চ্চনা।
অযোধ্যার লোকগণ নহে হৃষ্টমনা।
ধূপ-বাস বলি আদি না দেখি কোথায়।
অনাহারে আছে সব হতজ্ঞান প্রায়।
দেবালয় শোভাহীন শূন্য হ'য়ে আছে।
নাহি শোভে দ্বারে ফুল ফুটি কাছে কাছে।
দেবগৃহ ফুলহারে নহে অলঙ্কৃত।
অঙ্গনো উহার সূত! নহে পরিষ্কৃত॥
দেবতাগণের পূজা যজ্ঞে অনুষ্ঠান।
কিছু নাহি দেখিতেছি; শূন্য সব স্থান॥
মাল্য-বিপণীতে মালা-বিক্রয় কারণ।
আনয়ন করে নাই মালাকরগণ॥
রহিত হ'য়েছে ক্রয়-বিক্রয়-ব্যাপার।
বিক্রেতা-ক্রেতার নাহি গতিবিধি আর॥
কাজেই বণিক্‌গণ আপন আপন।
রুদ্ধ করিয়াছে পণ্যদ্রব্যের আপণ॥
পূর্ব্বে ইহাদের আমি উৎসাহ যেরূপ।
দেখিতাম, আজ কিন্তু না দেখি সেরূপ॥
সকলেই যেন বিসে হ'য়েছে ব্যাকুল।
সবারি আনন্দরাশি হ'য়েছে নির্ম্মূল॥
এই সব চৈত্য আর দেব-আয়তনে।
দীনভাবে রহিয়াছে মৃগ পক্ষিগণে॥
বলিতে কি, অদ্য আমি নগর ভিতর।
স্ত্রী পুরুষ সবারেই নিরখি কাতর॥
সকলেই উৎকণ্ঠিত বিমর্ষ চিন্তিত।
সকলের অক্ষিযুগে সলিল সঞ্চিত॥
সকলেই ম্লান কৃশ সুদীনবদন।
কাহারে না হেরি আর পূর্ব্বের মতন।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"This glorious city from afar,
Wherein pure groves and gardens are.
Seems to my eager eyes to-day
A lifeless pile of yellow clay."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXI.

"সূর্য্য যান অস্তগিরি বেলা অবশেষে।
হেনকালে সবে তারা অযোধ্যা প্রবেশে॥
শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যার সর্ব্বলোক বিরসবদন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

ভরত বুদ্ধিমান্ ও তীক্ষ্ণদর্শী, তিনি নগরের অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, কোন বিপদ্ সংঘটন হইয়াছে। হয়ত বা রাজারই মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ আশঙ্কা তাঁহার মনে হইল। দশরথের মৃত্যুর পর সপ্তম দিবসে তিনি শঙ্কিত চিত্তে নতমুখে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন।

৭২ সর্গ। কৈকেয়ীর মুখে পিতার মৃত্যু-বিবরণ শ্রবণে ভরতের বিলাপ।

"ভরত পিতার গৃহে প্রবেশ করিয়া।
তথায় পিতার নাহি দর্শন পাইয়া॥
মাতার নিকট তবে করিলা গমন।
গমনের কালে কত টলিল চরণ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"He entered in, he looked around,
Nor in the house his father found;
Then to his mother's dwelling, bent
To see her face, he quickly went.
She saw her son, so long away,
Returning after many a day,
And from her golden seat in joy
Sprang forward to her darling boy."

Griffith's Ramayan, Book II, Canto LXXII.

কৈকেয়ী ভরতকে দেখিয়া দশরথের মৃত্যু-শোক বিস্মৃত হইলেন, তাঁহার আবার রাজসম্পদের মোহ আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি প্রিয়তম নন্দন ভরতকে দেখিয়া নিতান্ত আহ্লাদিতা হইয়া নিজ-পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, ভরত তাঁহাদের কুশলসংবাদ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা কোথায়, তিনি কি কৌশল্যা দেবীর গৃহে আছেন?" রাজ্যলোভ-বিমোহিতা কৈকেয়ী তখন অম্লানবদনে বলিলেন—

* * * * *

"মহারাজ সেই গতি কৈলা অধিকার।
জীব সাধারণের যে গতি অনিবার॥" ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

'Thy father, O my darling, know,
Has gone the way all life must go
Devout and famed, of lofty thought
In whom the good their refuge sought."
Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXII.

এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া—

"ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে খানে।" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

নিতান্ত শোকাকুলিত চিত্তে ভরত নানাবিধ আক্ষেপ করিলেন। পরে জননীকে বলিলেন—

"ভরত বলেন শুনি পিতার মরণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তারা কোথা দুইজন॥
মহারাজ রামেরে অর্পিয়া রাজ্যভার।
করিলেন আপনি সদাচার॥
এই সব যুক্তি পূর্ব্বে ছিল আমি জানি।
তাহার অন্যথা কেন হয় ঠাকুরাণী॥"
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তিনি আরও বলিলেন যে, পিতা অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতৃস্থানীয়। আমি সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের কাছে যাইব। তিনি কোথায়?

"তিনি মোর ভ্রাতা পিতা বান্ধব স্বজন।
আমি তাঁর প্রিয় দাস স্নেহের ভাজন॥
যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক বিজ্ঞ উচিত তাহার।
অগ্রজ ভ্রাতারে দেখে সমান পিতার॥
আমি এবে প্রণমিব শ্রীরামের পদে।
আশ্রয় আমার তিনি সম্পদে বিপদে॥"
৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"যো মে ভ্রাতা পিতা বন্ধুর্যস্য দাসোঽস্মি সম্মতঃ।
তস্য মাং শীঘ্রমাখ্যা হি রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥৩১
পিতা হি ভবতি জ্যেষ্ঠো ধর্ম্মমার্য্যস্য জানতঃ।
তস্য পাদৌ গ্রহীষ্যামি সহীদানীং গতির্ম্মম॥"৩৩
অযোধ্যাকাণ্ড ৭২ সর্গ।

ভরত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি যে তাঁহার আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, এই বাক্যই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। দশরথ জানিতেন, ভরত রামাপেক্ষাও ধার্ম্মিক এ জন্যই তিনি কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

"রামাদপি হিতং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্"।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভরত রামাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক কি না সন্দেহ।

কৈকেয়ী বলিলেন—

"রাম বনে গেলেন লক্ষ্মণ তাঁ'র সাথে।
মনে কি করিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে।
ভরত বলেন রাম কেন যান বনে।
পরাণ বিদরে মাতা তোমার বচনে॥
হরিলেন কার ধন কার বা সুন্দরী।
কোন দোষে হইলেন রাম দেশান্তরি॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তখন কৈকেয়ী সহর্ষে বিস্তারিতভাবে সমস্ত বলিলেন। রাম কোন অপরাধ করেন নাই, তিনিই তাঁহাকে বনবাস দেওয়াইয়াছেন। তিনি ভরতের হিতের জন্যই এ সব ঘটনা সংঘটন করিয়াছেন, এই সকল বলিয়া কৈকেয়ী আরো বলিলেন, "তুমি এখন শোক দুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখে রাজত্ব কর এবং বিপুল বৈভব ভোগ কর।

"মাতৃধার পুত্রে কভু শোধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
রাজা হয়ে রাজ্য কর বৈস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র তোমার ললাটে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"With choking sobs, with many a tear,
Pierced to the heart with grief sincere,
The best of conquerors poured his sighs,
And with his robe veiled face and eyes.
Kaikeyi saw him fallen there,
Godlike, afflicted, in despair,
Used every art to move him thence,
And tried him thus with eloquence:
Arise, arise, my dearest; why
Wilt thou, famed Prince, so lowly lie?

Not by such grief as this are moved
Good men like thee, by all approved.
The earth thy father nobly swayed,
And rites to Heaven he duly paid.
At length his race of life was run :
Thou shouldst not mourn for him, my son."

* * * *

Up then, most dutiful ! maintain
Thy royal state, arise, and reign.
For thee, my darling son, for thee
All this was planned and wrought by me.
Come, cast thy grief and pain aside,
With manly courage fortified.
This town and realm are all thine own,
And fear and grief are here unknown.
Come, with Vasishtha's guiding aid,
  And priests in ritual skilled
Let the king's funeral dues be paid,
  And every claim fulfilled.
Perform his obsequies with all
  That suits his rank and worth,
Then give the mandate to install
  Thyself as lord of earth."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXII.

৭৩।৭৪ সর্গ। কৈকেয়ীকে ভরতের র্ভৎসনা।

ভরত শোকাবহ বৃত্তান্ত সকল শুনিয়া কি করিলেন, মহাকবি কালিদাস তাহা একটি মাত্র শ্লোকে অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

"শ্রুত্বা তথাবিধং মৃত্যুং কৈকেয়ীতনয়ঃ পিতুঃ।
মাতুর্ন কেবলং তস্যাঃ শ্রিয়োঽপ্যাসীৎ পরাঙ্মুখঃ" ॥১৩

রঘুবংশ ১২শ সর্গ।

"কৈকেয়ীনন্দন ভরত পিতার সেইরূপ শোকাবহ ও শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া কেবল নিজ-জননীর প্রতিই বিরক্ত হইলেন এরূপ নহে, রাজ্য-ভোগেও পরাঙ্মুখ হইলেন।"

ভরত এই সকল শোকাবহ বিবরণ জানিয়া শোকে একেবারে অধীর হইলেন এবং স্বীয় জননীর প্রতি নিতান্ত কঠোর বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"Long on the ground he wept, and rolled
From side to side, still unconsoled,
And then, with bitter grief oppressed,
His mother with these words addressed :"

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXII.

* * * *

"Thus Bharat to his mother said
With burning grief disquieted :
'Alas, what boots it now to reign,
Struck down by grief and well-nigh slain ?
Ah, both are gone, my sire, and he
Who was a second sire to me.
Grief upon grief thy hand has made,
And salt upon my gashes laid :
For my dear sire has died through thee,
And Rama roams a devotee.
Thou camest like the night of Fate
This royal house to devastate.
Unwitting ill, my hapless sire
Placed in his bosom coals of fire,
And through thy crimes his death he met,
O thou whose heart on sin is set.
Shame of thy house ! thy senseless deed
Has reft all joy from Raghu's seed."

Griffith's Ramayan Book II Canto LXXIII

"হায় হায় অহো, এ কি বিষম ঘটন।
হায় আমি পরম পূজ্য ধার্ম্মিক পিতারে।
আর মম পিতৃতুল্য অগ্রজ ভ্রাতারে॥
হারাইনু! এবে, হায়, এ হতভাগার।
নরক সদৃশ রাজ্যে কি হইবে আর?
পাপীয়সি! তুই মোর পিতারে বধিলি।
ভ্রাতারে তাপসবেশে বনবাস দিলি॥
দুঃখের উপরে দুঃখ! ক্ষতের উপর।
প্রদান করিলি ক্ষার করিতে কাতর।
আমাদের কুলক্ষয় করিবার তরে।
জন্ম তোর হইয়াছে পৃথিবী-ভিতরে।
কালরাত্রিরূপে তুই হ'লি উপস্থিত।
তোরি তরে এই কাণ্ড হ'ল সংঘটিত॥
না বুঝিয়া পিতা মোর সরল সুজন।
অঙ্গারেরে করিলেন ভুল আলিঙ্গন॥
অয়ি-কুলকলঙ্কিনি! তুই আপনার।
বুদ্ধিদোষে এই বংশ কৈলি ছারখার॥
এ বংশে সুখের পথে সুতীক্ষ্ণ কণ্টক।
দিয়াছিস্ তুই, তুই জ্বলন্ত পাবক।
মহারাজ তো হ'তেই ঘোর যন্ত্রণায়।
ত্যজিলেন কলেবর হায় হায় হায়॥"

*   *   *   *

শোকাতুরা কৌশল্যা সুমিত্রা দুই জন।
যদ্যপিও পারিতেন ধরিতে জীবন॥
কিন্তু তোর তরে তাহা ঘটিবে না আর।
সকলি ঘুচিয়া গেল সেই দু'জনার॥
ধর্ম্মপরায়ণ রাম মাতৃনির্ব্বিশেষে।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন তোরে সহরিষে॥

বুদ্ধিমতী জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যাও তোরে।
ভগিনীর তুল্য স্নেহ করেন সাদরে॥
কিন্তু তুই তাঁহারই প্রাণের নন্দনে।
অনা'সে পাঠালি বনে বল্কল-পরণে॥

*   *   *   *

রামেরে কিরূপ চক্ষে আমি অবিরত।
দেখিতাম, তুই তা' নহিস অবগত॥
সেই কারণেই, হায়, রাজ্যের কারণ।
ঘটাইলি এতদূর অনর্থ ঘটন॥

*   *   *

পিশাচি তোর মনের বাসনা।
প্রাণান্ত হ'লেও" আমি কভু পুরা'ব না॥
যদ্যপি শ্রীরাম স্বীয় মাতার সমান।
তোর প্রতি না করিত বিশেষ সম্মান॥
তা' হইলে আমি তোরে ত্যজিতেও আজ।
কিছুমাত্র মনে নাহি ভাবিতাম লাজ॥
রে দুঃশীলে! আমাদের কুলবিগর্হিত।
এই পাপবুদ্ধি তোতে কেন উপস্থিত?
আমাদের বংশে, মূঢ়ে! রাজ্য অধিকার।
জ্যেষ্ঠেরি হইয়া থাকে, জানে তা' সংসার॥"

...   .

জ্যেষ্ঠ রাজা হন্ রাজপুত্রদের মাঝে।
এই ব্যবহার জ্ঞাত সকল সমাজে॥
বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুরা এরে অতিশয়।
সমাদর করি' থাকে, জানি তা' নিশ্চয়॥
কিন্তু আজ তুই, দুষ্টে! হায় সে সবার।
করিলি চরিত্রগর্ব্ব সমূলে সংহার॥
রাজবংশে জন্ম তোর, কিন্তু বল মোরে।
হেন বুদ্ধিভ্রংশ তোর হইল কি ক'রে॥

তুইই পাপিনি ওরে সূর্য্যকুল-কালি!
আমার প্রাণান্তকর বিপদ ঘটা'লি॥
কোনমতে আমি তোর মনের বাসনা।
পূরা'ব না পূরা'ব না কভু পূরা'ব না॥
এখনই আমি তোর অনিষ্ট করিতে।
রামেরে ফিরা'য়ে হেথা আনিব ত্বরিতে॥
তাঁহারে আনিয়া আমি স্বচ্ছন্দে তাঁহার।
কিঙ্কর হইয়া র'ব এ আশা আমার॥"
"নৃশংসে! এখনি তুই এ রাজ্য ছাড়িয়া।
যা চলিয়া দূর হ'য়ে সত্বর হইয়া॥
নিতান্ত অধর্ম্মী তুই, তোর মত আর।
অলক্ষণা নারী নাই ভূতল মাঝার॥

"নাহি তোর অধিকার মৃত পতি তরে আর
ক্ষণেকেরো তরে কাঁদিবার
ধিক্ তোরে ধিক্ শতবার॥"

... ...

"এই কুলনাশ-হেতু তোর সুনিশ্চয়।
ব্রহ্মহত্যা-মহাপাপ হ'যেছে সঞ্চয়॥
যা তুই নরকে—তোর উপযুক্ত তাই।
পিতার যে লোকে গতি, তোর তাহা নাই॥
সর্ব্বলোক প্রিয় রামে বনবাস দিয়া।
যে পাতকরাশি তুই রাখিলি সঞ্চিয়া॥
তা'তে তোর পুত্র বলি পরিচয় দিতে।
লোককলঙ্কের শঙ্কা জাগে মোর চিতে॥
তো হ'তেই পিতা মোর ত্যজিলা জীবন।
বনচারী হ'য়ে রাম করিলা গমন॥
তো হ'তে আমিও, হায় অযশস্বী হ'য়ে।
থাকিলাম আজি হ'তে এ লোক-আলয়ে॥

রে রাজ্য-কামুকি! তুই মুখে মাতৃনামে।
অন্তরে পরম শত্রু রৈলি ধরাধামে॥
আনিস না মুখে আর কোন কথা মম।
মো'র কথা তোর মুখে বাজে বজ্র সম॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আর অন্য মাতৃগণ।
তো'রি ত'রে দুঃখনীরে হইলা মগন।
ধর্ম্মরাজ অশ্বপতি পুণ্যের আধার॥
কদাচ তনয়া তুই নহিস তাহার।
অতীব পাপিষ্ঠা তুই তো'রি তরে হায়।
পিতৃভ্রাতৃহীন হ'তে হইল আমায়॥
লোকের ঘৃণার পাত্র হইতে হইল।
যা কিছু সম্ভ্রম যশ সকলি ঘুচিল॥

... ...

এক্ষণে পিতার আমি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার!
অনুষ্ঠান করি পুনঃ অযোধ্যা মাঝার।
সে অগ্রজ আর্য্য রামে অরণ্য হইতে।
ফিরায়ে আনিব সিংহাসনে বসাইতে।
তাঁহারে আনিয়া আমি নিজেই তখন।
মুনিজন সেবা বনে করিব গমন॥
যশস্বী হইব আমি সেখানে যাইয়া।
কেন অযশস্বী হব এখানে থাকিয়া?
কিন্তু ওরে পাপশীলে! পৌরজনগণ।
আমারে যে অশ্রুচক্ষে করিবে দর্শন॥
আর আমি তোর এই পাপ কার্য্যভার।
বহিব যে শিরে ধরি অযোধ্যা মাঝার॥
ইহা কখনই দুষ্টে হবে না হবে না।
নিশ্চয় ভরত ইহা স'বে না স'বে না॥
অতঃপর প'শ তুই অগ্নির ভিতর।
কিম্বা সে দণ্ডকবনে প্রবেশি বা কর॥

অথবা সুদৃঢ় রজ্জু গলায় বাঁধিয়া।
যারে ও গরলমুখি! অচিরে মরিয়া॥
কিন্তু তোর গত্যন্তর কোনমতে নাই।
কিছুতে নিস্তার তো'র দেখিতে না পাই॥
এবার রাম এলে পরে অযোধ্যা মাঝার।
কৃতকার্য্য হব, যাবে কলঙ্ক আমার॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"And Rama, when again he turns
Whose glory like a beacon burns.
In me a faithful slave shall find
To serve him with contended mind."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXIII.

এইরূপ বলিতে বলিতে শোকে হতজ্ঞান হইয়া ভরত ভূতলে পতিত হইলেন।

"Thus like an elephant forced to brook
The goading of the driver's hook,
Quick panting like a serpent maimed,
He fell to earth with rage inflamed.

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXIV.

ভরত যে স্বীয় জননী কৈকেয়ীকে এরূপ কটূক্তি করিলেন, তজ্জন্য ভরতকে কোন দোষারোপ করা যায় না। ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অধর্ম্মো-চিত ও সর্ব্বলোক-বিগর্হিত কার্য্যের জন্য শোক দুঃখ ও বিরাগভরে স্বীয় গুরু-জনকেও কটূক্তি করিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। ভরত নিতান্ত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান্। তিনি যে স্বীয় জননী কৈকেয়ীর বিগর্হিত কার্য্যে একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ভরতের ভৎসনা বাক্যগুলি কৃত্তিবাস সংক্ষেপে বিশেষ রূঢ় করিয়াছেন।

"নিজগুণ কহ মাতা আপনার মুখে।
আপনি মজিলা মাতা ডুবিয়া নরকে॥
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোন স্থানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে॥
তো'র পিতা পিতামহ করে ধর্ম্মকর্ম্ম।
সেই বংশে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম॥
নিশাচরী হ'য়ে তুই হইলি মানুষী।
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী॥

শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজিল জীবন।
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন॥
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ।
তিনকুল মজাইলি স্বামী করি বধ॥
পূর্ব্বজন্মে করিলাম কত কদাচার।
সেই পাপে তোর গর্ভে জনম আমার॥
মা হইয়া তনয়েরে দিলি এত শোক।
ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক॥
এমন রাক্ষসী তুই নাহি দেখি কোথা।
তো হেন মাতার বধে নাহি কোন বাধা॥
যেমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে।
তেমতি করিতে বাঞ্ছা কিন্তু মরি ডরে॥
রাম পাছে বর্জ্জেন বলিয়া মাতৃঘাতী।
তবেত নরকে মম হবে নিবসতি॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

৭৫ সর্গ। কৌশল্যার সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের কথোপকথন।

বহুক্ষণ পরে ভরত সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং পরে অমাত্যগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আমি রাজ্য কামনা করি না এবং জননীর সহিত মন্ত্রণা করিতেও ইচ্ছা করি না।"

"A while he lay : he rose at length,
And slowly gathering sense and strength,
With angry eyes which tears bedewed,
The miserable queen he viewed,
And spake with keen reproach to her
Before each lord and minister :
'No lust have I for kingly sway,
My mother I no more obey :
Naught of this consecration knew
Which Dasaratha kept in view.
I with Satrughna all the time
Was dwelling in a distant clime .
I knew of Ramas exile naught,
That hero of the noble thought :
I knew not how fair Sita went,
And Lakshman, forth to banishment."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXV.

কৌশল্যা দেবী ভরত আসিয়াছেন, জানিতে পারিয়া সুমিত্রা দেবীকে বলিলেন, "আমি একবার দীর্ঘদর্শী ভরতের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা বলিয়া বিবর্ণা শোক-কৃশা কৌশল্যা দেবী যেখানে ভরত ছিলেন সেইদিকে কাঁপিতে কাঁপিতে যাইতে উদ্যত হইলেন। ভরত-শত্রুঘ্নও কৌশল্যা দেবীর আবাস অভিমুখে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পথিমধ্যে কৌশল্যা দেবীকে ভূপতিত ও অচেতনপ্রায় দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দুঃখার্ত্তা কৌশল্যা দেবী ভরতকে বলিলেন—

"কৌশল্যা কহেন তব পূর্ণ মনস্কাম।
কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে বনে গেলা রাম॥
স্বর্গে গেল দশরথ রামে দিয়া বনে।
নিষ্কণ্টকে কর রাজ্য আনন্দিত মনে॥
এক কার্য্য কর বাপ মোর দিব্য লাগে।
রামের নিকটে মোরে রেখে আ'স আগে॥
রহিব অরণ্য-মাঝে বাছার লইয়া।
কাটিব এ বৃদ্ধকাল তপস্যা করিয়া॥"

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

নিষ্পাপ ধার্ম্মিক ভরত কৌশল্যার এই তীব্র কুটীল বচনে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া কৌশল্যার পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভরত অতি সরলচিত্ত ধার্ম্মিক হইলেও তাঁহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। দশরথ ও রাম তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক জানিয়াও তাঁহার চরিত্রের প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এজন্য তাঁহাদিগকেও দোষ দেওয়া যায় না, কেন না, রাজা দশরথই বলিয়াছেন, মনুষ্যের মন পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। লক্ষ্মণ ভরতকে বধ করা পর্য্যন্ত দোষাবহ মনে করেন নাই,—

"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব।"

প্রজাবর্গ ভরতের রাজত্বে নিষ্ঠুর ঘাতকের রাজত্ব হইবে আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া বিলাপ করিয়াছিল।

"ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্মঃ সৌনিকে পশবো যথা॥২৮"

অযোধ্যাকাণ্ড ৪৮ সর্গ।

"আমরা ঘাতক-সন্নিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট আবদ্ধ হইলাম।" সকলেই যে এইরূপ ভরত চরিত্রের প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিয়াছেন ইহা স্বাভাবিক এবং এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। একেত স্বভাব ও মন নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, তাহাতে আবার অবস্থা বিশেষে ভরত-চরিত্রের প্রতি সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। রাম-নির্ব্বাসন ও ভরতের রাজ্য-প্রাপ্তির মূল কারণ যে ভরত, ইহা অতি সহজেই অনুমেয় কেন না কৈকেয়ী পূর্ব্ব হইতেই ভরত কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই দুর্ঘটনা সংঘটন করিয়া থাকিতে পারেন। অতি সাধু ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি হইয়াও ভরত কৈকেয়ীনন্দন হওয়ায় সকলের নিকটই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কুটিল কটাক্ষ ভাজন হইয়াছেন। এজন্য ভরতের প্রথম অবস্থা নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক বলিতে হইবে। কিন্তু পরিণামে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। এ জন্যই পরিশেষে সকলেই ভরতের ধর্ম্মজ্ঞান দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ভরত সংজ্ঞা-লাভ করিয়া কৌশল্যা দেবীর চরণ ধরিয়া বলিলেন "হে আর্য্যে! আমি এ বিষয়ের কিছু মাত্র জানি না, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র পাপ নাই; আপনি কেন আমাকে বৃথা নিন্দা করিতেছেন? আপনি ত জানেন যে, রামের প্রতি আমার অসাধারণ প্রীতি আছে।"

"কাতর ভরত অতি কৌশল্যার বোলে।
রামের সেবক আমি তুমি জান ভালে।
মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বনে।
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে॥
রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন।
আমারে করেন বিধি সে পাপ-ভাজন॥
প্রজা হয়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে।
সেই পাপে পাপী হব ডুবিব নরকে॥
বিদ্যা পাইয়া যে গুরুরে না করে সেবন।
কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেয় যেই জন॥
আপনা বাখানে যেবা পর নিন্দা করে।
সেই মহাপাপরাশি ঘটুক আমারে॥
স্থাপ্যধন হরণেতে যে হয় পাতক।
তত পাপে পাপী হয়ে ভুঞ্জিব নরক॥
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য আমি যদি চাই।
ইহ-পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Thus with his words he undeceived
Kausalyas troubled heart, who grieved

For son and husband reft away;
Then prostrate on the ground he lay."
Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXV.

"কৌশল্যা তখন কোলে লইয়া ভরতে।
করুণা করিয়া কান্দে পড়িয়া ভূমিতে।" বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

কৌশল্যা দেবী হর্ষে ও দুঃখে অভিভূতা হইয়া ভরতকে বলিলেন "পুত্র, তুমি নানাপ্রকার শপথ করিয়া আমার প্রাণে ব্যথা দিতেছ। ভাগ্যানুসারেই তোমার অন্তঃকরণ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। সে যাহা হউক, এখন যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ হও, তবে সাধুলোকের গম্য লোকে গমন করিবে সন্দেহ নাই।"

"শপথ করেন এত ভরত তখন।
কৌশল্যা বলেন পুত্র জানি তব মন॥
রামের হৃদয় যথা ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার হৃদয় পুত্র একই সোসর।"
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৌশল্যা বুঝিলেন, তিনি অকারণ ভরতের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিলেন এবং তখনই আদরে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। কৌশল্যা দেবী প্রকৃত আদর্শ চরিত্রা রমণীই বটেন। ভরত যেরূপ আদর্শ চরিত্র ধর্ম্মবীর, কৌশল্যাও সেইরূপ আদর্শ চরিত্রা রমণী, সুতরাং উভয়ের আত্মায় সহজেই মিলন হইয়া গেল।

৭৬। ৭৭—সর্গ। ভরতের পিতৃ-প্রেত-কার্য্য-সম্পাদন ও অবিরত বিলাপ।

"পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের অযশ।
ভরত করেন খেদ রজনী দিবস॥
আমা হতে পিতা মরে ভ্রাতা বনবাসী।
এতেক জানিলে কেন দেশে আমি আসি॥"
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

বশিষ্ঠ ভরতকে নানাপ্রকার বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন—

"বশিষ্ঠ বলেন ত্যজ ভরত ক্রন্দন।
পিতৃ-অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ করহ তর্পণ॥
পিতৃকার্য্য জ্যেষ্ঠ তনয়ের অধিকার।
রাম দেশে নাহি তুমি করহ সৎকার॥"

পরে দশরথের প্রেত-কার্য্য আরম্ভ হইল—

"অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে ভারে।
ঘৃত মধু কুম্ভ পুরি লইল সত্বরে॥
মুকুতা প্রবাল আনে বহুমূল্য ধন।
চতুর্দ্দোল আনিল বিচিত্র সিংহাসন॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর।
চতুর্দ্দোলে চড়াইল রাজারে সত্বর॥
অযোধ্যা নগরে যত স্ত্রী-পুরুষ আছে।
শিরে হস্ত দিয়া যায় ভরতের কাছে॥
তৈলের ভিতরে দেখিলেন মৃত রাজা।
সরযূর তীরে লয়ে যায় বন্ধু প্রজা॥
তারে স্নান করাইল সরযূর কূলে।
দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

"The voice of women, shrill and clear
As screaming curlews, smote the ear,
As from a thousand voices rose
The shriek that tells of woman's woes."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXVI

"শুক্লবস্ত্র পরাইল সুন্দর উত্তরী।
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া দিল সুগন্ধি কস্তুরী॥
নানাবিধ কুসুমেতে মালা মনোহর।
যথাস্থানে দিল তার গলার উপর॥
চিতার উপরে লয়ে করায় শয়ন।
হেট ঊর্দ্ধে কাষ্ঠ দিল অগুরুচন্দন॥
তিন লক্ষ ধেনুদান করেন ভরত।
রাজার সম্মুখে আনি যথা শাস্ত্রমত॥
পিতারে করেন দাহ ঘৃতের অনলে।
করিলেন তর্পণাদি সরযূর জলে॥
তর্পণ করিয়া পিণ্ড দিয়া নদী পারে।
ভরত মূর্চ্ছিত হৈয়া মৃত্তিকাতে পড়ে॥
ভরত বলেন সবে যাহ নিজ দেশ।
পিতার অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ॥
পিতা পরলোকগত ভ্রাতা গত বনে।
দেশেতে যাইব আমি বল কোন্ প্রাণে॥
বশিষ্ঠ বলেন হে ভরত যুক্তি নয়।
জন্মিলে মরণ আছে একথা নিশ্চয়॥
মরণ এড়াইতে না পারে সংসার।
মরিলে সবার জন্ম হয় আর বার॥
সকলে মরিবে কেহ নহেত অমর।
ক্রন্দন সম্বর হে ভরত চল ঘর॥
শূন্যরূপা আছে আজি অযোধ্যানগরী।
ভরতেরে বশিষ্ঠ দিলেন রাজপুরী॥

কান্দিয়া ভরত পোহাইলেন রজনী।
বিলাপ করেন সদা কোথা রঘুমণি॥
ত্রয়োদশ দিবসে করেন শ্রাদ্ধ দান।
নানা দান করেন যে শাস্ত্রের বিধান॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ আর তরী ভূমি গ্রাম।
বিবিধ বসন শাল আর শালগ্রাম॥
বিপ্রে দান দেন স্বর্ণ সাত লক্ষ তোলা।
ধেনুদান করিলেন স্বর্গের মেখলা॥
তিরাশীতি লক্ষ মণ স্বর্ণের ভাণ্ডার
বিতরণ করিলেন ধন নাহি আর॥
অষ্টাশীতি লক্ষ ধেনু করিলেন দান।
পৃথিবীতে দাতা নাহি ভরত সমান॥
যত যত রাজা হৈল চন্দ্র-সূর্য্য-কূলে।
হেন দান কেহ কোথা না করে ভূতলে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

ক্ষত্রিয় রীতানুসারে দ্বাদশ দিবসান্তে রাজা দশরথের শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হইল। শত্রুঘ্নও ভরতের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হইলেন, তিনি বলিলেন—

"মন্থরা হইতে যেই শোকের সাগর।
সমুৎপন্ন হইয়াছে পুরীর ভিতর॥
পাপিনী কৈকেয়ী হায় জল-জন্তু যার।
সেই বর-দান রূপ সমুদ্র মাঝার॥
নিমগ্ন হইনু মোরা এবে একেবারে।
সাধ্য নাই এ সিন্ধুর পারে যাইবারে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্র, ভরত ও শত্রুঘ্নকে নানাবিধ বাক্যে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন—

"ক্ষুৎপিপাসা, জরা-মৃত্যু, আর মোহ-শোক।
এ তিনের বশীভূত সমুদয় লোক॥
পরিহার্য্য নহে ইহা শরীর ধারণে।
এ তিনে এড়াতে কভু পারে কোন জনে?
তবে তব এককালে শোকে অভিভূত
হওয়া কি উচিত হয়? তুমি বুদ্ধিযুত।

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৭৮ সর্গ। কুব্জাকে তাড়না ও কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা।

"পরে সে শত্রুঘ্ন সুমিত্রা তনয়
ভরতেরে রাম-পাশে
যাত্রা করিবারে উদ্যত দেখিয়া
কহিলা সুমধুর ভাষে।
দেখ আর্য্য যিনি সঙ্কট সময়ে
সকলেরে তুষ্ট চিতে।
আশ্রয় প্রদানে কৃতার্থ করেন
এ বিশাল ধরণীতে॥

সে রাম নিজের আর আমাদের
নিশ্চয় পুরম গতি ॥
তাহাতে আমার নাহিক সন্দেহ
হে অগ্রজ মহামতি ॥
কিন্তু হায় এবে অনেক রমণী
দিল তারে বনবাস ?
ইহা নিরখিলে নিমিষের তরে
বদনে না সরে ভাষ।
সুবল লক্ষ্মণ মহাবল অতি
তবে তিনি কি কারণ ॥
পিতৃ নিগ্রহিয়া রামের হইয়া
না করিলা করার্পণ ?
কেন তিনি হায় অগ্রজ রামেরে
বনবাস দুঃখ হতে।
মুক্ত না করিলা কিসের লাগিয়া
ছিলা তিনি মৌন-ব্রতে ?
যে রাজা নারীর কথায় ভুলিয়া
ধরিলা অসৎ পথ।
তাহারে নিগ্রহ করাই উচিত
এই ত শাস্ত্রের মত ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুই ভ্রাতা একপ্রকৃতির লোক ছিলেন। শত্রুঘ্নের বাক্যগুলিও লক্ষ্মণের উক্তির অনুরূপ। কিন্তু লক্ষ্মণে যে পরিমাণ তেজ ও পারুষ্যের প্রভাব দেখা যায়, শত্রুঘ্নে সে পরিমাণ দৃষ্ট হয় না। শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এ জন্য তাঁহার ভিতর তেজ ও পারুষ্যের প্রভাব তত প্রতিফলিত হয় নাই। শত্রুঘ্নকে ছোট লক্ষ্মণ বলা যাইতে পারে।

"হেনকালে দ্বারদেশে কুব্জা উপনীত।
সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে তার হয়েছে চর্চ্চিত ॥
রাজযোগ্য বস্ত্র পরি পরিয়া ভূষণ।
কুব্জা যেন রজ্জু বদ্ধ বানরী মতন ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

ভরত তাহাকে দ্বারদেশে দেখিয়া তাহাকে নির্দ্দয় ভাবে ধরিয়া আনিয়া শত্রুঘ্নের নিকট উপস্থিত পূর্ব্বক বলিলেন "ভাই, এই পাপীয়সীই সমস্ত অনিষ্টের মুল, এই দুরাচারিণীকে তোমার যাহা ইচ্ছা কর" তখন শত্রুঘ্ন অন্তঃপুরচরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

* * * "দেখ এই কুহকিনী
আমাদের সকলের অনিষ্টকারিণী ॥
আমাদের পিতা আর ভ্রাতৃদের মনে।
এ পাপিনী মর্ম্মব্যথা দিয়াছে কুক্ষণে ॥

কাজে কাজে এ পিশাচী করিল যেমন।
কর্ম্মের মতন ফল ভুগুক এখন॥" ৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই কথা বলিয়া শত্রুঘ্ন কুব্জাকে যথেষ্ট প্রহার করিলেন, অন্যান্য দাসীবর্গ তাহা দেখিয়া ভীত চিত্তে যাইয়া কৌশল্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

"This is the wretch my sire who slew,
And misery on my brothers drew :
Let her this day obtain the meed,
Vile sinner, of her cruel deed.'
He spake ; and moved by fury laid
His mighty hand upon the maid,
Who as her fellows ringed her round,
Made with her cries the hall resound.
Soon as the gathered women viewed
Satrughna in his angry mood,
Their hearts disturbed by sudden dread,
They turned and from his presence fled.
'His rage,' they cried, on us will fall,
And ruthless, he will slay us all.
Come, to Kausalya let us flee :
Our hope, our sure defence is she,
Approved by all, of virtuous mind,
Compassionate, and good, and kind.'

His eyes with burning wrath aglow,
Satrughna, shatterer of the foe,
Dragged on the ground the hump-back maid
Who shrieked aloud and screamed for aid.
This way and that with no remorse
He dragged her with resistless force,
And chains and glittering trinkets burst
Lay here and there with gems dispersed,

Till like the sky of Autumn shone
The palace floor they sparkled on,
The lord of men, supremely strong,
Haled in his rage the wretch along:"

Griffith's Ramayan Book II, canto LXXVIII.

"শত্রুঘ্ন প্রবল রোষে ধরিয়া তাহায়।
ভৎ'সিলেন কৈকেয়ীরে কঠোর ভাষায় ॥
শত্রুঘ্নের রুষ্টভাবে দুঃখিত হইয়া।
কৈকেয়ী ভরত পাশে সভয়ে যাইয়া ॥
আশ্রয় লইলা তার, কাপি উঠে বুক।
শত্রুঘ্নের মুখ দেখি শুকাইল মুখ ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"তৈর্বাক্যৈঃ পরুষৈদুঃখৈঃ কৈকেয়ী ভৃশদুঃখিতা।
শত্রুঘ্ন ভয়সন্ত্রস্তা পুত্রং শরণমাগতা ॥২০

অযোধ্যাকাণ্ড ৭৮ম সর্গ।

"Deep in her heart Kaikeyi felt
The stabs his keen reproaches dealt,
And of Satrughna's ire afraid,
To Bharat flew and cried for aid.

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXVIII.

এখন বোধ হয় কৈকেয়ী যে মন্থরার পরামর্শে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছেন, কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছিলেন। এখন হইতে তাঁহার রাজ্যসম্পদের মোহ অপসৃত হইতেছিল।

মন্থরা শত্রুঘ্নের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল, তাহা দেখিয়া—

"ধীরে ধীরে বলেন ভরত সুবচন।
নারী-হত্যা হয় পাছে শুন শত্রুঘন ॥
রক্ত চর্ম্ম নাহি আর অস্থি মাত্র সার।
নারী-হত্যা হয় পাছে না মারিহ আর ॥
নারী-হত্যা মহাপাপ শুনহ শত্রুঘ্ন।
যদি এই পাপে রাম করেন বর্জ্জন ॥
মাতৃ-হত্যা নাহি করি শ্রীরামের ডরে।
এত শুনি শত্রুঘন ছাড়িল কুঁজীরে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"অবধ্যাঃ সর্ব্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি।
হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্।
যদি মাং ধার্ম্মিকো রামো না সূয়েন্মাতৃঘাতকম্॥২২
ইমামপি হতাং কুব্জাং যদি জানাতি রাঘবঃ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব ধর্ম্মাত্মা নাভিভাষিষ্যতে ধ্রুবম্॥"২৩

অযোধ্যাকাণ্ড ৭৮ম সর্গ।

"Forgive ! thine angry arm restrain :
A women never may be slain.
My hand Kaikeyi's blood would spill,
The sinner ever bent on ill,
But Rama, long in duty tried
Would hate the impious matricide :
And if he knew thy vengeful blade
Had slaughtered e'en this hump-back maid,
Never again, be sure, would he
Speak friendly word to thee or me."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXVIII.

"পরিত্যক্ত হবামাত্র কাতরা মন্থরা,
উত্থিত হইয়া ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছোটে—
কৈকেয়ীর পাদমূলে হইল পতিত
প্রহার ব্যথায় মুখে বাক্য নাহি ফুটে।

মন্থরারে হতজ্ঞান নিরখি নয়নে,
কৈকেয়ী আশ্বাস কত লাগিলেন দিতে।
যেমন করম তার অনুরূপ ফল
ভুগিল মন্থরা দুষ্টা পড়িয়া ভূমিতে।'

*   *   *

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

ভরত মাতৃহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, কেবল রামের ভয়ে করিলেন না। ভরতকে এরূপ উক্তির জন্য দোষারোপ করা যায় না, যিনি অতি-ধার্ম্মিক ও সাধুচরিত্র, তিনি অধর্ম্মজনক ও নিতান্ত গর্হিতকর্ম্মকারী ব্যক্তি পিতাই হউন, মাতাই হউন তাঁহাকে যে হননীয় মনে করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, ইহা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও ইহা

ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব নহে। যাহাদের ধর্ম্মভাব অতি উচ্চ ও উৎকৃষ্ট তাহারা কখনও গুরুজন ব্যক্তিকে অধর্ম্মজনক বা গর্হিত কার্য্যের জন্য হনন করিবার কথা উল্লেখ করিবে না। গুরুজনের গর্হিত কর্ম্মকে বিধাতার বিধান মনে করিয়া ক্ষুব্ধ রহিবে। এ জন্যই শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্মজ্ঞান ভরতাপেক্ষাও বেশী বলিতে হইবে। শ্রীরামচন্দ্র কখনও রাজা দশরথ বা কৈকেয়ীকে হনন করিবার কথা উল্লেখ করেন নাই। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দশরথের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে হনন করা দোষাবহ মনে করেন নাই। ইহা ধর্ম্মনীতির স্বাভাবিক রীতি হইলেও সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রীতি নহে। ধর্ম্মবীর শ্রীরামচন্দ্র যে ধর্ম্মরীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আদর্শের যোগ্য।

৭৯ সর্গ। রাজ্যগ্রহণে ভরতের অস্বীকার।

"অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসের প্রাতে
* * *
"পাত্র মিত্র কহে গিয়া ভরতের স্থান॥
আসমুদ্র রাজ্য আর অযোধ্যানগরী।
রাজ্য দিয়া তোমারে গেলেন সুরপুরী॥
পিতৃদত্ত রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ।
রাজা হবে তুমি কর প্রজার পালন॥
তোমা ভিন্ন রাজকর্ম্ম অন্যে নাহি সাজে।
তুমি রাজা না হইলে পিতৃ-রাজ্য মজে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

ভরত রাজ্য-গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন।

"ভরত বলেন পাত্র না বলিবে আর।
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার॥
রাজা হয়ে আমি যদি বসি রাজ-পাটে।
মায়ের যতেক দোষ আমাতে সে ঘটে॥
রাজ্যের উচিত রাজা রামচন্দ্র ভাই।
রামেরে করিব রাজা চল সবে যাই॥
যত অভিষেক দ্রব্য লহ রাজ্য-খণ্ড।
তথায় শ্রীরামেরে অর্পিব ছত্রদণ্ড॥
রাম রাজা করিয়া পাঠাই নিজ দেশে।
রামের বদলে আমি থাকিব বনবাসে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"The eldest son is ever king,
So rules the house from which we spring:

Nor should ye, Lords, like men unwise
With words like these to wrong advise.
Rama is eldest born and he
The ruler of the land shall be."
Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXIX.

ভরত মাতৃ-পাপের, মাতার দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবীর। যে রাজ্য তাঁহার কোন দিন পাইবার কোন আশা ছিল না, তিনি সেই অনায়াসলব্ধ রাজ্য, বিপুল বৈভব সমস্ত স্বইচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার এই মহৎ ত্যাগ-স্বীকারের জন্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবীর বলা যাইতে পারে।

ভরতের কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল এবং বলিল—

"জ্যেষ্ঠ রামে রাজ্য দিতে হে রাজকুমার।
সঙ্কল্প করিলে হোক শ্রীলাভ তোমার॥" রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Their glorious speech, their favouring cries
Made his proud bosom swell;
And from the prince's noble eyes
The tears of rapture fell."
Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXIX.

ভরতের আদেশে রামকে আনিতে যাওয়ার জন্য আয়োজন হইল এবং সকলে রামকে আনিতে চলিল।

"ঘোড়া হাতী রথ যান সাজায় সারথি।
ভরত আনিতে রামে যান শীঘ্রগতি॥
দাস দাসী চলিল রাজার যত নারী।
ছোট বড় সকলে চলিল অন্তঃপুরী॥
রামেরে আনিতে যান সকল কটক।
বালবৃদ্ধ কে কারে না মানে আটক॥
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

৮০ম। ৮১ম সর্গ। রামকে প্রত্যানয়ন জন্য চতুরঙ্গ সেনা যোজনার্থ ভরতের আদেশ ও বশিষ্ঠের আদেশে ভরতের রাজসভায় আগমন।

ভরতের আদেশে চতুরঙ্গ সেনাদল রামকে আনয়ন করিতে যাত্রা করিলেন। এ দিকে প্রভাতে তূর্য্য-নিনাদ ও বাদ্য শব্দ আরম্ভ হইলে ভরত বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমি ত রাজা নহি, তবে এ সব বাদ্য-রব কি জন্য? তিনি শত্রুঘ্নকে শোকে ও দুঃখে বলিলেন "ভাই, কৈকেয়ীই আমাদের সকলের বিপদের আকর।" তৎপর বশিষ্ঠ সংবাদ দিয়া ভরত-শত্রুঘ্নকে সভা-স্থলে আনাইলেন।

৮২।৮৩ সর্গ। বশিষ্ঠের সহিত ভরতের কথা ও রামদর্শনার্থ ভরতের সেনাসহ বনযাত্রা।

বশিষ্ঠ অশেষবিধ বাক্যে ভরতকে রাজ্য-গ্রহণ করিতে বলিলেন; কিন্তু ভরত কোন প্রকারেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি সদলবলে রামকে আনিতে চলিলেন।

"Then onward in triumphant mood
Went all the mighty multitude
Like the great sea whose waves leap high
When the full moon is in the sky."

Griffith's Ramayan, Book II, Canto LXXX.

ভরতের বিপুল অনুচরবর্গ যাওয়ার সুবিধার্থ রাস্তাঘাট সম্পূর্ণরূপে উপযোগী করা হইল।

"Then, in his proper duty skilled,
Each joined him to his several guild,
And onward in advance they went
With every tool and implement.
Where bush and tangled creeper lay
With trenchant steel they made the way:
They filled each stump, removed each stone,
And many a tree was overthrown.
In other spots, on desert lands,
Tall trees were reared by busy hands.

Where'er the line of road they took,
They plied the hatchet, axe, and hook.
Others, with all their strength applied,
Cast vigorous plants and shrubs aside,
In shelving valleys rooted deep,
And levelled every dale and steep.
Each pit and hole that stopped the way
They filled with stones, and mud, and clay,
And all the ground that rose and fell.
With busy care was levelled well.
They bridged ravines with ceaseless toil,
And pounded fine the flinty soil.
Now here, now there, to right and left,
A passage through the ground they cleft,
And soon the rushing flood was led
Abundant through the new-cut bed,
Which by the running stream supplied
With ocean's boundless waters vied.
In dry and thirsty spots they sank
Full many a well and ample tank,
And altars round about them placed
To deck the station in the waste.
With well-wrought plaster smoothly spread,
With bloomy trees that rose o'erhead,
With banners waving in the air,
And wild birds singing here and there,
With fragrant sandal-water wet,
With many a flower beside it set,
Like the Gods' heavenly pathway showed
That mighty host's imperial road.

*　　*　　*　　*

Like heavenly cars that float in air,

Each camp in beauty and in bliss
Matched Indra's own metropolis.

As shines the heaven on some fair night,
With moon and constellations filled,
The prince's royal road was bright,
Adorned by art of workmen skilled."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXX.

এই প্রকারের বর্ণনা তাৎকালিক সভ্যতা ও উন্নত অবস্থার পরিচায়ক।

"অনন্তর সবে হয়-বারি-রথে
অতিক্রমি বহুদূর।
হরিষ অন্তরে গেলা গঙ্গাতীরে
যথা শৃঙ্গবের-পুর।
নিষাদের পতি গুহ মহামতি
শাসিছেন সেই স্থল।
স্বজন সহিত হয়ে পরিবৃত
আছে তথা অবিরল।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৮৪—৮৮ সর্গ। ভরত ও গুহের কথোপকথন ও রাম-বৃত্তান্ত শ্রবণে ভরতের বিলাপ।

ভরতের এমনই দুর্ভাগ্য যে প্রথম গুহ দূর হইতে ভরতের রথের ধ্বজা দেখিয়া ভরতের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিল, বোধ হয় ভরত রামকে নিধন করিতে যাইতেছে এবং তাঁহার গতিরোধ করার জন্য যাহাতে সে সসৈন্যে নদী পার না হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিল। কিন্তু পরে সুমন্ত্রের বাচনিক যখন গুহ জানিতে পারিলেন যে, ভরত সাধু অভিপ্রায়েই তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছে, তখন গুহ সাদরে ভরতকে অভ্যর্থনা করিলেন।

* * "হে রাজকুমার!
এই দেশ জেন তব গৃহের মতন;
কিন্তু তুমি অগ্রে আগমন সমাচার
না দিয়া বঞ্চনা কার্য্য করেছ সাধন।
যথা সর্ব্বস্বই এবে আমরা সকলে,
করিতেছি শ্রদ্ধা সহ তোমারে অর্পণ॥
তুমি স্বীয় দাসগৃহে থাক কুতূহলে।
তোমারে সেবিব আমি করিয়া যতন।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

ভরত রামের উদ্দেশে ভরদ্বাজ আশ্রমে যাইতে চাহিলেন, সেখানে যাইবার সুগম পথের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গুহ বলিলেন, "আমিই সঙ্গে করিয়া তোমাকে সুগম্য পথে লইয়া যাইব" ; কিন্তু—

"এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি সত্য কহ মোরে।
রামের নিকটে যাও কি বাসনা করে?
অসৎ কল্পনা কোন মানসে করিয়া।
চলেছ কি রাম পাশে সজ্জিত হইয়া ?
বলিতে কি তব এই সেনা সংখ্যাতীত।
এ আশঙ্কা মোর মনে করিছে বর্দ্ধিত ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"But this thy host so wide dispread
Wakes in my heart one doubt and dread,
Lest threatening Rama good and great,
Ill thoughts thy journey stimulate."

Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXXV.

সাধু ভরত গুহের এ কথায় মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন। তিনি বলিলেন,—

"বড় কষ্ট পাই তব এ কথা শুনিতে!

যে কালে রামের কোন অনিষ্টাচরণ।
করিতে হইবে হেন সময় কখন ॥
নাহি যেন আসে ওহে নিষাদের পতি।
তাঁহার অহিতে যেন নাহি হয় মতি ॥
অগ্রজ আমার তিনি পিতৃ-তুল্য আর ॥
গুহ তাঁরে ভক্তি আমি করি অনিবার।
এবে আমি বন হতে আনিতে তাঁহার ॥
চলিয়াছি নিষাদেশ চিন্তা নাহি তায়।
সত্য সত্য কহিতেছি তুমি এ বিষয়ে ॥
সন্দিহান হইওনা শঙ্কিত হৃদয়ে।"

এখানে বাল্মীকি ভরতের চিত্ত ও চরিত্রকে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন :—"আকাশ ইব নির্ম্মলঃ"

ভরতের বাক্য শুনিয়া গুহ হর্ষভরে বলিলেন

"ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি।"১২
শাশ্বতী খলু তে কীর্ত্তির্লোকাননুচরিষ্যতি
যস্ত্বং কৃচ্ছ্রগতং রামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি।১৩

অযোধ্যাকাণ্ড ৮৫ সর্গ।

"আপনি ধন্য ; এই ভূমণ্ডল-মধ্যে আমি ত আর কাহাকেও আপনার তুল্য দেখিতেছি না ; কেননা আপনি এই অযত্ন-লব্ধ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। আপনি যে সেই বনবাস-ক্লিষ্ট রামকে প্রত্যানয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার কীর্ত্তি সমস্ত লোক মধ্যেই প্রচারিত হইবে।

"Then with glad cheer king Guha cried,
With Bharat's answer gratified :
'Blessed art thou : on earth I see
None who may vie, O Prince, with thee,
Who canst of thy free will resign
The kingdom which unsought is thine.
For this, a name that ne'er shall die,
Thy glory through the worlds shall fly,
Who fain wouldst balm thy brother's pain
And lead the exile home again."
Griffith's Ramayan Book II, Canto LXXXV.

গুহের এ কথায় সকলেই যে এক বাক্যে প্রতিধ্বনি করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ধর্ম্মবীর ভরত তাহার স্বার্থবিরুদ্ধ পরমার্থিক কার্য্য দ্বারা এ জগতে এক অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

গুহের নিকট রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর বৃত্তান্ত শুনিয়া ভরত নানারূপ আক্ষেপ করিলেন এবং শেষ বলিলেন—

"আজি হতে জটাচীর করিয়া ধারণ।
ফল মূল জল শুধু করিয়া ভক্ষণ॥
ভূমিতলে কিম্বা তৃণ শয্যার উপরে।
শয়ন করিব চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে॥
শ্রীরামের ব্রত নিজে করিয়া ধারণ।
চৌদ্দবর্ষ বনে কাল করিব যাপন॥
এতে তার সঙ্কল্পের কোনরূপ বাধা।
ঘটিবেনা ব্রত তার হইবে সমাধা॥

অরণ্য-নিবাস কালে শত্রুঘ্ন আমার।
সঙ্গে থাকিবেন সদা বনের মাঝার॥
আর আর্য্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সনে।
অযোধ্যারে রক্ষিবেন পুলকিত মনে॥
বিপ্রদের সাহায্যেতে অগ্রজ শ্রীরাম।
রাজ্যে অভিষিক্ত হন এই মনস্কাম॥
দৈব বলে হোক ইহা অচিরে সফল।
শ্রীরামেরে সিংহাসনে দেখুক সকল॥

এবে আমি বনে গিয়া ফিরা'তে তাঁহায়।
প্রসন্ন করিব তাঁ'রে ধরি ছু'টি পায়॥
তা'তেও যদ্যপি তিনি না চাহেন ফিরিতে।
তা'হ'লে আমিও সদা তাঁহার সহিতে॥
করিব অরণ্যে বাস, এতে তিনি মোরে।
দেখিব, উপেক্ষা ত্যাগ করেন কি ক'রে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

সে রজনী সকলে গুহকের আলয়ে অবস্থিতি করিলেন।

৮৯—৯৩ সর্গ। ভরতের সসৈন্যে নদী পার হইয়া ভরদ্বাজ সমীপে গমন ও তথা হইতে চিত্রকূট গমন।

"প্রভাতে ভরত যান মহা কোলাহলে।
কটক সমেত রহে জাহ্নবীর কূলে॥
গুহক চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে।
নৌকা আনি পার করে গঙ্গার তরঙ্গে॥
বহুকোটি নৌকার গুহক অধিপতি।
আনাইল তরণী ছাইল ভাগীরথী॥
তরণী মনুষ্যে গঙ্গা পূর্ণা দুই কূলে।
হইল কটক গঙ্গা পার এক তিলে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"দূরে রাখি' বাহিনী বশিষ্ঠে সঙ্গে করি'।
চলিল ভরত আশ্রমের পথ ধরি'॥" বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

ভরত কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং কেবল বশিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

"বশিষ্ঠে হেরিয়া উঠিলেন মুনিবর।
স্বাগত জিজ্ঞাসে অতি করিয়া আদর॥
পূজিয়া বশিষ্ঠে পাদ্য অর্ঘ বিধি মতে।
মধুর বচনে মুনি তোষেণ ভরতে॥
ভরত প্রণাম করি ভূমি লুটি পায়।
রামের বৃত্তান্ত ভরদ্বাজেরে সুধায়॥"

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

কিন্তু ভরতের দুর্ভাগ্য বশতঃ সকলের ন্যায় ভরদ্বাজ মুনিও প্রথম ভরতের অভিসন্ধি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইয়া এখানে কেন আসিয়াছ? তুমি বনবাসী নিষ্পাপ রামের এবং তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণের ত কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা কর নাই?" সাধু চরিত্র ও সরল চিত্ত ভরত ভরদ্বাজ ঋষির এরূপ কথা শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্খলিত বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন "ভগবন্, আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও

যদি আমাকে এরূপ জ্ঞান করেন, তবে আমার জন্মই বৃথা। রাম বনবাস আমার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই এবং ইহা আমি কখনও মনে ভাবি নাই। আমার রাজ্যাভিষেক এবং রামের বনবাস বিষয়ে মাতা আমার অজ্ঞাতসারে ও অগোচরে যাহা করিয়াছেন, তাহাও আমার অভিলষিত নহে, ইহাতে আমি তুষ্ট নহি এবং সেই হেতু জননীর বাক্য স্বীকারও করি নাই। আমি সেই নরবরকে প্রসন্ন করিব বলিয়া তাহার চরণদ্বয় বন্দনা করিতে এবং তাঁহাকে অযোধ্যাতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন, সেই মহামতি রামচন্দ্র সম্প্রতি কোথায় আছেন।" তখন ভরদ্বাজ ঋষি প্রসন্নভাবে বলিলেন —

''রাজপুত্র! রঘুবংশে জনম তোমার॥
সৎপথে প্রবৃত্তি আর গুরুর সেবন।
লোভাদি বিবিধ রূপ ইন্দ্রিয়-সংযম॥
করিতে উচিত হয় সতত তোমার।
রঘুবংশে জন্ম যাঁর এ কার্য্য তাঁহার॥
আমি তব অভিপ্রায় আছি অবগত।
লোকের সমক্ষ তাহা দৃঢ় বিধিমত॥
হইবে বলিয়া, আর সুকীর্ত্তি তোমার।
বর্দ্ধনের তরে এই জিজ্ঞাসা আমার॥
শ্রীরামেরে জানি আমি; সে শূর এক্ষণে।
জনককুমারী আর লক্ষ্মণের সনে॥
অই চিত্রকূট শৈলে করেন নিবাস।
কল্য তুমি সসচিব যেও তাঁ'র পাশ॥
আমার আশ্রমে আজ কর অবস্থান।
আমার বচন, বৎস না! করিও আন॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

সে রজনী ভরত-শত্রুঘ্ন সসৈন্যে সমস্ত পরিজন সহ ভরদ্বাজ-আশ্রমে অবস্থান করিলেন। ভরদ্বাজ মহামুনি যোগবলে তাহাদের প্রচুর সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন ও থাকিবার উপযুক্ত সংস্থান করিয়া দিলেন।

"Soon as he saw the princes mind
To rest that day was well inclined
He sought Kaikeyi's son to please
With hospitable courtesies."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XCI.

"ভরদ্বাজ মুনির কি অপূর্ব্ব প্রভাব।
কত নদী আশ্রমে আপনি আবির্ভাব॥
করি স্নান পরিধান বিচিত্র বসন।
সর্ব্বাঙ্গ লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন॥
বহুবিধ পরিচ্ছদ পরে সৈন্যগণ।
যার যত বাসনা পরিল আভরণ॥
সবার সমান বেশ সমান ভূষণ।
কেবা প্রভু কেবা দাস নাহি নিরূপণ॥
ভোজনে বসিল সৈন্য অতি পরিপাটি।
স্বর্ণপীট, স্বর্ণথাল, স্বর্ণময় বাটী॥
স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি।
স্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি সারি॥
দেব কন্যা অন্ন দেয় সৈন্যগণে খায়।
কে পরিবেশন করে জানিতে না পায়॥
নির্ম্মল কোমল অন্ন যেন যূথীফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু করিলেক ভুল॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানা রস॥
চব্যচুষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ॥
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে।
আচমন করি ঠাট কষ্টে উঠে খাটে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তাহারা সকলেই নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইল। সে কালের ঋষিদিগের যোগবলও অপরিসীম ছিল। যোগবলে তাঁহারা সহজেই অনেক দুরূহ কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন।

পরদিন প্রভাতে ভরত ভরদ্বাজের নিকট শ্রীরাম-সমীপে যাইবার পথের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিবর তাহাকে পথের পরিচয় বলিয়া দিলেন। ভরতের মাতৃগণ ভরদ্বাজ মুনির চরণবন্দনা করিলে, তিনি তাহাদের বিশেষ পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তখন ভরত কহিলেন "এই যে দেবীকে পুত্র বিরহে ও স্বামী শোকে অনশনে কৃশাঙ্গী ও দুঃখিতা দেখিতেছেন এই দেবীরূপিণী আমার পিতার প্রধানা মহিষী কৌশল্যা পুরুষ প্রবর রামচন্দ্রের মাতা। ইহার বাম বাহু আশ্রয় করিয়া যিনি দুঃখিত চিত্তে দণ্ডায়মানা আছেন, ইনি মহারাজের মধ্যমা মহিষী দেবী সুমিত্রা দেবতুল্য রূপবান বীরবর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা। আর যাহার জন্য সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ ঈদৃশ বিপদাপন্ন হইয়াছেন, যাহার জন্য রাজা দশরথ পুত্র-বিচ্ছেদবশত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ক্রোধ পরায়ণা, অশিক্ষিত-বুদ্ধি, গর্ব্বিতা, সুভগমানিনী ঐশ্বর্য্যাভিলাষিণী, সাধ্বীর ন্যায় প্রতিভাসমানা, পাপনিশ্চয়া, অনার্য্যা-নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী—ইহার নিমিত্ত আমি

নিজ বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিতেছি, ইহাকেই আমার জননী জ্ঞান করুন।" ভরত এইরূপ বলিয়া ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

কৈকেয়ীর নিতান্ত গর্হিত কার্য্য স্মরণে ধার্ম্মিক প্রবর ভরত একবারে ক্রোধান্ধ হইয়া কৈকেয়ী সম্বন্ধে এইরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু মহামতি মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে বলিলেন, "ভরত, দুষ্কর্ম্মেরজন্য কৈকেয়ীর প্রতি তুমি দোষারোপ করিও না, রামের বনবাস পরিণামে দেবতা ও ঋষিগণের সুখকর হইবে। এই বনে রামের প্রব্রাজন হেতু দেব-দানব ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের হিত হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।" ভরদ্বাজ মুনি বলিলেন, কৈকেয়ীকে বৃথা দোষারোপ করিতেছ। কৈকেয়ীর কার্য্য দৈবের কার্য্য, বিধাতার বিধান লোকহিতের জন্যই বিধাতা কৈকেয়ী দ্বারা এই কার্য্য সংঘটন করিয়াছেন।

"আর এক কথা মনে রাখিবে সর্ব্বথা।
কৈকেয়ীরে দোষ ইথে দাও তুমি বৃথা॥
শ্রীরামের বনবাস বিধির বিধান।
সাধিতে ত্রিলোকবাসিগণের কল্যাণ॥
দুঃখ ত্যজি স্থির কর আপনার মন।
জননীরে দোষ নাহি দাও অকারণ॥"

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র কৈকেয়ীর কার্য্যে যে ভাব আরোপ করিয়াছেন, প্রাজ্ঞ মহর্ষি ভরদ্বাজও কৈকেয়ীর কার্য্যে সেই দৈবভাব আরোপ করিলেন। সাধু ও ধার্ম্মিকগণ অসৎ ও গর্হিত কার্য্যের জন্য মানুষের প্রতি দোষারোপ কচিৎ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বোধ হয়—

'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

এই বাক্যনীতি সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন না। এখন কৈকেয়ী, বোধ হয়, তাহার কার্য্যের জন্য কিছু অনুতপ্ত হইয়াছেন। অনুতপ্ত না হইলে ভরতের সঙ্গে আসিতেন না। তাঁহার কোন উক্তিও এ সময় দেখিতেছি না। ভরদ্বাজ ঋষির নিকট বিদায় হইয়া ভরত সসৈন্যে চিত্রকূটাভিমুখে চলিলেন এবং পরে চিত্রকূটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

৯৪। ৯৫ সর্গ। চিত্রকূটে সীতারামের কথোপকথন।

রামলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী চিত্রকূটে বড়ই সুখ-শান্তিতে বিরাজ করিতেছিলেন। চিত্রকূটের অতুলনীয় শোভা সতত তাঁহাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছিল।

* * *

"এখানে শ্রীরাম চিত্রকূটের উপর ॥
সঙ্গে লয়ে জানকীরে অনুজ লক্ষ্মণে।
ভ্রমণ করিতেছিল আনন্দিত মনে ॥
সম্বোধি সীতায় কন মধুর বচনে।
স্বভাবের শোভা দেখ আয়ত লোচনে ॥
বিবিধ ধাতুর রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া।
উঠিয়াছে গগনচূড়া গগন ভেদিয়া ॥
কুসুমিত তরুগণ পবনহিল্লোলে।
ছড়াইয়া পুষ্পরাশি ভাগীরথীজলে ॥
যেন গিরিরাজ পূজা করিতে গঙ্গার।
নাচিয়া নাচিয়া দেয় পুষ্প উপহার ॥
সুগন্ধ হরিয়া মন্দ বহিছে পবন।
পরশি শীতল অঙ্গ প্রফুল্লিত মন ॥
অপাঙ্গে চাহিয়া দেখ কুরঙ্গিনীগণে।
তব আঁখি হেরি তারা লজ্জা পায় মনে ॥
ঐ দেখ কপোতে চুম্বয়ে কপোতিনী।
চাতকে হেরিয়া সুখে ছোটে চাতকিনী ॥
ময়ুর ময়ুরী হেরি চিত্রকূটচূড়া।
মনে করি নবঘন নাচিতেছে তারা ॥
হায় কি বিচিত্র বর্ণে শোভে পুচ্ছ তার।
রাজপরিচ্ছদ এর কাছে অতি ছার ॥
ঐ শুন নির্ঝরের শব্দ মনোহর।
এর কাছে বীণা বেণু কোথা সুখকর ॥
সত্য বলি প্রিয়ে! হেরি এ শোভা নয়নে।
অযোধ্যার লাগি দুখ নাহি হয় মনে ॥
নাহি অভিলাষ রাজ্যে হয় একবার।
দেখিয়া এ চিত্রকূট শোভার আধার ॥"

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

রাম চিত্রকূটের শোভা-সন্দর্শনে প্রীত হইয়া বলিতেছেন, "এ পরম রমণীয় শৈল সন্দর্শন করিয়া আমার মন রাজ্যভ্রংশ ও সুহৃজ্জন-বিচ্ছেদ-দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছে। যদি এই স্থানে তোমার সহিত আর লক্ষ্মণের সহিত বহু সম্বৎসরও বাস করি, তবে শোকানল আমাকে দহন করিতে পারিবে না। এই সুখকর বনবাস দ্বারা পিতৃসত্য পালন করিতেছি ও ভরতের প্রিয়-সাধন করিতেছি। প্রেয়সি, তুমি সতত হিংস্রজন্তু সকলকে পৌরজনের ন্যায়, এই পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং এই মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় জ্ঞান করিয়া সুখ অনুভব কর।" এই চিত্রকূটে মন্দাকিনী প্রবাহিত ছিল।

"To gaze on Chitrakuta's hill.
To look upon this lovely rill,
To bend mine eyes on thee, dear wife,
Is sweeter than my city life,

* * * *

Let this fair hill Ayodhya seem.
Its silvan things her people deem.
And let these waters as they flow
Our own beloved Saraju show.
How blest, mine own dear love, am I
Thou, fond and true, art ever nigh,
And duteous, faithful Lakshman stays
Beside me, and my word obeys.

Griffith's Ramayan Book II, Canto XCV.

Thus in his joy he cried ; and she
Sweet speaker, on her lover's knee
Of faultless limb and perfect face,
Grew closer to her lord's embrace.
Reclining in her husband's arms,
A goddess in her wealth of charms,
She filled his loving breast anew
With mighty joy that thrilled him through.

Griffith's Ramayan Book II, Canto XCVI.

"So in thy love when none is near
Thine arms are thrown round me my dear

Griffith's Ramayan Book II, Canto XCVI.

এই স্থান হইতেই দম্পতীর পরস্পরের প্রীতি ও অনুরাগ বিশেষ রামচন্দ্রের সীতার প্রতি প্রেম ও অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া গভীরতর হইতেছিল। এজন্য তিনি সীতাকে বলিতেছেন—

"উপস্পৃশং স্ত্রিষবেণং মধুমূলফলাশনঃ।
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েচ্চ ত্বয়া সহ ॥১৭
অযোধ্যাকাণ্ড ৯৫ সর্গ।

"আমি তোমার সহিত এই স্থানে মন্দাকিনীর ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া মধু ও ফলমূল আহার করিব। অযোধ্যা ও রাজ্যের জন্য স্পৃহা করিব না।"

"Thus Rama showed to Janak's child
The varied beauties of the wild
The hill, the brook, each fair spot
Then turned to seak their leafy cot,"
Griffith's Ramayan Book II, Canto XCVI.

সীতাসহ নির্জ্জন সহবাস ও চিত্রকূটের প্রীতিকর প্রাকৃতিক শোভা যে রামচন্দ্রের প্রেমানুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও গভীরতর করিতেছিল তাহার আর সন্দেহ নাই।

৯৬।৯৭ সর্গ। ভরতের সৈন্য সমুদ্ভূত শব্দ শ্রবণে রাম-লক্ষ্মণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

সৈন্য কোলাহল শুনিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—

"রাম বলে দেখ ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ!
শীঘ্র জান তপোবনে আসে কোন জন॥
প্রলয়ের প্রায় মহাজনরব শুনি।
সাজিয়া আইলা কোন রাজার বাহিনী॥"
বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

"Sumitra's noble son most dear
Hark, Lakshman, what roar I hear,
The tumult, of a coming crowd
Appalling, deaefning, deep and loud,
Griffith's Ramayan Book II, Canto XCVII.

লক্ষ্মণ এক উচ্চ শালবৃক্ষ আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন এবং বহু সংখ্যক সুসজ্জিত সেনা আসিতেছে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রামচন্দ্রকে

অনল-নির্ব্বাণ পূর্ব্বক সীতাদেবীকে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রণসজ্জায় প্রস্তুত হইতে বলিলেন। রামচন্দ্র কাহার সৈন্য আসিতেছে জানিতে চাহিলে লক্ষ্মণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন ;—

"ভরত আইসে হেথা সমর আশায়।
অযোধ্যার সৈন্য ইহা জানিও নিশ্চয়॥
রাজ্য পেয়ে নিষ্কণ্টকে ভোগ অভিলাষে।
সসৈন্যে আসিছে আমা দোঁহার বিনাশে॥
দুষ্টমতি দুরাচার হেন মতি ধরে।
নিশ্চয় তাহারে আজি বধিব সমরে॥
কৈকেয়ীরে কুব্জা সহ বধি তারপর।
তোমারে বসাব সিংহাসনের উপর॥
ত্রৈলোক্য সহায় করি আসিলে না জীবে।
ভরত আমার হাতে নিশ্চয় মরিবে॥"

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

"Doubt not that Bharat and his train
Shall in this mighty wood be slain :
So shall I pay the debt my bow
And these my deadly arrows owe."

Griffith's Ramayan Book II, Canto XCVII.

"লক্ষ্মণের বাক্য শুনি হাসিয়া শ্রীরাম।
মধুর বচনে তাঁরে কন গুণধাম॥
ক্রোধ সংবরণ কর শুন মোর বাণী।
ভরতের ভাব আমি ভালরূপে জানি॥
রাজ্যলোভে আমাদের অনিষ্ট চিন্তিবে।
কদাচ এমন নাহি তাহাতে সম্ভবে॥
অযোধ্যায় আসি নাহি দেখিয়া আমারে।
আসিতেছে সৈন্য সহ দেখা করিবারে॥
অথবা না দেখি মোরে হইয়া কাতর।
আইলেন বুঝি পিতা ধরণী ঈশ্বর॥
কলহ করিতে যুদ্ধসজ্জা কি কারণ।
রাজ্য লাগি করিবে সে কার সনে রণ॥
পিতৃসত্যে আমি হইয়াছি বনবাসী।
স্বর্গরাজ্য পাইলেও নহি অভিলাষী॥
রাজ্য করিবারে যদি সাধ হয় মনে।
ভরতে বলিয়া রাজ্য দেওয়াব এক্ষণে॥
মোর বাক্য ভরত না করিবে হেলন।
হয় কি না হয় কর প্রত্যক্ষ দর্শন॥"

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

"How, urged by stress of any ill,
Should sons their father's life-blood spill,
Or brother slay in impious strife
A brother dearer than his life?

If thou these cruel words hast said
By strong desire of empire led,
My brother Bharat will I pray
To give to thee the kingly sway.
'Give him the realm', my speech shall be,
And Bharat will, methinks, agree.'
Thus spoke the prince whose chief delight
Was duty, and to aid the right :
And Lakshman keenly felt the blame,
And shrank within himself for shame :"
Griffith's Ramayan Book II, Canto XCVIII.

এস্থলেও দেখা যাইতেছে রামচন্দ্র ভরতের প্রতি কোন সন্দেহ করিলেন না বা তাঁহার প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিলেন না। লক্ষ্মণ রামের কথা শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং রামের আদেশ অনুসারে অধোমুখে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন।

"And then his answer thus returned
With downcast eye and cheek that burned :
Brother, I ween, to see thy face
Our sire himself has sought this place."
Griffith's Ramayan Book II, Canto XCVIII.

৯৮। রাম দর্শনার্থ ভরতের প্রবেশ-বিবরণ।

১০২ সর্গ। ভরতের রাম-সন্দর্শন ও উভয় ভ্রাতার কথোপকথন।

"হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত।
সবার তপস্বিবেশ অযোধ্যা সহিত॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা॥
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে লক্ষ্মণ বাহির॥

হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশ।
করিলেন শ্রীরামের আশ্রমে প্রবেশ॥
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর।
পথপর্য্যটনে অতি মলিন শরীর॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণকমলে।
আদরে শ্রীরাম তারে লইলেন কোলে॥

পরস্পর সম্ভাষ করেন সর্ব্বজন।
যথাযোগ্য আলিঙ্গন পদাদিবন্দন ॥
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি' বনে আগমন ॥
বামাজাতি স্বভাবত বামাবুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে ॥
অপরাধ ক্ষমা কর চল রাম দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মম ক্লেশ ॥
অযোধ্যার ভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ॥
চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কার্য্য করি আজ্ঞা অনুসার ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত ॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার।
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবে প্রত্যক্ষ ॥
থাকুক সে সব কথা শুনিব সকল।
বলহ ভরত অগ্রে পিতার কুশল ॥
বশিষ্ঠ বলেন রাম না কহিলে নয়।
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয় ॥
শুনি মূর্চ্ছাগত রাম জানকী লক্ষ্মণ।
ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন রোদন ॥”

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

এস্থলেও ভরতের অনুরোধ সত্ত্বেও রামের স্বেচ্ছায় রাজ্য প্রত্যাখ্যান অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

এ সময় শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে রাজ্যের শুভাশুভ বিষয়ক যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা দৃষ্টে জানা যায়, ভারতীয় রাজনীতি রামায়ণের সময়ে কতদূর উন্নতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

“ধীমান্ মনুষ্য যাঁরা, তাঁ'রা ত তোমার।
অগ্নিকার্য্যে রত, ভাই! থাকে' অনিবার ॥
হোমের সংবাদ তাঁ'রা, কৈকেয়ীনন্দন।
যথাকালে বিধিমতে করেন জ্ঞাপন ॥
পিতৃ, পিতৃসম গুরু, বিপ্র, দেবতারে।
সম্মান করত তুমি বিশেষ প্রকারে ॥
বৃদ্ধ বৈদ্য আর ভৃত্যগণেরে সতত।
বিশেষ সম্মান তুমি করত, ভরত ॥
অমন্ত্র সমন্ত্র শর প্রয়োগ করিতে।
সুসমর্থ যিনি, ভাই! এই ধরণীতে ॥
সেই অর্থশাস্ত্রবিৎ বিজ্ঞ উপাধ্যায়।
সুধন্বা সসম্মানে দেখ ত সদায় ॥
আত্মসম ইঙ্গিতজ্ঞ বিজ্ঞ মহাবল।
সৎকুলপ্রসূত জিতেন্দ্রিয় লোকদল ॥
মন্ত্রিত্বে ত তাঁহাদিগে নিযুক্ত ক'রেছ।
সবারে সম্মান সহ সতত রেখেছ ॥
যে অমাত্যগণ অতি শাস্ত্রবিচক্ষণ।
তাঁ'দের প্রযত্নে মন্ত্র হইলে রক্ষণ ॥
সুনিশ্চয় জয় লাভ হয়, শূরবর।
তাই বলি, তুমি তাই কর নিরন্তর ॥

তুমি ত নিদ্রার, ভাই ! নও বশীভূত।
যথাকালে প্রতিদিন হও জাগরিত ॥
রাত্রিশেষে তুমি অর্থাগমের উপায়।
নির্দ্ধারণ করি' ত্বরা মন দাও তা'য় ॥
একা তুমি কিংবা বহুলোকের সহিত।
কখন ত কর না ক মন্ত্রণা কিঞ্চিৎ ॥
নির্দ্ধারিত হয় যাহা, থাকে ত গোপনে।
প্রকাশ ত কর না ক সচঞ্চল মনে ॥
অল্পায়াসসাধ্য যাহা বহু ফলকর।
এইরূপ কোন কার্য্য তুমি, বীরবর ॥
নির্দ্ধারণ করি' ত্বরা অনুষ্ঠান তা'র।
কর ত, ভরত ! তুমি, অনুজ আমার ॥
যে কার্য্য তোমার, ভাই ! হল সমাহিত।
আর যা' সম্পন্ন হ'তে বিলম্ব কিঞ্চিত ॥
সমস্ত ভূপালগণ সেগুলি ত, বীর।
হইয়া থাকেন জ্ঞাত, বল, হে সুধীর ॥
সে সব বিষয়, ভাই ! অবশিষ্ট আছে।
অজ্ঞাত থাকে ত তাহা তাঁহাদের কাছে ॥
তুমি আর মন্ত্রী তব, তোমরা দু'জনে।
সতর্কিত হ'য়ে যাহা রাখহ গোপনে ॥
তর্ক আর যুক্তিযোগে কেহ ত তাহারে।
কোন মতে উদ্ভাবন করিতে না পারে ॥
সহস্র মূর্খের করি' উপেক্ষা, ভরত।
একমাত্র পণ্ডিতেরে প্রার্থনা কর ত ॥
উপস্থিত হয় অর্থসঙ্কট যখন।
বিজ্ঞই করেন তা'র শুভ সংসাধন ॥
সহস্র অযুত মূর্খে যদি নরপতি।
পরিবৃত হ'য়ে র'ন্ ভাল ভাবি' অতি ॥
তা' হ'লে তা'দের দিয়া তাঁহার কখন।
কোন কার্য্য নাহি হয়, ভরত সুজন ॥

বলিতে কি, মেধাবান্ সুদক্ষ সুবল।
বিচক্ষণ একজন অমাত্য কেবল ॥
রাজা কিংবা রাজকুমারের যথোচিত।
শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে' করি' নানাহিত ॥
উন্নত শ্রেণীতে, ভাই ! উন্নত কিঙ্করে।
মধ্যম শ্রেণীতে, ধীর ! মধ্যম নফরে ॥
অধম শ্রেণীতে, ধীর ! অধম দাসেরে।
নিযুক্ত ত করিয়াছ বিশেষ বিচারে ॥
সে সব অমাত্য, ভাই ! কুলক্রমাগত।
সুশীল, উৎকোচ ল'তে সদা অসম্মত ॥
তুমি ত তাঁ'দিগে, শূর ! প্রধান প্রধান।
কার্য্যের গভীর ভার করহ প্রদান ॥
প্রজারা কঠোর দণ্ডে হ'য়ে নিপীড়িত।
করে না ত অপমান তোমার কিঞ্চিত ॥
মহিলারা যথা বলপ্রয়োগতৎপর।
কামুক জনেরে ঘৃণা করে নিরন্তর ॥
সেইরূপ যাজকেরা পতিত তোমায়।
জানিয়া ত অগৌরব না করিতে চায় ॥
সামাদিপ্রয়োগপটু রাজনীতিবিৎ।
অবিশ্বাসী দাস যেই, বিশ্বাসে বঞ্চিত ॥
ঐশ্বর্য্যপ্রার্থনাকারী বীর যেই জন।
এ সবার যে না করে বিনাশসাধন ॥
সে নিজেই নষ্ট হয় ; তুমি ত, ভরত।
এই সিদ্ধান্তের মতে দাও নিজ মত ॥
সুদক্ষ ধীমান যিনি অনুরক্ত বীর।
সৎকুল সম্ভব আর বলে মহাবীর ॥
তুমি ত এ হেন লোকে তব সেনাপতি।
করেছ, ভরত ভাই ! করিয়া যুকতি ॥
পরাক্রান্ত মহাবল শ্রেণীর প্রধান।
রণ বিশারদ যাঁ'রা আছে মতিমান্।

আর যা'য়া ম'ন্সুষের সমক্ষে আপন।
পৌরুষের সুপরীক্ষা কৈলা প্রদর্শন॥
তুমি ত তাঁ' দিগে, ভাই! সমাদর কর।
তাঁ'রা ত সন্তুষ্ট সদা তোমার উপর॥
যথাকালে সৈন্যদিগে ওদন বেতন।
প্রদান কর ত তুমি, ভরত সুজন॥
বিলম্ব ত কর না ক তুমি সে বিষয়ে।
যা'র যাহা প্রাপ্য, তা'রে দাও তা' চুকা'য়ে॥
অন্ন বেতনের, ভাই! কাল অতিক্রম।
ঘটিলে ভৃত্যেরা পায় যন্ত্রণা বিষম॥
রুষ্ট অসন্তুষ্ট হয় স্বামীর উপর।
এ হেতু তাঁহার ঘটে অনর্থ বিস্তর॥
যাহারা প্রধান জ্ঞাতি, তব প্রতি তাঁ'রা।
করেন ত প্রদর্শন অনুরক্তি ধারা॥
আর তাঁ'রা প্রিয়ানুজ! তোমার কারণ।
থাকে' ত প্রস্তুত হ'য়ে ত্যজিতে জীবন॥
অনুকূল সুবিধান জনপদবাসী।
প্রত্যুৎপন্ন মতি যা'রা যথা উক্ত ভাষী॥
দৌত্যকর্ম্মে তুমি, ভাই। হেন লোকগণে।
নিযুক্ত ত করিয়াছ হরষিত মনে॥
পরপক্ষে অষ্টাদশ নিজ পঞ্চদশ।
প্রত্যেক তীর্থেতে তুমি, অহে মহাযশ॥
তিন তিন গুপ্তচর করিয়া প্রেরণ।
জানিতেছ সমুদয় বিশেষ কারণ॥
যে শত্রু তাড়িত হ'য়ে আসে পুনরায়।
দুর্ব্বল হ'লেও সেও, ছাড় না ত তা'য়॥
নাস্তিক ব্রাহ্মণদের সহিত তোমার।
নাহি ত সংশ্রব, ভাই! কোনই প্রকার॥
পণ্ডিতাভিমানী সেই বালকের দল।
অনর্থই উৎপাদনে সপুটু কেবল॥

ভাল ধর্ম্ম শাস্ত্র, ভাই! থাকিতেও তা'রা।
নাস্তিক হইয়া বহে পাপের পসারা॥
সেই সব কুটযোদ্ধা পামর নিকর।
তর্ক বিদ্যাজাত জ্ঞানে করিয়া নির্ভর॥
বৃথাবাগ্ বিতণ্ডায় করে কালক্ষয়।
তাহাদের শুভ কভু নাহিক নিশ্চয়॥
যেই থানে বহু সংখ্যক রথ করী হয়।
দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় যা'র পুরদ্বার হয়॥
স্বীয় কর্ম্মপর আর উৎসাহ তৎপর।
জিতেন্দ্রিয় আর্য্যগণ থাকে, নিরন্তর॥
সুরম্য প্রাসাদরাজি শোভে যেই থানে।
সে স্থান পূরিত সদা সুমধুর গানে॥
পূরব পুরুষদের আমা সবাকার।
বাস ভূমি সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যার॥
সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? তুমি ত উহারে।
রক্ষা করিতেছ, ভাই! যত্ন সহকারে॥
যথা বহুসংখ্য চৈত্য, প্রপা, দেবস্থান।
ডাগর তড়াগ সদা আছে শোভামান॥
হরষিত পুলকিত স্ত্রী পুরুষ সব।
যথা অনুষ্ঠিত হয় সমাজ উৎসব॥
বিস্তর রত্নের খনি যেই থানে রয়।
যথা হল কর্ষিত সীমান্তে ক্ষেত্রচয়॥
যথায় প্রচুর শস্য; দুরাচারগণ।
যে থানে না পায় স্থান ক্ষণেক কারণ॥
হিংসা আর হিংস্রজন্তু যথা নাহি রয়।
নদীজলে কৃষিকার্য্য যথা শেষ হয়॥
সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে।
উপদ্রব শূন্য হয়ে আছে শান্তি সনে॥
পশু পালকেরা আর কৃষক নিকর।
হ'য়েছে ত তব প্রিয়পাত্র সবিস্তার॥

স্ব স্ব কার্য্যেরত তা'রা থাকিয়া নিয়ত।
সুখ স্বচ্ছন্দেতে কাল করে ত বিগত ॥
ইষ্ট সাধি' আর, ভাই! অনিষ্ট নাশিয়া।
তাহাদিগে স্নেহ সহ থাক ত পালিয়া ॥
যত লোক বসবাস করে অধিকারে।
তা' দিগে ত রক্ষা কর ধর্ম্ম অনুসারে ॥
স্ত্রীলোকেরা যত্নে তব, হে বীরকেশরী।
সাবধান আছে ত হে দিবস শর্ব্বরী ॥
তাহাদিগে সমাদর থাক ত করিয়া।
কুপথে যাইতে সবে রোধ বাধা দিয়া ॥
তা'দের নিকটে, ভাই! করিয়া বিশ্বাস।
কর না ত গুপ্ত কথা কখন প্রকাশ ॥
কিরূপ আগ্রহ পশু সংগ্রহে তোমার।
হিংস্র জন্তুগণে তুমি করত শিকার ॥
রাজ্যের অনেক বন হস্তীর আকর।
তা'র তত্ত্ব অবধান কর নিরন্তর ॥
সভামাঝে রাজ বেশে কর ত প্রবেশ।
সভাকার্য্য সম্পাদন কর ত বিশেষ ॥
প্রত্যহ প্রভাতে তুমি শয্যা তেয়াগিয়া।
রাজপথে পর্য্যটন থাক ত করিয়া ॥
নির্ভয়ে কি ভৃত্যগণ আসে তব পাশে।
না এক কালেই আছে আড়ালে তরাসে ॥
অতি দরশন, ভাই! আর অদর্শন
এর মধ্যরীতি অর্থ প্রাপ্তির কারণ ॥
অস্ত্র শস্ত্র ধন ধান্য জলযন্ত্র পূরে।
শিল্পিগণে দুর্গ সব আছে ত হে পুরে ॥
ব্যয় ত তোমার কম, আয় ত বিস্তর।
তব ধনে পুরে না ত অপাত্রের কর ॥
দৈবকার্য্য পিতৃকার্য্য করত সাধন।
অভ্যাগত ব্রাহ্মণের কর ত সেবন ॥

যোদ্ধা আর মিত্রবর্গে, প্রিয়তম ভাই।
মুক্ত হস্ত আছ ত হে? অন্য ভাব নাই ॥
কোন শুদ্ধশীল সাধুলোক প্রতিকূলে।
কভু কোন অভিযোগ উপস্থিত হ'লে ॥
ধর্ম্ম শাস্ত্রবিজ্ঞ বিচারকের নিকটে।
দোষ সপ্রমাণ নাহি করি' অকপটে ॥
তুমি ত অর্থের লোভে দণ্ডিত তাঁহায়।
কর না ক, প্রিয়ানুজ! সুধাই তোমায় ॥
যে তস্কর ধৃত আর লোপ্তের সহিত।
বহু প্রশ্নে পৃষ্ট হ'য়ে হ'য়েছে গৃহীত ॥
তাহারে ত ধন লোভে কর না মোচন।
শাস্তি ত তাহারে দাও কর্ম্মের মতন ॥
ধনী বা দরিদ্র, ভাই! হোক্ যেই জন।
বিবাদ সঙ্কট তা'র হ'লে সংঘটন ॥
অপক্ষ পাতে ত তব অমাত্য নিচয়।
ব্যবহার আলোচনা করেন নিশ্চয় ॥
মিথ্যাভিযোগের, ভাই! যেই সবাকার।
নাহি হয় কোন মতে সম্যক্ বিচার ॥
সে নিরীহ লোকদের নয়ন হইতে।
যেই অশ্রুবিন্দু ধারা! থাকয়ে পড়িতে ॥
তাহা, ভাই! অই ভোগ বিলাসী রাজার।
পুত্র পশু সকলেরে করয়ে সংহার ॥
শিশু বৃদ্ধ বৈদ্য আর প্রধান প্রধান।
লোকদিগকে ত তুমি, ধীর জ্ঞানবান্ ॥
বাক্য ব্যবহার আর অর্থ প্রদানিয়া।
বশীভূত করিয়াছ বিশেষ করিয়া ॥
তপস্বী, দেবতা, বৃদ্ধ, আর সে অতিথি।
চৈত্য, গুরু, সিদ্ধ দ্বিজে করত প্রণতি ॥
অর্থে ধর্ম্ম, ধর্ম্মে অর্থ, কামে সে উভয়ে।
নিপীড়িত কর না ত অবিবেকী হয়ে ॥

তুমি ত হে যথাকালে ধর্ম্ম অর্থ কাম।
এ তিনেরে সমভাবে সেব, মতিমান্॥
পৌর আর জনপদবাসীদের সনে।
বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ হরষিত মনে॥
তোমার ত শুভাকাঙ্খি থাকেন করিয়া।
প্রজাগণ তব সুখ থাকে ত ভাবিয়া॥
নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা।
আলস্য, অসাধুসঙ্গ, দীরঘসূত্রতা॥
প্রিয়ানুজ! ক্রোধ আর ইন্দ্রিয় সেবন।
এক ব্যক্তির সনে রাজ্যের চিন্তন॥
যাহারা অনর্থ দর্শী, তা'দের সহিত।
পরামর্শ করা ভাবি' হ'বে সুবিহিত॥
সুনির্ণীত বিষয়ের অনারম্ভ, ধীর।
মন্ত্রণা প্রকাশ করা হইয়া অধীর॥
স্ব কার্য্যের অনারম্ভ প্রাতে, মহামতি।
রণ যাত্রা এককালে সর্ব্ব অরি প্রতি॥
এই চতুর্দ্দশ রাজ দোষ পরিহার।
করেছ ত তুমি, ওহে অনুজ আমার॥
দশবর্গ, পঞ্চবর্গ, চতুর্ব্বর্গ, আর।
সপ্তবর্গ, অষ্টবর্গ, ত্রিবর্গ, সবার॥
জেনেছ ত ফলাফল, ওহে মহেষ্বাস!
ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি আছে ত অভ্যাস॥
ষাড়্গুণ্য, দৈব আর মানুষ ব্যসন।
রাজকৃত্য আর, ভাই! ইন্দ্রিয় শাসন॥
ভরত! বিংশতি বর্গ, দণ্ডের বিধান।
মণ্ডল, প্রকৃতি বর্গ, যাত্রা, মতিমান্॥
দ্বিযোনি বিগ্রহ সন্ধি এ সবের প্রতি।
আছে ত তোমার দৃষ্টি ওহে মহামতি॥
অনুষ্ঠান করত হে বেদোক্ত কর্ম্মের।
হ'তেছে ত ফল লাভ ক্রিয়া কলাপের॥
ভাযাারা ত বন্ধ্যা নহে? শাস্ত্রজ্ঞান, ভাই।
নিষ্ফল ত কোনরূপে কভু হয় নাই॥
যেরূপ তোমারে, ভাই! কহিলাম আমি।
সেরূপ বুদ্ধির মতে চল ত হে তুমি॥
আয়ুস্কর যশস্কর জানিও ইহায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম এতে সদা বৃদ্ধি পায়॥
পূর্ব্ব পিতামহগণ আমা সবাকার।
যে প্রণালী অবলম্বি' ভুঞ্জিলা সংসার॥
সে প্রণালী অনুসারে তুমিও এখন।
চলিছ ত, প্রিয়তম ভরত সুজন॥
স্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য, ভাই! তুমি ত একাকী।
খাও না ক মিত্রগণে উপবাসী রাখি'॥
প্রজাদের দণ্ড দাতা ভূপতি সুজন।
ধর্ম্ম অনুসারে করি' সমস্ত পালন॥
সমগ্র পৃথিবী লাভ করি' অনন্তর।
অন্তে প্রাপ্ত হন স্বর্গ, ওহে বীরবর॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

১০৩ সর্গ। পিতৃ মরণ-শ্রবণে রামের বিলাপ।

'When Rama heard from Bharat each
Dark sorrow of his mournful speech,
And tidings of his father dead,
His spirits fell, his senses fled.

For the sad words his brother spoke
Struck on him like a thunder-stroke,
Fierce as the bolt which Indra throws,
The victor of his Daitya foes.
Raising his arms in anguish, he,
As when the woodman hews a tree
With its fair flowery branches crowned,
Fainted and fell upon the ground.
Lord of the earth to earth he sank,
Helpless, as when a towering bank
With sudden ruin buries deep
An elephant who lay asleep.
Then swift his wife and brothers flew,
And water, weeping, o'er him threw.
As slowly sense and strength he gained,
Fast from his eyes the tears he rained,
And then in accents sad and weak
Kakutstha's son began to speak,
And mourning for the monarch dead,
With righteous words to Bharat said:
'What calls me home, when he, alas,
Has gone the way which all must pass?
Of him, the best of kings, bereft
What guardian has Ayodhya left?
How may I please his spirit? how
Delight the high-souled monarch now,
Who wept for me and went above
By me ungraced with mourning love?
Ah, happy brothers! you have paid
Due offerings to his parting shade.
E'en when my banishment is o'er,

Back to my home I go no more,
To look upon the widowed state
Reft of her king, disconsolate.
E'en then, O tamer of the foe,
If to Ayodhya's town I go,
Who will direct me as of old,
Now other worlds our father hold ?
From whom, my brother, shall I hear
Those words which ever charmed mine ear
And filled my bosom with delight
Whene'er he saw me act aright ?'
Thus Rama spoke : then nearer came
And looking on his moonbright dame,
'Sita, the king is gone ; he said :
'And Lakshman, know thy sire is dead,
And with the Gods on high enrolled :
This mournful news has Bharat told.'
He spoke : the noble youths with sighs
Rained down the torrents from their eyes.
And then the brothers of the chief
With words of comfort soothed his grief :
'Now to the King, our sire, who swayed
The earth be due libations paid."

Griffith's Ramayan Book II, Canto CIII.

তৎপর রামচন্দ্র মন্দাকিনীতে পিতৃ পিণ্ড দান করিলেন—

কহিলেন ;—পিতঃ ! তুমি ছাড়িয়া মরত-ভূমি
পিতৃলোকে করেছ গমন।
এবে আমি আশা করি আমার প্রদত্ত বারি
হোক তব তৃপ্তির কারণ ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"The sacred water clear and pure,
An offering which shall aye endure,

To thee, O lord of kings, I give :
Accept it where the spirits live !"
Griffith's Ramayan Book II, Canto CIII.

১০৪ সর্গ। রামের সহিত কৌশল্যাদির সাক্ষাৎ।

১০৫-১০৭ সর্গ। রাম ও ভরতের রাজ্য বিষয়ক কথোপকথন। ভরতের রামকে রাজ্য-গ্রহণের জন্য যুক্তিপূর্ণ অনুরোধ, যুক্তিপূর্ণ বাক্যে রামকর্ত্তৃক রাজ্য-প্রত্যাখ্যান।

১০৮ সর্গ। রামের প্রতি জাবালির ধর্ম্মবিষয়ক কথা। জাবালিকের ধর্ম্ম ও যুক্তিপূর্ণ বাক্যে রামকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ।

১০৯ সর্গ। জাবালির প্রতি রামের প্রত্যুক্তি। অকর্ত্তব্য বোধে রামের রাজ্যগ্রহণে অসম্মতি।

১১০-১১১ সর্গ। বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক লোকোৎপত্তি-কথন, রামকে রাজ্যগ্রহণে অনুরোধ। তথাপি রামের রাজ্য-প্রত্যাখ্যান।

এই কয় সর্গীয় বৃত্তান্তে রামচন্দ্রের বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞান যে অবিচলিত, তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি মাতৃবাক্যে বা ভরতের যুক্তিপূর্ণ অনুরোধে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যখন ভরত বলিলেন, পিতা দশরথ ঘোরতর গর্হিত ও পাপ কর্ম্ম করিয়াছেন।

"কো হি ধর্ম্মার্থয়োর্হীনমীদৃশং কর্ম্ম কিল্বিষম্।
স্ত্রিয়াঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সন্ কুর্য্যাদ্ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মাবৎ ॥"১২

অযোধ্যাকাণ্ড ১০৬ সর্গ।

"ধর্ম্মের ধর্ম্মজ্ঞ কিন্তু হয় যেই জন।
স্ত্রীর হিত কামনায় এ কর্ম্ম-সাধন ॥
উচিত কি হয় তা'র হেন পাপ কাজ।
করিতে কি মনে তার নাহি হয় লাজ ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"সাধ্বর্থমভিসন্ধায় ক্রোধান্মোহাচ্চ সাহসাৎ।
তাতস্য যদতিক্রান্তং প্রত্যাহরতু তদ্ভবান্ ॥১৪

পিতুর্হি সমতিক্রান্তং পুত্রো যঃ সাধু মন্যতে।
তদপত্যং মতং লোকে বিপরীতমতোঽন্যথা ॥১৫
তদপত্যং ভবানস্তু মা ভবান্ দুষ্কৃতং পিতুঃ।
অতি যৎ তৎ কৃতং কর্ম্ম লোকে ধীরবিগর্হিতম্ ॥১৬
কৈকেয়ীং মাঞ্চ তাতঞ্চ সুহৃদো বান্ধবাংশ্চ নঃ।
পৌরজানপদান্ সর্ব্বান্ ত্রাতুং সর্ব্বমিদং ভবান্ ॥" ১৭

অযোধ্যাকাণ্ড ১০৬ সর্গ।

"ভূপতির এই অতি নীচ ব্যবহারে।
এবে তাহা সত্য ভাবি মনের মাঝারে ॥
যাই হৌক্, ক্রোধ মোহ অবুদ্ধিতা আর।
নিবন্ধন ব্যতিক্রম যা' ঘটিলে তাঁ'র ॥
শুভসংসাধনোদ্দেশে তুমি গো তাহার।
সুবিধান কর এবে দোহাই তোমার ॥
পিতারে পতন হ'তে রক্ষা করে বলি'।
পুত্রের অপত্য নাম, কত্রকুলবলী ॥
এ বাক্য সার্থক হৌক, না কর অন্যথা।
অন্যথা করিলে মনে পাব বড় ব্যথা ॥
পিতার দুর্ব্বাবহারে কভু দিতে সায়।
তব সম ধার্ম্মিকের কভু কি যুয়ায় ॥
যে কার্য্য করিলা তিনি, তাহা সুনিশ্চয়।
ধর্ম্মবহির্ভূত আর পাপরাশিময় ॥
অনুরোধ রাখি' মোর, তুমি গো এক্ষণে।
পরিত্রাণ কর সবে, নিবেদি চরণে ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

ভরতের বাক্যের সারাংশ এই যে, পিতা-মাতা গর্হিত কর্ম্ম করিয়া পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

"Dear lord, my mother's words of hate
With thy sweet virtues expiate,
And from the stain of folly clear
The father whom we both revere."

Griffith's Ramayan Book II, Canto CVI.

জ্ঞানবীর ও ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র ভরতকে যে যে বাক্যে উত্তর করিলেন, তাহা নিতান্ত অভ্রান্ত ও অকাট্য বলিতে হইবে।

*   *   *

"পূর্ব্বে পিতা বীরর্ষভ
পাণি গ্রহণের কালে মাতার তোমার।
কেকয় রাজের কাছে কৈলা অঙ্গীকার ॥
এই কথা বলি' শুন' ওগো নররায়!
যে পুত্র উৎপন্ন হ'বে তব দুহিতায় ॥
সমস্ত সাম্রাজ্য আমি তা'রেই অর্পিব।
কদাচ ইহার নাহি অন্যথা করিব ॥'
অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম যখন।
ঘটে ছিল, হে ভরত ধর্ম্মপরায়ণ!
তব মা'র শুশ্রূষায় জনক তখন।
স্বীকারিলা দুইবর করিতে অর্পণ ॥
তোমার জননী তাই করিলা প্রার্থন।
এক বরে রাজ্য তব, অন্যে মম বন ॥
রাজাও অগত্যা তাহে সম্মতা হইলা।
চতুর্দ্দশ বর্ষ মোরে বনবাসে দিলা ॥
এক্ষণে তাঁহার সত্য পালন কারণে।
সীতা লক্ষ্মণের সনে আসিয়াছি বনে ॥
পিতার নিদেশে, ভাই! তুমিও সত্বরে।
সত্যরক্ষা তরে তাঁ'র রাজ্য লও করে ॥
আমার প্রীতির তরে পিতার ত্বরিত।
ঋণমুক্ত করা তব সর্ব্বথা উচিত ॥
কৈকেয়ী দেবাকে অভিনন্দন করণ!
কর্ত্তব্য তোমার প্রিয় ভরত সুজন!"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Now, Bharat, lord of me be thou,
And over Ayodhya reign:
The silvan world to me shall bow,
King of the wild domain.
Yea, let thy joyful steps be bent
To that fair town to-day,
And I as happy and content,
To Dandak wood will stray.
The white umbrella o'er thy brow
Its cooling shade shall throw:
I to the shadow of the bough
And leafy trees will go.
Satrughna, for wise plans renowned,
Shall still on thee attend;
And Lakshman, ever faithful found,
Be my familiar friend.

Let us his sons, O brother dear,
The path of right pursue,
And keep the king we all revere
Still to his promise true."
Griffith's Ramayan Book II, Canto CVII.

মহাজ্ঞানবান্ রামচন্দ্র অকাট্য যুক্তি দ্বারা ভরতকে কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু কৈকেয়ীর প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করিলেন না। ইহাতে রামচন্দ্রের কি মহত্ত্ব ও উদারতা প্রকাশ পাইতেছে! কৈকেয়ীর ব্যবহার দূষণীয় হইতে পারে, কিন্তু রাজা দশরথকে তাঁহার সত্যপ্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া ও পুত্রহিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া বর-প্রার্থনা করা যে নিতান্ত দূষণীয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বলা যাইতে পারে না। মহাত্মা ব্যক্তিরা কখনও কাহার দোষ উল্লেখ করিয়া বা মনে করিয়া তাহার নিন্দা বা তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন না। রামচন্দ্রকে সেইরূপ মহাত্মা ব্যক্তিদিগেরও আদর্শ বলিতে হইবে।

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র জাবালিকের কূট ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। জাবালি বলিলেন—

* * * * *

কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিমাপ্যং কস্য কেনচিৎ।
একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি ॥৩
তস্মান্মাতা পিতা চেতি রাম সজ্জেত যো নরঃ।
উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ো নাস্তি কশ্চিদ্ধি কস্যচিৎ ॥৪
যথা গ্রামান্তরং গচ্ছন্ নরঃ কশ্চিদ্বহির্বসেৎ।
উৎসৃজ্য চ তমাবাসং প্রতিষ্ঠেতাপরেঽহনি ॥৫
এবমেব মনুষ্যাণাং পিতা মাতা গৃহং বসু।
আবাসমাত্রং কাকুৎস্থ সজ্জন্তে নাত্র সজ্জনাঃ ॥৬
পিত্র্যং রাজ্যং সমুৎসৃজ্য স নার্হসি নরোত্তম।
আস্থাতুং কাপথং দুঃখং বিষমং বহুকণ্টকম্ ॥৭

সমৃদ্ধামযোধ্যাময়াত্মানমভিষেচয় ।
একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সংপ্রতীক্ষতে ॥৮
রাজভোগাননুভবন্ মহার্হান্ পার্থিবাত্মজ ।
বিহর ত্বমযোধ্যায়াং যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে ॥৯
ন তে কশ্চিদ্দশরথস্ত্বঞ্চ তস্য ন কশ্চন ।
অন্যো রাজা ত্বমন্যস্তু তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে ॥১০
বীজমাত্রং পিতা জন্তোঃ শুক্রং শোণিতমেব চ ।
সংযুক্তমৃতুমন্মাত্রা পুরুষস্যেহ জন্ম তৎ ॥১১
গতঃ স নৃপতিস্তত্র গন্তব্যং যত্র তেন বৈ ।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ত্বং তু মিথ্যা বিহন্যসে ॥১২

অযোধ্যাকাণ্ড ০ঃ সর্গ ।

* * * *

"কে কাহার বন্ধু ? আর কি সম্বন্ধে কা'র ।
কিবা প্রাপ্য আছে, বল, জ্ঞান-অবতার ॥
একাকী করয়ে জীব জনম গ্রহণ ।
একাকীই নষ্ট হয়, রাজীবলোচন ॥
এই হেতু মাতা পিতা বলিয়া, যাহার ।
স্নেহশক্তি হয় সে ত পাগলের সার ॥
প্রবাসে গমনকালে যথা কোন জন ।
গ্রামের বাহিরে করি' সময় যাপন ॥
প্রবাস-সম্বন্ধ তা'র ভুলি' পর দিনে ।
আবার চলিয়া যায় দয়ামায়া বিনে ॥
পিতা মাতা গৃহ ধন যা' কিছু সকল ।
সেরূপ জানিও তুমি, রাম মহাবল !
সজ্জনেরা কোন মতে আসক্ত উহায় ।
নাহি হ'ন সুনিশ্চয় কহি হে তোমায় ॥
কাজে কাজে জনকের অনুরোধ-বশে ।
ছাড়িয়া পৈতৃক রাজ্য, থাকিয়া বিরসে ॥
দুঃখের দুর্গম আর শঙ্কট-পূরিত ।
অরণ্য আশ্রয় করা তব কি উচিত ?
এবে তুমি সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় যাও ।
বারেক তাহার পানে কৃপানেত্রে চাও ॥
সেই একবেণীধরা নগরী তোমার ।
প্রতীক্ষা করি'ছে ধীর ! কত ক'ব আর ?
তুমি তথা রাজভোগে কালক্ষেপ করি' ।
সুররাজ ইন্দ্রসম দিবস শর্ব্বরী ॥
করিবে বিহার, তা'ই উপযুক্ত তব ।
কেন বনবাসে ক্লেশ পা'বে পুরর্ষভ ?
নহেন তোমার কেহ রাজা দশরথ ।
তুমিও তাঁহার কেহ নহ, হে সুব্রত ?
তিনি অন্য, তুমি অন্য, কেহ নহ কা'র ।
তবে কেন বাক্যে মন না দিবে আমার ॥
যাহা কহিতেছি আমি তা'র অনুষ্ঠান ।
কর তুমি অচিরায়, বীর মতিমান্ ॥

জনম বিষয়ে পিতা হেতু মাত্র বলি।
নির্দ্দিষ্ট থাকেন হ'য়ে, বীরকুলবলী!
বস্তুত জননী-গর্ভে ঋতুর সময়।
যে শুক্র-শোণিত, ধীর! যতনে ধরয়॥
জীবোৎপত্তি উপাদান তাহাই নিশ্চয়।
যেখানে যাবার, তথা রাজা দশরথ॥
গিয়াছেন, ইহা জীব স্বভাব-সম্মত।
কিন্তু, বৎস! তুমি কেন কুবুদ্ধির দোষে॥
বৃথা নষ্ট হইতেছ থাকি' বনবাসে।"

*   *   *

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

'Hail, Raghu's princely son, dismiss
A thought so weak and vain as this.
Canst thou, with lofty heart endowed,
Think with the dull ignoble crowd?
For what are ties of kindred? Can
One profit by a brother man?
Alone the babe first opes his eyes,
And all alone at last he dies,
The man, I ween, has little sense
Who looks with foolish reverence
On father's or on mother's name:
In others, none a right may claim.
E'en as a man may leave his home
And to a distant village roam,
Then from his lodging turn away
And journey on the following day,
Such brief possession mortals hold
In sire and mother, house and gold,
And never will the good and wise
The brief uncertain lodging prize
Nor, best of men, shouldst thou disown
Thy sire's hereditary throne,
And tread the rough and stony ground
Where hardship, danger, woes abound.

Come, let Ayodhya rich and bright
See thee enthroned with every rite :
Her tresses bound in single braid
She waits thy coming long delayed.
O come, thou royal prince, and share
The kingly joys that wait thee there,
And love in bliss transcending price
As Indra lives in Paradise.
The parted king is naught to thee,
Nor right in living man has he :
The king is one, thou, Prince of men,
Another art : be counselled then.
Thy royal sire, O chief, has sped
On the long path we all must tread.
The common lot of all is this,
And thou in vain art robbed of bliss.
For those—and only those—I weep
Who to the path of duty keep ;
For here they suffer ceaseless woe,
And dying to destruction go.
With pious care, each solemn day,
Will men their funeral offerings pay :
See, how the useful food they waste :
He who is dead no more can taste.
If one is fed, his strength renewed
Whene'er his brother takes his food,
Then offerings to the parted pay :
Scarce will they serve him on his way.
By crafty knaves these rules were framed,
And to enforce men's gifts proclaimed :
Give, worship, lead a life austere,
Keep lustral rites, quit pleasures here.'

There is no future life : be wise,
And do, O prince, as I advise,
Enjoy, my lord, the present bliss,
And things unseen from thought dismiss.
Let this advice thy bosom move,
The counsel sage which all approve;
To Bharat's earnest prayer incline,
And take the rule so justly thine."

Griffith's Ramayan Book II, Canto CVIII.

জাবালির কথার অর্থ এই যে, "পিতা মাতা কেহ কাহারো নয়, তবে কেন তুমি পিতৃবাক্যে বৃথা দুঃসহ বনবাস-কষ্ট ভোগ করিয়া জীবন নষ্ট করিবে?" *

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র জাবালিকের কূট ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শুনিয়া কিছু রাগান্বিত হইলেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মজনক কথা শুনিলে ক্রুদ্ধ হইবে না কেন? এরূপ ক্রুদ্ধ হওয়া অতি স্বাভাবিক। রামচন্দ্র জাবালিককে কিছু কটু বাক্যেই উত্তর করিলেন।

* * *

"তপোধন! তুমি মম হিতকামনায়।
এক্ষণে কহিলে যাহা বিবিধ কথায়॥
বস্তুত অকার্য্য তাহা, নাহিক সংশয়।
কিন্তু কর্ত্তব্যের মত জ্ঞান বটে হয়॥
বস্তুত অপথ্য তাহা, কিন্তু পথ্যসম।
সপ্রমাণ হইতেছে, হে দ্বিজ-উত্তম॥
পামর বিপথগামী যেই দুরাচার।
সমাজবিরুদ্ধ মত যে করে প্রচার॥
সেই জন, তপোধন! করহ শ্রবণ।
সাধুলোক-কাছে, যশ না পায় কখন॥

... ...

এক্ষণে আমারে তুমি যেরূপ কহিলে।
অনর্থ ঘটিবে বহু সেরূপ করিলে॥
তোমার এ মত মুনি অপ্রশস্ত অতি।
এ মতের মতে মম অসম্মত মতি॥
ইহার প্রভাব বড়, শুন, তপোধন!
অঘটন যাহা, তাও হয় সংঘটন॥

... ...

হেন লোক-বিদূষণ অধর্ম্মেরে যদি।
ধর্ম্মবেশে লই, ওগো তপোধন সুধী॥

---

* জাবালির বাক্যানুরূপ একটি প্রসিদ্ধ আধুনিক ব্রহ্ম-সঙ্গীত দৃষ্ট হয়, যথা—
"তুমি কার কে তোমার কারে বল রে আপন।
মোহমায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন॥ ইত্যাদি

প্রকৃত শ্রেয়েরে ত্যজি' অবৈধ ব্যভাবে।
রত হই, তাহা হ'লে বিজ্ঞেরা আমারে॥
কি বলিবে বল দেখি? তাঁহাদের কাছে।
অনাদৃত হ'ব আমি, সন্দেহ কি আছে?
কুলাচার হ'তে আমি পরিভ্রষ্ট হ'ব।
অযশ-পসরা শিরে অবিরত ব'ব॥
প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন-হেতু সুপবিত্র গতি।
লভিতে নারিব আমি, ওগো পূজ্য যতি!
ধরমবিপ্লবকারী আর স্বেচ্ছাচারী।
ভাবি' মোরে প্রকৃতিরা, অনুকৃতি তা'রি॥
করিবে, কারণ, যাহা রাজার আচার।
সেইরূপ হ'য়ে থাকে সকল প্রজার॥
এই হেতু, তপোধন তুমি যা' কহিলে।
তা'র সহ মত মম কভু নাহি মিলে॥
কোন মতে ইহা মম প্রীতিকর নয়।
বলিও না এই কথা আর, মহাশয়!
… … …
সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম হয় সকলের মূল।
সত্যই ঈশ্বর, দেব! নাহি তা'র ভুল॥

সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে ধর্ম্ম, মহাশয়।
সকল বিষয়ি সত্যমূলক নিশ্চয়॥
সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ কিছু নাহি আর।
সংসারে অসার সব সত্য শুধু সার॥
হোম যজ্ঞ দান আদি ধর্ম্মকর্ম্ম যত।
আশ্রয় করিয়া আছে, সত্যেরে নিয়ত॥
তপঃসংসাধক বেদশাস্ত্র, মুনিবর!
সত্যেরে আশ্রয় করি' আছে নিরন্তর॥
তপোধন! যেই জন সত্যপরায়ণ।
তুমি যশঃ কীর্ত্তি তাঁ'রে করয়ে প্রার্থন॥
সর্ব্বতোভাবেই, মুনি! এই সে কারণ।
সত্যপর হওয়া চাই, ওগো তপোধন!
… … …
এরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বে, সত্যপরায়ণ।
জনক ত্রিসত্যে বদ্ধ হ'য়ে তপোধন!
প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ মোরে যাহা আদেশিলা।
কি হেতু করিব আমি তা'র অবহেলা॥
সত্যে প্রতিশ্রুত আমি আছি তাঁর পাশে।
সে সত্য লঙ্ঘিতে মোর ইচ্ছা নাহি আসে॥
… … …

' Thy words that tempt to bliss are fair,
But virtue's garb they falsely wear."

* * *

"This world of ours is ever led
To walk the ways which others tread,
And as their princes they behold,
The subjects to their lives will mould.
That truth and mercy still must be
Beloved of kings, is Heaven's decree.

Upheld by truth the monarch reigns,
And truth the very world sustains.
Truth evermore has been the love
Of holy saints and Gods above,
And he whose lips are truthful here
Wins after death the highest sphere.
As from a serpent's deadly tooth,
We shrink from him who scorns the truth.
For holy truth is root and spring
Of justice and each holy thing,
A might that every power transcends,
Linked to high bliss that never ends,
Truth is all virtue's surest base,
Supreme in worth and first in place.
Oblations, gifts men offer here,
Vows, sacrifice, and rites austere,
And Holy Writ, on truth depend:
So men must still that truth defend.
Truth, only truth protects the land,
By truth unharmed our houses stand;
Neglect of truth makes men distressed,
And truth in highest heaven is blessed.
Then how can I, rebellious, break
Commandments which my father spake—
I ever true and faithful found,
And by my word of honour bound?

* * *

Truth is all duty: as the soul,
It quickens and supports the whole
The good respect this duty: hence
Its sacred claims I reverence.

The warrior's duty I despise
That seeks the wrong in virtue's guise :
Those claims I shrink from, which the base,
Cruel, and covetous embrace.
The heart conceives the guilty thought,
Then by the hand the sin is wrought,
And with the pair is leagued a third,
The tongue that speaks the lying word.
Fortune and land and name and fame
To man's best care have right and claim ;
The good will aye to truth adhere,
And its high laws must men revere.
Base were the deed thy lips would teach,
Approved as best by subtle speech.

* * *

Justice, and courage ne'er dismayed,
Pity for all distressed,
Truth, loving honour duly paid
To Brahman, God, and guest—
In these, the true and virtuous say,
Should lives of men be passed :
They form the right and happy way
That leads to heaven at last."

Griffith's Ramayan Book II, Canto CIX.

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র পরিশেষে বলিলেন---

তব বুদ্ধি, মুনিবর ! বেদবিরোধিনী ।
তুমি যে নাস্তিক হেন, আগে তা' জানিনি ॥
ধর্ম্মভ্রষ্ট তুমি, আজি জানিনু নিশ্চয় ।
ধর্ম্মপথে চলা তব কভু ইচ্ছা নয় ॥
মম পিতা যাজকত্বে বরিয়া তোমায় !
করিলা গর্হিত কার্য্য, কি সংশয় তা'য় ॥

রাম রঘুপতি জাবালির প্রতি
সুচারু রোষ ভরে ।
এ হেন বচন প্রয়োগ করিলা
কঠোর নীরস স্বরে ।
জাবালি তখন বিনয় বচনে
সম্বোধি কহিলা রামে ;—

"রাম রঘুবর ! অবধান কর
চাহিয়া আমার পানে।
নাহিক নাস্তিক নাস্তিকেরো কথা
নাহি কহিতেছি আমি।
আর পরলোক আদি যে কিছুই
নাহি, এ কথা না মানি।
সময়ে নাস্তিক, সময়ে আস্তিক
হই আমি প্রয়োজনে।
বিনা প্রয়োজনে করম সাধনে
নাহি ইচ্ছা মম মনে।
যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক
সেই কাল সমাগত।
এবে বন হ'তে ফিরাতে তোমারে
কহিলাম এই মত।
প্রসন্ন তোমারে করিবার তরে
পুন তার' প্রত্যাহার।
লইনু করিয়া রোষ পরিহর
বৎস জ্ঞানি-কুল সার !"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

প্রকৃত সত্য ও ধর্ম্মের নিকট কূট-ধর্ম্ম পরাজিত হইল। ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র সত্য-ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইলেন না।

বশিষ্ঠ লোকোৎপত্তি ও সূর্য্য-বংশের উৎপত্তি-বিবরণ বলিয়া বলিলেন—

*   *   *

ঐক্ষ্বাকুদিগের মাঝে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ যিনি।
রঘুবর। জানি আমি; রাজা হ'ন তিনি॥
জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে, রাম! কনিষ্ঠ কখন।
সিংহাসন আরোহণে সমর্থ না হ'ন॥
এই চির-প্রচলিত বংশের আচার।
পরিহার করা নহে উচিত তোমার॥
তুমি, রাম! দশরথ ভূপের মতন।
সুবিশাল পৃথিবীরে করহ শাসন॥
বশিষ্ঠ কহিলা পুনঃ "শুন বাছাধন!
আচার্য্য, জনক, মাতা এই তিন জন॥
পৃথিবীতে গুরু, পিতা করে জন্মদান।
এই হেতু গুরু তিনি, শুন মতিমান্!
আচার্য্য করেন, রাম! জ্ঞান বিতরণ।
এ হেতু তাঁরেও গুরু বলে সর্ব্বজন॥
তোমার পিতার আর তোমার যে আমি।
আচার্য্য, হে মিথিলেশ-দুহিতার স্বামী॥
রক্ষা কৈলে কথা মম হইবে সদ্গতি।
লঙ্ঘন না কর মম বাক্য, রঘুপতি॥
এই তব পারিষদ, আর এ সকল।
তোমার বান্ধব-বন্ধু, রাম মহাবল!
তোমার অধীন রাজা এই সমুদয়।
এঁদিগে রক্ষিলে তব সদ্গতি নিশ্চয়॥
ধার্ম্মিকা কৌশল্যা, রাম! জননী তোমার।
অতিশয় বৃদ্ধা ইনি, অস্থিমাত্র সার॥
উচিত কি বাক্য এঁর করিতে লঙ্ঘন?
পুত্র কি মাতার কথা করয়ে হেলন॥
পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মশীল ভরত সুজন।
ফিরা'তে তোমারে কত করি'ছে প্রার্থন॥
ইহাঁরে উপেক্ষা করা না হয় সঙ্গত।
ইহাঁর বাসনা পূর্ণ করহ, সুব্রত!"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বশিষ্ঠ জ্ঞানী, তাঁহার বাক্যগুলিও জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের তদুত্তর অধিকতর জ্ঞানপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত।

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র বশিষ্ঠের বাক্যেও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন—

"কহিলেন, তপোধন! জনক জননী।
দুগ্ধাদি করেন দান দিবস রজনী॥
নিদ্রা আহরণ আর অঙ্গের মার্জ্জন।
করিয়া থাকেন এঁরা সদা সর্ব্বক্ষণ॥
করিয়া থাকেন এঁরা প্রিয়োক্তি প্রয়োগ।
করিয়া থাকেন এঁরা ক্রীড়ায় নিয়োগ॥
হেন মতে সন্তানের এঁরা নিরন্তর।
সাধন করেন যেই হিত বহুতর॥
প্রতিশোধ করা তা'র অতি সুকঠিন।
প্রতিশোধ নাহি হয় আয়ু যত দিন॥
কাজে কাজে জনয়িতা জনক আমার।
যেরূপ আদেশ, মুনি! করিলা প্রচার॥
কোন মতে আমি তার অন্যথাচরণ।
করিতে নারিব, ওগো মুনি মহাজন!"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রকে অবিচলিত দেখিয়া ধার্ম্মিক ভ্রাতৃভক্ত ভরত কুটীর-দ্বারে কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি শয়ন করিয়া রহিলেন এবং বলিলেন—

"সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চয় অবলুণ্ঠিত করিয়া।
পর্ণকুটীরের দ্বারে রহিব পড়িয়া॥
যাবত না যান রাম ফিরি' অযোধ্যায়।
তাবৎ এ কুশাসনে রবে মম কায়॥
অনাহারে পড়ি' রব উঠিব না আর।
থাক বা যাউক ছার জীবন আমার॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Then Bharat of the ample chest
The wise Sumantra thus addressed :
'Bring sacred grass, O charioteer,
And strew it on the level here.
For I will sit and watch his face
Until I win my brother's grace.
Like a robbed Brahman will I lie,
Nor taste of food nor turn my eye,
In front of Rama's leafy cot,
And till he yield will leave him not."

Griffith's Ramayan Book II, Canto CXI.

ধন্য ভরতের ধর্ম্মনিষ্ঠা, উদারতা ও ভ্রাতৃভক্তি! এইরূপ লব্ধ-রাজ্যলক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য কয়জনে অন্তরের সহিত কাঁদিতে পারে?

রামচন্দ্র ভরতকে অনেক প্রকার প্রবোধ-বাক্য বলিলেন তখন ভরত—

"অভ্যাগত লোকগণে কহিলা বিষণ্ণ মনে।
গ্রাম নগরের লোকগণ!
কি হেতু তোমরা সবে, বল।
আর্য্য-রামে কিছু নাহি বল?"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"ভরতের বাক্যে তবে অভ্যাগত লোক সবে
কহিলেক "তুমি" মহাবল!
আর্য্য রঘুবরে যা' কহিলে।
আমাদের সঙ্গে তাহা মিলে॥
কোন অংশে অসঙ্গত নহে উহা মহাব্রত
করণীয় কার্য্য সম্পাদিলে।
আর এই শ্রীরাম বীরেশ॥
নিঃশঙ্ক পালনে পিত্রাদেশ।
করি'ছেন প্রদর্শন কাজে কাজে, মহাজন।
তাহাতেও নাহি দোষলেশ।
এই হেতু আমরা সবাই।
ইহাতে উত্তর করি নাই॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

অভ্যাগত সকলের কথা শুনিয়া রামবাক্যে ভরত গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—

"শুন, সভ্যগণ! শুন মন্ত্রিগণ!
শুন আর আর সবে।
পৈত্রিক রাজ্যের প্রার্থী নহি আমি
কি তাহে আমার হ'বে।
মাতারেও আমি অসদভিসন্ধি
সাধনের কুমন্ত্রণা।
কখন দি নাই শপথিয়া বলি
শুন শুন সর্ব্বজনা।
ধর্ম্মপরায়ণ রাম রঘুমণি
আসিবেন বনবাস।
তাও আমি, হায়, জানিতে পারিনি
এবে মম সর্ব্বনাশ।
এক্ষণে পিতার বচন পালন
আর এইরূপে, হায়।
সময় যাপন যদ্যপি মনন
করি' থাকে, রাম রায়।
তা' হলে আমিই প্রতিনিধিরূপে
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে।
বনবাসী হব বনফল খাব
না যাব অযোধ্যা পুরে।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

সুবিজ্ঞ রামচন্দ্র ধার্ম্মিক, উদার, ভ্রাতৃ-অনুরক্ত ভরতকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া শেষ বলিলেন—

"অনুজ ভরত ! দেবী কৈকেয়ী আমারে।
করিলা যেরূপ আজ্ঞা, সেই অনুসারে॥
কার্য্য করিয়াছি আমি, তুমি বীরবর !
পিতারে প্রতিজ্ঞা-ঋণ হ'তে মুক্ত কর॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

১১২ সর্গ। ভরতের প্রার্থনা অনুসারে ভরতকে রামের পদচিহ্ন বা পাদুকা-যুগল দান।

ভরত কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছিলেন না। ভরত রামকে বলিলেন—

* * *

"জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধবেরা প্রকৃতি নিকর।
তোমা'র প্রতীক্ষা দাদা। করে নিরন্তর॥
এই হেতু রাজ্য তুমি করিয়া গ্রহণ।
আর কারো করে, বীর কর অরপণ॥
অর্পিবে যাহারে তুমি, অবশ্য সে জন।
করিতে সমর্থ হবে প্রজার পালন॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

এই কথা বলিয়া ভরত শ্রীরামের পদতলে পতিত হইলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ! তোমার যে স্বাভাবিক বিনয় বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহাতেই তুমি রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। সুহৃৎ, অমাত্য এবং বুদ্ধিমান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজাজ্ঞা দ্বারা সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিও। তিনি আরও বলিলেন—

"শশী হ'তে শোভা পারে হইতেও লয়।
হিম ছাড়িতেও পারে গিরি হিমালয়॥
বেলাভূমি লজ্ঘিতেও পারেন সাগর।
কিন্তু আমি হে ভরত ধীর বীরবর॥
পিতৃ-সত্য পালনেতে বিরত কখন।
হইব না হইব না এই মম পণ॥
স্নেহ কিম্বা লোভে পড়ি জননী তোমার।
যেই কার্য্য করেছেন, অনুজ আমার॥
তাহা তুমি মনে ভাই কভু আনিও না।
তার তরে তাঁ'র প্রতি কভু রুষিও না॥
মা'য়ে যেরূপ ভক্তি করিবারে হয়।
তাহাই করিবে তুমি মনে যেন রয়।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"True to my vow, I still will be
Observant of my sire's decree:
Till fourteen years complete their course
That promise shall remain in force."

Griffith's Ramayan Book II, Canto CXIII.

"লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ।১৮
কামাদ্বা তাত লোভাদ্বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্
ন তন্মনসি কর্ত্তব্যং বর্ত্তিতব্যংচ মাতৃবৎ॥"১৯

অযোধ্যাকাণ্ড ১১২ সর্গ।

ভরত ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের মনোভাব অবিচলিত দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

"আর্য্য, তবে এই নিবেদন
এবে তুমি ন্যায় মতে, তব পদতল হতে
কনক খচিত শোভাকর
পাদুকা যুগল খুলি দাও মোর বীরবলী
ইহাই লোকের অতঃপর
যোগক্ষেম বিধানিবে ইহা ছাড়া কেপারিবে
বহিবারে ভার গুরুতর?"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

ভরতের বাণী শুনি তবে রাম রঘুমণি
পাদুকা করিয়া উন্মোচন
প্রদান করিলা তাঁরে ভরত ন্যায়ানুসারে
করিলা তা সাদরে গ্রহণ।
প্রণিপাত করি পরে, কহিলা মৃদুল স্বরে
আর্য্য, আমি রাজ্যের ব্যাপার
তব পাদুকায় নিবেদিয়া অচিরায়
করিব যা কর্ত্তব্য আমার
দোঁহে ধরি জটাচীর খেয়ে ফল মূল নীর
তব প্রতিজ্ঞায় মহাবীর
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভবে, রব নগর বাহিরে
এই মনে করিয়াছি স্থির
পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি
তোমার দর্শন নাহি পাই
তা হইলে হুতাশনে আত্ম সমর্পিব আমি
নিশ্চয় সংশয় তাহে নাহি।"
রাম রঘুমণি ভরতের বাণী
শ্রবণ করিয়া হইলা সম্মত
করি সম্বোধন কহিলা তখন
শুনহ বচন অনুজ ভরত

আমি আর সীতা উভয়ে আমরা
শপথ দিতেছি তোমারে ভাই
মাতা কৌশল্যারে রক্ষা কর সদা
তাঁর প্রতি রুষ্ট হইও নাই।

এই কথা বলি সজল নয়নে
বীরকুলবীর রাম রঘুপতি।
কত কি ভাবিয়া রহিলা চাহিয়া
প্রাণের অনুজ ভরতের প্রতি।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"No queen, for choking sobs and sighs
Could say her last adieu :
Then Rama bowed, with flooded eyes
And to his cot withdrew."

Griffith's Ramayan Book II, Canto CXII.

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের ধর্ম্মজ্ঞান অটুট রহিল, তিনি মাতা, ভ্রাতা, জাবালি বা বশিষ্ঠের যুক্তিপূর্ণ বাক্যেও অবিচলিত রহিলেন। দুই ধর্ম্মবীর ভরত ও রামচন্দ্রের কথোপকথন বড়ই সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। এই স্থলে রামচন্দ্র ও ভরতের ধর্ম্মজ্ঞানের তুলনা করা যাইতে পারে। রামচন্দ্রের ধর্ম্মজ্ঞান অভ্রান্ত ও অবিচলিত। ভরতের ধর্ম্মজ্ঞান ভ্রান্ত। তুলনায় ভরত বিনয়-সম্পন্ন, হীনজ্ঞানী ধর্ম্মবীর, আর রামচন্দ্র তেজঃসম্পন্ন সম্পূর্ণ জ্ঞানবান ধর্ম্মবীর। রামচন্দ্র পূর্ণ-ধর্ম্মবীর, ভরত কিছু অসম্পূর্ণ ধর্ম্মবীর—রামচন্দ্র অপেক্ষা কিছু হীন ধর্ম্মবীর। মহাকবি কালিদাস তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাষায় এই স্থান অতি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন।

"চিত্রকূটবনস্থঞ্চ কথিতস্বর্গতির্গুরোঃ।
লক্ষ্ম্যা নিমন্ত্রয়াঞ্চক্রে তমনুচ্ছিষ্টসম্পদা ॥১৫
স হি প্রথমজে তস্মিন্ নকৃতশ্রীপরিগ্রহে।
পরিবেত্তারমাত্মানং মেনে স্বীকরণাদ্ভুবঃ ॥১৬
তমশক্যমপাক্রষ্টুং নিদেশাৎ স্বর্গিণঃ পিতুঃ।
যযাচে পাদুকে পশ্চাৎ কর্ত্তুং রাজ্যাধিদেবতে ॥" ১৭

রঘুবংশম্ দ্বাদশসর্গঃ।

"ভরত চিত্রকূট-বনস্থিত রামচন্দ্রের সন্নিধানে পিতার স্বর্গ-গমনের বার্ত্তা

নিবেদন করিয়া, অভুক্ত রাজলক্ষ্মীর সম্ভোগের জন্য তাঁহাকে নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজলক্ষ্মীর পরিগ্রহে অসম্মত হইলে, ভরত স্বয়ং বসুন্ধরার পরিগ্রহে অস্বীকার করিয়া আপনাকে পরিবেত্তা বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ভরত যখন তাঁহাকে স্বর্গগত জনকের আদেশ হইতে নিবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না, তখন রাজ্যের অধিদেবতা করিবার জন্য তাঁহার পাদুকা-যুগল যাচ্ঞা করিলেন।"

১১৩ সর্গ। ভরতের অযোধ্যামুখে প্রত্যাগমন।

"অনন্তর শ্রীভরত পুলকিত হ'য়ে।
রামের পাদুকা নিজ শির, পরে ল'য়ে॥
শত্রুঘ্নের সহ করি রথ আরোহণ।
সসৈন্যে অযোধ্যা পানে করিলা গমন॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

এই রামচন্দ্রের পাদুকা-গ্রহণ ভ্রাতৃ-শ্রদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভরতের অপেক্ষা রামচন্দ্র যে যোগ্যতর ব্যক্তি ভরত নিজেই তাহা সম্পূর্ণ সুবিদিত ছিলেন, ইহাতে তাহাও প্রকাশ পাইতেছে।

১১৪—১১৫ সর্গ। গুরুকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া ভরতের নন্দীগ্রামে গমন ও রাজ্যকরণ।

এদিকে রামচন্দ্র অভাবে ও রাজা অভাবে অযোধ্যানগরী সম্পূর্ণ বিষাদের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া'ছ। অযোধ্যানগরীর হতশ্রী ও বিষাদ মূর্ত্তি দেখিয়া ভরত নিতান্ত খেদযুক্ত হইয়া বলিলেন—

"হে সুমন্ত্র আজ কেন এই অযোধ্যায়।
পূর্ব্বরূপ গীত বাদ্য নাহি শুনা যায়॥
মদ্যের উন্মাদকর গন্ধ কেন আর।
নাহি বহে হে সচিব অযোধ্যা-মাঝার॥
মালা-ধূপ-অগুরুর সৌরভ সুন্দর।
সর্ব্বদিকে কেন নাহি বহে মন্ত্রিবর॥
রথের ঘর্ঘর শব্দ কেন নাহি শুনি।
মত্ত-মাতঙ্গের নাই সে বৃংহিত ধ্বনি॥
তুরঙ্গের হ্রেষারব নাহি শুনা যায়।
নীরব অযোধ্যাপুরী হায় হায় হায়॥
তরুণ-বয়স্ক যারা রাম শোকে তারা।
নিতান্ত বিমনা চক্ষে ঝরে জলধারা॥
এবে তারা দেহে করি চন্দন লেপন।
গলায় কুসুম মালা করিয়া ধারণ॥
বহির্গত নাহি হয় বিষাদিত মন।

*　　*　　*

উৎসবের আয়োজন নাহি দেখি আর।
উজ্জ্বল অযোধ্যাপুরী আজি অন্ধকার॥
অযোধ্যার সেই শ্রী রামের সহিত।
হইয়াছে এই স্থান হইতে অপসৃত॥
মেঘাবৃত শুক্লপক্ষ যামিনীর মত।
ইহার সকল শোভা হয়েছে বিগত॥
নিদাঘের মেঘ সম নবঘন শ্যাম।
সাক্ষাৎ উৎসব সম হায় কবে রাম॥
উপনীত হয়ে হেথা সকলের মনে।
হর্ষ উৎপাদিবে সেই সুন্দর দর্শনে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া অমাত্যগণসহ অদূরবর্ত্তী নন্দীগ্রামে যাইয়া ভরত রামচন্দ্রের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার পাদুকাযুগল অভিষেক করিয়া রাজ্য-সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের উপযুক্ত ভ্রাতা ভরতই বটে।

"রত্ন সিংহাসনেতে ভরত পট্ট পাতি।
তদুপরে পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি॥
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসার চর্ম্মে।
পাত্র-মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্ম্মে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন—

"স বিসৃষ্টস্তথেত্যুক্ত্বা ভ্রাত্রা নৈবাবিশৎ পুরীম্।
নন্দিগ্রামগতস্তস্য রাজ্যং ন্যাসমিবাভুনক্॥৮
দৃঢ়ভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠে রাজ্য-তৃষ্ণাপরাঙ্মুখঃ।
মাতুঃ পাপস্য ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ॥ ৯

রঘুবংশম্ ১২ সর্গ।

"রামচন্দ্র পাদুকা প্রদান করিয়া ভরতকে বিদায় করিলে, তিনি আর অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিলেন না; নন্দীগ্রামে গমন করিয়া পরের ন্যস্ত ধনের ন্যায় রামের আজ্ঞানুসারে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠের প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান, রাজ্যতৃষ্ণা-পরাঙ্মুখ ভরত, এইরূপে যেন জননীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তই করিতে লাগিলেন।"

ভরত যে জননীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভরত ধর্ম্মের প্রতিকৃতি। ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাকে প্রকৃত কথাই বলিয়াছিলেন।

"নৈতচ্চিত্রং নরব্যাঘ্রে শীলবৃত্তবিদাম্বরে।
যদার্য্যং ত্বয়ি তিষ্ঠেত্তু নিম্নোৎসৃষ্টমিবোদকম্॥
অনৃণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব।
যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবৎসলঃ॥১৭.

অযোধ্যাকাণ্ড ১১৩ সর্গ।

"No marvel thoughts so just and true,
Thou best of all who right pursue,
Should dwell in thee, O prince of men,
As waters gather in the glen.
He is not dead: we mourn in vain:
Thy blessed father lives again,
Whose noble son we thus behold
Like virtue's self in human mould."

Griffith's Ramayan Book II, Canto CXIII.

"বৎস! তুমি সচ্চরিত্র চারুশীল অতি।
লোকেরো স্বভাব জানে রাম রঘুপতি॥
তিনি যে তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার।
করিবেন, কি আশ্চর্য্য এতে বল আর॥
উৎসৃষ্ট যে জল, তাহা নিম্ন দিকে যায়।
ঊর্দ্ধদিকে নাহি যায়, কি সন্দেহ তা'য়॥
এবে বোধ হইতেছে, তোমার সমান।
ধরম বৎসল পুত্র যার বিদ্যমান॥
মৃত্যু সেই দশরথে আজো একবারে।
পারেনি করিতে লুপ্ত, কহিনু তোমারে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

১১৬ সর্গ। চিত্রকূটে রাম ও কুলপতির কথোপকথন।

রামচন্দ্র তপোবৃদ্ধ মুনির সহিত কথোপকথনে জানিতে পারিলেন যে, সেখানে রাক্ষসগণের বিস্তর উপদ্রব হইতেছে, সীতাসহ তথায় থাকা নির্ব্বিঘ্ন হইবে না। সেই হেতু, বিশেষ ভরতের সঙ্গে সেই স্থানে সাক্ষাৎ হওয়ায় সেই ঘটনার স্মৃতি এড়াইবার জন্য অন্য বনপ্রদেশে যাওয়া রামচন্দ্র সঙ্গত বোধ করিলেন। ভরতের সৈন্য সামন্ত এবং করী অশ্ব প্রভৃতির সমাগমে সেই স্থান অতীব অপরিচ্ছন্ন হওয়ায় সেই স্থান ত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলেন।

১১৭-১১৯ সর্গ। অত্রির আশ্রমে রামের গমন এবং তথায় সীতার ও অনুসূয়ার কথোপকথন।

অনুসূয়া অত্রি তাপসের ধার্ম্মিকা বনিতা। তিনি সীতার সঙ্গে কথোপকথনে নিতান্ত প্রীতা হইলেন এবং সীতা যে পতিপ্রাণা রমণিরত্নবিশেষ তাহাও বুঝিতে পারিলেন। তিনি নিতান্ত প্রীতা হইয়া সীতাকে দিব্যমাল্য, বস্ত্র, আভরণ প্রভৃতি প্রদান করিলেন। উহা কখনও ব্যবহারে মলিন বা নষ্ট হইবার নহে। রাম-লক্ষ্মণ ইহা দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন, সীতাদেবীও এই সব পাইয়া অতীব আহ্লাদিতা হইলেন।

কবি কালিদাস অত্রিপত্নী-প্রদত্ত অঙ্গরাগ সম্বন্ধে তাঁহার কবিত্বপূর্ণভাবে লিখিয়াছেন—

"অনুসূয়াতিসৃষ্টেন পুণ্যগন্ধেন কাননম্।
সা চকারাঙ্গরাগেণ পুষ্পোচ্চলিতষট্‌পদম্ ॥"২৭

রঘুবংশ ১২ সর্গ।

জানকী অনসূয়া কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিশুদ্ধ সুগন্ধি অঙ্গরাগ দ্বারা কাননভূমি এরূপ আমোদিত করিয়াছিলেন যে, অলিকুল কুসুমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার অঙ্গেই আসিয়া বসিতে লাগিল।"

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মুনিগণের সৎকারে সেই যামিনী অত্রি-আশ্রমে যাপন করিলেন, তৎপর দিন অন্য বনপথে দুর্গম অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"He left the holy crowd
His wife and brother by his side
Within the mighty wood he hied
So sinks the Day-God in his pride
Beneath a bank of cloud."

Griffith's Ramayan Book II, Canto CXIX.

বাল্মীকির রামায়ণে পতিপ্রাণা উর্ম্মিলা দেবী সম্পর্কে কোন বিষয় উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা কবির কৃতীত্ব। উর্ম্মিলা-চরিত্র অতুলনীয় ও অবর্ণনীয়। পাঠককে ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

এই ১১৯ সর্গে অযোধ্যাকাণ্ড শেষ হইল। এই অযোধ্যাকাণ্ডের বিশেষ ঘটনা রাম-বনবাস। সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের শিক্ষাফলেই যে রামচন্দ্র বনবাস স্বীকার করিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি কাহারও অনুরোধ মানিলেন না, কাহারও যুক্তি-তর্ক তাঁহার নিকট সঙ্গত বোধ হইল না। আদি-কাণ্ডে বিশ্বামিত্রকাহিনী প্রধান-ঘটনা, অযোধ্যাকাণ্ডের প্রধান-ঘটনা রামবনবাস তাহার পরোক্ষ পরিণাম ফল। মহাতপা বিশ্বামিত্রের নিকট শিক্ষা-দীক্ষা না পাইলে রামচন্দ্র বনে যাইতে স্বীকৃত হইতেন কি না সন্দেহ। বিশ্বামিত্রের নিকট বলা ও অতিবলা মন্ত্র না পাইলে রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দুর্গম অরণ্য-বাসে যাইতে সাহসী হইতেন কি? এজন্য বিশ্বামিত্রকাহিনী রামায়ণের ঘটনার মূল-কারণ, রামবনবাস তৎফলপ্রদ, তৎপরবর্ত্তী অপর কারণ। রাম সীতাসহ বনে না গেলে রামায়ণ-বর্ণিত রামবনবাসের পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ ঘটিত কি না সন্দেহ। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে বিশ্বামিত্রের শিক্ষাগুণেই রামের রাজ্যা-ভিষেকের আয়োজন হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই রামের বনবাস ঘটিয়াছিল, নতুবা ঘটিত কি না সন্দেহ। রাজা দশরথের বেশ স্মরণ ছিল যে, তিনি কৈকেয়ী-নন্দনকে রাজা করিতে কোন প্রকারে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এ জন্যই বোধ হয় অভিষেক-সময়ে ভরত আসিয়া কোন প্রতিবন্ধক না জন্মায়, প্রকারান্তরে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তিনি রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিতে মনস্থ করিলেন কি জন্য? কেবল যে রামচন্দ্র বয়োজ্যেষ্ঠ ও তাঁহার প্রিয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেক করিতে মনস্থ করিলেন, তাহা নহে, মহাতপা বিশ্বামিত্রের শিক্ষাফলে যে অভিনব অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাই রাজা দশরথকে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে অসময়ে প্রণোদিত করিয়াছিল।

রামচন্দ্র বিবাহাদির অন্তে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে ফিরিয়া আসার পর রাজা দশরথ তাহার এক অভিনব নূতন মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া একাধারে বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের শিক্ষাগুণে অত্যন্ত উন্নত হইয়াছেন। যে যজ্ঞ-উৎপীড়নকারী রাক্ষসসমূহ সংহারের জন্য তিনি স্বয়ং যাইতেও সশঙ্কিত ছিলেন, বিশ্বামিত্রের শিক্ষাগুণে দুর্গম অরণ্যগমন ক্লেশাদি

সহ্য করিয়া রামচন্দ্র অনায়াসে সেই সব যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন জানিয়া একাধারে তিনি বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত বলা ও অতিবলা মন্ত্র সম্পন্ন হওয়ায় এক নব প্রদীপ্ত তেজঃসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এ জন্যই তিনি দেখিলেন যে, রামচন্দ্রই সর্ব্বতোভাবে রাজা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সুতরাং তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেক করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি যদি তখন তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেক করিতে উদ্যত না হইতেন, তবে কি তাঁহার বনবাস ঘটিত? রাজা দশরথের মৃত্যুর পর স্বভাবতঃই জ্যেষ্ঠানুক্রমে ভরতের উপস্থিতিতেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে রামচন্দ্র রাজা হইতেন, তখন আর কোন গোলযোগ হইত না। বিশ্বামিত্রের শিক্ষাগুণেই অঘটন ঘটাইল, বলিতে হইবে। রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে রাজা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত দেখিয়া তাঁহার জীবনসত্ত্বেই রামকে রাজা করিতে মনস্থ করিলেন, তাহার ফলে রামচন্দ্রের বনবাস ঘটিল। সুতরাং মহাতপা সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রই মুখ্য ও গৌণভাবে সকল প্রকারেই রামায়ণ-কাহিনীর মূল কারণ, সন্দেহ নাই। সর্ব্বদর্শী বিশ্বামিত্র মুনি বোধ হয় অযোধ্যার রাজপরিবারের আভ্যন্তরিক অবস্থা সমস্তই জ্ঞাত ছিলেন, রামাভিষেক উদ্যোগে যে একটা গোলযোগ হইবে, তাহাও সম্ভবতঃ তিনি অবগত ছিলেন।

বিশ্বামিত্র মুনি রাম-লক্ষ্মণাদির বিবাহ সংঘটনও করিয়া দিয়াছিলেন। সীতা হেন পতিপ্রাণা নারীকে রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীস্বরূপ সংযোগ না করিয়া দিলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী যে তৎসঙ্গে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসিনী হইতেন তাহা কে বলিতে পারে? সীতা রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসিনী হওয়ায় সীতাহরণ হইল ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ ঘটিল, নতুবা ঘটিত কি? তেজঃপূর্ণ বীর্য্যশালী লক্ষ্মণ পূর্ব্ব হইতেই রামচন্দ্রে অনুরক্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু বিশ্বামিত্র শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা তাঁহাদের আসক্তি-বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া দিলেন। এজন্যই চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের সঙ্গে স্বইচ্ছায় মাতা স্ত্রী ও রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন। বীর্য্যশালী লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এইরূপ অনুগামী না হইলে শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন হইত কি? সীতাহরণ হইত কি? মেঘনাদ বধ হইত কি?

বিশ্বামিত্র যখন যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস-নিধনার্থ রামচন্দ্রকে নিতে চাহিলেন, তখন তিনি অবশ্য জানিতেন যে, লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের অনুগামী হইবে। লক্ষ্মণের তখন তাঁহাদের অনুগমন অনাবশ্যক বোধ করিলে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্মণকে তাঁহাদের সঙ্গে নেওয়ায় আপত্তি করিতেন ও নিয়া যাইতেন না। যোগশালী বিশ্বামিত্র মুনি জানিতেন যে, যেরূপ রামচন্দ্রের শিক্ষা ও দীক্ষা আবশ্যক, লক্ষ্মণেরও সেইরূপ শিক্ষা-দীক্ষা আবশ্যক। তিনি উভয়কে লইয়া শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা তাঁহাদের কঠোর ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করিয়া সুন্দররূপ গঠন করিয়া দিলেন। সুতরাং সর্ব্বতোভাবেই সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র রামায়ণ-কাহিনীর মূল-কারণ। প্রথমতঃ রামও লক্ষ্মণের দীক্ষা ও শিক্ষা এবং বিবাহসংঘটন, দ্বিতীয়তঃ সেই দীক্ষা-শিক্ষার ফলে রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন, তৃতীয়তঃ রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বনগমন, চতুর্থতঃ তাঁহারা তিন জন একসঙ্গে বনবাস যাওয়ায় শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদন, সীতাহরণ ও রাবণবংশ-ধ্বংস। এ সমস্তেরই মূল-কারণ মহাতপা সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র। মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু মহাতপা সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র মুনি রামায়ণ-কাহিনী সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিতে হইবে।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড প্রধান কাণ্ড। ইহা হইতে তৎসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্ম্মবৈষয়িক সকল প্রকারের অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। রাজা ও রাজরাণীগণের আচার-পদ্ধতি, নাগরিকগণের রীতিনীতি, মুনি-ঋষিগণের গতিবিধি সমস্ত এই কাণ্ডে বিস্তৃতিভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎসময়ে ভারতবর্ষীয় রাজনীতি বা সামাজিক অবস্থা বা ধর্ম্মনীতি যে কতদূর উন্নতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, তাহা অযোধ্যাকাণ্ড-পাঠেই সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়। কোন্ কোন্ সর্গ হইতে কি কি বিষয় জানা যায়, তাহার আভাস তৎপূর্ব্বের সর্গগুলিতে দেওয়া হইয়াছে, তৎপাঠেই তাহা বুঝা যায়।

বাল্মীকির রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না, পদ্মপুরাণে সেই ঘটনাটির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সীতার বাক্যে ঐ ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে

বর্ণিত আছে যে, ভরত রামের নিকট হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে, রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে একদিন শয়ান আছেন, এরূপ সময়ে ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্ত কাকরূপ ধারণ করিয়া নখে সীতা দেবীর স্তন বিদীর্ণ করিয়া দেন। সীতা দেবী কান্দিয়া উঠিলে রামের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কাকবধের জন্ম বাণ নিক্ষেপ করেন। কাক প্রাণভয়ে ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কেহই তাহাকে আশ্রয় দিল না। তখন সে নিরুপায় হইয়া রামেরই শরণাপন্ন হইল। রামচন্দ্র সদয় হইয়া তাহার প্রাণবধ করিলেন না সত্য, কিন্তু একটিমাত্র চক্ষু বিদ্ধ করিয়া দিলেন। তদবধি সমস্ত কাকেরই একচক্ষু অন্ধ। তুলসীদাস ও রঘুনন্দন অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে এবিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাস গুহক চণ্ডালের নিকট হইতে রামের প্রস্থানের পর ভরদ্বাজ মুনির নিকট হইতে চলিয়া যাওয়ার সময় এ ঘটনা রূপান্তরে বিবৃত করিয়াছেন। যথা—

"অগ্রে রাম যান পিছে শ্রীরাম-রমণী।
সজল-জলদ-সহ যেন সৌদামিনী॥
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিল সে আকাশে।
দেখিয়া সীতার রূপ আইলেন পাশে॥
অচেতন হইয়া ধরিতে নারে মন।
দুই নখে আঁচড়ে সীতার দুই স্তন॥
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস।
ছয় মাসের পথ গেল পর্ব্বত কৈলাস॥
ডাকেন জনক-সুতা ডরে উচ্চৈঃস্বরে।
শ্রীরাম বলেন ভাই সীতারে কে মারে॥
শুনিয়া রামের কথা কহেন লক্ষ্মণ।
সীতারে প্রহার করে হেন কোন জন॥
সুমিত্রা অধিক সীতা ঠাকুরাণী মা।
পলাইয়া গেল কাক আঁচড়িয়া গা॥
দেখিতে না পাই কাক গেল কোন স্থানে।
বাণেতে বিন্ধিয়া তারে মারিব পরাণে॥
হেনকালে রামেরে বলেন দেবী সীতা।
আঁচড়িয়া গেল কাক হয়েছি ব্যথিতা॥
কাক মারিবারে রাম পূরেণ সন্ধান।
যে দেশে যাইল কাক তথা যায় বাণ॥
কৈলাস ছাড়িয়া কাক স্বর্গপুরে যায়।
মারিতে রামের বাণ পিছু পিছু ধায়॥
খগেন্দ্র নিকটে কাক লইলা শরণ।
রামের ঐষিক বাণ হইল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ-বেশেতে গেল সে ইন্দ্রের ঠাঁই।
কহিলেন আমি সে জয়ন্ত কাক চাই॥
করিয়াছে মন্দ কর্ম্ম বধিব জীবন।
রাখিবে যে জন কাক তাহার মরণ॥
রাখিতে নারিয়া কাক দেব পুরন্দর।
আনিয়া দিলেন কাক বাণের গোচর॥
জয়ন্তেরে দেখে রোষে শ্রীরামের বাণ।
বিধিয়া করিল তার এক চক্ষু কাণ॥

শ্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক অঁাখি।
করুণা-সাগর রাম না মারেন পাখী॥
শ্রীরাম বলেন সীতা দেখ অপমান।
যে চক্ষে দেখিল সে চক্ষু হইল কাণ॥
অপমান পেয়ে কাক গেল নিজ দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এই ঘটনাটি কালিদাসের রঘুবংশেও বর্ণিত আছে।

"প্রভাতস্তম্ভিতচ্ছায়মাশ্রিতঃ স বনস্পতিম্।
কদাচিদঙ্কে সীতায়াঃ শিশ্যে কিঞ্চিদিব শ্রমাৎ॥ ২১
ঐন্দ্রিঃ কিল নখস্তস্যা বিদদার স্তনৌ দ্বিজঃ।
প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরভাগ্যমিবাচরন্॥
তস্মিন্নাস্থদিষীকাস্ত্রং রামো রামাববোধিতঃ।
আত্মানং মুমুচে তস্মাদেকনেত্রব্যয়েন সঃ॥ ২৩

রঘুবংশ ১২ সর্গ।

"একদা রামচন্দ্র স্বীয় প্রভাবে কোনও বৃক্ষের ছায়া স্তম্ভিত করিয়া ঈষৎ শ্রমবশতঃ বৃক্ষতলে সীতার ক্রোড়দেশে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।২১ সেই সময় ইন্দ্রপুত্র বায়স, প্রিয়সম্ভোগ-চিহ্নে দোষদর্শী হইয়াই যেন বৈদেহীর স্তনযুগল বিদীর্ণ করিল।২২

রাম সীতার বচনে জাগরিত হইয়া সেই কাকের প্রতি ইষীকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; কাক একটি চক্ষু প্রদান করিয়া তাহা হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিল।"২৩

চিত্রকূট হইতে ভরত-প্রত্যাগমনের পর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, রঘুবংশে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

রামের বনবাস ও চিত্রকূট ইত্যাদির বাল্মীকি-কৃত বর্ণনা সম্বন্ধে ওমান সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—

"The incidents connected with Rama's exile to the forests, his life and rambles at Chitrakuta, Bharat's imposing march through the same wooded country which the exiles had traver-

sed, affords the poet of the "Ramayana" rare opportunities of displaying his love for the picturesque and his strong natural leaning towards the serene, if uneventful, life of the hermit. Often in these early forest rovings, and indeed throughout the fourteen years of exile, does Rama, or some other one linger to note and admire the beauties of woodland and landscape, and to hold loving communion with the fair things of field and forest. Though he praises the cities, and pictures their grandeur of gold and gems, it is plain throughout that the poet's heart is in the woods, displaying on his part an appreciation of the charms of nature and scenery, very remarkable, indeed, when we consider how slowly the taste for the beauties of inanimate nature has developed in Europe. Oman's Indian Epics.

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।



অরণ্য-কাণ্ড

অরণ্য-কাণ্ড ৭৫টি সর্গে বিভক্ত।

১-২ সর্গ। রামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ ও তথায় ঋষিগণের সহিত কথোপকথন এবং রাক্ষস বিরাধ-ক্রোড়গত সীতাকে দেখিয়া রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণের বিক্রম-প্রকাশোদ্যোগ।

৩ সর্গ। রাম-লক্ষ্মণের সহিত বিরাধের যুদ্ধ ও তাঁহাদিগকে লইয়া বিরাধের পলায়ন।

৪ সর্গ। সীতার বিলাপ ও রাম-লক্ষ্মণ-কর্তৃক বিরাধ রাক্ষস বধ।

"মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক-কানন মধ্যে করিলেন গতি॥
অগ্রে যান রঘুনাথ পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
জনক-তনয়া মধ্যে কি শোভা তখন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা বড়ই সুন্দর ও স্বাভাবিক। এই বর্ণনা পাঠে সেই সময়ের প্রভাবশালী মুনি-ঋষিগণ তথায় কি প্রকার প্রীতিকর ও স্বর্গীয়ভাবে বাস করিতেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

"When Rama, valiant hero, stood
In the vast shade of Dandak wood,
His eyes on every side he bent
And saw a hermit settlement."

Griffith's Ramayan Book III, Canto I.

"পশি মহাবীর রাম দণ্ডক-কাননে।
তাপস-আশ্রম সব দেখিলা নয়নে॥
ব্রাহ্মী শ্রী সতত তথা করিছে বিরাজ।
এহেতু আশ্রম সব গগনের মাঝ॥
প্রদীপ্ত-তপন-সম দুনিরীক্ষ্য অতি।
হয়েছে, চৌদিকে বহে জ্যোতি-স্রোতস্বতী॥
সেইখানে অবিরত চীর-চর্ম্মধারী।
অনল-সকাশ আর ফলমূলাহারী॥

বেদশীল বৃদ্ধ জ্ঞানী তাপস নিচয়।
বাস করিছেন, ধর্ম্মে পবিত্র-হৃদয়॥
চারিদিকে কুশ-চীর রয়েছে পতিত।
প্রাঙ্গন সকল সদা অতি পরিষ্কৃত॥
মৃগ-পক্ষীগণ সুখে করে বিচরণ।
ঘাস খায় ফল খায় পুলকিত মন॥
সুপ্রশস্ত অগ্নিক্ষেত্র গৃহ সমুদয়।
প্রস্তুত রয়েছে অগ্নি জ্বলি'ছ তথায়॥
ফুল ভাণ্ড, মৃগচর্ম্ম জলের কলসী।
সমিধ প্রভৃতি তথা শোভে রাশি রাশি॥
নানাবিধ ফলমূল রয়েছে সঞ্চিত।
হইতেছে অবিরত বেদ উচ্চারিত॥
কোনখানে র'হিয়াছে পূজা উপহার।
কোথা হয় হোম-ঘৃত-গন্ধ চারিধার॥
স্থানে স্থানে পদ্মদল-অলঙ্কৃত-সর।
কোথা স্বাদুফল পূর্ণ বন্য-তরুবর॥
নির্ম্মাল্য-কুসুমদল চৌদিকে পড়িয়া।
অপ্সরা সকল নাচে শোভা বিলাইয়া॥
সর্ব্বভূত-শরণীয় সে সব আশ্রম।
নিরখিয়া রামচন্দ্র মহা-পরাক্রম॥
জ্যা-গুণ ধনুক হ'তে খুলিয়া তখন।
প্রবেশ করিলা ল'য়ে জানকী-লক্ষ্মণ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি-ঋষিগণ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে আহার্য্যার্থ নানাবিধ ফল-মূলাদি প্রদান করিলেন।

"And with glad blessings every sage
Received them in the hermitage.
Then Rama's form and stature tall
Entranced the wondering eyes of all,—
His youthful grace, his strength of limb,
And garb that nobly sat on him.
To Lakshman too their looks they raised,
And upon Sita's beauty gazed
With eyes that closed not lest their sight
Should miss the vision of delight.
Then the pure hermits of the wood.
Rejoicing in all creatures' good,
Their guest, the glorious Rama, led
Within a cot with leaves o'erhead.

With highest honour all the best
Of radiant saints received their guest,
With kind observance, as is meet,
And gave him water for his feet.
To highest pitch of rapture wrought
Their stores of roots and fruit they brought.
They poured their blessings on his head,
And 'All we have is thine,' they said."

Griffith's Ramayan Book III, Canto I.

তৎপর মুনি-ঋষিগণ রামচন্দ্রকে বলিলেন,—

"রাম। তুমি পূজ্য, মান্য, গুরু, দণ্ডদাতা।
ধর্ম্মের রক্ষক, শরণীয় ভয়ত্রাতা॥
সুররাজ বাসবের চতুর্থাংশভূত।
মহীপাল ধর্ম্ম-অনুসারে অবিরত॥
প্রকৃতিগণেরে করে রক্ষণাবেক্ষণ।
তা'ই তাঁর কাছে হয় নত সর্ব্বজন॥
আর এই হেতু তিনি চারুভোগ যত।
করিয়া থাকেন উপভোগ অবিরত॥
এক্ষণে নগরে কিংবা বনের মাঝার।
যথা থাক, রাজা তুমি আমা সবাকার॥
তব অধিকারে মোরা করিতেছি বাস।
আমা সবাকার প্রভু তুমি, মহেশ্বস॥
আমাদিগে রক্ষা করা উচিৎ তোমার।
তুমিই রক্ষক, রাম! আমা সবাকার॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Then the pure dwellers in the shade
To Raghu's son due honour paid,
And Lakshman, bringing store of roots,
And many a flower and woodland fruits.
And others strove the prince to please
With all attentive courtesies."

Griffith's Ramayan Book III, Canto I.

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা নিবিড় দণ্ডকারণ্যের ভিতর প্রবেশ করিলে বিরাধ রাক্ষসের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তখন দুষ্ট রাক্ষস জনক-দুহিতাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

* * * *

"Thus entertained he passed the night,
Then, with the morning's early light,
To all the hermits bade adieu
And sought his onward way anew."
Griffith's Ramayan Book III, Canto I.

নিবিড় দণ্ডকারণ্যে প্রবেশিলা তিন জন
ক্রমে করে দূরেতে গমন।
অকস্মাৎ ভয়াবহ, হেরিল বিকট-দেহ
পথিমাঝে এক নিশাচর ॥
পর্ব্বতের তুল্য কায়, বদন গহ্বর-প্রায়
চক্ষু দুটি বিষম কোটর।
মেঘের গর্জ্জন জিনি করয়ে গভীর ধ্বনি
নিশ্বাসে বহিল ঝড় বনে ॥
রামে বলে কেরে তোরা আমায় বলহ ত্বরা
আইলি হেথায় কি কারণে।
ভণ্ড যোগী-বেশ দেখি সঙ্গে নারী চন্দ্রমুখী
ধরিয়াছ অস্ত্র-শস্ত্র করে ॥
বসাইয়া নিজ কোলে রাক্ষস রাঘবে বলে
এ নারী আমার যোগ্যা হয়।
বধিয়া তোদের প্রাণ রুধির করিব পান
শুনি সীতা ভয়েতে কাঁপয় ॥
রাক্ষসের কথা শুনে শ্রীরাম প্রমাদ গণে
বারে বারে লক্ষ্মণে নেহারে।
সীতার বিপদে অতি চঞ্চল হইল মতি
কহিতে বচন নাহি সরে ॥
বুঝিলাম এত দিনে এ ঘোর দণ্ডক বনে
প্রাণে বাঁচিবার আশা নাই।
কৈকেয়ী জননী বড় দূরদর্শিতায় দড়
বুঝিয়া বিধান কৈল তায় ॥
রাজ্য গেল বনবাস পিতার জীবন-নাশ
তাহাতে না পাই দুঃখ যত।
পরশিয়া জানকীরে দুরাচার নিশাচরে
মনস্তাপ দিল মোরে কত ॥
বিনয়ে লক্ষ্মণ কন এত খেদ কি কারণ
কেবা আঁটে তব পরাক্রমে।
মারিয়া অমোঘ বাণ, বধ রাক্ষসের প্রাণ
নাহি কর বিলম্ব এক্ষণে ॥"
বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

যাহা হউক, পরিশেষে রাম-লক্ষ্মণ বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিলেন। সীতা দেবী বিপদ্মুক্ত হইলেন।

'The heroes, to their purpose true,
In fight the cruel demon slew,
And radiant with delight
Deep in the hollowed earth they cast

The monster roaring to the last,
In their resistless might."
Griffith's Ramayan Book III, Canto IV.

"Then Rama, having slain in fight
Viradha of terrific might,
With gentle words his spouse consoled,
And clasped her in his loving hold."
Griffith's Ramayan Book III, Canto V.

৫ সর্গ। শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামের প্রবেশ ও তৎসহ কথোপকথন এবং শরভঙ্গের অগ্নিতে দেহত্যাগ করিয়া দিব্যমূর্ত্তি-ধারণে ব্রহ্মলোকে গমন।

৬ সর্গ। রাম-সমীপে মুনি-ঋষিগণের রাক্ষসবধ-প্রার্থনা ও রামচন্দ্রের রাক্ষস-অত্যাচারের প্রতীকারে অঙ্গীকার।

"When he his heavenly home had found,
The holy men who dwelt around
To Rama flocked, whose martial fame
Shone glorious as the kindled flame:
Vaikhanasas who love the wild,
Pure hermits Balakhilyas styled,
Good Samprakshalas saints who live
On rays which moon and daystar give:
Those who with leaves their lives sustain,
And those who pound with stones their grain:
And they who lie in pools, and those
Whose corn, save teeth, no winnow knows:
Those who for beds the cold earth use,
And those who every couch refuse:
And those condemned to ceaseless pains,
Whose single foot their weight sustains:
And those who sleep neath open skies,
Whose food the wave or air supplies,

And hermits pure who spend their nights
On ground prepared for sacred rites :
Those who on hills their vigil hold,
Or dripping clothes around them fold :
The devotees who live for prayer,
Or the five fires unflinching bear.
On contemplation all intent,
With light that heavenly knowledge lent,
They came to Rama, saint and sage,
In Sarabhanga's hermitage.
The hermit crowd around him pressed.
And thus the virtuous chief addressed :"

Griffith's Ramayan Book III, Canto VI.

"বৈখানস, বালখিল্য মরীচি-তনয়।
সংপ্রক্ষাল, অশ্বকুট, আকাশ নিলয় ॥
অনব কাশিক দন্তোলূখল, অশয্যা।
পত্রাহার উন্মজ্জক আর গাত্র-শয্যা ॥
বায়ুভক্ষ, জলাহার, আর্দ্র-পটবাস।
আর যাঁরা স্থণ্ডিলেতে শোন বারমাস ॥
ঊর্দ্ধবাসী, তপোনিষ্ঠ, পঞ্চতপোন্বিত।
সকল তাপসগণ ধর্ম্মে সুবিদিত ॥
এইরূপ ঋষিগণ হ'য়ে অকপট।
উপনীত হইলেন রামের নিকট ॥
এই সব মুনিগণ তপঃ-পরায়ণ।
ব্রাহ্মী শ্রী-সম্পন্ন, জপপর অনুক্ষণ ॥
কহিলা ইহাঁরা রামে করি' সম্বোধন।
"হে রাম! দেবতাদের বাসব যেমন ॥
ইক্ষ্বাকুকুলের আর সমস্ত ধরার।
সেইরূপ প্রধান, নাথ তুমি গুণাধার ॥
যশ আর বিক্রমেতে ত্রিলোক-ভিতর।
বিখ্যাত হ'য়েছ তুমি, ওহে বীরবর ॥
পিতৃ-ব্রত আর সত্য তোমাতেই আছে।
সর্ব্ব-অঙ্গ পূর্ণ ধর্ম্ম আছে তব কাছে ॥
ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ তুমি ধরম-বৎসল।
যাহা কিছু ভাল, তাহা তোমাতে কেবল ॥
আমার অর্থিত্ব হেতু কঠোর বচনে।
যা' কিছু কহিব, ক্ষমা ক'র নিজ গুণে ॥
যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর করেন গ্রহণ।
অথচ প্রকৃতিগণে না করে' পালন ॥
অতীব অধর্ম্ম তাঁ'র হয় সংঘটন।
আর যিনি উহাদিগে প্রাণের সমান ॥
প্রাণাধিক পুত্রসম করি' অনুমান।
করেন বিশেষ যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ ॥
ইহকালে কীর্ত্তি তাঁর থাকে চিরন্তন।

* * * *

দেহ-অন্তে ব্রহ্মলোকে গতি লাভ হয় ॥
ইহ-পরলোকে সুখ তাঁহার নিশ্চয়।
মুনিগণ ফলমূল আহার করিয়া ॥
অবিরত যেই পুণ্য থাকেন সঞ্চিয়া।
তাহেও ধর্ম্মত প্রজাপালনে নিরত ॥
রাজার চতুর্থ অংশ আছে, সত্যব্রত।
এই বাণপ্রস্থদের তুমি, শূরবর ॥
একমাত্র নাথ, আর নাহি অন্তপর।
এক্ষণে ইঁহারা, হায়,অনাথের মত ॥
রাক্ষসের করে, রাম! হ'তেছেন হত।
ঘোররূপ রাক্ষসেরা যে সব মুনিরে ॥
বিনাশ করেছে বীর, পিয়িয়া রুধিরে।
তাঁহাদের মৃতদেহ বনের ভিতর ॥
দেখিয়া আসিবে চল, রাম রঘুবর।
যে সকল মুনি, বাছা! মন্দাকিনী-তটে ॥
পম্পা-উপকূলে আর গিরি-চিত্রকূটে।
আছেন করিয়া বাস, তাঁ'দিগে নিয়ত ॥
অতি উৎপীড়ন করে নিশাচর যত।
সেই সব দুরাচার বনের ভিতর ॥
নিঃসহায় সাধু মুনিগণের উপর।
আরম্ভ ক'রেছে সেইরূপ অত্যাচার ॥
কোন মতে কহিবারে নাহি পারি আর।
সবার শরণ্য তুমি,তোমার শরণ ॥
লইতে সকলে হেথা কৈনু আগমন।
বধ করে আমাদিগে রাক্ষস নিচয় ॥
রক্ষা কর রক্ষা কর রাম দয়াময়।
তোমার অপেক্ষা, রাম! এই পৃথিবীতে ॥
উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর না পাই দেখিতে।"
তাঁহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥
কহিলেন রামচন্দ্র তাঁ'দিগে তখন।
"হে তাপসগণ! মোরে এরূপ করিয়া ॥
বলিও না, মান্য করি মিনতি করিয়া।
আমি ত সদাই আছি তোমা সবাকার ॥
আজ্ঞাধীন, তাহা বই নাহি ভাবি আর।
এবে যবে পিতৃসত্য পালনের তরে ॥
আসিতে হ'য়েছে মোরে বনের ভিতরে।
এ প্রসঙ্গ ক্রমে আমি তোমা সবাকার ॥
করিব রাক্ষস-কৃত ক্লেশ প্রতীকার।
বলিতে কি, আমারও নিশ্চয় ইহার ॥
দর্শিবে বিশেষ ফল, সন্দেহ কি তার।
অতঃপর মম আর লক্ষ্মণের বল ॥
তোমরা প্রত্যক্ষ কর, হে তাপস-দল।
নিশ্চয় আমরা ঋষিকুলের কণ্টক ॥
রক্ষোগণে নিধনিব, না মানি' আটক।"

* * * *

এরূপ আশ্বাস দান করি' মুনিগণে ॥
পুলকিত মনে তবে তাঁহাদের সনে।
যাত্রা কৈলা সুতীক্ষ্ণ মুনির তপোবনে ॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

এই স্থলে মুনি-ঋষিগণের কঠোর উন্নত অবস্থার বর্ণনা বিশেষ দ্রষ্টব্য।

৭ সর্গ। রাম-লক্ষ্মণের সুতীক্ষ্ণাশ্রমে গমন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন।

৮ সর্গ। সুতীক্ষ্ণের নিকট হইতে রামের দণ্ডকবনে গমনাজ্ঞা গ্রহণ।

৯ সর্গ। রাম-লক্ষ্মণের সীতাসহ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ।

১০ সর্গ। রামের রাক্ষসবধ-হেতু কথন।

১০ম সর্গে রাম-সীতার সুন্দর একটু কথোপকথন বর্ণিত আছে। ইহাতে উভয়ের চরিত্র একটু পরিস্ফুট হইয়াছে। সীতাদেবী রামকে রাক্ষসবধে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন,—

"রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ।
অকারণে প্রাণী-বধে ঘটিবে প্রমাদ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম কর অবধান॥
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃ-ঘরে।
কহিলেন পিতা পূর্ব্ব-আখ্যান আমারে॥
দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে।
তাঁর স্থানে স্থাপ্য খড়্গ রাখে একজনে॥
পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্য-ধন।
তেঁই যত্নে অস্ত্রখানি রাখেন ব্রাহ্মণ॥
একদিন বৃদ্ধ পক্ষী তপোবনে বৈসে।
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে॥
মুনির কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন।
সে অস্ত্রের চোটে বধে পক্ষীর জীবন॥
হস্তে অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে॥
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন প্রয়োজন॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Pure in the hermit's grove remain,
True to thy duty, free from stain.
Reflect, thy choice with judgment make,
And do what seems the best."

Griffith's Ramayan Book III, Canto IX.

সীতাদেবী বলিলেন, "তোমাকে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে যাইতে দেখিয়া ও তোমার রাক্ষস-বধে অঙ্গীকার পালনরূপ ব্রত জানিয়া তোমার ঐহিক ও পার-ত্রিক কল্যাণ চিন্তা করতঃ আমার মন চিন্তাকুল হইয়াছে, তজ্জন্যই তোমাকে রাক্ষস-বধে নিষেধ করিতেছি। মুনি-ঋষি পর্য্যন্ত অস্ত্র ব্যবহার করিয়া ক্রমে তপস্যা ও অধ্যবসায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ানক অধর্ম্মজনক বিষয়ে লিপ্ত হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকেন।" সতী-সাধ্বী পতিপ্রাণা সীতাদেবী পতির

কল্যাণ কামনায় তাঁহাকে যে বাক্যটী বলিলেন, ইহাতেই তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও পতিপ্রাণতার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিনি আরও বলিলেন,—

"অতএব সদা তুমি শুদ্ধ-স্বত্ব হ'য়ে।
বনে ধর্ম্ম আচরণ কর নিরভয়ে॥
তোমারে প্রদান ক'রে ধর্ম্ম-উপদেশ।
কে আছে এমন এই জগতে প্রাণেশ॥
স্ত্রীজন-সুলভ শুধু চাপল্যে তোমায়।
এইরূপ কহিলাম সন্দেহ কি তায়॥
সম্যক বিচারী এবে লক্ষ্মণের সনে।
তাই কর যাহা ভাল বুঝ নিজ মনে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবীর এই বাক্যে বিনয়-নম্রতাও বিশেষরূপ দৃষ্ট হয়। স্বামীর প্রতি তিনি কখনও কটুভাষিণী ও উদ্ধতস্বভাবা ছিলেন না। এইরূপ বিনয় নম্রতার সহিত স্বামীকে উপদেশ দেওয়ায় সীতাদেবীকে পতিপ্রাণা, ধার্ম্মিকা, সাধ্বী রমণীদিগের আদর্শ স্বরূপা বলা যাইতে পারে।

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র প্রত্যুত্তরে সীতাদেবীকে মধুর বচনে বলিলেন—

"In thy wise speech, sweet love, I find
True impress of thy gentle mind,
Well skilled the warrior's path to trace,
Thou pride of Janak's ancient race.
What fitting answer shall I frame
To thy good words my honoured dame?"

Griffith's Ramayan Book III, Canto X.

"দেবী, তুমি উল্লেখিয়া ক্ষত্রিয়ের কুল।
সস্নেহে কহিলে বাক্য হিত অনুকূল॥
কি এর কহিব সতী, আমি প্রত্যুত্তর।
সবি ভাল যা শুনিনু তোমার গোচর॥
আর্ত্ত এই শব্দ মাত্র না থাকে যাহার।
ক্ষত্রিয়ের শরাসন এ হেতু জুয়ায়॥
এ কথাও শুনাইলে তুমি ত আমায়।
দণ্ডক-অরণ্যবাসী মুনি যত জন॥
আর্ত্ত হ'য়ে লইলেন আমার শরণ।
সর্ব্বকালে বন-মাঝে ইহারা সকলে॥
ধরিয়া থাকেন প্রাণ শুধু মূল-ফলে।
কিন্তু ক্রূরতম যত নিশাচরগণ॥
অসুখী এদিকে করে করিয়া পীড়ন।
নরমাংস-লোভী যত রাক্ষস দুর্জ্জন॥
ইহাদিকে বধ করি করিছে ভক্ষণ।
বিশেষ বিপন্ন হয়ে ইহারা সকলে॥

জানাইলা দুঃখ সব একে একে ব'লে।
ইহাদের মুখে শুনি সেই সমুদয়॥
শান্তির উদ্দেশে কৈনু সান্ত্বনা কথায়।

* * * *

সীতে, মুনিদের মুখে শুনি এই বাণী।
ইহাদের রক্ষা ভার লইয়াছি আমি॥
সত্যই আমার প্রিয় জানিও নিশ্চয়।
সত্যই আমার প্রাণ অন্তর হৃদয়॥
স্বীকার করিয়া তার অন্যথাচরণ।
পারিব না প্রাণান্তেও করিতে কখন॥
বরঞ্চ অনাসে প্রাণ পারি ত্যজিবারে।
লক্ষ্মণের সনে পারি ত্যজিতে তোমারে॥
কিন্তু ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিশ্রুত হ'য়ে।
ব্যতিক্রম আমি তার করি কি করিয়ে॥
প্রার্থনা না করিলেও করিতাম যাহা।
অঙ্গীকার করিয়া কিরূপে লঙ্ঘিব তাহা॥
জানকি! সৌহার্দ্দ আর স্নেহ-নিবন্ধন।
যা কহিলে, শুনি তাহা তুষ্ট মম মন॥
প্রিয় বই অপ্রিয়েরে কেহ কি কখন।
কহিবারে পারে হেন প্রিয় সুবচন॥
হয়েছ যেরূপ কুলে উৎপন্ন জানকি!
এ বাক্য সঙ্গত তার অধিক কব কি?
সুসঙ্গত এই বাক্য তোমারো সুন্দরি!
এ বাক্যে তোমার আমি গুণজ্ঞান করি॥
আমার প্রাণের চেয়ে তুমি প্রিয়তমা।
সঙ্কল্পে আমার সায় দাও মনোরমা॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"I know thy words, mine own dear dame,
From thy sweet heart's affection came:
I thank thee for thy gentle speech,
For those we love are those we teach.
'Tis like thyself, O fair of face,
'Tis worthy of thy noble race:
Dearer than life, thy feet are set
In righteous paths they ne'er forget."

Griffith's Ramayan Book III, Canto X.

এ বাক্যগুলি ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রেরই উপযুক্ত বটে। তিনি প্রিয়তমা ধার্ম্মিকা পতিপ্রাণা পত্নীর কথায় কর্ত্তব্যচ্যুত হইলেন না। তিনি তাঁহাকে নিজ কর্ত্তব্য সুমধুর-বাক্যে বুঝাইয়া দিলেন। প্রথমতঃ বলিলেন যে, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে তিনি রাক্ষস-বিনাশে বাধ্য, দ্বিতীয়তঃ তিনি তাপসদিগের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করিতে তিনি বাধ্য। কেন না সত্য হইতে তিনি

স্খলিত হইতে পারেন না। কিন্তু সীতা বাক্যও যে নিতান্ত অসঙ্গত নহে তাহাও তিনি স্বীকার করিলেন। রামচন্দ্র ধার্ম্মিকা, পতিপ্রাণা, সাধ্বী পত্নীকে যে ভাবে প্রবোধ দিলেন তাহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। তিনি সীতাদেবীকে কোন রূঢ়-কথা বলিলেন না, বরং তাঁহার গুণানুবাদ করিলেন। এস্থলে রামচন্দ্রের বাক্যগুলি আদর্শ স্বামীরই উপযুক্ত। কিন্তু সীতাদেবী যেরূপ একজন আদর্শ-রমণীরত্ন, ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র তদুপযোগী আদর্শ স্বামী ছিলেন কি না সন্দেহ। রামায়ণের পরবর্ত্তী ঘটনাতেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

১১ সর্গ। রামের নিকট সুতীক্ষ্ণ মুনির সরোবর-বৃত্তান্ত কথন ও ইল্বল-বাতাপীর উপাখ্যান ও অগস্ত্য-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

"Rama went foremost of the three,
Next Sita, followed fair to see,
And Lakshman with his bow in hand
Walked hindmost of the little band."
Griffith's Ramayan Book III, Canto XI.

এই সর্গের প্রারম্ভে দণ্ডকারণ্যের কিছু সুন্দর বর্ণনা আছে।

"সকলের আগে রাম মাঝারে জানকী।
পশ্চাতে চলিল বীর লক্ষ্মণ ধানুকী॥
উহারা গমন-পথে করিলা দর্শন।
ভূধর-শিখর নানা চিত্র সুশোভন॥
নিবিড় অরণ্য তাহে তরু নানা-জাতি।
সুরম্য তটিনী-জলে ঝকে ভানুজ্যোতি॥
নদীর পুলিনে চরে সারস নিকর।
চক্রবাক পক্ষী আর মধুর সুস্বর॥
প্রফুল্ল কমলময় সরসী সুন্দর।
জলচর পক্ষী তায় খেলে নিরন্তর॥
যূথ-বদ্ধ হরিণেরা করে বিচরণ।
দেখিলা কোথাও তরু অরাতি বারণ॥
দেখিলেন মদোন্মত্ত মহিষ কোথায়।
দেখিলা বরাহগণ কোথা ছুটি যায়॥
ক্রমে তারা বহুদূরে করিলা গমন।
দিবা অবসান হ'য়ে আসিল তখন॥
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

অনন্তর রামচন্দ্র-জানকী-লক্ষ্মণ।
এক দীর্ঘিকার কাছে করিলা গমন॥
যোজন-প্রমাণ সেই দীর্ঘিকার কায়।
অতিশয় স্বচ্ছ জল ভরা আছে তায়॥

রক্ত-শ্বেত শতদল তাহে ফুটি আছে।
জলচর পক্ষীগণ চরে কাছে কাছে ॥
তীরে নীরে করিগণ করে বিচরণ।
শুণ্ডে উঠাইয়া জল করয়ে ক্ষেপণ ॥
সেই চারু সরোবরে গীত বাদ্যরব।
উত্থিত হইতে ছিল শুনিলা রাঘব ॥
কিন্তু তথা নাহি কোন জীবের সঞ্চার।
কোথা গীত-বাদ্য হয় বিচিত্র ব্যাপার ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে তাহা করি দরশন।
চমৎকৃত হয়ে রৈলা কৌতুকে মগন ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

তাঁহারা তখন ধর্ম্মভৃৎ নামক এক তাপসের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিলেন—

"পঞ্চাপ্সর নামে খ্যাত এই সরোবর।
* * * *
পূর্ব্বে মুনি মাণ্ডকর্ণী তপস্যার বলে।
নির্ম্মাণ করিলা ইহা জানে তা সকলে ॥
সেই সব অপ্সরার কারণে তখন।
এ সরসী-মাঝে এক গুপ্ত-নিকেতন ॥
নির্ম্মাণ করিয়া দিলা, তাহারা সেখানে।
মুনিরে লইয়া সাথে, পুলকিত প্রাণে ॥
আমোদ কৌতুকে খেলা করিছে সদাই।
তাদের সঙ্গীত-বাদ্য শুনা যায় ভাই ॥"

"So when the sportive nymphs within
Those secret bowers their play begin,
You hear the singer's dulcet tones
Blend sweetly with their tinkling zones."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XI.

মাণ্ডকর্ণী মুনি সেই সরোবর মধ্যে তাহার সহচরী অপ্সরাদের জন্য এক গুপ্ত নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রতীয়মান হয়, সে কালে শিল্পকর্ম্মই বা কত উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

"পরে তথা হ'তে এক এক করি
আর আর তপোবন।
ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলা
রামচন্দ্র বশোধন ॥
আশ্রমে যাঁহার গিয়াছিলা আগে
গেলা তথা পুনরায়।
কোথা দশ মাস কোথা সংবৎসর
কোথা চারি মাস যায় ॥

কোথা পাঁচ মাস কোথা ছয় মাস
বর্ষাধিক কাল কোথা।
কোথা তিন মাস কোথা আট মাস
বাস কৈলা রঘুমণি॥

এইরূপে তিনি দশ বর্ষ কাল
কাটালেন দিন গণি।"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

এইরূপে রামচন্দ্রের দশবর্ষকাল বনবাস কাটিয়া গেল।

"As there the hero dwelt at ease
Among those holy devotees,
In days untroubled over his head
Ten circling years of pleasure fled."
Griffith's Ramayan Book III, Canto XI.

"অনন্তর সুতীক্ষের তপোবন মাঝ।
আবার গেলেন বীর রাম রঘুরাজ॥" রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

অনন্তর তাঁহারা অগস্ত্য মুনির আশ্রমে যাইয়া উপনীত হইলেন। এই অগস্ত্য মুনি ঋক্‌বেদের কতকগুলি ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ মধ্যেও ইনি একজন। ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকে ইহাঁ দ্বারা আর্য্য-সভ্যতার অনেক উন্নতি সাধন হয়।

ইল্বল ও বাতাপী নামক অসুর ভ্রাতৃদ্বয়কে তিনি কি প্রকারে নিহত করেন তাহার বর্ণনা এস্থলে বিশেষরূপ আছে। এ অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বর্ণনাটী রহস্যজনক; এজন্য উহা উদ্ধৃত করা গেল।

"ইল্বল বাতাপি নামে অসুর দুজন।
অতিশয় অত্যাচারী বিষম ভীষণ॥
করেছিল এই স্থান পূর্ব্বে অধিকার
করিত সেই দুই ভ্রাতা ব্রাহ্মণ সংহার॥
ইল্বল ব্রাহ্মণ বেশ করিয়া ধারণ।
সংস্কৃত বাক্য মুখে করি উচ্চারণ॥
শ্রাদ্ধোদ্দেশে বিপ্রগণে নিমন্ত্রণ করি।
আনিত সে দুরাচার করিয়া চাতুরী॥
মেষরূপী বাতাপীরে করিয়া রন্ধন।
যথারীতি বিপ্রগণে করাত ভোজন॥
ব্রাহ্মণগণের শেষ হইলে আহার।
নির্দ্দয় ইল্বল বাতাপী দুরাচার॥
কহিত, বাতাপী এস ত্বরায় বাহিরে।
বাতাপিও তাঁহাদের পূত-দেহ চিরে॥
মেষের মতন রবে হইত নির্গত।
নিরীহ ব্রাহ্মণগণ হইত নিহত॥

এইরূপে সেই দুই দুরাচার ভাই।
কত বিপ্র বিনাশিল সংখ্যা তার নাই ॥
একদিন অনুরোধ কৈলা দেবগণ।
অগস্ত্য মুনিরে লৈতে শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণ ॥
তাহাদের অনুরোধ করিয়া রক্ষণ।
বাতাপী অসুরে মুনি করিলা ভক্ষণ ॥
শ্রাদ্ধান্তে ইল্বল জল প্রদানি অচিরে।
কহিল, বাতাপি এস ত্বরায় বাহিরে ॥
হাসিয়া অগস্ত্য মুনি কহিলা তখন।
ইল্বল, বিফল এবে তব আকিঞ্চন ॥
তব মেষরূপী ভ্রাতা শুনহে অসুর।
জঠর-অনলে দহি গেলা যমপুর ॥
এবে সে নির্গত বল হইবে কেমনে।
কেন বৃথা আশা আর কর মনে মনে ॥
ইল্বল তখন শুনি ভ্রাতার নিধন।
অগস্ত্যেরে বিনাশিতে করিল চিন্তন ॥
ধাবমান হল দুষ্ট রুষি ভীমবেগে।
ভস্ম হল অগস্ত্যের কটাক্ষ-অনলে ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"As Rama thus the tale rehearsed,
And with Sumitra's son conversed,
The setting sun his last rays shed
And evening over the land was spread."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XI.

তৎপর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী অগস্ত্যের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

"গমনের কালে তিনি করিলা দর্শন।
অশোক-কানন তরু নয়ন-শোভন ॥
নক্তমাল, বিল্বজল কদম্ব মধুকণ।
তিনিশ পলাশ সাল বদরী তিন্দুক ॥
সেই তরুগণ মাঝে কেহ কুসুমিত।
কেহ ফলভরে নত কেহ বা বঞ্চিত ॥
মঞ্জুরিত লতাজালে সেই তরুগণ।
বেষ্টিত হইয়া করে শোভা বিতরণ ॥
করি-শুণ্ডে কোন তরু হতেছে দলিত।
কপিগণে কোন তরু হতেছে শোভিত ॥
পক্ষি-রবে কোন তরু হতেছে ধ্বনিত।"

✓রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

দণ্ডকারণ্যের* এই সমস্ত স্বাভাবিক সুন্দর-বর্ণনা-পাঠে দণ্ডকারণ্য যে কিরূপ সুশোভন ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এজন্যই উহা মুনি-ঋষিগণের আবাস-স্থান ছিল। তৎপর রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি অগস্ত্যাশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইলে লক্ষ্মণ রামের আদেশে প্রথমে একাকী অগস্ত্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

---

* দণ্ডকারণ্য—গোদাবরীনদীস্থিত বিশাল অরণ্যানী।

এই অগস্ত্য মুনি একজন মহাতেজা ক্ষমতাশালী ঋষি ছিলেন। প্রবাদ আছে যে—

"তপনের পথরোধ করিবার তরে।
বিন্ধ্যগিরি বেড়েছিল উচ্চ কলেবরে॥
অগস্ত্য মুনির কিন্তু আদেশ পাইয়া।
রয়েছে সে মহীধর নিরস্ত হইয়া॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"The liar's tongue, the tyrant's mind
Within these bounds no home may find;
No cheat, no sinner here can be:
So holy and so good is he."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XI.

অগস্ত্য মুনির আশ্রমও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। বোধ হয়, তাঁহার আশ্রম বিন্ধ্যগিরির নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল। রামচন্দ্র অগস্ত্যঋষি ও তাঁহার আশ্রম-সম্পর্কে লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"এ আশ্রমে হয় সদা নানাবিধ যাগ।
আকুল হয়েছে তাই ধূমে বনভাগ॥
কুশ চীর যথা তথা ওই শোভা পায়।
মৃগযূথ নির্ব্বিরোধী, পাখীগণে গায়॥
যমসম অসুরেরে করিয়া বিনাশ।
স্থাপিলা দক্ষিণে যিনি মানবের বাস॥
সেই মহাপুণ্যশীল অগস্ত্য মুনির।
এ আশ্রম, এবে আমি জানিলাম স্থির॥
তাঁহার প্রভাবে, ভাই রাক্ষস-নিচয়।
এদিকে কেবল চায় অগ্রসর নয়॥
যদবধি এই দিক করিয়া আশ্রয়।
আছেন অগস্ত্য এই মুনি মহাশয়॥
তদবধি বৈরশূন্য শান্তশীল হ'য়ে।
রয়েছে রাক্ষসগণ ব্যাকুল-হৃদয়ে॥
এইরূপ জনশ্রুতি করেছে শ্রবণ।
অগস্ত্যমুনির নাম করিলে গ্রহণ॥
এই দিকে আর কোন বিপদের ভয়।
থাকে না, তেজস্বী হেন মুনি মহাশয়॥

* * *

সাধু সকলের তিনি পূজনীয় অতি।
সজ্জনের হিতকারী বিপন্নের গতি॥
আমরা সেখানে ভাই হ'লে উপনীত।
মঙ্গল বিধান মুনি করিবে উচিত॥

* * *

দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ-মহর্ষি-নিকর।
আহার সংযমি হেথা সবে নিরন্তর॥
আরাধিয়া তারে হন পবিত্র অন্তর।

* * *

মিথ্যাবাদী ক্রূর সব দুষ্ট পাপীগণ।
এখানে বাঁচিতে নারে ঘটয়ে মরণ॥
পতঙ্গ-উরগ-যক্ষ-দেবতা নিচয়।
মিতাহারী হয়ে হেথা ধরম সাধয়॥
সকলের শুভ-কার্য্যে হেথা সুরগণ।
যক্ষত্ব সুরত্ব রাজ্য করেন অর্পণ॥
এখান হতেই ভাই জ্ঞানী মুনিগণ।
তপঃসিদ্ধ হয়ে দেহ করি বিসর্জ্জন॥
ধরিয়া নূতন দেহ সূর্য্যপ্রভ-রথে।
আরোহণ করিয়া থাকেন স্বর্গ-পথে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

১২ সর্গ। অগস্ত্যের সহিত রামের সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্র-প্রাপ্তি।

১৩ সর্গ। রামের সহিত অগস্ত্যের কথোপকথন। মহামুনি অগস্ত্য রামকে কতকগুলি অস্ত্র প্রদান করিলেন ও নানাবিধ কথোপকথনের পর পঞ্চবটীতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে উপদেশ দিলেন। অশ্বথ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকী এই পঞ্চ বট (বৃক্ষ) ময় স্থানকেই বা বনভাগকেই পঞ্চবটী বলা হইত।

"অতি রমণীয় উহা তথা ফল-মূল।
সুপ্রচুর সলিলের নাহি অপ্রতুল॥
সেখানে যথেষ্ট আছে মৃগ-পক্ষীগণ।
প্রকৃতির শোভা তথা অতি অতুলন॥"

১৪ সর্গ। রামের সহিত জটায়ুর সাক্ষাৎ ও জটায়ুর উৎপত্তি-কীর্ত্তন।

এই সর্গে সর্ব্বপ্রকার জীবগণ কি প্রকারে সৃষ্ট হইল, তাহার বিবরণ জটায়ু পক্ষী রাম-লক্ষ্মণকে বলিলেন। জটায়ু রাজা দশরথের বন্ধু ছিলেন। এ সৃষ্টির ইতিহাসটী জানিবার বিষয় বটে। পরস্পরের পরিচয়ান্তে জটায়ু নিজকুল পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"পূর্ব্বকালে হয়ে ছিলা যাঁরা প্রজাপতি।
কহিব তাদের নাম শুনহে সম্প্রতি॥
প্রজাপতিদের মাঝে কর্দ্দম প্রথম।
কর্দ্দমের পর যাঁরা করহ শ্রবণ॥
ধার্ম্মিক বিকৃত শেষ সুশীল সংশ্রয়।
মহাবল বসুপুত্র স্থানু মহাশয়॥
মহর্ষি মরীচি অত্রি ক্রতু জ্ঞানবান্।
পুলস্ত্য পুলহ আর অঙ্গিরা ধীমান্॥
প্রচেতা ধীশীল দক্ষ জ্ঞানী বিবস্বান্।
সুবিজ্ঞ অরিষ্টনেমি, কশ্যপ ধীমান্॥
প্রজাপতি দক্ষের যে জন্মে কন্যাগণ।
তাহাদের সংখ্যা ষাট যশে অতুলন॥
সেই সে কশ্যপ-ঋষি উহার ভিতরে।
আটটি কন্যার কর লৈলা নিজ করে॥
তাহাদের নাম রাম করহ শ্রবণ।
সুশীলা অদিতি দিতি দনু বাছাধন॥

আর সে কালকা তাম্রা ক্রোধবশা মনু।
অমলা এ আট কন্যা শুন রাজ-সুনু ॥
কশ্যপ বিবাহ করি কৈলা পত্নীগণে।
প্রিয়তমা পত্নীগণ তোমরা এক্ষণে ॥
আমার সমান ত্রিলোকের প্রজাপতি।
পুত্রগণে প্রসব করহ যত সতি ॥
তখন অদিতি দিতি দনু কালকার।
তাহে সম্মতির বাকী না রহিল আর ॥
কিন্তু কেহ কেহ তাহে হলনা সম্মত।
দেখিতে পুত্রের মুখ ইচ্ছা নাহি তত ॥
অদিতির গর্ভে জন্মে তেত্রিশ কুমার।
অশ্বিনী-কুমারদ্বয় অষ্ট বসু আর ॥
দ্বাদশ-আদিত্য রুদ্র একাদশ জন।
তেত্রিশ দেবতা বলি পরিচিত হন ॥
দৈত্যগণ জন্ম লৈল দিতির উদরে।
পূর্ব্বে ধরা ছিল তাহাদের অধিকারে ॥
দনু হতে অশ্বগ্রীব কালকা হইতে।
নরক, কালক আসে এই ধরণীতে ॥
তাহা হইতে পঞ্চকন্যা ক্রৌঞ্চী, ভাসী, স্যেণী।
ধৃতরাষ্ট্রী শুকী এরা প্রসিদ্ধ মেদিনী ॥
উলূক ক্রৌঞ্চী গর্ভে ভাসী গর্ভে ভাস।
শ্যেণী গর্ভে শ্যেণ, গৃধ্র জন্মে মহোল্লাস ॥
চক্রবাক কল হংস আর হংস রাম।
ধৃতরাষ্ট্রী হতে আসে এ মেদিনী-ধাম ॥
আর শুন মহাবীর শুকী হতে নতা।
নতার জনমে কন্যা নামেতে বিনতা ॥
ক্রোধবশা হতে জন্মে মৃগী মৃগ মদা।
মাতঙ্গী শার্দ্দুলী শ্বেতা হরিভদ্র মদা ॥
সুরভি সুরসা কদ্রু কন্যা দশজন।
সুনেত্রা মৃগীর পুত্র জন্মে মৃগগণ ॥
মৃগমদা হতে জন্মে শুন বীরবর।
ভল্লুক সৃমর আর যতেক চমর ॥
ভদ্রমদা হতে জন্মে কন্যা ইরাবতী।
ঐরাবত পুত্র এর শুন রঘুপতি ॥
প্রীতি কহয়ে হরি কেশরী বানরে।
গোলাঙ্গুল, ব্যাঘ্র জন্মে শার্দ্দুল উদরে ॥
মাতঙ্গী হইতে জন্মে মাতঙ্গ নিচয়।
শ্বেতা হতে দিগ্‌গজ সমুৎপন্ন হয় ॥
রোহিণী, গন্ধর্ব্বী এই কন্যা দুই জন।
সুরভির গর্ভে করে জনম গ্রহণ ॥
গোবংশ জনম লভে রোহিণী হইতে।
গন্ধর্ব্বী হইতে অশ্ব আসে পৃথিবীতে ॥
বহুশীর্ষ সর্প জন্মে গর্ভে সুরসার।
কদ্রু হতে জন্মে সর্প বিবিধ প্রকার ॥
মনু হতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইল।
মুখে বিপ্র বাহু হতে ক্ষত্রিয় উঠিল ॥
উরু হ'তে বৈশ্য আর চরণ হইতে।
জনম লভিল শূদ্র শুন মহামতে ॥
অমলা হইতে পূত ফল-বৃক্ষ-দল।
উৎপন্ন হয়েছে শুন, রাম মহাবল ॥
শুকী পৌত্রী বিনতা হইতে দুই ভাই।
গরুড়, অরুণ জন্মে খ্যাত সর্ব্ব ঠাঁই ॥
সেই অরুণের পুত্র আমি বাছাধন।
জটায়ু আমার নাম করহ শ্রবণ ॥
আমার জননী শ্যেনী অগ্রজ সম্পাতি।
এই বনে সুখ মনে থাকি দিবারাতি ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বাল্মীকি মনুকে প্রজাপতি দক্ষের একটি কন্যাস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মনু পুরুষ ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এ বিষয় মীমাংসা করা কঠিন।

বাল্মীকি প্রজাপতি দক্ষের ষাইটটি কন্যার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মতান্তরে তাঁহার চব্বিশটি কন্যা ছিল; তন্মধ্যে মহাদেবের স্ত্রী সতীদেবী সর্ব্বকনিষ্ঠা। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রজাপতি দক্ষের সাতাইশটি কন্যা ছিল, তাহারা অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটি নক্ষত্র হইয়াছেন।

বাল্মীকি কর্দ্দম হইতে কশ্যপ পর্য্যন্ত সপ্তদশ প্রজাপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় এ বিষয় এরূপ বর্ণিত আছে।

"দ্বিধা কৃতাত্মনাদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজং প্রভুঃ।
তপস্তপ্তা সৃজদ্যন্তু সস্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসপ্তমাঃ॥
অহং প্রজাসিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত সুদুশ্চরম্।
পতীন প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতোদশ
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ
এতে মনূং স্তু সপ্তন্যানসৃজন্ ভূরিতে জনং।
দেবান্দেব নিকায়াং শ্চ মহর্ষী শ্চামি তৌজসঃ॥

মনুসংহিতা ১ম অধ্যায়।

"তিনি স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা। আপনার দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষ ও অর্দ্ধভাগে নারী হইলেন এবং ঐ স্ত্রীতে বিরাট্‌কে উৎপন্ন করিলেন। সেই বিরাট্ পুরুষ স্বয়ং তপস্যা করিয়া সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা-স্বরূপ আমাকে সৃষ্টি করিলেন। আমি প্রজা-সৃষ্টি-মানসে অতি ক্লেশকর তপস্যা করিয়া প্রজাপতি-স্বরূপ দশজন মহর্ষি প্রথমে সৃষ্টি করিলাম; সেই দশজনের নাম, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

সেই অতি তেজস্বী মহর্ষিগণ আবার সাতজন মনু (প্রজাপতি) দেবগণ, দেবস্থান সকল ও মহর্ষিদিগকে সৃষ্টি করিলেন।"

দেখা যাইতেছে, মনুসংহিতার ও রামায়ণের প্রজাপতিদের নামের পর্য্যন্ত ঐক্য নাই। সুতরাং রামায়ণের এই চতুর্দ্দশ সর্গটি প্রক্ষিপ্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে।

১৫ সর্গ। পঞ্চবটীতে কুটীর নির্ম্মাণ ও তথায় রামচন্দ্র প্রভৃতির বাস।

রাম-লক্ষ্মণাদি গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটী অতি সুন্দর রমণীয় স্থান।

"পাতা-লতা-নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"অগস্ত্য যাহার কথা কৈল উত্থাপিত।
অই সেই গোদাবরী হয় প্রধাবিত॥
অই নদী খুব কাছে খুব দূরে নয়।
মাঝামাঝি অই দেখ প্রবাহিত হয়॥
সারস মরাল হংস চক্রবাক্ পাখী।
জলে ওর খেলা করে কাছে দূরে থাকি॥
বহুসংখ্য মৃগ ভাই হয়ে তৃষাতুর।
ও নদীর জলে তৃষ্ণা করিতেছে দূর॥
ওই তটিনীর তটে নিরখ লক্ষ্মণ।
বিকচ-কুসুম-দলে শোভে তরুগণ॥
বন্দর বকুল এই পর্ব্বতের শ্রেণী।
সারি সারি শোভে যেন প্রকৃতির বেণী॥
অতিশয় উচ্চ অই ধরাধর সব।
তদুপরি ময়ূরেরা করে কেকারব॥
ও পর্ব্বতে আছে তাম্র-রজত-কাঞ্চন।
এ হেতু হয়েছে উহা নয়ন-শোভন॥
নানাবর্ণ বিচিত্র মাতঙ্গ মতন।
তিনিশ তিলক তাল, পনস, চন্দন॥
খর্জ্জুর পাটল সাল খদির স্যন্দন।

চম্পক পলাশ জল-কদম্ব তমাল।
কিংশুক কেতকী শমী কদম্ব রসাল।
হরীতকী অশ্বকর্ণ বদরী বকুল।
কপিলা অর্জ্জুন ধব লকুচ বঞ্জুল॥
প্রভৃতি পাদপগণ কিবা সুশোভিত।
লতা গুল্ম সেই সবে রয়েছে জড়িত॥
এই স্থান সুপবিত্র অতি মনোহর।
এই খানে মৃগ পক্ষী রয়েছে বিস্তর॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার মেঘনাদ-বধ কাব্যে সীতার

বাচনিক সরমার নিকট পঞ্চবটীর বর্ণনা, তথায় তাঁহাদের সুখ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"ছিনু মোরা সুলোচনে! গোদাবরী-তীরে
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে, ছিনু ঘোর বনে
নাম পঞ্চবটী; মর্ত্তে সুর-বন সম
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি
দণ্ডক-ভাণ্ডার যার; ভাবি দেখ মনে
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব-নাশে
সতত-বিরত সখি রাঘবেন্দ্র বলী
দয়ার-সাগর নাম বিদিত জগতে।

ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ রাজার নন্দিনী
রঘুকুল-বধূ আমি, কিন্তু এ কাননে
পাইনু সরমা সই; পরম পীরিতি
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুল-কুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী বনচর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ! কোন্ রানী কহ শশিমুখী
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখীসহ শিখিনী-সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর নর্ত্তক-নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?

অতিথি আসিত নিত্য করভ-করভী
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনু ঘনবর-শিরে
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে।
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষ্ণাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ প্রসাদে।
সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে
(অতুল রতন সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে হাসিতেন প্রভু
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।"

* * * *

পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায় সখি কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার কান্তি আমি ; সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বনদেবী করে।
সৌরকররাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষিবংশ-বধু
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার-ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা কত শত রঙে।)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।

নবলতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরুসহ, চুম্বিতাম, মুঞ্জরিত যবে
দম্পতি-মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি,
নাতিনী বলিয়া সবে। গুঞ্জরিলে অলি
নাতিনী জামাই বলি বরিতাম তারে।
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী তটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী
নব-নিশাকান্ত-কান্তি। কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত উপরে, সখি! বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল-রসাল-মূলে। কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাস নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে
আগম-পুরাণ-বেদ-পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে,
শুনিতাম সেইরূপে আমিও রূপসি
নানাকথা। এখনও এ বিজন বনে
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী।"

১৬ সর্গ। লক্ষ্মণের হেমন্ত-বর্ণনাদি।

হেমন্তকালের শোভা-দর্শনে লক্ষ্মণ উৎফুল্লচিত্ত হইয়া তাহার সুন্দর বর্ণনা করিলেন, তৎপর ভরতের ধার্ম্মিকতা ও সহৃদয়তার অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

"প্রবাদ বচনে আমি করেছি শ্রবণ।
মাতৃ-স্বভাবের মতে চলে নরগণ ॥
ফলত ভরত কৈলা অন্যথা ইহার।
মাতৃ স্বভাবে তার ঘৃণার সঞ্চার ॥
দশরথ স্বামী যার ভরত তনয়।
সে কৈকেয়ী কেন হৈলা নিষ্ঠুর-হৃদয় ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"At this gay time, O noblest chief,
The faithful Bharat, worn by grief,
Lives in the royal town where he
Spends weary hours for love of thee.
From titles, honour, kingly sway,
From every joy he turns away :
Couched on old earth, his days are passed
With scanty fare and hermits fast.
This moment from his humble bed
His lifts, perhaps, his weary head,
And girt by many a follower goes
To bathe where silver Sarju flows.
How when the frosty morn is dim,
Shall Sarju be a bath for him
Nursed with all love and tender care,
So delicate and young and fair ?
How bright his hue ! his brilliant eye
With the broad lotus leaf may vie
By fortune stamped for happy fate
His graceful form is tall and straight.
In duty skilled, his words are truth :
He proudly rules each lust of youth.
Though his strong arm smites down the foe.
In gentle speech his accents flow.
Yet every joy has he resigned
And cleaves to thee with heart and mind.

Thus by the deeds that he has done
A home in heaven has Bharat won,
For in his life he follows yet
Thy steps, O banished anchoret.
Thus faithful Bharat, nobly wise,
The proverb of the world belies :
'No men, by mother's guidance led,
The footsteps of their fathers tread.
How could Kaikeyi, blest to be
Spouse of the king our sire, and see
A son like virtuous Bharat, blot
Her glory with so foul a plot !"

Griffith's Ramayan Book III, Canto XVI.

যে ভরতের উপর লক্ষ্মণ পূর্ব্বে রোষাবিষ্ট ছিলেন, যে ভরতকে তিনি হনন করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, সেই ভরতের গুণাবলী স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণ এখন মুগ্ধ হইলেন। পরিণামে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

উদারচেতা রামচন্দ্র দুঃখিত চিত্তে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—

"But Rama grieved to hear him chide
The absent mother, and replied."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XVI.

"তুমি যত পার ভরতের গুণানুবাদ কর, কিন্তু কৈকেয়ীর বৃথা নিন্দা আমার নিকট করিও না, তাহাতে আমার মনঃকষ্ট হয়।"

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র কৈকেয়ীর কার্য্যকে দৈবের বিধান মনে করেন, সুতরাং তিনি কৈকেয়ীর কোন দোষ দেখিতেছেন না। ইহাই প্রকৃত আদর্শ ধর্ম্ম-বীরের লক্ষণ।

১৭ সর্গ। পঞ্চবটী-বনে রামের সহিত শূর্পণখার কথোপকথন।

১৮ সর্গ। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক শূর্পণখার নাসিকা চ্ছেদন।

"Then, honoured by the devotees,
As royal Rama sat at ease,
With Sita near him, o'er his head
A canopy of green boughs spread,
He shone as shines the Lord of Night
By Chitra's side, his dear delight.
With Lakshman there he sat and told
Sweet stories of the days of old,
And as the pleasant time he spent
With heart upon each tale intent,
A giantess, by fancy led,
Came wandering to his leafy shed."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XVII

একদিন পঞ্চবটী-বনে রাম-সমক্ষে রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা আসিয়া হঠাৎ স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইল এবং রামের মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া নিতান্ত কাম মোহিত হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে চাহিল।

"এমন সময়ে এক রাক্ষসী তথায়।
উপনীত হ'ল আসি আপন ইচ্ছায়॥
রাবণের ভগ্নী হয় সেই নিশাচরী।
নাম তার শূর্পণখা ভ্রমে মায়াধরী॥
সেইখানে আসি সেই দেখিল নয়নে।
ইন্দিবর-শ্যাম রাম রাজীব-লোচনে॥
কাম-কান্তি গজগামী ইন্দ্রের মতন।
সুকুমার মহাবল জটা-বিভূষণ॥
রাজশ্রী-সম্পন্ন তাঁরে নিরীক্ষণ করি।
মোহিত হইল কামে সেই নিশাচরী॥

রামের সুমুখ, কিন্তু কুমুখ তাহার।
শ্রীরামের কটি সূক্ষ্ম কিন্তু স্থূল তার॥
শ্রীরাম বিশাল-নেত্র সে ভীম-লোচনা।
রাম সুদর্শন, কিন্তু সে ঘোর-দর্শনা॥
রামের সুকেশ কিন্তু তার কেশ ভার।
তাম্রের মতন ঠিক পিঙ্গল আকার॥
রামের সুরূপ কিন্তু বিরূপ তাহার।

* * *

শ্রীরামের কণ্ঠস্বর সুধার মতন।
রাক্ষসীর কণ্ঠস্বর কঠোর ভীষণ॥

রামচন্দ্র যুবা কিন্তু বুড়ী সে রাক্ষসী।
রামচন্দ্র প্রিয়বাদী সে অপ্রিয়-ভাষী ॥
শ্রীরাম সুশীল কিন্তু সে দুঃশীলা অতি।
শ্রীরাম সুমতি কিন্তু সে অতি কুমতি ॥
সে রাক্ষসী কামশরে মোহিত হইয়া।
কহিল রামেরে বাণী ক্রমে সম্বোধিয়া ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

এ স্থলে কৃত্তিবাস অন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"রাবণের ভগিনী সে নাম শূর্পনখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে।
শ্রীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদনে ॥
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান।
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান ॥
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্টা নিশাচরী।
নর-রূপ ধরে নিজরূপ পরিহরি ॥
জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম ধার্ম্মিক-শিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মচারিণী ॥
পণ্ডিত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা।
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা ॥
হাবভাব আবির্ভাব করিয়া কামিনী।
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্য-বদনী ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রামচন্দ্র শূর্পণখার নিকট তাঁহাদের পরিচয় দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া শূর্পণখারও পরিচয় পাইলেন, শূর্পণখা রামচন্দ্রের পত্নী হইতে চাহিলে, তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন যে "আমার ত একপত্নী সঙ্গে বর্ত্তমান আছে, অতএব তুমি লক্ষ্মণের পত্নী হও।"

"আমার হইলে জায়া পাবে হে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও এই বড় গুণী ॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সময়ানুযায়ী পরিহাস করিতেও ধার্ম্মিকপ্রবর রামচন্দ্র অপটু ছিলেন না।

"The hero spoke, the monster heard
While passion still her bosom stirred.
Away from Rama's side she broke
And thus in turn to Lakhan spoke."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XVIII.

"অনন্তর শূর্পণখা রামেরে ছাড়িয়া।
লক্ষ্মণেরে কহিলেক হাসিয়া হাসিয়া॥
তোমার যেরূপ রূপ আমিই তাহার।
একমাত্র উপযুক্ত কি সন্দেহ তার॥
পত্নীরূপে লহ তুমি আমারে এক্ষণে।
তা হলে আমার সনে দণ্ডক-কাননে॥
পর্যটন করিবে হে সুখময় মনে।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Come for thy bride, take me, who shine
In fairest grace that suits with thine.
Thou by my side from grove to grove
Of Dandak's wild in bliss shall rove."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XVIII.

এ স্থলে কৃত্তিবাস অন্যরূপ লিখিয়াছেন।

"তুমি যুবা হইয়া একলা বঞ্চ রাতি।
রস-ক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস শূর্পণখাকে নররূপধারিণী সুন্দরী করিয়াছেন, এ জন্য রামচন্দ্র তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কালে বলিতেছেন,—

"পরমা সুন্দরী তুমি মর্ত্তে নিরূপমা।
মেনকা উর্ব্বশী কি হইবে তিলোত্তমা॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্র অন্যরূপ বলিতেছেন।

"সুচারু-রূপিণী তুমি নহত দেখিতে।
হইবে রাক্ষসী কোন হেন লয় চিতে॥" ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Thou of giant race, I ween
Changing at will thy form and mien."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XVII.

বাল্মীকি রামায়ণের এক প্রকার অনুরূপে রামচন্দ্রের প্রতি শূর্পণখার বাক্য গুলি কৃত্তিবাস বড়ই সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন,—

"লঙ্কাতে বসতি আমি রাবণের ভগ্নী।
নানা দেশে ভ্রমি আমি হয়ে একাকিনী॥
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয়।
তোমার কামিনী হই হেন বাঞ্ছা হয়॥
লঙ্কাপুরে বৈসে ভ্রাতা দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা॥
অন্য ভ্রাতা পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এ স্থানে দুই জন॥
অতি আহ্লাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা ধন্য করি মানি॥
সুমেরু-পর্ব্বত আর কৈলাস-মন্দর।
তোমা সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর॥
তথা যাব যথা নাহি মনুষ্য-সঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার॥
মন-সুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষে গতি।
এত গুণ না ধরে তোমার সীতা সতী॥
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য করিব ভক্ষণ॥
আমার দেখ হে রাম কেমন সুবেশ।
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ॥
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই নিঘৃণা।
হেন ভার্য্যা লয়ে থাক মনে নাহি ঘৃণা॥
যখন যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানে তখনি।
বিহার করহ গিয়া দিবস-রজনী॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত "লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা" পত্রাকারে "বীরাঙ্গনা কাব্যে" যে শূর্পণখার উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কাব্যাংশে অতি শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"কে তুমি বিজন বনে ভ্রম হে একাকী
বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ, কি কৌতুকে কহ
বৈশ্বানর লুকাইছ ভস্মের মাঝারে
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি।
ফাটে বুক জটাজূট হেরি তব শিরে,
মঞ্জুকেশি! স্বর্ণ-শয্যা ত্যজি জাগি আমি
বিরাগে; যখন ভাবি নিত্য নিশাযোগে
শয়ন বরাঙ্গ তব হায়রে ভূতলে।
উপাদেয় রাজভোগ যোগাইলে দাসী
কান্দি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে
তোমার আহার নিত্য বনফল, মূল,

সুবর্ণ মন্দিরে নিরানন্দ গতি
কেন না নিবাস তব রাতুল মঞ্জুলে
হে সুন্দর! শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি
কোন্ দুঃখে ভব সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে, উদাসীর বেশে
হেমাঙ্গ মৈনাক সম, হে তপস্বি! কহ
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী, আবরি তেজঃ ক্ষীণ ক্ষুন্ন খেদে?
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে
কহ শীঘ্র, দিব সেনা ভব-বিজয়িনী
যূথ, গজ অশ্ব রথী অতুল জগতে।
বৈজয়ন্ত ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী
ত্রস্ত অস্ত্র ভয়ে যার হেন ভীমরথী
যুঝিবে তোমার হেতু তুমি আদেশিলে।
চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
দিবে তব পদে, শূর চামুণ্ডা আপনি
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুল দেবী তিনি দেব) ভীম খণ্ডা হাতে
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিবে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। যদি অর্থ চাহ
কহ শীঘ্র, অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মন। নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে লুটি দিব হে তোমারে।
প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি

কহ কোন্ যুবতীর (আহা, ভাগ্যবতী
বামা কুলে সে রমণী) কহ শীঘ্র করি
বাঞ্ছা তব ? অনিমেষে রূপ তার ধরি
(কামরূপা আমি নাথ) সেবিব তোমারে
আনি পারিজাত ফুল নিত্য সাজাইব
শয্যা তব ? সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী
নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা কিন্নরী
বিদ্যাধরী, ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি
তেমতি আমারে সেবে শত শত দাসী

* * *

দেখ আসি, এ মিনতি দাসীর ও পদে।
কায় মন প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।
নহে কহ প্রাণেশ্বর অম্লান বদনে
এ বেশ ভূষণ ত্যজি উদাসিনী বেশে
সাজি পূজি উদাসীন পাদপদ্ম তব
রতন কাঁচলি খুলি ফেলি তারে দূরে
আবরি বাকলে স্তন। ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজুটে শির। ভুলি রত্নরাজী
বিপিন জনিত ফুলে বান্ধি হে কবরী।
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে
পরি রুদ্রাক্ষের মালা মুক্তামালা ছিড়ি,
গলদেশে। প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণমূলে,
গুরুর দক্ষিণারূপে প্রেম গুরুপদে
দিব এ যৌবন ধন প্রেম-কুতূহলে।
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কিহে দিতে

জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি কুল মান ধনে
প্রেমলাভ লোভে কভু? বিরলে লিখিয়া
লেখা রাখিনু সখে! এই তরু তলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা নিত্য-ভ্রম তুমি
এই স্থলে। দেখ চেয়ে, ঐ যে শোভিছে
শমী-লতা-বৃক্ষ, মরি ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে
পতিহীনা লজ্জাভয়ে কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর! হায়! সূর্য্যমুখী
চাহে যথা স্থির আঁখি সে সূর্য্যের পানে,
কি আর কহিব তার? যতক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া; নাথ! থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী।
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি।
হায় রে লইয়া ধূলা সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ মাখিতাম ভালে
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা—
কিন্তু বৃথা কহি কথা, পড়িও নৃমণি।
যদিও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী পূর্ব্বকূলে বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি স্বায়ংকালে,
তুমিও দাসীরে আসি শশধর বেশে
লয়ে তরী সহচরী থাকিবেক তীরে,
সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ। এস! গুণনিধি
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগিহে দুজনে।"

*　　*　　*

দয়ার সাগর তুমি ; কর দয়া মোরে
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে।
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে ;
সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে
অর্পিবেন শুভক্ষণে রক্ষঃ-কুলপতি
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া নৃমণি !
অযোধ্যা সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে
হবে রাজা ; দাসীভাবে সেবিবে এ দাসী।
এসো শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ! আর কথা যত
নিবেদিব পাদপদ্মে বসিয়া বিরলে।
　　ক্ষম অশ্রু চিহ্ন পত্রে আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা। লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে ! আসি ত্বরা করি
প্রশ্নের উত্তর, নাথ ! দেহ এ দাসীরে।"

বীরাঙ্গনা কাব্য—৫ম সর্গ।

বাল্মীকির রামায়ণে শূর্পণখা-চরিত্রে এ পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়—শূর্পণখা একজন পাড়া-বেড়ানী, স্বেচ্ছাচারিণী, বিকৃতরূপা, গর্ব্বিতা, ভয়ানক কামাতুরা বিধবা নারী ছিল এবং সে ভ্রাতৃগণের একান্ত আদরে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস শূর্পণখাকে সুন্দরী, গর্ব্বিতা, প্রগল্‌ভা, কামমোহিতা বিধবা রমণী করিয়াছেন। আর মাইকেল তাহাকে সুন্দরী, লজ্জাশীলা ও কিছু গর্ব্বিতা প্রেমিকা বিধবা যুবতী নারী করিয়াছেন। কবিত্বভাবে দেখিলে কবি-বর মাইকেল যে শূর্পণখার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর। তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রেম-ভিখারিণী লজ্জাশীলা, কিন্তু গর্ব্বিতা শূর্পণখার উক্তি-গুলি বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার—

"দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগিহে দুজনে"

প্রভৃতি উক্তিগুলি অতুলনীয়। আর মহাকবি বাল্মীকি যে শূর্পণখার চিত্র দিয়াছেন, তাহা অনার্য্য রাক্ষস জাতিরই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মহাকবি বাল্মীকির শূর্পণখার চিত্র অতি স্বাভাবিক। কবি কৃত্তিবাসের শূর্পণখা-চিত্র অস্বাভাবিক অথচ সুন্দর নহে। কবিবর মাইকেলের শূর্পণখা-চিত্র অস্বাভাবিক হইলেও অতি সুন্দর।

লক্ষ্মণও রহস্য করিয়া শূর্পণখাকে উত্তর করিলেন।

"লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ॥
ভুবনের নাথ রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা॥
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমাতে সীতাতে দেখি অনেক অন্তর॥
শ্রীরামে ভজহ তুমি হইয়া সাবধান।
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এস্থলে বাল্মীকি কিছু অন্যরূপ লিখিয়াছেন।

"কথং দাসস্য মে দাসী ভার্য্যা ভবিতুমিচ্ছসি।
সোঽহমার্য্যেণ পরবান্ ভ্রাতা কমলবর্ণিনি॥৯
সমৃদ্ধার্থস্য সিদ্ধার্থা মুদিতামলবর্ণিনী।
আর্য্যস্য ত্বং বিশালাক্ষি ভার্য্যা ভব যবীয়সী॥১০
এতাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
ভার্য্যাং বৃদ্ধাং পরিত্যজ্য ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি॥১১
কো হি রূপমিদং শ্রেষ্ঠং সন্ত্যজ্য বরবর্ণিনি।
মানুষীষু বরারোহে কুর্য্যাদ্ভাবং বিচক্ষণঃ॥১২

অরণ্যকাণ্ড ১৮ সর্গ।

"And can so high a dame agree
The slave-wife of a slave to be?
I, lotus-hued! in good and ill
Am bondsman to my brother's will.
Be thou fair creature, radiant, eyed,
My honoured brother's younger bride."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XVIII.

"দেখ আমি দাস তুমি মম ভার্য্যা হ'য়ে।
থাকিবেক দাসী ভাবে নানা কষ্ট সয়ে॥
অয়ি রক্তোৎপল বর্ণে! শ্রীরামের আমি।
অবিরত অনুগত, আজ্ঞা-অনুগামী॥
রামচন্দ্র সুসম্পন্ন তুমি এই ক্ষণে।
ইহার কনিষ্ঠা পত্নী হও সযতনে॥
তাহা হলে পূর্ণকাম হইয়া নিয়ত।
থাকিবে পরম সুখে ইহাই সঙ্গত॥
ইনি এই কৃশোদরী বিরূপা অসতী।
করাল দর্শনা বুড়ী সীতারে সম্প্রতি॥
পরিহরি করিবেন তোমারে গ্রহণ।
তোমা ছাড়ি মানুষীতে যায় কার মন॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

এস্থলে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নিকট পরিহাসচ্ছলে সীতাদেবীকে কুরূপা, অসতী বলিলেন।

বাবু অনুকূলচন্দ্র অধিকারী মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যের এক উত্তর লিপি-কাব্য লিখিয়াছেন। তাহাতে লক্ষ্মণের উক্তিগুলি অন্যরূপ দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বীরাঙ্গনা কাব্যের শূর্পণখার উক্তির উপযুক্ত উত্তর লক্ষ্মণের উক্তিতে দেওয়ায় চেষ্টা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের বিচার্য্য।

"ছি ছি হা ধিক্ তোমায় কুলনারী তুমি
কেমনে এমতি মতি ঘটিল তোমার!
মহাঋষি বিশ্বশ্রবা ঔরসে কামিনী
লভিয়া জনম তুমি রতি-সুখ-আসে
কলঙ্ক লেপিতে চাহ মহাঋষি কুলে!
কি বলিবে রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠ সহোদর তব
কি বলিবে ধন-পতি অগ্রজ তোমার
কি বলিবে জগজ্জন শুনিয়া কাহিনী!
ত্যজি হেন আশা হে রাক্ষসী-কুলবালা
কুল-ধর্ম্ম স্থির করি মনে রক্ষা কর
দশানন অগ্রজের অপূর্ব্ব সম্ভ্রম।
অসহ্য বৈধব্য-জ্বালা যদি লো তোমায়

বর অন্য জনে, রাক্ষস-চরিত যথা
রঘুকুলে জনম আমার শূর্পণখে
নাহি ডরি কন্দর্পেরে নাহি ডরি যমে
মমরূপে মজিয়াছ কুলটা কামিনি
মুছে ফেল পাপ-আশা হৃদয় হইতে
নরনারী মাতৃসম অনুমানি সদা ;"

*   *   *

কর্ম্মফলে বিরহিণী তুমি বরাঙ্গনে
জীবন যৌবন করি শ্রীরামে অর্পণ
মাগি লহ প্রেমরত্ন বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত।
তারিতে ধরণী-ভার রঘুরাজকুলে
অবতীর্ণ রামচন্দ্র অগ্রজ আমার।
সেই প্রভু-পাদপদ্ম অগতির গতি
সংসার-অর্ণবে তরী ঋষির বচন
সর্ব্বজীবে দয়া-স্রোতঃ বহিতেছে তায়
যাবে দূরে অনুতাপ মদন-পীড়ন
দয়াময় রামচন্দ্র পতিত পাবন
করিবেন কৃপাদান তোমারে অচিরে।"

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণে পরিহাস না বুঝিয়া শূর্পণখা রামকে বলিল—

"Who fondly heard his speech, nor knew
His mocking words were aught but true.
Again inflamed with love she fled
To Rama in his leafy shed
Where Sita rested by his side
And to the mighty victor cried.:"

Griffith's Ramayan Book III, Canto XVIII.

... ...
"ওহে রাম কেন তুমি বল দিবারাতি।
ঘোরাকৃতি কৃশোদরা বিরূপা অসতী॥
বৃদ্ধারে লইয়া বনে করিছ বসতি।
ইহারে ত্যজিয়া তুমি কি হেতু আমায়॥
সমাদর নাহি কর ওহে যুবরায়।
তোমার সমক্ষে আজ ইহারে ভক্ষণ॥
করিয়া করিব মোর কণ্টক-মোচন।
সপত্নী বিহীন হয়ে পরম সুখেতে॥
তোমারে লইয়া সঙ্গে ভ্রমিব বনেতে।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"What, Rama canst thou blindly cling
To this old false misshapen thing ?
Wilt thou refuse the charms of youth
For withered breast and grinning tooth ?
Canst thou this wretched creature prize
And look on me with scornful eyes ?
This aged crane this very hour
Before thy face will I devour :
Then joyous, from all rivals free,
Through Dandak will I stray with thee.'

Griffith's Ramayan Book III, Canto XVIII.

শূর্পণখা এই কথা বলিয়া সীতাকে ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইলে সীতাদেবী নিতান্ত ভীতা হইলেন।

"She spoke, and with a glance of flame
Rushed on the fawn-eyed Maithil dame :
So would a horrid meteor mar
Fair Rohini's soft-beaming star."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XVIII

তদ্দৃষ্টে রামচন্দ্র—

... ...
"ক্রোধ-ভরে লক্ষ্মণেরে কহিলা তখন॥
ইতর স্ত্রীলোক সনে কভু তুমি আর।
করিও না হেন পরিহাস ব্যবহার॥
এ দুষ্টার ভয়ে সীতা হইলা বিকল।
জীবনে মৃত্যুর সম চক্ষে বহে জল॥
বিলম্ব না কর আর এখনি ইহারে।
বিরূপ করিয়া দাও খর অসি-ধারে॥
বিকৃতা উন্নতা দুষ্টা এই অসতীরে।
প্রতিফল দিয়া দূর করহ অচিরে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Let not the hideous wretch escape
Without a mark to mar her shape
Strike lord of men, the monstrons fiend,
Deformed, and foul, and evil-miened."
Griffith's Ramayan Book III, Canto XVIII.

"রামের বচন শুনি সুধীর লক্ষ্মণ।
তাহার সমক্ষে করি খড়্গ উত্তোলন ॥
শূর্পণখা রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ।
যন্ত্রণায় হ'ল দুষ্টা অধীর পরাণ ॥
সিক্ত হয়ে গেল মুখ রুধির-ধারায়।
বিস্বরে রোদন করি বিকট চেঁচায় ॥
ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে গর্জ্জে অতি ভয়ঙ্কর।
কাঁদিতে কাঁদিতে পশে বনের ভিতর ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস এ বিষয় একটু অন্যরূপ লিখিয়াছেন—

"উপহাস না বুঝে বচনে মাত্র ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায় ॥
পুনর্ব্বার আইলাম রাম, তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে ॥
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে ॥
ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষিণে যান সীতা।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা ॥
যেইদিকে যান সীতা সে দিকে রাক্ষসী।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন কর ইহারে বিনাশ ॥
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
একবাণে কাটিল তাহার নাক কাণ ॥
খান্দা নাকে ধান্দা লাগে রক্ত পড়ে স্রোতে।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভাসিল রক্তেতে ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন রঘুনন্দন গোস্বামী বড়ই রসিকতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

"এত শুনি লক্ষ্মণ প্রচণ্ড ক্রোধাবেশে।
লম্ফ দিয়া ধরিলেন রাক্ষসীর কেশে ॥
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পাড়ি ভূমিতলে।
বসিলেন জানুপাতি তার বক্ষস্থলে ॥
হাসি হাসি কহিলেন জনক-নন্দিনী।
মনোরথ পূর্ণ হৈল রাবণ-ভগিনী ॥
ভূমে পড়ি শূর্পণখা কহে ঘনে ঘন।
তোমাদের দেশের বিবাহ এ কেমন ॥
লক্ষ্মণ বলেন থাম কিছুকাল আর।
আমাদের দেশের হেনই ব্যবহার ॥
রঘু (গ্রন্থকার) বলে রাক্ষসী না হইবে বিকল।
অসৎ কর্ম্মের হয় বিপরীত ফল।

তবে ঋষি তীক্ষ্ণ অসি লইয়া লক্ষ্মণ।
দুই খান তার কাণ করেন ছেদন ॥
একি একি একি বলে ঘন নিশাচরী।
লক্ষ্মণ কহেন ভূষণের ছিদ্র করি ॥
এইরূপ কহি কহি সুমিত্রা-নন্দন।
নির্ম্মূলে কাটিলা তার দুইটি শ্রবণ ॥
শূর্পণখা কহে বিবাহেতে নাহি কাজ।
যে হইল সেই ভাল ছাড় রঘুরাজ ॥
না হইবে আর অতিশয় বিলম্বন।
এত কহি নাসিকারে ধরিল লক্ষ্মণ ॥
একি কর একি কর আর পুনর্ব্বার।
বলি নিশাচরী করে সুঘোর চীৎকার ॥
ভুজপদ আছড়য়ে অশেষ বিশেষ।
বিম্বধরী যেন দণ্ডে চাপা মধ্যদেশ ॥
সেই তীক্ষ্ণ খড়্গে করি তাহার লক্ষ্মণ।
ওষ্ঠের সহিত নাসা করিলা ছেদন ॥
তার মুণ্ড নাসা কর্ণ ওষ্ঠেতে বিকল।
প্রকাশ পাইল যেন পক্কতাল ফল ॥
তাহা দেখি জানকী কহেন হাস্য করি।
দেবর হইল বড় রাক্ষসী সুন্দরী ॥
এক ভ্রাতা ইহারে করহ পরিণয়।
যেন গুণ তেন হৈল শোভা অতিশয় ॥"

শ্রীমদ্রামরসায়ন, অরণ্যকাণ্ড ২য় অধ্যায়।

রামায়ণে রাম-বনবাস যেরূপ একটি প্রধান ঘটনা—শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদনও সেইরূপ একটি প্রধান ঘটনা। রাম-বনবাস না হইলে যেরূপ রামায়ণের পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ ঘটিত কিনা সন্দেহ সেইরূপ শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন না হইলে তৎপরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ ঘটিত কিনা সন্দেহ। সীতা হরণও হইত না—রাবণ-বংশও ধ্বংস হইত না। রাম-বনবাস মহামুনি বিশ্বামিত্র ঋষির শিক্ষার ফল, সেই রাম-বনবাসের এক ফল শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদন।

১৯। সর্গ—রামাদির বধার্থ খর-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ রাক্ষস প্রেরণ।

"When Khar saw his sister lie
With blood-stained limbs and troubled eye,
Wild fury in his bosom woke,
And thus the monstrous giant spoke :"

Griffith's Ramayan Book III, Canto XIX.

"শূর্পনখা যায় খর দূষণের পাশে।
নাকে হস্ত দিয়া কান্দে গাত্র রক্তে ভাসে ॥
কহে খর দূষণ রাক্ষস সেনাপতি।
কোন্ বেটা করিল ভগ্নীর এ দুর্গতি ॥
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি।
মরিবারে ঔষধ কে বান্ধিল দুর্ম্মতি ॥
দূষণ খরের থানা যমের সমান।
যোদ্ধা চৌদ্দ হাজার যাহাতে বলবান ॥

রাবণেরে নাহি মানে আমারে না জানে।
মরিবারে উপায় সৃজিল কোন জনে॥
বসিয়াত শূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।
আসিয়াছে দুই জন বনের ভিতরে॥
মুনিতুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি।
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক রূপসী কামিনী॥
এক কার্য্যে গিয়া ভ্রষ্টা কহে আর কাজ।
মনের বাসনা সে কহিতে বাসে লাজ॥
গেলাম মনুষ্য মাংস খাইবার সাধে।
নাক কাণ কাটে মোর এই অপরাধে॥
ছিল তথায় চৌদ্দ হাজার সেনাপতি।
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি॥
রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ সহিত।
গৃধ্র ও কাক খাউক তাহার শোণিত॥
যার ঠাঁই ভগিনী পাইল অপমান।
তার মাংস রক্ত সবে কর গিয়া পান॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

বাল্মীকির রামায়ণে প্রথমে চতুর্দ্দশ--পরে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত রামের যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে; কিন্তু অধ্যাত্ম-রামায়ণে কেবল চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসেরই উল্লেখ আছে।

শূর্পণখা নিতান্ত আদরে বর্দ্ধিতা হইয়াছিল, তাহা না হইলে কখনই স্বীয় অকার্য্যের জন্য শাস্তি পাইয়া ভ্রাতা ও সেনাপতিদের নিকট অভিযোগ করিতে যাইত না; বরং স্বীয় অকার্য্যজনিত শাস্তির জন্য লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া লুক্কায়িত থাকিত। বাল্মীকির রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, শূর্পণখা প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া লক্ষ্মণ অকারণে নাক কাণ কাটিয়াছে কেবল এই কথা বলিয়াছিল, কিন্তু কৃত্তিবাস এ সম্পর্কে একটু অধিক লিখিয়াছেন যে, রাম-লক্ষ্মণাদিকে খাইতে গেলে নাক-কাণ কাটা হইয়াছে। স্থূলকথা আদরিণী শূর্পণখা ভ্রাতা ও সেনাপতিদের নিকট গর্হিত কার্য্য করিয়াও মিথ্যা কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইল না।

অনুচিত ও অনুপযুক্ত অতিরিক্ত আদরের পরিণামফল এইরূপই হইয়া থাকে। অনুচিত অতিরিক্ত আদরে বর্দ্ধিত হইয়াই যে শূর্পণখা-চরিত্র দূষিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শূর্পণখা আদেশব্যঞ্জকভাবে খরকে বলিয়াছিলেন—

"Come, brother, hasten to fulfil
This longing of my eager will.

On the battle ! Let me drink
Their lifeblood as to earth they sink."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XIX

কবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে এই শূর্পণখা-কহিনী কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে বিবৃত করিয়াছেন।

"রাবণাবরজা তত্র রাঘবং মদনাতুরা।
অভিপেদে নিদাঘার্ত্তা ব্যালীব মলয়দ্রুমম্ ॥৩২
সা সীতাসন্নিধাবেব তং বব্রে কথিতান্বয়া।
অত্যারূঢ়ো হি নারীণামকালজ্ঞো মনোভবঃ ॥৩৩
কলত্রবানহং বালে কনীয়াংসং ভজস্ব মে।
ইতি রামো বৃষস্যন্তীং বৃষস্কন্ধঃ শশাস তাম্ ॥৩৪
জ্যেষ্ঠাভিগমনাৎ পূর্ব্বং তেনাপ্যনভিনন্দিতা।
সাভূদ্রামাশ্রয়া ভূয়ো নদীবোভয়কূলভাক্ ॥৩৫
সংরম্ভং মৈথিলীহাসঃ ক্ষণসৌম্যাং নিনায় তাম্।
নিবাতস্তিমিতাং বেলাং চন্দ্রোদয় ইবোদধেঃ ॥৩৬
ফলমস্যোপহাসস্য সদ্যঃ প্রাপ্স্যসি পশ্য মাম্।
মৃগ্যাঃ পরিভবো ব্যাঘ্র্যামিত্যবেহি ত্বয়া কৃতম্ ॥৩৭
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং ভর্ত্তুরঙ্কে নিবিশতীং ভয়াৎ।
রূপং শূর্পণখা নাম্নঃ সদৃশং প্রত্যপদ্যত ॥৩৮
লক্ষ্মণঃ প্রথমং শ্রুত্বা কোকিলামঞ্জুবাদিনীম্।
শিবাঘোরস্বনাং পশ্চাদ্বুবুধে বিকৃতেতি তাম্ ॥৩৯
পর্ণশালামথ ক্ষিপ্রং বিকৃষ্টাসিঃ প্রবিশ্য সঃ।
বৈরূপ্যপৌনরুক্ত্যেন ভীষণাং তামযোজয়ৎ ॥৪০
সা বক্রনখধারিণ্যা বেণুকর্কশপর্ব্বয়া।
অঙ্কুশাকারয়াঙ্গুল্যা তাবতর্জ্জয়দম্বরে ॥৪১

প্রাপ্য চাশু জনস্থানং খরাদিভ্যস্তথাবিধং।
রামোপক্রমমাচখ্যৌ রক্ষঃপরিভবং নবম্ ।৪২ রঘুবংশম্ ১২সর্গ।

নিদাঘ-সন্তাপিত ভুজঙ্গী যেমন তরুর নিকট গমন করে, তদ্রূপ সেই পঞ্চ-বটীতে মদন-নিপীড়িতা রাবণানুজা শূর্পণখা রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল।৩২

নিশাচরী নিজ বংশাবলী নিবেদন করিয়া সীতা-সমক্ষেই রামকে বিবাহার্থ বরণ করিল, যেহেতু কামিনীজনের অতিশয় প্রবৃদ্ধ কামোদ্রেক কখনই কাল অপেক্ষা করিতে পারে না।৩৩ বৃষতুল্য পীবরস্কন্ধ রামচন্দ্র কামুকা শূর্পণখাকে আদেশ করিলেন, বালে! আমার সহধর্ম্মিণী নিকটেই আছেন তুমি আমার কনিষ্ঠকে ভজনা কর।৩৪। লক্ষ্মণ বলিলেন যে, তুমি প্রথমে আমার জ্যেষ্ঠের নিকট বিবাহের প্রার্থনা করিয়াছ এই নিমিত্ত আমি তোমাকে পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না, তখন নিশাচরী উভয় কুলগামিনী নদীর ন্যায় পুনর্ব্বার রামের সমীপে উপস্থিত হইল।৩৫। এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া সীতাদেবী ঈষৎ হাস্য করিলেন, নির্ব্বাক-নিশ্চল সমুদ্র-বেলা যেরূপ চন্দ্রোদয়ে উচ্ছলিত হয়, তদ্রূপ সীতার পরিহাসে, সেই সৌম্যমূর্ত্তি ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।৩৬। তুই শীঘ্রই এই পরিহাসের সমুচিত প্রতিফল পাইবি। দেখ্ মৃগী যেমন ব্যাঘ্রীকে উপহাস করে, তুই আমাকে সেইরূপ উপহাস করিলি, ইহা যেন মনে থাকে।৩৭। এই কথা বলিয়া শূর্পণখা স্বনামসদৃশ বিকৃত-রূপ ধারণ করিল। তখন মৈথিলী ভয়ে বল্লভের ক্রোড়দেশে বিলীন হইলেন।৩৮

লক্ষ্মণ অগ্রে তাহার কোকিলের ন্যায় সুমিষ্ট স্বর শুনিয়াছিলেন এক্ষণে শৃগালীর ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্কর রব শ্রবণ করিয়া তাহাকে মায়াবিনী বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ শীঘ্র পর্ণশালায় প্রবেশপূর্ব্বক নিষ্কোষিত অসি হস্তে আসিয়া সেই ভীষণ রাক্ষসীর নাসাকর্ণচ্ছেদন করিয়া আরও বিকৃতাকার করিয়া দিলেন। শূর্পণখা কুটিল নখধারী বেণুবৎ কর্কশ পর্ব্ব বিশিষ্ট অঙ্কুশাকার অঙ্গুলি দ্বারা গগনতল হইতে রাম ও লক্ষ্মণকে তর্জ্জন করিল এবং তৎক্ষণাৎ জনস্থানে যাইয়া খর-দূষণাদি রাক্ষসগণের নিকট রামকৃত তথাবিধ রাক্ষসকুলের নব পরাভব-বিষয় বর্ণন করিল।৪১।৪২।

কালিদাসের শূর্পণখা ও কৃত্তিবাসের শূর্পণখা প্রায় একরূপ বোধ হয়। এই শূর্পণখা-কাহিনী রামায়ণের একটি প্রধান ঘটনা। এই ঘটনাই রামায়ণের তৎ-পরবর্ত্তী মূল ঘটনাসমূহের আদি-কারণ বলিতে হইবে।

২০। সর্গ—চতুর্দ্দশ-রাক্ষস বধ।

রামচন্দ্র যুদ্ধ করিয়া সহজেই খরপ্রেরিত চৌদ্দজন রাক্ষসকে নিধন করিলেন।

২১। সর্গ-খরের প্রতি শূর্পণখার তিরস্কার বাক্য। শূর্পণখা খরের নিকট চৌদ্দজন রাক্ষসের নিধন সংবাদ জানাইয়া তাহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিল।

"ও কুল-কলঙ্ক, তুমি বন্ধুগণে লয়ে।
জনস্থান হ'তে যাও ত্বরা দূর হ'য়ে॥
সেই দুটা মানুষেরে যদি তুমি আজ।
বধিতে না পার, তবে জীবনে কি কাজ?
বলবীর্য্যে কিবা কাজ তা হ'লে তোমার।
দুর্ব্বল নির্বীর্য্য তুমি, ছার হ'তে ছার॥
এখানে তোমার আর বল দেখি তবে।
কি করিয়া বাস করা উপযুক্ত হবে?"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"A hero strong in valorous deed
Is Rama, Dasarath's seed;
And scarce of weaker might than he
His brother chief who mangled me.'
Thus wept and wailed in deep distress
The grim misshapen giantess
Before her brother's feet she lay
O'erwhelmed with grief and swooned away."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XXI.

শূর্পণখা রূঢ় ও কর্কশভাষিণীও ছিল সন্দেহ নাই। আদরিণী নষ্ট-স্বভাবা নারী যে কর্কশভাষিণীও হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

২২ সর্গ। চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত খরের যুদ্ধ-যাত্রার উদ্যোগ।

শূর্পণখার তিরস্কারে খর নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

"চৌদ্দজন যুদ্ধে পড়ে শূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পেয়ে কহে গিয়া খরের সম্মুখে॥
যুঝিবারে পাঠাইলে ভাই চৌদ্দ জন।
অযশ করিল না সাধিল প্রয়োজন॥
যতেক রাক্ষস পাঠাইল রণ-স্থান।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ॥
খর বলে দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ॥
লইয়া চলিল অস্ত্র খর খরশান।
নিশাচর চতুর্দ্দশ হাজার প্রধান॥
প্রবল প্রস্তর জটা তাহে নানা মুনি।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজা বৃক্ষের সাজনি॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

প্রথম চৌদ্দজন রাক্ষস যুদ্ধে পাঠান-সম্পর্কে রঘুনন্দন গোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন।

"অট্ট অট্ট হাসি কহে তবে সেই খর।
ধিক্ ধিক্ এত অতিশয় লজ্জাকর॥
কোথা ক্ষুদ্র নর কোথা বিক্রম আমার।
মশক মারিতে যেন মুদ্গর প্রহার॥
যদি মোরে যেতে হয় মনুষ্য মারিতে।
তবে আর বাঁচিয়া কি কাজ পৃথিবীতে॥
যাহ যাহ যাহরে কতেক নিশাচর।
শীঘ্র গিয়া বধ সেই তিন দুষ্ট নর॥
তাহাদের রক্তপানে ভগ্নী ইচ্ছা করে।
শীঘ্র তাহা সিদ্ধ করি ফিরহ সত্বরে॥
যাহ তোরা চতুর্দ্দশ জন ভীমরূপ।
চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্যের বীজ রূপ॥
এত শুনি চৌদ্দজন অস্ত্র-শস্ত্র ধরি।
প্রস্থান করিল শূর্পণখা সঙ্গে করি॥"

শ্রীমদ্রামরসায়ন—অরণ্য কাণ্ড।

২৩ সর্গ। খরের রাম সমীপে গমন।

২৪ সর্গ। যুদ্ধার্থে রামের গমন।

২৫-২৬ সর্গ। ত্রিশিরা দূষণ ও সকল রাক্ষস সৈন্যবধ।

২৭ সর্গ। ত্রিশিরা বধ।

২৮-৩০ সর্গ। খরের বিনাশ।

লক্ষ্মণকে গিরিগুহার ভিতর সীতাদেবীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়া রাম-চন্দ্র একাকী যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস ও খর-দূষণাদি সেনাপতিগণকেও নিধন করি-

লেন। রামচন্দ্র যেমন জ্ঞানবীর ও ধর্ম্মবীর—সেইরূপ একজন কর্ম্মবীরও বটেন। এ সময় রাক্ষসাদি বধ-সম্পর্কে কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

"সা বাণবর্ষিণং রামং যোধয়িত্বা সুরদ্বিষাম্।
অপ্রবোধায় সুষ্বাপ গৃধ্রচ্ছায়ে বরূথিনী ॥" ৫০।

রঘুবংশম্—দ্বাদশঃ সর্গ।

"সেই রাক্ষসসেনা বাণ-বর্ষী রামচন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া গৃধ্র সকলের ছায়ায় দীর্ঘ-নিদ্রায় নিমগ্ন হইল।"

৩১ সর্গ। খর-দূষণের মৃত্যু-শ্রবণে রাবণের ক্রোধ।

৩২ সর্গ। রাবণের মারীচ-আশ্রমে গমন।

এই দুই সর্গে হতাবশিষ্ট অকম্পন রাক্ষস যাইয়া রাক্ষস-নিধন-সংবাদ ও খর-দূষণের মৃত্যু-সংবাদ জানাইলে রাবণ ক্রোধান্বিত হইয়া মারীচের নিকট সীতাহরণ জন্য গমন করিলে মারীচের বাক্যে লজ্জায় ফিরিয়া আসার উল্লেখ আছে। মারীচ বুঝাইল যে, রাম একজন বিশেষ ক্ষমতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি; তাহার বিরুদ্ধাচারী হইলে রাবণের মঙ্গল হইবে না; সুতরাং রাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া আসিলেন।

৩৩ সর্গ। রাবণকে শূর্পণখার ভর্ৎসনা।

৩৪ সর্গ। শূর্পণখা-বাক্যে রাবণের কোপ ও রাম-বিক্রমাদির জিজ্ঞাসা।

৩৫ সর্গ। পুনরায় মারীচের আশ্রমে রাবণের গমন।

৩৬-৩৯ সর্গ। মারীচের সহিত রাবণের সীতাহরণ বিষয়ে কথোপকথন ও তন্নিবারণার্থ মারীচকর্ত্তৃক রাম-বিক্রম বর্ণন।

৪০ সর্গ। মারীচকে ভয় দেখাইয়া সীতাহরণ সম্বন্ধে রাবণের কথোপকথন।

৪১ সর্গ। রাবণের প্রতি মারীচের ভর্ৎসনা।

"সভা করি বসিয়াছেন রাবণ ভূপতি।
সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি ॥
নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রিগণ।
হেন কালে শূর্পণখা দিল দরশন ॥
নাক কাণ কাটা তার মূর্ত্তিখানি কালী।
সভা মধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি ॥
কৌতুকেতে রাজা তুমি থাক সর্ব্বক্ষণে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে।

স্ত্রীমাত্র তাহার সঙ্গে, কেহ নাহি আর।
যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার॥
হস্তী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর।
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর॥
শুনি শূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন॥
কতেক কটক তার কি প্রকার বেশ।
ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ॥
কাহার নন্দন রাম কেমন সন্মান।
কেমন বিক্রম সে কেমন ধনুর্ব্বাণ॥
শূর্পণখা বলে দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ান বনে বন॥
তপস্বীর বেশ ধরে নহে কোন মুনি।
সঙ্গে করি লয়ে ভ্রমে পরমা-রমণী॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে বিনাশ করিল॥
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির॥
রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে পরমা-কামিনী॥
সীতার রূপের সীমা, আর নাহি নারী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি॥
যেমন মহৎ তুমি পুরুষ সমাজে।
তার রূপ কেবল তোমারে মাত্র সাজে॥
রামেরে ভাড়াও আর ভাড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণী-রত্ন যত্নে এইক্ষণে॥
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।
তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে॥
শূর্পণখা যত বলে রাজা সব শুনে।
সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে॥
যুক্তি করে রাবণ বসিয়া সভাস্থানে।
রামে ভাড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে॥
... ...
কেহ শূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে।
তদবধি শূর্পণখা রহে লঙ্কাবাসে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Then Surpanakha bearing yet
Each deeply printed trace.
Where the great hearted chief had set
A make up on her face
Impelled by terror and desire
Still fierce no longer bold
To Ravan of the eyes of fire
Her tale, infuriate, told."
Griffith's Ramayan Book III, Canto XXXII.

শূর্পণখার তীব্র ভর্ৎসনাবাক্যগুলি এইরূপ।

"অনন্তর শূর্পণখা দুষ্টা নিশাচরী।
অমাত্যগণের কাছে মহাক্রোধ করি॥
কহিল কঠোর-বাক্যে—'শুন, দশানন!
তুমি অতি কামোন্মত্ত স্বেচ্ছাপরায়ণ॥
এক্ষণে যে ঘোরতর ভয় উপস্থিত।
হয় তা বুঝিতে, কিন্তু না বুঝ কিঞ্চিত॥
যে রাজা ইন্দ্রিয়াসক্ত লোভপরায়ণ।
প্রজারা আদর তা'রে না করে কখন॥
শ্মশান অগ্নির সম ঘৃণা করে তা'য়।
রাজা বলি একবারো ভুলেও না চায়॥
যে রাজা উচিত কালে আপনি যতনে।
কার্য্য সংসাধন নাহি করে, জেন' মনে॥
রাজ্য আর কার্য্য সহ নিশ্চয় সে জন।
একেবারে হ'য়ে যায় সমূলে নিধন॥
যেই রাজা দূতগণে না করে নিয়োগ।
কর্ত্তব্য ভুলিয়া, শুধু করে সুখভোগ॥
যথাকালে প্রজাগণে না দেয় দর্শন।
একান্তই অস্বাধীন সচঞ্চল মন॥
তটিনীগর্ভস্থ পঙ্ক ত্যজে যথা করী।
সেরূপ সে ভূপে লোক যায় পরিহরি॥
মন্ত্রিকরগত রাজ্য, যে ভূপ তাহার।
তত্ত্ব-অবধান নাহি করে একবার॥
সিন্ধুমগ্ন পর্ব্বতের মতন নিশ্চয়।
উন্নতি তাহার আর দৃষ্ট নাহি হয়॥
রাবণ! চপল তুমি, তব অধিকারে।
কুত্রাপি না দেখি দূত নয়ন মাঝারে॥
এক্ষণে সুধীর দেবদানবাদি সনে।
বিরোধ করিয়া রাজা হইবে কেমনে॥
নিতান্ত নির্ব্বোধ তুমি বালক স্বভাব।
জ্ঞাতব্য কি আছে তা'ও জানিতে অভাব॥

কাজে কাজে রাজা তুমি কেমনে হইবে।
কেমনে সাম্রাজ্য ল'য়ে আনন্দে থাকিবে॥
যা'র ধনাগার, দূত, নীতি পরাধীন।
সে রাজা সামান্য লোক, দীনাপেক্ষা দীন॥
দূত দিয়া দূর স্থিত অনর্থ সকল।
জ্ঞাত হ'ন রাজা, ইচ্ছা করিয়া মঙ্গল॥
মন্ত্রীরা সামান্য তব, হেন অনুমানি।
কোথাও তোমার দূত নাহি, ভাল জানি॥
এই হেতু জনস্থান উচ্ছিন্ন হইল।
তথাপি তোমার বুদ্ধি তাহা না জানিল॥
চতুর্দ্দশ সহস্রেক ঘোর নিশাচরে।
একাকী বধিল রাম খরতর শরে॥
খরদূষণও রণে তা'রি তীক্ষ্ণ বাণে।
ছিন্নকণ্ঠ হ'য়ে, হায়, মারা গেছে প্রাণে॥
ঋষিগণে কৈল রাম অভয় প্রদান।
দণ্ডকারণ্যের কৈল মঙ্গল বিধান॥
এক্ষণে এই যে ভয় রাজ্যে উপস্থিত।
তুমি তলাইয়া তা'র না বুঝ কিঞ্চিত॥
এতেই তোমারে আমি কহি লোভমতি।
অসতর্ক, পরাধীন, জ্ঞানশূন্য অতি॥
যে রাজা প্রমত্ত উগ্রস্বভাব গর্ব্বিত।
অল্প দাতা শঠ, তা'রে প্রজারা কুচিত॥
বিপদেও নাহি করে সাহায্য প্রদান।
অতি তুচ্ছ অতি হেয় করে সদা জ্ঞান॥
যে রাজা আত্মাভিমানী ক্রুদ্ধ অতিশয়।
সবার অগ্রাহ্য, তা'র বিপদ সময়॥
আত্মীয় স্বজনে কভু ফিরেও না চায়।
বরঞ্চ বিনাশ করে করিয়া উপায়॥
নাহি করে কোন কাজ উহারা তাহার।
ভয় দেখা'লেও, ভয় নাহি হয় কা'র॥

সেই রাজা অচিরায় রাজ্য ভ্রষ্ট হয়।
দরিদ্র তৃণের তুল্য হ'য়ে দুখ সয় ॥
কাঠ কুটা ঢেলা ধূলা বরঞ্চ কাজের।
রাজ্যচ্যুত রাজা কিন্তু কাজের কিসের ॥
দলিত কুসুমহার, পরিহিত বস্ত্র।
গোমূত্রমিশ্রিত ক্ষীর, হীনধার অস্ত্র ॥
ভাল কাজে নাহি লাগে, জেন' সেইরূপ।
অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে রাজ্য-ভ্রষ্ট ভূপ ॥
কিন্তু যিনি সাবধান ধার্ম্মিক কৃতজ্ঞ।
জিতেন্দ্রিয় কার্য্যপটু প্রজ্ঞাবান্ বিজ্ঞ ॥
রাজ্যের কিছুই যার না থাকে অজ্ঞাতে।
তাঁহার পতন নাহি হয় কোন মতে ॥
যে রাজা নিদ্রিত নেত্রে কিন্তু নীতি চক্ষে।
সজ্ঞান থাকেন সদা পরোক্ষ প্রত্যক্ষে ॥
যাঁর প্রসন্নতা আর সংক্রোধের ফল।
সকলে দেখিতে পায়, তাঁহারি কেবল ॥
অনাদর নাহি কোথা, কিন্তু দশানন।
তুমি নাহি জান রক্ষোহত্যা বিবরণ ॥
এতে বোধ হয় তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ।
গুণও তোমার নাহি নও তুমি যোধ ॥
তুমি কারে দৃক্‌পাত না কর কখন।
দেশ কাল নাহি বুঝ তুমি, দশানন ॥
গুণদোষ নির্ণয়েও সম্পূর্ণ অক্ষম।
কাজে তব রাজ্য নাশে বিলম্বই কম ॥'
অতুল ধনাধিপতি গর্ব্বিত রাবণ।
শূর্পণখা মুখে শুনি স্বদোষকীর্ত্তন ॥
হইল সে অতিশয় চিন্তাযুত মন।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Wilt thou absorbed in pleasure, still
Pursue unchecked thy selfish will;
Nor turn thy heedless eyes to see
The coming fate which threatens thee?
The king who days and hours employs
In base pursuit of vulgar joys
Must in his peoples, sight be vile
As fire that smokes on funeral pile.
He who when duty calls him spares
No time for thought of royal cares,
Must with his realm and people all
Involved in fatal ruin fall.
As elephants in terror shrink
From the false river's miry brink.
Thus subjects from a monarch flee
Whose face their eyes may seldom see

Who spends the hours for toil ordained
In evil courses unrest trained
He who neglects to guard and hold
His kingdom by himself controlled,
Sinks nameless like a hill whose head
Is buried in the oceans, bed.
Thy foes are calm and strong and wise,
Fiends, Gods, and warriors of the skies,—
How, heedless, wicked, weak and vain,
Wilt thou thy kingly state maintain ?
Thou, lord of giants, void of sense,
Slave of each changing influence,
Heedless of all that makes a king,
Distruction on thy head wilt bring.
O Conquering chief, the prince who boasts
Of treasury and rule and hosts,
By others led, though lord of all
Is meaner than the lowest thrall.
For this are monarch's said to be
Long-sighted, having power to see
Things far away by faithful eyes
Of messengers and loyal spies.
But aid from such thou will not seek
Thy counsellors are blind and weak,
Or thou from these hadst surely known
Thy legions and thy realm o'erthrown.
Know, twice seven thousand, fierce in might,
Are slain by Rama in the fight,
And they, the giant host who led,
Khara and Dushan, both are dead.
Know, Rama with his conquering arm
Has freed the saints from dread of harm,

Has smitten Janasthan and made
Asylum safe in Dandak's shade.
Enslaved and dull, of blinded sight,
Intoxicate with vain delight,
Thou closest still thy heedless eyes
To dangers in thy realm that rise.
A king besotted, mean, unkind,
Of niggard hand and slavish mind
Will find no faithful followers heed
Their master in his hour of need,
The friend on whom he most relies,
In danger, from a monarch flies,
Imperious in his high estate,
Conceited, proud and passionate;
Who never to state affairs attends
With wholesome fear when woe impends,
Most weak and worthless as the grass,
Soon from his sway the realm will pass,
For rotting wood a use is found,
For clods and dust that strew the ground,
But when a king has lost his sway,
Useless he falls, and sinks for aye.
As raiment by another worn,
As faded garland crushed and torn,
So is, unthroned, the proudest king,
Though mighty once, a useless thing.
But he who every sense subdues
And each event observant views,
Rewards the good and keeps from wrong,
Shall reign secure and flourish long.
Though lulled in sleep his senses lie
He watches with a ruler's eye,

Untouched by favour, ire and hate,
And him the people celebrate.
O weak of mind, without a trace
Of virtues that a king should grace,
Who hast not learnt from watchful spy
That low in death the giants lie,
Scorner of others, but enchained
By every base desire,
By thee each duty is disdained
Which time and place require.
Soon wilt thou, if thou canst not learn,
Ere yet it be too late
The good from evil to discern,
Fall from thy high estate."
Griffith's Ramayan Book III, Canto XXXIII.

উগ্রচণ্ডারূপিণী শূর্পণখার ভর্ৎসনা বাক্যগুলিও তাহার উগ্র-প্রকৃতির সম্যক্ পরিচায়ক। কিন্তু শূর্পণখার রাজনীতি বিষয়েও বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, এরূপ লক্ষিত হয়। শূর্পণখার রাজনৈতিক ও বৈষয়িক উক্তিগুলি বিশেষ মূল্যবান্। শূর্পণখার বাক্যে প্রতীয়মান হইতেছে যে, জনস্থানে রাক্ষস বা অনার্য্যদিগের আধিপত্য ছিল, এজন্যই সে সেই আধিপত্য নষ্ট হইতেছে এরূপ উল্লেখ করিল।

এস্থলে কবি কালিদাস এইরূপ লিখিয়াছেন—

"রাঘবাস্ত্রবিদীর্ণানাং রাবণং প্রতিরাক্ষসাম্।
তেষাং শূর্পণখৈবৈকা দুষ্প্রবৃত্তি হরা ভবৎ॥৫১
নিগ্রহাৎ স্বসুরাপ্তানাং বধাচ্চ ধনদানুজঃ।
রামেণ নিহতং মেনে পদং দশসুমূর্দ্ধসু॥" ৫২

রঘুবংশম্—১২ সর্গঃ।

"একমাত্র শূর্পণখা লঙ্কেশ্বরের সন্নিধানে রাম সায়ক-নিহত রাক্ষসদিগের অমঙ্গল-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। ৫১।

কুবেরানুজ রাবণ, স্বীয় ভগিনীর নিগ্রহ ও বন্ধুদিগের নিধন-বার্ত্তা শুনিয়া স্বীয় দশমস্তকে রামচন্দ্রের পদ নিহিত হইয়াছে বিবেচনা করিলেন।" ৫২

সুচতুরা শূর্পণখা বাক্যবাণে রাবণকে উত্তেজিত করিয়া কি কর্ত্তব্য তাহাও বলিয়া দিলেন। পরদার-রত রাজা দশাননকে সীতা দেবীর কথা বলিয়া তাহার পরদারানুরক্তি উদ্দীপিত করিয়া দিলেন। রাবণ শূর্পণখার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পুষ্পক-রথে আরোহণপূর্ব্বক মারীচের নিকট পুনর্ব্বার গমন করিলেন। এই মারীচই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-বিঘ্নকারী এক রাক্ষস ছিল, তাহাকে রামচন্দ্র অস্ত্র-নিক্ষেপে দূরে সমুদ্র-গর্ভে নিপাতিত করিয়াছিলেন। সে তথা হইতে প্রাণরক্ষা করিয়া যোগ তপস্যায় নিরত রহিয়াছিল। মারীচ মায়াবী রাক্ষস ছিল, সে মায়াবলে ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারিত। বিশেষতঃ মারীচ যোগ-তপস্যাবলম্বী থাকায় ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিত। সেকালের যোগ তপস্যাবলম্বী ব্যক্তিগণ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন ও ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিতেন। এই জন্যই রাবণ মারীচের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল এবং মারীচও পরে অনায়াসে মৃগরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মারীচের মৃগরূপ ধারণ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

রাবণের পুষ্পকরথ অতি প্রসিদ্ধ ছিল, উহা শূন্য আকাশ-মার্গ দিয়া চলিয়া যাইত, পর্ব্বত, কানন, সমুদ্রের উপর দিয়া উহা অনায়াসে চলিয়া যাইত। ইহাতেই প্রতীয়মান হয়, সে কালের লোক কতদূর উন্নত ছিল। যদিও বহু চেষ্টা করা হইতেছে, তথাপিও অদ্য পর্য্যন্ত কেহ এরূপ যানের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। বেলুন যদিও কোন অংশে এইরূপ বটে, কিন্তু বেলুনকে ইচ্ছাধীন যেখানে সেখানে চালাইয়া লইয়া যাওয়া সুকঠিন।

সেই পুষ্পক রথ-সম্পর্কে কৃত্তিবাস এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আনিল পুষ্পক রথ অপূর্ব্ব গঠন।
সে রথে সারথি আপনি সমীরণ॥
হীরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।
খচিত রচিত কত সজ্জিত কাঞ্চনে॥
মনোরথ না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।
অষ্ট অশ্ববদ্ধ তাহে দেখিতে আশ্চর্য্য॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সেই রথের গতিও আশ্চর্য্য ছিল। তাহাতে আরোহণ করিয়া রাজা দশানন মারীচের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

"সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর॥
নানাদেশ নদনদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন॥
শ্যামবট পাদপ যোজন শত জল।
অশীতি-যোজন মূল গিয়াছে পাতাল॥
চারি জল দেখি যে পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তরি যোজন হবে সে গাছের গোড়া॥
তপঃ করে বালখিল্য আদি মুনিগণ।
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ॥
যথা তপঃ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রাবণ মারীচকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন যে, রামচন্দ্রের গর্ব্বিত কার্য্যের প্রতিশোধ লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

* * * *

"সাগরের কূলে থানা বনের ভিতর॥
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সকলেরে সংহারিল রাম একেশ্বর॥
ত্রিশির দূষণ খর আদি যত ভাই।
সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই॥
ধিক ধিক তোমারে আমারে ধিক ধিক।
তুমি আমি থাকিতে কলঙ্ক কি অধিক॥
শূর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক কাণ।
হইয়া মনুষ্য কীট করে অপমান॥
আপনি রাবণ আমি পুত্র মেঘনাদ।
ঘটাইল ক্ষুদ্ররাম এতেক প্রমাদ॥
না করি ইহার যদি আমি প্রতিকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার॥
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্র-কার্য্য কর পাত্র শুনহ বচন॥
শুনি তার পরমাসুন্দরী এক নারী।
তার রূপ গুণ কথা কহিতে না পারি॥
তাহারে হরিব করি তোমারে সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায়॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Hear me, Marich, while I speak
And tell thee why thy home I seek.
Sick and distressed am I, and see
My surest hope and help in thee."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XXXVI.

মারীচ রাবণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে সীতাহরণ করিলে অশেষবিধ অনিষ্ট হইবে ও সর্ব্বনাশ হইবে।

"When wise Maricha heard the tale
His heart grew faint, his cheek was pale.
He started with open orbs, and tried
To moisten lips which terror dried,
And grief, like death, his bosom rent
As on the king his look he bent.
The monarch's will he strove to stay,
Distracted with alarm,
For well he knew the might that lay
In Rama's matchless arm."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XXVI.

"অবোধ রাবণ, একি তোমার দুর্ম্মতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি॥
প্রাণাধিকা রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী॥
রামসহ বিবাদে যাইবে যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী॥
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ হবে সর্ব্বনাশ॥
লঙ্কাপুরী মনোহর নাহিক উপমা;
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করিহে মিনতি।
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কার বসতি॥
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ॥
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে॥
যেমন ছুটিলে হস্তী না রহে অঙ্কুশে।
লঙ্কাপুরী তেমনি মজিবে তব দোষে॥
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোকে।
প্রাণ দিলা দশরথ রাম-পুত্র-শোকে॥
সীতা বিনা রামের না যায় অন্য মন।
সীতার শ্রীরাম-পদে মন-সমর্পণ॥
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতি-পাত্র তোমার থাকুক কুতূহলে॥
বহুভোগ করিবে হইবে চিরজীবি।
আনিতে না কর মন শ্রীরামের দেবী॥
রাম বিনা সীতাদেবী অন্য নাহি ভজে।
তবে তারে রাবণ হরিবে কোন কাজে॥
পরস্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী।
সবংশে মরিবে রাজা পাছু নাহি দেখি॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Tis easy task, O King, to find
Smooth speakers who delight the mind.

Reflect with care on every word,
And do what seems the best."
Griffith's Ramayan Book III, Canto XL.

"রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর শুনরে দুর্ম্মতি ॥
রামের গৌরব রাখ মন্দ বল মোরে।
কে পারে করিতে কিবা মারিলে তোমারে ॥
আমার প্রতাপে সদা কম্পিত মেদিনী।
মনুষ্যের কিবা কথা দেব-দৈত্য জিনি ॥
আইলাম আমি ঘরে কর তিরস্কার।
আমার সম্মুখে মনুষ্যের পুরস্কার ॥
বলবুদ্ধি হীন রাম হয় নর জাতি।
নিশাচর-কুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি ॥
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা না হবে খণ্ডন ॥
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাবে দূরে।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য-ঘরে ॥
আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয়।
যুদ্ধ না করিব আমি দেখিও নিশ্চয় ॥"
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

মারীচ পুনরায় বলিলেন—

"Against his judgment sorely pressed
By his imperious lord's behest,
Maricha threats of death defied,
And thus with bitter words replied :
'Ah, who, my King, with sinful thought
This wild and wicked counsel taught,
By which destruction soon will fall
On thee, thy sons, thy realm and all ?
* * * *
To all thy counsellors, untrue,
The punishment of death is due,
Who sees that tempt the dangerous way.
Nor strain each nerve thy foot to stay.
Wise lords, whose king, by passion led,
The path of sin begins to tread,
Restrain him while there yet is time :
But thine,—they see nor heed the crime.

These by their master's will obtain
Merit and fame and joy and gain.
'Tis only by their master's grace
That servants hold their lofty place.
But when the monarch stops to sin
They lose each joy they strove to win,
And all the people high and low
Fell in the common overthrow.
Merit and fame and honour spring,
Best of the mighty, from the king.
So all should strive with heart and will
To keep the king from every ill.
Pride, Violence and sullen hate
Will ne'er maintain a monarch's state,
And those who cruel deeds advise
Must perish when their master dies,
Like drivers with their cars o'erthrown
In places rough with root and stone
The good whose holy lives were spent
On duty's highest laws intent
With wives and children many a time
Have perished for another's crime.
Hapless are they whose sovereign lord,
Opposed to all, by all abhorred,
Is cruel-hearted, harsh, severe :
Thus might a jackal tend the deer,
Now all the giant race await,
Destroyed by thee, a speedy fate,
Ruled by a king so cruel-souled,
Foolish in heart and uncontrolled.
Think not I fear the sudden blow
That threatens now to lay me low :

I mourn the ruin that I see
Impending o'er thy host and thee.
Me first perchance will Rama kill,
But soon his hand thy blood will spill.
I die, and if by Rama slain
And not by thee, I count it gain
Soon as the hero's face I see
His angry eyes will murder me,
And if on her, thy hands thou lay
Thy friends and thou are dead this day.
It with my help thou still must dare
The lady from her lord to tear,
Farewell to all ! our days are o'er,
Lanka and giants are no more,
In vain, in vain, an earnest friend,
    I warn thee, King, and pray.
Thou wilt not to my prayers attend,
    Or heed the words I say
So men, when life is fleeting fast
    And death's sad hour is nigh,
Heedless and blind to the last
    Reject advice and die."
        Griffith's Ramayan Book III, Canto XLI.

"মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন।
সীতারে আনিলে ঘরে সবংশে নিধন॥
হয়েছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার রাজা হটিলে এবার॥
পাত্র-মিত্র-বান্ধব সকল পরিবার।
এইবার সবাকার হইবে সংহার॥
একস্ত্রী আনিয়া মজাইবে এত নারী।
এই লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী॥
সাগরের দর্প কর সাগরে কি করে।
সবংশে তোমাকে রাম ডুবাবে সাগরে॥
অগ্রেতে মরিব আমি রাম-দরশনে।
পশ্চাতে মরিবে তুমি পরে পুরজনে॥

* * * * *

যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর ॥
হরিতে গেলাম সীতা না হরিনু তায়।
দেশে গিয়া এই কথা জানাহ সবায় ॥
যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মন।
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

মারীচ যখন দেখিল যে, রাবণ কোন প্রকারেই প্রবোধ মানিতেছে না বা নিবৃত্ত হইতেছে না, তখন অগত্যা সীতা-হরণ জন্য রাবণের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইল।

"Maricha thus in wild unrest
With bitter words the king addressed.
Then to his giant lord in dread,
Arise, and let us go, he said."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLII.

এই রাবণ-মারীচ-সংবাদে উভয়ের চরিত্রের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। মারীচ এখন জ্ঞানমার্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার পূর্ব্বের নিশাচরত্ব-ভাব এখন আর নাই, সে এখন তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত আছে। রাবণ তেজোপূর্ণ, গর্ব্বিত, বীর্য্যশালী ও দাম্ভিক এবং পরস্ত্রী-পরায়ণ। রাজা দশানন স্বীয় বীর্য্যমদে মত্ত সুতরাং হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। মারীচের হিতবাক্য তাঁহার নিকট নিতান্ত অসার বলিয়া বোধ হইল। তিনি স্বীয় তেজে ও পরাক্রমেই গর্ব্বিত ছিলেন, অপরকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। রামচন্দ্রকে সামান্য মনুষ্য-জ্ঞানে নিতান্ত হেয় ও সাধারণ লোক বলিয়া অভিহিত করিতেও ত্রুটি করিলেন না। রাজা দশাননের চরিত্রের আর একটি লক্ষণ এই যে, তিনি যাহা করণীয় মনে করিতেন তাহা তিনি যে প্রকারেই হউক সাধন করিতেন; কাহারও বাধা গ্রাহ্য করিতেন না। এমন কি, স্বয়ং মহাদেব পঞ্চানন আসিয়া নিষেধ করিলেও মানিতেন না। সময় ও অবস্থা গণ্য করা বিশেষে চরিত্রের এ ভাবটি গুণের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। রাজা মহারাজের পক্ষে তেজোপূর্ণ, বীর্য্যশালী গর্ব্বিত ও দাম্ভিক হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নহে। এই সব বিশেষণ তাঁহাদের পক্ষে বিশেষগুণ বলিতে হইবে। কিন্তু সকলের

পক্ষেই, বিশেষতঃ রাজা মহারাজার পক্ষে। কেননা তাঁহাদের চরিত্র আদর্শ-স্বরূপ হওয়া উচিত, পরস্ত্রী অনুরক্ত হওয়া নিতান্ত দোষাবহ। রাজা দশানন এই দোষেই নষ্ট হইলেন। তিনি সীতাদেবীর রূপ-মাধুর্য্য শুনিয়াই তাঁহাকে হরণ করিতে মানস করিলেন। তাঁহার ন্যায় বীর্য্য ও পরাক্রমশালী রাজার পক্ষে কি রাম-চন্দ্রের সন্নিধানে সম্মুখ যুদ্ধে উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল না? তিনি কি রাম চন্দ্রের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে ভীত ছিলেন? না তাহা নহে। সম্মুখ যুদ্ধ করিলে সীতাদেবীকে তিনি নাও পাইতে পারেন, তজ্জন্যই ছদ্মবেশে সীতাদেবীকে হরণ করিতে মনস্থ করিলেন; কেন না, সীতাদেবীর লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি আরও মনে করিলেন যে, সীতাদেবীর বিরহেই রামচন্দ্রের মৃত্যু হইবে; সুতরাং বিনা যুদ্ধে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। যাহা হউক এই সীতা-হরণ কার্য্যটি যে রাজা দশাননের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। পরস্ত্রী আনুরক্তিই ইহার মূল-কারণ। এই দোষেই তিনি সবংশে ধ্বংস হইলেন। সীতাদেবীকে তিনি হরণ করিয়া আনয়ন না করিলে লঙ্কায় কখনই যুদ্ধ হইত না। যেরূপেই হউক দণ্ডকারণ্যেই যুদ্ধের অবসান হইত।

রাজা লঙ্কেশ্বর তাঁহার অনুচরবর্গ দ্বারা মুনি ঋষিদিগের তপশ্চর্য্যার বিঘ্ন জন্মাইতেন। সেকালে আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মধ্যে মনোমালিন্য কলহ-বিবাদ পূর্ব্বাপরই চলিয়া আসিতেছিল; সুতরাং তজ্জন্য রাজা দশাননকে বিশেষ দোষারোপ করা যায় না।

রাজা দশানন কি প্রকার তেজোপূর্ণ পুরুষ ছিলেন তাহা বাল্মীকি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"এবমুক্তো দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।
অকম্পনমুবাচেদং নির্দ্দহন্নিব তেজসা ॥৩

অরণ্যকাণ্ডম্ ৩১ সর্গঃ।

"অকম্পন-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া দশানন রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রক্ত-নয়ন হইল এবং স্বীয় তেজে যেন তাহাকে দগ্ধ করতঃ এই কথা বলিল।"

বাল্মীকি রাবণকে স্থির-বুদ্ধি বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন—

"ইতি কর্ত্তব্যমিত্যেব কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনা।
স্থিরবুদ্ধিস্ততো রম্যাং যানশালাং জগামহ॥"

অরণ্যকাণ্ডম্ ৩৫ সর্গঃ।

শূর্পণখার বাক্য শুনিয়া রাজা দশানন বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক নিজেই কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছিলেন।

"When Ravan by her fury spurred,
That terrible advice had heard,
He bade his nobles quit his side,
And to the work his thought applied.
He turned his anxious mind to scan
On every side the hardy plan:
The gain against the risk he laid,
Each hope and fear with care surveyed,
And in his heart at length decreed
To try performance of the deed.
Then steady in his dire intent
The giant to the courtyard went."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XXXV.

৪২। সর্গ—রাবণের বাক্যে মৃগরূপে মারীচের দণ্ডকারণ্যে বিচরণ।

৪৩। সর্গ—মৃগরূপী মারীচকে হননার্থ রামের যাত্রা ও রাম-বাণে হত মারীচের হা লক্ষ্মণ শব্দে (আর্ত্তনাদ)।

"বনমাঝে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলো করি মায়ামৃগ করিল গমন॥
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে॥
রাম সীতা যথা বসিয়াছে দুই জন।
সেই স্থানে মৃগ গিয়া দিল দরশন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"She with her beauteous form unmeet
For woodland life and lone retreat,
That wondrous dappled deer beheld
Gemmed with rich pearls, unparalleled.
His silver hair the lady saw,
His radiant teeth and lips and jaw,
And gazed with rapture as her eyes
Expanded in their glad surprise.
And when the false deer's glances fell
On her whom Rama loved so well,
He wandered here and there, and cast
A luminous beauty as he passed;
And Janak's child with strange delight
Kept gazing on the unwonted sight."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLII.

সীতাদেবী রামকে বলিলেন—

"My honoured lord, this deer I see
With beauty rare enraptures me.
Go, chief of mighty arm, and bring.
For my delight this precious thing.
Fair cheature of the woodland roam
Untroubled near our hermit home.
The forest cow and stag are there,
The fawn, the monkey, and the bear,
Where spotted deer delight to play,
And strong and beauteous Kinnars stray.
But never, as they wandered by,
Has such a beauty charmed mine eye
As this with limbs so fair and slight,
So gentle beautiful and bright.

O see, how fair it is to view
With jewels of each varied hue :
Bright as the rising moon it glows,
Lighting the wood where'er it goes.
Ah me, what form and grace are there !
Its limbs how fine, its hues how fair !
Transcending all that words express,
It takes my soul with loveliness.
O, if thou would, to please me, strive
To take the beauteous thing alive,
How thou wouldst gaze with wondering eyes
Delighted on the lovely prize !
And when our woodland life is o'er,
And we enjoy our realm once more,
The wondrous animal will grace
The chambers of my dwelling place,
And a dear treasure will it be
To Bharat and the queens and me,
And all with rapture and amaze
Upon its heavenly form will gaze.
But if the beauteous deer, pursued,
Thine arts to take it still elude,
Strike it, O'chieftain, and the skin
Will be a treasure, laid within.
O' how I long my time to pass
Sitting upon the tender grass,
With that soft fell beneath me spread
Bright with its hair of golden thread !"

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLIII

'রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন ।
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন ॥
এই মৃগচর্ম্ম যদি দেহ ভালবাসি ।
কুটীরে কৌতুকে তবে বিছাইয়া বসি ॥

আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন॥
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখ বিদ্যমান।
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ॥
দুই পার্শ্বে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী।
ধবল কিরণ যেন গায়ে নানাবলী॥
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি।
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি॥
দুই শৃঙ্গ অঙ্গ দেখি প্রবালের বর্ণ।
রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ॥
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম।
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা কর্ম্ম॥
লক্ষ্মণ কহে মৃগরূপ করি নিরীক্ষণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন॥
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনিমুখে।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ বেড়াইছে সুখে॥
রূপে ভুলাইয়া অগ্রে মন সবাকার।
বনে গিয়া রক্ত মাংস করিবে আহার॥
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলি।
আমা সবা ভাণ্ডাবারে পাতে মায়াজালি॥
অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত ইহার।
নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার॥
ভাল মতে ইহা অগ্রে করিব নির্ণয়।
মারীচের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয়॥"

* * *

লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবর।
মারীচ আইল কিসে কর ভাই স্থির॥
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধী পাপী।
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপী॥
সে না হয় যদ্যপি রাক্ষস অন্য জন।
মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন॥
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি।
স্বর্ণমৃগ ধরিয়া পাইব মম প্রীতি॥
ধরিতে না পারি যদি মরিব পরাণে।
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এই স্থানে॥
যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ! সীতারে॥
আমার বচন কভু না করিহ আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন হও সাবধান॥
বৃক্ষ আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে করে জানকীরে হরিব এক্ষণে॥

* * *

শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর॥
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে॥
আমারে মারিবে রাম নহেত রাবণ।
আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ॥
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে কিন্তু নরক কেবল॥
মারীচ সশঙ্ক হয়ে যায় ধীরে ধীরে।
অগ্রে যায় পিছে যায় চায় ফিরে ফিরে॥
ক্ষণে যায় ক্ষণে ধায় ক্ষণে হয় দূর।
নানারঙ্গে চলে মৃগ মায়ার প্রচুর॥
ক্ষণেক নিকটে হয় ক্ষণেক অন্তরে।
শ্রীরাম নিকটে গেলে সে পলায় দূরে॥
প্রাণে মারিবেক মৃগ না মারেন বাণ।
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুটি কান॥

এখন চিন্তিয়া রাম বুঝিয়া কারণ।
স্বরূপেতে মৃগ নহে হবে দুষ্টজন ॥
ক্ষণে অদর্শন হয়, ক্ষণে মৃগ দেখি।
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী ॥
ঐশিখ বিশিখ রাম পূরেণ সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান ॥
পড়িলেক বেদনায় মারীচ অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তিধরী হাহাকার করে ॥
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত ॥
আইস লক্ষ্মণ শীঘ্র কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মম প্রাণ ॥
মারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এখনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখনি ॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে ॥
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ লয়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলিল ত্বরিতে ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র মারীচের মৃত্যুকালীন কপট আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন।

"The fiend,' he pondered, ere he died,
'Ho, Lakshman ! ho, my Sita !' cried.
Ah, if that cry has reached her ear,
How dire must be my darling's fear !
And Lakshman of the mighty arm,
What thinks he in his wild alarm ?
As thus he thought in sad surmise,
Each startled hair began to rise ;
And when he saw the giant slain
And thought upon that cry again,
His spirit sank and terror pressed
Full sorely on the hero's breast
Another deer he chased and struck ;
He bore away the fallen buck,
To Janasthan then turned his face
And hastened to his dwelling place."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLIV.

এই মারীচের কাহিনী হইতে সীতা দেবীর মৃগ বা মৃগচর্ম্ম প্রার্থনায় তাঁহার স্ত্রীজন সুলভ কৌতূহল ও চপলতা, লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ ও কূটবুদ্ধি, রামচন্দ্রের সহৃদয়তা, পত্নী-অনুরাগ ও নির্ভীকতা এবং মারীচের কূটবুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে।

৪৫। সর্গ- সীতার কটুবাক্যে রামের উদ্দেশে লক্ষ্মণের যাত্রা।

"But Síta hearing, as she thought,
Her husband's cry with anguish fraught,
Called to her guardian, 'Lakshman, run
And in the wood seek Raghu's son.
Scarce can my heart retain its throne,
Scarce can my life be called mine own,
As all my powers and senses fail
At that long loud and bitter wail.
Haste to the wood with all thy speed
And save thy brother in his need.
Go, save him in the distant shade
Where loud he calls for timely aid.
He falls beneath some giant foe—
A bull whom lions overthrow.'
Deaf to her prayer, no step he stirred
Obedient to his brother's word.
Then Janak's child, with ire inflamed,
In words of bitter scorn exclaimed :
Sumitra's son a friend in show,
Thou art in truth thy brother's foe,
Who canst at such an hour deny
Thy succour and neglect his cry.
Yes, Lakshman, smit with love of me
Thy brother's death thou fain wouldst see.

This guilty love thy heart has swayed
And makes thy feet so loth to aid.
Thou hast no love for Rama, no :
Thy joy is vice, thy thoughts are low.
Hence thus unmoved thou yet canst stay
While my dear lord is far away.
If aught of ill my lord betide
Who led thee here, thy chief and guide
Ah, what will be my hapless fate
Left in the wild wood desolate !
Thus spoke the lady sad with fear,
With many a sigh and many a tear,
Still trembling like a captured doe :
And Lakshman spoke to calm her woe :"

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLV.

"দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি॥
হেথা সীতা শুনিলেন করুণ বচন।
বলিলেন শীঘ্র যাও দেবর লক্ষ্মণ !
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন হে তোমারে।
দেখ গিয়া তাঁহারে কি রাক্ষসেতে মারে॥
লক্ষ্মণ বলেন নাহি শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারিয়া আনিবেন কিসের বিস্ময়॥
শ্রীরামের মুখে নাহি কাতর বচন।
এত ব্যস্ত হও সীতা কিসের কারণ॥
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন জন।
তুমি কি জান না সীতা ধনুকভঞ্জন॥
রামের বচন সীতা আমি নাহি শুনি।
প্রাণ গেলে রামের কাতর নাহি বাণী॥
কা'রে রাখি তোমার নিকটে কে বা রহে।
শূন্য ঘরে সীতা থাকা উপযুক্ত নহে॥
তাহা না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

Bright flashed her eye as Lakshman spoke,
And forth her words of fury broke
Upon her truthful guardian, flung
With bitter taunts that pierced and stung :

Shame on such false compassion, base
Defiler of thy glorious race !
"Twere joyous sight, I ween, to thee
My lord in direst strait to see.
Thou knowest Rama sore beseted,
Or word like this thou ne'er hadst said.
No marvel if we find such sin
In rivals false to kith and kin,
Wretches like thee of evil kind,
Concealing crime with crafty mind.
Thou, wretch, thine a'd will still deny,
And leave my lord alone to die.
Has love of me unnerved thy hand,
Or Bharat's art this ruin planned ?
But he the treachery his or thine,
In vain, in vain the base design,
For how shall I, the chosen bride
Of dark-hued Rama, lotus-eyed,
The queen who once called Rama mine,
To love of other men decline ?
Believe me, Lakshman, Rama's wife
Before thine eyes will quit this life,
And not a moment will she stay
If her dear lord have passed away.

The lady's bitter speech, that stirred
Each hair upon his frame, he heard.
With lifted hand together laid,
His calm reply he gently made :

No words have I to answer now :
My deity, O queen, art thou.
But 'tis no marvel, dame, to find
Such lack of sense in womankind,

Thought this word, O Maithil dame,
Weak woman's hearts are still the same.
Inconstant, urged by envious spite,
They sever friends and hate the right.
I cannot brook, Videhan queen,
Thy words intolerably keen.
Mine ears thy fierce reproaches pain
As boiling water seethes the brain,
And now to lear me witness all
The dwellers in the wood I call,
That, when the words of truth I plead,
This harsh reply in all my meed.
Ah, woe is thee ! Ah, grief, that still
Eager to do my brother's will,
Mourning thy woman's nature, I
Must see thee doubt my truth and die.
I fly to Rama's side, and Oh,
May bliss attend thee while I go !
May all attendant wood-gods screen,
Thy head from harm, O large-eyed queen !
And thought dire omens meet my sight,
And fill my soul with wild affright,
May I return in peace and see
The son of Raghu safe with thee !
The child of Janak heard and speak
And the hot tear-drops down her cheek,
Increasing to a torrent, ran,
As thus once more the dame began ;
O Lakshman, if I widowed be
Godavari's flood shall cover me,
Or I will die by cord, or leap,
Life weary, from you rocky steep ;

Or deadly poison will I drink,
Or neath the kindled flames will sink,
But never, reft of Rama, can
Consent to touch a meaner man.
The Maithil dame with many sighs,
And torrents pouring from her eyes,
The faithful Lakshman thus addressed.
And smote her hands upon her breast
Sumitra's son, o'erwhelmed by fears,
Looked on the large-eyed queen :
He saw that flood of burning tears,
He saw that piteous mien.
He yearned sweet comfort to afford,
He strove to soothe her pain :
But to the brother of her lord
She spoke no word again.
His reverent hands once more he raised,
His head he slightly bent,
Upon her face he sadly gazed,
And then toward Rama went.

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLI.

বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন॥
ভরত লইল রাজ্য, তুমি লহ নারী।
ভরতের সঙ্গে বড় আছয়ে তোমারি॥
মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা।
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা॥
ইতর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন॥

লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ॥
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর।
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর॥
আমারে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলিহ দুরক্ষর বাণী॥
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

মনস্বিনী তরুদত্ত কৃত্তিবাসের ভাবানুরূপ এ সময়ের একটি সুন্দর ইংরাজি কবিতা লিখিয়াছেন। যথা—

"Hark Lakshman, Hark again that my
It is, it is my husbands voice,
Oh hasten to his succour fly,
No more hast thou dear friend a choice." ইত্যাদি
Taru Dutta's Ballads of Hindusthan.

কবিবর মাইকেল সরমার প্রতি সীতার উক্তিতে সীতাদেবীর ও লক্ষ্মণের এ সময়ের বাক্যগুলি কিছু অন্যরূপে লিখিয়াছেন।

'যাও, বীর! বায়ুগতি পশ এ কাননে।
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি,
বুঝি রঘুনাথ তো'মা ডাকিছেন, রথি!
কহিলা সৌমিত্রি 'দেবি! কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে?
কাহারে ডরাও তুমি? কে পারে
রঘুবংশে অবতংশে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম গুরু বলে?—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ;—'মরি, আমি! এ বিপত্তিকালে,
কোথারে লক্ষ্মণ ভাই? কোথায় জানকি?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে;—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী।
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,

নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িল, বিধাতা
হিয়া তোর। ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তারে, বুঝিনু দুর্ম্মতি!
রে ভীরু, রে বীরকুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে ?—ক্রোধভরে, আরক্তনয়নে
বীরমণি, ধরি ধনু, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনকনন্দিনি!
মাতৃ-সম! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা।
যাই আমি ; গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে মম দোষ,
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।"

মেঘনাদবধ কাব্য ৪র্থ সর্গ।

"The angry Lakshman scarce could brook
Her bitter words, her furious look.
With dark forebodings in his breast
To Rama's side he quickly pressed.

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLVI.

লক্ষ্মণের প্রতি সীতাদেবীর এই রূঢ় বাক্যগুলি অনেকে হয়ত দূষণীয় মনে করিতে পারেন, কিন্তু পতিপ্রাণা সীতাদেবী যে পতির অমঙ্গল আশঙ্কায় একেবারে জ্ঞানহারা হইবেন এবং লক্ষ্মণকে কু-অভিপ্রায়াপন্ন মনে করিয়া তাঁহাকে কটুবাক্য বলিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নারীজাতির সাধারণতঃ কোমল প্রাণ ও দুর্ব্বল অন্তঃকরণ এবং তাঁহারা সাধারণতঃই সন্দিগ্ধচিত্ত। সুতরাং সীতাদেবীকে লক্ষ্মণের প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ-জন্য বিশেষ দোষারোপ করা যায় না। বিশেষতঃ সে কালে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, তজ্জন্যই সীতাদেবী লক্ষ্মণকে

ঐরূপ বলিয়াছিলেন। সীতা দেবীর এরূপ উক্তি নারীচরিত্রেরই উপযুক্ত। বাল্মীকি লক্ষ্মণের উত্তরে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

"তোমার বচনে প্রত্যুত্তর করি
এরূপ ক্ষমতা নাই ;
অনুচিত কথা স্ত্রীলোকের মুখে
শুনি হেন সর্ব্বদাই।'
স্ত্রীলোকের পক্ষে এ হেন বচন
বিস্ময়ের কভু নয়,
তা'দের স্বভাব, জানি সবিশেষ
প্রায়ই এরূপ হয়।
উহারা চপল ধর্ম্ম-ত্যাগী ক্রুর
উহাদের প্রভাবেতে,
গৃহবিচ্ছেদাদি উপস্থিত হয়,
জানি আমি ভালমতে।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম ॥২৮
বাক্যমপ্রতিরূপন্তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি !
স্বভাবস্তেষু নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে ॥২৯
বিমুক্তধর্ম্মাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে ! ॥"৩০

অরণ্যকাণ্ড ৪৫ সর্গ।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণ সীতাকে রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় ঘরে গণ্ডি দিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, যেন কেহ ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে এ কথা দৃষ্ট হয় না।

"গণ্ডি দিয়া লক্ষ্মণ সে বেড়িলেক ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁ'র নারী সীতা,
শূন্য ঘরে রাখি, ওহে সকল দেবতা !"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

এস্থলে লক্ষ্মণের কর্ত্তব্য বিষয়ে একটু ত্রুটি লক্ষিত হয়। এ ত্রুটিরও বিশেষ কারণ আছে। লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ তেজঃপূর্ণ, ক্রোধী পুরুষ ছিলেন, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইলেন। লক্ষ্মণ জানিতেন, রামের কোন বিপদাশঙ্কা নাই, তিনি তাহা সীতাদেবীকে বলিয়াছিলেন, এ অবস্থায় সীতাদেবীর

অশেষ অনুচিত রূঢ় বাক্য সহ্য করিয়াও তাঁহার সীতাদেবীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। সীতাদেবীকে একাকী সেই গহন অরণ্যের-ভিতর রাখিয়া যাওয়া যে তাঁহার নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ক্রোধে ও ক্ষোভে তিনি কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইলেন, দুষ্ট মনোবৃত্তি উত্তেজিত হওয়ায় তাঁহার সুবুদ্ধি লোপ পাইল। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সীতাদেবী না হয় অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণের প্রতি অনুচিত রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য লক্ষ্মণের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া গর্হিত কার্য্য করা সঙ্গত হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে, তেজঃপূর্ণ লক্ষ্মণ বীর ক্রোধ-রিপুর বিশেষ বশীভূত ছিলেন, সুতরাং এই স্থলে সীতাদেবীর পতিপ্রাণতা, নারীজনোচিত স্বাভাবিক হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা এবং লক্ষ্মণের ক্রোধ ও ক্ষোভের বশীভূত হওয়ায় কিছু কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণের বাক্যগুলি বড়ই বিনয়নম্রতা-পূর্ণ এবং সীতাদেবীর প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাব্যঞ্জক। লক্ষ্মণ রাম-সীতায় মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। এস্থানে লক্ষ্মণের গভীর দুঃখই এই যে সীতাদেবী তাঁহার চরিত্র বুঝিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণ অতিবড় মনোদুঃখে কর্ত্তব্যজ্ঞানহারা হইলেন।

৪৬-৪৭। সর্গ—সীতার নিকট ছদ্মবেশী রাবণের অতিথিবেশে আগমন।

৪৮। সর্গ—রাবণের আত্ম-প্রশংসা ও সীতাকে প্রলোভন প্রদর্শন।

৪৯। সর্গ—রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ।

"Then ten necked Ravan saw the time
Propitious for his purposed crime
A mendicant in guise he came
And stood before the Maithil dame."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLVI.

*নিকটে লঙ্কেশ ধরি মুনিবেশ আছিল বৃক্ষের আড়ে। | সুযোগ দেখিয়া অমনি আসিয়া দাঁড়ায় কুটীরদ্বারে॥

মুখে শিবনাম বলে অবিরাম
গেরুয়া বসন পরা।
কমণ্ডলু ধরে যোগী বাম করে
দক্ষিণে ত্রিশূল ধরা॥
জটাভার শিরে কত শোভা করে
ত্রিপুণ্ড্রক যোড়া ভালে।
রুদ্রাক্ষের মালা, দুই চারি হালা
শোভিছে সুগোল গলে॥
ব্যোম ব্যোম হর স্বয়ম্ভু শঙ্কর
বলিয়া বাজায় গাল।
গাইছে সুস্বরে ভজ মন হরে
আনন্দে হরিবে কাল॥
দেখি যোগিবরে পরম আদরে
পাদ্য অর্ঘে পূজে সীতে।
তুষিয়া বচনে দিলেন যতনে
বসিতে আসন পেতে॥
যোগীর সম্বল নানাজাতি ফল
যা ছিল কুটীরে আনি।
ভুঞ্জিতে যোগীরে রাখি থরে থরে
কহেন মধুর বাণী॥
মৃগয়া কারণে দেবরের সনে
পতি মোর গেছে বন।
ফিরে এলে ঘরে করিব সত্বরে
ভোজনের আয়োজন॥
হাসি লঙ্কেশ্বর করেন উত্তর
স্থির হও চন্দ্রাননি!
নিরখি তোমারে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে
গেছে মোর, শুন ধনি!
যোগী ব'লে মোরে ভাবিছ অন্তরে
আমি হে লঙ্কার পতি।
তোমার লাগিয়া সকল ত্যজিয়া
এখানেতে মোর গতি॥
দেবাসুর নরে কাঁপে মোর ডরে
ত্রিলোক জিনেছি বলে।
ব্রহ্মার বরেতে অজেয় জগতে
দাস মোর দেবদলে॥
না হ'তে প্রভাত তুলি পারিজাত
ইন্দ্র গাথি ফুলহার।
আসি শচীসহ যোগায় প্রত্যহ
বলিব বল কি আর॥
জলের যোগানে রেখেছি বরুণে
সুধাকর ধরে ছাতা।
ক্ষমা নাহি কারে পথ পরিষ্কারে
পবনের ঘোরে মাথা॥
হাসিবে শুনিলে সপেঁছি অনলে
রন্ধনকার্য্যের ভার।
রেখেছি হে কালে মোর অশ্বশালে
ঘাসকাটা কার্য্য তার॥
সোণার নির্ম্মাণ মোর পুরীখান
দেখিলে অবাক্ হবে।
ভজিলে আমারে সে মণিমন্দিরে
সতত সুখেতে রবে॥
দেবাসুরগণে ধরিয়া চরণে
সঁপেছে তনয়া মোরে।
দাসী হ'য়ে স'বে ও পদ সেবিবে
তুষিবে যতন ক'রে॥
জিনি ত্রিভুবন বিবিধ রতন
যেখানে যা ছিল ধনি!
আনিয়াছি সব দেবের বৈভব
বাসুকির শিরোমণি॥

সবার উপরি হইবে ঈশ্বরী
সে সব তোমারি হবে।
লঙ্কার ঈশ্বর হইবে কিঙ্কর
হুকুমে হাজির রবে॥
ওমৃগনয়নে চাও বরাননে
আশ্বাসে রহুক প্রাণ।
মদন-অনলে তনু যায় জ্বলে
দাস ভাবি কর ত্রাণ॥
ভুবনের সার সৌন্দর্য্য তোমার
ভিখারী ভুঞ্জিবে তাই।
সরমের কথা মরমের ব্যথা
স্মরিয়া আমি হে পাই।
নবনীত জিনি কোমল মুখখানি
আতপে যেতেছে গলে।
এস মোর সনে কত না যতনে
রাখিব হৃদয়ে তুলে।
রবি মোর ডরে লঙ্কার ভিতরে
প্রবেশ করে না প্রিয়ে।
হবে না হবে না সহিতে যাতনা
রবির কিরণ সয়ে।
রাতুল চরণ হৃদয়ভূষণ
রাবণ রাখিবে ক'রি।
কঠিন মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে
রুধিরে যাবে না ভরি॥
ও রূপ তুলনা জগতে মিলে না
প্রাসাদে ধরে না তাই।
ভিখারী মিলনে কুটীরে গহনে,
ছড়াছড়ি যায় তাই।
বানরের গলে গজমতি দিলে
মরম বুঝিবে কিসে।
গাছের বাকল পরে যে পাগল
কি আছে তাহার দিশে॥
শুনি কুবচন শুকায় বদন
সীতার দারুণ ভয়ে।
কাঁপিল অন্তর কাঁপে কলেবর
রহিল শূন্যেতে চেয়ে॥
মুহূর্ত্তেক পরে আপনা সম্বরে
সাহসে বাঁধিয়া মন।
যুড়ি দুটিকর রাবণ গোচর
কান্দিয়া জানকী কন।
জনকনন্দিনী রামের ঘরণী
রঘুকুলবধূ আমি।
সত্য পালিবারে লইয়া আমারে
অরণ্যে এলেন স্বামী।
রামরূপে মন করেছি অর্পণ
তিনিই আমার পতি।
সেই দূর্ব্বাদল মূরতি শ্যামল
সীতার কেবল গতি।
কুটীর ভবনে বঞ্চি রাম সনে
স্বরগের সুখ পাই।
রামের অভাবে কি কায বিভবে
স্বরগ নাহি ত চাই।
তাঁর নিন্দা শুনি দহিছে পরাণি
এমন না কহ আর।
কমল লোচন সীতার জীবন
জগতের হয় সার॥
সীতার বচন শুনিয়া রাবণ
হাসিয়া উত্তর করে।
হেরে চন্দ্রানন পীড়িছে মদন
হানিয়া বিষম শরে।

রমণী রতন তুমি হে যেমন
আমি অনুরূপ পতি।
করুণ নয়নে চাও বরাননে
ভজ মোরে গুণবতী॥
রাখিলে চরণে জীবন মরণে
হইব তোমার সাথী।
মদন বিলাসে মনের উল্লাসে
রহিব দিবস রাতি॥
লইয়া নাগরে সুখের সাগরে
ভাসিবে সদাই ধনি।
মিছে রাম রাম কর অবিরাম
তাহার ক্ষমতা জানি।
বসন বাকল খাদ্য বন ফল
তরুতলে যার বাস।
তৈল বিনা শিরে শোভা জটাভারে
অন্ন বিনা উপবাস॥
নাই বল বীর্য্য কেড়ে নিল রাজ্য
দুর্ব্বল দেখিয়া ভাই।
চল গুণবতি আমার সংহতি
মুখে দিয়া তার ছাই॥
শুনি কটুবাণী জ্বলিল আগুনি
জানকী কহেন কোপে।
ওরে নিশাচর! না কহ বিস্তর
রাগে মোর তনু কাঁপে॥
তুই মূঢ়মতি নাহিক শকতি
চিনিতে আমার রামে।
কটাক্ষে যাহার সৃজন সংহার
যম কাঁপে যাঁর নামে।
নিকট মরণ তোর রে রাবণ!
দেখিয়া পরাণ কাঁদে।
বামন হইয়া হাত বাড়াইয়া
ধরিতে চাহিস চাঁদে॥
শৃগালের সাধ সিংহসহ বাদ
মরণ উঠিলে হয়।
ভেকের ভ্রূকুটি গায়ে মাখি মাটি
মাতঙ্গে মারিতে ধায়।
শৃগাল সমান তোরে করি জ্ঞান
কেশরী আমার রাম।
পালাও সত্বরে রাম এ'লে ঘরে
পাঠাবে শমন-ধাম॥
রূপে মুগ্ধ মন ভুলিয়া রাবণ
কথায় মগন ছিল।
সীতার বচনে ভাবে মনে মনে
রাম বুঝি ফিরে এ'লো॥
তবে ত্বরা করি নিজবেশ ধ'রি
সীতায় ধরিয়া চুলে।
বাম হাতে কটি ধরিল সে আঁটি
শূন্যেতে লইল তুলে॥
যাইয়া বাহিরে রথের উপরে
উঠিল সীতারে ল'য়ে।
পড়িয়া বিপদে রাম ব'লে কান্দে
জানকী অধীর হ'য়ে॥"

বাবু নিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

"Then with his arm about her waist
His captive in the car he placed.

In vain he threatened : long and shrill
Rang out her lamentation still,
O Rama ! which no fear could stay :
But her dear lord was far away.
Then rose the fiend, and toward the skies
Bore his poor helpless struggling prize :
Hurrying through the air above
The dame who loathed his proffered love.
So might a soaring eagle bear
A serpent's consort through the air.
As on he bore her through the sky
She shrieked aloud her bitter cry,
As when some wretch's lips complain
In agony of maddening pain :
O Lakshman, thou whose joy is still,
To do thine elder brother's will,
This fiend, who all disguises wears,
From Rama's side his darling tears.
Thou who couldst leave bliss, fortune, all,
Yea life itself at duty's call,
Dost thou not see this outrage done
To hapless me, O Raghu's son ?"

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLIX.

সিংহের বিক্রম প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘর পেয়ে মোরে হরিল রাবণ॥
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
শীঘ্র আসি দেবর করহ পরিত্রাণ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এখন বিপদে পতিতা হইয়া লক্ষ্মণের গুণাবলী সীতাদেবীর মনে পড়িল, আর একটু পূর্ব্বে প্রাণপ্রিয়তম রামচন্দ্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া, তিনি লক্ষ্মণের গুণাবলী একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রাবণ ও সীতাদেবীর

কথোপকথন হইতে রাবণের প্রগল্‌ভতা এবং নৃশংসতা ও সীতাদেবীর সাধ্বী নারীজনোচিত অসীম সাহসিকতা প্রকাশ পাইতেছে।

রাবণ সীতাদেবীকে প্রগল্‌ভতার সহিত অশেষ প্রলোভনেও যখন ভুলাইতে পারিল না, তখন বিশ্বাসঘাতক নৃশংসের ন্যায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইল। আর পতিপ্রাণা সাধ্বী সীতাদেবী রাবণের অশেষ প্রলোভনেও ভুলিলেন না বরং তেজের সহিত রাবণকে কতকগুলি রূঢ়বাক্য শুনাইয়া দিলেন। দুর্ব্বলা নারীজাতিও সতীত্ব-হানি আশঙ্কায় কি প্রকার তেজোপূর্ণা হইতে পারে, সতী সাধ্বী সীতাদেবী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তেজ ও গর্ব্বের সহিত রাবণকে স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"A tiger to a cat,
As the white swan is to the owl,
The peacock to the waterfowl,
An eagle to a bat,

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLVII.

সীতাদেবীর এসময়ের বিলাপবাক্যগুলি চিত্ত-দ্রবকর।

"Ah me, ah me! a long farewell
To lawn and glade and forest dell
In Janasthan's wild region, where
The cassia trees are bright and fair,
With all your tongues to Rama say
That Ravan bears his wife away.
Farewell, a long farewell to thee,
O pleasant stream Godavari,
Whose rippling waves are ever stirred
By many a glad wild water-bird!
All ye to Rama's ear relate
The giant's deed and Sita's fate.

O all ye Gods who love this ground
Where trees of every leaf abound.
Tell Rama I am stolen hence,
I pray you all with reverence.
On all the living things beside
That these dark boughs and coverts hide,
Ye flocks of birds, ye troops of deer,
I call on you my prayer to hear.
All ye to Rama's ear proclaim
That Ravan tears away his dame
With forceful arms,—his darling wife,
Dearer to Rama than his life.
O' if he knew I dwelt in hell,
My mighty lord, I know full well,
Would bring me, conqueror, back to-day,
Though Yama's self reclaimed his prey."

Griffith's Ramayan Book III, Canto XLIX.

কবি কালিদাস এই সীতাহরণ ব্যাপারটি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"রক্ষসা মৃগরূপেণ বঞ্চয়িত্বা স রাঘবৌ।
জহার সীতাং পক্ষীন্দ্র প্রয়াসক্ষণবিঘ্নিতঃ ॥৫৩

রঘুবংশম্ দ্বাদশঃ সর্গঃ।

"রাক্ষসাধিপতি দশানন মৃগরূপধারী মারীচ দ্বারা রাম লক্ষ্মণকে বঞ্চিত করিয়া সীতাহরণ করিলেন, পক্ষিরাজ জটায়ু যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়া ক্ষণকালমাত্র তাঁহার গতিরোধ করিয়া বিঘ্ন ঘটাইয়াছিলেন।"

৫০। সর্গ—রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ ও জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ।

"জটায়ু তখন করিয়া শ্রবণ
সীতার রোদনধ্বনি।
আসিয়া সত্বরে দশাননে ঘেরে
নাহি চলে রথখানি।

নখচঞ্চু ঘায় রাবণের কায়
রুধির ধারায় ভাসে।
পাখার সাপটে রথ যায় ফেটে
রাবণ কাঁপিল ত্রাসে।

লয়ে ধনুখান যুড়ি নানা বাণ
পাখীরে সন্ধান করে।
উড়িয়া উড়িয়া চঞ্চু-পুট দিয়া
জটায়ু সায়ক ধরে॥
ব্যর্থ দেখি বাণ কোপে কম্পবান্
অসি ল'য়ে বীর ছুটে।
বেগে প্রহারিয়া ফেলিল কাটিয়া
জটায়ুর পক্ষপুটে॥
জটায়ুর দুঃখে কান্দিলেন শোকে
নিজ-দুঃখ ভুলি সীতা।
করযুড়ি কয় যদি প্রাণ রয়
রামেরে দিও এ বারতা॥"

বাবুনিত্যানন্দ রায়ের রামায়ণ।

রাবণ সীতাদেবীকে রথ হইতে অবতরণ করাইয়া ভূমিতে রাখিয়া জটায়ুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সীতাদেবী নিজের দুঃখ ভুলিয়া জটায়ুর জন্য কাঁদিলেন। কোমলপ্রাণা নারীজাতির এইরূপই স্বভাব। বিশেষতঃ সীতা-দেবী একজন আদর্শচরিত্রা নারী ছিলেন।

"The lady saw her champion lie,
His plumes distained with gory dye,
And hastened to the vulture's side
Grieving as though a kinsman died.

* * * *

The lady saw with mournful eye
Her champion press the plain,—
The royal bird, her true ally
Whom Ravan's might had slain.
Her soft-arms locked in strict embrace
Around his neck she kept,
And lovely with her moon-bright face
Bent o'er her friend and wept."

Griffith's Ramayan Book III, Canto LI.

"Near Salem in southern India are some chalk hills supposed by the natives to be found of the bones of the mythical bird fataus killed by Ravan when carrying off Sita."

Professor Sir monier William's Modern India. p. 165.

রামায়ণের এই জটায়ু-সম্পাতি প্রভৃতি পক্ষী পক্ষবিশিষ্ট কোন অনার্য্য জাতীয় লোক ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বানরগণ যেরূপ লাঙ্গলবিশিষ্ট অনার্য্য জাতি ছিল, ইহারাও সেরূপ ছিল, সন্দেহ নাই। আজকালও মানব-সমাজের কোথাও কোথাও পক্ষী উপাধিধারী লোক দৃষ্ট হয়।

"Fair as the lord of silvery rays
Whom every star in heaven obeys,
The Maithil dame her plaint renewed
O'er him by Ravan's might subdued :
Dreams, omens, auguries foreshow
Our coming lot of weal and woe :
But thou, my Rama, couldst not see
The grievous blow which falls on thee.
The birds and deer desert the brakes
And show the path my captor takes,
Aad thus e'en now this royal bird
Flew to mine aid by pity stirred.
Slain for my sake in death he lies,
The broad-winged rover of the skies.
O Rama, haste, thine aid I crave :
O Lakshman, why delay to save ?
Brave sons of old Ikshvaku, hear
And rescue in this hour of fear.

Her flowery wreath was torn and rent,
Crushed was each sparkling ornament.
She with weak arms and trembling knees
Clung like a creeper to the trees,
And like some poor deserted thing
With wild shrieks made the forest ring.
But swift the giant reached her side,
As loud on Rama's name she cried.

Fierce as grim Death one hand he laid
Upon her tresses' lovely braid.
That touch, thou impious King, shall be
The ruin of thy race and thee.
The universal world in awe
That outrage on the lady saw.
All nature shook convulsed with dread,
And darkness o'er the land was spread.
The lord of Day grew dark and chill,
And every breath of air was still.
The Eternal Father of the sky
Beheld the crime with heavenly eye,
And spake with solemn voice, 'The deed,
The deed is done of old decreed,
Sad were the saints within the grove,
But triumph with their sorrow strove.
They wept to see the Maithil dame
Endure the outrage, scorn, and shame :
They joyed because his life should pay
The penalty incurred that day.
Then Ravan raised her up, and bare
His captive through the fields of air,
Calling with accents loud and shrill
On Rama and on Lakshman still.
With sparkling gems on arm and breast.
In silk of paly amber dressed,
High in the air the Maithil dame
Gleamed like the lightning's flashing flame.
The giant, as the breezes blew
Upon her robes of amber hue,
And round him twined that gay attire,
Showed like a mountain girt with fire.

The lady, fairest of the fair,
Had wreathed a garland round her hair ;
Its lotus petals bright and sweet
Rained down about the giant's feet.
Her vesture, bright as burning gold,
Gave to the wind each glittering fold,
Fair as a gilded cloud that gleams
Touched by the Day-God's tempered beams,
Yet struggling in the fiend's embrace,
The lady with her sweet pure face,
Far from her lord, no longer wore
The light of joy that shone before.
Like some sad lily by the side
Of waters which the sun has dried ;
Like the pale moon uprising through
An autumn cloud of darkest hue,
So was her perfect face between
The arms of giant Ravan seen :
Fair with the charms of braided trees
And forehead's finished loveliness ;
Fair with the ivory teeth that shed
White lustre through the lips, fine red,
Fair as the lotus when the bud
Is rising from the parent flood.
With faultless lip and nose and eye,
Dear as the moon that floods the sky
With gentle light, of perfect mould,
She seemed a thing of burnished gold,
Though on her cheek the traces lay
Of tears her hand had brushed away.
But as the moon-beams swiftly fade
Ere the great Day-God shines displayed,

So in that form of perfect grace
Still trembling in the fiend's embrace,
From her beloved Rama reft,
No light of pride or joy was left.
The lady with her golden hue
O'er the swart fiend a lustre threw,
As when embroidered girths enfold
An elephant with gleams of gold.
Fair as the lily's bending stem,—
Her arms adorned with many gem,
A lustre to the fiend she lent
Gleaming from every ornament
As when the cloud-shot flashes light
The shadows of a mountain height.
Whene'er the breezes earthward bore
The tinkling of the zone she wore,
He seemed a cloud of darksome hue
Sending forth murmurs as it flew.
As on her way the dame was sped
From her sweet neck fair flowers were shed.
The swift wind caught the flowery rain
And poured it o'er the fiend again
The wind-stirred blossoms, sweet to smell,
On the dark brows of Ravan fell,
Like lunar constellations set
On Meru for a coronet.
From her small foot an anklet fair
With jewels slipped, and through the air,
Like a bright circlet of the flame
Of thunder, to the vally came.
The Maithil lady, fair to see
As the young leaflet of a tree

Clad in the tender hues of spring,
Flashed glory on the giant king,
As when a gold-embroidered zone
Around an elephant is thrown."

Griffith's Ramayan Book III, Canto LII.

৫২। সর্গ—রাবণের রথ হইতে সীতার ইতস্ততঃ অলঙ্কার-নিক্ষেপ।

৫৩। সর্গ—রাবণের প্রতি সীতার সক্রোধ বচন।

৫৪। সর্গ—পর্ব্বতস্থিত পঞ্চ বানরের নিকট সীতার উত্তরীয়ালঙ্কার-নিক্ষেপ এবং সীতাকে অশোক বনে রাখিয়া রাবণের নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ।

"সীতা যত গালি দেয় রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে॥
* * *
রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার বসন পুষ্পে ছাইল গগন॥
আভরণ গলার ফেলিল সীতা দেবী।
সে ভূষণে সুশোভিতা হইল পৃথিবী॥
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণিমুকুতার ঝারা।
হিমালয় শৈলে যেন বহে গঙ্গাধারা॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"While, bearing far the lady, through
The realms of sky the giant flew,
She like a gleaming meteor cast
A glory round her as she passed.
Then from each limb in swift descent
Dropped many a sparkling ornament:
On earth they rested dim and pale
Like fallen stars when virtues fail,
Around her neck a garland lay
Bright as the Star-God's silvery ray:
It fell and flashed like Ganga sent
From heaven above the firmament.
The birds of every wing had flocked
To stately trees by breezes rocked:

There bowed their wind-swept heads and said :
"My lady sweet, be comforted !
With faded blooms each brook within
Whose waters moved no gleamy fin,
Stole sadly through the forest dell
Mourning the dame it loved so well.
From every woodland region near
Came lions, tigers, birds, and deer,
And followed, each with furious look,
The way her flying shadow took.
For Sita's loss each lofty hill,
Whose tears were waterfall and rill,
Lifting on high each arm like steep,
Seemed in the geneial woe to weep.
When the great sun, the lord of day,
Saw Ravan tear the dame away,
His glorious light began to fail
And all his disk grew cold and pale
If Ravan from the forest flies
With Rama's Sita as his prize,
Justice and truth have vanished hence,
Honour and right and innocence :
Thus rose the cry of wild despair
From spirits as they gathered there.
In trembling troops in open lawns
Wept, wild with woe, the startled fawns,
And a strange terror changed the eyes
They lifted to the distant skies.
On silvan Gods who love the dell
A sudden fear and trembling fell,
As in the deepest woe they viewed
The lady by the fiend subdued.

Still in loud shrieks was heard afar
That voice whose sweetness naught could mar
While eager looks of fear and woe
She bent up on the earth below.
The lady of each winning wile
With pearly teeth and lovely smile,
Seized by the lord of Lanka's isle,
Looked down for friends in vain.
She saw no friend to aid her, none,
Not Rama nor the younger son
Of Dasaratha, and undone
She swooned with fear and pain."

Griffith's Ramayan Book III, Canto LII.

রাবণ প্রলোভনপূর্ণ সুমধুর বাক্যে সীতাদেবীকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন এবং রামের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন।

"কোপান্বিতা সীতদেবী রাবণবচনে।
রাবণেরে গালি দেন যত আসে মনে॥
অধর্ম্মিষ্ঠ অধম জঘন্য দুরাচার।
করিবেন, রাম তোরে সবংশে সংহার॥
শ্রীরাম কেশরী তুমি শৃগাল যেমন।
কি সাহসে তাঁহারে বলিস কুবচন॥
বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর।
রাম আর তো'রে দেখি অনেক অন্তর॥
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস্ কেমনে এ দুষ্ট আচরণ॥
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Hear me, O Ravan let me go
And save thy soul from coming woe
Or if thou wilt not set me free
Worth for this insult done to me,
With his brave brother's aid my lord
Against thy life will raise his sword.
A guilty hope inflames thy breast
His wife from Rama's home to wrest.

Ah fool, the hope thou hast is vain.
Thy dreams of bliss shall end in pain.
If torn from all I love by thee
My godlike lord no more I see,
Soon will I die and end my woes
Nor live the captive of my foes.
"These were her words and more beside,
By wrath and bitter hate supplied.
Then by her woe and fear o'erthrown
She wept again and made her moan.
As long she wept in grief and dread,
Scarce conscious of the words she said
The wicked giant onward fled
    And bore her through the air
As firm he held the Maithil dame
Still wildly struggling o'er her frame
With grief and bitter misery came
    The trembling of despair."

Griffith's Ramayan Book III, Canto LIII.

"ঋষ্যমুখ নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারিপাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর॥
নল নীল গয় গবাক্ষ পবননন্দন।
জাম্বুবান্ সুগ্রীব রহে চারিজন॥
বসিয়াছে পক্ষী যেন পর্ব্বতের মাঝ।
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহাতেজ॥
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরি॥
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহারে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"He bore her on in rapid flight,
And not a friend appeared in sight
But on a hill that o'er the wood
Raised its high top five monkeys stood.

From her fair neck her scarf she drew,
And down the glittering vesture flew,
With earring, necklace, chain and gem,
Descending in the midst of them :
'For these', she thought, my path may show,
And tell my lord the way I go !
Nor did the fiend, in wild alarm,
Mark when she drew from neck and arm
And foot the gems and gold, and sent
To earth each gleaming ornament.
The monkeys raised their tawny eyes
That closed not in their first surprise,
And saw the dark-eyed, lady, where
She shrieked above them in the air.
High o'er their heads the giant passed
Holding the weeping lady fast
O'er Pampa's flashing flood he sped
And on to Lanka's city fled.
He bore away in senseless joy
The prize that should his life destroy.
Like the rash fool who hugs beneath
His robe a snake with venomed teeth."

Griffith's Ramayan Book III, Canto LIV.

"অধোমুখী জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়॥
রথ হৈতে সীতারে নামান লঙ্কেশ্বর।
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিত অন্তর॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Then Ravan speeding like the storm,
Bearing his death in human form,
The struggling Sita, lighted down
In royal Lanka's glorious town ;"

Griffith's Ramayan Book III, Canto LIV.

শক্রতা হইল রাম লক্ষ্মণের সনে।
নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুইজনে ॥
সীতার চরণে প'ড়ে হইয়া ব্যগ্রতা।
কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখী সীতা ॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে।
বিমুখ হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে ॥
রাম প্রাণ রাম ধ্যান শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রাবণ তখন সীতাদেবীকে চেড়ীদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলেন।

সীতাদেবী বিপদ্‌সময়েও কিছু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইলেন, চতুর্দ্দিকে অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি ফেলিয়া চিহ্ন রাখিয়া গেলেন। সীতাদেবী সতী সাধ্বী নারী-জনোচিত রূঢ়বাক্যও রাবণকে শুনাইতে ত্রুটি করিলেন না। সীতাদেবী এখন বুঝিয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণকে যাইতে দিয়া ভাল কাজ করেন নাই। রাবণ যখন দেখিলেন, সীতাদেবী শিষ্ট ও প্রলোভনপূর্ণ বাক্যে কোন প্রকারে ভুলিলেন না, তখন তাঁহার প্রতি কর্কশ ও কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। সীতাদেবী রাবণের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনা হইয়াও স্বাভাবিক অতুলনীয় সতীত্বের তেজ মুহূর্ত্তের জন্যও হারাইলেন না, সতী সাধ্বীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

রাবণ কয়েক জন রাক্ষসকে রাম-লক্ষ্মণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য দণ্ড-কারণ্যে প্রেরণ করিলেন।

"Arm, warriors, with the spear and bow,
With all your speed from Lanka go,
For Janasthan, our own no more,
Is now defiled with giants' gore;
The seat of Khar's royal state
Is left unto us desolate.
In your brave hearts and might confide,
And cast ignoble fear aside.
Go, in that desert region dwell
Where the fierce giants fought and fell
A glorious host that region held,
For power and might unparalleled,

By Dushan and brave Khara led,—
All, slain by Rama's arrows bled.
Hence boundless wrath that spurns control
Reigns paramount within my soul,
And naught but Rama's death can sate
The fury of my vengeful hate.
I will not close my slumbering eyes
Till by this hand my foeman dies
And when mine arm has slain the foe
Who laid those giant princes low,
Long will I triumph in the aeed,
Like one enriched in utmost need
Now go ; that I this end may gain,
In Janasthan, O chiefs, remain.
Watch Rama there with keenest eye,
And all his deeds and movements spy."

Griffith's Ramayan Book III, Canto LIV.

কবিবর মাইকেল সরমার নিকট সীতার উক্তিতে এই সীতাহরণ ব্যাপার একটু সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি ! কহিব তা কি আর তোমারে।
বাড়িতে লাগিল বেলা, আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত ফলাহারী, করভ-করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি, দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি ! জানিতাম যদি,
ফুল-রাশি-মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,

বিমল সলিলে বিষ, তা হ'লে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?
কহিলা মায়াবী ; 'ভিক্ষা দেহ, বধূ !
(অন্নদা এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্থ অতিথে।
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি !
করপুটে কহিনু ;—'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরুমূলে ; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ। কহিল দুর্ম্মতি ;
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা, নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি ! রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক, তুমি রঘু-বধূ ? কহ,
দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর পাশে" লজ্জা ত্যজি, হায় লো, স্বজনি !
ভিক্ষাদ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বু'ঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব—আমায় তখনি।

একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে,
ভ্রমিতেছিনু কাননে ; দূর গুল্মপাশে
চরিতেছিল হরিণী। সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে।

'রক্ষ, নাথ! বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূরশ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি! রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি!
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে!
পূরিনু কানন আমি হাহাকার-রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে
গলে লোহ, বারি-ধারা দমে কি তাহাতে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?
দূরে গেল জটাজূট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথিবেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্ট মতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, সরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!
চালাইল রথ রথী কালসর্পমুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে!
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কাননরাজী, হায় ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ। প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড় মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁপর হইয়া, আমি খুলিনু সত্বরে

কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁতি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ; ছড়াইনু পথে ;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধু!
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।

* * * *

আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি ;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙ্গিতে শৃঙ্খল তার কাঁদিনু, সুন্দরি।
হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে এ দাসীর দশা)
ঘোর রবে কহ যথা রঘুচূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর ভুবনবিজয়ী।
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি। দূত পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু। হে বারিদ! তুমি
ভীমনাদী, ডাক গম্ভীর নিনাদে।
হে ভ্রমর, মধুলোভি! ছাড়ি ফুলে-ফুলে
গুঞ্জরি নিকুঞ্জ, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি গাও পঞ্চস্বরে,
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধুসখা
কোকিল। শুনি প্রভু, তুমি হে গাইলে।
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
চলিল কনকরথ, এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরিচূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা!

পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বলিয়া ?
কতক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর। থর থরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজি-রাজি, স্বর্ণ-রথ চলিল অস্থিরে।
দেখিনু, মেলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরিপৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ। 'চিনি তোরে' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর ;—'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়ে এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রি-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ-শরে। আয় মূঢ়মতি !
ধিক্ তোরে, রক্ষোরাজ। নির্লজ্জ পামর
আছে কিরে তোর সম এ ব্রহ্ম মণ্ডলে ?"
এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র।
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে।
পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগনমার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে যে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার নাদে।
অবলা সরলা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন।
সাধিনু দেবতা-কুলে কাঁদিয়া কাদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে
অরি মোর, উদ্ধারিতে বিষম-সঙ্কটে
দাসীরে। উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,

পলাইব দূরদেশে। হায় লো, পড়িনু,
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে।
আরাধিনু বসুধ'রে, 'এ বিজন দেশে,
মা, আমার, হয়ে দ্বিধা তব বক্ষঃ-স্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা। এস শীঘ্র করি।
ফিরিয়া আসিবে, দুষ্ট, হায় মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি ঘোর নিশাকালে,
পুতি যথা রত্নরাশি রাখি সে গোপনে
পরধন। আসি মোরে তরাও, জননি!
বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে সুন্দরি!
কাঁপিল বসুধা দেশ পূরিল আরাবে।
অচেতন হইনু পুনঃ। শুন লো ললনে।

* * * *

মিলি আঁখি, শশিমুখী, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে।
কহিল রাঘব-রিপু;—ইন্দীবর আঁখি,
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দুনিভাননে।
রাবণের পরাক্রম। জগৎবিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজবলে।
নিজদোষে মরে মূঢ় গরুড়নন্দন।
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে?
ধর্ম্মকর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
সম্মুখ-সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখরে ভাবিয়া।

শৃগাল হইয়া, লোভে, লোভিলি সিংহীরে।
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতন।"
এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা ;
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু স্বজনি !
বীরবরে ;—সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব। শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী, কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু রাঘবের সাথে।
উঠিল গগনে রথ গম্ভীর-নির্ঘোষে,
শুনিনু ভৈরব রব ; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়। বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে ;
নিবারিল দুষ্ট মোরে, ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে। অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে
সাগরের ভালে, সখি, এ কনকপুরী
অঞ্জনের রেখা। কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা ?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী।
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী ? দুখিনী সতত

যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিরহিণী।
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!
কে কবে শুনেছে, সখি রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে।—কাঁদিলা রূপসী
সরমার গলা ধরি, কাঁদিলা সরমা।"

(মেঘনাদবধ কাব্য ৪র্থ সর্গ।)

৫৫। ৫৬-সর্গ—সীতাকে রাবণের নিজান্তঃপুর প্রদর্শন ও প্রলোভন-প্রয়োগ এবং রাবণের প্রতি সীতার ভৎ'সনা।

"রাবণ তাঁহার (সীতার) সন্নিহিত হয়ে
অনিচ্ছা সত্বেও তাঁর।
বল প্রয়োগিয়া দেখাতে লাগিল
গৃহশোভা আপনার।
সেই গৃহহর্ম্ম্য প্রাসাদে নিবিড়
বিবিধ রতনে ভরা।
সুবর্ণের দ্বার শোভে সারি সারি
তাহে কারুকাজ করা॥
সুবর্ণস্ফটিক রজতের চারু
স্তম্ভাবলী শোভা পায়।
হীরক বৈদূর্য্য খচিত দ্বিরদ
রদ সুবিশদ তায়।
গবাক্ষ জানালা গজদন্ত ময়
জড়িত রজত সোণা।
চারিধারে তার মাণিক্যের ফণী
শোভা পায় তুলি ফণা।
ভূভাগ সকল সুধাধবলিত
দীর্ঘ সরোবর নানা॥
পদ্ম শোভে তায় ভ্রমর খেলায়
সলিল সুধার পানা।
অনেক রমণী বিরাজে সে গৃহে
নানা পক্ষী করে বাস।
নানাজাতি ফুলে শোভে ফুল বন
গন্ধবহ বহে বাস॥
দুরাত্মা রাবণ সীতারে লইয়া
হ'য়ে পুলকিত হিয়া।
দুন্দুভিনিনাদী স্বর্ণময় চারু
বিচিত্র সোপান দিয়া॥
দেবগৃহ সম সে সুন্দর গৃহে
ক্রমে কৈল আরোহণ।
দীনা জানকীরে লাগিল দেখাতে
কর করি সঞ্চালন।"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সুশোভন রাবণের পুরী যে অতুলনীয় ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহা তদানীন্তন সভ্যতা ও উন্নতির পরিচায়কও বটে।

অনন্তর দশানন জানকীর মনে।
লোভ উৎপাদন তরে কহে সম্বোধনে ॥
জানকি! বালক বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ।
কোটি রাক্ষসের আমি নায়ক অধীশ।
বত্রিশ কোটির মাঝে এক একটির।
এক এক সহস্র রাক্ষস মহাবীর ॥
আমার কার্য্যেতে অগ্রসর হ'য়ে থাকে।
আমার আদেশ তারা প্রাণপণে রাখে ॥
প্রিয়ে। তুমি প্রাণাধিক নিশ্চয় আমার।
এ রাজ্য জীবন মম অধীন তোমার ॥
এবে অনুরোধ করি পত্নী মম হও।
যাহা যাহা তুমি ইচ্ছা কর তাই তুমি লও।
আমার যে সব আছে উৎকৃষ্ট রমণী।
তা সবার অধীশ্বরী হবে তুমি ধনি ॥
জানকি! কর না তুমি অন্যমত ইথে।
কথা রাখ চেয়ে দেখ পঙ্কজ আঁখিতে ॥
আমি লো অনঙ্গতাপে নিতান্ত অধীর।
তুমি লো এ তাপনাশে সুশীতল নীর ॥
সুপ্রসন্ন হও প্রিয়ে! মুখ তু'লে চাও।
তুলিয়া মৃণাল বাহু আলিঙ্গন দাও ॥
এ শত যোজন লঙ্কা বেষ্টিত সাগরে।
অমর অসুর হেথা আসিবারে ডরে ॥
কি আর বলিব সীতে! অধিক তোমায়।
কেহ না আসিতে পারে এর ত্রিসীমায় ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব যক্ষ ঋষিগণ।
মম প্রতিযোগী হতে না পারে কখন ॥
সুন্দরি! মনুষ্য রাম সুদীন দুর্ব্বল।
রাজ্যভ্রষ্ট পাদচারে ভ্রমে সর্ব্বস্থানে ॥
কি আর করিবে তুমি লইয়া তাহায়।
আমি তব উপযুক্ত ভজহ আমায় ॥

হাদেখ যৌবন কভু চিরস্থায়ী নয়।
আজ আছে কাল নাই জানিও নিশ্চয় ॥
আমার সহিত তুমি সুখ ভোগ কর।
রামে দেখিবার ইচ্ছা দূরে পরিহর।
কাজে হওয়া দূরে থাক্, মনেও কখন।
করিতে নারিবে রাম হেথা আগমন ॥ * *
এ বিস্তীর্ণ লঙ্কারাজ্য তুমি হে এক্ষণে।
যাপন করহ প্রিয়ে! আনন্দিত মনে ॥
আমি তব দাস হ'য়ে থাকিব সুন্দরি।
রাখিব তোমারে বক্ষে দিবস-শর্ব্বরী ॥
দেবগণ আর যারা বিশ্বমাঝে আছে।
সবলেই দাস হয়ে রবে তব কাছে ॥
স্নানজলে আর্দ্র আর শ্রান্তি পরিহারে।
পরিতুষ্ট হয়ে রত হওলো বিহারে।
যে পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপ আছিল তোমার।
বনবাসে হইয়াছে বিলয় তাহার।
যাহা কিছু পুণ্য তুমি করেছিলে লাভ।
এক্ষণে তাহারি এই ফলের প্রভাব ॥
নানারূপ মাল্যগন্ধ উৎকৃষ্ট ভূষণ।
সকলি শোভিছে হেথা কর দরশন ॥
আইস আমরা দোঁহে এই সব দিয়া।
সুবেশ রচনা করি সুস্থির হইয়া ॥
মম ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামেতে।
ছিল এক বড় রথ সুন্দর দেখিতে ॥
মনের মতন উহা দ্রুতগামী অতি।
সূর্য্যের সমান দীপ্ত খেলে মহাজ্যোতি।
স্ববিক্রমে আমি উহা কৈনু অধিকার।
এবে তুমি মম সনে তাঁহার মাঝার ॥
বসিয়া যেথানে ইচ্ছা কর বিচরণ।
উপর নীচের শোভা কর দরশন ॥" ৺রাজকৃষ্ণ।

"This glorious power, this pomp and sway,
Dear lady at thy feet I lay :
Griffith's Ramayan Book III, Canto LV.

বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অসীম ক্ষমতা দেখিয়া রাবণের এ প্রলোভন-বাক্যে কোন্ সুন্দরী নারী মোহিত না হইয়া পারে ? কিন্তু সতী সাধ্বী পতিপ্রাণা সীতাদেবী কিছুতেই ভুলিলেন না।

"One word of grace, one look I crave :
Have pity on thy prostrate slave.
These idle words I speak are vain,
Wrung forth by love's consuming pain,
And ne'er of Ravan be it said
He wooed a dame with prostrate head."
Griffith's Ramayan Book III, Canto LV.

রাবণ এহেন বচন কহিলে
জানকী অঁাচলে ঢাকি।
মলিন বদন কাঁদিতে লাগিল
করেতে কপাল রাখি॥

চিন্তায় সুদীনা অসুস্থা শোকেতে
নিমগ্না রামের ধ্যানে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠেন কাঁপিয়া
কি যেন বিঁধিছে প্রাণে॥

* * * *

"The lady, by her woe distressed,
One corner of her raiment pressed
To her sad cheek like moonlight clear,
And wiped away a falling tear."
Griffith's Ramayan Book III, Canto LV.

"অনন্তর শোকাকুলা জানকী সুন্দরী।
উভয়ের অন্তরালে তৃণ রক্ষা করি॥
কহিলা নির্ভয়ে, ওরে দুষ্ট দশানন !
দশরথ নামে রাজা বিখ্যাতভুবন॥
ধর্ম্মের অটল সেতু ছিলেন ধরায়।
তাঁহার মতন রাজা না দেখি কোথায়॥
ধর্ম্মশীল রামচন্দ্র তাঁহারি কুমার।
সেই শূর রাম পতিদেবতা আমার।

*　　*　　*
এবে সেই মহাবীর লক্ষ্মণের সনে।
বিনাশ করিবে তোরে সমরপ্রাঙ্গণে॥
*　　*　　*

পতিপার্শ্ব হ'তে তুই অছিন্ন করিয়া।
আনিলি আমারে দুষ্ট লঙ্কায় হরিয়া॥
এ পাপকর্ম্মের তোর কখন সুফল।
ফলিবে না ফলিবে না, হবে অমঙ্গল॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সতী সাধ্বী স্ত্রীগণ বিপদ্‌কালে বিহ্বলা হইলেও আত্মসতীত্ব-রত্ন রক্ষার্থ কি প্রকার তেজঃসম্পন্না হইতে পারে সীতাদেবী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"This senseless body waits thy will,
To torture, chain, to wound or kill
I will not, King of giants, strive
To keep this fleeting soul alive.
But never shall they join the name
Of Sita with reproach and shame.
Thus as her breast with fury burned
Her bitter speech the dame returned.
Such words of rage and scorn, the last
She uttered, at the fiend she cast.
Her taunting speech the giant heard,
And every hair with anger stirred;
Then thus with fury in his eye
He made in threats his fierce reply:
'Hear Maithil lady, hear my speech;
List to my words and ponder each.
If o'er thy head twelve months shall fly
And thou thy love will still deny,
My cooks shall mince thy flesh with steel
And serve it for my morning meal."

Griffith's Ramayan, Book III, Canto, LVI.

তখন রাবণ নিরাশচিত্তে নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ভয়-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সীতাদেবীকে অশোক বনে রাখিয়া দিলেন।

'শুন সীতা আমি তব অপেক্ষা করিয়া।
রহিব দ্বাদশ মাস, কহি বিশেষিয়া॥
যদি তুমি এত দিনে না চাও আমারে।
অনুকূল দৃষ্টিদানে তা হলে তোমারে॥
খণ্ড খণ্ড করিবেক পাচকনিচয়।
প্রাতর্ভোজনের তরে কহিনু নিশ্চয়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তদনন্তর রাক্ষসী চেড়ীগণকে বলিলেন—

* * * *

"রে রাক্ষসগণ। তোরা সীতারে ত্বরায়।
ল'য়ে যা অশোকবনে নিয়ত বেষ্টন॥
ক'রি এ'রে রক্ষা কর করিয়া গোপন॥
কখন বা ঘোরতর তর্জ্জন করিয়া।
কখন বা শান্তবাক্য যতনে বলিয়া॥
বন্য হরিণীর মত এ'রে বশে আন।
অন্যথা না হয় যেন, খুব সাবধান॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

'They led her to that garden where
The sweetest flowers perfumed the air,
Where bright trees bore each rarest fruit,
And birds, enamoured, ne'er were mute.
Bowed down with terror and distress,
Watched by each cruel giantess,—
Like a poor solitary deer
When ravening tigresses are near,—
The hapless lady lay distraught
Like some wild thing but newly caught,
And found no solace, no relief
From agonizing fear and grief;
Not for one moment could forget
Each terrifying word and threat,
Or the fierce eyes upon her set
By those who watched around.
She thought of Rama far away,
She mourned for Lakshman as she lay
In grief and terror and dismay
Half fainting on the ground."

Griffith's Ramayan, Book III, Canto LVI.

"রাক্ষসীরা রাবণের পাইয়া আদেশ।
সীতারে লইয়া কৈল অশোকে প্রবেশ॥
সে অশোকবন অতি দেখিতে সুন্দর।
বহুকল্পবৃক্ষ তথা শোভে বহুতর।
ফলফুলদলে শোভে সেই তরুগণ।
দুলায় তা'দের শাখা মৃদুল পবন॥
উন্মত্ত বিহঙ্গকুল করে কোলাহল।
ফুলে ফুলে ঢালে মধু পিয়ে অলিদল।
রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তীনী হইয়া।
ব্যাঘ্রীমাঝে হরিণীর মতন থাকিয়া॥
যাপিতে লাগিলা কাল জানকী সুন্দরী॥
বহিতে লাগিল অশ্রু ঝর ঝর করি।
পাশবদ্ধা মৃগীসম যারপর নাই।
অসুখী হইয়া সীতা আশঙ্কা সদাই।
ঘোরচক্ষু রাক্ষসীরা তাহারে তখন।
করিতে লাগিল ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন॥
জানকীও ভয়শোকে হইয়া বিহ্বল।
রাম লক্ষ্মণের চিন্তা করেন কেবল॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

৬৫—৬৬ সর্গ—রামের প্রতি লক্ষ্মণের সান্ত্বনা-বাক্য।

এই সীতাহরণ ব্যাপারে কৃত্তিবাস একটি ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, বাল্মীকি-রামায়ণে সমসাময়িক ঐ ঘটনাটির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু পরে বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুপার্শ্বের পিতা সম্পাতির বাক্যে এই ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। ঘটনাটি এই—

"সীতা লয়ে দক্ষিণেতে চলিল রাবণ।
দৈবেপথে সুপার্শ্বের সহ দরশন॥
সম্পাতিনন্দন সুপার্শ্ব নাম তার।
বিন্ধ্যাচলে থাকি ভক্ষ্যযোগায় পিতার॥
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পাতিনন্দন।
সে' না জানে, জটায়ুরে মারিল রাবণ॥
জটায়ুর মরণ সুপার্শ্ব যদি জানে।
রাবণে মারিত সেই দিন সেই ক্ষণে॥"
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।
সহস্র সহস্র জন্তু ঠোঁটে করি আনে॥
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে।
তিন ভাগ জল তার আচ্ছাদন করে॥
একভাগ সাগরের জল মাত্র রয়।
এমন বৃহৎকায় বিহঙ্গ দুর্জ্জয়॥
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র গরুড়ের নাতি।
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি॥
পাখসাট মারে পক্ষী ঝড় যেন বহে।
ত্রাসে রাবণ মাথা তুলি ঊর্দ্ধে চাহে॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শুনিল সে পক্ষিরাজ উপর গগণ॥
পাখসাট মারে পক্ষী তর্জ্জেগর্জ্জে ডাকে।
দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে॥
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
সীতারে হরিয়া লয়ে যায় দশানন॥

দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে।
রথ শুদ্ধ গিলিবারে দিল ঠোঁট মেলে॥
রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে নারীহত্যা করি হব কি পাতকী॥
রথখান বদ্ধ করে রাখে পাখা দিয়া।
রাবণ বলিল তবে বিলম্ব করিয়া॥
রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায়।
তোমায় না দেখি কোন শত্রুতা আমায়॥
করিয়াছে রাঘব আমার অসম্মান।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কাণ॥
ভাই খর-দূষণের রাম মহা-অরি।
সেই কোপে হরিলাম, রামের সুন্দরী॥
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিখ্যাত দুর্জ্জয়।
তব ঠাই পক্ষিরাজ মানি পরাজয়॥
সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।
সেই ক্ষণে রথ লয়ে চলিল রাবণ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

অধ্যাত্মরামায়ণের মতে রাবণ সীতাকে হরণ করিবে, ইহা রামচন্দ্র পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহাকে স্বীয়মূর্ত্তি অগ্নি-মধ্যে গোপন রাখিয়া মায়াসীতার রূপ ধারণ করিতে বলেন। সীতাও তদ্রূপ করিয়া আশ্রমমধ্যে অবস্থান করিতে থাকেন। অনন্তর রাম মৃগরূপী মারীচকে বাণবিদ্ধ করিলে মারীচের কপট আর্ত্তনাদ শুনিয়া সীতা লক্ষ্মণকে রামের রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। এরূপ সময়ে রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে আশ্রমে আসিয়া মায়াসীতাকে লঙ্কায় হরণ করিয়া লইয়া যায়। কূর্ম্ম-পুরাণের মতও প্রায় এইরূপ, বেশীর মধ্যে দেখা যায় যে, রাবণ কর্ত্তৃক হৃত এই মায়াসীতাই আবার রাবণবধের পর পরীক্ষার নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত সীতা হইয়া পুনর্ব্বার তন্মধ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

৫৭–৬৪ সর্গ—মারীচ বধান্তর রামের কুটীরাভিমুখে গমন ও দুর্নিমিত্ত দর্শন এবং কুটীরে সীতা অদর্শনান্তর তদন্বেষণে পথিমধ্যে সীতা-প্রক্ষিপ্ত চিহ্ন দর্শনে রামের খেদ।

৬৫—৬৬ সর্গ—রামের প্রতি লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্য।

"হস্তে ধনুর্ব্বাণ রাম আইলেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে॥

বিপরীত ধ্বনি করিয়াছে নিশাচর।
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য করি ঘর॥
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে॥
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যে ছিল কপালে তাহা দিলেন বিধাতা॥
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিন মম রক্ষা কর সীতা।
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি॥
কেন ভাই আসিতেছ, তুমি যে একাকী।
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় ভাই! হারাইলাম জানকী॥
আইলাম তোমারে করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলা কোথা মম প্রাণ-ধন॥
মম বাক্যে অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই।
কি হইল লক্ষ্মণ! কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে॥
শুন রে লক্ষ্মণ। সে স্বর্ণের পুতলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলা ডালি॥
দুস্তর দণ্ডকারণ্য মহা ভয়ঙ্কর।
হিংস্রজন্তু আছে কতশত নিশাচর॥
কোন দণ্ডে কোন দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ॥
এই বনে চৌদ্দজন রাক্ষসের থানা।
মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা॥
পরাপর লক্ষ্মণ তোমার আছে জানা।
তথাপি লক্ষ্মণ না করিলে বিবেচনা॥
তোমারে কি দিব দোষ মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল।
আমার অধিক ভাই! তব বুদ্ধিবল।
কর্ম্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল॥
মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে।
হের দেখ রাক্ষস পড়েছে মম বাণে॥
ভয়ঙ্কর বিকট মুষল আনি হাতে।
দেখ ভাই মারীচ পড়িয়াছে পথে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"তখন লক্ষ্মণ হ'য়ে বিষাদিত মন।
শোকাকুল রামে কন এইসে বচন॥
আপন ইচ্ছায় আর্য্য! আমি গো সীতায়
পরিহরি সুনিশ্চয় আসিনি হেথায়।
কঠোর বচনে তিনি আমারে প্রেরণ।
করিলেন, তাই মম হেথা আগমন।
"হা লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" এই যে বচন।
মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টরূপে কৈল উচ্চারণ॥
তোমার সে আর্ত্তস্বর শুনিয়া শ্রবণে।
জানকী চঞ্চল হৈলা সজলনয়নে॥
তোমারই স্নেহে তিনি ভয়ভোলা চিতে।
ত্বরা দিতে লাগিলেন, আমারে আসিতে॥
আমিও তখন তাঁর প্রত্যয়ের তরে।
এইরূপ কহিলাম নিঃশঙ্ক অন্তরে॥
'হে দেবি! আর্য্যের মনে ভয় উৎপাদন।
করিবারে পারে হেন নাহি কোন জন॥

কভু দেখিনাই আমি হেন নিশাচর।
যে পারে আর্য্যের চিতে জন্মাইতে ডর।
এক্ষণে নিশ্চিন্ত হও পরিহর ভয়।
আর্য্যের এই কণ্ঠস্বর কখনই নয়।
বোধ হয় আর কারো হইবে এস্বর।
কেন তুমি মহাদেবি হতেছ কাতর॥
অমরগণেও যিনি পারেন রক্ষিতে।
পরিত্রাণ কর এই বাক্য উচ্চারিতে॥
কভু কি ইচ্ছেন তিনি এ নীচ ঘৃণিত।
বচন তাঁহার মুখে নহে উচ্চারিত।
কেহ কোন কারণেতে তা'র অনুরূপ।
স্বর উচ্চারণ করিয়াছে এইরূপ॥
সামান্য স্ত্রীলোক-সম তুমি গো এক্ষণে।
দুঃখিত হয়ো না ভয় করিও না মনে॥
উৎকণ্ঠারে দূর কর শান্ত হও ত্বরা।
আমার বচন শুন হওনা কাতরা॥
সমরে তাঁহারে জয় করিবারে পারে।
হেন কেহ জন্মে নাই ত্রিলোক মাঝারে॥
পরেও জন্মিবে নাই হেন কোন জন।
ইন্দ্রাদিও তাঁর সহ না পারে কখন॥
অনন্তর সীতা দেবী মোহনিবন্ধন।
কান্দিতে কান্দিতে কৈলা দারুণ বচন॥
"ওরে দুরাচার দুষ্ট পাপি রে লক্ষ্মণ।
মম স্বামী রামচন্দ্র হইলে নিধন॥
আমারে পাইবি তুই এই পাপ আশে।
যাইতে না চাস এবে তাহার সকাশে॥
কিন্তু তোর এ সঙ্কল্প কভু না পূরিবে।
মনেই উদয় হল মনেই রহিবে॥
ভরতের সঙ্কেতেতে রামের সমিভ্যারে।
এসেছিস্ দুষ্ট তুই অরণ্য-মাঝারে॥
এইহেতু আর্ত্তস্বর শুনেও তাঁহার।
নিকটে না যেতে চাস দুষ্ট দুরাচার॥
তুই যে প্রচ্ছন্নচারী শত্রু ভয়ানক।
ভস্মাচ্ছন্ন প্রাণঘাতী জ্বলন্ত পাবক॥
আমারি কারণে তাঁর ছিদ্র অন্বেষণে।
নিয়ত ফিরিতেছিস ঘুরি বনে বনে॥"
হে আর্য্য! জানকী মোরে কহিলে এমন।
হইল আমার মনে ক্রোধ উদ্দীপন॥
আরক্ত হইল চক্ষু ওষ্ঠ বিকম্পিত।
আশ্রম হইতে আমি আইনু ত্বরিত॥
লক্ষ্মণের মুখে রাম এ কথা শুনিযা।
কহিলা তাঁহারে তবে বিষণ্ণ হইযা॥
বৎস! তুমি জানকীরে করি পরিহার।
কুকর্ম্ম করিলে হেথা হয়ে আগুসার॥
নিবারিতে পারি' আমি নিশাচরগণে।
ইহা জানিলেও ভাই সীতার ভর্ৎসনে॥
এক্ষণে তোমার আসা ভাল হয় নাই।
এতে আমি অসন্তুষ্ট হইলাম ভাই॥
সীতার নিযোগে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার।
আদেশ লঙ্ঘন করা ভাল কি তোমার?
এ কার্য্য তোমার ভাই! অতি অনুচিত।
নীতির বিরুদ্ধ ইহা হয়েছে নিশ্চিত॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

"Great fear and pain oppress my heart
That dreads the coming blow,

And through my left eye keenly dart
The throbs that herald woe.
Ah Lakshman, all these signs dismay
My soul that sinks with dread.
I know my love is torn away,
Or, haply, she is dead."
Griffith's Ramayan Book III, Canto LVIII.

"O, let not dark Kaikeyi win
The guerdon of her treacherous sin,
* * * *
O Lakshman, if I seek my cot,
Look for my love and find her not
Sweet welcome with her smile to give,
I tell thee, I will cease to live."
Griffith's Ramayan Book III, Canto LIX.

শ্রীরামচন্দ্র সীতার ভাবী বিরহশোকে আত্মহারা ও জ্ঞানহারা হইয়া এস্থলে কৈকেয়ীকে লক্ষ্য করিয়া একটু তীব্র ভাষা ব্যবহার করিলেন। লক্ষ্মণের কার্য্যটি যে নিতান্ত অনুচিত ও অকর্ত্তব্য হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণও তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং রামের বাক্যের কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

উভয় ভ্রাতা তখন দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

"Thus, all his thoughts on Sita bent,
To Janasthan the chieftain went,
Hastening on with eager stride,
And Lakshman hurried by his side.
With toil and thirst and hunger worn,
His breast with doubt and anguish torn,
He sought the well-known spot.
Again, again he turned to chide
With quivering lips which terror dried :

He looked and found her not.
Within his leafy home he sped,
Each pleasant spot he visited
Where oft his darling strayed,
'Tis as feared, he cried,:and there
Yielding to pangs too great to bear,
He sank by grief dismayed."

Griffith's Ramayan Book III, Canto LIX.

"এই মত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই॥
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে॥
শূন্য ঘর দেখেন না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই! একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর॥
তখনি বলিনু ভাই! সীতা নাই ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন চোরে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র মনের দুঃখে লক্ষ্মণকে আবার একটু ভৎ‍ঁসনা করিলেন।

"Why Lakshman, didst thou hurry hence
And leave my wife without defence?
I left her in the wood with thee,
And deemed her safe from jeopardy."

Griffith's Ramayan, Book III, Canto LX.

শ্রীরামচন্দ্র তখন এইরূপ বোধ করিলেন যেন সীতাশূন্য আশ্রম হতশ্রী হইয়াছে, পাদপশ্রেণী যেন সীতা-বিহনে রোদন করিতেছে, সীতাশূন্য পত্রের কুটীর যেন কমলশূন্য সরোবরের ন্যায় দেখা যাইতেছে, মৃগপক্ষীগণ যেন সীতা-বিহনে মৌন হইয়া রহিয়াছে।

মানব আপন হৃদয়বৃত্তির অবস্থা প্রকৃতিতেও যে নিরীক্ষণ করিবে, ইহা ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"ত্বরমাণো জগামাথ সীতাদর্শনলালসঃ।
শূন্যমাবসথং দৃষ্ট্বা বভূবোদ্বিগ্নমানসঃ॥৩

উদ্‌ভ্রমন্নিব বেগেন বিক্ষিপন্‌ রঘুনন্দনঃ।
তত্র তত্রোটজস্থানমভিবীক্ষ্য সমন্ততঃ ॥৪
দদর্শ পর্ণশালাঞ্চ সীতয়া রহিতাং তদা।
শ্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব ॥৫
রুদন্তমিব বৃক্ষৈশ্চ ম্লানপুষ্পমৃগদ্বিজম্‌।
শ্রিয়া বিহীনং বিধ্বস্তং সংত্যক্তং বনদেবতৈঃ ॥৬
বিপ্রকীর্ণাজিনকুশং বিপ্রবিদ্ধবৃসীকটম্‌।
দৃষ্ট্বা শূন্যোটজস্থানং বিললাপ পুনঃ পুনঃ ॥৭
হৃতা মৃতা বা নষ্টা বা ভক্ষিতা বা ভবিষ্যতি।
নিলীনাপ্যথবা ভীরুরথবা বনমাশ্রিতা ॥৮
গতা বিচেতুং পুষ্পাণি ফলান্যপি চ বা পুনঃ।
অথবা পদ্মিনীং যাতা জলার্থং বা নদীং গতা ॥৯
যত্নান্‌ মৃগয়মানস্তু নাসসাদ বনে প্রিয়াম্‌।
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে ॥১০
বৃক্ষাদ্‌বৃক্ষং প্রধাবন্‌ স গিরিংশ্চাপি নদীনদম্‌।
বভ্রাম বিলপন্‌ রামঃ শোকপঙ্কার্ণবপ্লুতঃ ॥১১

বাল্মীকির রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৬০ সর্গ।

"প্রতিবন প্রতিস্থান প্রতিতরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল ॥
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরীতীর ॥
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানাস্থানে সীতার করেন অন্বেষণ ॥
এইরূপ একস্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার ॥
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে যত পশু পাখী ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Tossing his mighty arms on high
He sought her with an eager cry.
From spot to spot he wildly ran
Each corner of his home to scan.

He looked, but Sita was not there ;
His cot was desolate and bare,
Like streamlet in the winter frost,
The glory of her lilies lost.
With leafy tears the sad trees wept
As a wild wind their branches swept.
Mourned bird and deer, and every flower
Drooped fainting round the lonely bower.
The sylvan deities had fled
The spot where all the light was dead,
Where hermit coats of skin displayed,
And piles of sacred grass were laid.
He saw, and maddened by his pain
Cried in lament again, again :
'Where she is, dead or torn away,
Lost, or some hungry giant's prey ?
Or did my darling chance to rove
For fruit and blossoms through the grove ?
Or has she sought the pool or rill,
Her pitcher from the wave to fill ?'
His eager eyes on fire with pain
He roamed about with maddened brain.
Each grove and glade he searched with care,
He sought, but found no Sita there
He wildy rushed from hill to hill,
From tree to tree, from rill to rill.
As bitter woe his bosom rent
Still Rama roamed with fond lament :"

Griffith's Ramayan Book III, Canto LXI.

রামচন্দ্র সীতা-বিরহে একপ্রকার প্রেমোন্মাদ হইলেন।

"মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি ॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী নাহি পাইয়া আমায় ॥
গোদাবরী-তীরে আছে কমলকানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥
পদ্মলতা পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"তরু শৈল নদনদী সমস্ত ভ্রমিয়া।
জিজ্ঞাসিতে পারিলেন আকুল হইয়া ॥
কদম্ব! আমার প্রিয়া তোমারে বিশেষ।
করিয়া থাকেন প্রীতি, জানি আমি বেশ ॥
এক্ষণে যদ্যপি তুমি দেখে থাক তাঁরে।
বল তবে দয়া করি' সুধাই তোমারে ॥
বিল্ব! যা'র স্তনযুগ যেন হে শ্রীফল।
নবীন পল্লব সম সর্ব্বাঙ্গ কোমল ॥
পরিধান চারু পীত কৌশেয় বসন।
যদি তাঁরে দে'খে থা'ক বল এইক্ষণ ॥
করবীর! তুমি সেই কৃশাঙ্গী সীতার।
অত্যন্ত স্নেহের, বল কোথা সে আমার ॥
জীবিতা আছেন কি না সীতা চন্দ্রাননা।
বল করবীর! মোরে, ক'র না ছলনা ॥
মরুবক! হ'য়ে তুমি লতিকাসঙ্কুল।
পল্লবে আকীর্ণ আর ফুটাইয়া ফুল ॥
কি বা শোভা পাইতেছ তুমি অনুপম।
জানকীর উরুযুগ তব ত্বক্ সম ॥
অতিশয় সুদর্শন তিনি এবে কোথা।
তরু হে! অবশ্য তুমি জান সেই কথা ॥
তিলক! পাদপকুলে তুমি হে প্রধান।
তোমার চৌদিকে অলি করিতেছে গান ॥
জানকীর তুমি অতি আদরের ধন।
কোথা তিনি জান তুমি, বল এইক্ষণ ॥
অশোক! হে শোকনাশী আমি শোকভরে।
বিনষ্টচেতন হ'য়ে পড়েছি ফাঁফরে ॥
এবে তুমি জানকীরে করি প্রদর্শন।
আমার এ মহাশোক কর বিনাশন ॥
তাল! মম প্রেয়সীর চারু স্তন দুটি।
পক্ক-তাল-সম শোভে বক্ষোপরে উঠি ॥
যদি তুমি দে'খে থাক নয়নে তাঁহারে।
দয়া করি বল তবে, এক্ষণে আমারে ॥
জম্বু! যদি জানকীরে তুমি দেখে থাক।
নির্ভয়ে বল হে তবে, কথা মম রাখ ॥
কর্ণিকার! শোভিতেছ তুমি ফুলদলে।
তোমাতে হে অনুরক্ত জানকী সুশীলে ॥
এবে যদি দে'খে থাক নয়নে তাঁহারে।
দয়া ক'রে বল তবে সুধাই তোমারে ॥
পনস দাড়িম চুত কদম্ব কুরর।
বকুল চন্দন শাল কেতক গোচর ॥
এইরূপে রামচন্দ্র সীতার বারতা।
জিজ্ঞাসিতে লাগিল মনে পে'য়ে ব্যথা ॥
সে সময়ে তাঁ'রে সেই বনের মাঝার।
বোধ হ'ল ভ্রান্ত আর উন্মত্ত আকার ॥
অনন্তর তিনি যত বন্য জন্তুগণে।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন মৃদু সম্বোধনে ॥
মৃগ! তুমি জান মম মৃগাক্ষী সীতারে।
এক্ষণে জিজ্ঞাসা আমি করিহে তোমারে ॥

এবে কি আছেন তিনি মৃগীগণ সনে।
জান যদি বল তবে কৃপা বিতরণে॥
ওহে করি! বোধ করি বিদিত তোমার।
করিকর-জঘনা সে জানকী আমার।
এবে যদি দেখে থাক, তুমি হে তাঁহারে।
দয়া ক'রে বল তবে, সুধাই তোমারে॥
শার্দ্দূল আমার প্রিয়তমার বদন।
শারদীয় পূর্ণশশিসম সুদর্শন॥
এবে যদি দে'খে থাক তুমি হে তাঁহারে।
অসঙ্কোচে বল তবে, সুধাই তোমারে॥
কমললোচনে তুমি কিসের কারণ।
ছুটিছ, এই যে আমি করিনু দর্শন।
বৃক্ষের আড়াল হ'তে আমার বচনে।
উত্তর না দেও কেন পূর্ণেন্দু বদনে॥
দাঁড়াও এক্ষণে তুমি হয়েছ নির্দ্দয়।
এরূপ নির্দ্দয় তুমি হ'বার ত নয়॥
হেন পরিহাস পূর্ব্বে তুমি ত করনি।
তবে আজ কেন হেন হে স্বর্ণনয়নি!
প্রিয়ে! পীতবর্ণ পট্টবসনে তোমারে।
চিনেছি এখনও তুমি ছ'লিয়ে আমারে॥
দ্রুতপদে যাইতেছ দেখেছি তাহাও।
স্নেহ যদি থাকে তবে দাঁড়াও দাঁড়াও॥
না, ইনি চারুহাসিনী জানকী ত নন।
মাংসাসী রাক্ষসে তাঁ'রে করেছে ভক্ষণ॥
তা না হলে এত ক্লেশে উপেক্ষা আমায়।
কভু নাহি করিতেন, কি সন্দেহ তা'য়॥
আহা জানকীর নাসা কিবা সুদর্শন।
ওষ্ঠ কিবা মনোহর সুন্দরদর্শন॥
পূর্ণেন্দুবদন তাঁর কুন্তলে শোভিত।
রাক্ষসের গ্রাসে হায় হয়েছে গ্রাসিত॥
পর্ব্বকালে রাহু যথা গ্রাসে রে শশীরে।
সেরূপ রাক্ষসে গ্রাস কৈল জানকীরে॥
প্রিয়া মম আর্ত্তরব লাগিলা করিতে।
তথাপি রাক্ষসগণ নিরমম চিতে।
স্বর্ণহারযোগ্য তাঁহার গ্রীবা সুকোমল।
ভক্ষণ ক'রিল হায় প্রকাশিয়া বল॥
তাঁহার পল্লবমৃদু অলঙ্কৃত কর।
ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল পে'য়ে ডর॥
রাক্ষসেরা তাহা হায় করিল ভক্ষণ।
কিছুতেই না শুনিল সীতার ক্রন্দন॥
হায় আমি রাক্ষসগণের ভয়ে হেথা।
গিয়াছিনু রাখিয়া যে চন্দ্রমুখী সীতা॥
স্বজন সত্ত্বেও তিনি যেন সঙ্গিহীনা।
ছিলেন এখানে হ'য়ে আতঙ্কে মলিনা॥
জানকীরে তুমি কিরে দেখেছ লক্ষ্মণ!
হা প্রিয়ে! হা সীতে! কোথা করিলে গমন॥"

এইরূপ বিভ্রান্ত চিত্তে লাগিলেন পর্য্যটিতে
বনে সীতা অন্বেষিয়া রাম।
কভু বেগে সমুত্থিত কভু হন ভূপতিত
মুহুর্মুহু মুখে সীতানাম॥
কখন পড়েন ঘুরি কভু লক্ষ্মণেরে ধরি
শূন্যদৃষ্টে শূন্যপানে চান।
কখন উন্মত্ত হ'য়ে অর্থশূন্য কথা ক'য়ে
তূণ হতে টানি যেন বাণ॥
এইরূপে অনুক্ষণ গিরীনদীপ্রস্রবন
বনে রাম করেন ভ্রমণ।
নিয়ত চৌদিকে চান মহাবেগে ধে'য়ে যান
আকুলি বিকুলি করে মন॥
ভ্রমিলেন চারিপাশ তবু না মিটিল আশ
পাই নাই সদা জাগে মনে।
পুনরায় রঘুবর পরিশ্রমে গাঢ়তর
আরম্ভিলা সীতা অন্বেষণে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"সীতাধ্যান সীতাজ্ঞান সীতাচিন্তামণি
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণি ॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই ! কর অন্বেষণ !
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এইরূপ প্রেমোন্মাদের প্রলাপোক্তিগুলি ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর রামচন্দ্রের পক্ষে কিছু অসঙ্গত কি না এবং তাঁহার এই উন্মত্তভাবের কারণ কি তাহা আলোচনা করা আবশ্যক বটে। রামচন্দ্র পত্নীপ্রেমে একেবারে ডুবিয়াছিলেন না সত্য, কিন্তু পত্নী-বিরহে এখন আত্মহারা হইলেন। ইহাকে প্রেমের বিকার বলা যাইতে পারে, পত্নী-বিরহে তাঁহার প্রেমভাব বিকার প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইয়াছিলেন। ইহা কিছু স্ত্রৈণ ভাবের লক্ষণ। বোধ হয় পিতা দশরথ হইতে রামচন্দ্র কিছু স্ত্রৈণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেম তত গভীর ছিল না, গভীর প্রেম কখনও উদ্বেলিত হইবে না, নিবাত-নিষ্কম্প থাকিবে। রামচন্দ্রের সীতাপ্রেম যদি গভীর হইত তবে তিনি এই সময় উন্মাদের ন্যায় না হইয়া ধীর প্রশান্ত চিত্তে কর্ত্তব্যানুসরণ করিতেন। সীতাপ্রেম তাঁহার তরল ও চঞ্চল ছিল, এ জন্য উহা তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিল। সীতাপ্রেম তাঁহার গভীর হইলে তিনি অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেন সত্য, কিন্তু তাহা এরূপ উদ্বেলিত হইয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিত না এবং তাঁহার মধ্যে কচিৎ কিছু প্রকাশ হইত। রামচন্দ্রের ধর্ম্ম ও জ্ঞানভাব প্রবল ছিল সুতরাং প্রেমভাব তত গভীর ছিল না। ধর্ম্ম ও জ্ঞান এ দুইয়ের বড়ই নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু নারীপ্রেমের সহিত ইহাদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই, নারী-প্রেম ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরুদ্ধবৃত্তিমূলক। এক বৃত্তির প্রভাবে অপর বিরুদ্ধ বৃত্তির হীনতা স্বাভাবিক। সুতরাং ধর্ম্ম ও জ্ঞান ভাব প্রবল ও গভীর থাকায় রামচন্দ্রের প্রেমভাব প্রবল ও গভীর হইতে পারে নাই। সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। রামচন্দ্রের সীতাপ্রেম তরল ও অগভীর ছিল, এজন্য সীতাবিরহে তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। কিন্তু সীতাদেবীর পতিপ্রেম অতি গভীর ছিল, এজন্য তিনি পতি রামবিরহে প্রেমোন্মাদিনী হন নাই। তিনি পতি-বিরহে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া ক্ষীণা, কৃশা. ও মলিনা হইয়াছিলেন। তাঁহার

প্রেমভাব গভীর অতলস্পর্শী ছিল, এই জন্যই উহা উদ্বেলিত হইয়া তাঁহাকে আত্মহারা ও উন্মাদিনী করিতে পারে নাই।

এজন্যই কোন কবি বলিয়াছেন —

"লোক অনুরাগ এত প্রিয়ই কি তাঁর ?
কিছুই কি প্রিয় নয় জীবন সীতার ?
তুচ্ছ সে সীতার প্রাণ, হউক তিনি যশস্বান্
বনমাঝে তবু সীতা ধিয়াবে হিয়ায়।"

লক্ষ্মণ রামকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন—

* * * *
"বিষণ্ণ হ'য়ো না বীর শান্ত হও চিতে।
এস দোঁহে অতঃপর করিয়া যতন।
ভাল ক'রে জানকীরে করি অন্বেষণ॥
ওই যে অদূরে গিরি কন্দর-শোভিত।
জানকীর প্রিয় উহা জানি সুনিশ্চিত॥
এবে বোধ হয় তিনি গিয়াছেন বনে।
কিংবা কুসুমিত সরোবরের সদনে॥
বেতসসঙ্কুল মৎস্যবহুল নদীতে।
গিয়াছেন আর্য্য! সীতা হেন লয় চিতে॥
কিংবা মোরা কি প্রকারে অন্বেষণ তাঁর।
করি এই আশয়েতে ভয় দেখাবার।
কারণ কোথায় তিনি আছেন গোপনে।
এইরূপ এইক্ষণে লয় মোর মনে॥
না করিও শোক দাদা! এস দুইজনে।
অচিরে প্রবৃত্ত হই তাঁর অন্বেষণে॥
যদি মত হয় তব তবে সর্ব্ব বন।
তন্ন তন্ন করি আমি করি অন্বেষণ॥
অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সনে।
প্রবৃত্ত হইল পুন ; সীতা অন্বেষণে॥
তাঁহারা কানন শৈল নদী সরোবর।
আর সেই পর্ব্বতের প্রস্তরশিখর॥
সমস্তই দেখিলেন, কিন্তু কোন ঠাঁই।
সীতার সাক্ষাৎকার পাইলেন নাই।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতাহরণে রামের এই উন্মত্ত চিত্ততা ও সীতা-অন্বেষণে ব্যগ্রতা সাধারণ মানব চরিত্রের পক্ষে সুন্দর ও স্বাভাবিক বটে। কিন্তু হোমরের ইলিয়ডের হেলেন পেরিস কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে হেলেন-স্বামী মেণিলাসের এইরূপ উদ্ভ্রান্ত ভাব দেখা যায় না, তাহার কারণ এই যে, মেণিলাসের হেলেন আসক্তি কেবল পাশবৃত্তিমূলক রূপজ মোহ, পবিত্র প্রেমভাব নহে। রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেম

পবিত্র, কিন্তু অগভীর হইলেও সীতা-বিরহে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহাকে উদ্ভ্রান্ত করিল, কিন্তু মেণিলাসের সে ভাব না থাকায় সে উদ্ভ্রান্ত হইল না, তাঁহার রাগ ও ক্ষোভ সঞ্জাত হইল। মেণিলাসের ভাব পাশ্চাত্য,—অপবিত্র, আর রামচন্দ্রের ভাব প্রাচ্যসভ্যতাসূচক—পবিত্র।

রামচন্দ্র হতাশ হইয়া নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন।

"If thou, O Rama, wilt not bear
This grief which fills thee with despair,
How shall a weaker man e'er hope,
Infirm and mean, with woe to cope ?
Take heart, I pray thee, noblest chief;
What man who breathes is free from grief ?
Misfortunes come and burn like flame,
Then fly as quickly as they come."
Griffith's Ramayan, Book III, Canto LXVII.

* * * দাদা মহাশয়!
তোমা হেন জনে এত শোক ভাল নয়॥
ধৈর্য্যাবলম্বন কর স্থির কর মন।
উৎসাহের সহ কর সীতা অন্বেষণ॥
দেখ গো। উৎসাহশীল লোকে কদাচন।
দুষ্কর কার্য্যেও নাহি অবসন্ন হন॥"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Up brother dear, thy grief subdue,
With heart and soul they search renew.
When woes oppress and dangers threat
Brave effort ne'er was fruitless yet.
He spoke, but Rama gave no heed
To valiant Lakshman's prudent rede.
With double force the flood of pain
Rushed o'er his yielding soul again."
Griffith's Ramayan, Book III, Canto LXIV.

লক্ষ্মণ যে কেবল ভ্রাতা রামচন্দ্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন তাহা নহে। তিনি আবশ্যক মত সদুপদেষ্টা ও সৎপরামর্শদাতাও ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র কোন প্রকারে প্রবোধ মানিলেন না।

"পরে দীনবাক্যে রাম কহিলা লক্ষ্মণে।
বৎস! তুমি মোর বাক্যে ত্বরিত গমনে॥
গোদাবরীতটিনীতে গিয়া জান দেখি।
পদ্ম আনিবারে তথা গেলা কি জানকী॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

প্রথমে লক্ষ্মণ, পরে রামচন্দ্র স্বয়ং গোদাবরীতটে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু সীতাদেবীকে কোথাও না পাইয়া রামচন্দ্র আরও হতাশ হইলেন।

"Thus as he cried in wild lament
From grove to grove the mourner went,
Here for a moment sank to rest,
Then started up and onward pressed.
Thus roaming on like one distraught
Still for his vanished love he sought.
He searched in wood and hill and glade,
By rock and brook and wild cascade.
Through groves with restless step he sped
And left no spot unvisited
Through lawns and woods of vast extent
Still searching for his love he went
With eager steps and fast.
For many a weary hour he toiled,
Still in his fond endeavour foiled,
Yet hoping to the last."

Griffith's Ramayan, Book III, Canto LXI.

তৎপর মৃগগণকে দেখিয়া বলিলেন;—

"শুন শুন মৃগপক্ষী শুন বৃক্ষলতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"মৃগগণ! বল বল জানকী কোথায়?
তোমরা কি আজ তাঁ'রে দেখেছ হেথায়॥
মৃগগণ এইরূপে অভিহিত হ'লে।
তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল সকলে॥

দক্ষিণাভিমুখী হ'য়ে নভ দেখাইয়া।
রাবণ যে পথে গে'ছে সীতারে লইয়া ॥
সকলে তথায় করি গমনাগমন।
করিতে লাগিল তবে রামে নিরীক্ষণ ॥
মৃগেরা যেহেতু পথ আকাশ দেখায়।
যে রাবণ শব্দ করি ছুট ছুটে যায় ॥
লক্ষ্মণ করিলা লক্ষ্য তখন তাহায়।
তিনি উহাদের বাক্য স্থানীয় ইঙ্গিত।
সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি কহিলা ত্বরিত ॥
রামেরে, হে দেব! তুমি জিজ্ঞাসিলে পর।
মৃগগণ গাত্রোত্থান করিয়া সত্বর ॥
দক্ষিণের দিক্ আর সে দিকের পথ!
দেখায়ে দিতেছে ওই দেখ মহারথ ॥
ভাল এবে এস দোহে ওই দিকে যাই।
সীতারে বা চিহ্ন তাঁর যদি কোথা পাই ॥

মৃগগণের এই ভাব অতি স্বাভাবিক। পশু পক্ষিগণের বাক্‌শক্তি না থাকিলেও সমস্ত বুঝিতে পারে এবং আকার ইঙ্গিতে সমস্ত বুঝাইতে পারে।

যাহা হউক, তাঁহারা মৃগগণের প্রদর্শিত পথে যাইতে যাইতে কিছু নিদর্শন পাইলেন, সীতা-পরিত্যক্ত কুসুমাদি ও ভূষণগুলি ও যুদ্ধচিহ্ন দেখিতে পাইলেন।

"কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন।
দেখিলেন পথিমধ্যে সীতার ভূষণ ॥
দেখিলেন পড়ে আছে ভগ্নরথচাকা।
কনকরচিত আছে পতিত পতাকা ॥
রথচূড়া পড়িয়াছে, শেল আর ঝাটি।
মণিমুক্তা পড়িয়াছে, সুবর্ণের কাঠি ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রামচন্দ্র মনে করিলেন সীতাকে কেহ বধ করিয়াছে কি হরণ করিয়া কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সংসার বিনষ্ট করিতে ধনুকে বাণ যুড়িলেন।

"ধনুকে দিলেন গুণ সর্প যেন গর্জ্জে।
বলেন দহিব বিশ্ব আছে কোন কার্য্যে ॥
বিশ্ব পোড়াইতে রাম পুরেন সন্ধান।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন মহেশান ॥
লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি!
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর।
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর!
সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী।
অপরাধে একের অন্যে নাহি বধি ॥
তোমার বাণেতে কা'রো নাহিক নিস্তার।
এ কারণে কেন প্রভু! পোড়াও সংসার ॥
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার।
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার॥
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বতশিখর।
নদনদী দেখি আর দীঘি সরোবর ॥

তবে যদি সীতার না পাই দরশন।
পশ্চাতে করিব চেষ্টা যেবা লয় মন॥
শুনি অস্ত্র সম্বরিয়া রাখিলেন তূণে।
সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুই জনে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

৬৭। ৬৮ সর্গ—মৃতকল্প জটায়ু-মুখে রামের জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ ও জটায়ুর প্রাণত্যাগে তৎ-সংস্কার কার্য্য।

"But Rama in his anguish heard
Or heeded not one soothing word,
Still for his spouse he mourned, and shrill
Rang out his lamentation still."
Griffith's Ramayan, Book III, Canto LXII.

"ক্ষণেক উঠেন রাম বসেন ক্ষণেক।
যেমন উন্মত্ত রাম বলেন অনেক॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এবনে সীতাকে॥
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার॥
হে অরণ্য তুমি ধন্য ধন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন॥
এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেণ চতুর্দ্দিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে॥
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই বধি তোর প্রাণ॥
পক্ষিরূপে এসেছিলি তুই নিশাচর।
পাঠাইব এক বাণে তোরে যমঘর॥
সন্ধান পূরেন রাম তাকে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে বীর কহে ধীরে ধীরে॥
অন্বেষিয়া সীতারে পাইবে বহু ক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ॥
সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ।
সীতারে লইয়া লঙ্কা গেল যে রাবণ॥
দুই ভাই তোমরা না ছিলে যবে ঘরে।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বরে॥
আমি বৃদ্ধ তবু যুদ্ধে রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়াছিলাম রাম তোমার আশায়॥
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জীবন॥
ইতস্ততঃ ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা কর রাম যাতে মরিবে রাবণ॥
তোমার পিতার মৈত্র তোমা লাগি মরি।
আপনি মারিলে রাম কি করিতে পারি॥
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি চন্দ্রানন॥
আপনি দিলেন রাম পেয়ে পরিচয়।
দুই ভাই রোদন করেন অতিশয়॥

* * * *

এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে।
কহিল সীতার বার্ত্তা শ্রীরামের আগে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"শ্রীরাম বলেন পক্ষী পিতার সমান।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ॥
বনজন্তু খাইলে অযশ অপযশ।
অগ্নিকার্য্য করি রাম লক্ষ্মণ পৌরষ॥
রাখেন লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটি॥
তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষিরাজ।
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাজ॥
সৎকার করি তার ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরী জলে তার করেন তর্পণ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এই জটায়ুর অগ্নি ও তর্পণ কার্য্যে রাম-লক্ষ্মণের ধর্ম্মজ্ঞান, উদার প্রকৃতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দৃষ্ট হইতেছে।

৬৯-৭৩। সর্গ—রাম-লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কবন্ধের হস্তচ্ছেদ এবং তন্নিকট হইতে সীতা-বৃত্তান্ত শ্রবণ ও তৎকর্ত্তৃক সুগ্রীবাদির সহিত বন্ধুতা-স্থাপনে পরামর্শদান।

রাম-লক্ষ্মণ সীতা-অন্বেষণে নৈঋত দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে এক গিরিগুহার নিকট উপনীত হইলেন।

"সেই গহ্বরের কাছে গিয়া দুই জন।
দেখিলা রাক্ষসী এক বিকট দশন॥
সুদীর্ঘ আকার তার বিকৃত বদন।
আলুলিত রুক্ষকেশ সুতীক্ষ্ণ দশন॥
অতীব কর্কশ ত্বক্ বিশাল উদর।
ক্ষীণ প্রাণ দুর্ব্বলেরা দেখি পায় ডর॥
সে ঘৃণিত নিশাচরী মৃগ খেতে খেতে।
উপনীত হল তাহাদের নিকটেতে॥
অগ্রবর্ত্তী লক্ষ্মণেরে কহিল তখন।
আইস বিহার করি উভয়ে এখন॥
এই কথা বলি তারে করিয়া গ্রহণ।
কামোন্মত্তা হয়ে দুষ্টা কৈল আলিঙ্গন॥
আলিঙ্গন করি পুন লক্ষ্মণেরে কয়।
অযোমুখী মোর নাম ওহে রসময়॥
তুমি মম প্রাণাধিক পতি প্রিয়তম।
আমারে লভিলে আজি রত্নাদির সম॥
তুমি নাথ মম সনে যাবত জীবন।
গিরি দুর্গে নদীতীরে করিবে ভ্রমণ॥
রাক্ষসীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া।
লক্ষ্মণ তুলিলা অসি কুপিত হইয়া॥
নাসা কর্ণ স্তন তার করিলা ছেদন।
বহিল শোণিত ধারা যেন প্রস্রবণ॥
বিকৃত স্বরেতে তবে চীৎকার করিয়া।
পলাইল নিশাচরী স্বস্থানে ছুটিয়া॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

অনন্তর দুই ভ্রাতা সেস্থান হইতে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে কবন্ধের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কবন্ধ কিরূপ রাক্ষস ছিল, তাহার নামই এ বিষয়ের যথেষ্ট পরিচায়ক।

"দেখিলা সম্মুখে এক প্রকাণ্ড রাক্ষস।
অতিশয় কদাকার বিস্তৃত উরস॥
শির গ্রীবা নাই কিন্তু উদরে বদন।
ললাটে একটি মাত্র প্রদীপ্ত নয়ন॥
সে চক্ষু পিঙ্গল ঘোর স্থূল দীর্ঘতর।
বক্ষস্তলা বড় তার শলাকা সোসর॥
অগ্নিশিখা সম চক্ষু জ্বলে অনুক্ষণ।
এদিক ওদিক কবি করে নিরীক্ষণ॥
ক্রোশেক প্রমাণ সেই রাক্ষস ভীষণ।
সমস্ত শরীর তার মেঘের বরণ॥
বিকট দশন লোলজিহ্বা লল করে।
তীক্ষ্ণ লোমগুলা ব্যাপ্ত দেহের উপরে।
দেহটা অতীব উচ্চ পর্ব্বত সমান।
যোজনেক পরিমিত হস্ত দুইখান॥
সে রাক্ষস মেঘসম গর্জ্জন করিয়া।
হস্ত দুইটা উদ্ধ্বপানে ফেলিছে ছুরিয়া॥
কখন খাইছে ধরি সিংহ মৃগগণ।
কভু যূথপতিগণে করে আকর্ষণ॥
কখন বা বাহুবলে ফেলে দেয় দূরে।
কখন বা অনায়াসে করে ধরে ঘুরে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

সেকালে অরণ্যগুলি যেরূপ মুনিঋষিগণের আবাসস্থান ছিল, কবন্ধ প্রভৃতির ন্যায় অনার্য্য রাক্ষসগণেরও বিচরণস্থল ছিল। এই অনার্য্য রাক্ষসগণ আর্য্য ঋষিগণের তপোবিঘ্ন জন্মাইত এবং তাঁহাদিগের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিত। এই অনার্য্যগণ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে আর্য্য নিবাসাদির দিকে প্রসারিত হইতেছিল। তাহাদের অত্যাচার ও এই বিস্তার নিবারণার্থই বোধ হয়, রামচন্দ্রের বনবাস ভগবানের অভিপ্রায়ানুসারে সৃষ্ট হইয়াছিল। মহাযোগী সিদ্ধ-মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র ঋষি বোধ হয়, যোগবলে বা অন্তর্দৃষ্টিবলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রাম-লক্ষ্মণ দ্বারা এই দুরূহ কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। এজন্য তিনি তাহাদিগকে লইয়া শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা এ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন।

রামলক্ষ্মণ কবন্ধের হস্তচ্ছেদন করিলেন। কবন্ধ তাঁহাদিগকে সুগ্রীবাদির সহিত বন্ধুতাস্থাপনপূর্ব্বক রাবণ-বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিতে উপদেশ দিলেন এবং কোন্ পথে কোথায় কোথায় যাইতে হইবে সমস্ত বলিয়া দিলেন। রামলক্ষ্মণ কবন্ধের অগ্নিকার্য্যও সমাধা করিলেন।

কবন্ধের উপদেশের মধ্যে কএকটি কথা বিশেষ মূল্যবান।

"রাম ষড় যুক্তয়ো লোকে যাভিঃ সর্ব্বং বিমৃশ্যতে ॥
পরিমৃষ্টো দশান্তেন দশাভাগেন সেব্যতে ॥৮
দশাভাগগতো হীনস্ত্বং হি রাম সলক্ষ্মণঃ।
যৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তং ত্বয়া দারপ্রধর্ষণম্ ॥৯
তদবশ্যং ত্বয়া কার্য্যং স সুহৃৎ সুহৃদাম্বর।
অকৃত্বা ন হি তে সিদ্ধিমহং পশ্যামি চিন্তয়ন্ ॥" ১০

অরণ্য-কাণ্ডম্ ৭২ সর্গ।

জীবলোকে সন্ধিবিগ্রহাদি ছয়রূপ।
উপায় রয়েছে কার্য্য সাধিতে স্বরূপ ॥
সে ছয় আশ্রয় করি সকল বিষয়ে।
বিচার করিয়া থাকে মানব নিচয়ে॥
যেই জন দুঃস্থ তার দুঃস্থের সহিত।
সংসর্গ করাই অতি কর্ত্তব্য বিহিত॥
এক্ষণে লক্ষ্মণ সনে তুমি রঘুবর।
হয়েছ দুর্দ্দশাপন্নহীন ঘোরতর॥
এই হেতু তুমি ভার্য্যা হরণ বিপন্ন।
সহিতেছ পদে পদে হে দয়া সম্পন্ন॥
কালে কালে এ সময় উচিত তোমার॥
বিপন্ন লোকের সঙ্গে বন্ধুব্যবহার॥
তা ছাড়া তোমার কার্য্য সিদ্ধির উপায়।
ভেবেও না পাইতেছি কহিহে তোমায়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সুতরাং কবন্ধ বলিলেন যে সুগ্রীব এখন রাজ্যভ্রষ্ট, দুঃস্থ ও বিপন্ন। তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে সুফল ফলিবে।

দেখা যাইতেছে অনার্য্য জাতি ও যে নিতান্ত অশিক্ষিত ছিল তাহা নহে; তবে আর্য্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রযুক্ত তাহারা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিত। অনার্য্য রাক্ষসগণ বোধ হয় কিছু ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল এজন্য ব্রহ্মবাদী আর্য্যগণের প্রতি তাহারা অত্যাচার করিত। যেরূপ শাক্ত ও বৈষ্ণবে অধুনাও কলহ বিবাদ চলিতেছে সেরূপ সেই পুরাকালেও যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কলহ যুদ্ধ চলিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

৭৪। সর্গ—রামলক্ষ্মণের পম্পা সরোবরে গমন ও শবরীর সহিত সাক্ষাৎ।

"শ্রীরাম লক্ষ্মণ ত্বরা করি,
কবন্ধ নির্দ্দিষ্ট পথ ধরি,
সুগ্রীবের দর্শন আশায়।
তথা হতে চলিলা ত্বরায়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তাঁহারা পম্পা সরোবরের পশ্চিম তটে উপনীত হইলেন। তথায় তাপসী শবরীর আশ্রম ছিল। তাপসী শবরী তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও আহার্য্যার্থ ফলমূলাদি দিলেন। শবরী পরে অনলে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিল। রামলক্ষ্মণ দেখিলেন যে অপূর্ব্ব-জ্যোতি অগ্নি হইতে ঊর্দ্ধে স্বর্গ দিকে চলিয়া গেল।

৭৫। সর্গ—ঋষ্যমূখ পর্ব্বত গমনার্থ লক্ষ্মণের সহিত রামের মন্ত্রণা।

"শবরী তাপসী তপস্যার বলে,
স্বর্গযাত্রা কৈল পরে
মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তিতে
লাগিলেন রঘুবর।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তৎপর তাঁহারা পম্পা সরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া পম্পা সরোবর দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন।

"But Rama's heart once more gave way
Beneath his grief and wild dismay
Before him lay the noble flood
Adorned with many a lotus bud."

Griffith's Ramayan, Book III, Canto LXXV.

পম্পানদী অতিশয় দেখিতে সুন্দর।
নিরখিলে দর্শকের জুড়ায় অন্তর॥
উহার স্ফটিকসম স্বচ্ছ জলে পরে।
রয়েছে কমল দল ফুটি থরে থরে।
সুকোমল বালুকণা সর্ব্বত্র উহার।
রহিয়াছে ঝক্‌মক করে অনিবার॥
নিবিড় ভাবেতে মীন কচ্ছপের দল।
সন্তরণ করিতেছে আলোড়িয়া জল।
কোন স্থান তাম্রবর্ণ কহ্লারে উহার।
কোন স্থান শ্বেতবর্ণ কুমুদে আবার॥
কোনস্থানে নীলবর্ণ কুবলয় দলে।
দেখিলে জুড়ায় আঁখি আনন্দ উথলে।
পম্পানদী বহুবর্ণ গজ-আস্তরণ।
কম্বলের মত দৃষ্ট হয় অনুক্ষণ॥
তীরে তার উদ্দালক পুন্নাগ বকুল।
অশোক তিলক আদি শোভে তরুকুল।
কোথাও সুরম্য উপবন শোভা পায়।
কোথাও কুসুম ফুল লুকান পাতায়।
সহচরী সখী সম কোথা লতাগণ।
বৃক্ষগণে সুখভরে করে আলিঙ্গন॥

কোথাও ময়ূরগণ করে কোলাহল।
কোথাও গন্ধর্ব্ব যক্ষ উরগ কিন্নর।
রাক্ষসেরা বিচরণ করে নিরন্তর ॥
কোথাও বা কুসুমিত আম্রের কানন।
মধুর সৌরভ দানে জুড়াইছে মন।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয় সন্দেহ নাই।

অদূরে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত শোভা পাইতেছিল, তথায় সুগ্রীবাদি বিরাজ করিতে-ছিল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে প্রথম তথায় যাইতে আদেশ করিলেন।

"ঋক্ষরাজ সুত বীর সুগ্রীব সুজন।
ও পর্ব্বতে করেছেন সময় যাপন ॥
এক্ষণে তুমিই বৎস তাঁহার গোচরে।
সত্বরে গমন কর এই পথ ধরে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণেরে রাম এই কথা বলি
আবার কহিলা ধীরে।
বিরহে আমার জীবিত কিরূপে
রবে মোর জানকীরে।
"কাম নিপীড়িত সীতাপতি রাজা
লক্ষ্মণে বলি একথা।
রমণীয় পম্পা লাগিলা দেখিতে
হৃদয়ে দারুণ ব্যথা ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রামচন্দ্রের মানসিক অবস্থা এখন কিরূপ সহজেই অনুমেয়। সীতা বিরহে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। প্রাকৃতিক শোভায় ও মন আকৃষ্ট হইতেছিল না।

এই ৭৫ সর্গে অরণ্যকাণ্ড শেষ হইল। এই অরণ্য-কাণ্ডের প্রধান ঘটনা শূর্পণখার নাসাকর্ণ-চ্ছেদন ও তৎফলে সীতা-হরণ। দেখা যাইতেছে, আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্র-কাহিনী প্রধান ঘটনা, অযোধ্যাকাণ্ডে তৎফলে রামের রাজ্যাভিষেক ও রাম-বনবাস প্রধান ঘটনা, অরণ্য-কাণ্ডে তৎপরিণামফল শূর্পণখার নাসাকর্ণ-চ্ছেদন ও সীতা-হরণ। এই সব ঘটনা পরস্পরের ক্রমিক মুখ্য-ফল বলিতে হইবে। বিশ্বামিত্র-কাহিনী না হইলে রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইত না, রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন না হইলে রাম-বনবাস হইত না, রাম-বনবাস না হইলে শূর্পণখার নাসাকর্ণ-চ্ছেদন হইত না। শূর্পণখার নাসাকর্ণ-চ্ছেদন না হইলে সীতা-হরণ হইত না। তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করার ঔচিত্য-সম্পর্কে

বিশ্বামিত্র মুনি যে উপদেশ বাক্য বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিশ্বামিত্রের শিক্ষাগুণেই লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন করিয়া দিল। পতিপ্রাণা সীতা হেন নারীকে রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীস্বরূপ বিশ্বামিত্র সংমিলন করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই সীতাদেবী রামচন্দ্রের কৃত্রিম আর্ত্তস্বর শুনিয়া লক্ষ্মণকে তিরস্কার-পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহার পরিণামফলে সীতা-হরণ হইল। লক্ষ্মণ সীতাদেবীর নিকট থাকিলে সহজে সীতা-হরণ হইতে পারিত কি না সন্দেহ। সুতরাং মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ সকল প্রকারেই এই বিশ্বামিত্র-কাহিনী রামায়ণের প্রধান প্রধান সকল ঘটনার মূল কারণ।

এই অরণ্য-কাণ্ডেই আমরা প্রথম রাবণের সাক্ষাৎ পাই। শূর্পণখা রাবণের কতক পরিচয় দিয়াছে। রাবণ লঙ্কার রাজা ছিলেন। বিশ্বামিত্র মুনি রাজা দশরথের নিকট রাবণের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

"হে ভূপ আমরা সবে করেছি শ্রবণ।
রাবণ নামেতে আছে রক্ষ একজন॥
পুলস্তের কুলোদ্ভব সেই মহাবল
মহাবীর্য্য কাছে তার থাকে রক্ষোদল॥
শুন মহারাজ কহি তোমার গোচরে।
ত্রিলোক পীড়য়ে সে বিধাতার বরে॥
বিশ্রবা মুনির পুত্র সেই সে রাবণ।
যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা সেই জন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

দেখা যাইতেছে, রাবণ অনার্য্য হইলেও তিনি ঋষি-নন্দন ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি-দোষেই তিনি অনার্য্য রাক্ষস জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে, তাঁহার মাতা রাক্ষসী ছিল।

(অরণ্য-কাণ্ড সমাপ্ত)

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড।

——oo——

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৬৭ সর্গে বিভক্ত।

১। সর্গ—রামের বসন্ত-বর্নন ও প্রিয়াবিয়োগে খেদ, লক্ষ্মণের সান্ত্বনোক্তি।

"The princes stoood by Pampa's side
Which blooming lilies glorified.
With troubled heart and sense o'er thrown
There Rama made his piteous moan.
As the fair flood before him lay
The reason of the chief gave way ;
And tender thoughts within him woke,
As to Sumitra's son he spoke :
'How lovely Pampa's waters show,
Where streams of lucid crystal flow !
What glorious trees o'ver hang the flood
Which blooms of opening to his stud !
Look on the banks of Pampa where
Thick groves extend divinely fair ;
And piles of trees like hills in size,
Lift their proud summits to the skies.
But thought of Bharat's pain and toil,
And my dear spouse the giant's spoil,
Afflict my tortured heart and press
My spirit down with heaviness.
Still fair to me though sunk in woe
Bright Pampa and her forest show,

Where cool fresh waters charm the sight,
And flowers of every hue are bright."
Griffith's Ramayan, Book IV, Canto I.

"লক্ষ্মণের সনে রাম পম্পাতটে গিয়া।
বিলাপিতে লাগিলেন ব্যাকুল হইয়া॥
সে নদীতে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্রেতে।
অতিশয় হর্ষ তাঁর জন্মিল মনেতে॥
ইন্দ্রিয়-বিকার পুন হল উপস্থিত।
আনন্দের সনে কাম হইল মিশ্রিত॥"
৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রামচন্দ্র তখন সুখপ্রদ বসন্ত বর্ণনা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—

"জানকী-বিহীন আমি এবে রে লক্ষ্মণ।
বসন্ত করিছে মম শোক উদ্দীপন॥
অনঙ্গও অতিশয় সন্তপ্ত করিছে।
একালের এই ভাবে অঙ্গ শিহরিছে॥
কোকিল আনন্দভরে করি কুহুরব।
ডাকিছে আমারে যেন শুন বীরর্ষভ॥
কামাতুর আমি, ওই রম্য প্রস্রবণে।
দাত্যূহ মধুর ধ্বনি করিয়া সঘনে॥
শোকাকুল করি মোরে তুলিছে লক্ষ্মণ।
এর রবে এবে মম বিচলিত মন॥
পূর্ব্বে সীতা হায় ভাই আশ্রম ভিতরে।
ইহার সঙ্গীত শুনি পুলক অন্তরে॥
আমারে আহ্বান করি আনন্দ কতই।
করিতেন পরাকাশ এবে আর কই॥"
৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Beneath all fancied hopes and fears
Ay me! the sorrow deepens down,
Whose muffled motions blindly drown,
The bases of my life in tears!"
Tennyson's In Memoriam.

"অয়ং বসন্তঃ সৌমিত্রে নানাবিহঙ্গনাদিতঃ।
সীতয়া বিপ্রহীনস্য শোকসন্দীপনো মম॥২২
মাং হি শোকসমাক্রান্তং সন্তাপয়তি মন্মথঃ।
হৃষ্টঃ প্রবদমানশ্চ সমাহ্বয়তি কোকিলঃ॥২৩
এষ দাত্যূহকো হৃষ্টো রম্যে মাং বননির্ঝরে।
প্রণদন্মন্মথাবিষ্টং শোচয়িষ্যতি লক্ষ্মণঃ॥২৪

শ্রুত্বৈতস্য পুরা শব্দমাশ্রমস্থা মম প্রিয়া।
মামাহুয় প্রমুদিতা পরমং প্রত্যনন্দত॥"২৫

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১ম সর্গ।

"No joy the blooming season gives
The herald melodies of spring,
But in the songs I love to sing,
A doubtful gleam of solace lives."

Tennyson's In Memorium.

"মমায়মাত্মপ্রভবো ভূয়স্ত্বমুপযাস্যতি॥৩৩
অদৃশ্যমানা বৈদেহী শোকং বর্দ্ধয়তীহ মে।
দৃশ্যমানো বসন্তশ্চ স্বেদসংসর্গদূষকঃ॥৩৪
মাং হি সা মৃগশাবাক্ষী চিন্তাশোকবলাৎকৃতম্।
সন্তাপয়তি সৌমিত্রে ক্রূরশ্চৈত্রবনানিলঃ॥" ৩৫

"জানকীর আর ভাই নাহিরে দর্শন।
চৌদিকে সুন্দর বৃক্ষ করি দরশন॥
কাজে কাজে এ সময়ে আমার অন্তরে।
প্রবল হইবে কাম নিজ মূর্ত্তি ধরে॥

অদৃশ্যা জানকী আর স্বেদবিনাশক।
সুদৃষ্ট বসন্ত মম বাড়াইছে শোক॥
একে নিপীড়িত আমি সীতার চিন্তায়।
তাহে এ বাসন্তী বায়ু জ্বালায় আমায়॥"

"Ah, in this month when flowers are fair
My widowed woe is hard to bear.

* * * *

My spirit sinks in hopeless pain
When my fond glances yearn in vain
For that dear face with whose bright eye
The worshipped lotus scarce can vie.
Ah when, my brother, shall I hear
That voice that rang so soft and clear,

When sweetly smiling as she spoke,
From her dear lips gay laughter broke ?
When worn with toil and love I strayed
With Sita through the forest shade,
No trace of grief was seen in her,
My kind and thoughtful comforter.
How shall my faltering tongue relate
To queen Kausalya Sita's fate ?
How answer when in wild despair
She questions, where is Sita, where ?
Haste, brother, haste : to Bharat hie,
On whose fond love I still rely.
My life can be no longer borne,
Since Sita from my side is torn."
Grifith's Ramayan, Book IV. Cant 1.

শ্রীরামচন্দ্রের এই সময়ের সুদীর্ঘ বিরহ বিলাপ ও সীতার জন্য খেদোক্তির কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল। রামচন্দ্র সীতা-বিরহে বসন্ত-সমাগমে কামাতুর হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর রামচন্দ্রের পক্ষে কামাতুর হইয়া এরূপ বিলাপ করায় তাঁহার চিত্তদৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইতেছে। রামচন্দ্রে তাঁহার পিতা দশরথের স্ত্রৈণ ভাব যে কিছু বর্ত্তিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

"Thus like a helpless mourner, bent
By sorrow, Rama made lament ;
And with wise counsel Lakshman tried
To soothe his care, and thus replied :
"O best of men, thy grief oppose,
Nor sink beneath by wieght of woes.
Not thus despond the great and pure
And brave like thee, but still endure.

Reflect what anguish wrings the heart
When loving souls are forced to part ;
And mindful of the coming pain,
Thy love within thy breast restrain,
For earth, though cooled by wandering streams,
Lies scorched beneath the midday beams.
Ravan his steps to hill may bend,
Or lower yet in flight descend ,
But be thou sure, O Raghu's son,
Avenging death he shall not shun.
Rise, Rama, rise ; the search begin,
And track the giant foul with sin.
Then shall the fiend, though far he fly,
Resign his prey or surely die.
Yea, though the trembling monster hide
With Sita close to Diti's side,
E'en there, unless he yield the prize,
Slain by this wrathful hand he dies.
Thy heart with strength and courage stay,
And cast this weakling mood away.
Our fainting hopes in vain revive
Unless with firm resolve we strive.
The zeal that fires the toiler's breast
Mid earthly powers is first and best
Zeal every check and bar defies,
And winks at lenghth loftiest prize,
In woe and danger, toil and care,
Zeal never yields to weak despair.
With zealous heart thy task begin,
And thou once more thy spouse shalt win.
Cast fruitless sorrow from thy soul.
Nor let this love thy heart control.

Forget not all thy sacred love,
But be thy noble self once more"
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto 1.

"মহাত্মা রামেরে অনাথের মত
বিলাপ করিতে হেরি।
লক্ষ্মণ তখন, যুক্তিযুত ভাবে,
কহিলেন ধীরি ধীরি॥
শোক সম্বরণ, কর বুদ্ধিমান
মঙ্গল হইবে তব।
তোমা হেন জনে, এত অধীরতা
কভু কি হয় সম্ভব॥
পাপ স্পর্শ নাহি, থাকিলেও আর্য্য,
শোকেতে লোকের জ্ঞান।
ম্লান হয়ে যায়, তা জেনেও তবে,
কেন হেন অভিমান॥
বিচ্ছেদের ভয়ে মনে আঁকি এবে,
সুপ্রিয় জনের স্নেহে।
হও গো বিরত, স্থির কর চিত,
কেন দুঃখ সহ দেহে॥
দীপবর্ত্তি আর্দ্র, হইলেও তবু,
অতি মাত্র তৈল পেলে।
দগ্ধ হয়ে থাকে, জান তাত তুমি,
আজি কিগো ভুলি গেলে॥
যদ্যপি রাবণ, প্রবেশে পাতালে,
কিংবা তারো চেয়ে যদি।
নিভৃতে লুকায়, তথাপি তাহার
নাহি ত্রাণ, গুণ নিধি।
এবে সে পাপীর, বৃত্তান্ত বিদিত,
হইবার চেষ্টা কর।
হয় সে সীতারে, নয় জীবনেরে,
ত্যজিব গো রঘুবর।
সে যদি অসুর, জননী দিতির,
গর্ভে লয়ে জানকীরে।
লুক্কায়িত হয়' তাহারি ভিতরে,
বধিব শাণিত তীরে।
আর্য্য দীন ভাব, পরিহার করি,
ধৈর্য্যাবলম্বন কর॥
অর্থ নষ্ট হলে, অযত্নে কখন,
নাহি মিলে শূরবর।
উৎসাহ কেবল, কার্য্য সাধনের,
প্রধান উপায় বীর।
এর চেয়ে আর, শ্রেষ্ঠ বল নাই,
জানি আমি মনে স্থির॥
এই জীবলোকে, উৎসাহী জনের,
দুর্লভ কিছুই নয়।
কোন বিষয়েই, বিষণ্ণ তাঁহারে,
হইতে কভু না হয়॥
এক্ষণে আমরা, উৎসাহের শুধু,
যতনে আশ্রয় করি।
জানকীরে লাভ, করিব করিব,
অবশ্যই রক্ষ অরি।
শোক পরিহর, কামুকতা ছাড়,
এ সময়ে তাই চাই।
সুশিক্ষিত আর, উদার হইয়া
ইহা তব সাজে নাই॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণ যে শ্রীরামচন্দ্রের কেবল আজ্ঞাধীন নীরব সহচর ছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরামচন্দ্র যখনই শোকে দুঃখে জ্ঞান ও আত্মহারা হইয়াছিলেন, তখনই লক্ষ্মণ জ্ঞানগর্ভ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ তেজঃপূর্ণ উৎসাহশীল। তিনি শোকে দুঃখে বিচলিত বা ম্রিয়মাণ হইবার লোক নহেন।

লক্ষ্মণের এই জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ প্রবোধ-বাক্যগুলি বড়ই সুন্দর। ইহাতে রামচন্দ্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

"He heard, his bosom rent by grief
The counsel of his brother chief ;
Crushed in his heart the maddening pain,
And rose resolved and strong again.
Then forth upon his journey went
The hero on his task intent,
Nor thought of Pampa's lovely brook,
Or trees which murmuring breezes shook,
Though on dark woods his glances fell,
On waterfall and cave and dell ;
And still by many a care distressed
The son of Raghu onward pressed.
As some wild elephant elate
Moves through the woods in pride,
So Lakshman with majestic gait
Strode by his brother's side.
He, for his lofty spirit famed,
Admonished and consoled ;
Showed Raghu's son what duty claimed,
And bade his heart be bold."

Griffith's Ramayan, Book IV, Canto I,

লক্ষ্মণ উৎসাহশীল তেজঃপূর্ণ বীর পুরুষ। এ বর্ণনা তাঁহার চরিত্রের সম্যক্ পরিচায়ক।

"এমন সময়ে, গজরাজগামী,
কপিরাজ বীর সুগ্রীব সুজন।
ঋষ্যমুখ মহাগিরির নিকটে,
করিতে ছিলেন ধীরে সঞ্চালন॥
এ হেন সময়ে, পাইলা দেখিতে,
সে দুই অপূর্ব্ব রূপ তেজীয়ান্।

রাজকুমারেরে দেখিবামাত্রেতে,
ভয়ে বিচলিত হইল পরাণ॥
আর আর যত, কপি তথা ছিল,
তারাও অতীব হইল শঙ্কিত।
যথা ভয় নাই এ হেন আশ্রয়ে,
প্রাণভয়ে পশিল ত্বরিত॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

২। সর্গ—রামলক্ষ্মণ-দর্শনে সুগ্রীবের মন্ত্রীসহ পরামর্শ।

৩। সর্গ—ভিক্ষুক বেশে রামের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন।

৪। সর্গ—রামলক্ষ্মণকে পৃষ্ঠে করিয়া হনুমানের সুগ্রীব সকাশে গমন।

৫। সর্গ—সুগ্রীবের নিকট হনুমান্ কর্ত্তৃক রামের পরিচয়দান এবং সুগ্রীব ও রামের কথোপকথন।

৬—১০। সর্গ—সুগ্রীব-প্রদত্ত অলঙ্কারাদি-দর্শনে রামের বিলাপ ও সীতা-উদ্ধারে সুগ্রীবের এবং বালীবধে রামের প্রতিজ্ঞা এবং বালী সুগ্রীবের বৈর-ভাবের কারণ-কথন।

১১। সর্গ—বালীর পরাক্রম-বর্ণন ও রামকর্ত্তৃক দুন্দুভি অসুরের অস্থি-প্রক্ষেপণ ও সপ্ততাল ভেদ করণ।

"Sugriva moved by wondering awe
The high souled sons of Raghu saw,
In all their glorious arms arrrayed;
And grief upon his spirit weighed,
To every quarter of the sky
He turned in fear his anxious eye,
And roving still from spot to spot
With troubled steps he rested not,

"He durst not, as he viewed the pair,
Resolve to stand and meet them there;
And drooping cheek and qualing brest
The terror of the chief confessed.
While the great fear his bosom shook,
Brief counsel with his lords he took;
Each gain and danger closely scanned,
What hope in flight, what power to stand,
While doubt and fear his bosom rent,
On Raghu's sons his eyes he bent,
And with a spirit ill at ease
Addressed his lords in words like these."

Griffith's Ramayan Book IV, Canto II.

"সুগ্রীব বলিল দেখ আসে দুই নর।
মনে করি বালী রাজা পাঠাইল চর॥
বুদ্ধির সাগর বালী বুদ্ধি ধরে নানা।
তত্ত্ব কর সত্য মিথ্যা সব যাবে জানা॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Each lord beheld with troubled heart
Those masters of the bowman's art,
And left the mountain side to seek
Sure refuge on a loftier peek.
The Vanar chief in rapid flight
Found shelter on a towering height,
And all the band with one accord
Were closely gathered round their lord.
Their course the same, with desperate lead
Each made his way from steep to steep,
And speeding on in wild career
Filled every height with sudden fear,
Each heart was struck with mortal dread,
As on their course the Vanars sped,.

While trees that crowned the steep were bent
And crushed beneath them as they went.
As in their eager flight they pressed
For safety to each mountain crest,
The wild confusion struck with fear
Tiger and cat and wandering deer."

Griffith's Ramayan. Book IV, Canto II.

"সুগ্রীবের বচনে বানর পালে পালে ।
লাফে লাফে উঠে সবে বড় বড় ডালে ॥
গাছেতে সহিতে নারে সবার আস্ফাল ।
ফল ফুলে ভাঙ্গে কত শাল তার ডাল ॥
বনজন্তু যত ছিল পর্ব্বতশিখরে ।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ পলায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
হনুমান্ বলে রাজা না হও চিন্তিত ।
না দেখিয়া বালীরে হইলে কেন ভীত ॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ

"ঋষ্যমুখ গিরি ইহা, হেথা বালী হ'তে । কোন ভয় সম্ভাবনা নাহি কোন মতে ॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ ।

"But, skilled in words that charm and teach,
Thus Hanuman began his speach :
'Dismiss, dismiss thine idle fear.
Nor dread the power of Bali here.
For this is Malaya's glorious hill
Where Bali's might can work no ill.
I look around but no where see
The hated foe who made thee flee,
Fell Bali, fierce in form and face :
Then fear not, lord of Vanar race.
Alas, in thee I clearly find
The weakness of the Vanar kind,
That loves from thought to thought to range,
Fix no belief, and welcome change.
Mark well each hint and sign, and scan,
Discreet and wise, thine every plan.

How may a king with sense denied,
The subjects of his sceptre guide ?'
Hanuman, wise in hour of need,
Urged on the chief his prudent rede."
Griffith's Ramayan, Book IV Canto II.

বীর হনূমানের এ বাক্যগুলি দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিশেষ জ্ঞানী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অতি সাহসী ছিলেন।

"সুগ্রীব তখন, হনূর বচন,
করিয়া শ্রবণ কয়!
ওই দুই জনে, দেখিলা নয়নে,
হয় নাকি মনে ভয়॥
ওই দুই বীর, করে ধনু তীর,
বলিষ্ঠ শরীর ধরে।
দীর্ঘ দুটি বাহু, অরি পক্ষে রাহু,
দেখি কে না ভয় করে॥
ওই দুই জন, আয়তলোচন,
দেবকুমারের মত।
ওদিকে হেরিয়া, বল কি করিয়া
নাহি হব ভীত এত॥
হেন বোধ হয়, বালী দুরাশয়,
ওদিকে প্রেরিল হেথা॥
ভাগ্যদোষে মম, হইল বিষম,
ব্যথার উপরে ব্যথা।
ভূপতিগণের, থাকে অনেকের,
বন্ধুভাব পরস্পর॥
সেই সূত্র ধরি, বনের ভিতরি,
এল ওই দুই নর।

এই হেতু বলি, তোমারে হে বলী,
সহসা বিশ্বাস করা॥
উচিত না হয়, মনে যেন রয়
বিশ্বাসবিহীনা ধরা।
বল দেখি তবে, কেমনেতে হবে,
ওদিকে বিশ্বাস মম।
জানি আমি বেশ, কপটের বেশ,
ধরে শত্রু নিরমম॥
বিশ্বাসের ভাণ, করি হনুমান,
উহারা সুযোগ ক্রমে।
করিয়া বিনাশ, পূর্ণ করে আশ,
থাকে যেন ইহা মনে॥
বলি এ কারণে, সতর্কিত মনে,
বুঝ উহাদের আগে।
মনের ভিতরে, কি আশায় করে,
কিসের আশয় জাগে॥
জানি আমি ভাল, বালী চিরকাল,
সুপটু সকল কাজে।
বিশেষতঃ শূর, বঞ্চনাচতুর,
রাজারা লোক সমাজে॥

ভূপালনিচয়, শত্রুঘাতী হয়,
মুখে এক মনে আর।
বাহিরে সরল, ভিতরে গরল,
দাস কুট মন্ত্রণার॥
ভাই বীরবর, ছদ্মবেশী চর,
যতনে নিয়োগ করি।
তাঁহাদিগে জ্ঞাত, হইয়া সুসঙ্গত,
নতুবা বিপদ্‌ভারী॥
হনু তুমি এবে, যৎ সামান্য ভাবে,
গমন করি অচিরে।
ইঙ্গিত আকারে, বাক্য ব্যবহারে,
জান ওই দুই বীরে॥
যদি বীরবর, প্রফুল্ল অন্তর,
দেখ ওই দুই জনে।
কাছে গিয়া তবে, পুনঃ পুনঃ কবে
সুমধুর সুবচনে॥
প্রশংসা আমায়, কবে আর যায়,
অভিপ্রায় মম শুরে।
উঁহাদের চিত, হইতে ত্বরিত
অবিশ্বাস কৈরে দূরে॥
বাক্য ব্যবহারে আকার-প্রকারে
যদি না বুঝহ ভাব।
জিজ্ঞাসিবে তবে, কি উদ্দেশ্য ভেবে,
এ কাননে আবির্ভাব॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সুগ্রীব অনার্য্য জাতীয় হইলেও বিশেষ রাজনীতিজ্ঞ ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। হনুমানের প্রতি তাঁহার এই বাক্যগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, সুগ্রীব নিতান্ত অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিলেন না।

"অনন্তর হনুমান্ সুগ্রীবরাজার।
এরূপ আদেশ পে'য়ে হৈলা আগুসার॥
ঋষ্যমুখ হ'তে রামলক্ষ্মণের পাশ।
কভু মনে অবিশ্বাস কভু বা বিশ্বাস॥
দুষ্ট বুদ্ধি-নিবন্ধন কপিরূপ ছাড়ি।
ধরিলা ভিক্ষুকরূপ বড় গোপ দাড়ী॥
বিনীতের মত গিয়া তাঁহাদের পাশে।
পূজা স্তুতিবাদ করি' মৃদু মিষ্টভাষে॥
স্বেচ্ছামত লাগিলেন কহিতে তখন।
বল মো'রে কে তোমরা বীর দুইজন॥"

* * *

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

দেখা যাইতেছে, হনুমান্‌ও মারীচের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিতেন।

"O hermits, blest in vows, who shine
Like royal saints or Gods divine.
O best of young ascetics, say
How to this spot you found your way,

Scaring the troops of wandering deer
And silvan things that harbour here :
Searching amid the trees that grow
Where Pampa's gentle waters flow,
And lending from your brows a gleam
Of glory to the lovely stream.
Who are you, say, so brave and fair.
Clad in the bark which hermits wear ?
I see you heave the frequent sigh,
I see the deer before you fly,
While you, for strength and valour dread,
The earth, like lordly lions, tread,
Each bearing in his hand a bow,
Like Indra's own, to slay the foe
With the grand paces of a bull,
So bright and young and beautiful."

Griffith's Ramayan Book IV. Canto III.

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন যে, হনুমান্ তপস্বীর বেশে গিয়াছিলেন।

"যায় হনুমান্ ধীর তপস্বীর বেশে।
পরম গৌরব করি' উভয়ে সম্ভাষে॥

* * *

মুনিবেশে হনুমান্ দেখে দুইজন।
তপস্বীর বেশ ধরি' ক'রে সম্ভাষণ॥
হনুমান্ ব'লে প্রভু যে দেখি আকার
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার॥
চন্দ্রসূর্য্য জিনিরূপ ভ্রম ভূমিতলে।
গগনমণ্ডল ছাড়ি' কেন বনস্থলে॥
কোথা ঘর কি কারণ হেথা আগমন।
বিশেষিয়া কহ প্রভু! সর্ব্ব বিবরণ॥
সুগ্রীব বানররাজ লোকে খ্যাতিমান্।
তাঁহার সচিব আমি নাম হনুমান্॥
তোমা সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ।
পাঠাইল সুগ্রীব আমারে তব পাশ॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Why are you silent, heroes ? Why
My questions hear nor deign reply ?

Sugriva, lord of virtuous mind,
The foremost of the Vanar kind,
An exile from his royal state,
Roams through the land disconsolate.
I, Hanuman, of Vanar race,
Sent by the king have sought this place,
For he, the pious, just and true,
In friendly league would join with you.
Know, godlike youths, that I am one,
Of his chief lords, the Wind God's son.
With course unchecked I roam at will,
And now from Rishyamuka's hill,
To please his heart, his hope to speed,
I came disguised in beggar's weed.

Thus Hanuman, well trained in lore
Of language, spake, and said no more.
The son of Raghu joyed to hear
The envoy's speech, and bright of cheer
He turned to Lakshman by his side,
And thus in words of transport cried :"

Griffith's Ramayan Book IV. Canto III.

"শ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ বচন।
সুগ্রীবেরে পাত্রসহ কর সম্ভাষণ॥
এতেক বলিলা যদি কমললোচন।
নিজ-পরিচয় দেন তাহারে লক্ষ্মণ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

হনূমান্ কিরূপ শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ছিলেন, তাহা এস্থলে রামচন্দ্রের বাক্যেই প্রকাশ পাইতেছে।

"যেরূপ বচন কহিলেন ইনি
সেরূপ বচন, ভাই!
ঋক্, যজু, সাম বেদবিজ্ঞ বই
অন্যে কৈতে পারে নাই।

বহবার ইনি থাকিবেন শুনি'
আদি অন্ত ব্যাকরণ।
তাই একটিও অপশব্দ মুখে
না হইল নিঃসরণ॥"
* * *
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"That speech, with consonants that spring
From the three seats of uttering,
Would charm the spirit of a foe
Whose sword is raised for mortal blow.
How many a rule plan succeed
Who lacks such envoy good at need ?
How fail, if one whose mind is stored
With gifts so rare assists his lord ?
What plans can fail, with wisest speech
Of envoy's lips to further each ?
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto III.

"No change of hue, no pose of limb
Gave sign that ought was falae in him.
Concise, unfaltering, sweet and clear,
Without a word to pain the ear
From chest to throat, nor high nor low,
His accents came in measured flow.
Griffith's Ramayan Book IV. Canto III.

ইংরেজি পুরাতন কোন কাব্যেও এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

"He with a manly voice said his message
After the form used in his language,
Without in vice of syllable or of letter
And for his tale shoulde seem the better
Accordant to his words was his chere
As teacheth art of speech them that if lere."
Chaucer's Canterbery Tales, Squire's Tale,

লক্ষ্মণ বলিলেন—

"মহারাজ দশরথ পৃথিবীভূষণ।
আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
আইলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন।
শূন্য ঘরে সীতা পে'য়ে হরিল রাবণ।
কোন সিদ্ধপুরুষে কহিল উপদেশ।
সুগ্রীব হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ ॥
ভ্রমিতেছি আমরা সুগ্রীবের উদ্দেশে।
দোঁহারে লইয়া চল সুগ্রীবের পাশে ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Cheered by words that Rama spoke,
Joy in the Vanar's breast awoke,
And, as his friendly mood he knew,
His thoughts to king Sugriva flew
'Again' he mused, 'my high'-souled lord,
Shall rule, to kingly state restored;
Since one so mighty comes to save,
And freely gives the help we crave."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto IV.

তখন হনুমান্ লক্ষ্মণের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—

"হনুমান্ বলেন উভয় দরশনে।
পরস্পর তুষ্টি হ'বে উভয়ের মনে ॥
সুগ্রীবের রাজ্য নাই, নাই তাঁ'র নারী।
বালী রাজা হরিয়া করিল দেশান্তরী ॥
সুগ্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার।
সুগ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার ॥
হারাইয়া রাজ্য ভ্রমে সুগ্রীব কাননে।
রাজ্যসুখ পাবে সে তোমার দরশনে ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

"Yea, lords like you of wisest thought,
Whom happy fate has hither brought,
Who vanquish ire and rule each sense,
Must of our lord have audience.
Reft of his kingdom, sad, forlorn,
Once Bali's hate now Bali's scorn,
Defeated, severed from his spouse,
Wandering under forest boughs,

Child of the sun, our lord and king
Sugrive will his succours bring,
And all our Vanar hosts combined
Will trace the dame you long to find,
With gentle tone and winning grace
Thus spake the chief of Vanar race,
And then to Raghu's son, he cried :
'Come, haste we to Sugriva's side."

Griffith's Ramayan Book IV, Canto IV.

সুগ্রীব ও রামচন্দ্র এইক্ষণ একপ্রকার সম-অবস্থাপন্ন, সুতরাং তাঁহাদের বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্দ্য অতীব গাঢ় হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। বিষম ও বিভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা প্রায়ই হইতে পারে না, হইলেও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। রাজা ও ভিখারীর মধ্যে স্থায়ী ও সুদৃঢ় বন্ধুত্ব হইতে পারে না, এ নীতিকথা কবন্ধ প্রথম রামচন্দ্রকে বলিয়াছিল, হনূমান্‌ও এখন তাহার সমর্থন করিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে হনূমান্ বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন।

"অনন্তর হনুমান্ হইলেন যত্নবান্
মহারাজ সুগ্রীবের পাশ।
ল'য়ে যেতে সঙ্গে ক'রে, রাম আর লক্ষ্মণেরে,
অতিশয় হইয়া উল্লাস।
ভিক্ষুরূপ পরিহরি' বানরের রূপ ধরি'
পৃষ্ঠোপরি ল'য়ে দুই জনে।
তথা হ'তে গেলা চলি, যথা সে সুগ্রীব বলী
বসি আছে কপিগণ সনে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে, কেন না বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায় যে, কোন কোন বলিষ্ঠ অসভ্য শ্রমজীবী স্কন্ধে বা পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া মনুষ্যকে অনায়াসে পর্ব্বত বা উচ্চ পাহাড়োপরি লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। হনূমান্ অসাধারণ শক্তিশালী বীর ছিলেন। এজন্যই তিনি রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় বীর পুরুষদ্বয়কে অনায়াসে পৃষ্ঠে করিয়া পর্ব্বতোপরি সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হনূমান্ সুগ্রীবের নিকট রামলক্ষ্মণের পরিচয় দিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলে সুগ্রীব তাঁহাদিগকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং রামচন্দ্রকে বলিলেন—

"বাৎসল্য আছয়ে তব সবার উপরে।
সর্ব্বপূজনীয় তুমি পৃথিবী ভিতরে ॥
আমি ত বানর, তুমি আমার সহিত।
বন্ধুতা করিতে ইচ্ছা কৈলে হ'য়ে প্রীত।
ইহাই পরম লাভ আমার পক্ষেতে।
ইহাই সম্মান মম, নিরখি চক্ষেতে ॥
এবে যদি মৈত্রীভাব আমার সহিত।
স্থাপন করিতে বীর! হ'য়ে থাক প্রীত।
তবে আমি কৈনু এই বাহু প্রসারণ।
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও করিয়া গ্রহণ ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সুগ্রীবের এই বিনীত ভাব বড়ই প্রশংসনীয় এবং উপযুক্ত শিক্ষার পরিচায়ক।

"He spoke, and joy thrilled Rama's breast;
Sugriva's hand he seized and pressed;
And, transport beaming from his eye,
Held to his heart his new ally.
In wanderer's weed distinguised no more,
His proper form Hanuman wore.
Then, wood with wood engendering, came
Neath his defft hands the kindled flame.
Between the cheifs that fire he placed
With wreaths of flowers and worship graced,
And round its blazing glory went
The friends with slow steps reverent."

Griffith's Ramayan Book IV, Canto VI.

"তখন শ্রীরাম হ'য়ে পুলকিত মন।
সুগ্রীব কপির কর করিয়া গ্রহণ ॥
মিত্রতা স্থাপিয়া কৈলা গাঢ় আলিঙ্গন।
সে সময়ে হনুমান্ কাষ্ঠ দুই খান ॥
ঘর্ষণ করিয়া করি' অগ্নি মূর্ত্তিমান্।
প্রীতমনে পুষ্প দিয়া করিয়া অর্চ্চন।
উঁহাদের মধ্যস্থলে করিলা স্থাপন ॥
শ্রীরাম সুগ্রীব সেই দীপ্ত হুতাশন।
প্রদক্ষিণ কৈলা হয়ে সুপবিত্র মন।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তখন সুগ্রীব আনন্দিত মনে শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—

"ত্বং বয়স্যোঽসি হৃদ্যো মে একং দুঃখং সুখঞ্চ নৌ।"১৮

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ৫ম সর্গঃ।

"প্রীতিকর বন্ধু তুমি হৈলে মম রাম
তোমার আমার এবে একই মনস্কাম,
সুখ দুঃখ দুজনের একই হইল
এক সূত্রে দুই চিত্ত বিধাতা বাঁধিল॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Thus each to other pledged and bound.
In solemn league new transport found.
And bent upon his dear ally
The gaze he ne'er could satisfy.
Friend of my soul art thou: we share
Each other's joy, each other's care;
Thus in the bliss that thrilled his breast
Sugriva Raghu's son addressed."

Griffithis Ramayan, Book IV. Canto V,

His owne two hands the holy knots did knit
That none but death forever can divide.
His owne two hands, for such a turn most fit
The houseling fire did kindle and provide."

Spencer's Faery Queen. Book I. XII. 37,

অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিত্রতা-বন্ধন সভ্যতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বিবাহাদি শুভকার্য্যেও অগ্নি সাক্ষী করিয়া কার্য্য করা পূর্ব্বে পাশ্চাত্য প্রদেশেও প্রচলিত ছিল।

সুগ্রীবের শেষোক্ত বাক্যটি বড়ই মূল্যবান্, ইহা মার্জ্জিতবুদ্ধি সুশিক্ষিত প্রকৃত বন্ধুর উপযুক্ত বাক্য।

সুগ্রীব তখন বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক শালবৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া বৃক্ষপত্র বিছাইয়া হৃষ্টমনে রামের সহিত একাসনে বসিলেন এবং স্বীয় অবস্থা বলিলেন। কি প্রকারে তিনি তাঁহার ভ্রাতা বালী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলিলেন।

তৎপর সুগ্রীব বলিলেন—

"সুগ্রীব বলেন রাম! কহি সবিশেষ।
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ॥
আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ব্বতে।
দেখিলাম এক কন্যা রাবণের রথে॥
হাত পা আছাড়ে করে কঙ্কণের ধ্বনি।
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজঙ্গিনী॥
গলার উত্তরীয় গায়ের আভরণ।
রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ॥
অনুমানে বুঝি' তিনি তোমার সুন্দরী।
যত্ন করি' রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী॥
যদি আজ্ঞা হয় তবে আনি তা এখন।
হয় নয় চিন মিত্র সীতার ভূষণ॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র! কর সে বিধান।
দেখাও সীতার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ॥
আভরণ আনেন সুগ্রীব সেই স্থলে।
দেখিয়া রামের শোকসাগর উথলে॥
অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে।
শরীর ভাসিল তাঁ'র নয়নের জলে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"হৃদি কৃত্বা স বহুশস্তমলঙ্কারমুত্তমম্।
নিশশ্বাস ভৃশং সর্পো বিলস্থ ইব রোধিতঃ॥"১৮

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ৬ সর্গ।

"সেই অলঙ্কারগুলি হৃদয় উপরে।
রাখিয়া কাঁদেন রাম কতই কাতরে॥
বিবর-ভিতরে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত।
লাগিলেন নিশ্বাস ফেলিতে অবিরত॥
সে কালে তাঁহার পাশে ছিলেন লক্ষ্মণ।
রাম তাঁ'রে ধীরে ধীরে করি' নিরীক্ষণ॥
অনর্গল অক্ষিবারি করি বিসর্জ্জন।
কহিতে লাগিলা—"ওরে প্রাণের লক্ষ্মণ॥
হরণসময়ে হায়! জানকী আমার।
দেহ হ'তে খুলি উত্তরীয় অলঙ্কার॥
ফেলিলা ভূতলে! এই কর নিরীক্ষণ।
তৃণাবৃত ভূমে ইহা করিলা ক্ষেপণ॥
তা নহিলে এই গুলি পূর্ব্বের মতন।
অবিকৃত না থাকিত, ভাই! কদাচন॥"
লক্ষ্মণ কহিলা তবে—শুন মহাবল!
জানি না কেয়ূর কিম্বা জানিনা কুণ্ডল॥
প্রতিদিন করিতাম তাঁহারে প্রণাম।
দুখানি নূপুর শুধু জানি, গুণ ধাম॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এস্থলে রামচন্দ্রের বিরহ-কাতরতা ও লক্ষ্মণের সীতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে। লক্ষ্মণ প্রত্যহ সীতাদেবীকে প্রণাম করিতেন, কিন্তু কখনও তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেন না, এজন্য তিনি তাঁহার চরণের নূপুরমাত্র চিনিতে পারিলেন, কিন্তু কেয়ূর বা কুণ্ডল চিনিতে পারিলেন না। সীতাদেবীর পরিত্যক্ত অলঙ্কার দৃষ্টে রামচন্দ্রের বিরহ-শোক পুনরায় জাগরূক হইল। প্রিয় জনের পরিত্যক্ত জিনিষাদি দৃষ্টে সেই প্রিয়জনের বিরহ-শোক জাগরূক হওয়া অতি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম।

রামচন্দ্র ব্যগ্রভাবে সুগ্রীবের নিকট রাবণের পরিচয় ও নিবাসাদি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং রাবণ কোন দিকে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল তাহাও জানিতে চাহিলেন।

"সুগ্রীব তখন করিয়া শ্রবণ
রামের কাতর কথা।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে গদগদ ভাষে
কহিলা পাইয়া ব্যথা॥
শুন, সীতা-স্বামী! সে রক্ষের আমি
নাহি জানি গুপ্ত বাস।
কিন্তু ত'ার বল বিক্রম সকল
জানি আমি, মহেষ্বাস॥
জানি আমি ত'ার কুল-সমাচার
চরিত্র ব্যভার জানি।
সে যে দুরাচার জানিতে আমার
বাকী নাই; সত্য বাণী।
এবে তুমি, বীর! হও ত্বরা স্থির,
শোক পরিহার কর।
সত্য সত্য কই,— আমি পর নই,
আমার বচন ধর॥

যেইরূপে সীতা তব হস্তগতা
হইতে পারেন, রাম।
তাহাই করিব' কভু না ভুলিব
কভু না হইব বাম।
শুন, রঘুবর! আমি তুষ্টিকর
আলম্বি' পুরুষকার।
পাপিষ্ঠ রাবণে নিজগণ সনে
পাঠাইব যমাগার॥
যাহে তব, রাম! পুরে মনস্কাম,
অচিরে করিব তাই।
এবে তুমি আর হয়ো না বিহ্বল,
ধৈরয ধরহ, ভাই॥
এ বুদ্ধিলাঘব ভবাদৃশ জনে
কভু নাহি শোভা পায়।
আমিও ত, সখে! পত্নী হারা'য়েছি
বানর আধার তায়।

তথাচ এরূপে নাহি করি শোক
ধৈরযে সময় যায়।
মহাশয়, বীর! বিনীত, সুধীর
তুমি রাম! মহাবল॥
তুমি যে প্রবোধ পাইবে, তাহাতে
বৈচিত্র কি আছে বল?
তোমার নয়ন যুগল হইতে
অশ্রু ঝরে ঝর ঝর।
ধৈরযের বলে, প্রিয়তম সখে!
ত্বরা সংবরণ কর।
সাত্বিকের মনে স্বরূপ ধৈরয
ইহা কি ছাড়িতে আছে।
ধীর যেই জন আপদ্ বিপদ্
অতি তুচ্ছ তা'র কাছে।

অর্থকষ্ট কিম্বা জীবনসঙ্কট
হইলেও উপস্থিত।
সুধীর যে জন, বুদ্ধির কৌশলে
স্থির রাখে নিজ চিত॥
অধীর যে জন যে কোন কাজেই
বুদ্ধি-চতুরতা, বীর!
না পারে দেখা'তে, সে শোকে অবশ
হয়, মনে জেন স্থির॥
নদীর প্রবাহে ভারাক্রান্তা তরী-
সম সে মগন হয়।
আপনাআপনি অমঙ্গলে ডাকি'
সেজন বিপদ সয়॥"

"বাষ্পমাপতিতং ধৈর্য্যান্নিগৃহীতুম্ ত্বমর্হসি।
মর্য্যাদাং সত্ত্বযুক্তানাং ধৃতিং নোৎস্রষ্টুমর্হসি॥৮
ব্যসনে বার্থকৃচ্ছ্রে বা ভয়ে বা জীবিতান্তগে।
বিমৃশংশ্চ স্বয়া বুদ্ধ্যা ধৃতিমান্নাবসীদতি॥৯
বালিশস্তু নরো নিত্যং বৈক্লব্যং যোঽনুবর্ত্ততে।
স মজ্জত্যবশঃ শোকে ভারাক্রান্তেব নৌর্জ্জলে॥"১০

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ৭ম সর্গঃ।

সখে! এই আমি তোমার গোচরে
হইতেছি কৃতাঞ্জলি।
প্রণয়ানুরোধে প্রসন্ন করি হে,
শুন, সখে! যাহা বলি।
পৌরুষ আশ্রয় করহ অচিরে,
শোক না করিও আর॥
শোকার্ত্ত যে জন অসুখী সে জন
তেজ নষ্ট হয় তা'র।

অতএব তুমি না করিও শোক
ধৈরযে করহ ভর।
শোকবশে ভাই! জীবনসংশয়
হওয়াও সম্ভবপর।
তাই বলি সখে! শোকের প্রশ্রয়
দিওনা, বচন রাখ!

সখার বচন করিয়া শ্রবণ
সাবধানে স্থির থাক।
সখ্য ভাবে আমি হিত কহিতেছি
উপদেশ ইহা হয়।
বুঝে সখ্যতার গৌরব রাখিয়া
শোক ত্যজ মহাশয়॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Be firm, be patient, nor forget
The bounds the brave of heart have set
In loss, in woe, in strife, in fear,
When the dark hour of death is near.
Up! with thine own brave heart advise:
Not thus despond be firm and wise.
But he who gives his childish heart
To choose the coward's weakling part,
Sinks like a foundered vessel, deep
In waves of woe that o'er him sweep.
See, suppliant hand to hand I lay,
And, moved by faithful love, I pray.
Give way no more to grief and gloom,
But all thy native strength resume.
No joy on earth, I ween, have they
Who yield their souls to sorrow's sway.
Their glory fades in slow decline:
'Tis not for thee to grieve and pine.
I do but hint with friendly speech
The wiser part I dare not teach.
This better path, dear friend, pursue,
And let not grief thy soul subdue."
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto VII.

কৃত্তিবাস সুগ্রীবের এই মূল্যবান্ প্রবোধপূর্ণ হিতোপদেশ বাক্যগুলি অল্প কথায় বড়ই সুন্দর লিখিয়াছেন।

"সুগ্রীব বলেন সখা না জানি বিশেষ।
কি জানি কেমন বীর গেল কোন দেশ॥
যথা তথা যাক তা'র নাহিক এড়ান।
বানর হইয়া তা'র বধিব পরাণ॥
সম্বর সম্বর খেদ মনে দেহ ক্ষমা।
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা॥
যথা তথা যাউক সে পাপীষ্ঠ রাবণ।
সবংশে মারিব তা'র জ্ঞাতি বন্ধুজন॥
বিলাপ সম্বর সখা! শোকে বাড়ে শোক।
শোকেতে কাতর নাহি হয় বিজ্ঞ লোক॥
রাজ্য হারাইলাম হারাইলাম নারী।
পশু আমি তথাপি তা মনে নাহি করি॥
তুমি রাম হইয়াছ ভুবন পূজিত।
ভার্য্যা লাগি' কর খেদ অতি অনুচিত॥
মিথ্যা না বলিব মিত্র, অগ্নি সাক্ষী করি'।
উদ্ধার করিব আমি তোমার সুন্দরী॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সুগ্রীব অনার্য্য জাতি হইলেও যে কতদূর শিক্ষিত ও জ্ঞানী ছিল, তাঁহার মূল্যবান্ উপদেশবাক্যগুলিই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। সুগ্রীবের জ্ঞানপূর্ণ প্রবোধ-বাক্যের সারাংশ এইরূপ—

"Vicissitude wheels round the motley crowd,
Life without hope can close but in despair;
The rich grow poor, the poor become purse-proud
It was there we found them and must leave
them there."

Cowper's Hope.

"প্রিয়বন্ধু সুগ্রীবের মধুর বচনে।
প্রবোধ লভিলা রাম স্থিরতর মনে॥
বচনান্তে অক্ষিবারি-সিক্ত মুখখানি।
মার্জ্জনা করিলা ধীরে রাম রঘুমণি॥
প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তাঁ'রে করি' আলিঙ্গন।
কহিতে লাগিলা রাম এই সে বচন॥
শুভ অনুধ্যায়ী স্নিগ্ধ বন্ধুর যেরূপ।
কর্ত্তব্য তুমি হে সখে! করিলে সেরূপ।
প্রকৃতিস্থ হৈনু আমি তব অনুনয়ে।
তব সম বন্ধু পেনু বহু কষ্ট স'য়ে॥
এরূপ বিপদ্‌কালে বান্ধব এরূপ।
লাভ করা সুদুর্ঘট কহি হে স্বরূপ।
এক্ষণে বয়স্য মম সীতা অন্বেষণে।
আর সেই রাক্ষসের নিধনসাধনে॥
এই দুই বিষয়ে ভাই! তোমার বিশেষ।
করিতে হইবে যত্ন বীর বানরেশ॥

ঃপর আমিই বা কি করিব তব।
অকপটে বল তুমি শুনি আমি সব।
শুন হে সুগ্রীব সখে! বর্ষার সময়।
সুক্ষেত্রে যেমন বীজ ফলপ্রদ হয়॥
সেইরূপ কার্য্য তব হইবে সফল।
সুনিশ্চয় কহিতেছি নাহি ইথে ছল॥
শপথ করিয়া কহি আমি কদাচন।
মিথ্যা কথা কহি নাই না কব কখন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Then glad was king Sugriva's breast,
And all his lords their joy confessed,
Stirred by sure hope of Rama's aid,
And promise which the price had made.
Doubt from Sugriva's heart had fled.
And thus to Raghu's son he said :"

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto VII and VIII.

"সুগ্রীব বলেন বালী বিক্রমে প্রধান।
রাজ্য জায়া হরিয়া করিল অপমান॥
এ পর্ব্বতে থাকি রাম না দেখি উপায়।
অনুকূল হ'য়ে বিধি তোমারে মিলায়॥
আশ্বাস করেন সুগ্রীবেরে রঘুবর।
বালীকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর॥
মম ভার্য্যা তব রাজ্য যেই জনে হরে।
অবিলম্বে তাহারে পাঠাব যমঘরে॥
উভয় ভ্রাতায় কেন হইল বিবাদ।
বিশেষ শুনিতে চাহি কার অপরাধ।
সুগ্রীব বলেন আমি বিবাদ না জানি।
বিশেষ করিয়া কহি শুন রঘুমণি॥
ছিলেন অক্ষয় নামে রাজা মহামতি।
আমরা উভয় ভ্রাতা তাহার সন্ততি॥
কিছুকাল পরে পিতা পাইলেন স্বর্গ।
রাজ্য দিতে উভয়ে আইল পাত্রবর্গ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বালী রাজা বিক্রমসাগর।
ধর্ম্মকর্ম্মে সদা রত যুদ্ধেতে তৎপর॥
মন্ত্রিগণ তাহাকে দিলেন রাজ্যভার।
পরে বালী দিল মোরে রাজ্য অধিকার॥
পরস্পর পরম সৌহৃদ্যে করি বাস।
না জানি বিরোধ সদা হাস্যপরিহাস॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
বিবাদের কথা শুন কমললোচন॥
প্রীতিরূপে দুই ভাই করি রাজ্যভোগ।
হেন কালে করিলেন বিধাতা দুর্য্যোগ॥
মায়াবী দুন্দুভি নামে দুই সহোদর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর দানব দুর্দ্ধর॥
দুই ভাই মায়ায় মহিষরূপ ধরে।
মায়াবী রাত্রিতে আসি যুঝিতে হাকারে॥
যুঝিবারে যায় বালী সবার নিষেধে।
পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই অনুরোধে॥

পলাইল দানব দেখিয়া দুইজনে।
আমরা ভ্রমণ করি তা'র অন্বেষণে ॥
চন্দ্র আলো করিয়াছে যাই দেখা দেখি।
সুরঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী ॥
বালী বলে থাক ভাই! সুরঙ্গের দ্বারে।
যাবত দানব মারি না আইসি ফিরে ॥
আমি কহিলাম দৈত্য হৈল নিরুদ্দেশ।
সংশয় স্থানেতে তুমি না কর প্রবেশ ॥
পায়ে পড়ি' বলিলাম তবু নাহি শুনে।
সুরঙ্গে প্রবেশ করে দানব যেখানে ॥
বারে বারে নিষেধিলাম না শুনে উত্তর।
প্রবেশ করিল গিয়া পাতালভিতর ॥
দৈত্য অন্বেষণে ভ্রমে একবৎসর।
সাক্ষাৎ হইলে পরে বাধিল সমর ॥
মহাবীর দানব সে করিল আঘাত।
আমি ভাবী বালীরাজ হইলা নিপাত ॥
বালীকে মারিয়া দৈত্য পিছে মোরে মারে।
দিলাম পাথর এক সুরঙ্গের দ্বারে ॥
সম্বৎসর না দেখিয়া হইল সংশয়।
সবে বলে বালীর মরণ এ নিশ্চয় ॥
কান্দিলাম ভ্রাতৃশোকে আপনি বিস্তর।
কোথা গেল বালী রাজা জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
অন্তঃক্রিয়া করিলাম তাহার বিধানে।
আমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে ॥
তারপর দৈত্য মারি' ঘরে আসে বালী।
মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি ॥
পাত্রমিত্রবন্ধুগণ ডাকে সবাকারে।
সবার সম্মুখে গালি দিলেন আমারে ॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিয়া সুরঙ্গদ্বারে সুগ্রীব চণ্ডালে ॥
ছত্রদণ্ড নিল মোর নিল মহাদেবী।
হেন পাতকীর ভার সহিল পৃথিবী ॥
বছরেক দৈত্য মারি' দেশে আসিবারে।
সুগ্রীব বলিয়া ডাকি সুরঙ্গের দ্বারে ॥
বহু ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর।
পদাঘাতে ঘুচালেম সুরঙ্গপাথর ॥
সহোদর ভাই হ'য়ে করিল অন্যায়।
মাথাকাটি তবে ত ইহার দুঃখ যায় ॥
দূর হ, রে অধর্ম্মিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার।
এ জীবনে তো'র মুখ না দেখিব আর ॥
পায়ে পড়ি' করিনু অনেক স্তুতিবাদ।
সেবক হইয়া থাকি ক্ষম অপরাধ ॥
আমার ছিল না ইচ্ছা হই আমি রাজা।
মন্ত্রিগণ কহিলেক পালিবারে প্রজা ॥
বহুস্তব করিলাম না শুনে বচন।
বলিল আমার লাগি বহু পাত্রগণ ॥
পায়ে পড়ি' যত বলি বালী নাহি শুনে।
ক্রোধে বলে যা রে চলি' যেখানে সেখানে ॥
বারে বারে বলি তবু না শুনিস কথা।
একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আর তো'র মাথা ॥
পলাইয়া আইলাম এই অপমানে।
দেখিয়া বালীর কোপ ভীত হ'য়ে মনে ॥
এই অপরাধে রাম আমি অপরাধী।
বনে বনে ফিরি দুঃখে আমি তদবধি ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এই বর্ণিত ঘটনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সুগ্রীব নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ এবং বালী রাজাই দোষী ও অপরাধী ছিলেন।

"I, by my brother's might oppressed,
By ceaseless woe and fear distressed,
Mourning my consort far away,
On Rishyamuka's mountain stray.
Expelled by Bali's cruel hate
I wander here disconsolate.
Do, thou, to whom all sufferers flee,
From his dread hand deliver me.

* * * *

Friend communes now with friend and hence
I tell with surest confidence,
How woes that on my spirit weigh
Consume me through the night and day.
For sobs and sighs he scarce could speak,
And his sad voice came low and weak,
As, while his eyes with tears o'erflowed,
The burden of his soul he showed.
There my strong effort, bravely made,
The torrent of his tears he stayed,
Wiped his bright eyes, his grief subdued,
And thus, more calm, his speech renewed :
'By Bali's conquering might oppressed,
Of power and kingship dispossessed,
Loaded with taunts of scorn and hate
I left my realm and royal state.
He tore away my consort : she
Was dearer than my life to me,
And many a friend to me and mine
In hopeless chains was doomed to pine.

With wicked thoughts, unsated still,
Me whom he wrongs he yearns to kill ;
And spies of Vanar race, who tried
To slay me, by this hand have died.
Moved by this constant doubt and fear
I saw thee, Prince and came not near.
When woe and peril gather round
A foe in every form is found.
Save Hanuman, O Raghu's son,
And these, no friend is left me, none.
Through their kind aid, a faithful band
Who guard their lord from hostile hand,
Rest when their chieftain rests and bend
Their steps where'er he lists to wend,
Through them alone in toil and pain,
My wretched life I still sustain.
Enough, for thou hast heard in brief
The story of my pain and grief.
His mighty strength all regions know,
My brother, but my deadly foe.
Ah, if the proud oppressor fell,
His death would all my woe dispel.
Yea, on my cruel conqueror's fall
My joy depends, my life, my all.
This were the end and sure relief,
O Rama, of my tale of grief."

Griffith's Ramayan, Book IV, Canto VIII.

রামচন্দ্র বালী সুগ্রীবের বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব এই সুদীর্ঘ বিবরণ বলিলেন। রামচন্দ্র দুই ভ্রাতার মধ্যে কে অপরাধী, তাহা জানিতে চাহিয়া বুঝিলেন যে, বালীই প্রকৃত অপরাধী। সুতরাং বন্ধুর উপকারার্থ

ও লোকহিতার্থে বালী-বধার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বালী-বধে কেহ কেহ রামচন্দ্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য, এজন্যই ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র বালী-বধে কোন দোষ মনে করেন নাই। বিশেষ তিনি রাজা ও রাজপ্রতিনিধি, সুতরাং তাঁহার পক্ষে দুষ্ট ও দুর্বৃত্ত বালীকে শাসন করা কোন প্রকারেই অসঙ্গত হয় নাই।

"রাম বলেন মিত্র পড়েছ সঙ্কটে।
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ॥
সুগ্রীব কহেন কথা শ্রীরামের পাশ।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের শুন ইতিহাস ॥
মায়াবী কনিষ্ঠ সে দুন্দুভি মহিষ।
অগ্রজের বার্ত্তা শুনি ক্রুদ্ধ অহর্নিশ ॥

* * *

শুনিয়া জ্যেষ্ঠের কথা কুপিত অন্তরে।
তখনি চলিল বালী ভূপতির ঘরে ॥
শৃঙ্গাঘাতে কানন করিল খণ্ড খণ্ড।
কুপিত হইল বালী সমরে প্রচণ্ড ॥

* * *

মহিষ বালীর সঙ্গে যুঝে চমৎকার।
পাদপে পাথরে বালী করে মহামার ॥
দুই শৃঙ্গ ধরিলেক বালী তা'র রোষে।
শৃঙ্গ ধরি' মহিষেরে তুলিল আকাশে ॥
দুই শৃঙ্গ ধরি' তা'র ঘন দেয় পাক।
ঘন পাকে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥
পাথর উপরে তা'রে মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলী চূর্ণ হৈল হাড় ॥
পড়িল মহিষাসুর হয়ে অচেতন।
পদাঘাতে ফেলে তা'রে একটি যোজন ॥
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
মাতঙ্গ মুনির গাত্র তিতিল রক্ততে ॥
মুনি বলে কোন বেটা করিল এমন।
গায়ে রক্ত দেয় যে সে পাপিষ্ঠ কেমন ॥
রক্ত পাখলিয়া করিলেন আচমন।
পবিত্র হইল মুনি স্মরি নারায়ণ ॥
মহাক্রোধ করি' মুনি জল নিল হাতে।
অভিশাপ দিল অতি কুপিয়া তাহারে ॥
মুনি বলে হেন কর্ম্ম করিল যে জন।
এ পর্ব্বতে এলে তা'র অবশ্য মরণ ॥
পরম্পর শুনে বালী শাপবাক্য তাঁর।
দূর হৈতে মুনি পায়ে করে নমস্কার ॥
দূরে থাকি মুনিস্থানে যাচে পরিহার।
সঙ্কটসাগরে প্রভু করহ নিস্তার ॥
মাতঙ্গ বলেন মম শাপ অখণ্ডন।
এ পর্ব্বতে কভু তুমি না কর গমন ॥
সেই শাপে বালী না আসে ঋষ্যমুখে।
দেশদেশান্তরে থাকি' শুনি লোকমুখে ॥
ঋষ্যমুখে আইলে সে হারায় পরাণ।
বালীকে মুনির শাপ তেই মম ত্রাণ ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বালী রাজা মুনি ঋষিদিগের প্রতি কিছু অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারের জন্য মুনি ঋষিদিগের যজ্ঞাদির বিঘ্ন হইত।

শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত শুনিয়া বালী-বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুতরাং তিনি বলিলেন—

"শ্রীরাম বলেন মিত্র কহিলে সকল।
বালীকে মারিয়া করি' তোমাকে প্রবল॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তখন সুগ্রীব বালীর অশেষ বিক্রমের কথা বলিয়া বলিলেন যে, বালীকে বধ করা সুকঠিন।

"মহাবীর বালী রাজা এ তিন ভুবনে।
পরাভব পায় সর্ব্ববীর তা'র রণে॥
* * *
সুগ্রীব বলেন দেখ দুন্দুভিপাঁজর।
পায়ে করি' ফেলাইল বালী কপীশ্বর॥"
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তখন—

"সুগ্রীবে প্রবোধ রাম দিয়া মৃদুভাষে।
চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া অনায়াসে॥
দুন্দুভির শুষ্ক দেহ দশেক যোজন।
দূরে নিক্ষেপিলা দেখে কপি পঞ্চজন।"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সুগ্রীব বলিলেন যে, দুন্দুভিপাঁজরে পূর্ব্বে রক্তও মাংস ছিল এবং সেই জন্য ঐ পাঁজর ভারী ছিল, এখন উহা শুষ্ক হইয়া লঘু হইয়াছে। সুতরাং ইহা—

"তৃণ তুল্য হইয়াছে কাজেই এখন।
হাসিয়া ইহারে তুমি কৈলা নিক্ষেপণ।
ইহাতে তোমার বল কিম্বা সে বালীর।
শকতি অধিক কিছু না হইল স্থির॥"
* * *
"কপিরাজ সুগ্রীবের বিশ্বাসের তরে।
কৈলা রাম ধনু আর এক তীক্ষ্ণ শরে॥
লক্ষ্য করি শালতরু টঙ্কার নিনাদে।
দিগন্ত পূরিয়া শর ছাড়িল অবাধে॥
সে স্বর্ণখচিত শর মহাবেগে গিয়া।
সুবিশাল সপ্ততাল ফেলিল ভেদিয়া॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Upon the cloven trees, amazed,
The sovereign of the Vanar's gazed.

With all his chains, and gold outspread
Prostrate on earth he laid his head.
Then, rising, palm to palm he laid
In reverent act, obeisance made,
And joyously to Rama, best
Of war-trained chiefs, these words addressed :
'What champion, Raghu's son, may hope
With thee in deadly fight to cope,
Whose arrow, leaping from the bow
Cleaves tree and hill and earth below ?
Scarce might the Gods, arrayed for strife
By Indra's self, escape with life
Assailed by thy victorious hand :
And how may Bali hope to stand ?
All grief and care are past away,
And joyous thoughts my bosom sway,
Who have in thee friend, renowned
As Varun or as Indra, found.
Then on ! subdue,—'tis friendship's claim—
My foe who bears a brothers name.
Strike Bali down beneath thy feet :
With suppliant hands I thus entreat.'
Sugriva ceased and Rama pressed
The grateful Vanar to his breast ;
And thoughts of kindred feeling woke
In Lakshman's bosom, as he spoke :
On to Kishkindha, on with speed !
Thou, Vanar King, our way shalt lead.
Then challenge Bali forth to fight,
Thy foe who scorns a brother's right."

Griffith's Ramayan Book IV, Canto XII.

সুগ্রাবের তখন সম্পূর্ণ প্রতীতি হইল যে, রামচন্দ্র অনায়াসে বালী-বধ করিতে সমর্থ হইবেন।

তখন তাঁহারা বালী-বধার্থ কিষ্কিন্ধ্যানগরী অভিমুখে চলিলেন। কিষ্কিন্ধ্যা নগরীই কপিদিগের রাজধানী ছিল।

সুগ্রীবকর্ত্তৃক বালীর বিক্রম বর্ণন প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস একটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাল্মীকির রামায়ণে এস্থলে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে অন্য আকারে উল্লিখিত হইয়াছে, দেখা যায়—

"দিগ্বিজয় করিতে চলিল দশানন।
বালীর সহিত যুদ্ধ হইল ঘটন॥
সন্ধ্যা করে বালী রাজা সাগরের জলে।
হেনকালে দশানন চৌদিকে নেহালে॥
তপ করে বালী রাজা মুদ্রিত নয়ন।
পশ্চাতে ধরিতে যায় রাজা দশানন॥
যুদ্ধ নাহি করে বালী তপ নাহি ত্যজে।
পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড়াইল লেজে॥
লাঙ্গুলে বাঁধিয়া ফেলে সাগরের জলে।
একবার ডুবাইয়া আরবার তোলে॥
এইরূপে তপ করে চারি পারাবারে।
জল খেয়ে রাবণ বাঁচিতে নাহি পারে॥
চারি সাগরেতে করি সন্ধ্যা সমাপন।
উঠিলেন বালী লেজে বাঁধা দশানন॥
রজনী হইল বালী চলিলেন ঘর।
কাতরে রাবণ বলে ক্ষম কপীশ্বর॥
বহুস্তবে ক্ষমে বালী তা'র অপরাধ।
রাবণ হইল মুক্ত পরম আহ্লাদ॥
এক যুক্তি শুন তুমি কমললোচন।
বালী সঙ্গে মিলন করাহ এইক্ষণ॥
মিলন হইলে রাম দুই সহোদরে।
দোঁহে মিলি' মারি গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
ভ্রাতা দুইজনে যদি করাহ মিলন।
কোনছার গণি তবে রাজা দশানন॥
পৃথিবীর মধ্যে কেবা বালী রাজে আঁটে।
রাবণে আনিবে বালী ধরে তা'র জটে॥
এতেক বলিল যদি সুগ্রীব তখন।
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহেন বচন॥
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা যে অগ্নি সাক্ষী করি।
বালীবধি' তোমাকে করিব অধিকারী॥
আমার বচন কভু না হয় খণ্ডন।
পিতৃবাক্য ক্রমে কেন আইলাম বন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

বালী রাজা যে বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় কৃত্তিবাস এ সকল কথা এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।

সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের মিত্রতা বিষয়ে হুইলার সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—

*The literal interpretation of this portion of the Ramayana is indeed deeply rooted in the mind of the Hindu. He implicitly believes that Rama is Bishnu, who became incarnate for the purpose of destroying the demon Ravana : that he permitted his wife to be captured by Ravana for the sake of delivering the gods and Brahmans from the oppressions of the Rakshasa; and that he ultimately assembled an army of monkeys, who were the progeny of the gods, and led them against the strong hold of Ravana at Lanka, whilst obtaining ample revenge for his own personal wrongs.

One other point seems to demand consideration, namely the possibility of such an alliance as that which Rama is said to have concluded with the monkeys. This possibility will of course be denied by modern critics, but still it is interesting to trace out the circumstances which seem to have led to the accept-ance, of such a wild belief by the dreamy and marvel-loving Hindu. The south of India swarms with monkeys of curious intelligence and physical powers. Their wonderful instinct for organization, their attachment to particular localities, their occasional journeys in large numbers over mountains and across rivers, their obstinate assertion of supposed rights, and the ridiculous caricature which they exhibit of all that is ani-mal and emotional in man, would naturally create a deep im-pression.... ... ... Indeed the habits of monkeys well deserve to be patiently studied; not as they appear in confinement, when much that is revolting in their nature is developed, but as they appear living in freedom amongst the trees of the forest, or in the streets of crowded cities, or precincts of temples. Such a study would not fail to awaken strange ideas; and although the European would not be prepared to regard monkeys as sacred animals, he might be led to speculate as to their origin by the light of date, which are at present

unknown to the naturalist whose observations have been derived from the menagerie alone.

Whatever, however, may have been the train of ideas which led the Hindu regard the monkey as a being half human and half divine, there can be little doubt that in the Ramayana the monkeys of southern India have been confounded with what may be called the aboriginal people of the country. The origin of this confusion may be easily conjectured. Perchance the aborigines of the country may have been regarded as a superior kind of monkeys; and to this day the features of the Marawars, who are supposed to be the aborigines of the southern part of the Carnatic, are not only different from those of their neighbours but are of a character calculated to confirm the conjecture. Again, it is probable the army of aborigines may have been accompanied by outlying bands of monkeys impelled by that magpie-like curiosity and love of plunder which are the peculiar characteristics of the monkey race; and this incident may have given rise to the story that the army was composed of Monkeys."

Wheeler's History of India, Vol II. p. 316.

১২। সর্গ—রামের সহায়তায় বালীর সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধযাত্রা এবং পরাজিত হইয়া পলায়ন।

১৩।১৪। সর্গ—রামাদির সহিত সুগ্রীবের পুনঃ যুদ্ধযাত্রা।

১৫। সর্গ—যুদ্ধোদ্‌যোগে বালীকে তারার নিষেধ।

১৬। সর্গ—বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ।

১৭। সর্গ—রামবাণে বিদ্ধ হইয়া বালীর পতন ও রামের প্রতি পরুষ বাক্য।

১৮। সর্গ—বালীর প্রতি রামের উপদেশ ও বালীর ক্ষমা প্রার্থনা।

রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব প্রভৃতি কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ

প্রভৃতি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত রহিলেন। বালী ও সুগ্রীবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু যুদ্ধকালে বালী ও সুগ্রীবে কোন প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক রামচন্দ্র বালীকে বধ করিতে পারিলেন না।

"দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান।
উভয়ের বেশ ভূষা বয়স সমান॥
চিনিতে নারেন রাম সুগ্রীব বালীরে।
বালীকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সুগ্রীব বালীর নিকট পরাজিত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। তথায় অতি ম্রিয়মাণ হইয়া সুগ্রীব বসিয়া আছেন। রাম, লক্ষ্মণ সেখানে উপস্থিত হইলে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বহু অনুযোগ দিলেন।

"Near and more near the chieftains came,
Then, for intolerable shame,
Not daring yet to lift his eyes,
Sugriva spoke with burning sighs :
"Thy matchless strength I first beheld,
And dared my foe, by thee impelled.
Why hast thou tried me with deceit
And urged me to a sure defeat ?"

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XII.

রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, দুই ভ্রাতায় কোন প্রভেদ না বুঝিতে পারায় তিনি বালীকে বধ করিতে পারেন নাই, প্রভেদজ্ঞাপক কোন চিহ্ন ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার বালীর সহিত যুদ্ধে যাইতে বলিলে সুগ্রীব এক পুষ্পমালা গলে ধারণ করিয়া পুনরায় যাইয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্য পার্ব্বত্য প্রদেশ। যাইতে যাইতে উহার প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া রাম ও লক্ষ্মণ মুগ্ধ হইলেন।

"যা'বার সময়ে তাঁ'রা দেখিলা নয়নে
কোন খানে পুষ্পভার-অবনত তরু,
নির্ম্মলসলিলা নদী বহে কোন খানে,
কোথাও পর্ব্বত, কোথা গহ্বর সুচারু।

কোথাও বৈদূর্য্যসম স্বচ্ছ-সরোবরে
অর্দ্ধফুল্ল পদ্মফুল র'য়েছে শোভিত ;
বঞ্জুল, সারস, হংস জলকেলি করে,
কোলাহল ক'রে কত, হ'য়ে আনন্দিত।

কোথাও দ্বিরদাকার কপি ধূলিমাথা,
কোথা বন্য হরিণেরা তৃণাঙ্কুর খায় ;
কোথাও ময়ূর নাচে ছড়াইয়া পাখা,
কোথাও বা মত্ত করী গরবে চেঁচায়।

* * * *

অনন্তর রাম এক নিবিড় কানন
দেখিয়া, জিজ্ঞাসা কৈলা সুগ্রীব কপিরে,—
সখা হে ! গগনে ঘন মেঘের মতন
ওই এক বন দৃষ্ট হ'তেছে অদূরে।

উহার সীমান্ত ভাগ রম্ভাতরুদলে
পরিবৃত রহিয়াছে। এক্ষণে আমায়
বল, উহা কোন্ বন ? মন কৌতূহলে
আক্রান্ত হ'য়েছে, বল—বল হে ত্বরায়।

তখন সুগ্রীব বীর যাইতে যাইতে।
সম্বোধিয়া শ্রীরামেরে লাগিলা কহিতে॥
রাজপুত্র ! এ আশ্রম সুবিস্তৃত অতি।
শ্রান্তি-বিনাশক আর শান্তির বসতি।
আছে ইথে নানারূপ রম্য উপবন।
যথেষ্ট সুস্বাদু ফলমূল অগণন।
সপ্তজন নামে, সবে। ব্রতপরায়ণ॥
ছিলেন এখানে সাধু ঋষি সাতজন।
থাকিতেন সদা তাঁরা অধঃশিরা হ'য়ে।
জলের ভিতর সদা থাকিতেন শুয়ে॥
ভোজ্যদ্রব্য নাহি তাঁরা দিতেন উদরে।
শুধু ভখিতেন বায়ু সাতদিন পরে।
সেই মহোদর খ্যাত ঋষি সাতজন।
সাত শত বর্ষ করি তপস্যাচরণ।
করিলেন সশরীরে স্বর্গ-আরোহণ॥
তাঁদের তপের বলে এ আশ্রম।

আশ্রম ইন্দ্রাদি দেবগণেরো দুর্গম।

* * *

অরণ্যের পশুপক্ষী অম্বুজীবচয়।
এ বনে পশিতে সথে না পারে নিশ্চয়।
মোহবশে যারা পশে ইহার ভিতর।
নিশ্চয় তাহারা মরে রাম রঘুবর।
এখানে অপ্সরাদের ভূষণের ধ্বনি।
সুমধুর কণ্ঠস্বর নিয়তই শুনি।
তূর্য্যধ্বনি, গীতশব্দ নিয়ত হেথায়।
শুনিবারে পাওয়া যায় রাম রঘুরায়।
হেথা সদা দিব্যগন্ধ অনুভূত হয়।
পবিত্র এ বনভূমি দৈব তেজোময়।
গার্হপত্য আদি হেথা ত্রিবিধ অনল।
জ্বলিতেছে অবিরত রাম মহাবল।
কপোত সমান ধূম অরুণ-বরণ।
তা' হ'তে উত্থিত হয়ে পরশে গগন।
ওই দেখ সেই ধূম উত্থিত হইয়া,
তরুদের অগ্রভাগ ফেলিছে ঢাকিয়া।
এ সব তরুও যেন জলদ আবৃত।
বৈদূর্য্য ভূধর সম হয় নিরীক্ষিত।
রাম! তুমি কর [illegible] শুদ্ধ মনে।
প্রণিপাত কর ওই সব ঋষিগণে।
ওদিকে প্রণমে যারা তাঁদের নিশ্চয়।
দূর হয়ে যায় শোক দুঃখ ব্যাধি ভয়।
রঘুবর সীতাপতি করযোড়ে।
অবহিত চিত্তে [illegible] ভূমে।
সহ প্রিয়ভ্রাতা ঋষিগণ পাদে।
শুভ প্রণিপাতে তিরপিত হৈলা।
কপিপতি সাথে পুলকিত চিত্তে।
বলধর বালী নিধন নিমিত্তে।
বহুপথ ছেড়ে, কপিপুর মাঝে।
দ্রুতগতি গেলা [illegible] সাজে।"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

পূর্ব্বোক্ত আশ্রমের বর্ণনা হইতে যে কালের মুনিঋষিগণের কঠোর পবিত্র জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুগ্রীব সিংহনাদ করিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

That shout, which shook the land with fear,
In thunder smote on Bali's ear,
Where in the chamber barred and closed
The sovereign with his dame reposed.
Each amorous thought was rudely stilled,
And pride and rage his bosom filled.
His angry eyes flashed darkly red,
And all his native brightness fled,

As when, by swift eclipse assailed,
The glory of the sun has failed.
While in his fury uncontrolled
He ground his teeth, his eyeballs rolled,
He seemed a lake wherein no gem
Of blossom decks the lotus stem.
He heard, and with indignant pride
Forth from the bower the Vanar hied,
And the earth trembled at the beat
And fury of his hastening feet.
But Tara to her consort flew,
Her loving arms around him threw,
And, trembling and bewildered, gave
Wise counsel that might heal and save."

Griffith's Ramayan, Book IV. Cant XV.

বালীপত্নী তারাদেবী এবার বালীকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলেন।

"হেনকালে তারা তাঁরে করি আলিঙ্গন।
স্নেহের আবেশে প্রীতি করি প্রদর্শন॥
হইয়া ক্ষুভিত ভীত স্তম্ভিত বচনে।
কহিলেন ধীরে ধীরে কি ভাবিয়া মনে;
বীরবর! লোকে যথা প্রভাত সময়।
শয্যা হতে গাত্রোত্থান করিয়া নিশ্চয়॥
উপভুক্ত পুষ্পহার করে পরিহার।
সেরূপ এ নদীবেগ সমান তোমার॥
আগত ক্রোধেরে দূর [illegible] এখনি।
রাখহ আমার বাণী কপিকুলমণি।
সুগ্রীবের সনে কাল করিও সমর।
আজিকার মত ক্ষান্ত হও বীরবর।
অরাতি বাহুল্য নাহি যদিও তোমার।
যদিও লঘুতা তব নয়নে আমার॥
পরিদৃষ্ট নাহি হয় তথাপি এক্ষণে।
সহসা তোমার বহির্গমন দর্শনে॥
মোর মনে হইতেছে আশঙ্কা উদয়।
সহসা এরূপ সাজ কভু ভাল নয়।
কেন যে যাইতে তোমা করি নিবারণ।
বিবরিয়া কহিতেছি করহ শ্রবণ॥
সুগ্রীব তোমার সনে করিতে সমর।
উপনীত হয়েছিল কিষ্কিন্ধ্যা ভিতর॥
তুমিও পরাস্ত তারে করেছিলে বীর॥
পলায়ন করিল সে হইয়া অধীর।
নিরস্ত পীড়িত হয়ে পলাল যে জন।
সে আবার ফিরে এসে করে আহ্বান।
ইহাতেই মনে মোর হইতেছে ভয়।
আজের সময়ে তব যাওয়া ভাল নয়॥

উহার যেরূপ দর্প উৎসাহ যেমন।
যেরূপ গর্জ্জনবৃদ্ধি নিগূঢ় কারণ।
অবশ্য ইহার আছে কিষ্কিন্ধ্যাভূষণ॥
বোধ হয় সে সুগ্রীব হয়ে নিঃসহায়।
আসে নাই পুনরায় তব কিষ্কিন্ধ্যায়॥
লয়েছে সে কোন্ সূত্রে কাহার আশ্রয়।
তারি বলে বীরনাদ করে অতিশয়।

"O dear my lord, this rage control
That like a torrent floods thy soul,
And cast these idle thoughts away
Like faded wreaths of yesterday.
O tarry till the morning light,
Then, if thou wilt, go forth and fight.
Think not I doubt thy Valour, no;
Or deem thee weaker than thy foe,
Yet for a while would have thee stay
Nor see thee tempt the fight to-day.
Now list, my loving lord, and learn
The reason why I bid thee turn.
Thy foeman came in wrath and pride,
And thee to deadly fight defied.
Thou wentest out he fought, and fled
Sore wounded and discomfited.
But yet, untaught by late defeat,
He comes his conquering foe to meet,
And calls thee forth with cry and shout:
Hence spring, my lord, this fear and doubt.
A heart so bold that will not yield,
But yearns to tempt the desperate field,
Such loud defiance, fiercely pressed,
On no uncertain hope can rest.
So lately by thine arm o'erthrown,
He comes not back, I ween, alone.

Some mightier comrade guards his side,
And spurs him to his burst of pride.
For nature made the Vanar wise:
On arms of might his hope relies;
And never will Sugriva seek
A friend whose power to save is weak."
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XV.

পূর্ব্বে আমি অঙ্গদের মুখে বীরবর।
শুনেছিনু যাহা কিছু তোমার গোচর॥
তাহার উল্লেখ করি, করহ শ্রবণ।
এ সময়ে সেই কথা বলা প্রয়োজন।
শুন, বীর একদিন অঙ্গদ কুমার।
গিয়াছিল সুনিবিড় অরণ্য-মাঝার॥
অযোধ্যার রাজপুত্র রাম রঘুরায়॥
হয়েছেন বনবাসী লক্ষ্মণেরে ল'য়ে।
নানা বনে ভ্রমিছেন যোগী সম হ'য়ে॥
উভয়ে দুর্জ্জয় বীর ধানুকী বিষম।
সুগ্রীবের প্রিয় হেতু উভয়ে এখন।
ঋষ্যমুক গিরি পরে কৈলা আগমন॥
নাথ! আমি শুনিলাম সেই মহাবল।
রামচন্দ্র সুগ্রীবের সাহায্য-সম্বল॥ *
সেই মহাত্মার সনে এক্ষণে তোমার।
উচিত না হইতেছে বিরোধ-ব্যাপার॥
স্বামী তুমি পত্নী আমি অভিন্ন দুজনে।
নাহি মম ইচ্ছা তব ক্রোধ-উদ্দীপনে॥
কিন্তু মম আরো কিছু বলিবার আছে।
এক্ষণে খুলিয়া তাহা বলি তব কাছে॥
সুগ্রীব অনুজ তব আনিয়া এখন।
যৌবরাজ্যে অভিষেক করহে রাজন্॥
তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব সুজন।
উচিত তাহারে তব করিতে পালন॥
থাকুন না কেন তিনি দূরে বা নিকটে।
কিন্তু তিনি বন্ধু তব, কহি অকপটে॥
তাঁর তুল্য বন্ধু আমি পৃথিবী ভিতর।
আর কারে নাহি দেখি কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর॥
শত্রুতা করিয়া দূর দানে মানে তাঁ'রে।
আপন করিয়া লও কহি বারে বারে॥
তাঁহার সহিত তব না সাজে বিরোধ।
একথা সঠিক কি না বুঝ মহাবোধ॥
সুগ্রীব তোমার পাশে থাকুক এক্ষণে।
আপনার বলি পুনঃ ভাব তাঁ'রে মনে॥
ভ্রাতৃভাব বিনা তব অন্য গতি নাই।
ভাই ভাই থাক কাছে, এই আমি চাই॥
যদি তুমি চাও মোর প্রিয় সাধিবারে।
যদি তুমি হিতৈষিণী ভাবহ আমারে॥
তা' হলে আমার কথা না কর হেলন।
সুপ্রসন্ন হও নাথ! এই নিবেদন।
বাসব-প্রভাব রাম তাঁহার সহিত।
না সাজে বিবাদ তব ঘটিবে অহিত॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Hear, I entreat, the words I say,
Nor lightly turn my rede away.
O let fraternal discord cease,
And link you in the bonds of peace.
Let consecrating rites ordain
Sugriva partner of thy reign.
Let war and thoughts of conflict end,
And be thou his and Rama's friend.
Each soft approach of love begin,
And to thy soul thy brother win ;
For whether here or there he be,
Thy brother sill, dear lord, is he
Though far and wide these eyes I strain
A friend like him I seek in vain.
Let gentle words his heart incline,
And gifts and honours make him thine,
Till, foes no more, in love allied,
You stand as brothers side by side.
Thou in high rank wast wont to hold
Sugriva, formed in massive mould ;
Then come, thy brother's love regain,
For other aids are weak and vain.
If thou would please my soul, and still
Preserve me from all fear and ill,
I pray thee by thy love be wise
And do the thing which I advise,
Assuage thy fruitless wrath, and shun
The mightier arms of Raghu's son ;
For Indra's peer in might is he,
A foe too strong, my lord, for thee."

Griffith's Ramayan, Book IV, Canto XV.

তারাদেবীর এ কথাগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিশেষ সুবুদ্ধি-সম্পন্না পতিপ্রাণা নারী ছিলেন। তাঁহার নম্র ও যুক্তিপূর্ণ বাক্যগুলি দ্বারা ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি বিনীতস্বভাবা ও উপযুক্তরূপে শিক্ষিতা ছিলেন। সীতাদেবী রাক্ষসবধে রামকে যে নিষেধবাক্যগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত তারাদেবীর এ বাক্যগুলির তুলনা করা যাইতে পারে। সীতাদেবীও সে সময় যেরূপ বিনীতভাবে রামকে হিতবাক্য সকল বলিয়াছিলেন, তারাদেবীও সেইরূপই বিনীতভাবে বালীকে হিতবাক্য বলিলেন।

বালীরাজা তারাদেবীর বাক্য শুনিয়া বলিলেন—

"ভীরু আমার সে ভ্রাতা
বিশেষতঃ একজন শত্রু গরজিছে।
কেন সব ক্রোধ তার শুনি তব কথা।
যে বিখ্যাত বীরগণ রণভূমি হ'তে॥
না করেন পলায়ন, কভু পরাজিত।
হন নাই, অপমান সহেন কি তাঁরা?
পর পক্ষে অপমান মৃত্যুর অধিক।
সমরাভিলাষী ভীরু সুগ্রীব একণে॥
বল তবে কেন তা'র সহিব গর্জ্জন?
অতঃপর প্রিয়ে! তুমি শ্রীরামের ভয়ে।
মোর তরে হইও না বিষাদিত মন।
ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ তিনি কেন পাপ কাজে,
প্রবৃত্তি হইবে তাঁর বল সুবদনে?
সহচরীগণ সনে ফিরে যাও তুমি
কেন বৃথা আসিতেছ আর মোর সনে॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Thus Tara with the starry eyes
Her counsel gave with burning sighs,
But Bali, by her prayers unmoved,
Spurned her advice, and thus reproved :
"How may this insult, scathe, and scorn
By me, dear love, be tamely borne ?
My brother, yea my foe, comes nigh
And dares me forth with shout and cry.
Learn, trembler ! that the valiant, they
Who yield no step in battle fray,
Will die a thousand deaths but ne'er
An unavenged dishonour bear.

Nor, O my love, be thou dismayed
Though Rama lend Sugriva aid;
For one so pure and duteous, one
Who loves the right, all sin will shun.
Release me from thy soft embrace,
And with thy dames thy steps retrace
Enough already, O mine own,
Of love and sweet devotion shown.
Drive all thy fear and doubt away;
I seek Sugriva in the fray
His boisterous rage and pride to still,
And tame the foe I would not kill.
My fury, armed with brandished trees,
Shall strike Sugriva to his knees:
Nor shall the humbled foe withstand
The blows of my avenging hand,
When, nerved by rage and pride, I beat
The traitor down beneath my feet,
Thou, love, hast lent thine own sweet aid,
And all thy tender care displayed;
Now by my life, by these who yearn
To serve thee well, I pray thee turn.
But for a while, dear dame, I go
To come triumphant o'er the foe.'
Thus Bali spake in gentlest tone:
Soft arms about his neck were thrown;
Then round her lord the lady went
With sad steps slow and reverent.
She stood in solemn guise to bless
With prayers for safety and success,
Then with her train her chamber sought
By grief and racking fear distraught."

Griffith's Ramayan, Book IV, Canto XVI.

"রুষিয়া চলিল বালী সিংহের গর্জ্জনে।
না রহিল তারা মহাদেবীর বচনে॥
যাত্রাকালে তারাদেবী করিছে মঙ্গল
কিন্তু তাঁর নেত্রজল করে ছল ছল॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তারাদেবী কি প্রকার পতিপ্রাণা ছিলেন, ইহাই তাহার সুপ্রমাণ। বালীর মৃত্যুর পরে তারাদেবী সুগ্রীবের সংধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন সত্য, তজ্জন্য তাঁহাকে দোষারোপ করা যায় না, যেহেতু সে সময়ের প্রথা-অনুসারে তিনি সুগ্রীবের সংধর্ম্মিণী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাল্মীকি তারাদেবীকে সুপ্রিয়-বাদিনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"তন্তু তারা পরিষ্বজ্য বালিনং প্রিয়বাদিনী।
চকার রুদতী মন্দং দক্ষিণা সা প্রদক্ষিণম্॥ ১১
ততঃ স্বস্ত্যয়নং কৃত্বা মন্ত্রবিদ্বিজয়ৈষিণী।
অন্তপুরং সহস্ত্রীভিঃ প্রবিষ্টা শোকমোহিতা॥" ১২

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—১৬শ সর্গ।

"সুপ্রিয়-বাদিনী তারা বালীরে তখন।
সবিষাদে ধীরে ধীরে কৈলা আলিঙ্গন॥
মন্দ মন্দ অক্ষিবারি বিসর্জ্জন করি।
প্রদক্ষিণ কৈলা তা'রে সে তারাসুন্দরী॥
বালীর জয়শ্রীলাভ হবার কারণ।
মন্ত্র উচ্চারণ করি কৈলা স্বস্ত্যয়ন॥
মোহিত হইয়া শোকে তারা সবিশেষ।
অন্তঃপুরে করিলেন সুধীরে প্রবেশ॥
সহচরীগণ তার হয়ে বিষাদিত।
প্রবেশিল অন্তঃপুরে তাঁহার সহিত॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বালীরাজার বাক্য দ্বারাই প্রতীয়মান হয়, তিনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন।

"বাহির হইয়া বালী চতুর্দ্দিকে চায়।
একা সুগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায়॥
বালী সুগ্রীবের যুদ্ধ লাগে হুড়াহুড়ী।
হুড়াহুড়ী দুইজনে করে বেড়াবেড়ী॥
* * *
সশঙ্ক সুগ্রীব প্রায় করে পলায়ন।
আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ॥
দশদিক্ আলো করি সেই বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাত সম সে বালীর বুকে ফুটে॥

বুক ধরি বালী রাজা করে হাহাকার।
কোন্ জন করিল এ দারুণ প্রহার॥
বুকে পিঠে তার সে নাড়িতে নারে পাশ।
এক বাণে পড়ে বালী ঘনবহে শ্বাস॥
পড়িলেক বালী রাজা কাঁপিল কানন।
গায়ের ভূষণ খসে অঙ্গের বসন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Struck by the shaft that flew so well
The mighty Vanar reeled and fell,
As earthward Indra's flag they pull
When Asvini's fair moon is full.
Like some proud tree before the blast
Brave Bali to the ground was cast,
Where prostrate in the dust he rolled
Clad in the sheen of glistering gold,
As when uptorn the standard lies
Of the great God who rules the skies.
When low upon the earth was laid
The lord whom Vanar tribes obeyed,
Dark as a moonless sky no more
His land her joyous aspect wore.
Though low in dust and mire was rolled
The form of Bali lofty-souled,
Still life and valour, might and grace
Clung to their well-loved dwelling place.
That golden chain with rich gems set,
The choicest gift of Sakra, yet
Preserved his life nor let decay
Steal strength and beauty's light away.
Still from that chain divinely wrought
His dusky form a glory caught,
As a dark cloud, when day is done,
Made splendid by the dying sun.

As fell the hero, crushed in fight,
There beamed afar a triple light
From limbs, from chain, from shaft that drank
His life-blood as the warrior sank."

Griffith's Ramayan Book IV. Canto XVII.

ভূমে পড়ি বালীরাজা করে ছট ফট।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট ॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালীর পাশে ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

বালী রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া রামকে তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। বালীর তিরস্কার ও শ্লেষ বাক্যগুলি বড়ই তীব্র।

"পরাঙ্মুখবধং কৃত্বা কোঽত্র প্রাপ্তস্ত্বয়া গুণঃ।
যদহং যুদ্ধসংরব্ধস্ত্বৎকৃতে নিধনং গত ॥ ১৬
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্ন-স্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রামঃ করুণবেদী চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ ॥ ১৭
সানুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দৃঢ়ব্রতঃ।
ইত্যেতৎসর্ব্বভূতানি কথয়ন্তি যশো ভুবি ॥ ১৮
দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্ম্মো ধৃতিঃ সত্যং পরাক্রমঃ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু ॥" ১৯ ইত্যাদি

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ১৭শ সর্গঃ।

"The wounded Bali, when he saw
Rama and Lakshman nearer draw,
Keen words of Raghu's son, impressed
With justice' holy stamp, addressed :
'What fame, from one thou hast not slain
In front of battle, canst thou gain,
Whose secret hand has laid me low
When madly fighting with my foe ?

From every tongue thy glory rings,
A scion of a line of kings,
True to thy vows, of noblest race,
With every gentle gift and grace:
Whose tender heart for woe can feel,
And joy in every creature's weal:
Whose breast with high ambition swells,
Knows duty's claim and never rebels.
They praise thy valour, patience, ruth,
Thy firmness, self-restraint, and truth:
Thy hand prepared for sin's control,
All virtues of a princely soul.
I thought of all these gifts of thine,
And glories of an ancient line,
I set my Tara's tears at naught,
I met Sugriva and we fought.
O Rama, till this fatal morn
I held that thou wouldst surely scorn
To strike me as I fought my foe
And thought not of a stranger's blow.
But now thine evil heart is shown,
A yawning well with grass o'ergrown.
Thou wearest virtue's badge, but guile
And meanest sin thy soul defile.
I took thee not for treacherous fire,
A sinner clad in saint's attire;
Nor deemed thou idly wouldst profess
The show and garb of righteousness.
In fenced town, in open land,
Ne'er hast thou suffered at this hand,
Nor canst of proud contempt complain:
Then wherefore is the guiltless slain?

My harmless life in woods I lead,
On forest fruits and roots I feed.
My foeman in the field I sought,
And ne'er with thee, O Rama, fought.
Upon thy limbs, O king, I see
The raiment of a devotee ;
And how can one like thee, who springs
From a proud line of ancient kings,
Beneath fair virtue's mask, disgrace
His lineage by a deed so base ?
From Raghu is thy long discent,
For duteous deeds preeminent :
Why, sinner clad in saintly dress,
Roamest thou through the wilderness ?
Truth, valour, justice free from spot,
The hand that gives and grudges not,
The might that strikes the sinner down,
These bring a prince his best renown.
Here in the woods, O king, we live
On roots and fruit which branches give.
Thus nature framed our harmless race :
Thou art a man supreme in place.
Silver and gold and land provoke
The fierce attack, the robber's stroke.
Canst thou desire this wild retreat,
The berries and the fruit we eat ?
'Tis not for mighty kings to tread
The flowery path by pleasure led.
Theirs be the arm that crushes sin,
Theirs the soft grace to woe and win :
The steadfast will that guides the state,
Wise favour to the good and great ;

And for all time are kings renowned
Who blend these arts and ne'er confound.
But thou art weak and swift to ire,
Unstable, slave of each desire.
Thou tramplest duty in the dust,
And in thy bow is all thy trust.
Thou carest naught for noble gain,
And treatest virtue with disdain,
While every sense its captive draws
To follow pleasure's changing laws.
I wronged thee not in word or deed,
But by thy deadly dart I bleed.
What wilt thou, mid the virtuous, say
To purge thy lasting stain away ?
All these, O king, must sink to hell,
The regicide, the infidel,
He who in blood and slaughter joys,
A Brahman or a cow destroys,
Untimely weds in law's despite
Scorning an elder brother's right,
Who dares his teacher's bed ascend,
The miser, spy, and treacherous friend.
These impious wretches, one and all,
Must to the hell of sinners fall.
My skin the holy may not wear,
Useless to thee my bones and hair ;
Nor may slaughtered body be
The food of devotees like thee.
These five-toed things a man may slay
And feed upon the fallen prey ;
The mailed rhinoceros may die,
And with the hare, his food supply.

Iguanas he may kill and eat,
With porcupine and tortoise meat.
But all the wise account it sin
To touch my bones and hair and skin.
My flesh they may not eat ; and I
A useless prey, O Rama, die.
In vain my Tara reasoned well,
On dull deaf ears her counsel fell.
I scorned her words though sooth and sweet,
And hither rushed my fate to meet.
Ah for the land thou rulest ! she
Finds no protection, lord, from thee,
Neglected like some noble dame
By a vile husband dead to shame.
Mean-hearted coward, false and vile,
Whose cruel soul delights in guile,
Could Dasaratha, noblest king,
Beget so mean and base a thing ?
Alas ! an elephant, in form
Of Rama, in a maddening storm
Of passion casting to the ground
The girth of law that clipped him round,
Too wildly passionate to feel
The prick of duty's guiding steel,
Has charged me unawares and dead
I fall beneath his murderous tread.
How, stained with this my base defeat,
How wilt thou dare, where good men meet,
To speak, when every tongue will blame
With keen reproach this deed of shame ?
Such hero strength and valour, shown
Upon the innocent alone,

Thou hast not proved in manly strife
On him who robbed thee of thy wife.
Hadst thou but fought in open field
And met me boldly unconcealed,
This day had been thy fate to fall,
Slain by this hand, to Yama's hall.
In vain I strove and struck by thee
Fell by a hand I could not see.
Thus bites a snake, for sins of yore,
A sleeping man who wakes no more.
Sugriva's foeman thou hast killed,
And thus his heart's desire fulfilled:
But, Rama, hadst thou sought me first,
And told the hope thy soul has nursed,
That very day had I restored
The Maithil lady to her lord;
Had, binding Ravan with a chain,
Had laid him at thy feet unslain.
Yea, were she sunk in deepest hell,
Or whelmed beneath the Ocean's swell,
I would have followed on her track
And brought the rescued lady back,
As Hayagriva once set free
From hell the white Asvatari.
That when my spirit wings its flight
Sugriva reign, is just and right.
But most unjust O king, that I,
Slain by thy treacherous hand, should lie.
Be still, my heart: this earthly state
Is darkly ruled by sovereign Fate.
The realm is lost and won: defy
Thy questioners with apt reply."

Griffith's Ramayan, Book IV, Canto XVII.

"যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধ আমি অন্যের উপর।
হইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি রঘুবর ॥
বিনাশ করিয়া মোরে কি লাভ লভিলে।
সদ্বংশীয় তুমি রাম জ্ঞানী মহাবীর।
তেজস্বী দয়ালু দাতা পুণ্যের শরীর ॥
দৃঢ় নিষ্ঠা আছে, তুমি ব্রতপরায়ণ।
উৎসাহ তোমাতে বীর আছে অনুক্ষণ ॥
প্রজাদের হিত-চেষ্টা অবিরত কর।
কালাকাল জ্ঞান তুমি বীরকুলেশ্বর ॥
এই বলি পৃথিবীর যত নরগণ।
অনুক্ষণ করে তব সুযশ-কীর্ত্তন ॥
আরো দেখ ইন্দ্রিয়েরে বশীভূত করা।
মহত্ব বীরত্ব ধর্ম্ম ক্ষমা ধৈর্য্য ধরা ॥
যেই জন দোষী তার দণ্ডের বিধান।
এইগুলি রাজগুণ, ওহে জ্ঞানবান্ ॥

"দমঃ শমঃ ক্ষমাধর্ম্মঃ ধৃতিঃ সত্যং পরাক্রমঃ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু ॥" ১৯
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৭ সর্গ।

তোমাতে এসব গুণ আছে বিদ্যমান।
অভিজাত্যে তুমি রাম বিশেষ প্রধান ॥
এই সে কারণে আমি তারার বারণ।
না শুনি সুগ্রীব সনে করিলাম রণ ॥
যখন তোমারে আমি দেখিনি নয়নে।
তখন এরূপ আমি ভেবেছিনু মনে ॥
অন্য সনে যুদ্ধ হেতু নাহি সাবধান!
এ সময়ে মোরে রাম না মারিবে বাণ ॥
কিন্তু এবে বুঝিলাম, ধর্ম্মহীন তুমি।
ধর্ম্মধ্বজী দুরাচার অবিশ্বাস-ভূমি ॥
ধর্ম্ম-আচরণ তুমি করিয়া ধারণ।
আত্মভাব লুকাইয়া রয়েছ গোপন ॥
তৃণাচ্ছন্ন কূপ, ভস্ম-আবৃত অনল।
তুমি রাম বুঝিলাম, তব যত ছল ॥
দুরাত্মা পাপিষ্ঠ তুমি সাধুর আকার।
ধরিয়াছ নিজরূপ করি পরিহার।
ধরম কপটে তুমি রয়েছ আবৃত।
পূর্ব্বে তাহা জানি নাই নিশ্চিন্ত নিশ্চিত ॥
আমি তব গ্রাম কিম্বা নগরে কখন।
করিনাই কোনরূপ অনিষ্টসাধন ॥
কোনরূপ অবজ্ঞাও করিনি তোমায়।
ডাকিনি তোমারে কভু অশ্লীল কথায় ॥
ফলমূলাহারী আমি বনের বানর।
হইনি কখন আমি দোষের আকর ॥
তোমার সহিত আমি করি নাই রণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য জনে কৈনু আক্রমণ ॥
তবে তুমি কেন মোরে করিলে নিধন।
বল মোরে সত্য করি ভূপালনন্দন ॥
তুমি রাম রাজপুত্র প্রিয়-দরশন।
খ্যাত তুমি ধর্ম্মচিহ্ন করেছ ধারণ ॥
কিন্তু হে ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়া।
জ্ঞানী হ'য়ে ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ করিয়া ॥

করি থাক এইরূপ ক্রূর-আচরণ।
প্রাচীন ক্ষত্রিয়কুলে তুমি হে নূতন ॥
শুনিয়াছি তুমি রাম ধার্ম্মিক সুজন।
কিন্তু বুঝিলাম তুমি পাতকী দুর্জ্জন।
কে হেন অসাধু রাম তোমা হতে আর।
সাক্ষাত পাতক তুমি জগৎ মাঝার ॥
বল তুমি কি কারণে সাধুবেশধরি।
বিচরণ করিতেছ অরণ্য-ভিতরি ॥
সাম দান আদি করি নানাবিধ গুণ।
নৃপতির থাকে ওহে সমরনিপুণ ॥
তোমাতে কিছুই তার না পাই দেখিতে।
তুমি যে কিরূপ গুণী বুঝিয়াছি চিতে ॥
আমরা বানর করি অরণ্যে ভ্রমণ।
ফলমুল পত্রকুল করি হে ভক্ষণ ॥
পুরুষ হইয়া তুমি কিন্তু ওহে রাম।
কি হেতু বধিলে মোরে হয়ে এত বাম ॥
ভূমি স্বর্ণ রোপ্য আদি দ্রব্যই নিশ্চয়।
বধ করিবার হেতু ফলমূল নয় ॥
বন্য ফলমূলে রাম লোভ-সংঘটন।
কি রূপে হইল তব বলহে কারণ ॥
করুণা নিগ্রহ নীতি বিনয় বিষয়ে।
উচিত রাজার থাকা অসঙ্কোচ হয়ে ॥
স্বেচ্ছাচার অকর্ত্তব্য নিশ্চয় তাঁহার।
কি হেতু কর্ত্তব্য তাহা হইল তোমার ॥
তুমি উগ্র উচ্ছৃঙ্খল বিচলিত চিত।
রাজকার্য্যে অনুদার নিষ্ঠাবিরহিত ॥
ধর্ম্মের গৌরব নাই তোমার নিকট।
স্বার্থপর তুমি আর বিষম কপট ॥
অর্থকেও তুচ্ছ কর কামবশ হয়ে।
আকৃষ্ট হতেছ সদা ইন্দ্রিয়বিষয়ে ॥

বল দেখি এবে তুমি কিসের কারণ।
বিনা দোষে আজি মোরে করিলে নিধন ॥
এ অকার্য্য করি তুমি সাধুগণ মাঝে।
কি বলিবে? হেন কার্য্য তোমারে কি সাজে?
রাজহন্তা ব্রহ্মঘাতী গোঘ্ন চোর খল।
পরিবেত্ত্য লোক নাশী নাস্তিক সকল ॥
কদর্য্য মিত্রঘ্ন আর গুরুদারগামী।
নিশ্চয় নরকে যায় জান নাকি তুমি ॥
কপিদের রাজা আমি কাজে কাজে মোরে।
বিনাশ করাতে পাপ অর্শিবে তোমারে ॥
অস্থি-মাংস লোমচর্ম্ম যা কিছু আমার
তব সম ধার্ম্মিক কি করে তা ব্যভার ॥
শল্যক শ্বাবিৎ গোধা শশ কূর্ম্ম আর।
এই পাঁচ জন্তু পঞ্চনখীর মাঝার ॥
গণিত হইয়া থাকে, বিপ্র ক্ষত্রগণ।
ইহাদের মাংস বটে করেন ভক্ষণ ॥
কিন্তু রাম পঞ্চনখ যদিও আমার।
তথাপি আমার মাংস ভোজনের বার।
এ হেতু আমারে বধি কোন লাভ তব।
না হইল সুনিশ্চয় ওহে বীরর্ষভ ॥
হা সর্ব্বজ্ঞা তারা মোরে হিত সত্যবাণী।
কহিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা না মানি ॥
কাল-বশীভূত হইলাম মোহের আবেশে।
হায় মোর ভাগ্যে ছিল অপমৃত্যু শেষে ॥
সুশীলা প্রমদা যথা মনে পেয়ে ব্যথা।
থাকিতে বিধর্ম্মী পতি তবুও অন্যথা ॥
থাকিতেও তুমি রাম তথা বসুমতী।
সুনিশ্চয় হয়েছেন নাথহীনা সতী ॥
ধূর্ত্ত শঠ ক্ষুদ্র তুমি রাজা দশরথ।
হইতে জন্মিল পুত্র কি হেতু এমত ॥

তাঁহার ঔরসে ছিছি তোমার মতন!
পাপিষ্ঠ তনয় কৈল জনমগ্রহণ।
তোমার চরিত্র রাম অতীব দূষিত।
সাধুসেব্য ধর্ম্ম হ'তে তুমি হে বঞ্চিত ॥
হায় আমি তব সম মানবের করে।
বিনষ্ট হইনু দুঃখ রহিল অন্তরে ॥
বল দেখি, তুমি রাম! এ নিন্দিত কাজ।
করি কি বলিবে লোকের সমাজ?
আমরা না ছিনু কোন সংশ্রবে তোমার।
আমাদেরি প্রতি তব বিক্রম প্রচার ॥
কিন্তু যারা যথার্থত তব অপকারী।
তাহাদের উপরেতে নাহি দেখি জারী ॥
বলিতে কি যদি তুমি আমার সহিত।
সম্মুখ সমরে রত হইতে নিশ্চিত ॥
তা হ'লে অদ্যই তব ঘটিত মরণ!
কেহ না পারিত তাহা করিতে বারণ ॥
মোরে আক্রমণ করা সুকঠিন কথা।
নিদ্রিত জনেরে কিন্তু দংশে অহি যথা ॥
সেরূপ অদৃশ্য হয়ে দংশিলে আমায়।
এ কার্য্যে পাতকরাশি অর্শিছে তোমায়।
তুমি সুগ্রীবের প্রিয়সাধন কারণ।
বধিলে অন্যায়রূপে থাকিয়া গোপন ॥
কিন্তু যদি পূর্ব্বে তুমি সীতা আনিবার।
কথা রাম মোর কাছে করিতে প্রচার ॥
এক দিবসেই আমি তা হ'লে তাঁহার।
নিশ্চয় আনিয়া রাম দিতাম তোমার ॥
আমি তব ভার্য্যাহারী দুরাত্মা রাবণে।
কণ্ঠে বাঁধি আনিতাম তোমার সদনে ॥
না বধি তাহারে আমি জীবন সহিত।
আনিতাম ওহে রাম তব সন্নিহিত।
যেমন শ্বেতাশ্বতরী রূপিণী শ্রুতিরে।
হয়গ্রীব এনেছিল তথা জানকীরে ॥
পাতাল অথবা গুপ্ত সিন্ধুতল হ'তে।
আনিয়া দিতাম আজি তোমার সাক্ষাতে ॥
আমি পরলোক গেলে সুগ্রীব নিশ্চয়।
করিবে রাজ্যাধিকার অন্যায্য তা নয় ॥
কিন্তু তুমি অধর্ম্মত বধিলে আমারে।
নিতান্ত অন্যায় ইহা কহি বারে বারে ॥
প্রাণিমাত্র বশীভূত মৃত্যুর নিশ্চয়।
তাহাতে তিলেক মোর ক্ষোভ নাহি হয় ॥
কিন্তু মোরে বধি হল কি লাভ তোমার।
প্রকৃত উত্তর এবে স্থির কর তার ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Shame to him whose cruel striking
Kills for faults of his own liking.
Shakespeare's Measure for measure, Act III, Scene II.

কৃত্তিবাস বালীর ভৎ'সনা বাক্যগুলি বাল্মীকির রামায়ণের অনুরূপ বিশেষ তীব্র করিয়াছেন, কিন্তু শেষ অংশে কিছু কিছু নূতন কথা সন্নিবেশ করিয়াছেন।

"রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালী।
দন্ত কড়মড়ি করে, আর দেয় গালি॥
নিষেধিলা তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধুজ্ঞানে॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ, নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে রাম! এ কোন বিধান॥
শশারু গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিকা শল্লকী।
ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চনখী॥
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর।
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির॥
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন।
মৃগ নহি শাখামৃগে কোন প্রয়োজন॥
নির্দ্দোষ বানর আমি মার কোন কার্য্যে।
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে॥
কোন্ দেশ লুটিয়া কারে দিলাম ক্লেশ।
কোন্ দোষে করিলে আমার আয়ুঃশেষ॥
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংসে॥
এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি।
অপরাধ বিনা বিনাশিলে মহাপ্রাণী॥
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ॥
তপস্বীর ছলে রাম ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিব প্রাণ সদা ভাব মনে॥
নরলোকে বলে রাম ধর্ম্ম অবতার।
ভাল রাম দেখাইলে সেই ব্যবহার॥
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক।
আমারে মারিয়া রাম কি পাইলে সুখ॥
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি।
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় খুনী॥
সম্মুখাসম্মুখি যদি মারিতে হে বাণ।
এক চাপড়ে তোমার বধিতাম প্রাণ॥
সম্মুখ সমর বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেই রাম আমারে বধিলে হ'য়ে চোর॥
জ্ঞাত আছ আমারে, যেমন আমি বীর।
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির॥
সুগ্রীব আমার বাদী সাধি তার বাদ।
অবিবাদে তুমি কেন করিলে প্রমাদ॥
কেমনে দেখাবে মুখ বিশিষ্টসমাজে।
বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালীরাজে॥
দশরথ রাজা ছিল ধর্ম্ম-অবতার।
তাঁ'র পুত্র হইয়াছে কুলের অঙ্গার॥
মহারাজ দশরথ ধর্ম্মে রত মন।
তার পুত্র তুমি না হইবা কদাচন॥
ধর্ম্মহীন মান্য ছিল বাপের গৌরবে।
মিলিলে সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে॥
পাপী মিলনেতে হয় পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা॥
বানর হইতে কার্য্য করিবে উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার॥
এক লাফে পারাবার হইতাম পার।
এতদিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥
রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা।
কোন ছার মন্ত্রিসহ করিলে মন্ত্রণা॥
করিলাম কতশত বীরের সংহার।
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন ছার॥
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে।
লেজে বাঁধি ডুবাইনু চারি পারাবারে॥
লেজের বন্ধন তা'র কিষ্কিন্ধ্যায় ঘোষে।
পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে॥

এই লোকবিজয়ী শিবভক্ত দশগ্রীব।
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব॥
যদি হয় হইবে বিলম্ব বহুতর।
মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর॥
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার।
এতদিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায়॥
এ কোন্ বিচিত্রতার আমি বালীরাজ।
আমারে না জানে কোন্ বীরের সমাজ॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

অনেকে বালীর এইরূপ তিরস্কার-বাক্যগুলি সঙ্গত ও উচিত মনে করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন এবং বালীবধ জন্য ও যে প্রকারে বালী বধ করা হইল তজ্জন্য রামচন্দ্রকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু মৃত্যু-সময় বালী যতই বলুন না কেন, রামচন্দ্র সীতা-উদ্ধারের জন্য সাহায্যার্থী হইয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি সীতা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেন কি না সন্দেহ। বালী রামচন্দ্রের ন্যায় রাজ্যহারা ও পত্নীহারা ছিলেন না, তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত স্বাধীন রাজা ছিলেন। রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার কোন বাধ্যবাধকতাও ছিল না। সুতরাং তখন রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য শত অনুরোধ করিলেও বালীর সচেষ্ট না হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সুগ্রীব রামচন্দ্রের সম-অবস্থাপন্ন, পরস্পর সাহায্যাপেক্ষী, সুতরাং সুগ্রীব বালী অপেক্ষা হীনবল হইলেও তাহাদ্বারা রামচন্দ্রের কার্য্য-সিদ্ধি হইল।

বাল্মীকি বালীর আকৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"আদিত্যমিব কালেন যুগান্তে ভুবি পাতিতম্।
মহেন্দ্রমিব দুর্দ্ধর্ষমুপেন্দ্রমিব দুঃসহম্॥"১০

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ১৭শ সর্গঃ।

কালই প্রলয়কালে যেন দিবাকরে।
হস্ত হ'তে ফেলিয়াছে পৃথিবী উপরে॥
ইন্দ্রের মতন বালী বিক্রমে বিষম॥
আজানুলম্বিত বাহু দেহ মনোরম।
সুবিশাল বক্ষ তা'র মুখ সমুজ্জ্বল।
হরি-বর্ণ গোল গোল লোচনযুগল॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র বালীকে যথোচিত যুক্তিপূর্ণ বাক্যে উত্তর করিলেন—

"ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ সময়ঞ্চাপি লৌকিকম্।
অবিজ্ঞায় কথং বাল্যান্মামিহাদ্য বিগর্হসে ॥"৪
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ১৮শ সর্গ।

"He ceased : and Rama's heart was stirred
At every keen reproach he heard.
There Bali lay, a dim dark sun,
His course of light and glory run :
Or like the bed of Ocean dried
Of his broad floods from side to side,
Or helpless, as the dying fire,
Hushed his last words of righteous ire.
Then Rama, with his spirit moved,
The Vanar king in turn reproved :
'Why dost thou, Bali, thus revile,
And castest not a glance the while
On claims of duty, love and gain,
And customs o'er the world that reign ?
Why dost thou blame me, rash and blind,
Fickle as all thy Vanar kind,
Slighting each rule of ancient days
Which all the good and prudent praise ?
This land, each hill and woody chase,
Belongs to old Ikshvaku's race :
With bird and beast and man, the whole
Is ours to cherish and control.
Now Bharat, prompt at duty's call,
Wise, just, and true is lord of all.
Each claim of law, love, gain, he knows,
And wrath and favour duly shows.
A king from truth who never bends ;
And grace with vigour wisely blends,

With valour worthy of his race.
He knows the claims of time and place
Now we and other kings of might,
By his example taught aright,
The lands of every region tread
That justice may increase and spread.
While royal Bharat, wise and just,
Rules the broad earth, his grorious trust,
Who shall attempt, while he is lord,
A deed by Justice held abhorred ?
We now, as Bharat has decreed,
Let justice guide our every deed,
And toil each sinner to repress
Who scorns the way of righteousness.
Thou from that path hast turned aside,
And virtue's holy law defied,
Left the fair path which kings should tread,
And followed pleasure's voice instead.
The man who cleaves to duty's law
Regards these three with filial awe—
The sire, the elder brother, third
Him from whose lips his lore he heard.
Thus too, for duty's sake, the wise
Regard with fond paternal eyes
The well-loved younger brother, one
Their lore has ripened, and a son.
Fine are the laws which guide the good,
Abstruse, and hardly understood ;
Only the soul, enthroned within
The breast of each, knows right from sin.
But thou art wild and weak of soul,
And spurnest like thy race, control ;

The true and right thou canst not find,
The blind consulting with the blind.
Incline thine ear and I will teach
The cause that prompts my present speech.
This tempest of thy soul assuage,
Nor blame me in thine idle rage.
On this great sin thy thoughts bestow,
The sin for which I lay thee low.
Thou, Bali, in thy brother's life
Hast robbed him of his wedded wife,
And keepest, scorning ancient right,
His Rama for thine own delight.
Thy son's own wife should scarcely be
More sacred in thine eyes than she.
All duty thou hast scorned, and hence
Comes punishment for dire offence.
For those who blindly do amiss
There is, I ween, no way but this :
To check the rash who dare to stray
From customs which the good obey.
I may not, sprung of Kshatriya line,
Forgive this heirous sin of thine :
The laws for those who sin like thee
The penalty of death decree.
Now Bharat rules with sovereign sway,
And we his royal word obey.
There was no hope of pardon, none,
For the vile deed that thou hast done.
That wisest monarch dooms to die
The wretch whose crimes the law defy ;
And we, chastising those who err,
His righteous doom administer.

My soul accounts Sugriva dear
E'en as my brother Lakshman here.
He brings me blessing, and I swore
His wife and kingdom to restore :
A bond in solemn honour bound
When Vanar chieftains stood arround.
And saw a king like me forsake
His friend and plighted promise break ?
Reflect, O Vanar, on the cause,
The sanction of eternal laws,
And justly smitten down, confess
Thou diest for thy wickedness.
By honour was I bound to lend
Assistance to a faithful friend ;
And thou hast met a righteous fate
Thy former sins to expiate.
And thus wilt thou some merit win
And make atonement for thy sin.
For hear me, Vanar King rehearse
What Manu spake in ancient verse,—
This holy law, which all accept
Who honour duty, have I kept :
'Pure grow the sinners kings chastise,
And, like the virtuous, gain the skies ;
By pain or full atonement freed,
They reap the fruit of righteous deed,
While kings who punish not incur
The penalties of those who err.'
Mandhata once a noble king,
Light of the line from which I spring,
Punished with death a devotee
When he had stooped to sin like thee.

And many a king in ancient time
Has punished frantic sinner's crime,
And, when their impious blood was spilt,
Has washed away the stain of guilt.
Cease, Bali, cease : no more complain :
Reproaches and laments are vain,
For thou art justly punished: we
Obey our kings and are not free.
Once more, O Bali, lend thine ear
Another weightiest plea to hear,
For this, when heard and pondered well,
Will all complaint and rage dispel.
My soul will ne'er this deed repent,
Nor was my shaft in anger sent,
We take the silvan tribes beset
With snare and trap and gin and net,
And many a heedless deer we smite
From thickest shade, concealed from sight.
Wild for the slaughter of the game,
At stately stags our shafts we aim.
We strike them bounding scared away,
We strike them as they stand at bay,
When careless in the shade they lie,
Or scan the plain with watchful eye.
They turn away their heads : we aim,
And none the eager hunter blame.
Each royal saint, well trained in law
Of duty, loves his bow to draw
And strike the quarry, e'en as thou
Hast fallen by mine arrow now,
Fighting with him or unaware,—
A Vanar thou,— I little care.

But yet, O best of Vanars, know
That kings who rule the earth bestow
Fruit of pure life and virtuous deed,
And lofty duty's hard-won meed.
Harm not thy lord the king : abstain
From act and word that cause him pain ;
For kings are children of the skies
Who walk this earth in men's disguise.
But thou, in duty's claims untaught,
Thy breast with blinding passion fraught,
Assailest me who still have clung
To duty, with thy bitter tongue."

Griffith's Ramayan, Book IV. Cant XVIII.

"শুন বালী তুমি, ধর্ম্ম অর্থ কাম
লৌকিক আচার আদি।
না জানিয়া আজ, বালকত্ব হেতু'
কেন হও নিন্দাবাদী॥
তুমি কুলগুরু, ধার্ম্মিক ধীমান্,
বর্ষীয়ান্‌গণ-পাশে।
কিছু না শিখিয়া, বৃথা কেন মোরে,
নিন্দা কর কটুভাষে॥
এ শৈল কানন, পূরিত ভূভাগ'
নিশ্চয় জানিও তুমি।
ইক্ষ্বাকু-বংশীয়, নৃপতিগণের,
চির অধিকৃত ভূমি।
এখানের মৃগ, পক্ষী মানবের,
দণ্ড কিম্বা পুরস্কার।
তাঁহারাই বালী' থাকেন করিয়া,
না হয় অন্যথা তার॥

এবে সত্যশীল, সরলস্বভাব,
ভরত ভূপতিপতি।
এ ভূমিভাগের, রক্ষাভার নিজে
লয়েছেন হয়ে ব্রতী।
নীতিদক্ষ তিনি, গুণজ্ঞ বিনয়ী,
পবিত্র চরিত্র তাঁর॥
দুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালনে,
সুযশ তাঁর অপার।
দেশ কাল পাত্র, ধর্ম্মঅর্থকাম,
ভাল তাঁর জানা আছে॥
এবে সেই বীর, পৃথিবীর রাজা,
অন্য রাজা তাঁর পাছে।
মোরা আর অন্য, নরপতিগণ
তাঁহার আদেশ-ক্রমে॥
ধর্ম্মবৃদ্ধি হেতু, ভ্রমি ভূমণ্ডলে,
সদা সাহসিক মনে।

যেই কালে সেই, রাজঅধিরাজ,
ধরমবৎসল বীর ॥
পৃথিবী পালন, করিছেন বালী,
সে কালে জানিও স্থির।
ধরমবিপ্লব, করিবে কে আর,
এমন ক্ষমতা কা'র ॥
নিয়ম ভাঙ্গিয়া, স্বেচ্ছায় চলিতে,
পারিবে ভূতলে আর ॥
আমরা সকলে, স্বধর্ম্মে নিরত,
এবে রাজ-নিয়োগেতে।
ধর্ম্মভ্রষ্ট জনে, শাস্তি অনুরূপ,
দিব মোরা বিধিমতে ॥
তুমি হে বিধর্ম্মী, দুশ্চরিত্র অতি,
কামাতুর অতিশয়।

তোমা হতে বালী, রাজ-ধরমের,
ঘটিয়াছে বিপর্য্যয় ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা, বিদ্যাদাতা গুরু,
পিতা এই তিন জন।
বয়োন্যূন ভ্রাতা পুত্র শিষ্য আর,
পুত্র বলি গণ্য হন।
এই ব্যবস্থার, ধর্ম্মই কেবল,
প্রধান কারণ বালী ॥
এর ব্যতিক্রম, করে যেই জন,
পাপাত্মা সে চিরকালি।
সাধুদের ধর্ম্ম, সূক্ষ্ম অতিশয়,
সহজে না বুঝা যায় ॥
কিন্তু একমাত্র, পরমাত্মা হৃদে,
শুভাশুভ বুঝে লয়।"

"জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্ম্মে চ পথি বর্ত্তিনঃ ॥১৩
কনীয়ানাত্মনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণোদিতঃ।
পুত্রবত্তে ত্রয়শ্চিন্ত্যা ধর্ম্মশ্চৈবাত্র কারণম্ ॥১৪
সূক্ষ্মঃ পরমবিজ্ঞেয়ঃ সতাং ধর্ম্মঃ প্লবঙ্গম।
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্ ॥" ১৫

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ১৮শঃ সঃ।

তুমি হে অস্থির, তব সহচর,
কপিরাও সচঞ্চল ॥
জন্মান্ধ যেমন, জন্মান্ধেরে পথ,
দেখাতে হয় বিফল ॥
সেইরূপ তুমি, তাহাদের সনে
অশেষ মন্ত্রণা করি।

ধরমের পথ, কিরূপে বুঝিবে,
বল দেখি মনে স্মরি।
ক্রোধভরে তুমি, বৃথা নিন্দা মোর,
করিও না কিষ্কিন্ধেশ।
যে কারণে আমি, বধিনু তোমারে,
কহি তাহা সবিশেষ ॥

"সনাতন ধর্ম্ম তুমি করি উলঙ্ঘন।
করিয়াছ ভ্রাতৃজায়া রুমারে গ্রহণ॥
মহাত্মা সুগ্রীব আজো আছেন জীবিত।
রুমা তব পুত্রবধূ শাস্ত্রানুমোদিত॥
তারে অধিকার করিহেল তব পাপ।
তাহার বিলাপে তব নাহি পরিতাপ॥
ধর্ম্মভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারী তুমি অতিশয়।
অস্তিত্ব তোমার ভূমে থাকা ভাল নয়॥
এ হেতু তোমারে দণ্ড করিনু প্রদান।
তব পক্ষে সমুচিত এ দণ্ড বিধান॥
যেমন বিরুদ্ধ লোক মর্য্যাদা অতীত।
অন্য দণ্ড নাই তা'র এ দণ্ড ব্যতীত॥
সদ্বংশীয় ক্ষত্র আমি তবে কি করিয়া।
তোমারে উপেক্ষা করি থাকিব থামিয়া॥
ভ্রাতৃজায়া ভাগিনী বা আত্মজার প্রতি॥
যে কামুক অনুরক্ত নাহি তা'র গতি।
তা'র প্রতি বধদণ্ড বিহিত নিশ্চয়॥
এ হেতু তোমার বধ যুক্তিযুক্ত হয়।
এ বিশাল পৃথ্বী ভরতের অধিকার।
আমরা সকলে প্রজা সেই মহাত্মার॥
পাপাচার কৈলে, তুমি তবে কি করিয়া।
তোমারে উপেক্ষা করি থাকিব থামিয়া॥
ভরত শাসিছে রাজ্য ধর্ম্ম অনুসারে।
অধার্ম্মিক রবে তাঁর রাজ্যে কি প্রকারে॥
অধার্ম্মিকে সদা তিনি দণ্ডদানে রত।
কামপরায়ণগণ-নিগ্রহে উদ্যত॥
তাঁহারই আদেশে মোরা তোমার সমান।
অধার্ম্মিকগণে করি যোগ্য দণ্ডদান॥
লক্ষ্মণ আমার যথা প্রাণের দোসর।
সুগ্রীবো তেমনি মম প্রাণপ্রিয়বর॥
রাজ্য আর পত্নী লাভ যদি তা'র হয়।
তা' হ'লে আমার কার্য্য সাধিবে নিশ্চয়॥
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলা মতিমান্।
আমিও প্রতিজ্ঞা কৈনু তাহার সমান॥
কেমনে প্রতিজ্ঞা মম লঙ্ঘন করিয়া।
ভুঞ্জিব অশেষ দুঃখ পাতকে ডুবিয়া॥
কপিরাজ সুনিশ্চয় জেন ইহা মনে।
ধর্ম্মের রহিল মান তোমার শাসনে॥
তোমারে নিগ্রহ করা ধর্ম্মই নিশ্চয়।
নিগ্রহ না কৈলে, তাহে মহা পাপ হয়॥
যাহারা ধার্ম্মিক, বালি! তাদের উচিত।
বয়স্তের উপকার করিতে সাধিত॥
যদি তুমি ধরমের অপেক্ষা রাখিতে।
তা' হ'লে নিজেও তুমি এ দণ্ড ভুগিতে॥
চরিত্র-শোধক দুটি শ্লোক মূল্যবান্।
করেছেন মহাঋষি মনু মতিমান্॥
ধার্ম্মিকেরা আস্থা তাহে করে প্রদর্শন।
সে বিধিতে ইহা আমি করিনু সাধন॥
বলেন মহর্ষি মনু মানবনিচয়।
পাপ করি রাজদণ্ডে বীতপাপ হয়॥
পুণ্যশীল সাধুসম তাহারা হইয়া।
স্বর্গে যায় যন্ত্রণার জ্বালা এড়াইয়া॥
যেরূপে হউক মুক্তি, অথবা নিগ্রহ।
পাপী তাহে শুদ্ধ হয়, নাহিক সন্দেহ॥
কিন্তু যেই নরপতি দণ্ডের বদল।
মুক্তি দেন, পাপ হয় তাঁহার সম্বল॥

"রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥৩১
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥"৩২

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ১৮শঃ সঃ

কপিরাজ শুন, বৌদ্ধ যোগী একজন।
করেছিল তব সম পাপ আচরণ ॥
এ হেতু আমার কুলপুরুষ মান্ধাতা।
দণ্ড দিয়াছিলা তাঁরে হ'য়ে দণ্ডদাতা ॥
অন্য রাজারাও অসতেরে শোধিবারে।
শাসন করিয়াছিলা বিবিধপ্রকারে ॥
পাতকীর পক্ষে বালী, রাজ-দণ্ড বিনা।
প্রায়শ্চিত্ত-বিধি আছে, শাস্ত্র মাঝে নানা ॥
তাহাতে পাপের শান্তি এক কালে হয়।
এইরূপ দ্বি-উপায়ে হয় পাপক্ষয় ॥
এবে তুমি অনুতাপ না করিও আর।
তোমারে ধর্ম্মানুরোধে করিনু সংহার ॥
আমরা স্বাধীন নই ধর্ম্মের অধীন।
কিরূপে হইব বল স্বধর্ম্মবিহীন ॥
আরও আমার কিছু আছে বলিবার।
ক্রোধ না করিয়া শুন সে কথা আমার ॥
তোমারে গোপনে বধ করি মম চিত।
কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন নয় কহিনু নিশ্চিত ॥
এ হেতু শোক তুমি না কর কিঞ্চিত।
প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবেতে থাকিয়া ॥
মানবেরা মৃগ ধরে পাশ বিস্তারিয়া।
মৃগ ভীত হউক কিংবা বিশ্বাস উপরে।
আসুক নির্ভয় করি নিশ্চিন্ত অন্তরে ॥
সতর্ক বা অসতর্ক যাইসে হউক।
ধাউক, পরের সঙ্গে বিবাদ করুক ॥
মাংসাশী মানুষ কিন্তু বিনাশে তাহায় ॥
অনুমাত্র দোষ ইথে নাহি দেখা যায়।
ধর্ম্মজ্ঞ ভূপতিগণ অরণ্য ভিতর ॥
মৃগয়া করেন বালি ধরি ধনুঃশর।
কাজে কাজে তুমি বালি শাখামৃগ কপি।
কর বা না কর যুদ্ধ জানিও তথাপি।
মৃগ বলি-বধ আমি করিনু তোমায়।
ইহাতে আমার বল পাতক কোথায়।
প্রজাদের ধর্ম্মরক্ষা করেন ভূপাল ॥
সাধন করেন শুভ জানি চিরকাল।
প্রজাদের জীবনও আয়ত্ত রাজার ॥
রাজাই দেবতা এই পৃথিবী মাঝার।
নররূপ ধরি তিনি ভ্রমেণ ধরায় ॥
সবারি উচিৎ সদা মান্য করা তাঁয়।
হিংসা নিন্দা অপমান কভু ভাল নয় ॥
সে অতি পাপীষ্ঠ তারে অপ্রিয় যে কয়।
আমি মম কুলধর্ম্ম করিনু পালন ॥
রোষে তুমি দোষী মোরে কর অকারণ।"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রামচন্দ্রের এই যুক্তিপূর্ণ উত্তর বাক্যগুলি বালীকৃত-তিরস্কার বাক্যের যথেষ্ট প্রত্যুত্তর কি না বিচার্য্য বিষয়। বালী একজন অধর্ম্মাচারী, অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত বলবান্ রাজা ছিলেন। ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন বালীর নাশ আবশ্যক, তাই তিনি বালীর বিনাশ সাধন করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বালী সম্বন্ধে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত না হইয়া তিনি বালীবধে কৃতসঙ্কল্প বা প্রতিশ্রুত হন নাই। ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র ধর্ম্মবীরের একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছেন। সুতরাং বালীবধে রামচন্দ্রের কিছুমাত্র দোষ লক্ষিত হয় না। যে প্রকারে বালীকে বধ করা হইল তজ্জন্য, রামচন্দ্রের প্রতি অনেকে দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অত্যাচারী পশুপ্রকৃতি লোকের সঙ্গে যুদ্ধের নিয়ম অবলম্বন না করাই ভাল, ইহা বোধ হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন, যেহেতু সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে হয়ত অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত পশু-প্রকৃতির লোক যুদ্ধের নিয়ম রক্ষা নাও করিতে পারে। রামচন্দ্র কি বালীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে ভীত ছিলেন? তাহা নহে। অধার্ম্মিক অত্যাচারী পশু-প্রকৃতির লোকের সঙ্গে তিনি যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী সম্মুখ যুদ্ধ করা অনুচিত জ্ঞান করিলেন। তবে রাবণ কি অন্যান্য রাক্ষসের সঙ্গে অপরিহার্য্য বলিয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ বা মানবগণ অলক্ষ্যে থাকিয়া মৃগ বা অত্যাচারী বন্য পশু বধ করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের যেরূপ কোন দোষ বা অপরাধ হয় না, অলক্ষ্যে থাকিয়া বালীকে বধ করায়ও রামচন্দ্রের সেইরূপ কোন দোষ বা অপরাধ হয় নাই।

কীর্ত্তিবাসও লিখিয়াছেন,—

"তোমার সহিত যুদ্ধ মোর নাহি সাজে।
ক্ষমা কর কপিরাজ কেন পাড় লাজে॥

ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র ন্যায়ত বালীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া-ছিলেন। বালীর সঙ্গে তিনি সম্মুখযুদ্ধে কখনই ভীত ছিলেন না, অতি সহজেই এবং নিশ্চিতভাবে গোলমাল মিটাইবার জন্য অলক্ষ্যে থাকিয়া বালীবধ করিলেন। ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের ইহাতে কোন অপরাধই হয় নাই।

সম্মুখ যুদ্ধে বালীকে আহ্বান করিলে বালী রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করাও অসম্ভব ছিল না। তাহা হইলে বালীর ধ্বংস হইতে পারে না, সুগ্রীবপত্নী রুমার উদ্ধার হইতে পারে না এবং লোকহিতার্থে ধর্ম্ম ও শান্তি সংস্থাপন হয় না। রামচন্দ্র প্রত্যুত্তরে যদিও এই প্রকারের সমস্ত কথা স্পষ্ট বলেন নাই, তথাপি প্রত্যুত্তরের ভাবটী পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও যে তাঁহার মনোগত ভাব ছিল, এরূপ অনুমান করা যায়। বালীবধ যখন ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য তখন যে প্রকারে বালীবধ করা হইল তাহাই ধর্ম্ম ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত উপায়। সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় এই প্রকারে একবাণে বালীকে বধ করা না হইলে বালীবধ হইত কি না সন্দেহ অথচ বালীর বিনাশ সর্ব্বপ্রকারেই আবশ্যক হইয়াছিল।

বালীবধের জন্য বা যে প্রকারে বালীবধ করা হইল তজ্জন্য ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর রামচন্দ্রের প্রতি বৃথা দোষারোপ করা হইয়া থাকে। সুগ্রীবের নিকট রামচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি বালীবধের আনুসঙ্গিক বা পরোক্ষ কারণ বলিতে হইবে। বালীকে অধর্ম্মাচারী ও অপরাধী না জানিলে ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র বালীবধে প্রতিজ্ঞা করিতেন কি না সন্দেহ। রামচন্দ্র বালীকে তাহার বিনাশের দুইটী কারণ বলিলেন, প্রথমটী বালী অধর্ম্মাচারী, পাতকী ও অপরাধী। দ্বিতীয়টী সুগ্রীবের নিকট প্রতিজ্ঞা। এই দ্বিতীয় কারণটীই পরোক্ষ কারণ, কেন না, ইহা প্রথম কারণ সাপেক্ষ।

"সর্ব্বথা ধর্ম্ম ইত্যেব দ্রষ্টব্যস্তব নিগ্রহঃ।
বয়স্যস্যোপকর্ত্তব্যং ধর্ম্মমেবানুপশ্যতা ॥ ২৯
শক্যং ত্বয়াপি তৎ কার্য্যং ধর্ম্মমেবানুবর্ত্ততা।"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ১৮শঃ সঃ

রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, বালী পাপাচারী না হইলেও সুগ্রীবের সহিত মৈত্র প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় বন্ধুর হিতার্থে বালীবধ তাহার পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য।

বাস্তবিক সত্যপ্রতিজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ কার্য্য কোন প্রকারেই দোষাবহ নহে। যখন শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বালীবধ-

পূর্ব্বক সুগ্রীবকে রাজত্ব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তখন বালী নির্দ্দোষ হইলেও যে প্রকারেই হউক তাঁহার বালীবধ করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্বকার্য্য উদ্ধারার্থ তিনি সুগ্রীবের সহিত বন্ধুতা করিতে কবন্ধ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন।

তিনি তাহাই করিয়াছেন এবং সেই বন্ধুতায় আবদ্ধ হইয়াই বালীবধার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বালীর নিকট সাহায্যার্থ যাইতে তাঁহাকে কেহ বলে নাই, তিনিও যান নাই। বালীর নিকট গেলেও যে তিনি অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইতেন, সে বিষয়েরও নিশ্চয়তা ছিল না। বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজত্ব না দিলে শ্রীরামচন্দ্র কপি-সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। এইরূপ অবস্থায়, স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য বন্ধুতা-জনিত প্রতিজ্ঞাপালনার্থ ক্ষত্রিয় রাজোচিত ধর্ম্ম অনুসারে তাঁহার যে বালীবধ একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং বালীবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কোন প্রকারেই দোষারোপ করা যায় না। তাঁহার এই কার্য্য কোন প্রকারেই নিন্দনীয় নহে। অনেকেই বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন প্রকারে বালীবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকেন। কোন কবি বালীর তিরস্কার বাক্য স্বরূপ লিখিয়াছেন—

"মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলায়
সিংহং নিহন্তি ভুজবিক্রম সূচনায়।
কা নীতিরীতিরিয়তী রঘুবংশ বীর।
শাখামৃগে জরতি যৎ তব বাণমোক্ষঃ।"
"গজমুক্তা তরে লোক হস্তীবধ করে,
সিংহ বধ করে বীর্য্য প্রকাশের তরে।
একি রীতি বিপরীত ওহে রঘুপতি।
হানিলে হে বাণ বৃদ্ধ বানরের প্রতি॥" কবিবচন সুধা।

গ্রীফিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"I cannot understand how Valmiki could put such an excuse as this into Rama's mouth. Rama with all solemn cere-

mony, has made a league of alliance with Bali's younger brother whom he regards as a dear friend and almost as an equal, and now he winds up his reasons for killing Bali by coolly saying,—Besides you are only a monkey, you know, after all and as such I have every right to kill you how, when and where I like."

Oman সাহেব লিখিয়াছেন,—

"Rama further remarked, contemptuously, that the lives of mere Vanars or monkeys, as of other animals, were of little account in the eyes of men; a remark which seems strange, indeed, when we reflect that Bali was the king of a magnificent city decorated with gold, silver and ivory, and that Bali's brother was Rama's much desired ally.

কিন্তু রামচন্দ্রের বাক্যের অর্থ এই যে, বালী অসভ্য পশুপ্রকৃতি-বিশিষ্ট, সুতরাং যে প্রকারেই হউক, তাঁহাকে বধ করা দূষণীয় বা নিন্দনীয় নহে। এ জন্যই শ্রীরামচন্দ্র বালীবধ মৃগ বা পশুবধের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

"The reader of the Ramayan is aware that Bali was at that time the most powerful king in southern India and ruled over numerous tribes known under the generic name of Vanar. This remarkable word originally meant the dwellers of the Vana (forest)" or a people like Nara (man)" a term by which the Indian Aryans designated themselves, As it also meant a monkey, the name with its various synonyms such as Kapi and Hari was applied to those people as well and the story of their being monkeys was gradually developed."

A note on the ancient Geography of Asia by Nabinchandra Das M. A. p. 48,

গ্রীফিথ্ সাহেব রামায়ণের ভূমিকায়ও লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের উল্লিখিত কপি-সৈন্য অসভ্য জাতীয় ছিল। কপি আখ্যা এস্থলে অসভ্যতা ও ঘৃণা এবং পশুপ্রকৃতিব্যঞ্জক।

হুইলার সাহেব বালীবধ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"As regards the narrative, it certainly seems to refer to some real event amongst the aboriginal tribes; namely, the quarrel between an elder and younger brother for the possession of a Raj; and the subsequent alliance of Rama with the younger brother. It is somewhat remarkable that Rama appears to have formed an alliance with the wrong party, for the right of Bali was evidently superior to that of Sugriva and it is especially worthy of note that Rama compassed the death of Bali by an act contrary to all the laws of fair fighting. Again, Rama seems to have tacitly sanctioned the transfer of Tara from Bali to Sugriva, which was directly opposed to modern rule, although in conformity with the rude customs of a barbarous age; and it is remarkable that to this day the marriage of both widows and divorced women is practised by the Marawars or aborigines of the Southern Carnatic, contrary to the deeply-rooted prejudice which exists against such unions amongst the Hindus at large."

Wheeler's History of India, Vol. II. p. 324.

এস্থলে সুগ্রীবকে দোষী ও অপরাধী বলা হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় সুগ্রীব নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ এবং বালী দোষী ও অপরাধী ছিলেন। সুগ্রীব অনার্য্য জাতীয় হইলেও বালীর ন্যায় অধার্ম্মিক ও অত্যাচারী বা পশু-প্রকৃতির লোক ছিলেন না। ধার্ম্মিক ও সুবিজ্ঞ বীরবর হনুমান যে সুগ্রীবের সহায় ও পক্ষাবলম্বী ছিলেন, ইহাই সুগ্রীবের নির্দ্দোষীতার যথেষ্ট নিদর্শন। সাগরকূলে যুবরাজ অঙ্গদ পরে সুগ্রীবের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া যে সব তিরস্কার বাক্য বলিয়াছিলেন বীরবর হনুমান অতি বিজ্ঞতা ও সুযুক্তির সহিত তাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টেই প্রতীয়মান হয় সুগ্রীব নির্দ্দোষ ছিলেন।

Thou, in the truth by trial trained,
Best knowledge of the right hast gained ;
And layest, just and pure within,
The meetest penalty on sin,
Through every bond of law I burst,
The boldest sinner and the worst.
O let thy right-instructing speech
Console my heart and wisely teach."

Griffith's Ramayan, Book IV, Canto XVIII.

এই কথা বলিতে বলিতে বালীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, স্বর ক্ষীণ হইল এবং রক্ত বমন হইতে লাগিল। তখন—

"পঙ্কমগ্ন গজ সম মৃতকল্প হ'য়ে।
শ্রীরামের মুখপানে ধীরে ধীরে চেয়ে॥
ক্ষীণ কণ্ঠে লাগিলেন কহিতে তখন।
শুন ওহে রঘুবর রাজীবলোচন॥
আপনার তরে আমি নহি হে দুঃখিত।
তারার কারণে নহি শোক-আকুলিত॥
কিছুই ভাবি না আমি বন্ধুগণ তরে।
অঙ্গদের চিন্তা শুধু দুঃখ দেয় মোরে॥
হেমাঙ্গদশোভী মম অঙ্গদ নন্দন।
কি যে হবে ভাগ্যে তার ভাবি অনুক্ষণ॥
বাল্যাবধি আমি তারে লালন পালন।
করিয়াছি বিধিমতে করিয়া যতন॥
এবে সে আমারে রাম না দেখিলে পরে।
রোদন করিবে সদা বিষাদের ভরে॥
অতিশয় দীন হ'য়ে জলাশয় সম।
শুকাইয়া যাবে পেয়ে বেদনা বিষম॥
সবেমাত্র অঙ্গদই কুমার আমার।
বালক সে বুদ্ধি আজো পাকেনি তাহার॥
বড় ভালবাসি তারে তুমি এইক্ষণে।
রক্ষা কর রাম এই আশা মনে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ প্রতি যেন হে তোমার।
সতত সুমতি থাকে মিনতি আমার॥ * *
ভরত লক্ষ্মণে তুমি দেখ যেইরূপ।
সুগ্রীব অঙ্গদে রাম দেখ সেইরূপ॥
আমারি কারণে বীর তারা তপস্বিনী।
হয়ে আছে সুগ্রীবের নিকটে দোষিণী॥
এই নিবেদন মম তোমার গোচরে।
সুগ্রীব তাঁহার অবমাননা না করে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Spare him, O son of Raghu, spare
The child entrusted to thy care,
My Angad and Sugriva treat
E'en as thy heart considers meet,

For thou, O chief of men, art strong
To guard the right and punish wrong.
O, if thou wilt thine ear incline
To hear these dying words of mine,
He and Sugriva will to thee
As Bharat and as Lakshman be.
Let not my Tara, left forlorn,
Weep for Sugriva's wrathful scorn;
Nor let him, for her lord's offence,
Condemn her faithful innocence.
And well and wisely may he reign
If thy dear grace his power sustain:
If, following thee his friend and guide,
He turn not from thy hest aside:
Thus may he reign with glory, nay
Thus to the skies will win his way."

Griffith's Ramayan, Book IV, Canto XVIII.

বালীর এই সকল বাক্যে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন ও পুত্র অঙ্গদের প্রতি অতি স্নেহশীল ছিলেন।

কপিরাজ বালী এইরূপ বলিলে ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র বালীকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন—"হে কপীশ্বর! তুমি নিজে প্রাজ্ঞ, আমরাও রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ। অতএব আমাদিগের এই কার্য্য অন্যায় মনে করিও না এবং স্ব-বিষয়েও আর শোক-পরায়ণ হইও না; যেহেতু দণ্ডযোগ্যের দণ্ড বিধান কর্ত্তা এবং দোষানুসারে দণ্ডভোগকারী উভয়েই স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া অবসন্ন হন না। তুমি এই রাজদণ্ডপ্রাপ্তি হেতু পাপশূন্য হইয়া দণ্ডনির্দ্দিষ্ট বর্ত্মানুসারে ধর্ম্মযুক্ত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে, অতএব হৃদয়স্থিত ভয়, শোক ও মোহ পরিত্যাগ কর, কর্ম্মফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে। অঙ্গদের প্রতি তুমি যেরূপ ব্যবহার করিতে সুগ্রীবও সেইরূপ ব্যবহার করিবে সন্দেহ নাই।"

"Grieve not for those thou leavest thus
Nor tremble for thyself or us,
For we will deal with thine and thee
As duty and the laws decree.
He who exacts and he who pays,
Is justly slain or justly slays,
Shall in the life to come have bliss ;
For each has done his task in this.
Thou, wandering from the right, art made
Pure by the foreit thou hast paid.
Thy weight of sins is cast aside,
And duty's claim is satisfied.
Then grieve no more, O Prince, but clear
Thy bosom from all doubt and fear,
For Fate, inexorably stern,
Thou hast no power to move or turn.
Thy princely Angad still will share
My tender love, Sugriva's care ;
And to thy offspring shall be shown
Affection that shall match thine own."*

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XVIII.

শ্রীরামচন্দ্রের এই বাক্যগুলি প্রকৃত ধর্ম্ম ও জ্ঞানবীরেরই উপযুক্ত। কপিরাজ বালী ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অজ্ঞতা প্রযুক্ত তিরস্কারের জন্য পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভূতলে মোহিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

---

* শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যের মর্ম্ম এইরূপ—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্তং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয়তদিদং ভ্রাতঃ॥"

"No answer gave the Vanar king
To Rama's prudent counselling.
Battered and bruised by tree and stone,
By Rama's arrow overthrown,
Fainting upon the ground he lay,
Gasping his troubled life away."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XIX.

কপিশ্রেষ্ঠ বালীর জীবলীলা অবসান হইতে চলিল। অধার্ম্মিক, অত্যাচারী, দুর্দ্দান্ত, পরাক্রমশালী, অনার্য্য কপিরাজ বালীকে ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর রামচন্দ্র নিধন করিয়া দাক্ষিণাত্যে বা ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিলেন। সেই রামায়ণের সময়ে অনার্য্য রাক্ষসাধিপতি অত্যাচারী রাবণের ধ্বংস হওয়া যেরূপ আবশ্যকীয় হইয়াছিল, অধার্ম্মিক, অত্যাচারী কপিরাজ বালীর নিধনও সেইরূপ আবশ্যক হইয়াছিল। তজ্জন্যই বালী বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তবে বালী বোধ হয় রাবণ অপেক্ষা কিছু সভ্য ও উন্নত ছিল এবং রাবণের ন্যায় ততদূর অত্যাচারী ছিল না।

রামায়ণের একটি বিশেষ ঘটনাবৈচিত্র্য এই যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিলেন সত্য কিন্তু সেই সীতা উদ্ধারের জন্য অযোধ্যা ও লঙ্কা এই দুই স্থানের মধ্যে অবস্থিত যত অধার্ম্মিক, অত্যাচারী অনার্য্য ছিল সব ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। অযোধ্যাবাসী রাজনন্দন রামচন্দ্র ভার্য্যা ও ভ্রাতা সহ অরণ্যবাসী হইবেন এবং সেই ভার্য্যা সীতা অপহৃতা হইয়া ভারতের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র গর্ভস্থিত লঙ্কাদ্বীপে নীতা হইবেন এবং এই উভয় কারণে অযোধ্যা ও সেই লঙ্কাদ্বীপ এই দুই স্থলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত অত্যাচারী অনার্য্যগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এ সকলই কল্পনার অতীত বলিতে হইবে। কিন্তু মহাযোগী সিদ্ধ মহাপুরুষ সেই বিশ্বামিত্র মুনি ঘটনাসূত্রের যে যে বীজ বপন করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন তাহা হইতেই যে এই সব ঘটনাবৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ এই সব অত্যাচারী অনার্য্যদিগের ধ্বংসের জন্যই তিনি এই সব ঘটনাবৈচিত্র্যের মূল কারণাদি সৃজন করিয়াছিলেন।

১৯-২২। সর্গ—বালী-বধ শ্রবণে তারার খেদ ও সুগ্রীবের হস্তে অঙ্গদকে অর্পণ করিয়া বালীর প্রাণত্যাগ।

২৩। সর্গ—তারার খেদ।

২৪। সর্গ—তারার খেদে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের খেদ।

২৫। সর্গ—বালীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসমাপন।

২৬। সর্গ—সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক।

প্রবল পরাক্রান্ত বালীরাজের মৃত্যু-সংবাদে তারা দেবীর কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

"But Tara in the Vanar's hall
Heard tidings of her husband's fall;
Heard that a shaft from Rama's bow
Had laid the royal Bali low.
Her darling Angad by her side,
Distracted from her home she hied."

কপিসৈন্যগণ তারাদেবীকে অঙ্গদসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রাণরক্ষা পূর্ব্বক অঙ্গদকে বালীর স্থলে রাজা করিয়া সুখে সম্পদে কাল যাপন করিতে বলায়—তারাদেবী—পতিপ্রাণা সতী সাধ্বী নারীর ন্যায় উত্তর করিলেন,—

'Nay, what have I to do with pelf,
With son, with kingdom, or with self,
When he, my noble lord, who leads
The Vanars like a lion, bleeds?
His high-souled victor will I meet,
And throw me prosrate at his feet.'

Griffith's Ramayan, Book IV, Canto XIX.

তারা দেবীর বালীরাজের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এতই গভীর ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুতে তিনি রাজ্যসম্পদ্ তুচ্ছজ্ঞান করিলেন।

"She hastened forth, her bosom rent
With anguish, weeping as she went,

And striking, mastered by her woes,
Her head and breast with frantic blows.
She hurried to the field and found
Her husband prostrate on the ground,
Who quelled the hostile Vanars' might,
Whose back was never turned in flight:
Whose arm a massy rock could throw
As Indra hurls his bolts below:
Fierce as the rushing tempest, loud
As thunder from a labouring cloud:
Whene'er he roared his voice of fear
Struck terror on the boldest ear:
Now slain, as, hungry for the prey,
A tiger might a lion slay.

* * * *

She looked and saw the victor stand
Resting upon his bow his hand;
And fierce Sugriva she descried,
And Lakshman by his brother's side.
She passed them by, nor stayed to view,
Swift to her husband's side she flew;
Then as she looked, her strength gave way,
And in the dust she fell and lay.
Then, as if startled ere the close
Of slumber, from the earth she rose.
Upon her dying husband, round
Whose soul the coils of Death were wound,
Her eyes in agony she bent
And called him with a shrill lament.
Sugriva, when he heard her cries,
And saw the queen with weeping eyes,

And youthful Angad standing there,
His load of grief could hardly bear.
True, best of men, is every word
That from thy lips these ears have heard.
It ill beseems a wretch like me
To bandy empty words with thee.
Forgive the angry taunts that broke
From my wild bosom as I spoke,
And lay not to my charge, O king,
My mad reproaches idle sting.
Thou, in the truth by trial trained,
Best knowledge of the right hast gained;
And layest, just and pure within,
The meetest penalty on sin,
Through every bond of law I burst,
The boldest sinner and the worst.
O let thy right-instructing speech
Console my heart and wisely teach."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XVIII.

এ শোচনীয় দৃশ্য কল্পনায় আসিলেও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই অশ্রুজলে প্লাবিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

"রণে পড়ে বালী রাজা শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেবী শুনে॥
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আলুয়িত কেশে।
অঙ্গদেরে লয়ে যায় বালীর উদ্দেশে॥ * *
শিরে করে করাঘাত বস্ত্র না সম্বরে।
রণস্থলে রাণী চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি করে॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া বসিয়া রঘুনাথ।
লক্ষ্মণ সম্মুখে তাঁর করি যোড়হাত॥
কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোন কথা।
সকলে বসিয়া আছে হেট করি মাথা॥
বালীর নিকটে তারা চলিল সত্বরে।
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে॥
মেঘের গর্জ্জন তুল্য তোমার গর্জ্জন।
বড় বড় বীর সহে কে তোমার রণ॥
শ্রীরামের এক বাণে লোটাও ভূতলে।
এ কি অসম্ভব কর্ম্ম বিধি দেখাইলে॥

মম বাক্য না শুনিয়া করিলে সাহস।
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা বিরস॥
মুদিলে নয়ন নাথ ত্যজিয়া আমায়।
তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায়॥
চন্দ্র যান অস্ত তাঁর সঙ্গে যান তারা।
তোমার হইলে অস্ত রহে কেন তারা॥
রাজ্যলোভে সুগ্রীব করিল একাজ।
কাঁদাইল কিষ্কিন্ধ্যার বিশিষ্ট সমাজ॥
এতেক বলিয়া কান্দে তারা কৃশোদরী।
তাহার কান্দনে কান্দে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী॥
বালক অঙ্গদ কান্দে মৃত্তিকা শয়নে।
পশুপক্ষী আদি কান্দে বালীর মরণে॥
থাকুক অন্যের কথা কান্দেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম সুগ্রীব দোহে বিরস বদন॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

বাল্মীকির রামায়ণে তারার সুদীর্ঘ বিলাপ বড়ই হৃদয়বিদারক ও মর্ম্মস্পর্শী। রাবণের বিনাশে মন্দোদরীর বিলাপ, তারার বিলাপের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়ে সম-অবস্থাপন্নাও বটে।

"ভীম পরাক্রম বীর কেন তুমি আজ।
দাসীরে না সম্ভাসিছ বাক্য আলাপনে?
অপরাধিনীর দিকে চাও একবার।
উঠ নাথ শোও গিয়া সুন্দর শয্যায়।
তব সম মহীপাল কভু কি ভূতলে
শয়ন করেন নাথ! বলত আমায়।
বোধ হয় আমাপেক্ষা পৃথিবীরে তুমি
ভাল বাস, তা না হলে দেহান্তেও আজ
কেন এরে আলিঙ্গন করিছ সাদরে।
চিরতরে ভুলিবে কি মোরে মহারাজ।
বুঝি আজ ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া
কিষ্কিন্ধ্যার মত পুরী স্বর্গে নির্ম্মাইলে
নতুবা মমতা এর কি হেতু ত্যজিয়া
প্রাণকান্ত চিরকাল তরে হে চলিলে?
মধুগন্ধী বনমাঝে আমাদিগে লয়ে
সদানন্দে নানাবিধ বিহার করিতে
এক্ষণে তাহার শাস্তি হইল প্রাণেশ
আর কি ভ্রমিব আমি তোমার সহিতে?
তোমার বিনাশে আমি হইনু নিরাশ
হইলাম নিরানন্দ শোকাকুল অতি
অনাথিনী কাঙ্গালিনী ভিখারিণী করি
কোথাগেলে প্রাণেশ্বর অনাথিনী পতি
বলিতে কি ভূমিতলে তোমারে পতিত
দেখেও যখন মোর শোকার্ত্ত হৃদয়
না হল, বিদীর্ণ নাথ! নিশ্চয় তখন
নিতান্ত কঠিন ইহা লৌহশিলাময়।
সুগ্রীবের পত্নী তুমি হরণ করিয়া
সুগ্রীবেরে গৃহ হতে দিলে তাড়াইয়া॥
সে কার্য্যের এইরূপ হল পরিণাম।
সর্ব্বনাশ হৈল মোর বিধি হৈল বাম॥
তব হিতৈষিণী আমি তব শুভতরে।
কহিয়া ছিলাম যাহা তোমার গোচরে॥
উপেক্ষা করিলে তাহা তুমি বুদ্ধিমোহে।
এখন এদাসী তব ভাসে অশ্রুলোহে॥ *
বিনাশিল কাল হ'য়ে এক্ষণে তোমায়।
চিরতরে অনাথিনী করিয়া আমায়॥

*   *   *   *

আছিলে যুঝিতে তুমি অন্যজন সনে।
হেনকালে রামচন্দ্র প্রাণান্তক বাণে॥
বধি তোমা করিলেন গর্হিত আচার।
তবু তিনি নাহি হন ক্ষুব্ধ একবার॥
ইহা তাঁর সুনিশ্চয় নিতান্ত অন্যায়।
কোন মূঢ় ন্যায়প্রিয় বলিবে তাঁহায়॥
পূর্ব্বে আমি ক্ষণতরে ক্লেশ পাই নাই।
এক্ষণে এ পোড়া ভাগ্যে সংঘটিল তাই॥
কৃপাপাত্রী দীনা হ'য়ে অনাথার মত
বৈধব্যযন্ত্রণা ভাগ্যে হল সংঘটিত
কুমার অঙ্গদ নাথ! সুখী সুকুমার
আদরে নির্ম্মিত যেন আদরআধার।
বহুযত্নে কৈনু এরে লালনপালন,
এতদিনে পিতৃহীন হৈল বাছাধন
সুগ্রীব পিতৃব্য এর তাঁহার গোচর
কিরূপে থাকিবে বাছা ভাবি নিরন্তর॥
অঙ্গদ পিতারে তব মনের সহিত।
দেখে লও আর দেখা পাবেনা কিঞ্চিৎ॥
প্রবাসে চলিলে নাথ অঙ্গদের শির।
আঘ্রাণি প্রবোধ দিয়া কর এবে স্থির॥
আমারে যা বলিবার থাকে তাহা বল।
কি হেতু নীরব ওহে তারার সম্বল॥
সীতাপতি রাম তোমা করিয়া নিধন।
একটি মহৎকার্য্য কৈলা সম্পাদন॥
সুগ্রীবের কাছে যাহা কৈলে অঙ্গিকার।
তাহা হইতে মুক্ত তিনি হইলা এবার॥
সুগ্রীব! কামনা তব হউক পূরণ।
রুমারে পাইবে শত্রু হয়েছে নিধন॥
এবে তুমি নিরুদ্বেগে রাজ্য ভোগ কর।
থাকিতে না হবে আর ঋষ্যমুখ পর॥
প্রেয়সী তোমার আমি ওহে প্রাণেশ্বর!
কান্দিতেছি তব তরে হইয়া কাতর॥
কেন সম্ভাষণ নাহি কর এইক্ষণে।
কি দোষ করেছি আমি তোমার চরণে॥
এখানে তোমার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
পত্নীগণ কান্দিতেছে হাহাকার করি॥
একবার চাও নাথ ইহাদের প্রতি।
তুমি বই আমাদের নাই অন্যগতি।
তখন বানরীগণ সুন্দরী তারার।
বিলাপবচনে হ'য়ে নিতান্ত কাতর॥
অঙ্গদেরে চারিদিকে করিয়া বেষ্টন।
কান্দিতে লাগিল অশ্রুঝরে ঝর ঝর॥
কহিতে লাগিলা তারা হায় প্রাণেশ্বর!
অঙ্গদেরে রাখি তুমি চিরকাল তরে
প্রবাসে চলিলে নাথ! যেওনা যেওনা
অঙ্গদ কান্দিবে সদা অতীব কাতরে
যদ্যপি কখন আমি অসাবধানেতে
ক'রে থাকি তব নাথ! অপ্রিয়াচরণ
তা হ'লে চরণে ধরি ক্ষমা কর মোরে
অভাগীর পানে চাও হে তারাজীবন॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"How could thou leave thine Angad thus,
And go, for ever go, from us—

Thy child so dear in brave attire,
Graced with the virtues of his sire ?
If e'er in want of thought, O chief,
One deed of mine have caused thee grief,
Forgive my folly, I entreat,
As with my head I touch thy feet.'

Again the hopeless Tara wept
As to her husband's side she crept,
And wild with sorrow and dismay
Sat on the ground where Bali lay."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XX.

বাল্মীকির রামায়ণে তারার এই বিলাপোক্তিগুলি প্রকৃতই বড় মর্ম্মস্পর্শী। কৃত্তিবাসের তারার বিলাপোক্তিগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও উচ্ছ্বসিত শোকব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। তারা দেবীর এই সব বিলাপোক্তি হইতে তিনি যে একজন পতিপ্রাণা পুত্রবৎসলা বুদ্ধিসম্পন্না নারী ছিলেন, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। তারাদেবী কথঞ্চিৎ ধর্ম্মপরায়ণাও ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সুগ্রীবের পত্নী রুমাকে হরণ করার পাপেই যে বালীর অধঃপতন হইল, ইহা তারাদেবীর সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল।

"There, like a fallen star, the dame
Fell by her lord's half lifeles frame ;
And Hanuman drew softly near,
And strove her grieving heart to cheer :"

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXI.

হনুমান্ তারাদেবীকে নানাবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন।

"গুণদোষকৃতং জন্তুঃ স্বকর্ম্মফলহেতুকম্।
অব্যগ্রস্তদবাপ্নোতি সর্ব্বঃ প্রেত্য শুভাশুভম্ ॥২

শোচ্যা শোচসি কং শোচ্যং দীনন্দীনানুকম্পসে।
কশ্চ কস্যানুশোচ্যোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ বুদ্‌বুদোপমে॥১ ইত্যাদি
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ২১ শঃ

"রাজরাণি! বাক্য মম করগো শ্রবণ।
* * *
স্বীয় গুণ দোষে জীব পুণ্য-পাপকর।
যে যে কর্ম্ম করি থাকে ভূতল-উপর॥
দেহান্তে না হ'য়ে ব্যগ্র ফলাফল তা'র।
ভোগ করে সুনিশ্চয় জেন মনে সার॥
তুমিনিজে শোচনীয়, বল দেখি তবে।
শোকার্ত্ত জনের তরে ভাবিয়া কি হবে॥
নিজে তুমি দীন, তবে কোন দীন জনে।
দয়া করিতেছ রাণি, কহগো এক্ষণে॥
জলবিম্ব প্রায় দেহে কে কাহার তরে।
দুঃখিত হইতে পারে বুঝি না অন্তরে॥
এবে গো জীবিত পুত্রে! তুমি এ কুমার।
অঙ্গদেরে চেয়ে দেখ নয়ন মাঝার॥
বালীর দেহান্তে রাণী কি করা উচিত।
তাহাই করগো চিন্তা স্থির কর চিত॥
জীবলোকে জন্ম-মৃত্যু ঘটে সবাকার।
জানইত তুমি, তবে ভাব কেন আর॥
জন্মিলে মরণ ঘটে নিয়তিনিয়ম।
তবে কেন কাঁদ তুমি মনে ধরি-ভ্রম॥
পতি-পুত্র বিয়োগেতে যাহা শুভ হয়।
তাহাই করিবে, শোক করা ভাল নয়॥

যা'র পাশে বহুসংখ্য কপি নানা আশে।
যাপিত সময়, তিনি আজি কাল গ্রাসে॥
এই বীরনীতি নির্দ্ধারিত ধারাক্রমে।
রাজকার্য্য করেছেন সতর্কিত মনে॥
সাম দান ক্ষমা আদি রাজগুণ চেয়ে।
ভূষিত ছিলেন ইনি ধরণীনিলয়ে॥
রাজলোক লাভ এর হইল এক্ষণে।
কেন তবে কর শোক ইহার কারণে॥
কপিরাজ্য কপিগণ অঙ্গদ ইত্যাদি।
সকলি তোমার রাণি! কেহ নহে বাদী॥
এক্ষণে সুগ্রীব আর অঙ্গদ শ্রীমান্।
হয়েছেন অতিশয় শোকাকুল প্রাণ॥
বালীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে সাধন।
এদিকে নিয়োগ তুমি কর এইক্ষণ॥
থাকিয়া তোমার মতে অঙ্গদ কুমার।
শাসন করুণ রাজা এ ইচ্ছা আমার॥
যে জন্য করয়ে রাণি! তনয় কামনা।
সম্প্রতি হইল সেই কার্য্যের ঘটনা॥
অনুষ্ঠিত হোক তাহা বালীর উদ্দেশে।
এ হ'তে কি কার্য্য আর আছে রাণি! শেষে॥
রাজ্যে অভিষেক কর অঙ্গদ কুমারে।
সুখী হবে সিংহাসনে দেখিয়া ইহারে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"By changeless law our bliss and woe
From ancient worth and folly flow.

What fruits soe'er we call, thee seeds
Where scattered by our former deeds.
Why mourn another's mournful fate,
And weep, thyself unfortunate ?
Be calm, O thou whose heart is wise,
For none deserves another's sighs ;
Look up, with idle sorrow strive :
Thy child, his heir, is yet alive.
Let needful rites be duly done,
Nor in thy woe forget thy son.
Regard the law which all obey :
They spring to life, they pass away.

Griffith; Ramayan, Book IV. Canto XXI.

হনুমানের এবাক্যগুলিতে প্রতীয়মান হয় যে, হনুমান্ সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী ছিলেন, সুতরাং সদুপদেষ্টাও ছিলেন। বিজ্ঞ হনুমানের বাক্যের সারাংশ এইরূপ—

"Our deeds still follow with us from afar
And what we have been make us what we are."

হনুমানের বাক্যে বুঝা যাইতেছে, বালী রাজের অনেক সৎগুণও ছিল। তিনি সামদানক্ষমা প্রভৃতি রাজোচিত গুণনিচয়ে ভূষিত ছিলেন এবং রাজকার্য্য সতর্কতার সহিত নির্দ্ধারিত নীতি ও নিয়মানুসারে নির্ব্বাহ করিতেন। প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষমতাশালী রাজার এ সব গুণ অতীব প্রশংসনীয়। এজন্য সকলেই বালীরাজের মৃত্যুতে শোকাকুল ও ম্রিয়মাণ হইল। যাহারা তাঁহার মৃত্যুকামনা করিয়াছিল এবং যাহারা তাঁহার মৃত্যুর কারণ তাহারাও তাঁহার মৃত্যুতে শোকাকুল ও ম্রিয়মাণ না হইয়া পারিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় সকলেই জীবের দোষের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকে, গুণাবলীর প্রতি বড় লক্ষ্য করে না। মনুষ্যের অসৎবৃত্তিগুলি এরূপ কদর্য্য যে, উহার একটি প্রবল থাকিলে উহা মনুষ্যের জীবমানে তাহার সমস্ত গুণাবলী সর্ব্বসাধারণের চক্ষুর

অন্তরাল করিয়া রাখে এবং গুণাবলীগুলি সাধারণতঃ কেহই লক্ষ্য করে না। কিন্তু মানুষ মরিলে তাঁহার দোষ ভুলিয়া গিয়া গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাহার জন্য প্রায় সাধারণেই বিলাপ করিয়া থাকে। কেন না, মৃত্যু এতই শোকাবহ ও চিত্ত-দ্রবকর ঘটনা যে মৃত্যুর পর আর মৃত ব্যক্তির দোষগুলি মনেও আসে না। ইহাই সংসারের প্রকৃতিসম্ভূত নিয়ম এবং এই কারণেই বালীর মৃত্যুতে সকলেই শোকাকুল ও ম্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিল। রাবণ ও মেঘনাদবধেও এ জন্যই অনেকে কাঁদিয়াছিল।

"ভর্তৃশোকে অতিশয় হইয়া কাতর।
তখন হনুরে তারা দিলেন উত্তর॥
অঙ্গদ সমান শত পুত্রেও আমার।
ক্ষণকাল তরে নাহি প্রয়োজন আর॥
এমত বীরের সহ মরণই নিশ্চয়।
শ্রেয়স্কর মোর পক্ষে অন্য কিছু নয়॥
কপিরাজ্য অঙ্গদের অভিষেক কাজে।
কি প্রভুত্ব আছে মোর? আমারে না সাজে॥
অঙ্গদ আমার পুত্র, সুগ্রীব তাহার।
খুল্লতাত, এ বিষয়ে তাঁরি অধিকার॥
স্বেচ্ছায় অঙ্গদে আমি রাজ্য দিব দান।
মনে তুমি ভাবিও না হেন হনুমান্॥
পিতাই পুত্রের প্রভু মাতা কভু নয়।
একথা তোমার মনে জাগুক নিশ্চয়॥
এক্ষণে বালীর পদ আশ্রয় ব্যতীত।
ত্রিলোকের শুভ আর না দেখি কিঞ্চিত॥
কাজে কাজে আমি এই মৃত মহাত্মার।
পাশেতে শয়ন করা বুঝিয়াছি সার॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তারা দেবীর এ বাক্যগুলি তাঁহার অতি সুবুদ্ধি ও পতি-প্রাণতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

ওমান সাহেব তারাদেবী সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন—

"Had we seen no more of Tara, she would have lived as a tender and pleasant memory in our minds; but, unfortunately, she reappears a very short time after as Sugriva's much loved and ardent consort, and actually appears grateful to Rama for the benefit his deed had conferred upon the new king and herself."

J. C. Oman's Indian Epics.

কিন্তু তারাদেবী সাময়িক প্রথা-অনুসারে বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীবের পত্নী হইয়াছিলেন। ইহাতে তারা দেবীর প্রতি দোষারোপ করা যায় না। বালী রাজা মৃতকল্প হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক সুগ্রীবকে স্নেহ-সম্ভাষণে বলিলেন—

"There breathing stil with slow faint sighs
Lay Bali on the ground : his eyes,
Dimp with the tears of death, he raised,
On conquering Sugriva gazed,
And then in clearest speech expressed
The tender feelings of his breast :
'Not to my charge, Sugriva, lay
Thine injuries avenged to-day ;
But rather blame resistless Fate
That urged me on infuriate.
Fate ne'er agreed our lives to bless
With simultaneous happiness :
To dwell like brothers side by side
In tender love was still denied."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXII.

সুগ্রীব! পাপবশে আমি
কর্ত্তব্যের নাহি স্মরি
বুদ্ধি-মোহে মতি বল প্রকাশিয়া
হতেছিনু আকর্ষিত;
অতএব তুমি অপরাধ মোর
নিওনা হয়ে ক্রোধিত
আমাদের ভাই! সোদর সৌহার্দ্দ
রাজ্যসুখ-ভোগ আদি
ভাগ্যে এক সাথে নির্দ্দিষ্ট হয়নি
বিধাতাই হলেন বাদী।
তা' যদি হইবে বৈপরিত্য কেন
ঘটিবে এমন হয়ে
একত্র দুজনে নারিনু থাকিতে
এই দুঃখ গেল রয়ে।
যাই হউক তুমি বনবাসীদের
লও রে শাসনভার
এখনই আমি ত্যজিব জীবন
থাকিব না মর্ত্ত্যে আর।
রাজত্ব জীবন শ্রী যশ প্রভৃতি
এখনি ছাড়িয়া যাব
এই দেখা শেষ তোমাদিগে আর
দেখিবারে নাহি পাব।
এক্ষণে আমার কিছু বলিবার
আছে, বীর! তব ঠাঁই

সুহৃদ্ক্ষর তাহা হলেও তোমারে
করিতে হইবে ভাই।
এই দেখ মম তনয় অঙ্গদ
সজল নয়ন হয়ে
ভূতল উপরে কান্দিছে কাতরে
অতিশয় শোক সয়ে।
অল্প বয়স্ক বালক অঙ্গদ
পালিত হ'য়েছে সুখে
সুখ-উপযুক্ত এ পুত্র আমার
থাকেনি পিয়াস ভুখে।
অঙ্গদ আমার প্রাণাধিক প্রিয়
এক্ষণে ইহারে রাখি
চলিলাম আমি : চলিল আমার
উড়িয়া পরাণ-পাখী
সর্ব্ব অবস্থায় পুত্রনির্ব্বিশেষে
রক্ষা কর তুমি এরে।
যা' চাবে যখন তা' দিও তখন
রাখিও আদর করে॥
এক্ষণে ইহার তুমিই রক্ষক
তুমিই ইহার পিতা
তুমিই ইহার সহায় সম্পদ্
তুমিই পালক দাতা

ভয় উপস্থিত হ'লে তুমি এরে
করিও অভয়দান
অঙ্গদ শ্রীমান্ তব সম বীর
কভু নহে তার আন।
রাক্ষস-নিধনে তব অগ্রসর
হইবে অঙ্গদ মোর
তেজস্বী এ যুবা সমর-প্রাঙ্গণে
দেখাবে বিক্রম ঘোর
সুষেণতনয়া তারা সুনিপুণা
ভাল পরামর্শ দিতে
সুক্ষ্মার্থ-নির্ণয়ে বিলক্ষণ পটু
বুদ্ধিমতী সুবুদ্ধিতে।
ইনি যাহা শ্রেয়ঃ বলিবেন তাহা
কর তুমি নিঃসংশয়ে
এর মত ভাই অণু-পরিমাণে
না যায় অন্যথা হয়ে।
অশঙ্কিত চিতে শ্রীরামের কাজ
কর তুমি অনুষ্ঠান
নাহ'লে পাতক ঘটিবে নিশ্চয়
না হইবে তার আন।

"For breach of faith were grievous wrong,
Nor wouldst thou be unpunished long."
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto. XXII.

এবে তুমি এই দিব্য হেম-হার
ধারণ করহ গলে
ইহাতে উদার জয়শ্রী রাজিত
কিন্তু ভাই আমি মলে

শবস্পর্শ হেতু এই শ্রীবিলীন
হ'য়ে যাবে এক কালে॥"
৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

দুর্দ্দান্ত বালীরাজ মৃত্যুকালে ভ্রাতৃস্নেহে অভিভূত হইলেন। মৃত্যুকালে সুবুদ্ধি সকলেরই হইয়া থাকে। বালী-বাক্যে এ সময়ে সুগ্রীবেরও বৈরভাব চলিয়া গেল, তিনি ভ্রাতৃশোকে অশ্রুজলে প্লাবিত হইলেন।

"The loving speech Sugriva heard,
And all his heart with woe was stirred.
Remorse and gentle pity stole
Each thought of triumph from his soul:
Thus fades the light when Raghu mars
The glory of the Lord of Stars.
All angry thoughts were stayed and stilled,
And kindly love his bosom filled.
His brother's word the chief obeyed
And took the chain as Bali prayed."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXII.

তারাদেবী সম্বন্ধে বালীরাজ যাহা বলিলেন, তাহা প্রকৃতই সত্য। তারাদেবী যে অশেষ সদ্‌গুণ-সম্পন্না ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী রমণী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বালীরাজের মৃত্যু আসন্ন হইল, তিনি অঙ্গদকে স্নেহভরে বলিলেন।—

"On little Angad standing nigh
The dying hero fixed his eye,
And, ready from this world to part,
Spoke the fond utterance of his heart:
Let time and place thy thoughts employ:
In woe be strong, be meek in joy.
Accept both pain and pleasure, still
Obedient to Sugriva's will.
Thou hast, my darling, from the first
With tender care been softly nursed;

> But harder days, if thou wouldst win
> Sugriva's love, must now begin.
> To those who hate him ne'er incline,
> Nor count his foe a friend of thine.
> In all thy thoughts his welfare seek,
> Obedient, lowly, faithful, meek.
> Let no rash suit his bosom pain,
> Nor yet from one requests abstain,
> Each is a grievous fault, between
> The two is found the happy mean."

Griffith's Ramayan. Book IV. Canto XXII.

"বৎস! দেশকাল বুঝিবার।
সদা চেষ্টা করা উচিত তোমার॥
ইষ্টানিষ্ট ভুলে যাওয়া সুখ দুঃখ সয়ে।
কপীশ্বর সুগ্রীবের সেবার সময়ে॥
বশম্বদ হয়ে রবে না হয় অন্যথা।
অন্যথা হইলে মনে পাবে বড় ব্যথা॥
করিনু তোমারে আমি লালন পালন।
সেবা করিবার ফলে তোমার এখন॥
কাজে ব্যতিক্রম ঘটিলে সেবার;
সুগ্রীব আদর তোমা না করিবে আর॥
সুগ্রীবের শত্রু যা'রা তাদের হইতে।
করিও বিশেষ চেষ্টা অন্তরে থাকিতে॥
লোভাদি প্রবৃত্তিগণে করিও নিরোধ।
বশ্য-ভাবে প্রভুকার্য্য করিও সুবোধ॥
অতি অপ্রণয় কিম্বা অতীব প্রণয়।
সুগ্রীবের সনে তুমি না কর নিশ্চয়॥
এই উভয়ি অতিশয় দোষের আলয়॥
কাজে এর মধ্যে পথ করিবে আশ্রয়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

অঙ্গদের প্রতি বালীর এই উপদেশগুলি অতি মূল্যবান্। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, বালী অতি সুবিজ্ঞ ছিলেন। একটু পরেই বালীর মৃত্যু হইলে কপিগণ সাশ্রুনয়নে বলিল—

"কিষ্কিন্ধ্যা হ্যদ্য শূন্যা চ স্বর্গতে বানরেশ্বরে।
উদ্যানানি চ শূন্যানি পর্ব্বতাঃ কাননানি চ॥*২৬

---

* Since thou, O king, hast sought the skies
All desolate Kishkindha lies.
Griffith's Ramayan. Book IV Canto XXII.

হতে প্লবগশার্দ্দূলে নিষ্প্রভা বানরাঃ কৃতাঃ।
যেন দত্তং মহদ্‌যুদ্ধং গন্ধর্ব্বস্য মহাত্মনঃ॥ ২৭
গোলভস্য মহাবাহোর্দ্দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
নৈব রাত্রৌ ন দিবসে তদ্‌যুদ্ধমুপশাম্যতি॥ ২৮
ততঃ ষোড়শমে বর্ষে গোলভো বিনিপাতিতঃ।
তং হত্বা দুর্ব্বিনীতস্তু বালী দংষ্ট্রাকরালবান্‌॥ ২৯
সর্ব্বাভয়ঙ্করোঽস্মাকং কথমেষ নিপাতিতঃ॥" ৩০

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্‌ ২২শ সর্গ।

"কপিরাজ করিলেন স্বর্গ-আরোহণ।
আঁধার হইল আজ কিষ্কিন্ধ্যা-ভবন॥
শূন্য হল গিরি বন উদ্যাননিচয়।
আমরাও প্রভাহীন হইনু নিশ্চয়॥

পঞ্চদশ বর্ষ দিবারাত্র ক্রমাগত।
যুঝিয়া ষোড়শ বর্ষ করিলা নিহত॥
যেই বীর দুর্ব্বিনীত গন্ধর্ব্ব গোলভে।
ঘটিল তাঁহার মৃত্যু হায় রে কি হবে?"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"কপিগণ ক্ষুণ্ণ মন হৈল অতিশয়।
আঁখি দিয়া গড়াইয়া অশ্রুধারা বয়॥
মৃত পতি মুখপ্রতি করি নিরীক্ষণ।
শোকার্ণবে গেলা ডুবে তারা সে তখন॥

সমাশ্রিতা লতা যথা ছিন্ন তরুবরে।
প্রাণভয়ে ভীত হয়ে জড়াইয়া ধরে॥
সেই মত মর্ম্মাহত অঙ্গদ-জননী।
বালীদেহ জড়াইয়া লুটায় ধরণী॥†

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

---

† Then when they saw their leader slain
Great anguish seized the Vanar train,
Weeping their mighty chief, as when
In pastures near a lion's den
The cows by sudden fear are stirred,
Slain the bold bull who led the herd.
And hopeless Tara sank below
The whelming waters of her woe,
Looked upon Bali's face and fell
Beside him whom she loved so well,
Like a young creeper clinged round
A tall tree prostrate on the ground."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXII.

কিষ্কিন্ধ্যার দৃশ্য বড়ই শোচনীয় সন্দেহ নাই। দুর্দ্দান্ত বালীরাজের জীব-লীলা অবসানে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী আঁধার হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্য এক প্রবল পরাক্রান্ত অধার্ম্মিক রাজার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল। সে প্রবল পরাক্রান্ত বালী-রাজও নাই, আর প্রকৃতির অতুল শোভামণ্ডিত তাঁহার সেই কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যও নাই। বালী-নিধনকারী সে ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রও নাই, তাঁহার সে সুসমৃদ্ধ অযোধ্যা রাজ্যও নাই। এখন আছে কেবল তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি ও সেই সব রাজ্যের স্মৃতিউদ্দীপক ধ্বংসাবশেষ।

"ক গতা ধরণীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
বিয়োগসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি॥"

"কোথা গেল সে সকল মহীপালগণ,
কোথা সে বিপুল সৈন্য কোথা সে বাহন;
যথায় আছিল তারা সে সকল স্থান,
অদ্যাপি ধ্বংসের সাক্ষ্য করিছে প্রদান।" কবিবচনসুধা।

বাল্মীকি-রামায়ণে তারাদেবীর প্রতি বালীর কিছু বিশেষ উক্তি নাই। তবে রামের প্রতি তারার কয়েকটি মাত্র বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহাও অন্যরূপ। উহা এই স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে।

"বালীর শরীর হতে নল মহাবীর।
অতঃপর উদ্ধার করিলা সেই তীর॥
অস্তোন্মুখ তপনের কিরণরঞ্জিত।
মহোরগ ফণাসম হইল শোভিত॥
মাখিয়া শোণিত বালিবক্ষবিনির্গত।
সেই শর বক্ষ হতে হওয়াতে উদ্ধৃত॥
বাণবিদ্ধ ক্ষত হতে যেন প্রস্রবণ।
বহিতে লাগিল বেগে রক্ত ঘন ঘন॥
ধূলিলিপ্ত অঙ্গ তাঁর নিজনেত্রজলে।
মার্জ্জন করিয়া তারা অঙ্গদেরে বলে॥

"অঙ্গদ জীবনধন কর বাপ দরশন
শেষ দশা পিতার তোমার।
শত্রুর আনন্দ আজ অমেঘে মস্তকে বাজ
হায় হায় পড়িল আবার॥
পতি পৃথ্বী পরিহরি চলিলেন স্বর্গপুরী
কাটাইয়া আমাদের মায়া।
জন্মশোধ একবার চরণে বাছা ইহার
প্রণতি কর রে লুটাইয়া।"
জননীর বাণী শুনি অঙ্গদ আসি অমনি
বাহুযুগে পিতার চরণ।

ধরিয়া ভূতলোপরে উচ্চস্বরে লুটাইয়া,
লাগিলেন করিতে রোদন ॥
তারাও কাতরা অতি কহিলা বালীর প্রতি
মহারাজ উঠ একবার।
একবার চক্ষু মেলে অঙ্গদেরে কোলে তুলে
আশীর্ব্বাদ করহ আবার ॥
কহ নাথ কি কারণে আর প্রীতিফুল্ল মনে
অঙ্গদে না কর সম্ভাবণ।
কেন আগেকার মত আশীষে হলে বিরত
অঙ্গদ যে করিছে ক্রন্দন ॥
হায়রে বৃষভরাজ সিংহ হত হয়ে আজ
পতিত হয়েছ ভূমিতলে।
বৎস সহ গাভী হায় কান্দিতেছে উভরায়
কেহ নাহি শান্ত করি তোলে ॥
বল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলে মতিমান্
কিন্তু মোরে বল কি কারণ
আজি হার পরিহরি বাণে অস্ত্রে স্নান করি
সেই যজ্ঞ কৈলে সমাপন ॥
ইন্দ্র যে তোমার গলে দিয়া ছিলা কুতূহলে
স্বর্ণহার বলে তুষ্ট হয়ে।
সেই হার মহারাজ কোথায় ফেলিলে আজ
কোথা গেলে আমারে ত্যজিয়ে?
সূর্য্যদেব অস্ত গেলে প্রভা যথা অস্তাচলে
বহুক্ষণ থাকে অবিচল।
তেমনি যদিও তুমি ত্যজিয়াছ মর্ত্যভূমি
রাজশ্রী আছে অবিরল ॥
আগেতে আমার বাণী না শুনিতে নৃপমণি
কিন্তু চেয়ে দেখ একবার।
আজি অঙ্গদের সনে ত্যজিতে হবে জীবনে
সকলিত ফুরাল আমার ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কিন্তু কৃত্তিবাস স্বগ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক নূতন কথা অতি কৃতিত্বের সহিত ও সুন্দর রূপে অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে তাহা আদৌ নাই।

তারাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—

"তারা বলে রাম তব জন্ম রঘুকুলে।
আমার স্বামীকে বিনাশিলে কোন ছলে ॥
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ।
লুকাইয়া মারিলে পাইনু বড় তাপ ॥
শ্রীরাম! তোমারে বলে সবে দয়াবান্।
ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ ॥
একেবারে আমার করিয়ে সর্ব্বনাশ।
সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ ॥
বিচ্ছেদ-যাতনা যত জানত আপনি।
তবে কেন আমারে তা দিলে রঘুমণি ॥
প্রভু শাপ না দিলেন সদয় হৃদয়।
আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয় ॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপনি বিক্রমে।
সীতারে আনিবে বটে বহু পরিশ্রমে ॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস ॥

কান্দাইলে যেমন এ কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী॥
আমি যদি সতী হই ভারত-ভিতরে।
কান্দিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে॥
আমি শাপ দিলাম না হইবে খণ্ডন।
সীতার কারণে রাম! হবে জ্বালাতন॥
সীতার কারণে তুমি ত্রিলোক হাসাবে।
এ জন্মের মতন তব দুঃখে কাল যাবে॥
বানরী হইয়া তারা রামেরে গরজে।
এতেক সম্পদ্ মোর তোমা হেতু মজে॥
ইহা মনে না করিও, আমি নারায়ণ।
কর্ম্মমত ফল ভোগ করে সর্ব্বজন॥
বিনাদোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে॥
সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন।
যাহা বলি, তাহা হবে নাহি বিমোচন॥
খেদে তারা কান্দে কোলে করিয়া বালীরে।
তারার ক্রন্দনে বালী বলে ধীরে ধীরে॥
শুন তারা প্রেয়সী তোমারে আমি বলি।
আমি বহু রামেরে দিয়াছি গালাগালি॥
আমার বচনে বড় পাইলেন লাজ।
তুমি বলিয়া সাধিলে কোন কাজ॥
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
রাবণের অপরাধে আমার মরণ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল রামের কি দোষ।
গালি দিলে শ্রীরাম হবেন অসন্তোষ॥"
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

প্রবল পরাক্রান্ত বালী রাজার এই শোচনীয় মৃত্যুদৃশ্যে এবং তারাদেবীর মর্ম্মস্পর্শী বিলাপোক্তিতে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়*।

"কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল।
তারার ক্রন্দনে হয় সুগ্রীব বিকল॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এ জন্যই বালীবধে এবং যে প্রকারে বালী বধ করা হইল, তজ্জন্য অনেকে রামচন্দ্রকে নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর রামচন্দ্র

---

* Thus when the sun has set, his glow
Still rests upon the Lord of Snow.
Alas my hero! undeterred
Thou wouldst not listen to my word.
With tears and prayers I sued in vain:
Thou wouldst not listen, and art slain.
Gone is my bliss, my glory: I
And Angad now with thee will die."
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXIII.

এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ ছিলেন। যে দৃশ্যে, যে কার্য্যে বা যে ঘটনায় লোকের প্রাণে আঘাত লাগে, যাহা দ্বারা উহা সংঘটিত হয়, সে যে অনেকেরই নিন্দাভাজন হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহাই সংসারের নিয়ম। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বিশেষ প্রতীয়মান হয় যে, রামচন্দ্র বালীর তিরস্কারের যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কার্য্যের উপযুক্ততা ও ঔচিত্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করে এবং তাহার দ্বারাই তাঁহারা নির্দ্দোষিতা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায়।

সুগ্রীব নিতান্ত অনুতপ্ত ও বিষাদে মগ্ন হইয়া রামচন্দ্রকে নানাবিধ বাক্যে বলিলেন—"আমি ঘোরতর পাপী, আমি অশেষ গুণসমন্বিত সুযোগ্য ভ্রাতাকে বধ করিয়াছি, আমি রাজ্যগ্রহণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, আমার ন্যায় পাপীর পক্ষে ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে জীবন যাপন করাই সঙ্গত।"

"But when Sugriva saw her weep
O'rwhelmed in sorrow's rushing deep,
Swift through his bosom pierced the sting
Of anguish for the fallen king.
At the sad sight his eyes beheld
A flood of bitter tears outwelled,
And, with his bosom recked and rent,
To Rama with his train he went.
He came with faltering steps and slow
Where Rama held his mighty bow,
And arrow like a venomed snake,
And to the son of Raghu spake :
'Well hast thou kept, O king, thy vow
The promised fruit is gathered now.
But life is marred, my soul to-day
Turns sickening from all joy away.
For, while his queen laments and sighs
Amid a mourning peoples cries,

And Angad weeps his father slain,
How can my heart delight to reign ?
For outrage, fury, senseless pride,
My brother, doomed of yore, has died.
Yet, Raghu's son, in bitter woe
I mourn his fated overthrow.
Ah, better far in pain and ill
To dwell on Rishyamuka still
Than gain the heaven of Gods and all
Its pleasures by brother's fall.
Did not he cry,—great-hearted foe,—
'Go, for I will not slay thee, go' ?
With his brave soul those words agree :
My speech, my deeds, are worthy me."

Griffiths Ramayan. Book IV. Canto XXIV.

সুগ্রীবের এভাব স্বাভাবিক। ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে, এখন আর তাঁহার ভ্রাতৃ-বৈরভাব নাই। সেই ভ্রাতার দোষগুলি সুগ্রীবের অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার গুণগুলি স্মরণ করিয়াই সুগ্রীব এখন শোকে অধীর হইলেন। সকলে সেই নানাবিধ গুণসম্পন্ন প্রবল পরাক্রান্ত ভ্রাতার জন্য শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতেছে, তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব স্বভাবতঃ বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন। যাহার যে কার্য্যের জন্য সকলে বিলাপ ও খেদ করে, সে তাহার সে কার্য্য নিতান্ত অন্যায় ও গর্হিত হইয়াছে মনে করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সুগ্রীব এজন্যই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র সুগ্রীবের বিষাদক্লিষ্ট ও অনুতপ্ত ভাব দেখিয়া কিছু দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন। ইহা সাময়িক মানসিক দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সকলের শোকদুঃখ ও বিলাপদর্শনে, কোন অন্যায় বা গর্হিত কর্ম্ম যে সংঘটিত হয় নাই, এ কথাটি ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া সাধারণের ন্যায় শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। একের শোকদুঃখে অন্যের শোকদুঃখও উদ্দীপিত করে।

এজন্যই সকলের শোক ও বিলাপ ; বিশেষতঃ প্রিয় বন্ধু সুগ্রীবের শোকদুঃখ ও ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর রামচন্দ্রকে কিছু আত্মবিস্মৃত করিয়া ক্ষণকালের জন্য শোকে ও দুঃখে অভিভূত করিল।

তারাদেবী রামচন্দ্রকে বলিলেন—

"বীর, তুমি গো ধার্ম্মিক ॥
তব গুণ সীমা নাই তোমা পাওয়া ভার।
জিতেন্দ্রিয় তুমি, কীর্ত্তি অক্ষয় তোমার ॥
ক্ষমাশীল তুমি রাম পৃথিবী মতন।
অঙ্গ তব দৃঢ় রক্তযুগলনয়ন ॥

* * *

"তব করে শর ধনু এবে তুমি বীর।
বালীরে নিধন কৈলে মারি যেই তীর ॥
অবিলম্বে সেই তীরে বধহ আমায়।
নিহত হইয়া যাব প্রাণেশ যথায় ॥
স্বামী মম আমা ছাড়া অন্য নারী সনে।
আলাপ না করিবেন জানি তাহা মনে ॥
সুরলোকে অপ্সরারা তুলি রক্ত ফুল।
সাজায়ে ভ্রমর বৃক্ষ সুচিকণ চুল ॥
চারু বেশে বালী পাশ সকলে আসিবে।
আমার বিরহে বালী সুখী না হইবে ॥
এ চারু ভূধরশৃঙ্গে সীতার কারণ।
অতীব ব্যাকুল তুমি হয়েছ যেমন ॥
আমার বিরহে বালী স্বর্গেও তেমন।
শোকাকুল হইবেন রাজীবলোচন ॥
স্বরূপ পুরুষ বীর রমণীবিরহে।
যেরূপ দুঃখিত হয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে রহে ॥
তুমি ত তা জান রাম বলি একারণ।
অচিরে আমারে তীরে করহ নিধন ॥
মম অদর্শন ক্লেশ বালী না সহিবে।
বিচ্ছেদ হুতাশে তার অন্তর দহিবে ॥
মোরে হত্যা কৈলে তব স্ত্রীহত্যার পাপ।
না ঘটিবে সুনিশ্চয় হে মহাপ্রতাপ ॥
আমি হে বালীর আত্মা এবে এই ভেবে।
বিনাশ করহ মোরে দোষ নাহি হবে ॥
পতি পত্নী উভয়েই অভিন্ন নিশ্চয়।
বেদের প্রমাণ ইহা ভিন্ন কভু নয় ॥
আরো দেখ ইহলোকে স্ত্রীদানের চেয়ে।
শ্রেষ্ঠ দান কিছু নাহি কহে জ্ঞানিচয়ে ॥
ধর্ম্ম অনুরোধে তুমি প্রাণেশের করে।
প্রদান করহ মোরে কহি হে কাতরে ॥
এই দানে বলেন রাম স্ত্রীবধপাতক।
তোমারে অর্শিবে না হে অরিঘাতক ॥
অনাথা শোকার্ত্তা আমি, এক্ষণে আমায়।
ভর্ত্তৃপাশ হ'তে অন্য পথে লয়ে যায় ॥
এই হেতু মম বধে ঔদাস্য না কর।
চিন্তা পরিহরি ; বীর ! বাক্য মম ধর ॥
হা ! যিনি মন্থরগামী, মাতঙ্গসদৃশ।
কণ্ঠে যা'র স্বর্ণহার শোভে দশদিশ ॥
সে বীর বালীর হেন বিরহ সহিয়া।
নারিব থাকিতে আমি জীবন ধরিয়া ॥
তারারে তখন রাম হিতকর ভাবে।
কহিলেন ;'—'বীরপত্নি ! অজীবননাশে ॥

কেন ইচ্ছা কর তুমি? এ কুবুদ্ধি, রাণি।
অবিলম্বে পরিহর, রাখ মম বাণী॥
সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা সৃষ্টি কৈলা জীবগণে।
তাদিগে সংযোগ কৈলা সুখদুঃখ সনে॥
ত্রিলোকের সর্ব্বলোক তাঁহারি অধীন।
কি প্রবল কি দুর্ব্বল কি ধনী কি দীন॥
বিধাতৃ-বিহিত-বিধি অতিক্রম করা।
একান্ত অসাধ্য, তুমি মনে জেন', তারা॥
এবে প্রীত হ'বে তুমি ইচ্ছাক্রমে তাঁর।
অঙ্গদ ত লভিলেন যৌবরাজ্য-ভার॥
বীরের বণিতা তুমি, কাজেকাজে তব।
এইরূপ শোক করা হয় কি সম্ভব॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তারাদেবী ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের এই প্রবোধবাক্যে কিছু শান্ত হইলেন। ধর্ম্ম ও জ্ঞানের এরূপ মহিমা যে, রামচন্দ্রের ধর্ম্মযুক্ত ও জ্ঞানপূর্ণবাক্য শোকক্ষিপ্তা তারাদেবীর শোকও কিছু প্রশমিত করিল। রামচন্দ্রের প্রতি তারাদেবীর বাক্যগুলি কিছু শ্লেষ ও তিরস্কারব্যঞ্জক। ইহা হইতেই কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে তারাদেবীর বাচনিক স্পষ্ট তিরস্কার-বাক্য ও অভিসম্পাত-বাক্য শুনাইয়াছেন।

"সম শোকে ক্লিষ্ট হয়ে প্রবোধ-বচনে।
সুগ্রীব অঙ্গদ তারা এই তিন জনে॥
কহিতে লাগিলা রাম কৈলে শোকতাপ।
মৃত জন পক্ষে ঘটে শুভ আলাপ॥
এই ক্ষণে যে কার্য্যের আবশ্যক হয়।
তারি অনুষ্ঠান করা উচিত নিশ্চয়॥
উপেক্ষা করিতে নাই কভু লোকাচার।
তোমরা তা রক্ষা কৈলে ফেলি অশ্রুধার॥
না করিও এবে আর কাল অতিপাত।
বিহিত কর্ম্মের ইথে ঘটিবে ব্যাঘাত॥
কালের প্রভাব দেখ অতীব অদ্ভুত।
কালই সবার মূল দৈব-শক্তি-যুত॥
সৃষ্টি করিতেছে কাল, কর্ম্ম-সম্পাদন।
কালই করিয়া থাকে না হয়ে লঙ্ঘন॥
জীবলোকে সকলেরে কার্য্যে অনুরত।
কালই করিয়া থাকে যেচ্ছায় নিরত॥
কাল নিরপেক্ষ হয়ে কভু কোন জন।
নাহি পারে কোন কার্য্য করিতে সাধন॥
প্রাক্তন কর্ম্মের বশে চলে লোকচয়।
প্রাক্তনে কর্ম্মের কাল সহকারী হয়॥
ঈশ্বর নিজেও কালে নারেন লঙ্ঘিতে।
এতই প্রবল কাল অপূর্ব্ব শক্তিতে॥
নাহিক কালের ক্ষয় কালের সন্নিধি।
পক্ষপাত নাহি কভু নাহি হেতু বিধি॥
কালের নিকট কারো না খাটে শকতি।
কেহই কালের নারে করিবারে ক্ষতি॥
মিত্র বল জ্ঞাতি বল কেহই উহারে।
প্রতিরোধ করিবারে কখন না পারে॥

সম্পূর্ণই অনার্য্য কাল সুদুর্জ্জয়।
কালের গোচরে কেহ পরিগণ্য নয় ॥
কাল-কৃত নিজ নিজ কর্ম্ম-পরিণাম।
করিতে সুবিজ্ঞ জন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ॥
কালের প্রভাবে ঘটে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম।
কালের কৌশলে হয় কার্য্য পরিণাম ॥

"নিয়তিঃ কারণং লোকে নিয়তিঃ কর্ম্মসাধনম্।
নিয়তিঃ সর্ব্বভূতানাং নিয়োগেষ্বিহ কারণম্ ॥ ৪
ন কর্ত্তা কস্যচিৎ কশ্চিন্নিয়োগে নাপি চেশ্বরঃ।
স্বভাবে বর্ত্ততে লোকস্তস্য কালঃ পরায়ণম্ ॥ ৫
ন কালঃ কালমত্যেতি ন কালঃ পরিহীয়তে।
স্বভাবঞ্চ সমাসাদ্য ন কিঞ্চিদতিবর্ত্ততে ॥ ৬
ন কালস্যাস্তি বন্ধুত্বং ন হেতুর্ন পরাক্রমঃ।
ন মিত্রজ্ঞাতি সম্বন্ধঃ কারণং নাত্মনো বশঃ ॥ ৭
কিন্তু কালপরীণামো দ্রষ্টব্যঃ সাধু পশ্যতা।
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ কালক্রমসমাহিতাঃ ॥" ৮

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডম্ ২৫ শঃ সঃ

"Heaven from all creatures hides the book of fate."

Alepander Pope.

বালিরাজ সাম দান অন্য রাজ গুণে।
সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য সুখ লভেছিলা মনে ॥
এবে লোকান্তর হয়ে আপন প্রকৃতি।
প্রাপ্ত হইলেন তিনি ইহাই সুকৃতি ॥
ধর্ম্ম-বলে স্বর্গ জয় কৈলা বালীরাজ।
যুদ্ধে দেহ ত্যজি তাহা লভিলেন আজ ॥
যা ঘটিল ভাগ্যে তার তাই কাল-কৃত।
সুন্দর ব্যবস্থা তবে শোক কি বিহিত ॥
কালোচিত কর্ত্তব্যের কর অনুষ্ঠান।
তাই শ্রেয়স্কর এবে নাহি তার আন ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"You ne'er can raise the dead to bliss
By agony of grief like this.
Cease your lament, nor leave undone
The funeral task you may not shun,

As nature orders o'er the dead
Your tributary tears are shed,
But Fate, directing each event,
Is still the lord preeminent.
Yes, all obey the changeless laws
Of Fate the universal cause.
By Fate, the lives of all proceed,
That governs every word and deed,
None acts, none sees his hest obeyed,
But each and all by Fate are swayed.
The world its ordered course maintains,
And o'er that course Fate ever reigns.
Fate ne'er exceeds the rule of fate :
Is ne'er too swift, is ne'er too late,
And making nature its ally
Forgets no life, nor passes by.
No kith and kin, no power and force
Can check or stay its settled course,
No friend or client, grace or charm,
That victor of the world disarm.
So all who see with prudent eyes
The hand of Fate must recognize,
For virtue rules, or love, or gain,
As Fate's unchanged decrees ordain.
Bali has died and won the meed
That waits in heaven on noble deed,
Throned in the seats the brave may reach
By liberal hand and gentle speech.
True to a warrior's duty, bold
In fight, the hero lofty-souled
Deigned not to guard his life : he died,
And now in heaven is glorified.

Then cease these tears and wild despair :
Turn to the task that claims your care,
For Bali's is the glorious fate
Which warrior's count most fortunate,"
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXV.

"যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোহর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাম্
লোকানিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু॥"

(রাগিনী ললিত—তাল কাওয়ালী)

"ম্লানবেশে নিশানাথ চলিলে চরমাচলে,
নবরাগ ধরি হরি উদিল গগন তলে ;
শশাঙ্কের তেজক্ষয় তপনের অভ্যুদয়,
সমকালে দেখা হয় অদৃষ্ট চক্রের ফলে,
সুখে তবে মত্ত কেন, দুঃখে বা মলিন কেন ?
নহে কিছু চিরদিন স্থির এ মহীমণ্ডলে।" (কবিবচন সুধা)

ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর রামচন্দ্রের এই জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ বাক্যগুলি অতীব মূল্যবান ও সুবিজ্ঞতার পরিচায়ক।

ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর রামচন্দ্র এই স্থলে বালীর মৃত্যু ও তদানুসঙ্গিক কার্য্যাবলী বিধাতার বিধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন কি জন্য ? যে কার্য্যের কর্ত্তা তিনি স্বয়ং তাহা বিধাতার অপরিহার্য্য বিধান বলার উদ্দেশ্য কি ? তবে কি কর্ম্মকর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য বা নৈতিক দায়িত্ব (moral responsibility) নাই ? বালী-কৃত তিরস্কারের প্রত্যুত্তর বাক্যের সহিত রামচন্দ্রের এই সময়ের উক্তির কি সামঞ্জস্য নাই ? প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে লোকের শোক দুঃখ নিবারণ ও প্রশমিত করার জন্য সর্ব্ব প্রকারের কর্ম্ম ও ঘটনা বিধাতার বিধান মনে করাই

শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত উপায়। এই জন্তই রামচন্দ্র এই স্থলে কেবল বিধাতার বিধানের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর ও বিশদ মিমাংসা কোথাও দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর রামচন্দ্র এবং প্রাজ্ঞ ভরদ্বাজ ঋষি কৈকেয়ীর দুষ্কর্ম্মকেও বিধাতার বিধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামচন্দ্রকর্তৃক বালীবধ সৎ ও ধর্ম্মোচিত কর্ম্ম, কৈকেয়ী কর্তৃক রামনির্ব্বাসন অসৎ ও অধর্ম্মজনক কর্ম্ম। সৎ ও অসৎ উভয় প্রকারের কর্ম্মেই যখন বিধাতার বিধান আরোপিত হইল তখন কর্ম্মকর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য রহিল কোথায়? ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য না থাকাই প্রতীয়মান হইবে সত্য কিন্তু রামচন্দ্র অযোধ্যাকাণ্ডে বলিয়াছেন যে সতত সত্য-ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, উহাই সর্ব্ব প্রকারের শুভ ফলদায়ক। ইহাতে আবার প্রতীয়মান হইতে পারে যে কর্ম্মকর্ত্তার যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য বা দায়িত্ব আছে নতুবা সে কি প্রকারে ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্ম করিতে পারিবে? কিন্তু রামচন্দ্রের বাক্যের অর্থ বা রামায়ণের ধর্ম্মনীতির প্রধান এক অঙ্গ এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে সর্ব্ব কর্ম্মেই ও সর্ব্ব প্রকারের ঘটনায়ই দৈবভাব বা বিধাতার বিধান আরোপ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কর্ম্ম করিবার সময় কর্ম্মকর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য বা দায়িত্ব আছে কি না তাহা বিচার বা চিন্তা না করিয়া ধর্ম্মাশ্রিত বা ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্ম করিতে হইবে তাহাই সর্ব্ব শুভ ফলদায়ক—চেষ্টা করিলে ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্ম নির্ণয় করিতে পারা সকলেরই স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে এইরূপ মনে করিতে হইবে। রামচন্দ্রের প্রধানতঃ এই সময়ের উক্তি, বালীকৃত তিরস্কারের প্রত্যুত্তর বাক্য ও কৌশল্যা ও লক্ষ্মণের প্রতি ধর্ম্মযুক্ত উক্তিগুলি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলেই বোধ হয় এই ধর্ম্ম-নীতি প্রতীয়মান হয়। তৃতীয় ও শেষ প্রশ্নের উত্তর এই যে রামচন্দ্রের উক্তির সামঞ্জস্য বিশেষভাবেই বর্ত্তমান। সুগ্রীবাদির প্রবোধ জন্য তিনি এই স্থলে কেবল বালীর দুষ্কর্ম্মজনিত মৃত্যু যে বিধাতার বিধান তাহারই উল্লেখ করিয়া-ছেন, কিন্তু বিজ্ঞতার সহিত এই স্থলে বালীর দুষ্কর্ম্মেরও উল্লেখ করেন্ নাই এবং তিনি স্বয়ং যে ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছেন তাহারও উল্লেখ করেন নাই। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বা ধার্ম্মিকের উত্থান ও অধার্ম্মিকের পতন ইহাই বিধাতার অপরিহার্য্য বিধান। বালীর মৃত্যুদণ্ড সেই বিধাতার অখণ্ডনীয়

বিধান, উহা তাঁহার দুষ্কর্ম্ম ফলজনিত—রামচন্দ্র তাঁহাকে বধ করিয়া কেবল স্বীয় ধর্ম্ম সঙ্গত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন.। এই স্থলে সুগ্রীবাদির প্রবোধ জন্য কেবল প্রথম অংশের বিভিন্ন ও বিস্তৃত আকারে উল্লেখ আছে তৎপরের অংশের উল্লেখ নাই।

"When Rama's speech had found a close
Brave Lakshman, terror of his foes,
With wise and soothing words addressed
Sugriva still with woe oppressed :
'Arise Sugriva' thus he said,
'Perform the service of the dead.
Prepare with Tara and her son
That Bali's rites be duly done.
A stone of funeral wood provide
Which wind and sun and time have dried,
And richest sandal fit to grace
The pyre of one of royal race.
With words of comfort soft and kind
Console poor Angad's troubled mind,
Nor let thy heart be thus cast down,
For thine is now the Vanars, town.
Let Angad's care a wreath supply,
And raiment rich with varied dye,
And oil perfumes for the fire,
And all the solemn rites require.
Go, hasten to the town O King,
And Tara's litter quickly bring.
A virtue is despatch : and speed
Is best of all in hour of need.
Go let a chosen band prepare
The litter of the dead to bear,

For stout and tall and strong of limb
Must be the chiefs who carry him."
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXV.

রাম-লক্ষ্মণের প্রবোধ বাক্যে সুগ্রীবের শোক কিছু প্রশমিত হইল। তাঁহার আদেশে বালীর সৎকারের আয়োজন হইল।

"হনুমান সাজাইল ভাণ্ডার ভিতরে।
নানা রত্ন আভরণ আনিল বাহিরে॥
রাজ-চতুর্দ্দোল আনে বিচিত্র বসন।
বিলাইতে আনে আরো বহুমূল্য ধন॥
রাজ চতুর্দ্দোলে নিয়া তুলিল বালীরে।
সকলে লইয়া গেল পম্পানদী তীরে॥
চন্দন কাষ্ঠের চিতা করিল সে তীরে।
বালীরাজে শোয়াইল তাহার উপরে॥
* * * *
অগ্নি-কার্য্য বালীর করিল বন্ধুজন।
তাহার ক্রন্দন কত কে করে বর্ণন॥"

তারাদেবীর এ সময়ের বিলাপ বড়ই মর্ম্মভেদী—

"হা বীর হা কপিরাজ তুমি মোর প্রতি।
দৃষ্টিপাত কর কর এ মোর মিনতি॥
আমারে করিতে তুমি স্নেহ অতিশয়।
এবে আমি হৈনু শোকে কাতর হৃদয়॥
একবার মোর প্রতি কর দৃষ্টিপাত।
কথা রাখ কথা কও দুঃখিনীর নাথ॥
প্রাণেশ্বর কৈলে তুমি প্রাণ পরিহার।
তবু যেন মুখখানি হাসিছে তোমার॥
জীবিত কালের মত অরুণ বরণ।
এখনও হতেছে দৃষ্ট হে তারা-জীবন॥
কৃতান্ত নিজেই আজ রামরূপ ধরি।
চলিলা তোমারে লয়ে মোরে পরিহরি॥
একশরে ইনি আজ আমা সবাকারে।
বিধবা করিয়া মগ্ন করিলা পাথারে॥
* * * *
বীর তুমি একবার মেলিয়া নয়ন।
শোকাকুল সুগ্রীবেরে কর দরশন॥
এই দেখ তার অঙ্গ-সচিব নিকর।
ওই সব পুরবাসি হইয়া কাতর॥
তোমাকে বেষ্টন করি করিছে রোদন।
এদিগে বিদায় দাও পূর্ব্বের মতন॥
এদিগে বিদায় দিলে আমরা দুজনে।
কামোন্মাদে বিহরিব পর্ব্বত কাননে॥"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"Lord of the Vanar race, has thou
No eyes to see Sugriva now?
About thee stands in mournful mood
A sore afflicted multitude,

And Tara and thy lords of state
Around their monarch weep and wait.
Arise my lord, with gentle speech,
As was thy wont, dismissing each,
Then in the forest will we play
And love shall make our spirits gay."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXV.

রামচন্দ্রের আদেশানুযায়ী সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজপদে এবং বালী পুত্র অঙ্গদ যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

রাম-লক্ষ্মণ পর্ব্বতেই বাস করিতে লাগিলেন, কেন না চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস থাকা রামচন্দ্রের কর্ত্তব্য। এজন্য তাঁহারা নগরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাস করিলেন না। সুগ্রীব হনুমানাদি এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন "এ সময় আষাঢ় মাস, বর্ষাকাল উপস্থিত। এ সময় যুদ্ধের সুবিধা হইবে না; কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে" সুতরাং তাঁহারা সেই সময়ের অপেক্ষায় রহিলেন।

২৭। সর্গ—বাসার্থ প্রস্রবণে গিয়া রামের খেদ শ্রবণে লক্ষ্মণের তৎপ্রতি সান্ত্বনা প্রদান।

২৮। সর্গ—বর্ষা-বর্ণন ও সীতার বিরহে রামের বিলাপ।

গিরি ও প্রস্রবণের শোভা দেখিয়া রামচন্দ্রের সীতা-শোক উথলিয়া উঠিল, তিনি নানাবিধরূপে সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"যদ্বেন্নেত্র সমান কান্তি সলিলে মগ্নং তদিন্দীবরম্
মেঘৈরন্তরিতঃ প্রিয়ে! তব মুখচ্ছায়ানুকারী শশী।
যেঽপি ত্বদ্গমনানুকারি গতয়স্তে রাজহংসা গতাঃ
ত্বৎসাদৃশ্য বিনোদমাত্রমপি মে দৈবং ন হি ক্ষাম্যতি।"

"না হেরে তোমায় প্রিয়ে কি কোরে প্রাণ ধরি বল ?
যাছিল তোমারি তুল্য পোড়াবিধি সব হরিল ;
তব মুখ সম শশী জলদ ঢাকিল আসি
নলিনী নেত্র সদৃশী—সলিলে ডুবিল ;
রাজহংস ছিল যত গমনে তোমারি মত
বর্ষারম্ভে সবে তারা মানসে চলিল।

কি কোরে প্রাণ ধরি বল ?"
(রাগিণী—সুরট-মল্লার তাল আড়াঠেকা) কবি-বচন সুধা।

লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন—

"তুমি বীর হও স্থির ত্যজহ প্রমাদ।
মহাপুরুষেরা হেন না করে বিবাদ॥
হইলে কাতর শোকে নিন্দা করে লোকে।
শোকে বুদ্ধিনাশ হয় ক্ষিপ্ত হয় শোকে॥
শোকেতে আচ্ছন্ন হয় সে জন অজ্ঞান।
শোক কর কেন রাম হয়ে জ্ঞানবান॥
তুমি বীর কাম ক্রোধ কর পরাজয়।
শোক স্থানে পরাভব তবে কেন হয়॥
ক্ষান্ত হও রঘুবীর চিন্তা কর দূর।
লঙ্কেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর॥
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রামচন্দ্র বর্ষা-বর্ণন করিয়া পুনরায় সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ সাধারণ-জনোচিত বিরহ-বিলাপ কখনই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। কিন্তু ইহার কারণও স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক শোভা তাঁহার তরল প্রেমভাব উচ্ছাসিত করিয়া বিরহ-বিলাপ প্রকাশিত করিল। আদর্শ রামচরিত্রে কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। ইহার কারণগুলিও যে স্বাভাবিক তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। উজ্জ্বলে মলিন, আলোকে আঁধার, কঠিনে কোমল, দৃঢ়ে অদৃঢ় এবং জ্ঞানে ভ্রান্তির সংমিশ্রণই রাম-চরিত্রের অতুলনীয় শোভা ও মহিমা। যে উজ্জ্বল চিত্রে স্বাভাবিক বৈষম্য বা প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্য সুন্দরভাবে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহাই মনোহর ও প্রশংসনীয়। এই জন্যই রাম-চরিত্র অতি মধুর ও আদর্শ চিত্র।

বাল্মীকির এসময়ের সুদীর্ঘ বর্ষা-বর্ণনা বড়ই সুন্দর প্রকৃতি-অনুরূপ। শ্রীরামচন্দ্র সীতা-বিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"বর্ষায় শ্রীবৃদ্ধি বেশী; এ হেন সময়ে।
সুগ্রীব ভুঞ্জেন সুখ সানন্দ-হৃদয়ে॥
তাঁহার মনাশা পূর্ণ, তিনি স্ত্রীসহিত।
রাজ্য-অধিকার করি হৈলা পুলকিত॥
কিন্তু মম সীতা নাই, আমি রাজ্যহীন।
জীর্ণ-নদীকূল সম হইতেছি দীন॥
প্রবল আমার শোক, তাহাতে আবার।
শীঘ্র হ্রাস নাহি দেখি প্রবল বর্ষার॥
রাবণো দুর্দ্দান্ত অরি, কাজেকাজে, ভাই।
বৈর-নির্য্যাতন করিবার আশা নাই॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"In this sw et time of ease and rest
No care disturbs Sugriva's breast,
The foe that marred his peace o'erthrown,
And queen and realm once more his own.
Alas, a harder fate is mine,
Reft both of realm and queen to pine,
And, like the bank which floods corode,
I sink beneath my sorrows's load.
Sore on my soul my miseries weigh,
And these long rains our action stay,
While Rávan seems a mightier foe
Than I dare hope to overthrow."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXVIII.

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে নানাবিধ প্রবোধ-বাক্য বলিয়া বলিলেন—

"সুগ্রীব হইতে, অচিরে তোমার,
অভীষ্ট-পূরণ হবে।
সীতার উদ্ধার, হইবে নিশ্চয়,
শত্রু বাঁচি নাহি রবে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

২৯। সর্গ—হনুমানের উপদেশে সুগ্রীব কর্ত্তৃক নীলের প্রতি সৈন্য-সংগ্রহার্থ আদেশ।

সুগ্রীব সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। বর্ষাগত হইল, শরৎকাল

আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হনুমানের উপদেশানুসারে সুগ্রীব নীলকে কপি-সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন।

৩০। সর্গ—শারদীয় রজনী অবলোকনে সীতার বিরহে রামের খেদ ও শরৎ বর্ণন এবং সক্রোধে সুগ্রীবের নিকট লক্ষ্মণকে প্রেরণ।

"In vain my weary glances rove
From lake to hill, from stream to grove:
I find no rapture in the scene,
And languish for my fawn-eyed queen.
Ah, does strong love with wild unrest,
Born of the autumn, stir her breast?
And does the gentle lady pine
Tilll her bright eyes shall look in mine?.
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXX.

"এদিকে শ্রীরামচন্দ্র কামাতুর অতি।
হইলেন ক্রমে ক্রমে সচঞ্চল মতি॥
শরতের পাণ্ডুবর্ণ বিশাল আকাশ।
অতীব নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল বিকাশ॥
জোছনা-ধবল-নিশি রামের নয়নে॥
পড়িল, করিয়া তাঁরে ব্যাকুলিত মনে।
সুখভোগে সুগ্রীবের আসক্তি বিশেষ।
সীতা অনুদ্দেশে কথা চিন্তিলা সীতেশ॥
চিন্তা করি বুঝিলেন হ'য়েছে অতীত।
সৈন্যের উদ্যোগ কাল; হইলা ব্যথিত॥
যা'র পর নাই তিনি হইলা কাতর।
ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করি অনন্তর॥
হৃদয়বাসিনী সেই প্রিয়া জানকীরে।
ভাবিতে লাগিলা, আঁখি ছল ছল নীরে॥
পর্ব্বত-চূড়ায় রাম বসিয়া তখন।
শরতের শোভা-রাশি করিলা দর্শন॥
দীন মনে কহিলেন, আশ্রম-ভিতরে।
স্বয়ং সারস-স্বরে সারসনিকরে॥
কলরব করা'তেন যিনি অবিরত।
কলহংস-রবে যিনি হ'তেন মোহিত॥
পুষ্পিত অসন বৃক্ষ দেখিতেন যিনি।
জানি না, আছেন এবে কিরূপেতে তিনি॥
তাঁহার বিরহে নদ, নদী, সরোবর।
বনে ভ্রমিয়া সুখী না হয় অন্তর॥
অতি সুকুমার তিনি, বিরহে কাতর।
শরেতে অনঙ্গ তাঁর পীড়িছে অন্তর॥"

বাল্মীকির এ সময়ের সুদীর্ঘ শরদ্বর্ণনাও অতীব মনোহর। রামচন্দ্র শরৎ

আগমনে সীতা বিরহে আরও কাতর হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রবোধ বাক্য বলিলেন।

"Why cast thy strength of soul away,
And weakly yield to passion's sway?
Arise, my brother, do and dare
Ere action perish in despair.
Recall the firmness of thy heart,
And nerve thee for a hero's part.
Whose is the hand unscathed to seize
The red flame quickened by the breeze?
Where is the foe will dare to wrong
Or keep the Maithil lady long?.

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXX.

"কামের অধীনে নহে শুভ-সংঘটন।
পৌরুষ বা কেন ক্রমে পরাভূত হয়॥
কর্ম্মযোগে মন দাও, সুফল নিশ্চয়।
শোক নষ্ট করিতেছে সমাধি তোমার॥
সমাধি বলেই হ'বে দুখ প্রতীকার।
সতত প্রসন্ন থাক উৎসাহী হইয়া॥
নিরুৎসাহী হ'লে দুঃখ উঠিবে বাড়িয়া।
স্বকার্য্য-সাধন-হেতু সামর্থ্য সহায়॥
আশ্রয় করহ, শুভ ঘটিবে তাহায়।
জানকী তোমার পত্নী, তাঁ'রে অন্যজন॥
কখনই না পারিবে করিতে গ্রহণ।
জ্বলন্ত অনল শিখা স্পর্শ কৈলে পর॥
কে না দগ্ধ হ'য়ে থাকে হইয়া কাতর।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তৎপর শ্রীরামচন্দ্র রাগান্বিত হইয়া লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইলেন, যেহেতু সুগ্রীব যুদ্ধোদ্যোগ করিতেছে না জানিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশেষ উৎকণ্ঠিত ও রাগান্বিত হইলেন।

"বীরবর যাও তুমি তাহার নিকট।
আমার ক্রোধের কথা কহ অকপট॥
আরো বল বালী গেলা যেই পথে চলি।
সেই পথ সঙ্কীর্ণ নয়, আজো আছে খালি॥
সুগ্রীব পালন কর তব অঙ্গীকার।
জ্যেষ্ঠের পশ্চাতে যেতে না চাহিও আর॥
সমরে বালীরে আমি করেছি বিনাশ।
কিন্তু যদি কর তুমি আমারে হতাশ॥

তোমারেও সবান্ধবে নাশিব তা হ'লে।
সুখী হব তব সম মিথ্যাবাদী ম'লে॥

এই উপস্থিত কার্য্যে যাহা হিতকর।
তুমি বৎস কহ তাহা সুগ্রীব গোচর॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৩১। সর্গ—সুগ্রীবের নিকট লক্ষ্মণ-গমনের সংবাদ প্রেরণ।

৩২। সর্গ—ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের অভিনন্দন।

৩৩। সর্গ—লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তৎসন্নিধানে তারাকে প্রেরণ এবং তারাসহ লক্ষ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেশ।

৩৪। সর্গ—সুগ্রীবকে লক্ষ্মণের ভৎর্সনা।

৩৫। সর্গ—লক্ষ্মণের প্রতি তাহার সান্ত্বনা।

৩৬। সর্গ—লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের কথোপকথন।

৩৭। সর্গ—সেনা-সংগ্রহার্থ দূত প্রেরণ ও কিষ্কিন্ধ্যায় সেনা গমন।

৩৮। সর্গ—লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের রামদর্শনে গমন ও বিবিধ মন্ত্রণা।

৩৯। সর্গ—রামের নিকট বানর-সৈন্য-সমাগম।

"লক্ষ্মণ বলেন যাই কিষ্কিন্ধ্যা-নগর।
দেখিব কেমন আজি সুগ্রীব বানর॥
তুমি প্রভু রঘুনাথ বেড়াও কান্দিয়া।
কৌতুকে সুগ্রীব থাকে পালঙ্কে শুইয়া॥
বুঝাইয়া লক্ষ্মণে কহেন রঘুবর।
মিত্র বধ না করিহ দেখাইও ডর॥
কিষ্কিন্ধ্যা'নগরে বীর হয়ে উপনীত।
দ্বারে দেখে অঙ্গদের কটক বেষ্টিত॥
সীতা লাগি দুই ভাই ভ্রমি বনে বনে।
নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্ন-সিংহাসনে॥
বালীরে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব।
সুগ্রীব পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মত্ত॥
সাহায্য করিতে আগে করিলা স্বীকার।
এখন না মনে করে তাহা একবার॥
বালী ভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে।
সে সকল সুগ্রীবের নাহি কিছু মনে॥
সুগ্রীবেরে কহ গিয়া এই সমাচার॥
রামের অনুজ ভাই আসিয়াছে দ্বার॥
মারিলেন যে রাম বালীকে অনায়াসে।
সুগ্রীব তাহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে॥

"Go tell the king that Lakshman waits
For audience at the city gates,
Whose heart, O tamer of thy foes,
Is heavy with his brother's woes.

Bid him to Rama's word attend,
And ask if he will aid his friend.
Go, let the king my message learn :
Then hither with all speed return."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXXI.

অঙ্গদ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তাঁরে বসিতে আসন ॥
যোড় হাতে স্তুতি করে বালীর নন্দন।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে ॥
অন্তঃপুর মধ্যে যায় পরম সম্ভ্রমে ॥
সুগ্রীবে প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ।
যোড় হাতে বলে প্রভু দ্বারেতে লক্ষ্মণ ॥
* * * *
পাঠাইয়াছেন রাম আপন ভ্রাতারে।
সুমিত্রা-নন্দন বীর উপস্থিত দ্বারে ॥
মহাকোপান্বিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কহিব কিছু যত করিল ভৎর্সন ॥
সাধিলে আপন কর্ম্ম করিয়া মিত্রতা।
রামের কর্ম্মের কালে করিলে খলতা ॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ

"তাং প্রীতিমনুবর্ত্তস্ব পূর্ব্ববৃত্তঞ্চ সঙ্গতম্।
সামোপহিতয়া বাচা রুক্ষাণি পরিবর্জ্জয়ন্ ॥"

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের তেজঃপূর্ণ চরিত্র জানিয়া সুগ্রীবের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধের বশীভূত হইলেও এস্থলে জ্ঞানহারা হইলেন না। সুগ্রীবকে প্রাণে মারিতে ও তৎপ্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিতে নিষেধ করা জ্ঞানবীরের দিব্যজ্ঞানের পরিচায়ক।

সুগ্রীব ভীতচিত্তে তারাদেবীকে লক্ষ্মণের অভ্যর্থনার জন্য পাঠাইলেন। তারাদেবীর নিকটও লক্ষ্মণ ক্রোধপূর্ণবাক্য বলিলে তারাদেবী বলিলেন।

"No time, no cause of wrath I see
With those who love and honour thee ;
And thou shouldst bear without offence
Thy servant's fitful negligence.
I know the seasons glide away,
While Rama maddens at delay.

I know what deed our thanks has earned,
I know that grace should be returned.
But still I know, whate'er befall,
That conquering love is lord of all ;
Know where Sugriva's thoughts, possessed
By one absorbing passion, rest.
But he whom sensual joys debase
Heeds not the claim of time and pleace,
And sees not with his blinded sight
His duty or his gain aright.
O pardon him who loves me ! spare
The Vanar caught in pleasure's snare,
And once again let Rama grace
With favour him who rules our race.
E'en royal saints, whose chief delight
Was penance and austerest rite,
At love's commandment have unbent,
Beguiled by sweetest blandishment.
And know, Sugriva, roused at last,
The order to his lords has passed,
And, long by loves and bliss delayed,
Wakes all on fire your hopes to aid.
A countless host his city fills,
New-gathered from a thousand hills:
Impetuous chiefs, who wear at need
Each varied form, his legions lead."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXXIII.

"রাজপুত্র শুন বলি ক্রোধের সময়।
এখন ত নয় ইহা মনে যেন রয়॥
স্বজনের প্রতি কোপ প্রকাশ করাও
উচিত না হয় বীর মনে বুঝে যাও।
তব কার্য্য সাধনের ইচ্ছা কৈলা যিনি॥
অবশ্য তোমার বীর ক্ষমাপাত্র তিনি।
নিকৃষ্টের উপরেতে উৎকৃষ্টের ক্রোধ॥
নিতান্তই অসম্ভব ওহে মহাবোধ।

বিশেষ ভবাদৃশ ধর্ম্মশীল জন।
বশীভূত নাহি হন ক্রোধের যখন ॥
যে জন্য রামের কোপ হয়েছে সঞ্চার।
আমি তাহা জানি ওহে ভূপাল-কুমার ॥
যে কারণে তাঁর কার্য্যে বিলম্ব এরূপ।
ঘটিছে তাহারো আমি জানিহে স্বরূপ ॥
জানি আমি কি করিলা রাম রঘুমণি।
এবে যাহা আবশ্যক তাও আমি জানি ॥
কাম-প্রবৃত্তির বল নাহি সহ্য হয়।
এ হেতু সুগ্রীব আজ এরূপ নিশ্চয় ॥
তিনি যে কামের বশে, ভুলি অন্য কাজ।
নারীজন-সঙ্গে রঙ্গে করেন বিরাজ ॥
তাও আমি বুঝি ওহে শূর যুবরাজ।

* * *

যেই জন কামাসক্ত না থাকে তাহার।
দেশ-কাল-ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুরি বিচার ॥

"ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি
ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ।
ন দেশকালৌ হি যথার্থধর্ম্মৌ
অবেক্ষতে কামরতির্ম্মনুষ্যঃ ॥৫৫

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ৩৩শঃ সঃ

সুগ্রীব কামের বশে নিরন্তর মন।
সন্নিহিতে রয়েছেন নাহিক সরম ॥
তিনি তব ভ্রাতা তাই বলিহে তোমায়।
উচিত তোমার ক্ষমা করিতে তাহায় ॥
ধর্ম্মশীল মুনিরাও যখন তখন।
দুরন্ত কামের শূর বশীভূত হন ॥
কিন্তু সে সুগ্রীব রাজা বানর চপল।
নাহি তার আত্মশাসনের তত বল ॥
কাজে কাজে তার পক্ষে শুন বীরবর।
ভোগসুখে মগ্ন হওয়া নহে অসম্ভব ॥
বীরবর কপিরাজ সুগ্রীব যদিও।
কামাসক্ত তবু তারে পর না ভাবিও ॥
তিনিহে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদা তোমাদের।
পূর্ব্বাহ্নে আদেশ কৈলা সৈন্য-সংগ্রহের।
নানা শৈল হ'তে কামরূপি অগণিত।
কপি তোমাদের তরে হবে উপনীত ॥
পবিত্র চরিত্র তব আইস এখন।
মিত্র-ভাবে কর পর রমণী দর্শন ॥
তব পক্ষে অধর্ম্মের ইহা না হইবে।
আইস আমার সাথে দেখিতে সুগ্রীবে ॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তারাদেবীর এই বিনীত উপদেশপূর্ণ প্রবোধজনক বাক্যগুলি তারাদেবীর অতি সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। তারাদেবীর এই সময় সুগ্রীবচরিত্র সমর্থন করা পতিপ্রাণতার নিদর্শন। সামরিক প্রথানুসারে পত্যন্তর-গ্রহণ

করিতে বাধ্য হইয়াও সেইরূপ পতিগতপ্রাণ হইতে পারা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। যে তারাদেবী পূর্ব্বপতি বালীরাজার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না এবং হৃদয়ের শোকাবেগে সুগ্রীবের প্রতি তীব্রোক্তি করিতেও ত্রুটি করেন নাই, সেই তারাদেবী সাময়িক প্রথানুসারে সুগ্রীবের পত্নী হইতে বাধ্য হইয়া তদ্‌গত-প্রাণ হওয়া তাঁহার সূক্ষ্ম পতিপ্রাণতার লক্ষণ। যখন যে পতি হইবে তৎপ্রতি অনুরক্ত থাকাও একপ্রকার পতিপ্রাণতা। ইহা নিতান্ত সহজ নহে। সকল নারী এইরূপ পতিপ্রাণতা-প্রদর্শন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। এইজন্যও তারাচরিত্র প্রশংসনীয়, নিন্দনীয় নহে এবং অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী ও মন্দোদরীর ন্যায় নিত্য স্মরণার্হ বলিয়া পূর্ব্বাপর পরিগণিত হইয়াছে।

"গেলেন লক্ষ্মণ বীর ভিতর আবাসে।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে॥
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা উঠিল সম্ভ্রমে॥"
* * * *
৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তেজঃপূর্ণ বীরবর লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিলাস-বিকলা কপিনারীগণকে দেখিয়া বিশেষ লজ্জা অনুভব করিলেন।

"সৌমিত্রী লজ্জিতোঽভবৎ।"

ইহা প্রকৃত পৌরুষ ও চরিত্রবান্ সাধু পুরুষের লক্ষণ।

লক্ষ্মণ সক্রোধে সুগ্রীবকে বলিলেন—

"সুগ্রীব করিলে সত্য অগ্নিসাক্ষী করি'।
উদ্ধারিতে নিজ কার্য্য করিলে চাতুরী॥
সরল-হৃদয় রাম তুমিত নিষ্ঠুর।
সাধিলে আপন কার্য্য সত্য করি দূর॥
তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার।
অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার॥
* * * *
প্রাণ লব আজি তোর বজ্রসম বাণে।
একত্র হইয়া থাক ভাই দুই জনে॥
আরে দুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ দুরাচার।
এখনি পাঠাই তোরে দেখ যমদ্বার॥
পৃথিবীতে কে কোথায় হেন কার্য্য করে।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে॥"
৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তিনি আরও বলিলেন—

"Famed is the prince who loves the truth,
Whose soul is touched with tender ruth,
Who, liberal, keeps each sense subdued,
And pays the debt of gratitude.
But all unmeet a king to be,
The meanest of the mean is he
Who basely breaks the promise made
To trusting friends who lent him aid.
He sins who for a steed has lied,
As if a hundred steeds had died:
Or if he lie, a cow to win,
Tenfold as heavy is the sin.
But if the lie a man betray,
Both he and his shall all decay.
O Vanar King, the thankless man
Is worthy of the general ban,
Who takes assistance of his friends,
And in his turn no service lends.
This verse of old by Brahma sung
Is echoed now by every tongue.
Hear what He cried in angry mood
Bewailing man's ingratitude:
For draughts of wine, for slaughtered cows,
For treacherous theft, for broken vows
A pardon is ordained but none
For thankless scorn of service done."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXXIV.

কপি তুমি অগ্রে স্বকার্য্য সাধিয়া
শেষে উপেক্ষিছ শ্রীরামের কাজ
কাজে কাজে তুমি ঘোর মিথ্যাবাদী
অনার্য্য তস্কর নাহি তব লাজ।

প্রতি উপকার করিতে তোমার
যদ্যপি মানসে সঙ্কল্প থাকিত
তা' হ'লে সীতার অন্বেষণে তব
এরূপ অযত্ন কভু না হইত।

গ্রাম্য-সুখাসক্ত অলীক-প্রতিজ্ঞ
তুমি সুনিশ্চয় নাহি তা'র আন।
অসভ্য বানর কিষ্কিন্ধ্যার পতি
এত দিনে মোর হল অনুমান।"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণ তেজঃপূর্ণ, সুতরাং তাহার ক্রোধও অধিক।

"লক্ষ্মণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল।
ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজা চিন্তিত হইল॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

লক্ষ্মণের এই ক্রোধপূর্ণ তীব্রকটূক্তিগুলি অতি সুসঙ্গত হইয়াছিল। যে সুগ্রীবকে রামচন্দ্র বালীবধ করিয়া রাজত্ব দিলেন, সে সুগ্রীব কেবল সৈন্য-সংগ্রহের আদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমোদে ও সুখভোগে রত রহিয়াছিলেন, ইহা বিশেষ অকৃতজ্ঞতার বিষয় বটে।

"Not to my lord shouldst thou address
A speech so fraught with bitterness:
Not thus reproached my lord should be,
And least of all, O Prince, by thee.
He is no thankless coward—no—
With spirit dead to valour's glow,
From paths of truth he never strays,
Nor wanders in forbidden ways,
Ne'er will Sugriva's heart forget,
By Rama saved, the lasting debt,
Still in his grateful breast will live
The succour none but he could give."

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XXXV.

"শুন বীর কহি হে তোমায়
না কহিও তুমি আর ওরূপ বচন।
কপিরাজ এ কথায় যোগ্য-নাহি হন॥
বিশেষতঃ তব মুখে এ হেন কঠোর।
বচন শুনিতে ওঁর অন্তর কাতর॥
কপিরাজ মিথ্যাবাদী শঠ উগ্র নন।
রাজ-যোগ্য গুণ এতে আছে অনুক্ষণ॥
যে দুষ্কর-কার্য্য রাম কৈলা এর তরে।
ইনি তাহা হন নাই বিস্মৃত অন্তরে॥

* * *

কিন্তু বীর বলিতে কি, সুগ্রীব ভূপতি।
বহু দিন ধরি দুঃখ সহিলেন অতি॥
এই ভোগসুখে সুখী এই সে কারণে।
যথাকালে স্বকর্ত্তব্য না বুঝিলা মনে॥
ঋষিরা বিশ্বামিত্র অমর সুন্দরী।
ঘৃতাচীর অনুরাগে আপনা পাসরি॥
দশ বর্ষ সময়েরে দিবামাত্র জ্ঞান।
করিয়াছিলেন দেখ, বীর মতিমান্॥
তাঁ'র মত ধর্ম্মশীল ও কর্ত্তব্য-চিন্তায়।
যে কালে বিস্মৃত হন সে কালে আমায়॥
বল দেখি সামান্য লোকের কি বা দোষ?
তাই বলি বীরবর পরিহর রোষ॥
এক্ষণে সুগ্রীব রাজা আহার নিদ্রায়।
পশুধর্ম্মাক্রান্ত পরিশ্রান্ত অতিশয়॥
আজিও ইহার ভোগে পূর্ণ-তৃপ্তি-লাভ।
হয় নাই সুনিশ্চয় হে সুর-প্রভাব॥
তাই বলি রামচন্দ্র ইঁহারে এখন।
ক্ষমা করি করুণ হে মঙ্গল-সাধন॥

* * *

এবে সুগ্রীবের তরে প্রসন্ন তোমায়।
করিতেছি, ক্ষান্ত হও ক্রোধ না যুয়ায়॥
শ্রীরামের প্রিয়োদ্দেশে সুগ্রীব রাজা।
অনাসে পারেন সাধ করিতে বর্জ্জন॥

* * *

রাবণেরে বধি তিনি শ্রীরামের করে।
অর্পিবেন জানকীরে কৃতজ্ঞ-অন্তরে॥

* * *

কপি-সৈন্য সংগ্রহিতে সুগ্রীব এক্ষণে।
চারিদিকে পাঠাইলা শ্রেষ্ঠ দূতগণে॥

* * *

সেই সব কপিগণ শুন বীরবর।
তোমাদের সাহায্য করিবে নিরন্তর॥
তাহারা যাবৎ নাহি আসিছে হেথায়।
তাবৎ সুগ্রীব কার্য্যসিদ্ধির আশায়॥
নির্গত না হতেছিল কহিনু তোমায়।
সুগ্রীব ব্যবস্থা অগ্রে করিলা যেরূপ॥
তা'তে আমার মনে হতেছে স্বরূপ।
আজই সকলে হেথা উপস্থিত হ'বে॥
তোমাদের হিতকার্য্যে যোগ দিবে সবে।
এবে ক্রোধ পরিহার কর বীরবর॥
কি হেতু জ্বালাও নিজে নিজের অন্তর॥

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তারাদেবীর এইরূপ বিনীত বাক্যে লক্ষ্মণ কিছু বীতক্রোধ ও শান্ত হইলেন। তখন—

"সুগন্ধ পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে।
সেই মালা সুগ্রীব ফেলিল ভূমিতলে॥
সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিয়া ততক্ষণ।
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন॥
হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রসাদে।
তোমার প্রসাদেতে বাড়িলাম সম্পদে॥

* * *

কা'র শক্তি সুধিবেক শ্রীরামের ধার॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন শক্তিতে।
যাইব কেবল আমি তাঁহার সহিতে॥
না করিয়া রাম-কার্য্য ব'সে আছি ঘরে।
বানর জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে॥
পশু-জাতি কপি আমি কত করি দোষ।
ভক্ত-বৎসল যে রাম না করেন রোষ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন সুগ্রীব রাজন্।
রাম-কার্য্য করি কর পুণ্য উপার্জ্জন॥

* * *

সত্যবাদী হৈলে করে সত্যের পালন।
মনে কর করিয়াছ সত্য দুই জন॥
শ্রীরাম আপন সত্যে হয়েছেন পার।
তুমি সত্যে বদ্ধ আছ অধর্ম্ম অপার॥
রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশ।
তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ॥
মান্য লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত।
মান্য-সহ আলাপ করিবে ধর্ম্মযুক্ত॥
ধর্ম্মরায় কর্ম্মরায় যে হয় বিহিত।
রাম-কার্য্য করিলে হইবে সব হিত॥"

"সাগর অপার, কে হইবে পার,
তার মাঝে লঙ্কাপুরী।
কে যাবে তথায়, কি করে তথায়,
উপায় তাহে না হেরি॥
সুগ্রীব রাজন্, কর আগমন,
শ্রীরামের সন্নিধান।
করিয়া নির্ধার্য্য, কর মিত্র-কার্য্য,
কর রামে ধৈর্য্যবান্॥
রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার,
কর এই উপকার।
তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্যোগ,
কে লইবে হেন ভার॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের এই কথোপকথনে সুগ্রীবের বিনীত ভাব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রশংসার্হ এবং আন্তরিক সখ্যের পরিচায়ক। এখন যে সুগ্রীবের কর্ত্তব্যজ্ঞানও জন্মিয়াছিল তাহাও প্রতীয়মান হইতেছে। লক্ষ্মণের প্রথম রৌদ্র-ভাব পরে কমনীয় ভাব ও শান্তভাব তাঁহার সুবুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচায়ক। লক্ষ্মণ স্বভাবতঃই কিছু রৌদ্রভাবাপন্ন ছিলেন, তজ্জন্য তিনি যে বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ ছিলেন না, এরূপ নহে।

"বলিল সুগ্রীব রাজা করিয়া আহ্বান।
বানর কটক ঝাট আন হনুমান্॥
হিমালয় সুমেরু মন্দর আদি করি'।
বিন্ধ্যাচল রৈবত উদয় অস্তগিরি॥
সর্ব্বত্র ঘোষণা দেহ আমার আজ্ঞায়।
যথা যে বানর থাকে আইসে ত্বরায়॥
পাঠাও হে দূতগণে দেশ-দেশান্তর।
দশ দিনমধ্যে যেন আইসে সত্বর॥
ইহাতে বিলম্ব যেই করিবে বানরে।
প্রহারিয়া আনিবে তাহারে চুলে ধ'রে॥
অন্যমত করিবে ইহাতে যেই জন।
আনিবে তাহারে করি নিগড়ে বন্ধন॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে আমার অধিকার।
কোথাও না থাকে যেন বানর-সঞ্চার॥
সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে।
কটক আনিতে চলে অতুল প্রতাপে॥
হনুমান্ বাহিরে হইয়া উপনীত।
ত্রিশ কোটি বানর পাঠায় চারি ভিত॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সত্বরেই অগণিত কপি-সৈন্য আসিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হইলে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ কপি-সৈন্য সহ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।

"With practised eye the king reviewed
The Vanars' countless multitude."
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XL.

শ্রীরাম বানর-সৈন্য করি নিরীক্ষণ।
সুগ্রীবের প্রতি হৈলা প্রীতিযুক্ত মন॥
সেই কালে কপিরাজ পদতলে তাঁ'র।
নিপতিত রহিলেন ঢালি দেহভার॥
মহাবীর রাম তাঁ'রে করি উত্তোলন।
বহুমানসহকারে কৈলা আলিঙ্গন॥

* * *

শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে সুগ্রীব ভূপতি।
নিরাসনে বসিলেন হরষিতমতি॥
তখন কহিলা রাম শুন মহারাজ।
সর্ব্বদা করেন যিনি ধর্ম্মমত কাজ॥
যথাকালে ধর্ম্ম-অর্থ-কামের মতেতে।
চলেন যে জন তিনি রাজা এ বিশ্বেতে॥
আর যে পামর ধর্ম্ম-অর্থ-সংগ্রহেতে।
উদাসীন থাকি শুধু মজয়ে কামেতে॥
বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত জন সমান সে জন।
পতিত হইলেই লাভ করয়ে চেতন॥
শক্রক্ষয় মিত্রবৃদ্ধি বিষয়ে যে জন।
অনুরাগী হয়ে ভুঞ্জে ত্রিবর্গ-সাধন॥
সে রাজাই ধার্ম্মিক জানিও অনুক্ষণ।

"নিষণ্ণং তং ততো দৃষ্ট্বা ক্ষিতৌ রামোঽব্রবীদ্বচঃ।
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ কালে যস্তু নিষেবতে ॥২০
বিভজ্য সততং বীর স রাজা হরিসত্তম।
হিত্বা ধর্ম্মং তথার্থঞ্চ কামং যস্তু নিষেবতে ॥২১
স বৃক্ষাগ্রে যথা সুপ্তঃ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে।
অমিত্রাণাং বধে যুক্তো মিত্রাণাং সংগ্রহে রতঃ ॥২২
ত্রিবর্গফলভোক্তা চ রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে।"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ৩৮শঃ সঃ।

যুদ্ধে উদ্যোগ এবে করিবার কাল ॥
উপস্থিত হইয়াছে শুন মহীপাল।
অতএব তুমি এবে মন্ত্রিগণ সনে।
পরামর্শ স্থির তা'র কর সযতনে ॥

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"If you are armed to do, sworn to do
Subscribe to your deep oaths and keep it too."
Shakespeare's Love's Labour Lost. Act I. Scene I.

সুগ্রীব বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—

"হরিয়াছ রাম মম বিপদসকল।
তোমার প্রসাদে মিতা সকল মঙ্গল ॥
বালীকে মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভার।
সত্যে বদ্ধ হইয়াছি ধারি তব ধার ॥
তোমার প্রসাদে পাইলাম রাজ্যখণ্ড।
সকল বানরগণে ধরে ছত্রদণ্ড ॥
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে।
উপলক্ষ থাকিব কেবল তব সনে ॥
যতেক বানর থাকে পৃথিবী উপরে।
যতেক বসতি করে পর্ব্বতশিখরে ॥
সে সকল আসিয়াছে আমার সংবাদে।
কোটি কোটি বৃন্দে বৃন্দে অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে ॥
দুরন্ত বানর সৈন্য না হয় গণণ।
ইহারা যে মনে করে কে করে লঙ্ঘন ॥
তিন কোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন।
প্রবেশিবে সর্ব্বত্র দুর্জ্জয় কপিগণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজন বিধাতার।
যেখানে থাকুক সীতা করিব উদ্ধার ॥

* * *

আমি ত বানর জাতি কি বলিতে পারি।
মিত্র বল আমারে সে দয়া আপনারি॥
যাবৎ না হয় প্রভু সীতা উদ্ধারণ।
তাবৎ আমার নাহি শয়ন-ভোজন॥
সীতারে আনিয়া দিলে তোমার গোচরে।
তবে ত করিব রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রামচন্দ্র সুগ্রীবের বাক্য শুনিয়া নিতান্ত প্রীত হইলেন।

এস্থলে রামচন্দ্রের ধর্ম্মপূর্ণ অনুরোধবাক্য ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রেরই উপযুক্ত। সুগ্রীবের বিনীত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বাক্যগুলিতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহার সুবুদ্ধি ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সম্পূর্ণ উদয় হইয়াছে। সুগ্রীব বিনীত, সত্যবাদী ও কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। সুগ্রীব শঠপ্রকৃতিসম্পন্ন ও অসত্যবাদী হইলে রামচন্দ্রের সাহায্য করিতে কখনই এত ব্যগ্র হইতেন না। সুগ্রীবের এ ব্যগ্রতা আন্তরিক, রাম-লক্ষ্মণ হইতে জীবনাশঙ্কা করিয়া এ ব্যগ্রতা উদ্ভব হয় নাই। সুগ্রীব দীর্ঘকাল দুঃখ-কষ্টের পর ভোগসুখে লিপ্ত থাকায় কিছুদিনের জন্য কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ দোষারোপ করা যায় না, কেন না তিনি পূর্ব্বেই সৈন্য-সংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র সুগ্রীবের প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"বুঝিলাম তুমি সখে প্রিয়ম্বদ অতি।
বুঝিলাম মিত্র প্রতি তব শুভ মতি॥
তোমারই বাহুবলে তস্কর রাবণে।
সমূলে নির্ম্মূল আমি করিব হে রণে॥"

৺ রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কপি-সৈন্যগণ সুগ্রীব ও রামচন্দ্র-সমীপে সমাগত হইল। সুগ্রীব তখন যূথপতিগণকে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন।

৪০—৪৩। সর্গ—সুগ্রীবকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে সীতা-অন্বেষণার্থ দূত-প্রেরণ।

"পৃথিবী যুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাশ।
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস॥
শ্রীরাম বলেন, মিতা! সৈন্য নানা দেশে।
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে॥
তুমি যদি জানকীর করহ উদ্ধার।
তবে ত আমার ঠাঁই সত্যে হও পার॥
শ্রীরামের ঠাই রাজা ল'য়ে অনুমতি।
নানাদিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি॥

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Away, away the Vanars sped
Like locusts o'er the land outspread."
Griffith's Ramayan, Book IV. Canto XLV.

৪৪। সর্গ—হনুমান্‌কে রামের অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় দান ও বিশেষ উপদেশ। হনুমানের নিকট শ্রীরামচন্দ্র জানকীর প্রত্যয়ের জন্য নিজ হস্তস্থিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন, অঙ্গুরীতে রাম-নাম অঙ্কিত ছিল। হনুমান্‌কে বিশেষ কার্য্যদক্ষ মনে করিয়াই রামচন্দ্র তাহার নিকট অভিজ্ঞানঅঙ্গুরীয় দিলেন।

৪৫। সর্গ—সকল বানরের প্রতি সুগ্রীবের আদেশ।

"সুগ্রীব রামের কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে।
কপিগণে কহিলেন সম্বোধি' সুভাষে॥
"বীরগণ! যেইরূপ করিনু আদেশ।
সেরূপে সন্ধান কর সীতার বিশেষ॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

৪৬। সর্গ—রামের নিকট সুগ্রীবের ভূমণ্ডল-বৃত্তান্ত-বর্ণন। বালীভয়ে সুগ্রীব কি প্রকার ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহাই সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বলিলেন। কপিগণের নিকট সুগ্রীব ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানের উল্লেখপূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই সব স্থানে সীতা-অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিলেন। তজ্জন্যই রামচন্দ্র সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থান তিনি কি প্রকারে অবগত হইলেন, তখন সুগ্রীব তাঁহার ভূমণ্ডল-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলিলেন। সুগ্রীববর্ণিত ভূমণ্ডলের স্থানের পরিচয় গ্রন্থের শেষভাগে সূচীপত্রে দেওয়া হইল।

৪৭-৫১। সর্গ—সীতার অন্বেষণ না পাইয়া বানরগণের প্রত্যাবর্ত্তন এবং

হনুমান্ প্রভৃতির ময়দানব-মায়া-বিমোহিত বিলের মধ্যে তপস্বিনীর সহিত সাক্ষাৎ।

৫২। সর্গ—তপস্বিনীর নিজ বৃত্তান্ত-বর্ণন ও হনুমানাদির বিল-নিষ্ক্রমণ।

৫৩-৫৫। সর্গ—সীতার অন্বেষণ না পাইয়া অঙ্গদাদির প্রায়োপবেশন।

এই কয় সর্গে উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা কিছু নাই। কপিগণ দিগ্দিগন্তরে সীতার অন্বেষণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইল। তৎপর হনুমানাদির ময়দানব-বিমোহিত বিলের মধ্যে এক তপস্বিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাঁহার নিকট আহার্য্য পাইয়া তাহারা শ্রান্তি দূর করিল, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সেকালে অনেক রমণীও তপশ্চর্য্যায় জীবনযাপন করিতেন। এই তপস্বিনীর অদ্ভুত ক্ষমতারও পরিচয় এস্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কপিগণ পথভ্রান্তির পর এই প্রভাবশালিনী তপস্বিনীর উপদেশানুযায়ী কিছুকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকার পর, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইল যে, তাহারা তপস্বিনীর অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে পূর্ব্বপরিচিত স্থলে উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ ঘটনা অসম্ভব মনে করিবার কোনই কারণ নাই।

বাল্মীকি কোনও স্থলে হনুমান্কে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অঙ্গদ কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহারও বর্ণনা একস্থলে এইরূপ আছে—

"বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্ব্বলসমন্বিতম।
চতুর্দ্দশগুণং মেনে হনুমান্ বালিনঃ সুতম্ ॥২
আপূর্য্যমাণং শশ্বচ্চ তেজোবলপরাক্রমৈঃ।
শশিনং শুক্লপক্ষাদৌ বর্দ্ধমানমিব শ্রিয়া ॥৩
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশঃ পিতুঃ।
শুশ্রূষমাণং তারস্য শুক্রস্যেব পুরন্দরম্ ॥৪
ভর্ত্তুরর্থে পরিশ্রান্তং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অভিসংধাতুমারেভে হনুমানাঙ্গদং ততঃ ॥৫

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ৫৪শঃ সঃ

এই সময় অঙ্গদ সুগ্রীব চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া তীব্রবাক্যে তাঁহার নিন্দা করায় ধার্ম্মিক হনুমান্ যুক্তিপূর্ণবাক্যে সুগ্রীবচরিত্র সমর্থন করিয়াছিলেন। যথা—

"কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীব রাজন।
ব্রত-নিষ্ঠ ধর্ম্মশীল সত্য-পরায়ণ॥" ৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তুমি রাজ্য চাহিলে তিনি আহ্লাদের সহিত—তোমাকে বধ করা দূরে থাকুক, রাজত্বও দিবেন।

"অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিযুক্ত চতুর্দ্দশ।
গুণযুক্ত সামাদিপ্রয়োগে সুমানস॥
জ্ঞানে বৃহস্পতি তিনি বিক্রমে জনক।
বালীরই অনুরূপ নিরত সম্যক্॥
শুক্রের মন্ত্রণা যথা শুনেন বাসব।
তাহার মন্ত্রণা তথা কপিকুলর্ষভ॥
অঙ্গদ শুনি'ছে; তাঁ'র তেজ বীর্য্যবল।
শুক্লপক্ষ চন্দ্র সম অতীব উজ্জ্বল॥
সুগ্রীবের কার্য্য তিনি করিতে সাধন।
পরিশ্রান্ত হ'য়েছেন, আকুল জীবন॥
সর্ব্বশাস্ত্র-বিচক্ষণ বীর হনুমান্।
অঙ্গদের ভাব দেখি' বুঝিলা সন্ধান॥"
৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

৫৬-৬৩। সর্গ—বানরদিগের সম্পাতি পক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ ও তন্মুখে সীতার সন্ধানপ্রাপ্তি এবং তৎকর্তৃক ইন্দ্রসূর্য্য-বিজয়বৃত্তান্ত ও সম্পাতির পুনরায় পক্ষোদয়।

"গরুড়ের সন্তান বিক্রান্ত পক্ষী জাতি।
বৈসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরে সম্পাতি॥
বানর কটক মাথা তুলি' ঊর্দ্ধে দেখে।
অনুমান করে এই খাইবে সবাকে॥
অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনুমান্।
আমার বচন তুমি কর অনুমান॥
সীতার উদ্দেশে আইলাম সর্ব্বজন।
সীতা বলি হারাইব বিদেশে জীবন॥
কোন জন না করিল শ্রীরামের কাজ।
সীতা লাগি' মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ॥
প্রাণ দিল পক্ষিরাজ করিয়া সমর।
অনায়াসে স্বর্গে গেল গরুড় কোঙর॥
রাম-বনবাস হেতু সীতার হরণ।
সীতা লাগি' বিদেশেতে মরে কপিগণ॥
সম্পাতি বলে কে জটায়ুর মৃত্যু কহে।
সোদরের মৃত্যু শুনি মোর প্রাণ দহে॥
বিধির বিপাকে পাখা পুড়িয়া বিনাশে।
উড়িয়া যাইতে নারি তোমাদের পাশে॥
তোমাদের মুখে শুনি জটায়ু-বিনাশ।
আজি শোকে হইলাম নিতান্ত নিরাশ॥

কপিগণ বলে পক্ষী বড়ই সেয়ান।
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ॥
নড়িতে চড়িতে নারে জরাতে দুর্ব্বল।
সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি ছল॥
হনুমান্ বলে ভাই অবশ্য মরণ।
এ বৃদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ॥
হনুর বচনে সবে দিল অনুমতি।
আনিলেক ধরাধরি করিয়া সম্পাতি॥
পক্ষিরাজে বসাইল বানরসমাজ।
যোড় হাতে কহিল অঙ্গদ যুবরাজ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

অঙ্গদ রাম-বনবাস, সীতাহরণ ও জটায়ুর মৃত্যু ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ সম্পাতির নিকটে বলিলেন। সম্পাতি ভ্রাতা জটায়ুর শোকে অনেক কাঁদিয়া আত্ম-বিবরণ বলিলেন এবং কি প্রকারে সূর্য্যোত্তাপে তাঁহার পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন। তিনি তাহার পুত্র সুপার্শ্বের নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন যে, লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গিয়াছেন। তাহাও কপিগণকে তিনি জানাইলেন। যাহা হউক, ইতোমধ্যে সম্পাতির পুনরায় পক্ষোদয় হইলে সে তাহার স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

৬৪। সমুদ্র-তীরে বানরগণের গমন ও তদ্দর্শনে সকলের ভয়।

৬৫। সর্গ—বানরগণের নিজ নিজ শক্তি ও পরাক্রম-বর্ণন।

৬৬। সর্গ—জাম্বুবান্‌কর্ত্তৃক হনুমানের জন্ম-বৃত্তান্ত ও পরাক্রম-বর্ণন।

৬৭। সর্গ—হনুমানের দেহবৃদ্ধি ও সাগরপার জন্য মহেন্দ্রপর্ব্বত-আরোহণ।

"পিতাপুত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ॥
তমোময় দেখা যায় গগনমণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল তুলে সাগরের জল॥
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥
এক এক জলজন্তু পর্ব্বতপ্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান॥
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
অঙ্গদ সবারে তখন দিলেন আশ্বাস॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Shouts of triumphant joy outrang,
As to their feet the Vanars sprang;

And, on the mighty task intent,
Swift to the sea their steps they bent.
They stood and gazed upon the deep,
Whose billows with a roar and leap
On the sea banks were wildy hurled,—
The mirror of the mighty world.
There on the strand the Vanars stayed
And with sad eyes the deep surveyed.
Here, as in play, his billows rose,
And there he slumbered in repose.
Here leapt the boisterous waters, high
As mountains, menacing the sky,
And wild infernal forms between
The ridges of the waves were seen ;
They saw the billows rave and swell,
And their sad spirits sank and fell ;
For ocean in their deep despair
Seemed boundless as the fields of air.
Then noble Angad spake to cheer
The Vanars and dispel their fear :
'Faint not : despair should never find
Admittance to a noble mind.
Despair, a serpent's mortal bite,
Benumbs the hero's power and might".

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto LXIV.

"অঙ্গদ বলেন কেন করিছ বিষাদ।
কোন বীর লইবে হে রাজার প্রসাদ॥
কোন বীর সুগ্রীবে করিবে সত্যে পার।
কোন বীর করিবে রামের উপকার॥
কোন বীর করিবে জাতির অব্যাহতি।
সীতা অন্বেষিয়া আজি রাখহ খেয়াতি॥
অঙ্গদের বচন লঙ্ঘিতে কেহ নারে।
আপন বিক্রম সব কহে ধীরে ধীরে॥
গয় নামে সেনাপতি যমের নন্দন।
সেই বলে ডিঙ্গাইব হে দশ যোজন॥
গবাক্ষ বানর বলে তার সহোদর।
পারি কুড়ি যোজন লঙ্ঘিতে এ সাগর॥

শরভ নামেতে বলে সেনা একজন।
সাগর লঙ্ঘিতে পারি চল্লিশ যোজন॥
মহেন্দ্র বানর বলে সুষেণ-কোঙর।
লঙ্ঘিবারে পারি ষাটি যোজন সাগর॥
দেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে এই সার।
সত্তর যোজন লঙ্ঘি আমি পারাবার॥
পুত্র বিশ্বকর্ম্মার বলিছে মহাবীর।
অশীতি যোজন লঙ্ঘি সাগর গভীর॥
অগ্নিপুত্র কপি বলে বীর অবতার।
নবতি যোজন লঙ্ঘি সাগর পাথার॥
তারক বানর বলে রাজার ভাণ্ডারী।
ত্রিনবতি যোজন যে লঙ্ঘিবারে পারি॥
ব্রহ্মপুত্র ভল্লুক অতীব বুদ্ধিমান্।
হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্বুবান্॥

* * *

পূর্ব্বে যেই শক্তি ছিল টুটিল এখন।
তথাপি লঙ্ঘিব পঞ্চনবতি যোজন॥
লঙ্ঘিলে যোজনশত সিদ্ধ হয় কাজ।
বাকি পাঁচ যোজন পাঁচ ভাবি বড় লাজ॥
এত যদি বলিলেন মন্ত্রি জাম্বুবান্।
অভিমানে জ্বলে মহাবীর হনুমান্॥
কহেন অঙ্গদ বীর অঙ্গ কোপে জ্বলে।
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে॥
এক লাফ দিয়া আমি পড়ি গিয়া লঙ্কা।
যদি না আসিতে পারি তাহে করি শঙ্কা॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তখন জাম্বুবান অঙ্গদকে বলিলেন—

"রাজা হয়ে কেন হে করিবে এ শ্রম।
তুমি গেলে কটকের না রবে নিয়ম॥
তুমি কটকের মূল, মোরা সবে ডাল।
সে মূল থাকিলে ফল হয় সর্ব্বকাল॥

* * * *

সকল বানর তব ঘরের সেবক।
সকলে হইবে তব কার্য্যের সাধক॥
বসি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ্।
সেবক হইতে তব সিদ্ধ হবে কাজ॥

* * * *

জাম্বুবান্ বলে, ছাড় জঞ্জাল বচন।
যে সাগর লঙ্ঘিবে তা' করহ শ্রবণ॥
অভিমানে মৌনভাবে বীর হনুমান্।
কটকের মধ্যে আছে মকুলপ্রমাণ॥
কটকেতে হনুমানে কেহ নাহি দেখে।
জাম্বুবান্ কহিতেছে দেখিয়া তাহাকে॥
কার মুখ চাহ তুমি বীর হনুমান্।
আমার বচন বাছা কর অবধান॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তৎপর জাম্বুবান্ হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত বলিয়া জন্মাবধিই যে হনুমান্ বিশেষ পরাক্রমশালী তাহা বলিলেন।

"যৌবন কালেতে আমি ছিলাম প্রবল।
তিনবার প্রদক্ষিণ করি ভূমণ্ডল॥
বৃদ্ধকালে বলহীন নিকট মরণ।
আপনারে নাহি পারি করিতে পালন॥
যাহার বিক্রমে সবে করেন ভরসা।
তাহার জীবন ধন্য বিক্রম প্রশংসা॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইস হনুমান্।
চিন্তিত বানর সব কর পরিত্রাণ॥
পৌরুষ প্রকাশ কর সাগর লঙ্ঘিয়া।
শ্রীরামেরে তুষ্ট কর সীতা উদ্ধারিয়া॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

যাহা হউক, সর্ব্বসম্মতিক্রমে হনুমান্ সাগর পার হইয়া সীতার অনুসন্ধানার্থ লঙ্কায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন। হনুমান্ তৎপর লম্ফপ্রদান করিয়া সাগর পার হইবার জন্য মহেন্দ্রপর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিলেন।

"Then sprang the Wind-Gods son, the best
Of Vanars, on Mahendra's crest,
And the great mountain rocked and swayed
By that unusual weight dismayed,
As reels an elephant beneath
The lion's spring and rending teeth.
The shady wood that crowned him shook,
The trembling birds the boughs forsook,
And ape and pard and lion fled
From brake and lair disquited.

Griffith's Ramayan, Book IV. Canto LXVII.

এই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের শেষভাগে অঙ্গদের চরিত্র কিছু পরিস্ফুট হইয়াছে। অঙ্গদ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও সুবিবেচক, সীতা-অন্বেষণ ও সীতা-উদ্ধার যে একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা তিনি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি সীতার অনুসন্ধান না করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিবেন না দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। এবং নিজে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

হনুমান্ জাম্বুবানের বাক্যে বীরমদে মাতিয়া উঠিল এবং সকলকে অভয়বাণী দিল। হনুমান্ একজন প্রবল পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ কর্ম্মবীর ছিলেন। তেজে

তাঁহার আয়তন যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। শরীরে যখন তেজোভাব বা বীরভাব আবির্ভূত হয়, তখন সকলেরই দেহায়তন একটু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও স্ফীত হইয়া থাকে। হনুমানেরও তাহাই হইল।

> "He spoke: the younger chieftain heard,
> His soul to vigorous effort stirred,
> And stood before their joyous eyes
> Dilated in gigantic size."
>
> Griffith's Ramayan, Book IV. Canto LXVI.

এই ৬৭ সর্গে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পরিসমাপ্ত হইল। কবি কালিদাস অতি-সংক্ষেপে চারিটি শ্লোকে এই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতাসম্পর্কেও তিনি লিখিয়াছেন যে, সমদুঃখশালী সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতাবন্ধন হইল। যথা—

> মুমুচ্ছ´ সখ্যং রামস্য সমানব্যসনে হরৌ।৫৭
>
> রঘুবংশ দ্বাদশ সর্গঃ॥

কপিগণের সীতা-অন্বেষণ তিনি একটি শ্লোকে সুন্দর কবিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

> ইতস্ততশ্চ বৈদেহিমন্বেষ্টুং ভর্ত্তৃচোদিতাঃ
> কপয়শ্চেরুরার্ত্তস্য রামস্যেব মনোরথাঃ॥৫৯
>
> রঘুবংশ দ্বাদশ সর্গঃ

"কপীন্দ্র সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রেরিত কপিগণ বিয়োগ-ক্লিষ্ট রামচন্দ্রের মনোরথের ন্যায় মৈথিলীকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল।"

এই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রধান ঘটনা রামচন্দ্রের সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা ও তাহার মুখ্য পরিণামফল বালীবধ এবং সুগ্রীবের রাজত্ব-গ্রহণ, কপিসৈন্য-সংগ্রহ, সীতা-অন্বেষণ ও সীতার অনুসন্ধান প্রাপ্তি। এই সব ঘটনা পূর্ব্বে রামায়ণের যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহারই পরিণামফল। বিশ্বামিত্রের শিক্ষা ও দীক্ষাগুণেই রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতে কোন দ্বিধাবোধ করিলেন না। অনন্যা

কপিজাতি বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিলেন না। মহাতপা সিদ্ধ-মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের শিক্ষাগুণে রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন, রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজনে রামবনবাস, রামবনবাসের পর শূর্পণখার নাসা ও কর্ণ-চ্ছেদ এবং সীতাহরণ ও সীতাহরণ প্রযুক্তই সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা। সীতাহরণ না হইলে রামচন্দ্র ঘূরিয়া ঘূরিয়া খুজিয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতে যাইতেন কি না সন্দেহ। সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা না হইলে কপি-সৈন্য সংগ্রহও হইত না সম্ভবতঃ সীতার সংবাদও পাওয়া যাইত না, সুতরাং সিদ্ধ-মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের শিক্ষাই রামায়ণের প্রত্যেক প্রধান ঘটনার আদি ও মূল কারণ।

এই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কয়েকটি নূতন চরিত্রের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ;—বালী, সুগ্রীব, তারাদেবী, অঙ্গদ ও হনুমান্ এই কয়েকটি চরিত্রই প্রধান। যথাস্থানে তাহাদের চরিত্রেরও যথাসাধ্য কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। টেইলর সাহেবের মতেও বোধ হয় যে, রামায়ণের উল্লিখিত কপিগণ অসভ্য অনার্য্য-জাতীয় ছিল, তাহারা প্রকৃত বানর ছিল না।

"The Jaitwar of Rajputna, a tribe politically reckoned as Rajputs, nevertheless trace their descent from the monkey-god Hanuman, and confirm it by alleging that their princes still bear its evidence in a tail-like prolongation of the spine ; a tradition which has probably a real enthnological meaning, pointing out the Jaitwas as of non-Aryan race."

Tylor's Primitive Culture, Vol. 1. P. 341.

রামায়ণের ঐশ্বর্য্য অযোধ্যা, পর্ব্বত ও অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য, সমুদ্র ও লঙ্কারাজ্য। এ পর্য্যন্ত প্রথমোক্ত তিন বিষয়ের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ইহার পর সমুদ্র ও লঙ্কার বিবরণ বিবৃত হইবে। অযোধ্যাকাণ্ডে প্রধান বর্ণিত বিষয় অযোধ্যার সমৃদ্ধি, আর্য্য-সভ্যতা এবং রীতি-নীতি। এই কাণ্ড হইতেই রামায়ণ-বর্ণিত প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান আর্য্যগণের চরিত্রের বিকাশ আরম্ভ। এই কাণ্ডে কেহ কেহ কোন কোন সময়ে হর্ষোৎফুল্ল, কেহ ঈর্ষাবিদগ্ধ, কেহ শোকাকুল, কেহ রাজ্যলোলুপ, কেহ রাজত্বগ্রহণে অনিচ্ছুক, কেবলমাত্র রামচন্দ্র আদর্শ-

ধর্ম্মনীতি ও কর্ত্তব্যের জীবন্তবিগ্রহরূপে অটলভাবে বিরাজমান। বিশ্ববাসী প্রায় সকলেই তাঁহার জন্য শোকাকুল ও ক্ষিপ্ত, কিন্তু তজ্জন্য তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেও নিজের জন্য ক্লিষ্ট নহেন। তাঁহার দেবোপম উজ্জ্বলমূর্ত্তি যেন কোন উন্নত শৈল-শৃঙ্গের ন্যায় সকলের ঊর্দ্ধে উঠিয়া গগন স্পর্শ করিয়া অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোন শোকপূর্ণ অনুরোধবাক্য, জ্ঞানগর্ভ যুক্তি বা চার্ব্বাক-নীতির কূট তর্কে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না, তিনি অবিচলিত ভাবে সকলকে আদর্শ ধর্ম্মনীতি ও কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করিতেছেন। রামায়ণ প্রধানতঃ কি শিক্ষা দেয়? আদর্শ ধর্ম্মনীতি পালন করা কর্ত্তব্য। ইহা অযোধ্যাকাণ্ডের প্রায় পত্রে পত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

রামায়ণে ভক্তির আলোচনা দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারের ভক্তির আদর্শ জীবন্ত-বিগ্রহ বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা মহাকবির অতুলনীয় কৃতিত্ব। ভগবৎভক্তি ও সত্যধর্ম্মে আসক্তি দেখিতে চাও, রাজা দশরথ, রাম-চন্দ্র, ভরত-কৌশল্যা, সুমিত্রা প্রভৃতিকে দেখ, আদর্শ পিতৃমাতৃভক্তি দেখিতে চাও রামচন্দ্রকে দেখ, আদর্শ ভ্রাতৃভক্তি দেখিতে চাও লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নকে দেখ। আদর্শ পতিভক্তি দেখিতে চাও, সুমিত্রা, কৌশল্যা ও সীতাদেবীকে দেখ। কৌশল্যা বা সীতাদেবী কখনও কখনও শোকদুঃখের আবেগে স্বীয় স্বীয় স্বামীর প্রতি কটুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু দিব্যজ্ঞানসম্পন্না আদর্শ নারী সুমিত্রাদেবী স্বামী দশরথ সম্বন্ধে কটুভাষা কখনও প্রয়োগ করেন নাই। আদর্শ প্রভুভক্তি দেখিতে চাও, সুমন্ত্র, গুহক প্রভৃতিকে দেখ। জ্ঞানভক্তির সমা-বেশ দেখিতে চাও, ভরদ্বাজবশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিঋষিগণকে দেখ দৃঢ়-ভক্তিপূর্ণ সাধ-নার চরমোৎকর্ষ দেখিতে চাও মহামুনি সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রকে দেখ, ভক্তি-পূর্ণ, অতুলনীয় কবিত্বের নিদর্শন দেখিতে চাও, স্বয়ং মহাকবি বাল্মীকিকে দেখ। রামায়ণের কাণ্ডে কাণ্ডে, অধ্যায়ে অধ্যায়ে, পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, শব্দে শব্দে, অক্ষরে অক্ষরে মহাকবির কবিত্ব প্রতিভাত। অপরপক্ষে ভক্তির কুটিল হিংসা ও ঈর্ষ্যাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে চাও মন্থরা ও কৈকেয়ীকে দেখ। দিব্য ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন পরাক্রমপূর্ণ ভক্তি দেখিতে চাও, বীরবর হনুমানকে দেখ। ভক্তিপূর্ণ আদর্শ

সখ্য দেখিতে চাও, গুহ ও সুগ্রীবকে দেখ। ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচারী দুর্দ্দান্তমূর্ত্তি দেখিতে চাও, বালী ও রাবণ প্রভৃতিকে দেখ। সরল ভক্তিপূর্ণ ধর্ম্ম দেখিতে চাও, ধার্ম্মিক বিভীষণকে দেখ। পতিভক্তিপূর্ণ সতীত্ব দেখিতে চাও, তারা ও মন্দোদরীকে দেখ। অবিচলিত পিতৃভক্তি দেখিতে চাও, বীরবর ইন্দ্রজিৎকে দেখ। দৃঢ়-ভ্রাতৃভক্তি দেখিতে চাও পরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণকে দেখ। প্রভুর আদেশ পালননিরত ভক্তি দেখিতে চাও, অঙ্গদকে দেখ। প্রকৃতির হিংসা ও ঈর্ষ্যাময়ী স্বেচ্ছাচারিণী কামুকিনীমূর্ত্তি দেখিতে চাও, শূর্পণখাকে দেখ। এইরূপ সর্ব্বপ্রকারের ভক্তির নিদর্শনই রামায়ণে সুন্দররূপে প্রতিভাত।

রামায়ণের ধর্ম্মনীতির প্রধান লক্ষ্য নিষ্কাম কর্ম্ম ও ধর্ম্মানুসরণ। ইহা অযোধ্যাকাণ্ড হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিশেষ বিস্তৃত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন হয় নাই, কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মানুসরণ দ্বারাই বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাও মহাকবির অতুলনীয় কৃতিত্ব। ধর্ম্মবীর রামচন্দ্র ইহার উজ্জ্বল প্রথম বিগ্রহ, দ্বিতীয় বিগ্রহ লক্ষ্মণ, তৃতীয় বিগ্রহ ভরত, চতুর্থ উজ্জ্বল বিগ্রহ বীরবর হনুমান্ এবং পঞ্চম বিগ্রহ ধার্ম্মিক বিভীষণ (পরে দ্রষ্টব্য)। এই ধর্ম্মনীতিই পরে বিশেষ বিস্তৃত ভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাল্মীকি আধ্যাত্ম জগতের বা অন্তর্জগতের গূঢ় সত্য বাহ্য আকারে বা অবয়বে মূর্ত্তিমান্ করিয়া দেখাইয়াছেন।

অরণ্যকাণ্ডে বিশেষতঃ বনপ্রদেশের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বাল্মীকির বনপ্রদেশ বড়ই সুখশান্তিকর স্থান। জনসমাজ ও কোলাহলপূর্ণ নগর অপেক্ষা যেন মৃগপক্ষিসমাকুল দেবতুল্য মুনিঋষিগণ নিসেবিত অরণ্যপ্রদেশ অধিক সুখ শান্তিকর। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে প্রবেশ করিলে মনে হয় আমরা যেন রামলক্ষ্মণাদি সহ যথার্থ কোন মনোহারী অরণ্য মধ্যে মনের সুখে বিচরণ করিতেছি। মহাকবি তাঁহার অতুলনীয় লেখনীতে বনের নানাবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি এক এক স্থলে তুলিকাহস্তে যেন প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্য অতিনিপুণতার সহিত চিত্রণ করিয়া গিয়াছেন। কোথাও তালতমালবেষ্টিত অরণ্যানী ঘনচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত, গুল্মে গুল্মে,

পাতায় পাতায়, লতায় লতায় জড়িত এবং হিংস্র ও অহিংস্র বনজন্তুতে নিনাদিত। কোথাও ভূধরনির্গত তরঙ্গিণীর তরঙ্গপূর্ণ খরস্রোতে বনপুষ্প লতাপাতা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, কোথাও প্রস্ফুটিত কমল-বনশোভিত সরোবরে জলচর পক্ষিগণ শোভাবর্দ্ধন করিয়া বিহার করিতেছে। কোথাও কলনাদী বিহঙ্গমগণের সুমধুর কলকণ্ঠে বা পক্ষাপ্সরের মধুর সঙ্গীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতেছে। কোথাও মুনিগণের মনোহর নিকুঞ্জশোভিত আশ্রমপদে মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং কোথাও বা হোমাগ্নিধূম উত্থিত হইয়া গগণ ব্যাপ্ত করিতেছে ও উচ্চনাদে বেদগান মুখরিত হইতেছে। কোথাও গগণস্পর্শিণী শৈলমালার অতুলনীয় শোভা ভগবৎবিভূতি প্রকাশ করিতেছে, কোথাও কলকলনাদিনী স্রোতস্বিনীর কলকল নাদে ভগবদ্ভক্তি উদ্রেক করিতেছে এবং কোথাও সমীরণসঞ্চালিত বেণুবন বংশীধ্বনি করিয়া ভগবদ্গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। পার্ব্বত্য প্রদেশ কোথাও অশোকবন, নিকুঞ্জবন বা সুন্দর ওষধিমালায় শোভিত, কোথাও বৃহৎ বট অশ্বত্থাদির ভীষণ মূর্ত্তিতে ভীতি সঞ্চারিত, কোথাও অন্যান্য বৃহৎ বৃক্ষচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত এবং লতাগুল্মজড়িত নানাবিধ সুগন্ধি কুসুমে কুসুমিত। নির্ম্মলমূর্ত্তি সীতাদেবী কোথাও সুগন্ধি বনপুষ্প চয়ন করিয়া পৃষ্ঠদেশবিলম্বিত নিবিড় কৃষ্ণবেণী সংবদ্ধ করিতেছেন, কোথাও বন-দেশের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আনন্দিত মনে যাইতেছেন এবং কোথাও ক্লান্ত হৃদয়ে জটিল বন প্রদেশের কুটিল পথপর্য্যটনে যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। কোথাও বনলতা বৃক্ষ বৃক্ষান্তরে উঠিয়া বনশোভা বর্দ্ধন করিতেছে, কোথাও বা বল্লরীবাহু যেন সীতাদেবীকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই প্রসারিত হইয়াছে। কোথাও বনপুষ্প শোভিত উচ্চ বৃক্ষ রামচন্দ্রের মস্তকোপরি সুগন্ধি কুসুম বর্ষণ করিতেছে এবং কোথাও পবনান্দোলিত আনমিত দীর্ঘ বৃক্ষশাখা লক্ষ্মণের সুদীর্ঘ বাহু স্পর্শ করিয়া যেন তাহার ভুজবল পরীক্ষা করিতেছে। বাল্মীকির এইরূপ অতুলনীয় প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনার আভাস যথা স্থানে যথা-সাধ্য সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বনবাসে সীতার অপরিমেয় সুখ ছিল এবং শান্তিপূর্ণ বনাশ্রমে সীতার প্রেমলীলাময় সহবাসে রামচন্দ্র বিশেষ সুখ শান্তিতে

কালাতিপাত করিয়াছিলেন। সীতার চিত্ত বনবাসে বনবল্লরীর ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং বনসমীরের মৃদুহিল্লোলে নাচিতে খেলিতেই ভাল বাসিত, ইহা তাঁহার জনকালয়ের শৈশবকাল হইতেই অভ্যস্ত ছিল।

"ত্বয়া সহ নিবৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিষু।"

ইত্যাদি রূপ যে সীতাদেবী রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন, ইহা হইতে ভবভূতি মনে করেন, সীতার এই প্রকারের সব উক্তি কেবল তাঁহার অপরিমিত ঐকান্তিক স্বামী-প্রেমের পরিচায়ক; কিন্তু কেবল তাহাই নহে, সীতা জনক ঋষির কন্যা, শৈশবকাল হইতেই তিনি প্রকৃতির অতুল শোভায় শোভান্বিত বনরাশির অতুলনীয় শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নগরে বাস অপেক্ষা বনে বাস শৈশবকাল হইতেই অধিক সুখকর ও মনোহারী মনে করিতেন, সুতরাং সীতা-দেবীর ঐ সব উক্তি বনবাসপ্রিয়তারই অধিক পরিচায়ক। তাঁহার চিরআনন্দদায়ক প্রকৃতির নিকুঞ্জবন ঐকান্তিক স্বামিপ্রেম ও স্বামিসহবাস সুখ বর্দ্ধিত করিবে ইহাই বোধ হয় সীতাদেবীর মনোগত ভাব। বনবাসপ্রিয়তাই সীতাদেবীর প্রকৃতির এক উপাদান, ইহা শৈশবকাল হইতেই তাঁহার প্রকৃতিতে সঞ্জাত হইয়াছিল।

এই জন্যই তাঁহার বনবাসকালে তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিয়াছিলেন, "আর্য্য-পুত্র! ফলমূলভোজী মুনিঋষিদিগের পবিত্র আশ্রম দর্শন করিতে এবং অন্ততঃ তথায় এক রাত্রি বাস করিতে আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়।" সীতা প্রকৃত বনদেবী, প্রকৃতির স্বাভাবিক আদর্শ সরল ছবি, তাঁহার ভিতর নগরের জন-সমাজের কোন আবিলতা নাই। এই জন্যই মহাকবি বাল্মীকি অতি কৃতিত্বের সহিত সীতাচরিত্র ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে বনে বনেই রাখিয়াছেন। লঙ্কায় অশোক বনে, অযোধ্যায় ও পরে অশোক উপবনে রাখিয়াছেন। ইহাতে রাবণ ও রামচন্দ্র উভয়েরই বিশেষ বুদ্ধিপ্রাখর্য্যও প্রকাশ করা হইয়াছে। উভয়েই সীতাদেবীকে বিশেষ রূপ চিনিয়া ছিলেন। রাবণ যখন দেখিলেন যে ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে সীতাদেবী কিছুতেই ভুলিলেন না, তখন বুঝিলেন, সীতাদেবী বনদেবী, —বনের প্রকৃত সরলছবি, সেজন্যই অশোকবনের প্রাকৃতিক অতুল শোভা-সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মুগ্ধ করিবার আশায় তাঁহাকে তথায় রাখিয়াছিলেন।

সেকালে বনবাস বড়ই সুখশান্তিকর ছিল। মুনিঋষিগণ বনবাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা লোকালয়ের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য একেবারে ভাল বোধ করিতেন না। তাঁহাদের শান্তি-পূর্ণ বনাশ্রম হিংসাদ্বেষবিবর্জ্জিত ছিল। সকলেই সদ্ভাবে বনে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত। এমন কি, বন্য পশুগণও হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঋষিগণ সঙ্গে একত্রে সদ্ভাবে বিচরণ করিত। অহিংসুক মুনিঋষি-গণও কদাপি তাহাদিগকে হিংসা করিতেন না, তাহারাও প্রশান্তচিত্ত মুনিঋষিগণকে বিদ্বেষ বা সঙ্কুচিত ভাবে দর্শন করিত না। কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, এখন সে প্রাচীন দেবতুল্য ঋষিসমাজও নাই, স্বর্গসুখকর বনবাসের সেইরূপ পরমানন্দদায়ক সুখশান্তিও নাই, আছে কেবল তাহাদের পবিত্র সুখকর স্মৃতি।

অরণ্যকাণ্ডে ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যের বিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বাল্মীকির বন, অরণ্য, পর্ব্বত, গুহা, সরোবর, নদী, হ্রদ, তড়াগ, উদ্যান, বর্ষা, শরৎ বসন্তাদি ঋতু প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের প্রাকৃতিক ছবি ও দৃশ্যের বর্ণনা বড়ই মনোহর ও অতুলনীয়, যেন তুলিকাহস্তে তিনি অবিকল চিত্রণ করিয়াছেন।

"Powerful and sublime as Valmiki is in the delineation of ideal human characters and the development of pathos, he is unsurpassed by any Sanskrit poet in the description of natural scenery. The six seasons of India have been most eloquently described by Valmiki in the several books of his poem.'

Vaidaya's Riddle of the Ramayan.

এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কবিগণও কতকটা বাল্মীকির অনুরূপ। মহাকবি বাল্মীকি অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই সব অপ্রাসঙ্গিক স্বভাবচিত্র কি জন্য বর্ণনা করিয়াছেন, কেবল কি মহাকাব্যের অঙ্গ বলিয়া কবিত্ব-প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি এইরূপ করিয়াছেন? না—কেবল তাহাই নহে। ইহার

বিশেষ তাৎপর্য্য ও নিগূঢ় অর্থ আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের বিভূতি-প্রদর্শন জন্য, ভগবৎ-প্রেম ও প্রীতি বর্দ্ধনজন্য এবং ভগবদ্ভক্তি উদ্রেকজন্য তিনি এইরূপ করিয়াছেন।

"The Indoo Aryans were all along pantheistic, identifying the world with God and God with the world. They were also heinotheistic as Prof. Maxmuller puts it, indentifying every God with the rest and the Supreme and one God !"

Vaidaya's Epic India.

মহাকবি কোন কোন স্থলে এই সব বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যে ভগবদ্ভক্তির স্বভাবতঃ উদ্রেক হইলেও রামচন্দ্রের তাহা হইল না; রামচন্দ্রের তখন অস্বাভাবিক অবস্থা, ভগবদ্ভক্তি অপেক্ষা তখন সীতার আসক্তি প্রবল ইহাও মহাকবির সেই সেই স্থলের এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকৃতি বর্ণনার উদ্দেশ্য।

অরণ্যকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতেই প্রধানতঃ অসভ্য অনার্য্যদিগের বিবরণ আরম্ভ হইয়াছে।

"The Vidyadhars were probably a race of jugglers like the jugglers of the modern day. The Apsaras and the gandharbas were undoubtedly the ancestors of those hill tribes still to be found on the southern slopes of the Himalayas, who are distinguished for their beauty of form and sweetness of voice and who are still characterised by morality of the lowest kind. The Kinnars were an allied race with horselike faces noted for the great love which existed between the maried pair so much so that the love of a Kinnari has constantly been taken by Sanskrit poets as the standard for camparison. The Guhyakas (গুহ্যকাঃ) were most probably a race of gold-diggers now extinct and in later literature they were supposed to be the guardians of wealth. All those including the Siddhas (সিদ্ধাঃ)

are now looked upon as good spirits and their home is in the north towards the Himalayas. Probably they were all Himalayan hill-tribes and did not oppose or come into conflict with the Aryans in their advance.

The Bhutas (ভূতাঃ) were none but a race of timid barbarians who moved about at night and hid themselves during the day. They have been transformed into Goblins and Ghosts. Though now extinct in India such premitive races are still to be met with elsewhere. The Pishachas are the forefathers of the modern Aghoris who eat the flesh of dead human beings. The loath-some practice of feeding upon the dead bodies of human beings characterises some hill-tribes still extant in Australia and America and it is no wonder that there might have been some races in India too in bygone days. In later mythology the Pischachas were believed to be the ghosts who frequent the burial grounds and feed upon human corpses. Still more dreadful were the Rakshasas who fed on living as well as on dead human beings.

... ...

It is easy to recognise in the serpents (নাগ), the monkeys and the beast, human races that bore these names either owing to some fancied resemblance in face to these animals or owing to having worshipped them."

Vadaya's Riddle of the Ramayan.

ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্যগণের সংঘর্ষ হইতেই রামায়ণের বর্ণিত ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে। মহামুনি সিদ্ধ-মহাপুরুষ যে ইহার মূলকারণ তাহা যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

"Vishamitra's Siddhasrama was situate on the southern bank of the Ganges and is described by him to be situated in the same place where Vaman performed his austerities. The Aryans thus appears to have entered the south from

the north-east through Orissa and by the eastern coast. But this way was too circuitous and unhealthy. It was therefore extremely desirable to cross the mountain regions of the Vindhya range which offered for some time a great and unsolveable difficulty. The credit of overcoming it was reserved for Agastya who was undoubtedly the pioneer of the Aryan settlement in the south proper. He penetrated deep into the country, crossed the Vindhya and cognate hills and established a colony on the northern bank of the Godavary near Janasthana which seems to be well indentified with the flat rich country of the modern Maharashtra. Like Vishvamitra he was both a warrior and priest and himself fought with the Rakshasas and almost freed the intervening territory from their pest. In fine, the south was explored and colonised by him and hence this direction has well been appropriated to him in Hindu mythology. A star in the heavens conspicuous for its brightness and situate in the southern hemisphere has been named after him in the same way as the seven stars of the Great Bear in the north have been indentified and named after the seven great Rishis of Vedic times.

... ...

Vamana, Vishvamitra, Agastya and the other settlers were all Brahmins but they had constantly to bend the bow in defence of their settlements and cultivations against the ever troublesome Rakshasas who frequently raided them from their strong holds in the further south. Agastyas prowess as a warrior and his exploits against the Rakshasas have already been noticed. And we gather the same thing from the fact that he is represented to have given to Rama, a bow, a sword and a set of quivers.

Here we have a historical sequence; the mantle of Indra

and Vishnu as the fighters of Asuras and Rakshasas, the enemies of the Aryans fell upon Agastya and Agastya transferred it to Rama.

The Central Provinces or the Dandakas were still a dreaded tract and the Brahmin settlers though warriors had, in their engrossing intellectual religious, or agricultural pursuits, often to invoke the assistance of the Kshatriya kings of northern India. The sage Agastya told Rama that Dasharatha was his friend and we even find that Dasharatha is said in the Ramayana to have led several expeditions to the Dandakas against the Rakshasas. In one of these expeditions he is said to have given boon to his wife Kaikeyi for having saved his life. The Dandakas or the mountainous regions between the Ganges and the Godavary were thus, in spite of scattered Bramhin settlements assisted by the Khatriya kings of the north, a dreaded country and served the same purpose as Siberia does to Russia in these days as a place for exiled princes to be sent to, to fight with the Rakhasas or to die."

Vaidya's Riddle of the Ramayan.

রামচন্দ্র অনার্য্য কপিগণসহ যে সখ্যতা করিলেন, ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব মনে করিবার কারণ নাই। কপিগণ অনার্য্যজাতীয় হইলেও আর্য্যদিগের ন্যায় অনেকটা সভ্য ছিল।

"They were undoubtedly a human race which was called by that name from their monkeyish appearance.

... ...

They were like monkeys active, ferocious and given up to pleasure. They appear to have used ... ... nothing but sticks and stones in their fight. Throughout the Ramayan they are represented as fighting with no other weapons. Of course when the monkeys developed into supernatural beings, stones in the language of hyperbole be-

came huge boulders of rocks and sticks became lofty up-rooted trees which were hurled about in battle like chaff. The Aryans who first saw such strange people weilding no other weapons but stones and sticks might well have supposed them to be monkeys and the idea once set in motion gained strength by distance and time. Even in the days of Megasthenes people believed in human beings who covered themselves with their ears or had one leg only. And it is not strange if people even in these days believed that Rama was assisted by monkeys.

The monkeys thus were human being in a low state of civilization. They were however strong minded and strong bodied and became the allies of the Aryans in their advance against the Rakhasas probably because they were themselves at enmity with them. They were also not cannibals and their numbers must frequently have been carried away by the Rakhasas for purposes of food. They were thus willingly thrown into alliance with Rama against the dreaded Rakhasas in the same way as the Thascalans, an aboriginal tribe of Mexico, threw their lot with Cortez and his spaniards in their contest with the Aztics. A private feud between Sugriva and Vali was the occasion of their alliance in the same way as the feud between the Thascalans and the Cholulance led to the former invoking the assistance of the spaniards against the latter with such great benefit to themselves.

Vaidya's Riddle of the Ramayan.

বালীবধসম্বন্ধে বৈদ্য এইরূপ লিখিয়াছেন—

"The justification which Ram gives of his own conduct in the poem of Valmiki no doubt sounds casuistical but is based on that assumption of universal sovereignty which the Aryans arrogated to themselves in their conscious superiority over the aboriginal races of India. That is the

right by which stranger and more civilised nations intervene in the concerns of a weaker power on the ground of misrule. Moreover that Vali was sinful and acting contrary to the practice of his people nobody will be disposed to doubt. Talboys Wheeler sees no difference between the guilt of Vali in appropriating the wife of a living brother and the conduct of Sugriva in taking to wife Tara the widow of Bali. But this difference is actually recognised amongst many castes and aboriginal peoples. This is in fact the story of Hamlet's mother and we have not the least doubt that Rama's conduct in destroying Bali was justifiable, if not reproachable.

The civilised nations even now do not admit the uncivilised races to the same rights in war as are enjoyed by the civilised nations. Had it been otherwise the Dum-dum bullet would have been interdicted in every warfare."



কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।

সুন্দরকাণ্ড

৬৪ সর্গে বিভক্ত।

১। সর্গ—মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে হনুমানের লম্ফদান ও পথিমধ্যে সুরসার উদরে প্রবেশ, মুখ হইতে নির্গম এবং সিংহিকার উদরভেদ ও চিত্রকূট-তটে পতন।

ঊর্দ্ধ-লেজ করিয়া মারিল দুই কাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান্॥
দুড়্ দুড়্ শব্দে বায় বায়ু করি' ভর।
লেজের আঘাতে উ'ড়ে পাদপ পাথর॥
একদৃষ্টে কপিসৈন্য সাগর নেহালে।
দেখিতে না পায় কেহ কতদূর গেলে॥
তিন ভাগ গেছে আর আছে এক ভাগ।
সুরসা সর্পী তাঁরে পথে পাইল লাগ॥

*　　*　　*

নাগিনী বলিছে করি বিকট বদন।
পড়িলা আমার হাতে পবননন্দন॥
ছায়া ধরি' গিলিব যাইবে কোন দেশ।
এখনি আসিয়া মুখে করহ প্রবেশ॥
বিকট দেখিয়া হনুমান্ পান ডর।
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন সকাতর॥
রামের কার্য্যেতে যাই সীতার উদ্দেশে॥
তুমি যদি বাধা দাও পা'র হব কিসে॥

*　　*　　*

নাগিনী কহিল আজ না পাবে এড়ান।
এড়াইতে নারে বীর চিন্তে প্রতিকার॥

*　　*　　*

গাত্র কমাইয়া করে নেউল-আকার॥
নেউল-প্রমাণে বীর প্রবেশিল মুখে।
কর্ণপথে নির্গত হইয়া চলে সুখে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

বাল্মীকির রামায়ণে সুরসা রাক্ষসরূপধারিণী বলিয়া লিখিত আছে। এই সুরসাকাহিনী প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। অথবা সুরসা, সিংহিকা প্রভৃতি সমুদ্রস্থিত পর্ব্বতবাসী অনার্য্যজাতিবিশেষ ছিল অনুমান করা যাইতে পারে। তাহারা হনুমানকে আক্রমণ করায় হনুমান্ তাহাদিগকে পরাভব করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। পরে সিংহিকা-নাম্নী এক নিশাচরীও হনুমানকে গ্রাস করায়—

হনুমান্ প্রবেশিয়া জঠরে তাহার।
মর্ম্মস্থান ছিড়ে করি' নখর-প্রহার॥
ধৈর্য্য চতুরতা সহ বধিয়া তাহায়।
বায়ুবেগে বহির্গত হৈল অচিরায়॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ কাহিনীটিও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন—সুরসা, সিংহিকা প্রভৃতি সমুদ্রগর্ভস্থ পর্ব্বতগহ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"Hanuman crossed the channel having rested on the isolated hill Mainak, which stood above the foamy sea. There he met Surasha the mother of the serpents (probably a rocky crag) and passed through her jaws which extending fifty leagues had threatened to devour him. Further on he passed through the cavern of Sinhika and lighted on Lamba's peak.......It thus appears that rocks and islets and ferdable existed in the channel even at that time. The feat of connecting the gaps to construct a causeway was not impossible with Sugriva who had all the resources of southern India at his command".

A note on the ancient Geography of Asia, by N. C Dass.

"স্ববিক্রমে হনু সিন্ধুপার হ'য়ে।
লম্ব শৈলে পড়ে অটল হৃদয়ে॥
মৃগপক্ষিগণ চমকিল ভয়ে।
কাঁপিয়া উঠিল যে পাদপচয়ে॥
উতরি তথায় পবননন্দন।
মহাপুরী লঙ্কা কৈল দরশন॥
সে পুরী অমরাবতীর মতন।
অতি অপরূপ সুষমাময়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Before him on the margent stood
In long dark line a waving wood,
And the fair island, bright and green
With flowers and trees, was clearly seen,
And every babbling brook that gave
Her lord the sea a tribute wave.
He lighted down on Lamba's peak
Which tinted metals slain and streak,
And looked where Lanka's splendid town
Shone on the mountain like a crown.

The glorious sight a while he viewed,
Then to the town his way pursued."
Griffith's Ramayan, Book V. Canto I-II.

লঙ্কা ও ভারতবর্ষের মধ্যে জলভাগ বোধ হয় সেই সময় তত গভীর ছিল না। বোধ হয়, হনুমান্ কোথাও হাঁটিয়া, কোথাও বা সন্তরণ করিয়া সেই জলভাগ পার হইয়া লঙ্কায় যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। এক লম্ফ দ্বারা একশত যোজন পার হওয়ার কথা কবির অত্যুক্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

২—৩। সর্গ—হনুমানের লঙ্কাপুরী-প্রবেশের চিন্তা এবং রাক্ষসীরূপ-ধারিণী লঙ্কার সহিত যুদ্ধ।

"ত্রিকূট অপর নাম ধ'র লম্বগিরি।
লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে তদুপরি।

"নিশাচরগণ, সীতার হরণ
অবধি রাবণ-আদেশে।
সুচারু লঙ্কারে, রক্ষা করিবারে
ধনু ধরি ভ্রমে চৌপাশে।
লঙ্কা মহাপুরী, উৎপলসুশোভী
মহাপরিখায় বেষ্টিত।
অতি রমণীয়, অতি শোভনীয়,
নিরখি' নয়ন মোহিত।
কনক-নির্ম্মিত, প্রাকারে বেষ্টিত,
প্রাসাদনিকরে সজ্জিত।
পাণ্ডুবরণের, মহারাজপথে,
আহা মরি কিবা শোভিত॥
চারিদিকে তার, শোভার আধার
শোভে স্বর্ণময়-তোরণ।
বিবিধ পতাকা, নধরলতিকা,
তোরণনিকর ভূষণ।

হনুমান মৃদু পদে ক্রমে সেই ভিতে।
এদিক্ ওদিক্ হেরি লাগিল চাহিতে॥"
৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বিশ্বকর্ম্মা কারু, যতনে সে চারু
মনোহরা পুরী নির্ম্মিলা।
বহুকাল ধরি' মনোমত করি'
মনোরমা তারে করিলা।
গিরিগুহা যথা, উরগে পূরিতা,
সে পুরী পূরিতা রাক্ষসে।
সে লঙ্কানগরী, পর্ব্বত উপরি,
রূপের গৌরবে নিবসে।
কাজে কাজে দূর, হ'তে বোধ হয়'
উড়িতেছে যেন নভসে।
কেহ যেন তাহে, ক'রেছে সৃজন
মনোমত করি মানসে।
স্থানে স্থানে তার, শতঘ্নী ভীষণ,
বিশাল শূলাস্ত্র ভীষণ।
সবিস্ময়ে হনু সে লঙ্কাপুরীরে,
করিতে লাগিলা ঈক্ষণ।"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমান্ সুশোভনা ঐশ্বর্য্যশালিনী লঙ্কাপুরী দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন

"Around the Vanar as he went
Breathed from the wood delicious scent,
And the soft grass beneath his feet
With gem-like flowers was bright and sweet.
Still as the Vanar nearer drew
More clearly rose the town to view.
The palm her fan-like leaves displayed,
Priyalas lent their pleasant shade,
And mid the lower greenery far
Conspicuous rose the Kovidar.
A thousand trees mid flowers that glowed
Hung down their fruit's delicious load,
And in their crests that rocked and swayed
Sweet birds delightful music made
And there were pleasant pools whereon
The glories of the lotus shone ;
And gleams of sparkling fountains, stirred
By many a joyous water-bird.
Around, in lovely gardens grew
Blooms sweet of scent and bright of hue,
And lanka, seat of Ravan's sway,
Before the wondering Vanar lay :
With stately domes and turrents tall,
Encircled by a golden wall.
And moats whose waters were aglow
With lily blossoms bright below :
For Sita's sake defended well
With bolt and bar sentinel,
And Rakshases who roamed in bands
With ready bows in eager hands,

He saw the stately mansions rise
Like pale-hued clouds in autumn skies ;
Where noble streets were broad and bright,
And banners waved on every height,
Her gates were glorious to behold,
Rich with the shine of burnished gold :
A lovely city planned and decked
By heaven's creative architect,
Fairest of earthly cities meet
To be the God's celestial seat."

Griffith's Ramayan, Book V, Canto II.

বাল্মীকির বর্ণনা বড়ই মধুর এবং অতীব সুন্দর।

রামায়ণ মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন, কিন্তু রামায়ণে শাস্ত্রোক্ত রসের ভিতর কোন্ রস প্রধান ?

"শৃঙ্গারবীরবীভৎসরৌদ্রহাস্যভয়ানকাঃ।
কারণাদ্ভুতশান্তাশ্চ নবনাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ॥"

(রত্নকোষঃ)

শাস্ত্রানুসারে এই নয়টি রস বটে। রামায়ণে করুণরসের বিস্তৃত বর্ণনা দৃষ্টে অনেকে মনে করেন ইহা করুণরস প্রধান। কিন্তু কোন গ্রন্থের রসবিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে সেই গ্রন্থের প্রধান ঘটনাগুলি কোন্ রসের অন্তর্গত। প্রধান ঘটনাগুলি যে রসের অন্তর্গত, তাহাকেই প্রধান রস বলিয়া অবধারণ করা উচিত, কেননা যেরূপ প্রধান ঘটনাগুলি হইতে স্বভাবতঃ অন্যান্য ঘটনা উদ্ভব হইয়াছে, সেইরূপ প্রধান রস হইতেই অন্যান্য রস উৎপন্ন হইয়াছে মনে করা কর্ত্তব্য।

রামায়ণের আদিকাণ্ডে প্রধান ঘটনা বিশ্বামিত্র-কাহিনী। ইহার মূল সত্যধর্ম্মরক্ষা, কাজেই ইহা শান্তরসের অন্তর্গত। এই কাহিনীতে রাজা-দশরথের অনেক করুণরসাত্মক বাক্য থাকিলেও ইহা করুণরসপ্রধান নহে। করুণরস শান্তরস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শান্তরসই মূলকারণ, করুণরস

তাহার অঙ্গ। সুতরাং এই ঘটনা শান্তরসপ্রধান। অযোধ্যাকাণ্ডে প্রধান ঘটনা রাম-বনবাস ও ভরতের রাজত্ব-প্রত্যাখ্যান। এই উভয় ঘটনাই সত্যধর্ম্মাশ্রিত, কাজেই তাহা শান্তরসের অন্তর্গত। এই সব ঘটনা হইতে যথেষ্ট করুণরসের ঘটনা সৃষ্টি হইয়াছে, কাজেই করুণরস পরোক্ষভাবে অবস্থিত বলিতে হইবে। সুতরাং এই সব ঘটনাও শান্তরসপ্রধান। অরণ্যকাণ্ডের প্রধান ঘটনা শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন, ধর্ম্মার্থেই শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন হইল, কাজেই ইহা শান্তরসান্তর্গত। সীতাহরণ উহার পরোক্ষ কারণ। সুতরাং অরণ্যকাণ্ডের প্রধান ঘটনাও শান্তরসান্তর্গত। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রধান ঘটনা সুগ্রীবের মিত্রতা ও বালিবধ। সুগ্রীবের মিত্রতা সত্যধর্ম্মাশ্রিত, বালিবধও সত্যধর্ম্মরক্ষার্থ, সুতরাং উহা শান্তরসান্তর্গত ও শান্তরসপ্রধান। সুন্দরকাণ্ডের প্রধান ঘটনা সাগর-লঙ্ঘন ও সীতার অনুসন্ধান। এই উভয় ঘটনাই ধর্ম্মাশ্রিত কার্য্য, কাজেই শান্ত-রসান্তর্গত। সুতরাং সুন্দরকাণ্ডের প্রধান ঘটনাও শান্তরসপ্রধান। লঙ্কা-কাণ্ডের প্রধান ঘটনা রাবণবধ বা লঙ্কাবিজয় এবং সীতার উদ্ধার। এই ঘটনাদ্বয় ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্মফল, রামচন্দ্র ধর্ম্মরক্ষার্থই অত্যাচারী রাবণকে বিনাশ করিলেন ও সীতা উদ্ধার করিলেন। কাজেই উহা শান্তরসান্তর্গত এবং শান্তরসপ্রধান। এইরূপ রামায়ণের প্রধান ঘটনাগুলি যখন শান্ত-রসান্তর্গত তখন রামায়ণ শান্তরসপ্রধান বলিয়া অবধারণ করা কর্ত্তব্য।

সঙ্গীতশাস্ত্রে শান্তরসকে করুণরসের অন্তর্গত করা হইয়া থাকে। কিন্তু শান্ত-রসই যখন স্বয়ং একটি আবশ্যকীয় প্রধান রস, তখন ইহাকে অন্য কোন রসের অন্তর্গ করা কর্ত্তব্য নহে। কাহারও কাহারও মতে রামায়ণ বীররসপ্রধান, কিন্তু রামায়ণে বীররসের বিবরণ যথেষ্ট থাকিলেও উহা শান্তরস হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, বীররসের বিবরণ ধর্ম্মরক্ষার্থ বা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থই উদ্ভূত এবং বীররসের বিবরণও যেন অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে শান্তরসের দিকেই ধাবিত করিতেছে। সুতরাং শান্তরসই প্রধান, বীররস তাঁহার অঙ্গ।

রামায়ণে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র প্রভৃতি অন্যান্য আটটি রসের যথেষ্ট বিন্যাস ও বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু মহা-

কবি বাল্মীকির শান্তরসের প্রতিই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি যে বিনাইয়া বিনাইয়া করুণরসের বিকাশ করিয়াছেন, তাহা শান্তরসের প্রাধান্য-প্রদর্শন-জন্য। কৌশল্যার শোকপূর্ণ রোদনে, দশরথের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে, নাগরিকগণের ও অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের সকরুণ বিলাপে, সীতার খেদপূর্ণ বিলাপে, রামচন্দ্রের বিরহবিলাপে, তারার শোকোচ্ছ্বাসে, মন্দোদরীর মর্ম্মস্পর্শী বিলাপে এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের শোকাকুল বিলাপে হৃদয় কথঞ্চিৎ করুণরসে আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গেই শান্তরসের প্রশান্ত-ভাবে হৃদয় ভরিয়া যায়। কৌশল্যার শোকাকুল রোদন রামচন্দ্র যে উপেক্ষা করিয়া সত্যধর্ম্মপালনার্থ বনে গমন করিলেন ইহাই মহৎ কর্ম্ম এবং এই মহদ্ভাবে হৃদয় এক স্বর্গীয় আনন্দরসে উৎফুল্ল হয়। রাজা দশরথের মর্ম্মান্তিক ক্রন্দনদর্শনে মনে হয় তাঁহার ন্যায় কামুক ও স্ত্রৈণ পিতাকে সত্য-প্রতিজ্ঞার দায় হইতে উদ্ধারার্থ তাঁহার ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া যে রামচন্দ্র বনে গমন করিলেন, ইহা অতি প্রশংসনীয় কর্ম্ম এবং সেইভাবে হৃদয় পরমানন্দে উল্লসিত হয়। নাগরিকগণের ও অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের সকরুণ বিলাপশ্রবণে মনে হয়, রামচন্দ্রের মহৎত্যাগস্বীকার সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী। দুরূহ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম এবং সেই ভাবে হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া তদনুরূপ আদর্শ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে আকাঙ্ক্ষিত হয়। সীতার খেদপূর্ণ বিলাপ-শ্রবণে মনে হয়, লক্ষ্মণের প্রতি অনুচিত ব্যবহারের সুন্দর প্রতিফল হইতেছে এবং ভগবদ্বিধানানুসারে অন্যায় কর্ম্মের যে বিষম প্রতিফল হইয়া থাকে, তাহা হৃদয়ে জাগিয়া চিত্ত সৎকর্ম্মের দিকে ধাবিত করে। সীতার বিলাপগুলির প্রতি শ্লোক প্রতি পংক্তি পড়িবার সময় স্বতঃই মনে হয়, সাধু লক্ষ্মণকে অনুচিত কটূক্তি করিয়া তাড়াইয়া দিয়া এখন এরূপ বিলাপ কেন? লক্ষ্মণ তোমার নিকটে থাকিলে এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। যেমন কর্ম্ম, তেমনি প্রতিফল। রামচন্দ্রের বিরহ-বিলাপ দৃষ্টে মনে হয়—এইপ্রকার বিরহ-বিলাপ ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর রামচন্দ্রের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমাদের হৃদয় তখন রামচন্দ্রের প্রেমভাবকে তরল বলিয়া উপেক্ষা করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম ও জ্ঞানের দিকে

আকৃষ্ট হয়। রামচন্দ্রের বিরহ-বিলাপদৃষ্টে বিশেষ দুঃখ ও কষ্ট হয় না। মনে হয় লোকটির ক্ষণকালের জন্য অবস্থান্তরে মতিভ্রম হইয়াছে, কারণ পূর্ব্বাপর দেখা গিয়াছে যে, লোকটি অতি ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান্। যেরূপ মহাপণ্ডিত অবস্থান্তরে উন্মাদ হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথাই আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হইয়া তাঁহার প্রতি দুঃখমিশ্রিত ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয় হয়, সেইরূপ রামচন্দ্রের বিরহ-বিলাপদৃষ্টে তাঁহার আদর্শ ধর্ম্মবীরত্ব ও জ্ঞানবীরত্ব আমাদের স্মরণ-পথে উদিত হইয়া আমাদিগকে তৎপ্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাশীল করে। তারা ও মন্দোদরীর শোকোচ্ছ্বাস দৃষ্টে যদিও ক্ষণিক একটু দুঃখ হয় বটে, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই মনে হয় অধর্ম্মান্বিত, অত্যাচারী ব্যক্তির সংসর্গজনিত শোক-দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। তারা মন্দোদরীর শোকোচ্ছ্বাস দৃষ্টে তাহাদের নিজ নিজ স্বামীর দুষ্কর্ম্মের কথা আমাদের স্মরণপথে উদিত হয় এবং সেই সময় যুগপৎ মনে হয়, অধার্ম্মিক ও পাপীর উচিত দণ্ড হইয়াছে, তজ্জন্য শোকদুঃখ নিষ্প্রয়োজন এবং চিত্ত ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করে। কেন না অধর্ম্ম-জনক কর্ম্মের ভগবদ্বিধানানুসারে শোচনীয় পরিণাম। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের শোকাকুল বিলাপও শান্তরসোদ্দীপক—তাহার ভিতরও ধর্ম্মের ও কর্ত্তব্যের কথা। মহাকবি বাল্মীকি অতি কৃতিত্বের সহিত স্বাভাবিক করুণরসাত্মক বর্ণনাগুলিও শান্তরসোদ্দীপক করিয়া এইরূপ বিকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অলঙ্কারশাস্ত্রেরও অতি উচ্চ, কঠিন ও সুনিপুণ সঙ্গতি হইয়া কাব্যের অতি সুন্দর শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

"পদ্মেশোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে।
উৎসবে সম্পদ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে॥"

বাল্মীকির প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্যবর্ণনাগুলিও শান্তরসোদ্দীপক, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই রামায়ণ শান্তরসপ্রধান। রামায়ণ অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে শান্তরসের দিকেই ধাবিত করে। রামায়ণের প্রধান লক্ষ্যই শান্তরস—মূর্ত্তিমান্ ভক্তিরস। ভক্তি ইহার মূল, নিষ্কাম-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ইহার বৃক্ষশাখা এবং পল্লব ও হৃদয় ইহার ক্ষেত্র বা রাজ্য। বাল্মীকি বাক্য-

দ্বারা ভক্তির ও ধর্ম্মের বিশেষ ও সবিস্তার আলোচনা করেন নাই, কিন্তু অতি সুন্দররূপে উহা মূর্ত্তিমান্ করিয়া মানবাকৃতিতে দেখাইতেছেন এবং মানবমাত্রেরই আদর্শস্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি অন্তর্জগৎকে বাহ্য আকারে বিকাশ করিয়া ইহার নিগূঢ় সত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা মহাকবির অসাধারণ মৌলিক ক্ষমতা সন্দেহ নাই। আজ পর্য্যন্তও প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য জগতের আর কোন কবি, দার্শনিক বা কোন মনীষী এইরূপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না সন্দেহ।

শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৪৩ অধ্যায়ে ১৫শ শ্লোকের টীকায় ৯টী রসের নামোল্লেখ করিয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে শান্তরসের অপর নাম প্রেমভক্তি করিয়াছেন—

"রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাস্যবীরৌ দয়া তথা।
ভয়ানকশ্চ বীভৎসা শান্তঃ স প্রেমভক্তিকঃ॥"

বীরবর হনুমান রাবণের সুরক্ষিত লঙ্কাপুরী দর্শনে বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

"অনন্তর হনুমান্ ভাবিলেন চিতে।
সুরাসুর লঙ্কাপুরে না পারে পশিতে॥
এই ভাবি ঘন ঘন সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।
ফেলিতে লাগিল, চিত্ত হইল উদাস॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লঙ্কাপুর-প্রবেশ-কালে লঙ্কারূপিণী রাক্ষসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় হনুমান্ তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত এই লঙ্কারূপিণী রাক্ষসীকে চামুণ্ডা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"ত্রিকূট পর্ব্বতের উপর লঙ্কাপুরী।
শোভিতেছে স্বর্গ যেন ইন্দ্রের নগরী॥
এইরূপে গেলা বীর লঙ্কার ভিতর।
কত স্থান কত দেখে বর্ণিতে বিস্তর॥
পুরে প্রবেশিয়া দেখে পবননন্দন।
বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত সে অদ্ভুত রচন॥
মহাভয়ানক মূর্ত্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা।
বামহস্তে খর্পর দক্ষিণহস্তে খাণ্ডা॥
দুই চক্ষু ঘোরে যেন দুই দিবাকর।
ব্রহ্মঅগ্নি হেন তেজ অতি ভয়ঙ্কর॥
লোলজিহ্বা পৃষ্ঠে জটা বিকট দশন।
মহামেঘপ্রভা তাঁরে দেখিতে ভীষণ॥

ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান গলে মুণ্ডমালা।
মাণিক কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা॥
দেখিয়া চিন্তিত অতি বীর হনুমান্।
যোড়হাতে বলেন দেবীর বিদ্যমান॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা।
শিবের প্রেয়সী তুমি কেন আছ হেথা॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস চামুণ্ডার সহিত হনুমানের যুদ্ধের উল্লেখ করেন নাই। লিখিয়াছেন যে, চামুণ্ডা হনুমানের নিকট সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

"শুনিয়া হনুর কথা চামুণ্ডার হাস।
লঙ্কায় দেখিয়া তা'রে গেলেন কৈলাস॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এ কাহিনীটি প্রক্ষিপ্ত অথবা কবির কবিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। হনুমান্ লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন।

"পুরীমাঝে নানাসাজে সাজে গৃহচয়।
পথচয় সরু নয় নানা তরুময়॥
হেমে গড়া যোড়া যোড়া বড় বড় থাম।
মণিদলে ঝলমলে নয়নাভিরাম॥
উচ্চ ছাত কোথা সাতমহল ভবন।
দুর্ব্বল অষ্টতল গৃহ সুশোভন॥
সুবর্ণের স্ফটিকের কুট্টিমনিকর।
অতিশয় শোভাময় তোরণ বিস্তর॥ * * *
কানন সকল তথা রমণীয় অতি।
নানাস্থানে শোভাপায় পাদপ-ব্রততী॥
জলাশয়ে স্বচ্ছ জল প্রাসাদসকল।
শারদনীরদ সম অতীব ধবল॥
তথায় রাক্ষসগণ গরজে গভীর।
নিরন্তর বহিতেছে সৈন্ধব সমীর॥
দ্বারদেশে মত্তকরী বিশাল আকার।
চৌদিকে রাক্ষসসৈন্য কাতারে কাতার॥
দেখিলে সে পুরী যেন ভুজঙ্গনিচয়।
রক্ষিত পাতাল পুরী হেন বোধ হয়॥
বিজলী জলদে উহা নিয়ত আবৃত।
জ্যোতির্ম্ময় গৃহ আর নক্ষত্রে পূরিত॥
সে পুরীর যথা তথা পতাকা সকল।
বিস্তারি কিঙ্কিনী রব উড়িছে কেবল॥
দ্বারগুলি স্বর্ণময় দেখিতে সুন্দর।
দ্বারবেদী মরকতে শোভে নিরন্তর॥
মণিমুক্তা স্ফটিকেতে সে সব খচিত।
মণিময়সোপানেতে অতি সুশোভিত॥
অতি পরিষ্কৃত উহা, পরিচ্ছন্ন অতি।
চাঁদের কিরণে তার ঝকমক জ্যোতি॥
সভাগৃহ উচ্চশিরে পুরীর ভিতর।
শোভা পাইতেছে কি বা মোহিয়া অন্তর॥
ইতি উতি ক্রৌঞ্চ আর ময়ূরনিকর।
আমোদে বিভোর হয়ে ছাড়ে কলস্বর।
কলহংস রাজহংস করে সন্তরণ।
কোথা তুর্য্যধ্বনি কোথা ভূষণনিক্কণ॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই সব বর্ণনা দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে যে, সে সময়ে লঙ্কাপুরী বিশেষ শোভান্বিতা ও অতি সমৃদ্ধিশালিনী ছিল।

কবিবর মাইকেল তাঁহার মেঘনাদবধকাব্যে লক্ষ্মণ যখন মেঘনাদবধ উদ্দেশে লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় অতুলনীয় শোভাময়ী ঐশ্বর্য্য-শালিনী লঙ্কাপুরীর কতক বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীর শোভা, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অতীব বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাইকেলের সেই বর্ণনা হইতে এস্থলে কতক অংশ উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হইবে না—

"সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গে নিষাদী।
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমমূর্ত্তি ভীমবীর্য্য ; অজেয় সংগ্রামে
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে।
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেড়নধারী
সুবর্ণস্যন্দনারূঢ় ; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘাশূর গদাধর যথা
মুর-অরি গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল, বলী বিশারদ রণে ;
রণপ্রিয় ; বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি সম ;
আর আর মহাবলী দেব দৈত্য নর
চিরত্রাস, ধীরে ধীরে চলিলা দুজনে ;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেমহর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,

গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে।
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য ? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন নক্ষত্র আকাশে ?
নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজ-রাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন হীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষদ্বারে চক্ষু বিনোদিয়া
তুষাররাশিতে, শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর। সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে
কহিলা, অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এহেন বিভব, আহা কার ভবতলে ?"

মেঘনাদবধকাব্য, ষষ্ঠ সর্গ।

৪—১১। সর্গ—রাবণের অন্তঃপুরে হনুমানের প্রবেশ ও সীতা অন্বেষণে মন্দোদরীকে সীতাভ্রম এবং রাবণের পানভূমি-বর্ণন।

"তখন অন্ধার দিয়া হনু বানরেশ।
প্রাচীর লঙ্ঘিয়া কৈলা পুরীতে প্রবেশ॥
রাত্রিকালে পশিলেন পুরীর ভিতর।
অটল সাহস আর নির্ভয় অন্তর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাবণের অন্তঃপুর দেখিয়া হনুমান্ নিতান্ত মুগ্ধ ও অতীব বিস্মিত হইলেন, রাক্ষসরাক্ষসাগণ কিরূপ তাহা দেখিয়াও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

"দেখিলেন তিনি যত নিশাচরগণ।
বিশেষ আস্তিক মিষ্টভাষী বিচক্ষণ॥
* * *
তাহাদের পরিণীত বনিতাসকল।
বিশুদ্ধস্বভাব পতিপ্রাণা অবিরল॥
সে রমণীগণ চারু বসনভূষণে।
তারকার মত দীপ্তি পায় অনুক্ষণে॥
লজ্জাশীলা তারা অতি কেহ তার মাঝে।
হর্ম্ম্যতলে শোভে কেহ পতিকোলে রাজে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমান্ রাবণের অতুলনীয় পুষ্পকরথ দেখিয়া অতীব মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন।

"There shone with gems that flashed afar
The marvel of the Flower-named car,
Mid wondrous dwellings still confessed
Supreme and nobler than the rest.
Thereon with wondrous art designed
Were turkis birds of varied kind,
And many a sculptured serpent rolled
His twisted coil in burnished gold.
And steeds were there of noblest form
With flying feet as fleet as storm :
And elephants with deftest skill
Stood sculptured by a silver rill,
Each bearing on his trunk a wreath
Of lilies from the flood beneath,
There Lakshmi, beauty's heavenly queen,
Wrought by the artist's skill, was seen
Beside a flower-clad pool to stand
Holding a lotus in her hand."

Griffith's Ramayan, Book V. Canto VII.

ওমান্ সাহেব লিখিয়াছেন, রাবণের পুষ্পকরথের সহিত একিলিজের কারু-কার্য্যখচিত ঢালের তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তুলনা বিসদৃশ, দুইটি জিনিষই সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের।

"This car from the hand of Visvakarma recalls the famous embossed shield of Achilles the masterpiece of Vulcan's art, made of brass, tin, gold and silver, and divided into twelve compartments each representing a distinct and complicated scene, for example a wedding procession or a battle wrought with marvellous skill."

Oman's Indian Epics.

রামায়ণের সময়ে নারীজাতির অবরোধপ্রথা সম্বন্ধে ওমান্ সাহেব লিখিয়াছেন—

"There can be no doubt whatever that the seclusion of women was the common practice in ancient India. Whatever polygamy exists, the seclusion of women is a necessity, and that polygamy did exist in India of the "Ramayana" is abundantly evident from what we are told concerning the courts of Dasaratha, Sugriva and Ravana. The Greeks kept their women a good deal in the back ground; but Helen's position in the court of her husband Menelus, or Penelopes in that of Ulysses, was far more free than the position of any queen mentioned in the "Ramayana."

Oman's Indian Epics.

হনুমান্ নিদ্রিতা মন্দোদরীকে দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে সীতা মনে করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন—

"রামগুণে পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে।
রামেরে ত্যজিবে সীতা নাহি লয় মনে॥
দশরথপুত্রবধূ জনক ঝিয়ারি।
ভজিবেন রাবণেরে মনে নাহি করি॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

হনুমান্ তীক্ষবুদ্ধি ছিলেন। রাবণের শয়নগৃহ দেখিয়া হনুমান্ একেবারে স্তম্ভিত হইলেন।

"অতিশয় রমণীয় সেই গৃহখানি।
কনক-গবাক্ষ মণি-সোপানের শ্রেণী॥
দ্বিরদ-রদের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পায়।
কুট্টিমস্ফটিকময় স্তম্ভ দীর্ঘকায়॥
তাহার কুট্টিমতলে চতুষ্কোণাকার।
সুবিস্তীর্ণ আস্তরণ শোভা অনিবার॥
স্থানে স্থানে বিহঙ্গেরা হর্ষে গাহে গান।
হংসের মতন শুভ্র সেই গৃহখান॥
সেই গৃহ দেখি হনু ভাবিলেন চিতে।
ভোগভূমি স্বর্গ একি দেখি আচম্বিতে॥
একি বরুণাদি লোক কিবা ইন্দ্রপুরী।
কিবা কোন গন্ধর্ব্বের মায়ার চাতুরী॥
দেখিলেন হনুমান্ স্তম্ভের উপর।
দীপশিখা জ্বলিতেছে অতীব সুন্দর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"He stood within a spacious hall
With fretted roof and painted wall,
The giant Ravan's boast and pride,
Loved even as a lovely bride.
'Twere long to tell each marvel there,
The crystal floor, the jewelled stair,
The gold, the silver, and the shine
Of chrysolite and almandine.
There breathed the fairest blooms of spring;
There flashed the proud swan's silver wring,
The splendour of whose feathers broke
Through fragrant wreaths of aloe smoke.
'Tis Indra's heaven, the Vanar cried,
Gazing in joy from side to side;
"The home of all the Gods is this,
The mansion of eternal bliss,
There were the softest carpets spread,
Delightful to the sight and tread,
Where many a lovely woman lay
O'ercome by sleep, fatigued with play.
The wine no longer cheered the feast,
The sound of revelry had ceased,

The tinkling feet no longer stirred,
No chiming of a zone was heard.
So when each bird has sought her nest,
And swans are mute and wild bees rest,
Sleep the fair lillies on the lake
Till the sun's kiss shall bid them wake.
Like the calm field of winter's sky
Which stars unumbered glorify.
So shone and glowed the sumptuous room
With living stars that chased the gloom.
'These are the stars, the chieftain cried,
'In autumn nights that earth-ward glide,
In brighter forms to reappear
And shine in matchless lustre here.

*   *   *   *

In sweet disorder lay a throng
Weary of dance and play and song,
Where heedless girls had sunk to rest
One pillowed on another's breast.
Her tender cheek half seen beneath
Red roses of the falling wreath,
The while her long soft hair concealed.
The beauties that her friend revealed,
With limbs at random interlaced
Round arm and leg and throat and waist.
That wreath of women lay asleep
Like blossoms in a careless heap.*

Griffith's Ramayan, Book V. Canto IX.

*The lover of English poetry will recall to mind the similar description of sleeping beauties in the sixth Canto of "Don Juan." Oman's Indian Epics.

তৎপর হনুমান্ রাজা দশাননের পানভূমি দেখিয়াও অতীব বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন,—

"বিবিধ আহার্য্য তথা রয়েছে প্রস্তুত।
রাক্ষসের সেই সব অতি মনঃপুত॥
মহিষ বরাহমাংস মৃগমাংস আর।
সঞ্চিত হ'য়েছে তাহা হ'য়ে স্তূপাকার॥
প্রশস্ত কনকপাত্রে অভুক্ত ময়ূর।
কুক্কুটের সিদ্ধমাংস রয়েছে প্রচুর॥
দধিলুণে পরিষ্কৃত বরাহের মাস।
বাগ্রীনস মাংস আর ছাগ মেষ হাঁস॥
একশল্য মৎস্য কোথা কোথা ফলমূল।
চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কোথাও অতুল॥
পানভূমি সুরঞ্জিত পুষ্প উপহারে।
গায়ে গায়ে শয্যাগুলি শোভে ধারে ধারে॥
কোথা ফুলমালা স্বর্ণকমল কোথাও।
সেই দিকে সুরা আছে যেইদিকে চাও॥
মণিময় স্ফটিকের পানপাত্র কত।
সেই সব পাত্রে সুরা রয়ে'ছে সঞ্চিত॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাবণের পুরীর সুদীর্ঘ বর্ণনাপাঠে ও এই প্রকারের বর্ণনা-দৃষ্টে রাবণ যে কিরূপ ক্ষমতাশালী ও ঐশ্বর্য্যশালী রাজা ছিলেন, সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

কোথাও সীতাদেবীকে দেখিতে না পাইয়া হনুমান্ বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন।

১২—১৩। সর্গ—হনুমানের অশোকবনে সীতা-অন্বেষণ।

হনুমান্ সীতাদেবীকে খুঁজিয়া কোথাও দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তথাপি উৎসাহ-হীন হইলেন না।

হনুমান্ মনে মনে ভাবিলেন—

"অনির্বেদঃ শ্রিয়ো মূলমনির্বেদঃ পরং সুখম্।
ভূয়স্তত্র বিচেষ্যামি ন যত্র বিচয়ঃ কৃতঃ॥১০
অনির্বেদো হি সততং সর্ব্বার্থেষু প্রবর্ত্তকঃ।
করোতি সফলং জন্তোঃ কর্ম্ম যচ্চ করোতি সঃ॥১১

সুন্দরকাণ্ডম্ ১২শঃ সঃ।

"উৎসাহই জানি আমি শ্রীলাভের মূল।
উৎসাহই সুখশান্তি নাহি তার ভুল॥
উৎসাহই জানি আমি কার্য্য-প্রবর্ত্তক।
উৎসাহই সুনিশ্চয় কার্য্য-সম্পাদক॥
কাজে কাজে অবলম্বে উৎসাহবিশেষ।
কর্ত্তব্য কার্য্যেতে করি মনোভিনিবেশ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

দেখা যাইতেছে হনুমান্ বিশেষ বিজ্ঞ ও সুবিবেচক ছিলেন। হনুমান্ বিশেষ উৎসাহশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণও ছিলেন।

"In vain : he found not her he sought,
And pondered thus in bitter thought :
'Ah me, the Maithil queen is slain :
She, ever true and free from stain,
The fiend's entreaty has denied,
And by his cruel hand has died.
Or has she sunk, by terror killed,
When first she saw the palace filled
With female monsters evil-miened
Who wait upon the robber fiend ?
No battle fought, no might displayed,
In vain this anxious search is made ;
Nor shall my steps, made slow by shame,
Because I failed to find the dame,
Back to our lord the king be bent,
For he is swift to punishment.

Griffith's Ramayan, Book V. Canto XII.

আবার ভাবিলেন—

"সীতা হেতু অর্দ্ধরাত্রি করি জাগরণ।
অনেক ভ্রমণে নাহি পাই অন্বেষণ॥
বলবুদ্ধি পরাক্রম রামের ভকতি।
করিল সকল নষ্ট বিহঙ্গসম্পাতি॥
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুরন্ত সাগর।
সীতা হেতু ভ্রমিলাম লঙ্কার ভিতর॥
এলঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন।
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার হনুমান্ ভাবিলেন—

"মরিব না আত্মহত্যা অতিশয় পাপ।
জীবদেহরক্ষা কৈলে ঘুচিবে সর্ব্বতাপ॥ রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"বিনাশে বহবো দোষা জীবন্ প্রাপ্নোতি ভদ্রকম্।
তস্মাৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি ধ্রুবো জীবতি সঙ্গমঃ॥"৪৭

সুন্দরকাণ্ডম্ ১৩শঃ সর্গঃ।

আবার হনুমান্ মনে মনে বলিলেন—

"রাবণং বা বধিষ্যামি দশগ্রীবং মহাবলম্॥৪৯
কামমস্তু হৃতা সীতা প্রত্যাচীর্ণং ভবিষ্যতি॥৫০
অথবৈনং সমুৎক্ষিপ্য উপর্য্যুপরি সাগরম্।
রামায়োপহরিষ্যামি পশুং পশুপতেরিব॥"৫১

সুন্দরকাণ্ডম্ ১৩শঃ সঃ।

পুনর্ব্বার লাগিলেন ভাবিতে অন্তরে।
নিশ্চয় মারিব আমি রাবণ পামরে।
সীতারে হরিল দুষ্ট এই পাপে তার।
নিশ্চয় মরণ হ'বে করেতে আমার॥

অথবা উহার বক্ষ সিন্ধুর হৃদয়ে।
উৎক্ষেপণ করি যাব পর পারে ল'য়ে।
পশুপতি-পাশে তারে পশুর মতন।
শ্রীরামেতে উপহার করিব অর্পণ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এ উক্তিগুলি বীরোচিত বটে। হনুমান্ যে একজন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর হনুমান্ মনে মনে বলিলেন—

"যাবৎ সীতাং ন পশ্যামি রামপত্নীং যশস্বিনীম্।
তাবদেতাং পুরীং লঙ্কাং বিচিনোমি পুনঃ পুনঃ॥"৫৩

সুন্দরকাণ্ডম্ ১৩শঃ সর্গঃ।

"যত দিন নাহি পাই সীতার উদ্দেশ।
তত দিন লঙ্কাপুরে খুঁজিব বিশেষ॥ রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ বাক্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞেরই উপযুক্ত। হনুমান্ বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।
তৎপর হনুমান্ মনে মনে বলিল—

"একটি অশোকবন অই যে অদূরে।
দেখিতেছি অন্বেষণ করি তন্ন ক'রে॥
করি নাই আমি ওই বন-অন্বেষণ।
একবার ওইখানে করিব গমন॥
বসু-রুদ্র-বায়ু আদি দেবতানিকরে।
নমস্কার করি যাই ওবন ভিতরে॥
রাক্ষসগণেরে আমি করি পরাজয়।
শ্রীরামের করে দিব সীতারে নিশ্চয়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ইহাও হনুমানের ন্যায় বীরের উচিত উক্তি বটে, হনুমান্ অশোকবনাভিমুখে চলিতে লাগিল এবং কার্য্য-সিদ্ধির আশায় মনে মনে দেবতাদিগের আরাধনা করিল।

"এক্ষণে দেবতা আর তাপসনিচয়।
কার্য্যসিদ্ধি আমার করুন সুনিশ্চয়॥
ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, শশাঙ্ক, বরুণ।
সূর্য্যাদি আমার কার্য্য সফল করুন্।
ভূতগণ, প্রজাপতি, আর আর যত।
অনির্দ্দিষ্ট দেবতা আছেন বিশেষত॥
সকলেই কার্য্য মোর করুন্ সফল।
তাঁদের প্রসাদ শুধু আমার সম্বল॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"সিদ্ধিং দিশন্তু মে সর্ব্বে দেবাঃ সর্ষিগণাস্ত্বিহ॥
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দেবাশ্চৈব তপস্বিনঃ।
সিদ্ধিমগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুরুহূতশ্চ বজ্রভৃৎ॥৬৬
বরুণঃ পাশহস্তশ্চ সোমাদিত্যৌ তথৈব চ।
অশ্বিনৌ চ মহাত্মানৌ মরুতঃ সর্ব্ব এব চ॥৬৭
সিদ্ধিং সর্ব্বাণি ভূতাভূতানিনাশ্চৈব যঃ প্রভুঃ।
দাস্যামি মম যে চান্যেঽপ্যদৃষ্টাঃ পথিগোচরাঃ॥"

সুন্দরকাণ্ডম্ ১৩শঃ সর্গঃ।

হনুমান্ বিশেষ ভক্তিসম্পন্নও ছিলেন। হনুমানের অশেষ গুণ ছিল। হনুমান্ প্রবল ক্ষমতাশালী বীর, তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন, সুবিজ্ঞ, সুবিবেচক ধার্ম্মিক ভক্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। পরস্ত্রীদর্শনেও যে পাপ, তাহাও তাঁহার ধারণা ছিল। রাবণের অন্তঃপুরে সুষুপ্তা মহিলাদিগকে দেখিয়া হনুমানের মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, হনুমান্ কি প্রকৃতির ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন।

"নিদ্রাকালে পরস্ত্রী দরশন।
অবশ্য আমার পক্ষে দোষের কারণ॥
জন্মাবধি কভু আমি পরের কামিনী।
দেখি নাই, দেখিব সে তাহাও ভাবি নি॥
বিশেষতঃ আজ এই পরদাররত।
রাবণেরে দেখি, মোর পাপ হৈল কত॥
রাবণের পত্নীগণে আমি এইখানে।
দেখিনু অসঙ্কুচিত দশায় নয়নে॥
কিন্তু ইথে নাহি মোর চিত্তের বিকার।
পাতক-পুণ্যের শুধু মন মূলাধার॥
কিন্তু মোর মন জানি একান্ত অটল।
তবে আর কেন হবে মম অমঙ্গল?
রমণীর মাঝে জানি রমণীই থাকে।
দেখিলাম এত নারী শুধু সেই পাকে॥
তবে কেন ধর্ম্মলোপ হইবে আমার।
কেন বা হইবে মনে পাপের সঞ্চার?
পবিত্র অন্তরে আমি পশিনু হেথায়,
কিন্তু কোনখানে হায় না দেখি সীতায়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Mind is its own place and in itself
Can make a heaven of hell, a hell of heaven."

Milton's Paradise Lost Book I.

মনো হি হেতুঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তনে।
শুভাশুভাস্ববস্থাসু তাচ্চমে সুব্যবস্থিতম্॥ সুন্দরকাণ্ড ২২সর্গ।

বীরবর হনুমানের এবম্বিধ উক্তিগুলি তাহার বিশেষ ধর্ম্মজ্ঞান ও সুবিজ্ঞতার পরিচায়ক।

১৪—১৫। সর্গ—রামকীর্ত্তিত চিহ্নদর্শনে হনুমানের সীতার পরিচয় লাভ। হনুমান্ অশোকবনে প্রবেশ করিয়া এবং শিংশপাবৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

"শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর।
লাফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর॥
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহারে কানন।
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি সুশোভন॥
নানা বর্ণ বৃক্ষ দেখে নানাবর্ণ লতা।
মনে চিন্তে হনুমান হেথা পাব সীতা॥
চেড়ী সব দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বতপ্রমাণ হাত লোহার মুদ্গর॥
হাতে মুখে সর্ব্বাঙ্গে রক্তে ছড়াছড়ি।
ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি সব রাবণের চেড়ী॥
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকি মিকি।
চেড়ীগণ ঘেরি আছে সুন্দরী জানকী॥

গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিনা দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিঃশ্বাস॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতাদেবী চিনিলেন পবননন্দন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Then, all his thoughts on Sita bent,
The Vanar chieftain made lament:
'The queen to Rama's soul endeared,
By Lakshman's pious heart revered,
Lies here,—for none may strive with Fate,
A captive, sad and desolate.

Griffith's Ramayan, Book V Canto XVI.

"হনুমান্ হেরি তাঁরে ভাবে মনে মনে।
যে ভূষার কথা রাম কৈলা মোর সনে॥
দেখিতেছি সেইগুলি জানকীর দেহে।
বিভূষিত রহিয়াছে কি সন্দেহ তাহে॥
* * *
এ কনককান্তি নারী রামের কামিনী।
অশোককাননে যেন দীপ্ত সৌদামিনী॥
* * *
হনুমান্ সেইকালে সীতার দর্শন।
লাভ করি হইলেন হরষিত মন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

অশোকবনে একটি সুশোভন বিহার-কানন ছিল।

"কল্পবৃক্ষে সুশোভিত অশোককানন।
দিব্য গন্ধ রস তথা বহে অনুক্ষণ॥
নানাবিধ সামগ্রীতে সে বন সজ্জিত।
নন্দন-কানন বলি হয় অনুমিত॥
ইতস্ততঃ হর্ম্ম্য আর প্রাসাদ উহার।
কোকিলেরা কুহুরবে করয়ে ঝঙ্কার॥
সরোবর স্বর্ণপদ্মে কিবা শোভমান।
অশোকপুষ্পের শোভা করিছে প্রদান॥
সর্ব্বরূপ ফলপুষ্প সুলভ তথায়।
আসন কম্বল নানা যথায় তথায়॥
সুবিস্তীর্ণ বনভূমি, বৃক্ষশাখা যত।
বিহঙ্গের পক্ষপুটে আছে আচ্ছাদিত॥
এক বৃক্ষ হ'তে পক্ষী আর বৃক্ষে উড়ে।
বৃক্ষ হ'তে পক্ব ফল খসি, খসি, পড়ে॥
অশোকের শাখা আর প্রশাখাসকল।
পুষ্পিত হইয়া শোভা বিলায় কেবল॥
কর্ণিকার পুষ্পভরে ছুঁয়েছে ভূতল।
কুসুম-স্তবকে শোভে কিংশুকসকল॥
দ্বিতীয় আকাশ সম অশোককানন।
গ্রহ তারা যেন ওর ফুল্ল ফুলগণ॥

পঞ্চম সমুদ্র যেন অশোককানন।
নানাজাতি ফুল ওর অমূল্য রতন ॥
অদূরে অত্যুচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ শোভিছে।
পর্ব্বত কৈলাস যেন আনন্দে হাসিছে ॥
সহস্র সহস্র স্তম্ভ র'য়েছে শোভিত।
সোপান সকল চারু প্রবাল-রচিত ॥
স্বর্ণময় বেদিগুলি দেখিতে সুন্দর।
হরিছে লোকের দৃষ্টি যেন নিরন্তর ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

যে লঙ্কায় এরূপ মনোহর অশোককানন ছিল, সে লঙ্কা যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

১৬। সর্গ—সীতার দুরবস্থা দেখিয়া হনুমানের বিলাপ।

"সীতারূপ দেখিয়া কান্দে বীর হনুমান্।
সুগ্রীব বলিল যত হৈল বিদ্যমান ॥
ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত।
ইহা লাগি শূর্পণখার নাক কাণ হত ॥
এ লাগি চতুর্দ্দশ সহস্র রক্ষ মরে।
ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে ॥
ইহা লাগি কবন্ধের স্বর্গ দরশন।
ইহা লাগি শ্রীরাম ও সুগ্রীবে মিলন ॥
ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তর।
ইহা লাগি একেশ্বর লঙ্ঘিনু সাগর ॥
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাত্রারাতি।
এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী ॥
দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনুমান্।
অনুমানে যে ছিল সে দেখি বিদ্যমান ॥
দশদিক্ আলো করে জানকীর রূপে।
ইহা লাগি ম্লান সীতার সন্তাপে ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

হনুমান্ সীতাদেবীর জন্য এইপ্রকার বহু খেদ করিলেন এবং নিতান্ত মনঃকষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

১৮। সর্গ—অশোকবনে সীতা-দর্শনার্থ আগত রাবণকে হনুমানের দর্শন।

১৯। সর্গ—বৈদেহী ও রাবণের পরস্পর দর্শন।

২০। সর্গ—সীতার প্রতি রাবণের উক্তি।

২১। সর্গ—রাবণের বাক্যশ্রবণে সীতার উত্তর।

২২। সর্গ—রাবণ ও সীতার উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং সীতাকে বশে আনিবার জন্য রাক্ষসীদিগকে আদেশ করিয়া রাবণের প্রত্যাবর্ত্তন।

"দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উঠিল রাবণ।
চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপর গগন ॥
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর।
ধবল রজনী দেখি বিচিত্র সুন্দর ॥
মধু পানে রাবণ হইল কামাতুর।
চল চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর ॥
রাবণের সঙ্গে চলে দশশত নারী।
রূপে আলো করিছে কনকলঙ্কাপুরী ॥
চামর ঢুলায় কেহ কারো হাতে ঝারি।
দিব্য নারায়ণ তৈলে দেউটি সুসারি ॥
দশ শত নারী সহ আইল রাবণ।
অশোককাননে হইল দেবতাভবন ॥
হনু বলে রাবণ করিল আগুসার।
বুঝিব সীতার সঙ্গে করে কি আচার ॥
কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে।
সীতার নিকটে আছি কভু ভাল নহে ॥
গাছের আড়েতে গেল পাতাতে প্রচুর।
আমন লুকায়ে দেখে বানর চতুর ॥
রাবণ দাণ্ডায় গিয়া সীতার সম্মুখে।
থাকিয়া গাছের আড়ে হনুমান্ দেখে ॥
কি বলে রাবণ রাজা কি বলে জানকী।
শুনিবারে আগুসরে মারুতি কৌতুকী ॥
দুই পদ রাখিলেক ডালের উপর।
গাত্র বাড়াইয়া গেল সীতার গোচর ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সীতাদেবী রাবণকে দেখিয়া নিরাশচিত্তে ও ভগ্নহৃদয়ে একেবারে ভূতলে বিলীন হইলেন।

"Like faded light of holy lore,
Like Hope when all her dreams are o'er" :

Griffith's Ramayan, Book Canto, XIX.

"Then o'er the lady's soul and frame
A sudden fear and trembling came,
When glowing in his youthful pride,
She saw the monarch by her side.
Silent she sat, her eyes depressed,
Her soft arms folded over her breast,
And all she could her beauties screened
From the bold gazes, of the fiend."

Griffith's Ramayan Book, V Canto XIX

"রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিলা অন্তরে
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবরে ॥
দুই হাতে দুই স্তন ঢাকিল জানকী।
লাবণ্যে উজ্জ্বল তবু কানন নিরখি ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"With amorous look and soft address
The fiend began his suit to press:
'Why wouldst thou, lady lotus-eyed,
From my fond glance those beauties hide?
Mine eager suit no more repel;
But love me, for I love thee well.
Dismiss, sweet dame, dismiss thy fear;
No giant and no man is near.
Ours is the right by force to sieze
What dames soe'er fancy please.
But I with rude hands will not touch
A lady whom I love so much.
Fear not, dear queen no fear is nigh:
Come on thy lover's love rely.
Some little sign of favour show,
Nor lie enamoured of thy woe.
Those limbs upon the cold earth laid,
Those tresses twined in single braid,
The fast and woe that wear thy frame,
Beseem not thee, O beauteous dame.
For thee the fairest wreaths were meant,
The sandal and the aloe's scent,
Rich ornaments and pearls of price,
And vesture meet for Paradise.
With dainty cakes shouldst thou be fed,
And rest upon a sumptuous bed.
All festive joys to thee belong,
The music, and the dance and song.
Rise, pearl of women, rise and deck
With gems and chains thine arms and neck.
Shall not the dame I love be seen
In vesture worthy of a queen?

Methinks when thy sweet form was made
His hand the wise Creator stayed ;
For never more could he design
A beauty meet to rival thine.
Come, let us love while yet we may,
For youth will fly and charms decay.
Come, cast thy grief and fear aside,
And be my love, my chosen bride.
The gems and jewels that my hand
Has reft from every plundered land,—
To thee I give them all this day,
And at thy feet my kingdom lay.
The broad rich earth will o'errun,
And leave no town unconquered, none ;
Then of the whole an offering make
To Janak, dear, for thy sweet sake.
In all the world no power I see
Of God or man can strive with me.
Of old the Gods and Asurs set
In terrible array I met.
Their scattered hosts to earth I beat,
And trod their flags beneath my feet.
Come, taste of bliss and drink thy fill,
And rule the slave who serves thy will.
Think not of wretched Rama : he
Is less than nothing now to thee.
Stript of his glory, poor, dethroned,
A wanderer by his friends disowned,
On the cold earth he lays his head,
Or is with toil and misery dead.
And if perchance he lingers yet,
His eyes on thee shall ne'er be set

Could he, that mighty monarch, who
Was named Hirayakasipu,
Could he who wore the garb of gold
Win Glory back from Indra hold
O lady of the lovely smile,
Whose eyes this sternest heart beguile,
In all thy radiant beauty ravishest.
What though thy robe is soiled and worn,
And no bright gems thy limbs adorn,
Thou unadorned art dearer far
Than all my loveliest consorts are.
My royal home is bright and fair;
A thousand beauties meet me there.
But come, my glorious love, and be
The queen of all those dames and me."

Griffith's Ramayan, Book V, Canto XX.

কৃত্তিবাস রাবণ সীতার সেই সময়ের কথোপকথন এইরূপ লিখিয়াছেন।

"রাবণ বলিল সীতা কারে তব ডর।
দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর॥
বলে ধরি আনিয়াছি এই ত্রাস মনে।
রাক্ষসের জাতিধর্ম্ম বলে ছলে আনে॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে।
কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে ধীরে॥
অধার্ম্মিকা নহি আমি রামের সুন্দরী।
জনকরাজার কন্যা আমি কুলনারী॥
রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রোধ মনে।
গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা' শুনে॥
শৃগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাধ।
সবংশে মরিবি যে রামের সনে বাদ॥
তোর প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ।
পলাইয়া কোথাও না পাইবি পরিত্রাণ॥
অমৃত খেয়ে যদি হইস রে অমর।
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর॥
লঙ্কার প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার।
শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার॥
সাগরের গর্ব্ব যে করিলা দুরাচার।
রামের বানের তেজে সাগর ত ছার॥
অতঃপর দুষ্ট তোরে আমি বলি হিত।
আমা দিয়া রাম সনে করহ পীরিত॥
যদি বা রামের সঙ্গে না কর পীরিতি।
শ্রীরামের হাতে তোর নাহি অব্যাহতি॥

*   *   *

*   *   *

রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা।
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"অনন্তর দশানন জানকীর পাশে।
উপনীত হয়ে কহে সুমধুর ভাবে॥
অয়ি মনোহরে তুমি আমারে দেখিয়া।
উদর যুগলস্তন রাখিলে ঢাকিয়া॥
এবে বোধ হয় যেন ভয়ে লুক্কায়িত।
হইবার ইচ্ছা তব মনে জাগরিত॥
বিশাললোচনে! আমি তোমার প্রণয়।
ভিক্ষা করিতেছি, তুমি হও হে সদয়॥

"Oh my sweet companian
Behold thy ardent lover
Now banish from his heart
The whirl pool of affliction."

Cowper's Adam.

আমারে সম্মান কর ভাল হবে তব।
এখনি পাইবে করে অতুল বিভব॥
কামরূপী নিশাচর কিম্বা কোন নর।
এ অশোকবনে নাই পরিহর ডর॥
পরস্ত্রীগমন আর পরস্ত্রী-দর্শন।
রাক্ষসের কুলধর্ম্ম শুনহ বচন॥
অনিচ্ছুক তুমি, আমি এই সে কারণ।
তোমার শরীর নাহি করি পরশন॥
এক্ষণে অনঙ্গদেব আমার উপর।
বিক্রম প্রকাশে বড় হউন তৎপর॥
তথাচ কদাচ কোনরূপ ব্যতিক্রম।
আমা হতে নাহি সীতে হবে সংঘটন॥
শুন দেবি! কর তুমি আমারে বিশ্বাস।
কিছুমাত্র মনে তুমি না ভাব তরাস॥
কিছুমাত্র শোকাকুল না হইও মনে।
মম অনুরোধ তুমি রাখ বরাননে॥
একবেণীধরা আর ভূতলে শয়ন।
উপবাস, পরিধান মলিন বসন॥
তব পক্ষে নাহি আর হতেছে সঙ্গত।
মম প্রতি অবিলম্বে হও অনুরত॥
ভোগসুখে সুখী হও এই আমি চাই।
কেন মিছে এত কষ্ট সহিছ সদাই॥
অগুরুচন্দন আর মালিকা সুন্দর।
উত্তম বসন ভূষা পর অঙ্গ পর॥
নৃত্য গীত বাদ্য সুরা শয়ন আসন।
প্রভৃতি বিলাস দ্রব্যে তুষ্ট কর মন॥
একটি রমণীরত্ন তুমি ধরাতলে।
ভোগের বাসনা যেন ছাড় অবহেলে॥
সর্ব্বাঙ্গ সজ্জিত কর অয়ি সীমন্তিনী।
হও হে আমার তুমি প্রণয়প্রার্থিনী॥
সুন্দর যৌবন তব বৃথা বয়ে যায়।
নদীস্রোত সম যায় কে আর ফিরায়॥

আমার ঐশ্বর্য্য যত দেখ লঙ্কাধামে।
কি আর করিবে লয়ে চীরবাসী রামে॥
এবে সে হতশ্রী হ'য়ে ফিরে বনে বন।
জয়লাভ তা'র পক্ষে না হবে কখন॥
সে মানুষ রাম বেঁচে আছে কি না আছে।
যদি থাকে না আসিবে আর তব কাছে॥
কোথা বন কোথা লঙ্কা সিন্ধুব্যবধান।
কি সাধ্য তাহার হেথা হয় আগুয়ান॥
যে কৌমুদী থাকে ঢেকি মেঘের মাঝারে।
বক পক্ষী নাহি পারে দেখিতে তাহারে॥
ইন্দ্রকর হৈতে নৈল শচীরে যেমন।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য কুলের তপন॥
সেরূপ রামের হস্ত হইতে তোমায়।
আনিয়াছি আমি এই সোণার লঙ্কায়॥
সর্পের গরুড় যথা করয়ে হরণ।
সেইরূপ হরিয়াছ তুমি মম মন॥
সাগরের তীরে আছে সুরম্য কানন।
সেখানে বিহার করি চল দুইজন॥
রাবণের এ কটূক্তি করিয়া শ্রবণ।
কম্পিত হইয়া সীতা করেন রোদন॥
তৃণ এক ব্যবধানে রাখিয়া তখন।
কহিলা কাতরে সীতা রাবণে বচন॥
রাক্ষসাধিনাথ তুমি ছাড় মোর আশা।
দেখাও পত্নীরে নিজ তব ভাল ভালবাসা॥
পতিব্রতা যেই নারী কভু তা'র মন।
পরপুরুষেরে নাহি করে নিরীক্ষণ॥
মহাকুলে জন্ম মোর যৌন সম্বন্ধেতে।
পড়িয়াছি আমি রক্ষ পবিত্র কুলেতে॥
তবে বল কি করিয়া ভজি অন্য জনে।
আমায় লাভের আশা না করিও মনে॥

"Think you I am no stronger than my sex
Being so fathered and so husbanded?"
Shakespeare's Julius Ceaser, Act. II. sc. I.

এই কথা বলি সীতা পৃষ্ঠ ফিরাইয়া।
বসিলেন অধোমুখে আকুল হইয়া॥
কহিতে লাগিল পুনঃ দেখ নিশাচর।
অচিরে দুরাশা তুই পরিহার কর॥
অপরের পত্নী আমি সাধ্বী পতিব্রতা।
পাতিব্রত্যধর্ম্ম নাহি করিব অন্যথা॥
উপযুক্তা ভার্য্যা আমি কদাচই নয়।
মোর প্রতি আশা তোর উচিত না হয়॥
ধর্ম্মেরে আশ্রয় করি সাধু হয়ে থাক।
কি হেতু অধর্ম্মে মজি ঘটাস বিপাক॥
তোর পত্নী যেইরূপ অপরেরো তাই।
আপন ভার্য্যার রত থাক রে সদাই॥
নিজের পত্নীতে যেই অনুরক্ত নয়।
পরপত্নী পাশে যেই তুচ্ছনীয় হয়॥
আত্মীয়স্বজন তা'র ঘৃণা করে তারে।
তা'র মত মহাপাপী নাহি ত্রিসংসারে॥
বিপরীত বুদ্ধি তোর ঘটেছে যেকালে।
বিচক্ষণ লোক নাই লঙ্কায় সে কালে॥
থাকিলেও, তাহাদের পরামর্শমত।
কভু না চলিস্ তোর অধর্ম্মই ব্রত॥

যা কিছু হিতের কথা কহে বিজ্ঞজন।
আপনার বুদ্ধি দোষে করিস হেলন॥
নির্ম্মূল রাক্ষসকুল তো হ'তেই হবে।
তর্পণ করিতে তো'র কেহ নাহি রবে॥
ধনরত্নময়ী লঙ্কা শুধু তো'রই দোষে।
ছারখার হয়ে যাবে রাঘবের রোষে॥
তুই ওরে রাবণ দুষ্ট মরিবি অচিরে।
তখন ভাসিবে বিশ্ব আনন্দের নীরে॥
সূর্য্যের যেমতি প্রভা রামের তেমনি।
একমাত্র পত্নী আমি পবিত্র রমণী॥
ঐশ্বর্য্য বা ধনমদে কখন আমায়।
ভুলাতে নারিবি তুই লাভের কথায়॥
শির উপাধান মোর শ্রীরামের কর।
সে শির রাখিব পর্ব্বতের উপর॥
রে রাবণ অভাগিনী এই দুঃখিনীরে।
রামের সঙ্গিনী তুই করে দে অচিরে॥
সবংশে বাঁচিতে তোর যদি থাকে আশা।
যদি আশা থাকে আজো পেতে অন্নগ্রাস॥
যদি ইচ্ছা থাকে লঙ্কা রাখিতে অটুট।
রাম পাশে ত্বরা যারে যুড়ি করপুট॥
প্রসন্ন করিয়া তাঁ'রে তাঁহার সহিত।
মিত্রতা এখনি কর হইবে সুহৃত॥
শ্রীরামের কাছে মোরে ত্বরা লয়ে চল।
তা' হলে নিশ্চয় তোর হইবে মঙ্গল॥
নতুবা বিপদ্ ঘোর হইবে ঘটন।
শ্রীরামের শরে তোর ঘটিবে নিধন॥
বজ্রাঘাতে যদি তোর না ঘটে মরণ।
যদি তোরে রাখে দূরে দারুণ শমন॥
কিন্তু তুই শ্রীরামের তীক্ষ্ণতর বাণে।
নিশ্চয় মরিবি মূঢ় সমর প্রাঙ্গণে॥
সূর্য্যপক্ষে জলবিন্দু যেমন শোষণ।
রামপক্ষে তোর তথা জীবন হরণ॥
এক্ষণে কৈলাস কিম্বা পাতাল ভিতরে।
যেখানেই যানা তুই কিন্তু রামশরে॥
কোন মতে নাহি তোর হইবে নিস্তার।
নিশ্চয় রাবণ তুই হইবি সংহার॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"She thought upon her lord and sighed,
And thus in gentle tones replied :
Beseems thee not, O king, to woe
A matron, to her husband true.
Thus vainly one might hope by sin
And evil deeds success to win.
Shall I, so highly born, disgrace
My husband's house, my royal race ?
Shall I, a true and loyal dame,
Defile my soul with deed of shame ?

Then on the king her back she turned,
And answered thus the prayer she spurned :
'Turn, Ravan, turn thee from thy sin ;
Seek Virtue's paths and walk therein
To others dames be honour shown ;
Protect them as thou wouldst thine own.
Taught by thyself, from wrong abstain
Which, wrought on thee, thy heart would pain.
Beware : this lawless love of thine
Will ruin thee and all thy line ;
And for thy sin, thy sin alone,
Will Lanka perish overthrown.
Dream not that wealth and power can sway
My heart from duty's path to stray.
Linked like the Day-God and his shine,
I am my lord's and he is mine.
Repent thee of thine impious deed ;
To Rama's side his consort lead.
Be wise : the hero's friendship gain,
Nor perish in his fury slain.
Go, ask the God of Death to spare,
Or red bolt flashing through the air.
But look in vain for spell or charm
To stay my Rama's vengeful arm.
Thou, when the hero bends his bow,
Shalt hear the clang that heralds woe
Loud as the clash when clouds are rent
And Indra's bolt to earth is sent.
Then shall his furious shafts be sped,
Each like a snake with fiery head,
And in their flight shall hiss and flame
Marked with the mighty archer's name

Then in the fiery deluge all
Thy giants round their king shall fall."
Griffith's Ramayan, Book V. Canto XXI.

সীতাদেবীর এ সময়ের বাক্যের সারাংশ এইরূপ—

"Do unto others as than wouldst they
Should as unto thee."

সতী সাধ্বী সীতাদেবীর এই প্রকারের তেজঃপূর্ণ উক্তিগুলি তাঁহার চরিত্রাবলির যথেষ্ট নিদর্শন। সতী সাধ্বী নারী ব্যতীত অন্য কাহারও মুখ হইতে এরূপ অবস্থায় এই প্রকারের তেজোগর্ব্বিত বাক্য নিঃসৃত হইতে পারে না, রাবণের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী অলৌকিক শ্রীসম্পন্ন রাজার প্রলোভন সকল রমনী কখনই সহজে অতিক্রম করিতে পারে না, রামায়ণেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে। কিন্তু আদর্শ সতী সীতাদেবী রাবণের সম্পূর্ণ-রূপে আয়ত্তাধীনা হইয়াও তেজোগর্ব্বিত ও ঘৃণাপূর্ণ-বাক্যের সহিত এহেন রাবণের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিলেন। সীতাদেবীর কোমল চরিত্রে সতী-সাধ্বী-নারীজনোচিত তেজ যথেষ্ট পরিমাণে লুক্কায়িত ছিল, রাম-বনবাস-কালেই রামচন্দ্রের প্রতি উক্তিতে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে।

এত যদি সীতাদেবী বলিলেন রোষে।
মনে সাত পাঁচ ভাবে দশানন শেষে॥
আসিবার কালে আমি বলেছি বচন।
এক বর্ষ জানকীর করিব পালন॥
বছরের তরে তোর দিয়াছি আশ্বাস।
বৎসরের মধ্যে তোর যায় দশ মাস॥
সহিবেক আর দুই মাস দশস্কন্ধ।
দুই মাস গেলে তোর যে থাকে নির্ব্বন্ধ॥
সীতা বলেন রাজা না বল কুৎসিত।
আমা লাগি মরিবেই দৈবের লিখিত॥
* * *
অনেক অন্তর হয় ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল।
অনেক অন্তর হয় বারিনিধি খাল॥
শ্রীরাম হইতে তোরে দেখি বহুদূর।
রামে সিংহে দেখি তোরে যেমন কুকুর॥
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সীতা-বাক্য শুনিয়া—

"ভ্রুকুটিকুটিল মুখ রাবণ রাজার।
রোষভরে জানকীরে কহেন আবার॥
দেখ সীতে তুমি অতি দুর্নীতির বশ।
তোমার নিরস বাক্য অতীব কর্কশ॥

ভাল মত কিছু তব নাহিক বিচার।
এখনি করিব আমি তোমারে সংহার॥
এই কথা বলি তবে রাক্ষসের নাথ।
রাক্ষসগণের প্রতি কৈলা দৃষ্টিপাত॥
একাক্ষী গোপিনী আছিল রাক্ষসী তথায়।
দাঁড়াইয়া ছিলা সবে রাবণ-আজ্ঞায়॥
রাবণ তা দিকে তবে করি সম্বোধন।
কহিলা রাক্ষসীগণ শুনহ বচন॥
আসে ত্বরা মোর বশে যাহাতে জানকী।
করহ তোমরা তাহা অধিক কব কি॥
তোমরা স্বতন্ত্র কিম্বা মিলিত হইয়া।
তাহার উপায় কর বুঝিয়া শুঝিয়া॥
প্রতিকূল অনুকূল কার্য্য কিম্বা ভেদ।
কিম্বা দেখাইয়া দণ্ড সামদানভেদ॥
ইহারে আমার বশে আনহ ত্বরায়।
না কর শৈথিল্য কেহ করহ উপায়॥
তা সবে এ কথা বলি রাক্ষস রাবণ।
জানকীরে বারে বারে করিলা তর্জ্জন।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তৎপর রাজা দশানন চেড়ীগণসহ নিজ অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

২৩-২৪। সর্গ—সীতাকে রাক্ষসীদের উপদেশ ও ভৎর্সনা।

২৫-২৬।—রাক্ষসীদের বাক্যে সীতার উত্তর এবং রাক্ষসীদের ভৎর্সনায় সীতার পরিবেদন।

২৭। সর্গ—রাক্ষসীদের নিকট ত্রিজটারাক্ষসীর স্বপ্নবৃত্তান্ত-কথন।

২৮-২৯সর্গ।—সীতার পুনরায় বিলাপ ও বেণী-সহায়ে উদ্বন্ধনের উদ্যোগ।

৩ সর্গ।—সীতার তাদৃশ অবস্থা-অবলোকনে হনুমানের চিন্তা।

চেড়ীগণ নানাবিধ বাক্যে সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, রাবণকে ভজিলে মঙ্গল হইবে, কেহ কেহ তাহাকে সুতীব্র ভৎর্সনা করিল। কেহ কেহ তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে এরূপ ভয়-প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিল না। কিন্তু সীতাদেবীর একই উত্তর ছিল।

"পর পুরুষের সনে থাকিতে আমায়।
কেন উত্তেজনা কর ঘৃণিত কথায়॥
রাক্ষসের পত্নী হ'বে মানবী কেমনে।
বরঞ্চ ভক্ষণ কর আমারে এক্ষণে॥
কিন্তু তোমাদের কথা কভু না রাখিব।
প্রাণান্তেও রাবণের কভু না ভজিব॥
হৌন কেন দীন আর হৌন রাজ্যহীন।
সেই রামচন্দ্র মোর পতি চিরদিন॥
সুবর্চ্চলা সেইরূপ সূর্য্যের বনিতা।
সেরূপ রামের জায়া জনকদুহিতা॥
বশিষ্ঠের অরুন্ধতী ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
অগস্ত্যের লোপামুদ্রা চন্দ্রের রোহিণী॥

চ্যবনের ভার্য্যা হন সুকন্যা যেমন।
জানকী শ্রীরামের বনিতা তেমন॥
যেরূপ সাবিত্রী সত্যবানের বনিতা।
সেইরূপ শ্রীরামের ভার্য্যা এই সীতা॥
শুন সবে কপিলের শ্রীমতী যেমন।
শ্রীরামের ধর্ম্মপত্নী আমিও তেমন॥
কেশিনীবনিতা যথা সাগর রাজার।
আমিও রামের জায়া যেন সে প্রকার॥
ভূপতি নলের জায়া দময়ন্তী যথা।
শ্রীরামের জায়া তথা জনকদুহিতা॥
রাম বিনা পতি মোর নহে অন্য জন।
কেন মোরে অকারণ কর জ্বালাতন॥
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এইসব বাক্যে প্রতীয়মান হয় যে, সীতাদেবী বিশেষ সুশিক্ষিতা ও পুরাণ-শাস্ত্রজ্ঞা ছিলেন।

সীতাদেবীর বাক্য শুনিয়া চেড়ীসকল তাঁহার প্রতি বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করিল।

"মারিতে কাটিতে চাহে কারো নাহি ব্যথা।
প্রাণ আর কত সবে কান্দিছেন সীতা॥
* * *
হনুমান্ মহাবীর আছে বৃক্ষডালে।
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে॥
কোথা গেল প্রভু রাম কৌশল্যা শাশুড়ী।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী॥
যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন।
সবংশে নির্ব্বংশ হইবে রাক্ষসগণ॥
এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কাণে।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে॥
* * *
আমার চক্ষের জল নাহিক বিশ্রাম।
এ লঙ্কার সর্ব্বনাশ করুন শ্রীরাম॥

এরূপ সময় ত্রিজটা রাক্ষসী আসিয়া তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া চেড়ীগণকে সীতাদেবীর প্রতি অত্যাচার করিতে নিরস্ত করিল।

"Their threats unfeared their counsel spurned
The demons, breasts with fury burned.
Some sought the giant king, to bear
The tale of Sita's first despair.
With threats and taunts renewed the rest
Around the weeping lady pressed.
But Trijata, of softer mould,
A Rakshas motron wise and old.
With pity for the captive moved,
In words like these the fiends reproved :

Me, me, she cried, 'eat me, but spare
The spouse of Dasaratha's heir."

Griffith's Ramayan, Book V. Canto XXVII.

"ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রি জানিতে না পারে।
কুস্বপ্ন দেখিয়া বুড়ী উঠিল সত্বরে॥
ত্রিজটা বলেন সীতা রামের কামিনী।
যেজন সীতারে মারে মরিবে আপনি॥
যেস্বপ্ন দেখিনু তাহে নাহিক নিস্তার।
পড়িবেক অবশ্য লঙ্কায় মহামার॥"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Your bitter taunts and threats forgo :
Comfort the lady in her woe,
And humbly pray her to forgive ;
For so you may be spared and live."

Griffith's Ramayan, Book V. Canto XXVII.

ত্রিজটা রাক্ষসী তথায় স্বপ্নবৃত্তান্ত এইরূপ বলিল যে, রাবণবংশ ধ্বংস হইবে, কেবলমাত্র বিভীষণ জীবিত থাকিয়া রাজত্ব করিবে।

"লজ্জাবতী সীতা তবে এ স্বপ্ন সংবাদে।
কহিতে লাগিলা সবে মনের আহ্লাদে॥
ত্রিজটে যা কৈলে তুমি যদি সত্য হয়।
তোমা সবাকারে রক্ষা করিব নিশ্চয়॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, ত্রিজটা রাক্ষসী ন্যায়পরায়ণা কোমলহৃদয়া নারী ছিল। সে সীতাদেবীর জন্য আত্মপ্রাণ দিতেও স্বীকৃত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সীতাদেবী বিষাদসাগরে নিমগ্না হইলেন ও নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"এরূপে কান্দেন সীতা রামেরে স্মরিয়া।
সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হয় থাকিয়া থাকিয়া॥
শিংশপাবৃক্ষের কাছে হৈল উপনীত।
অন্তরে তাহার শোকানল প্রজ্বলিত॥
লম্বিত বেণীরে করে করিয়া গ্রহণ।
বলিলেন, গলে বান্ধি ত্যজিব জীবন॥
শিংশপাবৃক্ষের শাখা গ্রহণ করিয়া।
কান্দিতে লাগিলা সীতা আকুল হইয়া॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমান্ সীতাদেবীর অবস্থা দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন।

বৃক্ষডালে হনুমান্ সীতা ভূমি পরে।
কি বলিয়া সম্ভাষিব মনে যুক্তি করে॥
বলিলে রামের দূত না হবে প্রয়োজন।
আমার কারণে হবে সীতার বন্ধন॥
তবেত সকল কার্য্য হইবে বিনাশ।
অসম্ভাষে গেলে হবে শ্রীরাম নিরাশ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস এস্থলে অতি সংক্ষেপ করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে এস্থলে হনুমানের চিন্তাসূত্রগুলি সুদীর্ঘ ও অতি সুন্দর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। বাল্মীকিও হনুমান্‌কে মতিমান্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

যথা—"ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ চকার মতিমান্ মার্ত্তম।" ৪০

৩০শ সর্গ সুন্দরকাণ্ডম্।

"অসংখ্য বানর যা'রে করে অন্বেষণ।
আমি সেই জানকীরে করিনু দর্শন॥
সাগর লঙ্ঘন করি রাক্ষসবিভব।
লঙ্কাপুরী, রাবণের প্রভাবাদি সব॥
প্রত্যক্ষ করেছি আমি এক্ষণে সীতায়।
আশ্বস্ত করিব আমি আশ্বাসকথায়॥
এই চন্দ্রাননা দুঃখ সহেনি কখন।
নিতান্ত কাতর হায় হয়েছে এখন॥
ইঁহারে আশ্বস্ত আজ করিব নিশ্চয়।
ঘুচাব ইহার আজ মানসের ভয়॥
যদি আজ প্রবোধিয়া না যাই ইঁহারে।
তা হলে সম্পূর্ণ দোষ অর্শিবে আমারে॥
আর ইনি নাহি দেখি ত্রাণের উপায়।
প্রাণত্যাগ করিবেন সন্দেহ কি তায়॥
নিতান্ত উৎসুক রাম দেখিতে ইহারে।
যেরূপ আশ্বাসদান উচিত তাঁহারে॥
ইহারেও সেইরূপ সম্পূর্ণ উচিত।
আশ্বাসে বিষাদভরে ঘুচিবে কিঞ্চিৎ॥
কিন্তু দেখিতেছি, চৌদিকে সীতার।
রয়েছে রাক্ষসীগণ কাতারে কাতার॥
ইহারা থাকিতে কাছে ইহার সহিত।
বাক্যালাপ করা কভু না হয় উচিত॥
এক্ষণে কি করি আমি পড়িনু সঙ্কটে।
কিরূপে যাইব আমি সীতার নিকটে॥
যদি আজ রাত্রিশেষে এঁরে না আশ্বাসি।
তবে আত্মঘাতী হবে এরূপ বিশ্বাসী॥
যদি আমি এঁর সনে কথোপকথন।
না করিয়া করি পুনঃ কিষ্কিন্ধ্যাগমন॥
তাহলে যখন রাম জিজ্ঞাসিবে মোরে।
আমার উদ্দেশে সীতা কি কহিলা তোরে॥
তখন কি বলি তাঁ'র কাছে দাঁড়াইব।
কি করিয়া তাঁ'র পানে চাহিয়া দেখিব॥
এইরূপ ব্যতিক্রমে রাম মহাশয়।
ক্রোধে ভস্মীভূত মোরে করিবে নিশ্চয়॥
সুগ্রীবে না দিয়া যদি সংবাদবিশেষ।
করিবারে বলি সংগ্রামের সমাবেশ॥

তা' হলে সসৈন্যে তিনি আসিবেন হেথা।
কিন্তু ভাগ্যদোষে হায় সবি হবে বৃথা ॥
যা হৌক সতর্ক আমি হইনু এখন।
রাক্ষসীরা অসতর্ক হইবে যখন ॥
সে সময় মৃদু বাক্যে দুঃখিনী সীতায়।
সান্ত্বনা করিব আমি মধুর কথায় ॥
কপি আমি কিন্তু আজি মানুষের মত।
সংস্কৃত কথা কব শাস্ত্রি বারে যত ॥
কিন্তু ব্রাহ্মণের মত সংস্কৃত কথা।
যদি কই তা হলে এ দুঃখিনী সীতা ॥
রাবণ ভাবিয়া মোরে হইবেন ভীতা।

*　　*　　*

বস্তুত এক্ষণে অর্থসঙ্গত বচনে।
সীতারে সান্ত্বনা করা যুক্তি ভাবি মনে ॥
তা ছাড়া সান্ত্বনা করা সহজ না হবে।
বিশেষ রূপেতে আমি দেখিলাম ভেবে ॥
একেত রাক্ষসভয়ে ভীতা সীতা সতী।
তাহাতে দেখিলে মোর এহেন মুরতি ॥
শুনিলে আবার মোর নিজের বচন।
আরো শঙ্কাযুতা হ'য়ে করিবে রোদন ॥
মায়ারূপী দশানন ভাবিয়া আমারে।
চমকি উঠিবে সীতা দারুণ চীৎকারে ॥
ইহার চীৎকারশব্দ করিয়া শ্রবণ।
অস্ত্র লয়ে আসিবেক নিশাচরীগণ ॥
ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া আমায়।
যেয়ে বান্ধিবার চেষ্টা করিবে ত্বরায় ॥
সেকালে আমিই বীর নিজের মুরতি।
তরুশাখে লম্ফ দিব প্রকাশি শকতি ॥
তা' দেখি রাক্ষসগণ শঙ্কিত হইয়া।
ডাকিবে প্রহরিগণে ঘোর চেচাইয়া ॥

প্রহরীরা তাহাদের উদ্বেগ-দর্শনে।
শূল-শর আদি লয়ে আসিবে এক্ষণে ॥
সেইকালে অবরুদ্ধ কাজেই হইব।
নিশাচর সৈন্যগণে বিদীর্ণ করিব ॥
কিন্তু আমি সেই কালে সমুদ্র-লঙ্ঘন।
করিব যে তা'র কিছু না দেখি কারণ ॥
তখন রাক্ষসগণ আমারে ধরিবে।
হেথা যে এসেছি তা'ও সীতা না জানিবে ॥
রাক্ষসেরা হিংসাপর পেয়ে এ আভাস।
সীতারেও রোষভরে করিবে বিনাশ ॥
কাজে কাজে এই সূত্রে রাম-সুগ্রীবের।
উদ্দেশ্য বিনষ্ট হবে ঘটিবেক ফের ॥
এ লঙ্কায় আসিবার কোন পথ নাই।
রাক্ষস-রক্ষিত, সিন্ধু বেষ্টিত-সদাই ॥
রামের জানকী বাস করেন হেথায়।
কাজেই না রবে এর উদ্ধার-উপায় ॥
আর বধ-বন্ধনেতে আত্ম-সমর্পণ।
করি যদি আমি হেথা তা হলে তখন ॥
উত্তরসাধক এক রামের মরিবে।
রামের মনের আশ মনেই রহিবে ॥
আমার অভাবকালে এ শত যোজন।
সমুদ্র লঙ্ঘন করে নাহি হেন জন ॥
এক্ষণে সহজে আমি অসংখ্য রাক্ষসে।
নিধন করিতে পারি দারুণ আক্রোশে ॥
কিন্তু রণশ্রমে পরে আমি পুনর্ব্বার।
লঙ্ঘিতে নারিব এই মহা পারাবার ॥
আরো এক কথা এই যুদ্ধের সময়।
কোন পক্ষ জয়ী হবে না জানি নিশ্চয় ॥
সংশয়মূলক কার্য্যে পশিতে আমার।
কোন মতে ইচ্ছা নাই বিপদ অপার ॥

নাহি জানি অতঃপর কোন্ বিচক্ষণ।
এই সংশয়ের কার্য্যে করিবে সাধন ॥
এবে যদি কথা কহি আমি সীতা সনে।
ঘটিবে এ সব বিঘ্ন তা হ'লে এক্ষণে ॥
আর যদি নাহি কহি তা' হলে নিশ্চয়।
জীবন ত্যজিবে সীতা নাহিক সংশয় ॥
সীতা নাহি ভীতা হয় যাহাতে এক্ষণে।
শুনেন আমার কথা তাই ভাবি মনে ॥
খরতর বুদ্ধি-যুত মারুতি মরুত-সুত
এইরূপ বিতর্কের পরে।
চিন্তা করিলেন মনে জানকী অনন্যমনে
রামে চিন্তা করিছে অন্তরে।
যদি আমি এইক্ষণে সুমধুর সুবচনে
রামের কীর্ত্তন করি নাম।
তা হ'লে জানকী সতী না হইবে ভীত মতি
আমারো পূরিবে মনস্কাম।
বীর রাম সত্যব্রত ধরম-সঙ্গত যত
সম্পাদিলা শ্রেয়স্কর কাজ।
অতিক্রমে সে সকল বিবরিয়া অমনি
স্ববক্তব্য প্রকাশিব আজ।"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সুবিজ্ঞ হনুমানের এই চিন্তা-সূত্রগুলি অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক।

৩১—৩৩—সর্গ। সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ।

৩৪—৩৮—সর্গ। সীতার প্রত্যয়ার্থ সীতার প্রতি হনুমানের রাম-সন্দেশ-কথন, উভয়ের কথোপকথনান্তে সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞানমণি লইয়া গমনোদ্যোগ।

৩৯—৪০—সর্গ। গমনোদ্যত হনুমানের প্রতি সীতার পুনঃপুনঃ সন্দেশ-কথন।

৪১—সর্গ। সীতার নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হনুমানের রাবণ-বল পরিজ্ঞানার্থ চিন্তা ও প্রমোদবন উল্লঙ্ঘন।

হনুমান রামের কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

"সাত পাঁচ হনুমান্ ভাবেন আপনি।
আপনা আপনি কহে শ্রীরাম-কাহিনী ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শ্রীরামের কথা কহে পবননন্দন ॥
যজ্ঞশীল দানশীল দশরথ রাজা।
দেবলোক নরলোক সবে করে পূজা ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁর বধূ সীতা সতী।
হরণ করিল তাঁ'রে রাবণ দুর্ম্মতি ॥
কাননে ভ্রমেন রাম সীতা-অন্বেষণে।
সুগ্রীবের সহ মৈত্র করিলেন বনে ॥

* * *

মাথা তুলি সীতাদেবী সে গাছ নেহালে।
বিঘত প্রমাণ কপি দেখেন সে ডালে॥
সীতা হনুমান্ দোঁহে হইল দর্শন।
যোড় হাতে কাছে আসে পবননন্দন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"He ceased : her flowing locks she drew
To shield her from a stranger's view ;
Then, trembling in her wild surprise,
Raised to the tree her anxious eyes.
Her eyes the Maithil lady raised
And on the monkey speaker gazed.
She looked, and trembling at the sight
Wept bitter tears in wild affright.
She sank a while with fear distraught,
Then, nerved again, the lady thought :
'Is this a dream mine eyes have seen,
This creature, by our laws unclean ?
O, may the Gods keep Rama, still,
And Lakshman, and my sire from ill !
It is no dream : I have not slept,
But, trouble-worn, have watched and wept
Afar from that dear lord of mine
For whom in ceaseless woe I pine,
No art may soothe my wild distress
Or lull me to forgetfulness.
I see but him : my lips can frame
No syllable but Rama's name.
Each sight I see, each sound hear,
Brings Rama to mine eye or ear.
The wish was in my heart, and hence
The sweet illusion mocked my sense.
I was but a phantom of the mind,
And yet the voice was soft and kind.

Be glory to the Eternal Sire,
Be glory to the lord of fire,
The mighty Teacher in the skies,
And Indra with his thousand eyes.
And may they grant the truth to be
E'en as the words that startled me."
Griffith's Ramayan, Book V. Canto XXXII.

"এবে যাহা আমি দেখিনু নয়নে।
কল্পনা নহেক ইহা কদাচন
কল্পনায় কভু বুদ্ধির সংশ্রব
না থাকে ; রূপও না হয় দর্শন ॥
কিন্তু এ কপিরে স্পষ্ট দেখিতেছি
স্পষ্ট শুনিতেছি কথাও ইহার
এবে বৃহস্পতি, ব্রহ্মা বাসবের,
অগ্নির চরণে করি নমস্কার।
এই কপি যা বলিল আমার গোচর
সত্যই হউক তাহা দোহাই ঈশ্বর॥"
তবে হনু বৃক্ষ হ'তে নামিয়া কিঞ্চিত।
সীতার নিকটে গেলা হইয়া বিনীত॥
দীনভাবে প্রণিপাত করিয়া তাঁহায়।
মস্তকে অঞ্জলি রাখি মধুর কথায়।
কহিলেন "অয়ি পদ্মপলাশলোচনে।
কে তুমি! কি হেতু এই অশোককাননে॥
মলিন কৌশেয়-বাস কি হেতু ধারণ।
বৃক্ষশাখা ধরি কেন দাঁড়ায়ে এমন॥
নয়নযুগল হ'তে কি হেতু তোমার।
অবিরল ঝরিতেছে দুঃখ-বারিধার॥
সুরাসুর, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
অপ্সরা, চারণ, সিদ্ধ আর নিশাচর,
এসব জাতির মধ্যে তুমি কোন্ জাতি।
সত্য করি কহ সতি! আমারে সম্প্রতি।

* * * * * * *

এইরূপ বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন ও রাম-লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জানাইলেন।

রামলক্ষ্মণের পেয়ে কুশলসংবাদ।
হইল সীতার মনে বিশেষ আহ্লাদ॥
কহিলা তখন সীতা জীবিত যে জন।
শত বৎসরেও তা'র সুখ লভে মন॥
লৌকিক প্রবাদ এই আছয়ে বিদিত।
এক্ষণে আমার পক্ষে সত্য সুনিশ্চিত।"
রামলক্ষ্মণের দেখা পাইলে যেমন।
আনন্দসাগরে হ'ন জানকী মগন॥
সেরূপ আনন্দ লাভ হনুর বদনে।
লভিলেন রামপ্রিয়া আজি ততক্ষণে॥
বিশ্বস্ত অন্তরে তবে তাহার সহিত।
আরম্ভিলা কথোপকথন যথোচিত॥

হেনকালে হনুমান্ ক্রমশ তাঁহার।
সন্নিহিত হইলেন, আনন্দ অপার॥
দুই এক পদ তিনি অগ্রসর হন।
অমনি শঙ্কিত হয় জানকীর মন॥
রাবণ যে আসিয়াছে করিতে ছলনা।
হইল তাঁহার মনে ইহাই ধারণা॥
এরূপ কহিলা তবে বিষাদিত মনে।
হা ধিক কি হেতু কথা কৈনু এর সনে॥
দেখিতেছি সেই রাবণই মায়াবলে।
রূপান্তর ধরি দুষ্ট আসিয়াছে ছলে॥
শিংশপাবৃক্ষের শাখা ছাড়িয়া তখন।
ভূতলে বসিলা সীতা, বিষাদিত মন॥
হনুও কিঞ্চিৎ তবে হয়ে অগ্রসর।
প্রণাম করিলা তাঁরে যুড়ি দুই কর॥
কিন্তু সেইকালে সীতা সশঙ্কিত চিতে।
পবন-পুত্রের দিকে নারিলা চাহিতে॥
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি মৃদু মৃদু স্বরে।
কহিতে লাগিলা সীতা ব্যাকুল-অন্তরে॥

বোধ হয় তুমি সেই মায়াবী রাবণ।
আসিয়াছ মায়া ধরি করিতে পীড়ন॥
কিন্তু দেখ, ইহা তব না হয় উচিত,
কেন হেন কার্য্যে কর পাতক সঞ্চিত॥
সেইজন জনস্থানে স্বীয় রূপ ত্যজি।
পরিব্রাজকের বেশে ছলনায় আজি॥
উপনীত হ'য়েছিলে তুমি যে রাবণ।
তাহাতে সন্দেহ নাই বুঝিনু এখন॥
রাক্ষস! এক্ষণে আমি দীর্ঘ উপবাসে।
কৃশ দীন হয়ে আছি এলঙ্কা-আবাসে॥
হেন সময়েও তুমি আমারে পীড়ন।
করিবারে চেষ্টা কর ভাল কি কখন॥
কিংবা হেন শঙ্কা করা মোর ভাল নয়।
তোমারে দেখিয়া হ'ল প্রীতির উদয়॥
এক্ষণে যদ্যপি তুমি সত্য করি কও।
যদি মম শ্রীরামের প্রিয়-দূত হও॥
তবে আমি কথা তাঁর জিজ্ঞাসি তোমারে।
বল মোরে একে একে বিশেষ বিচারে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

"Thus spoke the dame in mournful mood,
And Hanuman his speech renewed :
'O lady, by thy lord's decree
I come a messenger to thee.
Thy lord is safe with steadfast friends,
And greeting to his queen he sends.
And Lakshman, ever faithful bows
His reverent head to Rama's spouse.
Through all her frame the rapture ran,
As thus again the dame began :

'Now verily the truth I know
Of the wise saw of long ago:
'Once only in a hundred years
True joy to living man appears.'
He marked her rapture-beaming hue
And nearer to the lady drew.
But at each onward step he took
Suspicious fear her spirit shook,"

Griffith's Ramayan, Book V, Canto XXXIV.

হনুমান্ তখন বলিলেন,—

"রামের সেবক আমি নাম হনুমান্। বিশেষ করিয়া কহি কর অবধান॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"তবে হনুমান্ বীর (আরক্তিম-কায়)
বুঝিয়া সীতার মনোগত অভিপ্রায়।
শ্রুতিসুখকর ভাবে হর্ষ-উৎপাদন।
করিয়া কহিলা তাঁরে করি সম্বোধন॥
"অয়ি বিষাদিনি! তুমি কর গো শ্রবণ।
তেজস্বী শ্রীরাম মধ্য-তপন মতন।
প্রিয়-দরশন তিনি চন্দ্রের সমান।
সকলেই করে তাঁরে বিশেষ সম্মান"॥

* * *

শিরোধার্য্য করি আমি তাঁহারি আদেশ।
সাগর লঙ্ঘিয়া কৈনু লঙ্কায় প্রবেশ।
স্ববীর্য্যে রাবণ-শিরে করি পদার্পণ।
এসেছি তোমারে হেথা করিতে দর্শন॥
মায়াবী রাবণ আমি নহি সীতা সতী।
আমারে বিশ্বাস কর এ মোর মিনতি॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমান্ তখন রামচন্দ্রের সুগ্রীবের সহিত মৈত্রতা, বালীবধ, সুগ্রীবের রাজত্বগ্রহণ, কপিগণ-কর্ত্তৃক সীতা-অন্বেষণ প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা বলিলেন, সীতা-দেবী রামের কোন নিদর্শন দেখিতে চাহিলেন। রামচন্দ্র সীতা-বিরহে কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন তাহাও বলিলেন।

"এক্ষণে বিরহে তব রাম মতিমান্
না করেন সুরাপান মাংস নাহি খান॥
যথাকালে শাস্ত্রমত বন্য মূলফল।
খাইয়া যাপেন কাল রাম মহাবল॥
সারারাতি রঘুনাথ মগ্ন তব ধ্যানে।
মশকদংশন আদি কিছুই না মানে॥
কিবা দিবা কিবা নিশা সদা শোকাকুল।
শুকাইছে পাশে তাঁর কত ফলমূল॥

তোমার বিরহে অন্য ভাবনা তাঁহার।
না পারে করিতে দেখি হৃদয়াধিকার॥
এবে তিনি অবিরত জাগরণক্লেশ।
সহিছেন ভাবিছেন নাহি নিদ্রালেশ॥
যদিও নিদ্রিত তিনি কখন বা হন।
সহসা উঠেন জাগি সীতা উচ্চারণ॥
ফলমূল কিম্বা কোন নারী মনোহর।
পদার্থ দেখিলে হন বিষাদে কাতর।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি হা সীতা বলিয়া।
কাঁদিয়া ধরণীবক্ষে পড়েন ঢলিয়া॥
এইরূপে পরিতপ্ত হতেছেন তিনি।
তোমা পেতে চেষ্টা তাঁ'র দিবস-যামিনী॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বাল্মীকির পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে মদ্য-মাংস ব্যবহার করিবার রীতি প্রচলিত ছিল।

"ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈব মধু সেবতে॥
বন্যসুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্॥"৪১ সুন্দরকাণ্ডম্, ৩৬শ সঃ

"For thee his brow is pale and worn,
For thee are meat and wine forsworn.
Thine image in his heart he keeps,
For thee by night he wakes and weeps.
Or if perchance his eyes he close
And win brief respite from his woes,
E'en then the name of Sita slips
In anguish from his murmuring lips.
If lovely flowers or fruit he sees,
Which women love, upon the trees,
To thee, to thee his fancy flies,
And 'Sita! O my love!' he cries!"

Griffith's Ramayan, Book V, Canto XXXVI.

তৎপর—

"হনুমান্ বলে যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ ঘুচিবে সংশয়॥
অঙ্গুরী দেখায় তাঁ'রে পবননন্দন।
অনিমিষে জানকী করেন নিরীক্ষণ॥
রামের অঙ্গুরী দেখে হইল বিশ্বাস।
হস্তপাতি লইলেন জানকী উল্লাস॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

কবি কালিদাস এইরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং তস্যাঃ সম্পাতিদর্শনাৎ।
মারুতিঃ সাগরং তীর্ণঃ সংসার ইব নির্ম্মমঃ॥ ৬০
দৃষ্টা বিচিন্বতা তেন লঙ্কায়াং রাক্ষসীবৃতা।
জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহৌষধিঃ॥ ৬১
তস্যৈ ভর্ত্তুরভিজ্ঞানমঙ্গুলীয়ং দদৌ কপিঃ।
প্রত্যুদ্গতমিবানুষ্ণৈস্তদানন্দাশ্রুবিন্দুভিঃ॥"৬২

রঘুবংশম্ দ্বাদশঃ সর্গঃ

পাপহীন নির্ম্মল ব্যক্তি যেমন নিরাপদে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ হনুমান্ সম্পাতির মুখে সীতার বার্ত্তা অবগত হইয়া অপার-সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে অন্বেষণ করিতে করিতে বিষলতাবেষ্টিত মহৌষধির ন্যায় দৃশ্যমান রাক্ষসীগণে পরিবৃত জনকতনয়াকে রামের অভিজ্ঞানসূচক অঙ্গুরীয় প্রদান করিল। উহা সীতার করতলগত হইবার সময় তাঁহার শীতল আনন্দাশ্রু-বিন্দুদ্বারা যেন প্রত্যুদ্গত হইল॥ ৬০-৬২॥

হনুমান্ তখন সীতাদেবীকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু সীতাদেবী তদ্বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিলেন।

প্রথমতঃ তিনি কখনও পরপুরুষ স্পর্শ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ রাক্ষসগণ পশ্চাদ্ধাবিত হইবে, সেই সময় হনুমান্ তাঁহাকে পৃষ্ঠোপরি রাখিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না এবং সীতাদেবীর হনুমানের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ এরূপ গুপ্তভাবে সীতা উদ্ধার হইলে রামচন্দ্রের কোন যশ হইবে না। সতী সাধ্বী পতিপ্রাণা নারী যে স্বামীর যশোকাঙ্ক্ষিণী হইবে ইহা অতি স্বাভাবিক।

সীতাদেবীর এইযুক্তিগুলি হনুমানের নিকট নিতান্ত সঙ্গত বোধ হইল। এই যুক্তিগুলি যে নিতান্ত সঙ্গত, তাহার আর সন্দেহ নাই। তখন—

"হনুমান্ বলে শুন জনকনন্দিনী।
না কর রোদন মাতা সম্বর আপনি॥
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে।
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে॥

মাথা হইতে সীতা খসাইয়া মণি।
মণিদিয়া তার ঠাই কহেন কাহিনী॥
মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার।
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার॥
অনন্তর মস্তকে বান্ধিয়া শিরোমণি।
দেশেতে চলিল বীর করিয়া মেলানি॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সীতাদেবী হনুমান্‌কে অভিজ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের নিকট কাককর্ত্তৃক তাঁহার স্তনবিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাও বলিতে বলিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, দুই মাসের মধ্যে তাহার উদ্ধার না হইলে রাবণ তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। হনুমান্ তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, এই দুই মাস মধ্যে নিশ্চয় তাঁহার উদ্ধার হইবে। তখন সীতাদেবী জানিতে চাহিলেন, কি প্রকারে রাম-লক্ষ্মণ সাগর পার হইয়া লঙ্কায় আসিতে পারিবেন। হনুমান্ বলিলেন,—তাহার ন্যায়ও তাহার অপেক্ষা অনেক বলবান্ কপি আছে, তাহাদের পৃষ্ঠে উঠিয়াই রামলক্ষ্মণ অনায়াসে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় আসিতে পারিবেন। তখন সীতাদেবী হনুমান্‌কে বলিলেন,—

যদি তব অভিপ্রায় হয় দূতবর।
তা'হইলে তুমি এই লঙ্কার ভিতর॥
কোন এক গুপ্তস্থানে কর অবস্থান্।
অন্ততঃ একটি দিন থাক হনুমান॥
পরে গতক্লম হয়ে যেও কাল প্রাতে।
সাগর লঙ্ঘিয়া সেই দূর কিষ্কিন্ধ্যাতে॥
বলিতে কি দূতবর দেখিলে তোমায়।
ক্ষণতরে অভাগীর শোক দূরে যায়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ইহা কোমলহৃদয়া সুবুদ্ধিসম্পন্না নারীজনোচিত উক্তিই বটে।

হনুমান্ মনে মনে ভাবিলেন, বিপক্ষপক্ষের অন্তর্ব্বল জানিয়া যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

"শতেক যোজন সিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন।
লঙ্কাপুরে জানকীর পেনু অন্বেষণ॥
এক্ষণেতে স্বীয় পক্ষ বিপক্ষের আর।
সমরসংক্রান্ত তত্ত্ব বুঝি সবিস্তার॥
সুগ্রীবের সন্নিকটে হই উপনীত।
তা হ'লে তাহারই হইবে সাধিত॥"
এ অশোকবন সুরকানন মতন।
বিরাজে এখানে বৃক্ষ লতা অগণন॥
একানন সকলের নেত্রসুখকর।
অশোক কাননে হেরি অশোক অন্তর।
শুষ্কবন দগ্ধ যথা করে হুতাশন।
সেইরূপ ছারখার করিব এখন।

এই কার্য্যে অবশ্যই রুষিবে রাবণ।
সসৈন্যে আসিবে ত্বরা করিবারে রণ ॥
রাক্ষসগণের সনে আমিও তখন।
সমরে প্রবৃত্ত হব করিয়া গর্জ্জন।
রাবণের সৈন্যগণ করিয়া বিনাশ।
আবার যাইব ত্বরা সুগ্রীবসকাশ ॥"
মহাবীর হনুমান হেন ভাবি চিতে।
সরোষে অশোকবন লাগিল ভাঙ্গিতে ॥
বায়ুসম মহাবেগে পাদপ-নিকর।
নিক্ষেপিতে লাগিলেন দূর দূরান্তর ॥
পক্ষিকুল আর্ত্তনাদে করে কোলাহল।
মলিন হইল তাম্রবর্ণ পত্রদল ॥
বিহার-শৈলের চূড়া হইল চূর্ণিত।
জলাশয় অন্তস্তল হৈল বিদারিত ॥
পড়িল মসৃণ হ'য়ে করে পলায়ন।

*　　*　　*

লতাগৃহ চিত্রগৃহ শিলাগৃহ আর ॥
এই আছে এই নাই হৈল চুরমার।
মুহূর্ত্তে হতশ্রী হ'ল অশোককানন।
দাবানল-দগ্ধবন দেখিতে যেমন ॥
তখন একাকী হনু বহুবীর সনে।
রণার্থী হইয়া বসে উদ্যান-তোরণে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমানের এ কার্য্যটি অতি অসমসাহসিকতা ও বুদ্ধি প্রাখর্য্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

কৃত্তিবাস হনুমানের এইসব চিন্তাপ্রণালীর উল্লেখ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, সীতাদেবী হনুমান্‌কে অমৃতফল খাইতে দিয়াছিলেন, হনুমান্ তদাস্বাদনে মত্ত হইয়া আরও অমৃতফল সন্ধানে অশোকবন ভাঙ্গিয়াছিলেন।

৪২—সর্গ। রাবণের আদেশে হনুমানের সহিত রাক্ষসের যুদ্ধ ও বিনাশ।

৪৩—সর্গ। হনুমানের চৈত্যপ্রাসাদ ধ্বংসকরণ।

৪৪—সর্গ। জাম্বুবানের যুদ্ধ ও পতন।

৪৫—সর্গ। মন্ত্রিসুতদিগের যুদ্ধ ও পতন।

৪৬—সর্গ। বিরূপাক্ষাদি পঞ্চসেনাপতির যুদ্ধ ও পতন।

৪৭—সর্গ। অক্ষয়কুমারের যুদ্ধ ও পতন।

৪৮—সর্গ। ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া হনুমানের দশাননসভায় গমন ও রাবণ ও হনুমানের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

৪৯—৫১—সর্গ। হনুমানের বাক্যোক্তি ও তাহার যথার্থ রাবণের আদেশ।

৫২—সর্গ। রাবণের প্রতি বিভীষণের উক্তি।

৫৩—সর্গ। হনুমানের লাঙ্গূল-দহনার্থ রাবণের আদেশ এবং সীতার নিকট হনুমানের অবস্থা-বর্ণন।

৫৪—সর্গ। হনুমান্ কর্তৃক লঙ্কাদাহন।

৫৫—৫৬। লঙ্কাদগ্ধান্তে সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ এবং পরে সমুদ্র পার হইবার জন্য উৎপন্ন।

"অনেক রাক্ষসী ছিল ঘুমে অচেতন।
গাত্রোত্থান করি তারা কয়িল দর্শন॥
মহাবীর হনুমান অশোককানন।
ভাঙ্গিয়া তোরণে বসি করে গরজন॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তখন চেড়ীসব

"জিজ্ঞাসিল জানকীরে বল ত্বরা সীতে।
কে এই বানর কেন এ লঙ্কাপুরীতে॥
এ বানর কার চর এল কোথা হ'তে।
হায় একি সর্ব্বনাশ হল আচম্বিতে॥
কি হেতু উহার সনে কথোপকথন।
কহিতেছিলে যে তুমি এই কতক্ষণ॥
কোন ভয় নাহি তব অবিলম্বে বল।
ও কপি তোমারে এবে কি বলিয়া গেল॥
কহিলা জানকীদেবী কি সাধ্য আমার।
কামরূপী রাক্ষসের বুঝিতে আচার॥
ছদ্মবেশী রাক্ষস ভাবিয়া ওরে মনে।
অতিশয় ভীত আমি হয়েছি এক্ষণে॥
জানকীর বাণী শুনি নিশাচরীগণ।
দ্রুত রাবণের পাশে করিল গমন॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবী এইস্থলে একটু মিথ্যাকথা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। সময়-বিশেষে ও স্থানবিশেষে মিথ্যাকথা বলা কিছুমাত্র দোষাবহ নহে।

রাবণ চেড়ীগণের বাচনিক সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া নিতান্ত ক্রোধিত হইলেন।

রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
চিতাগ্নিরিব জজ্বাল কোপসংবর্ত্তিতেক্ষণঃ
তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
দীপ্তাভ্যামিব দীপাভ্যাং সার্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ॥ ২৩

সুন্দরকাণ্ডম্ ৪২শ সঃ।

"শুনি সে বচন রাক্ষস রাবণ।
করিতে লাগিল সরোষে গর্জ্জন॥
যেন অগ্নি গর্জ্জে ছাইয়া গগন।
উপযুক্তমত পাইলে ইন্ধন॥
নয়নযুগল লাগিল ঘুরিতে।
আরক্তিম-বর্ণ ধরিয়া ক্রোধেতে॥
ভীষণ আরাবে দন্তেতে দন্তেতে।
পেষিতে লাগিলা পেষণী যেমন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাবণ কিপ্রকার তেজঃপূর্ণ ছিলেন, তাহা এই বর্ণনা হইতেই সহজে অনুমিত হয়।

রাবণ কতক যোদ্ধৃগণকে হনুমান্‌কে বন্ধন করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁহারা হনুমানের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিহত হইল।

রাবণের চৈত্যপ্রাসাদ সুমেরু সমান উচ্চ ছিল। হনুমান্ সেই প্রাসাদটি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভগ্ন করিল। তৎপর—

"মহাবীর জাম্বুমালী রাবণ-নিদেশে। বহির্গত হইলেন যুঝিবার আশে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সেই জাম্বুমালীও হনুমানের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিহত হইল।

"রাবণে তখন অন্য বীরগণ
জাম্বুমালী নিধন বলিল।
শুনিয়া বচন। রাবণ-লোচন
রোষভরে ঘুরিতে লাগিল॥
কোপযুক্ত-মনে মন্ত্রিসুতগণে
আদেশিলা সমরে যাইতে।
আদেশ তাহার ঠেলে সাধ্য কার
উঠে সবে ত্বরায় সাজিতে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

মন্ত্রিসুতগণও হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। তৎপর বিরূপাক্ষাদি পঞ্চ সেনাপতিও যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলে রাবণনন্দন অক্ষয়কুমার যুদ্ধে প্রেরিত হইল। সেও যুদ্ধে নিহত হইল। তৎপর রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ রাবণাদেশে যাইয়া যুদ্ধ করিয়া হনুমান্‌কে বন্ধন করিয়া রাজসভায় আনয়ন করিলেন।

"They saw him helpless on the ground.
And all the giants pressed around,
And bonds of hemp and bark were cast
About his limbs to hold him fast.
They drew the ropes round feet and wrists;
They beat him with their hands and fists,
And dragged him as they strained the cord
With shouts of trumph to their lord."

Griffith's Ramayan, Book V. Canto XLVIII.

রাবণের কিরূপ আকৃতি-প্রকৃতি ছিল এবং সে রাজসভায় কিরূপ শোভমান ছিল, বাল্মীকির রামায়ণের বর্ণনা দৃষ্টে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

রাক্ষসের অধীশ্বর দশানন বীরবর
বসিয়া আছেন সভাস্থলে।
তাঁহার মস্তকোপরি চৌদিক উজ্জ্বল করি
সোণার মুকুট ঝলমলে॥
মুক্তাবলী সে মুকুটে রয়েছে কেমন ফুটে
নিরখিলে জুড়ায় নয়ন।
রাবণের দৃঢ়কায় চর্চ্চিত হয়েছে তায়
সুরভিত-রকত-চন্দন॥
দশগ্রীব বীরবর পরেছেন পট্টাম্বর
আরক্তিম-ভীষণ-নয়ন।
খরধার দন্তগুলি ওষ্ঠ পড়িয়াছে ঝুলি
সুগভীর বিশাল-বদন॥
হিংস্র জন্তুময় চূড়ে যেমনি আকাশ ফুড়ে
শোভা পায় মন্দর-ভূধর।
দশ শিরে সেই মত শোভিছেন অবিরত
দশানন লঙ্কার ঈশ্বর।
সুনীল-বরণ তাঁর বক্ষে শোভে স্বর্ণহার
কতই যে শোভা খেলে তায়।

প্রভাত-অরুণ-রাগ রঞ্জিত জলদ-ভাগ
সমতার শোভা পায় কায়॥
চন্দন-চর্চ্চিত-কর দেখিবারে মনোহর
শোভা তাহে অঙ্গদ-ভূষণ।
পঞ্চশীর্ষ আছে সম বাহুযুগ অনুক্ষণ
শোভাপায় ভুলায়ে নয়ন।
স্ফটিক-মণ্ডিত আর রতন খচিত তার
আস্তরণ-সজ্জিত আসন॥
সুন্দরী রমণীগণ করিতেছে অনুক্ষণ
তাঁর দেহে চামর বীজন।
রাবণের চারি পাশে বসি আছে মহোল্লাসে
মহাপার্শ্বে প্রহস্ত দুর্দ্ধর॥
নিকুম্ভ এ চারিজন রাজমন্ত্রী বিচক্ষণ
রাজনীতি-নিপুণ-অন্তর।
আর আর মন্ত্রী যত হয়ে সবে এক মত
আশ্বাসিছে রাজা দশানন॥
বল্কল-বন্ধন যুত হনুমান বায়ুসুত
দেখিলেন বিস্মিত-নয়নে।

রাবণের তেজপ্রভা দেহের গাম্ভীর্য্য শোভা
হেরি বিমোহিত হনুমান।
ভাবিতে লাগিলা মনে হেরি আজ দশাননে
কত কি যে হয় অনুমান॥
এ বীরের কি মুরতি কিবা ধৈর্য্য কি শকতি
কি কান্তি সর্ব্বাঙ্গেতে সুলক্ষণ।
অধর্ম্ম ইহার যদি হইত রে প্রতিবাদী
তা'হইলে নিশ্চয় এজন।

ইন্দ্রেরো রক্ষক হ'য়ে বহু যশ উপার্জ্জিয়ে
থাকিতেন সত্যে অনুক্ষণ॥
কার্য্য এর মন্দ ক্রূর এই হেতু সুরাসুর
ইহারে দেখিলে হন ভীত।
এবীর রুষ্ট হ'লে বিশ্বের সাগর জলে
করিতে পারেন বিপ্লাবিত॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"On the fierce king Hanuman turned
His angry eyes that glowed and burned.
He saw him decked with wreath untold
Of diamond and pearl and gold,
And priceless was each wonderous gem
That sparkled in his diadem.
About his neck rich chains were twined,
The best that fancy o'er designed,
And a fair robe with pearls bestrung
Down from his mighty shoulders hung.
Ten heads he reared, as Mandar's hill
Lifts woody peaks which tigers fill.
Bright were his eyes, and bright, beneath,
The flashes of his awful teeth.
His brawny arms of wondrous size
Were decked with rings and scented dyes,
His hands like snakes with five long heads
Descending from their mountain beds.
He sat upon a crystal throne,
Inlaid with wreath of precious stone.
Wherein, of noblest work, was set
A gold-embroidered coverlet.

Behind the monarch stood the best
Of beauteous women gaily dressed,
And each her giant master fanned,
Or waved a chourie in her hand.
Four noble courtiers wise and good
In counsel, near the monarch stood,
As the four oceans ever stand
About the sea encompassed land.
Still, though his heart with rage was fired,
The Vanar marvelled and admired :
'O, what a rare and wondrous sight !
What beauty, majesty, and might !
All regal pomp combines to grace
This ruler of the Rakshas race.
He, if he scorned not right and law,
Might guide the world with tempered awe :
Yea, Indra and the Gods on high
Might on his saving power rely."

Griffith's Ramayan, Book V. Canto XLIX.

দশানন বলিতেছে তোর নাহি ডর।
সত্য করি বলরে কাহার তুমি চর॥
হনুমান বলে আমি শ্রীরামের দূত।
ভাঙ্গিলাম তোমার সেই কানন অদ্ভুত॥

* * *

"আপনি নিজেই তিনি বধিবেন তারে।
যে শত্রু করিল তাঁর জায়ারে হরণ॥
যতেক ভল্লুক আর কপির গোচরে।
রামচন্দ্র করিলেন হেন দৃঢ় পণ॥
তুমিত সামান্য জন ওহে লঙ্কানাথ।
ইন্দ্রও করিতে নারে রামের অহিত।

শব্দে শুনিয়াছি দশরথ মহীপতি।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম তাঁর বধূ সীতাসতি॥"
অগোচরে রাবণ হরিলা তুমি সীতে।
সুগ্রীবের মিত্র ভাব সীতা অন্বেষিতে॥

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কেন তুমি সুপ্ত-সিংহে করিলে আঘাত॥
কি হেতু সাধিলে বাদ সর্পের সহিত?
সীতা বলি যারে তুমি জানহ রাজন।
অবরুদ্ধ যিনি এবে তোমার ভবন॥
সামান্য রমণী তিনি নহেন কখন।
সর্ব্বনাশ-স্বরূপিনী জেন তারে মনে॥

কালরাত্রি-রূপা তিনি লঙ্কা-বিনাশিনী।
সেই সীতারূপী মৃত্যু-পাশ তুমি আর।
আপনার গলে রাজা রেখনা রেখনা,
কিসে শুভ হয় তব, ভাব অনিবার,
জানকীর তেজে আর শ্রীরামের রোষে
অতঃপর এই লঙ্কা দগ্ধ হয়ে যাবে।
জায়া-পুত্র ধন আদি আপনার দোষে॥
নষ্ট না করিও রাজা কহি বন্ধুভাবে।
জাতিতে বানর আমি রামের কিঙ্কর
সত্য কহিতেছি তুমি আমার বচনে
কর্ণপাত কর ওহে রাক্ষস-ঈশ্বর।
নতুবা মজিবে তুমি স্বজনের সনে।
মহাবীর রাম করি জগত সংহার
সৃজিতে পারেন পুনঃ জানিও নিশ্চয়।
বিষ্ণুর সমান বীর্য্য শকতি তাঁহার।
তাঁহার সমান বিশ্বে কোন জন নয়।
সুরাসুর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর মৃগ সিদ্ধ বা পক্ষীর।
ভিতরে এমন কেহ নাহি লঙ্কেশ্বর।
শ্রীরামের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে বীর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"I, even I, no helper need
To overthrow, with car and steed,
Thy city Lanka half divine :
The power but not the will is mine.
For Raghu's son, before his friend
The Vanar monarch, swore to end
With his own conquering arm the life
Of him who stole his darling wife.
Turn, and be wise, O Ravan, turn ;
Or thou wilt see thy Lanka burn,
And with thy wives, friends, kith and kin,
Be ruined for thy senseless sin.".

Griffith's Ramayan Book V. Canto LI.

তখন রাক্ষসরাজ বীর দশানন।
হনুর সগর্ব্ব-বাক্য করিল শ্রবণ॥
ক্রুদ্ধ হইলা অতিশয় নয়নযুগল।
লোহিত-বরণ হ'য়ে ঘুরে অবিরল॥
অচিরে ঘাতকগণে কৈলা আজ্ঞাদান।
বধিবারে রামদূত হনুর পরাণ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

' কাট কাট বলি যবে বলিল রাবণ।
মাথা নোয়াইয়া বলে ভাই বিভীষণ॥
দূতেরে কাটিলে রাজা বড় অনাচার।
আজি হ'তে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রাবণ তখন ক্রোধে বিভীষণে কয়।
বধিলে পাপিষ্ঠজনে পাপ নাহি হয়॥
এই হেতু এই রাজবিদ্রোহী বানরে।
এখনি বধিব আমি সবার গোচরে॥
রাবণের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তত্ত্ব-উপদেশ সহ কহে বিভীষণ॥
রাজন প্রসন্ন হও রোষ পরিহর।
ধর্ম্মার্থ বচনে মম কর্ণপাত কর॥
যে দূত প্রভুর আজ্ঞাপালনে নিরত।
তাহারে বধিতে নাই কহে সাধু যত॥
সত্য বটে এই শত্রু অতীব প্রবল।
অনিষ্ট করেছে বহু প্রকাশিয়া বল॥
কিন্তু দূতবধে কেহ না হয় সম্মত।
দূতবধে কি যে পাপ কব আমি কত?
অঙ্গের বৈরূপ্য করা কষার প্রহার।
মস্তক-মুণ্ডন এই দণ্ডের মাঝার॥
এক বা সমস্ত হোক, দূতের পক্ষেতে।
নির্দ্দিষ্ট হয়েছে বীর জ্ঞানীর চক্ষেতে॥
কিন্তু প্রাণদণ্ড করা আমরা কখন।
শুনি নাহি সত্য কই রাজা দশানন॥
ধর্ম্মদর্শী তুমি রাজা কার্য্যাকার্য্য-বোধ।
আছে তব তাই বলি পরিহর ক্রোধ॥
সুবিজ্ঞ যাহারা তারা ক্রোধের কখন।
প্রশ্রয় না দেন ওগো রাক্ষস-ভূষণ॥
কি ধর্ম্মবিচার কিবা লোক-ব্যবহার।
কি বা শাস্ত্রবোধ এই সমস্ত ব্যাপার॥
জ্ঞাত তুমি এ বিষয়ে তোমার মতন।
কেহ নহে এ জগতে রাজা দশানন॥
সুরাসুরগণ মাঝে তুমিই প্রধান।
কি ঐশ্বর্য্যে কিবা বীর্য্যে কে তব সমান॥
এবে এ কপিরে বধ করিলে তোমার।
না হইবে কোনরূপ সুফল সঞ্চার॥
যেই জন এই কপিরে করিল নিয়োগ।
তাহারি উচিত নয় এর দণ্ড ভোগ॥

* * *

আরো দেখ এ বানর হইলে নিহত।
কে করিবে সে দোঁহারে সমরে উদ্যত॥
মনুষ্যজাতীয় সেই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রাজার কুমার করে বৃথা আস্ফালন॥
যদ্যপি না যায় এই বানর তথায়।
কি করিয়া তারা তবে আসিবে হেথায়॥
এক্ষণে রাক্ষসগণ বীরত্ব দেখাতে।
সমুৎসুক হয়ে আছে অস্ত্র লয়ে হাতে॥
সে সব রাক্ষসে দিয়া যুদ্ধের ব্যাঘাত।
না করিও মনক্ষুণ্ণ ওগো লঙ্কানাথ॥
তব বশীভূত ভৃত্য সে রাক্ষসগণ।
তোমার মঙ্গল চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
সদ্বংশীয় তারা আর বীরের প্রধান।
অবশ্যই হবে তব জয়ের বিধান॥
এক্ষণে আদেশ তুমি কর মহারাজ।
তাদের ভিতর হ'তে কিয়দংশে আজ॥

বহির্গত হয়ে থাক ত্বরিত-গমনে।
বাঁধিয়া আনুক সেই মূর্খ দুইজনে॥
শত্রুজনে অবহেলা করা ভাল নয়।
প্রভাব দেখান হয় উচিত নিশ্চয়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ যে ধর্ম্মশীল জ্ঞানবান্ ও সুবিবেচক ছিলেন, তাহা তাঁহার এই বাক্যগুলিতেই প্রকাশ পাইতেছে। বিভীষণ ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান্ ছিলেন, এজন্য তাঁহার বাক্যগুলিও তদুপযুক্ত।

রাজা দশানন বিভীষণের বাক্যগুলি যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন এবং বলিলেন যে, এই বানরকে কিছু শাস্তি দেওয়া আবশ্যক।

"The tail, I fancy, is the part
Most cherished by a monkey's heart.
Make ready : set his tail aflame,
And let him leave us, as he came,
And thus disfigured and disgraced
Back to his king and people haste."

Griffith's Ramayan, Book V, Canto LIII.

তখন—

লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ
লেজ পোড়াইয়া এরে পাঠাও সে দেশে॥
লেজপোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি-বন্ধু হাসে॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রাবণের আজ্ঞাপেয়ে রাক্ষসনিকর ধেয়ে
সুজীর্ণ কার্পাস বস্ত্র আনে।
সেই বস্ত্র করে ধরি হনুর লাঙ্গুলপরি
জড়াইল বিবিধ সন্ধানে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তৎপর তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুরে লইয়া।
হৃষ্টমনে চলে সবে থামিয়া থামিয়া॥
শঙ্খ-ভেরী বাজাইয়া নিশাচরগণ।
বিদ্রোহীর দণ্ডবার্ত্তা করয়ে ঘোষণ॥

* * *

হেনকালে ভীমাকায়া রাক্ষসী-নিচয়।
জানকীর কাছে গিয়া তাড়াতাড়ি কয়॥
তুমি যেই রক্তমুখ বানরের সনে।
কথাবার্ত্তা কৈতেছিলে এ অশোকবনে॥
রাক্ষসেরা অগ্নি দিয়া লাঙ্গুলে তাহার।
ইতস্ততঃ ভ্রমে রাজপথের মাঝার॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কোমলপ্রাণা সীতাদেবী একথা শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহতা হইয়া বলিলেন—

যদি আমি দেব।
পতিসেবা কভু করিয়া থাকি
তপ-অনুষ্ঠান করি থাকি যদি
পতিপদে যদি ভকতি রাখি
তা হলে তাহার প্রভাবে আজিগো
হনুর শরীরে শীতল হও
মম হিতকারী সমীর-কুমারে
দগ্ধ না করি কোলেতে লও।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"The mournful news the lady heard
That with fresh grief her bosom stirred.
Swift to the kindled fire she went
And prayed before it reverent :
'If I my husband have obeyed,
And kept the ascetive vows I made,
Free, ever free, from stain and blot,
O spare the Vanar ; harm him not."

Griffith's Ramayan, Book V. Canto LIII.

হনুমান্ বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন।

এরূপ সংকল্প করি হনুমান্।
মহাবেগে লম্ফ করিলা প্রদান।
লঙ্কার ভিতরে গৃহ সারি সারি।
হনুমান বীর ভ্রমে তদুপরি॥
নাহিক মানসে ভয়ের লেশ।
বীরগর্ব্বে দৃষ্টি করি প্রসারণ॥
গৃহ হ'তে গৃহে করেন ভ্রমণ।
উদ্যান হইতে প্রাসাদ উপর॥
প্রাসাদ হইতে উদ্যানভিতর।
ভ্রমণ করেন হনু বীরেশ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

"What further deed remains to do
To vex the Rakshas king anew ?
The beauty of his grove is marred,
Killed are the bravest of his guard.
The captains of his host are slain ;
But forts and palaces remain.

Swift is the work and light the toil
Each fortress of the foe to spoil.
Reflecting thus, his tail ablaze
As through the cloud red lightning plays,
He scaled the palaces and spread
The conflagration where he sped.
From house to house he hurried on,
And the wild flames behind him shone.
Each mansion of the foe he scaled,
And furious fire its roof assailed
Till all the common ruin shared :
Vibhishan's house alone was spared.
From blazing pile to pile he sprang,
And loud his shout of triumph rang,
As roars the doomsday cloud when all
The worlds in dissolution fall.
The friendly wind conspired to fan
The hungry flames that leapt and ran,
And spreading in their fury caught
The gilded walls with pearls inwrought,
Till each proud palace reeled and fell
As falls a heavenly citadel.
Loud was the roar the demons raised
Mid walls that split and beams that blazed,
As each with vain endeavour strove
To stay the flames in house or grove.
The women, with dishevelled hair,
Flocked to the roofs in wild despair,
Shrieked out for succour, wept aloud,
And fell, like lightning from a cloud.
He saw the flames ascend and curl
Round turkis, diamond, and pearl,

While silver floods and molten gold
From ruined wall and lattice rolled.
As fire grows fiercer as he feeds
On wood and grass and crackling reeds
So Hanuman the ruin eyed
With fury still unsatisfied."

Griffith's Ramayan, Book V. Canto LIV.

হনুমান্ অশোকবন ধ্বংস করিল অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট করিলেন এবং পরিশেষে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিলেন। হনুমানের বিশেষ কুট ও দুষ্টবুদ্ধিও ছিল।

এস্থলে কবি কালিদাস এইরূপ লিখিয়াছেন—

নির্বাপ্য প্রিয়সন্দেশৈঃ সীতামক্ষবধোদ্ধতঃ।
শবদাহপুরীং লঙ্কাং ক্ষণসোঢ়ারিনিগ্রহঃ॥ ৬৩

রঘুবংশম্ ১২শ সঃ।

বানরপ্রবর হনুমান্ রামের আদেশক্রমে জনককন্যা সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া রাবণকুমার অক্ষের প্রাণ সংহার করিল এবং সেই হেতু উদ্ধতভাবে কিছুক্ষণ শত্রুগণের কৃত নিগ্রহ সহ্য করিয়া অগ্নিদ্বারা লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত করিল॥৬৩

অনেক রাক্ষস অগ্নিতে বিনষ্ট হইল। তখন হনুমান্ মনে করিল, বোধ হয় সীতাদেবীও অশোকবনে অগ্নিতে বিনষ্ট হইয়াছেন। ইহা মনে করিয়া সে নিতান্ত শঙ্কিত হইল।

"সব লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছারখার
লঙ্কার সকল প্রাণী করে হাহাকার॥
হনুমান্ বলে সীতা হইল বিনাশ।
হিতে বিপরীত করি একি সর্ব্বনাশ॥
চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলে মরে সব প্রাণী।
রক্ষা না পাইল বুঝি রামের ঘরণী॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তখন চারণগণের নিকট তিনি শুনিলেন যে, সীতাদেবী অগ্নিতে দগ্ধ হন নাই। ইহা জানিতে পারিয়া হনুমান্ নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ত্বরিত গমনে অশোকবনে সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"দেখি আমি ভাগ্যবলে এই শিংশপার তল। নিরাপদ দেখিলাম তোমারে এখন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবী তখন হনুমানের প্রতি ঘন ঘন সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—

"শুন বৎস! ইচ্ছা যদি হয় তব মনে।
একটি দিনের তরে থাক এই স্থানে॥
তুমি কোন গুপ্তস্থলে বিশ্রাম করিয়া।
পরদিন সিন্ধুপারে যাইও চলিয়া॥
তোমারে দেখিলে পরে এই মন্দভাগিনীর।
কিছুক্ষণ শোক যাবে হইব রে স্থির॥
পুনরায় আসিবার উদ্দেশে প্রস্থান।
করিতেছ সত্য বটে তুমি হনুমান্॥
ইহারি মধ্যেই কিন্তু জানিও নিশ্চিত।
জীবনসঙ্কট মোর হবে উপস্থিত॥
ভাবিয়া ভাবিয়া আমি হৈনু মর্ম্মাহত।
দুঃখের পরেতে দুঃখ সহিতেছি কত॥
তব অদর্শনে এবে শুন বাছাধন।
আরও যন্ত্রণা ভাগ্যে হইবে ঘটন॥"

* * *

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমান্ সীতাদেবীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং—

"প্রণিপাত করি তবে বীর হনুমান্।
সুগ্রীবেরে দেখিবারে করিলা প্রস্থান॥
লঙ্কার উপান্তে শোভে অরিষ্য ভূধর
সমুদ্র লঙ্ঘন তরে হনু বীরবর।
উত্থান করিলা ত্বরা তাহার উপর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"He looked upon the burning waste,
Then sought the queen in joyous haste,
With words of hope consoled her heart,
And made him ready to depart."

Griffith's Ramayan, Book V. Canto LVI.

৫৭—সর্গ। হনুমানের মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন।

৫৮—৬০—সর্গ। বানরগণের সমীপে হনুমানের আমূল বৃত্তান্ত-কথন এবং অঙ্গদের উক্তি।

৬১—৬৩—সর্গ। রাম সকাশে বানরগণের যাত্রাকালীন মধুভঙ্গ।

৬৪—সর্গ। দধিমুখ বানর ও অঙ্গদাদির কথোপকথন এবং পরে রামসকাশে হনুমানের সর্ব্ববৃত্তান্ত কথন ও জানকীপদ ও অভিজ্ঞানমণি দান।

হনুমান্ সাগর পার হইয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে পৌঁছিলে কপিগণ যাহারা হনুমানের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা হনুমানের উৎফুল্লভাব দেখিয়াই অনুমান করিল যে, হনুমান্ সুসংবাদ আনিয়াছে।

"অনন্তর হনুমান্ পবননন্দন।
জাম্বুবান আদি করি যত গুরুজন ॥
কুমার অঙ্গদে আর করিলা প্রণতি।
তাঁহারা দেখিলা তাঁ'রে তুষ্ট হয়ে অতি ॥
সীতার সংবাদ পরে হনু বীরবর।
সংক্ষেপে বলিয়া ধরি অঙ্গদের কর ॥
মহেন্দ্র গিরির রম্য বনের ভিতরে।
উপবিষ্ট হইলেন হরিষ অন্তরে ॥

* * *

হনুমানে সম্বোধিয়া অঙ্গদ তখন।
কহিলেন বীরবর! তুমি গো যখন ॥
বিস্তীর্ণ সাগর এই উত্তীর্ণ হইয়া।
পুনর্ব্বার এইখানে এলে বাহুরিয়া ॥
তখন শকতি বীর্য্যে তোমার মতন।
আর কাহারেই আমি না করি দর্শন ॥
বলিতে কি একমাত্র তুমিই মারুতি।
আমাদের প্রাণদাতা অগতির গতি ॥
এক্ষণে আমরা সবে তোমারি কৃপায়।
রামের গোচরে যাব কি সন্দেহ তায়?
বীরবর প্রভুভক্তি আশ্চর্য্য তোমার।
বিচিত্র তোমার শক্তি ধৈর্য্য চমৎকার ॥
ভাগ্যবলে পেলে তুমি সীতার উদ্দেশ।
এইবার শ্রীরামের দুঃখ হবে শেষ ॥

* * *

রাক্ষসগণেরে বীর হনুমান্।
প্রায় ত নিঃশেষ করেছেন বলে ॥
এবে শুধু বাকী সীতার উদ্ধার।
চল তাহা সাধি সকলেতে মিলে।
দিগ্‌দিগন্ত হতে যে সকল কপি।
কিষ্কিন্ধ্যা পুরী হৈল উপনীত
তা দিগে বৃথা কষ্টদান করা
তোমাদের পক্ষে হয় কি উচিত?
চল বীরগণ আমরাই গিয়া
অবশিষ্ট যত রাক্ষসে বধিগে
শ্রীরামলক্ষ্মণ সুগ্রীবের সনে
তার পর গিয়া সাক্ষাৎ করিগে।
তবে বুদ্ধিমান্ বীর জাম্বুবান্।
প্রীতচিত হয়ে কহিলা অঙ্গদে
কুমার যেরূপ কহিতেছ তুমি
সুসঙ্গত তাহা নহে মোর বোধে
কপীশ সুগ্রীব নরেশ শ্রীরাম
সীতার উদ্দেশে লৈতে আদেশিলে
তাঁহারে উদ্ধার করিবার কথা
কিছুই কইত নাহিক কহিলা।
এবে কষ্টে সৃষ্টে যদিও আমরা
রক্ষোগণে পারি করিবারে জয়
হয়ত তা হলে ইহা তাহাদের
প্রীতিকর নাহি হইবে নিশ্চয়।
রাজ অধিরাজ মহারাজ রাম
স্ববীর বংশের উল্লেখ করিয়া
সীতার উদ্ধার কৈল অঙ্গীকার
সবার সমক্ষে ক্রোধিত হইয়া।

তবে বল দেখি হে রাজকুমার
সে বিষয়ে তব অন্যথাচরণ
কখন কি সাজে কভু ভাল নয়
মনে যেন রয় এ মোর বচন।
যেইরূপ ইচ্ছা করিতেছ তুমি
তাহে সর্ব্বকার্য্য বিফল হইবে
শ্রীরামেরও তাহে কিছু প্রীতি লাভ
না হবে না হবে না হবে না হবে।
এবে চল যথা শ্রীরামলক্ষ্মণ
আমরা সেখানে অচিরে যাইয়া
তাহাদের কাছে আদ্যোপান্ত এর
সমস্তই কহি ক্রমে বিবরিয়া॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমান্ ও অপর কপিগণ জাম্বুবানের বাক্যে অভিমত করিল, তখন সকলে সুগ্রীব ও রামলক্ষ্মণ সমীপে যাওয়ার জন্য গমন করিল।

"অনন্তর সেই সব বানরনিচয়
গগনের পথক্রমে করিল আশ্রয়
সুগ্রীবের মধুবনে হৈল উপনীত
সে বন দেখিয়া সবে পুলকিত চিত;
নন্দনকানন তুল্য সেই মধুবন
তার মাঝে ফলেফুলে সাজে তরুগণ
সুগ্রীব মাতুল কপি দধিমুখ নাম
করিছেন সেই বন রক্ষা অবিরাম।
একান্ত দুর্গম উহা তাহার মাঝার
পশিল বানরগণ ছাড়িয়া হুঙ্কার
অঙ্গদের সন্নিধানে সকলে তখন
মধুপান করিবারে করিল প্রার্থন।
তখন অঙ্গদ লয়ে বৃদ্ধদের মত
অবিলম্বে সে বিষয়ে হইলা সম্মত
অঙ্গদের আজ্ঞা পেয়ে বীর কপিগণ
ভ্রমরসঙ্কুল বৃক্ষে কৈল আরোহণ।
হৃষ্ট মনে সে বনের যত ফলমূল
খাইতে লাগিল সবে আহ্লাদে আকুল।
অনন্তর মধুপানে বানরনিকর
হইয়া উঠিল সবে উন্নত অন্তর
কেহ হাসে কেহ গায় কেহ কেহ নাচে
কেহ ছোটে কেহ পড়ে কেহ উঠে গাছে।
কেহ বা প্রণাম করে কেহ করে পাট
কেহ মল্লযুদ্ধ করে মারি মালসাট।
কেহ খেলে কেহ দোলে গাছের শাখায়
কেহ ভ্রমে কেহ শ্রমে কোথা চলে যায়।
কেহ লম্ফে কেহ ঝম্ফে কেহ দম্ভ করে
কেহ বা প্রলাপ বকে যা আসে অন্তরে।
কেহ বা কলহ করে অপরের সনে
করতালি দিয়া কেহ হাসে আনমনে।
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে কেহ মারে লাফ।
চক্ষুদুটি মুদি কেহ করে হপ হাপ॥
বৃক্ষশাখা হইতে কেহ ভূমিতলে পড়ে।
কেহ বা ভূতল হৈতে বৃক্ষচূড়ে চড়ে॥
সঙ্গীত করিতেছিল কেহ বা উল্লাসে
কেহ গেল তার কাছে অট্ট অট্ট হাসে॥

কেহ বা করিতেছিল অজস্র রোদন।
কান্দি তা'র কাছে গেল অন্য জন॥
কেহ বা কাহারে করে নখর আঘাত।
তাহারে প্রহারে কেহ তুলি দুই হাত॥
এরূপে সে কপিসৈন্য মধুপান করি।
উঠিল উন্মত্ত হয়ে, ক্ষণেক ভিতরি॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কপিগণের এই মধুপানব্যাপার বড়ই আমোদজনক ও হাস্যোদ্দীপক। কোন মাদকদ্রব্যসেবনে লোক কিরূপ আত্মহারা হয়, কপিগণের মধুপান ব্যাপার তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিঙ্করগণের নিষেধ না মানিয়া কপিগণ মধুপান করিতে লাগিল ও মধুবন ছিন্নভিন্ন করিল। তখন কিঙ্করগণ যাইয়া সেই মধুবনরক্ষক সুগ্রীবমাতুল দধিমুখকে সমস্ত বিবরণ বলিল।

"কিঙ্করগণের মুখে এ কথা শুনিয়া।
কপিবর দধিমুখ উঠিল রুষিয়া॥
তা'দিগে সান্ত্বনা করি কহিলা তখন।
বলগর্ব্বে মাতিয়াছে দুষ্ট কপিগণ।
চল চল ত্বরা মোরা করিয়া গমন।
সকলে তা' দিগে এবে করি নিবারণ॥
অনন্তর ভৃত্যগণ মধুবনে চলে।
দধিমুখ তাহাদের চলে মধ্যস্থলে॥
একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ করি উৎপাটন।
ধাইলেন দধিমুখ করিয়া গর্জ্জন॥
ভৃত্যেরাও বৃক্ষশিলা উদ্যত করিয়া।
ক্রোধভরে চলে ওষ্ঠ অধর দংশিয়া॥
তখন সে মহাবীর অঙ্গদকুমার।
দধিমুখে নিরখিয়া ছাড়িলা হুঙ্কার॥
ক্রোধে তারে ভুজমাঝে করিয়া গ্রহণ।
ভূতলে ফেলিয়া বলে কৈলা নিষ্পেষণ॥
নিষ্পিষ্ট হইয়া দধিমুখ কপিবর।
ভগ্নাস্থি হইয়া হৈলা অতীব কাতর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তখন দধিমুখ নিতান্ত রোষাবিষ্ট ও মর্ম্মাহত চিত্তে সুগ্রীবের নিকট যাইয়া অভিযোগ করিল। সুগ্রীব দধিমুখকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, বোধ হয় কপিগণ সীতাদেবীর অনুসন্ধান পাইয়াছে, এ জন্যই নিতান্ত উল্লসিত হইয়া মধুবন ভাঙ্গিয়া মধুপান করিতেছে। তিনি দধিমুখকে বলিলেন—

"শুন গো মাতুল আনন্দ অতুল,
লভিলাম শুনি তোমার বচন।
বীর কপিগণ কার্য্যসংসাধন
করি মধুবনে পশিয়া সুখে,
মধুপান ক'রে মাদকতাভরে
মারিল তোমারে সহসা রুখে॥
তুমি সে কারণ আর ক্ষুণ্ণমন
হয়ো না মাতুল! মিনতি মম।

এবে পুনরায় আমার কথায়
রক্ষ মধুবন পূর্ব্বের সম।
যাও প্রিয়বাদী হনুমান্ আদি
বীরগণে হেথা পাঠায়ে দাও;
কিরূপে সীতার উদ্দেশ হইল
শুনিতে বাসনা; ত্বরায় যাও।”
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সুগ্রীব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। এজন্যই বানরগণের আনন্দভাবশ্রবণে তিনি অনুমান করিলেন যে, তাহারা অবশ্য সীতার অনুসন্ধান পাইয়াছে।

এইরূপ বচনে দধিমুখ সান্ত্বনা লাভ করিয়া কপিগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং তাহাদিগকে সুগ্রীব ও রামলক্ষ্মণের নিকট পাঠাইয়া দিল।

“অনন্তর সবে মিলে কানন-শোভিত।
প্রস্রবণ শৈল ’পরে হৈল উপনীত॥
তথায় বানরগণ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুগ্রীবেরে প্রণমিল ভক্তিযুক্ত মন॥
প্রণাম করিয়া তবে বানরনিচয়।
আদ্যোপান্ত সীতার বৃত্তান্ত ক্রমে কয়॥
রাবণের অন্তঃপুরে সীতার বসতি।
প্রপীড়ন রাক্ষসীগণের তাঁর প্রতি॥
রাবণের নির্দ্দেশিত জীবিত সময়।
জানকীর স্বামীভক্তি ক্রমে তা’রা কয়॥”
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র এ সংবাদে নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া হনুমানের নিকট সীতাদেবীর সবিশেষ বিবরণ অবগত হইলেন। হনুমান্ সীতাদেবীর প্রদত্ত মণি রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন।

“অনন্তর রাম জানকী-প্রদত্ত
সে মণি গ্রহণ করি।
হৃদয়ে স্থাপিয়া কাঁদিতে লাগিলা
অন্তরে তাঁহারে স্মরি॥
সজল নয়নে বারংবার সেই
মণি করি নিরীক্ষণ।
কহিলা সুগ্রীবে শুন প্রিয় সখা
যাহা বলি এইক্ষণ॥
বৎসবতী ধেনু বৎস দরশনে
যেরূপ শীতল হয়।
এই চূড়ামণি নিরখি আমার
তেমতি হল হৃদয়॥
বিদেহ-ঈশ্বর রাজর্ষি জনক
আমার বিবাহকালে।
এই মণিরত্ন জানকীরে দিলা
খ্যাত ইহা ভূমণ্ডলে॥”

যথৈব ধেনুঃ স্রবতি স্নেহাদ্বৎসস্য বৎসলা।
তথা মমাপি হৃদয়ং মণিশ্রেষ্ঠস্য দর্শনাৎ॥ ৩
৬৬মঃ সঃ সুন্দরকাণ্ডম্।

"O lead me—thou hast learnt the way—
I cannot and I will not stay.
How can my gentle love endure,
So timid, delicate, and pure,
The dreadful demons fierce and vile
Who watch her in the guarded isle?
No more the light of beauty shines
From Sita as she weeps and pines.
But pain and sorrow, cloud on cloud,
Her moonlight story dim and shroud.
O speak, dear Hanuman, and tell
Each word that from her sweet lips fell.
Her words, her words alone can give
The healing balm to make me live."

Griffith's Ramayan, Book V, Canto LXVI.

"Oh that it were possible,
After long grief and pain
To find the arms of my true love
Round me once again." Tennyson.

শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রেমভাব বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, কিন্তু এই প্রেমভাবে কিছু স্ত্রৈণতার আভাস পাওয়া যায়। কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

"প্রত্যভিজ্ঞানরত্নঞ্চ রামায়াদর্শয়ৎ কৃতী।
হৃদয়ং স্বয়মায়াতং বৈদেহ্যা ইব মূর্ত্তিমৎ ॥ ৬৪
স প্রাপ হৃদয়ন্যস্তমণিস্পর্শনিমীলিতঃ।
অপয়োবিরসং সর্গাং প্রিয়ালিঙ্গননির্বৃতিম্ ॥" ৬৫

রঘুবংশম্ দ্বাদশঃ সর্গঃ।

"পবননন্দন কৃতকার্য্য হইয়া স্বয়ং উপস্থিত। সাক্ষাৎ বৈদেহীর হৃদয়স্বরূপ তদীয় অভিজ্ঞানরত্ন রামচন্দ্রকে দেখাইলেন। ৬৪। জনকতনয়ার প্রেরিত

মণি বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক স্পর্শসুখে নিমীলিত হইয়া ক্ষণকাল স্তনসম্বন্ধশূন্য প্রিয়তমার আলিঙ্গনসুখ অনুভব করিলেন। ৬৫

হনুমান্ পরিশেষে বলিলেন—.

"আমার বচন করিয়া শ্রবণ
জানকী তোমার বীর।
বীতশোক হয়ে শান্তিলাভ করি
হয়েছেন কিছু ধীর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই ৬৪ সর্গে সুন্দরকাণ্ড পরিসমাপ্ত হইল। এই কাণ্ডে হনুমানের কার্য্যই বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। হনুমান্ যে অসাধারণ ক্ষমতাশালী সুচতুর বিজ্ঞ লোক ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই কাণ্ডের প্রধান ঘটনা হনূমান্ কর্ত্তৃক সাগরলঙ্ঘন। তৎপরিণামফলই সীতার অনুসন্ধানপ্রাপ্তি ও লঙ্কাদাহন প্রভৃতি।

এই কাণ্ডের ঘটনাগুলিও পূর্ব্বের কাণ্ডগুলির ঘটনাবলির পরিণামফল। সীতাহরণ না হইলে এই কাণ্ডের ঘটনাগুলি কখনই ঘটিত না।

সুন্দরকাণ্ড সম্বন্ধে গ্রীফিথ্ সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—

"This book is called Sundar or the beautiful. To a European taste it is the most intolerably tedious of the whole poem, abounding in repetition, over loaded description, and long and useless speechess which impede the action of the poem. Manifest interpolations of whole Cantos also occur."

Griffith's Note.

কিন্তু সুন্দরকাণ্ড অর্থে কপিরকাণ্ড করিলেই সঙ্গত হয় মনে করি। কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ও সুন্দরকাণ্ড হইতেই রামায়ণের ঐতিহাসিকত্ব ক্রমান্বয় বিশেষ উপলব্ধি হয়, লঙ্কাকাণ্ডে ইহার সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়, কেন না রামবনবাস সীতাহরণ প্রভৃতি প্রকৃত ঘটনা না হইলেও কপিসৈন্যসাহায্যে রামলক্ষ্মণ কর্ত্তৃক লঙ্কা বিজয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

রামায়ণ ইতিহাস কি কাব্য? অনেকের মতে রামায়ণ মহাকাব্য, ইতিহাস নহে, ইহাতে ঐতিহাসিক কিছু থাকিলেও তাহা এত সামান্য যে, নির্ণয় করা সুকঠিন।

কিন্তু বোধ হয় রামায়ণ প্রকৃত ইতিহাস, ইহাকে মহাকাব্যের সর্ব্বলক্ষণযুক্ত প্রকৃত ইতিহাস বলা যাইতে পারে। অধুনা যে সব ঐতিহাসিক গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত ইতিহাস নহে, প্রকৃত ঘটনার প্রকৃত অপ্রকৃত বিবরণীমাত্র। উহাতে হয়ত সামান্য অংশ প্রকৃত সত্য কথা, অধিকাংশ কাল্পনিক কথা। প্রকৃত ঘটনার সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। প্রকৃত সমস্ত ঘটনা কেহ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দেখিতে পারে না, সমস্ত ঘটনার বিবরণই সাধারণতঃ কতক বা প্রত্যক্ষজ্ঞান, কতক অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণ ও অধ্যয়নজনিত জ্ঞান হইতে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। শেষোক্ত অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে যে অংশ লিপিবদ্ধ হয়, তাহা কখনও সমস্ত সত্য ও প্রকৃত হইতে পারে না। এই যে সে দিন রুষজাপানের যুদ্ধ হইয়া গেল, কি বুয়রযুদ্ধ হইয়া গেল, ইহার কি সমস্ত সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে? কখনই নহে। উহার লিপিবদ্ধবিবরণে সম্ভবতঃ সামান্য অংশ প্রকৃত সত্য কথা, অধিকাংশ অপ্রকৃত কাল্পনিক কথা। তবে শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত ইতিহাস কি, প্রকৃত ইতিহাসের লক্ষণ কি? মহাভারতে ব্যাসদেব প্রকৃত ইতিহাসের লক্ষণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন,—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষের উপদেশসমন্বিত পুরাবৃত্তের নাম ইতিহাস। ইতিহাসের বিষয় হইবে পুরাবৃত্ত বা পূর্ব্ব ঘটনার বিবরণ এবং তাহার লক্ষ্য থাকিবে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষসাধক উপদেশ। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলেন—"ঋষি-প্রোক্তাদি বহুবিধ আখ্যান, দেব ও ঋষিচরিত এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্ম্মকথাদি যাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস।" ইতিহাস সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য মতও অনেকাংশে আমাদের শাস্ত্রোক্ত মতের অনুরূপ। মেকলে সাহেব বলিয়াছেন—

"History at least in its ideal perfection is a compound of poetry and philosophy. It impreses general truths on the mind by a vivid representation of particular character and incidents. But in fact, the two hostile elements of which it consists have never been known to form a perfect

amalgamation ; and at lengh, in our own time, they have been completely and professedly separated. Good histories, in the proper sense of the term, we have not. But we have good historical romance, and good historical essays.

*   *   *

To make the past present, to bring the distant near, to place us in the society of a great man or on the eminence which overlooks the field of a mighty battle, to invest with the reality of human flesh and blood beings whom we are too much inclined to consider as personified qualities in an allegory, to call up our ancestors before us with all their peculiarities of language, manners and goal to show us over their houses, to seat us at their tables, to rummage their old fashion wardrobes, to explain the uses of their wonderous furniture, these parts of the duty which properly belongs to the historian, have been appropriated by the historical novelist. On the other hand, to extract the Philosophy of history, to direct our judgment of events and men, to trace the connection of causes and effects, and to draw from the occurrences of the former times general lessons of morality and political wisdom, has become the business of distinct class of writers."

Macaulay's Essay on Hallam's Constitutional History.

প্রকৃত ইতিহাসের চরমোৎকর্ষ ও পূর্ণ অবস্থা কাব্য, দর্শন ও ঘটনার বিবরণ একাধারে সম্মিলন। ইতিহাসের কাব্যাংশ কল্পনার সৃষ্টি, দর্শনের অংশ জ্ঞানের সৃষ্টি এবং ঘটনার বিবরণের অংশ চাক্ষুষ দর্শন, শ্রবণ ও অধ্যয়ন হইতে সৃষ্টি। এই সকলের একাধারে সম্মিলন যে গ্রন্থে আছে, তাহাই প্রকৃত আদর্শ ইতিহাস। অতীতকে বর্ত্তমান করিয়া দেখান, দূরস্থকে নিকটস্থ করিয়া প্রদর্শন, মহাজন-গণের সহবাসসুখ উপলব্ধি করান, উচ্চস্থান হইতে মহাযুদ্ধের দর্শনসুখ অনুভব করান, অলৌকিকগুণভূষিত মহাত্মগণকে রক্তমাংসময়দেহিস্বরূপ মূর্ত্তিমান্

করিয়া দেখান এবং পূর্ব্বপুরুষগণকে সশরীরে তাহাদের সমস্ত দোষগুণাদিসহ আমাদের সমক্ষে পরিদৃশ্যমান করাই প্রকৃত আদর্শ ইতিহাসের কর্ত্তব্য। ইহা কাব্য বা কল্পনার অধিকার। আমাদের চিন্তার রাজ্য প্রসারিত করিয়া পুরাবৃত্ত-সমুদয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ঘাটিত করা, ঘটনা ও মানবচরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া নানাবিধ বিচারপূর্ব্বক তাহাদিগের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত করা, কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলা ও পরস্পরসম্বন্ধ-নির্ণয় করা এবং অতীত ঘটনাবলীর সারোদ্ধার করিয়া নানা ধর্ম্ম ও নৈতিকতত্ত্ব এবং রাজনীতির নিগূঢ় রহস্য সঙ্কলন করাই প্রকৃত আদর্শ ইতিহাসের কর্ত্তব্য। ইহা দর্শনের অধিকার। ঘটনার প্রকৃত বিবরণ যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করাও প্রকৃত আদর্শ ইতিহাসের কর্ত্তব্য। ইহা চাক্ষুষ দর্শন, শ্রবণ ও অধ্যয়নের অধিকার। যে গ্রন্থে কাব্য, দর্শন ও ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, তাহাই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশসমন্বিত পুরাবৃত্ত এবং আদর্শ প্রকৃত ইতিহাস। এখন দেখা যাউক, রামায়ণ মহাগ্রন্থে কাব্য, দর্শন ও ঘটনা—এ তিনের যথাযথ সমাবেশ হইয়াছে কি না। কাব্য কি? শাস্ত্রানুসারে "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" শাস্ত্রোক্ত নবরসপূর্ণ বাক্যাবলী যে গ্রন্থে আছে, তাহাই কাব্য। রামায়ণে কোন্ রস নাই? রামায়ণ শান্তরসপ্রধান হইলেও সর্ব্বরসের আধার। রামায়ণে শৃঙ্গার রসের অভাব নাই, তেজঃপূর্ণ বীরবর লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে রাজধানীতে শৃঙ্গাররসের মদবিহ্বলা মূর্ত্তি দেখিয়া সজল নয়নে বদন আনত করিয়াছিলেন, ধার্ম্মিক প্রবর হনুমান্ লঙ্কার রাজপুরীতে শৃঙ্গার রসের উলঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়া অধর্ম্ম আশঙ্কায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। রামায়ণে বীররসের প্রকৃত বিবরণই আছে। রামলক্ষ্মণের অসাধারণ বীরত্ব, বালী, সুগ্রীব, হনুমান্, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির অমানুষী বীরত্বদৃষ্টে আশ্চার্য্যান্বিত হইতে হয়। রামায়ণ করুণ রসেরও উৎস। আদিকাণ্ডে রাজা দশরথের ক্রন্দন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ কাণ্ড পর্য্যন্ত করুণরসের তরঙ্গো-চ্ছ্বাস, যেন মহাকাব্যকে একটানা স্রোতে প্লাবিত করিয়া যাইতেছে, স্থানে স্থানে করুণরসের প্রস্রবণ যেন শত ধারায় ছুটিয়াছে। রামবনবাসকালে করুণ রসের মহাপ্রবাহ বিভিন্ন আকারে প্রবাহিত হইয়াছে। বনবাসে সীতাহরণে রামের

জন্ম সীতার জন্য যেন বনের পশুপক্ষিগণও শোকাকুলিত চিত্তে রোদন করিয়াছে, বনের তরুলতাগণও যেন রোদনপরায়ণ হইয়াছে। তারা, মন্দোদরীর শোকোচ্ছ্বাসের তরঙ্গাঘাতে যেন পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে। লক্ষ্মণের জন্য রামচন্দ্রের শোকাকুল বিলাপে যেন চিত্ত আর্দ্র হইয়া যাইতেছে, অশোকবনে সীতার মর্ম্মস্পর্শী ক্রন্দনে যেন রাক্ষসী চেড়ীগণ ও বৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, আর সীতার অগ্নিপরীক্ষায় ও বিসর্জ্জনে সকলেই যেন হৃদয়ব্যথায় সীতার স্থায় ভূতলে বিলীন হইয়া যাইতেছে। রামায়ণ সর্ব্বপ্রকারের করুণ রসের আধার। রামায়ণে অদ্ভুত রসও দৃষ্টিগোচর হয়। হনুমানের সাগর লঙ্ঘন, ঔষধি-আনয়ন, লেজ দগ্ধ, সাগরবন্ধন, রাবণের পুষ্পকরথে গমন, সীতার অগ্নিপরীক্ষায় পাতাল প্রবেশ, ভরদ্বাজ ঋষির ভরত-সৈন্য ও রামচন্দ্রের কটকাদি যোগবলে ভোজন করান প্রভৃতি অদ্ভুতকাণ্ড অদ্ভুতরসসঞ্চারী। রামচন্দ্রের বনগমনকালের ত্রিজটাসংবাদ হাস্যরস উৎপাদক। কবন্ধের ভয়ানক মূর্ত্তি ভয়ানক রসের পরিচায়ক। মন্থরার বীভৎস মূর্ত্তি ও নাসাকর্ণবিহীন রক্তমণ্ডিত শূর্পণখার মূর্ত্তি বীভৎস রসময়ী। তেজঃপূর্ণ লক্ষ্মণের রামবনবাসআদেশশ্রবণে ক্রোধোন্মত্ত রৌদ্র মূর্ত্তি, সীতাহরণে রামচন্দ্রের বিশ্বসংহারকমূর্ত্তি, শূর্পণখার নাসাকর্ণ-চ্ছেদন-দর্শনে ও খরদূষণ রাক্ষসাদির নিধনসংবাদ-শ্রবণে এবং সীতাবধোদ্যত রাবণের রৌদ্র মূর্ত্তি রৌদ্ররসজ্ঞাপক। বাৎসল্য রসও যদি পৃথক্ ভাবে দেখিতে চাও, তবে রাজা দশরথ, কৌশল্যা, সুমিত্রা প্রভৃতিকে দেখ। এই সকল রসের ভিতর আর একটি প্রধান রস অন্তর্নিহিত, উহা অজ্ঞাতসারে অতর্কিত ভাবে আমাদের হৃদয়তন্ত্রে প্রতিনিয়ত আঘাত করিতেছে। উহা শান্তরস—ভক্তিধর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সঞ্চারী পরমার্থিক রস। ইহার একটানা নির্ম্মল শান্তি সুখকর স্রোত রামায়ণের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রবাহিত, উহা যেন আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে আমাদের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত শান্তিসুখ ও পরমানন্দসঞ্চার করিয়া জ্ঞানসাগরের পরমানন্দদায়ক অপরিজ্ঞেয় গর্ভাভিমুখে বা কোন অসীম মহাসমুদ্রের পরপারস্থিত চিরশান্তিসুখকর ও আনন্দদায়ক নন্দনকাননাভিমুখে লইয়া যাইতেছে। রামায়ণের কাণ্ডে কাণ্ডে,

অধ্যায়ে অধ্যায়ে, পত্রে পত্রে, শ্লোকে শ্লোকে, শব্দে শব্দে, অক্ষরে অক্ষরে এই পরমানন্দদায়ক শান্তিরসের বিমল স্রোত প্রবাহিত। অতএব দেখা যাইতেছে, রামায়ণে সর্ব্বপ্রকারের কাব্যরসই বর্ত্তমান। কেবল তাহাই নহে রামায়ণে মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান। মহাকাব্যের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ কি? সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্যের এইরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন—

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে॥
অঙ্গানি সর্ব্বেঽপি রসাঃ সর্ব্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্॥
চত্বারস্তত্র বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং ভবেৎ।
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্ব্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা॥
ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্ত্তনম্।
একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ॥
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে॥
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ।
সন্ধ্যাসূর্য্যেন্দুরজনীপ্রদোষধ্বান্ত বাসরাঃ॥
প্রাতর্মধ্যাহ্নমৃগয়াশৈলর্ত্তু বনসাগরাঃ।
সম্ভোগবিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরাধ্বরাঃ॥
রণপ্রয়াণোপযমমন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ।
বর্ণনীয়া যথাযোগ্যং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ॥
কবের্ব্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
নামাস্য সর্গোপাদেয়কথয়া সর্গনাম তু॥"

সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠপরিচ্ছেদ।

মহাকাব্য কিরূপ হইবে এবং রামায়ণ তদ্রূপ কি না? ১। মহাকাব্য সর্গবদ্ধ হইবে, রামায়ণ সর্গবদ্ধ। ২। ইহাতে সদ্‌বংশজাত বা ক্ষত্রিয়বংশজ ধীরোদাত্তগুণসমন্বিত বীরত্বপূর্ণ নায়ক থাকিবে, যথা—রামচন্দ্র। ৩। ইহাতে এক বংশীয় বা বহুবংশীয় রাজা বা রাজকুলের বিবরণ থাকিবে, যথা—প্রধানতঃ অযোধ্যার, মিথিলার, কিষ্কিন্ধ্যার ও লঙ্কার রাজা বা রাজকুলের বিবরণ। ৪। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বরস থাকিবে এবং তন্মধ্যে একটি রস প্রধান থাকিবে, রামায়ণ সর্ব্বরসের আধার এবং শান্তরসপ্রধান। ৫। ইহাতে ইতিহাস-ঘটিত বা সজ্জনাশ্রিত কোন বৃত্তান্ত থাকিবে, যথা—রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বালীবধ, রাবণ-বংশধ্বংস ইত্যাদি। ৬। ইহাতে খলাদির কোন কোন স্থানে নিন্দা থাকিবে এবং সাধুদিগের গুণানুবাদ থাকিবে। যথা—মন্থরা, কৈকেয়ী, শূর্পণখা ও রাবণ প্রভৃতির নিন্দা, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সীতা কৌশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতি ও রাজা দশরথের বিশেষ গুণানুবাদ আছে। ৭। ইহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে, রামায়ণে বহুসর্গ। ৮। ইহাতে ঋতুবর্ণনা, সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, নগর ও বনের বর্ণনা, সৈন্যের গমনবর্ণনা, যুদ্ধবর্ণনা ইত্যাদি থাকিবে, রামায়ণে ইহার সমস্তই আছে। ৯। ইহাতে নানাবিধ আখ্যান থাকিবে, রামায়ণে আখ্যানের অভাব নাই। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অসংখ্য আখ্যান রামায়ণে বর্ত্তমান। ১০। ইহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গফলদায়ক উপদেশপূর্ণ তত্ত্ব থাকিবে, তন্মধ্যে একটি তত্ত্ব প্রধান থাকিবে, রামায়ণে তাহাই আছে, ধর্ম্মতত্ত্বপ্রধান। এইরূপে রামায়ণ মহাকাব্যের সর্ব্বলক্ষণযুক্ত, অতএব রামায়ণ আদর্শ প্রকৃত ইতিহাস অপেক্ষাও অনেক উচ্চ আদর্শ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। শ্রুতিমধুর ছন্দোবদ্ধ কবিতা বা বাক্যাবলী কাব্যের অঙ্গ। তাহাতে রামায়ণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ইতিহাস না বলিবার কোনই কারণ নাই। ইহা বরং মহাকবির বিশেষ ও অতুলনীয় কৃতিত্ব। পুরাবৃত্ত এইরূপ শ্রুতিমধুর ছন্দোবদ্ধ মহাকাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করা মহাকবির অসাধারণ ও অলৌকিক প্রতিভার পরিচায়ক। রামায়ণে কাব্যশ্রী অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান। কাব্য ইহার অযোধ্যাবর্ণনায়, রামাভিষেক ও রামবনবাসবর্ণনায়, পর্ব্বত, অরণ্য,

ঋতু ইত্যাদি বর্ণনায়, কিষ্কিন্ধ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশ-বর্ণনায়, সাগরলঙ্ঘন ও বন্ধন-বর্ণনায় এবং লঙ্কার শোভা সৌন্দর্য্য বর্ণনায় এবং সীতার অগ্নিপরীক্ষা-বর্ণনায়। ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতুলনীয় কাব্যশ্রী উজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান।

"History is philosophy teaching by examples."

Viscount Bolingbroke.

কাব্যশ্রী ও কাব্য সৃষ্টি ইহার অভ্যন্তরে, ইতিহাস ইহার বাহ্যাবরণে পড়িয়া ভিতরে তলাইয়া যাহা দেখিবে, বুঝিবে ও জানিবে, তাহাই কাব্য, উপরে বাহ্য যে ঘটনা দেখিবে ও জানিবে তাহাই ইতিহাস। কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যশ্রী ইহার কল্পনায়, ইতিহাস সেই কল্পনার অলঙ্কার। প্রত্যেক কাব্যসৃষ্টিই ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষদ্বারাই জড়িত হইয়াছে। কাব্যসৃষ্টি ইহার মূল ভিত্তিতে—ভিতরে, ইতিহাস ইহার দেয়ালে ও ছাদে। গৃহের ভিত্তি খুঁড়িয়া দেখ, অভ্যন্তর খুঁজিয়া দেখ, প্রচুর কাব্যশ্রী ও অতুলনীয় কাব্যসৃষ্টি দেখিতে পাইবে এবং দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, আর গৃহের বাহ্য দেয়াল ও ছাদের দিকে চাহিলে কেবল ঐতিহাসিক ঘটনা দেখিতে পাইবে এবং দেখিয়া অতীত গৌরবস্মরণে আনন্দিত হইবে। রামায়ণের স্থূল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যশ্রীর উপর দণ্ডায়মান করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব রামায়ণের স্থূল ঐতিহাসিক অংশ ও কাব্যাংশ পৃথগ্‌ভাবে নির্ণয় করিয়া দেখিবার, বুঝিবার বা জানিবার কিছুমাত্র অসুবিধা হইবার কারণ নাই। প্রত্যেক আদর্শ প্রকৃত ইতিহাসে কাব্যাংশ থাকিবেই, কাব্যশ্রী প্রকৃত ইতিহাসের অঙ্গ, কাজেই ইতিহাস পড়িতে হইলে কাব্যসৃষ্টি তলাইয়া পৃথগ্‌ভাবে দেখিতে হইবে, তবে ইতিহাসের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে এবং তদ্দ্বারা মনঃপ্রাণ উন্নত হইবে। রামায়ণের কাব্যশ্রী শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়।

"It is in passion and imagination that the Ramayan towers over all other Sanskrit poems. The Ramayan preaches the highest ideals of life. To one who delights in the Ethereal and stupendous, the elevating and the sublime

the Ramayan of Valmiki is one of the ideal poems of the world. The actors in the Ramayan are ethereal. They do not touch this earth but seem to move above it. The sentiments which the poet has put in the mouth of his actors are such as sustain the ideal characters which he has assigned to them. There is not a single sentiment which breathes any thing but the highest feelings."

Vaidaya's Riddle of the Ramayan.

রামায়ণের কাব্যশ্রী এত উজ্জ্বল যে, আমরা রামায়ণপাঠে অতীতকে বর্ত্তমান দেখি, দূরস্থকে নিকটস্থ দর্শন করি, মহাজনগণের সঙ্গসুখ উপলব্ধি করি, মহাযুদ্ধের চাক্ষুষদর্শনসুখ অনুভব করি এবং যেন মহাত্মগণকে সশরীরে আমাদের সম্মুখে বিচরণশীল দেখিয়া শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ পরমানন্দে স্ফীত হই। ইহাই প্রকৃত কাব্য ও কল্পনাশক্তির কার্য্য এবং প্রকৃত আদর্শ ইতিহাসের লক্ষণ।

রামায়ণে দর্শনশাস্ত্রের গূঢ় রীতিনীতিও অতি বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। রামায়ণ আমাদের চিন্তার রাজ্য প্রসারিত করিয়া পুরাবৃত্তের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিচার ও মীমাংসাপূর্ব্বক নানাবিধ ধর্ম্ম ও নৈতিক তত্ত্ব এবং রাজনীতির গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে উন্নত করিয়াছে। ইহাও প্রকৃত আদর্শ ইতিহাসের লক্ষণ। রামচন্দ্র যে ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ ও আদর্শ এবং তিনি যে রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও অতি আদর্শস্থানীয়।

রামায়ণে ঐতিহাসিক ঘটনার স্থূল বিবরণও যথাযথ প্রদর্শিত হইয়াছে। অযোধ্যার ভগ্নাবশেষ, দণ্ডকারণ্যের তীর্থধাম সেই পঞ্চবটী, পার্ব্বত্য-প্রদেশস্থ সেই কিষ্কিন্ধ্যার ভগ্নাবশিষ্ট, রামেশ্বর সেতুবন্ধ, লঙ্কা বা সিংহলের সেই রাবণ-কোট প্রভৃতি বহুবিধ অসংখ্য নিদর্শন সেই যুগান্তরের অতীত সত্যের প্রচুর ও সুন্দর সাক্ষ্য আজিও প্রদান করিতেছে। রামায়ণবর্ণিত রামবনবাস, সীতাহরণ, সুগ্রীবের মিত্রতা, বালীবধ, কপিসৈন্য-সংগ্রহ, সাগরবন্ধন, রাক্ষস-

বংশধ্বংস ও লঙ্কাবিজয় এবং সীতা-উদ্ধার প্রভৃতি যে অতি সত্য ও প্রকৃত ঘটনা, তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতেই স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ রামায়ণে কাব্য, দর্শন ও ঐতিহাসিক ঘটনার একত্র সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, ইহাতে মহাকাব্যেরও সমাবেশ হইয়াছে। কাজেই ইহা শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশসমন্বিত সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাবৃত্ত। সুতরাং ইহা অতি উচ্চ অতুলনীয় আদর্শ, প্রকৃত ইতিহাস। ইহাকে মহাকাব্যের সর্ব্বলক্ষণযুক্ত আদর্শ প্রকৃত ইতিহাসও বলা যাইতে পারে।

অধ্যাত্ম জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ব পুরাণ স্থূলরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকে, সুতরাং রামায়ণের সমস্তই সত্য, অধ্যাত্মজগতের যে সব সূক্ষ্মতত্ত্ব বাহ্যাবয়বে বা মূর্ত্তিমান আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও অভ্রান্ত সত্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনার স্থূল বিবরণ অর্থাৎ রামবনবাস, সীতাহরণ, সুগ্রীবের মিত্রতা, বালীবধ, কপিসৈন্য-সংগ্রহ, সাগরবন্ধন, রাবণবংশধ্বংস, লঙ্কাবিজয় এবং সীতা-উদ্ধার প্রভৃতি যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও সত্য। মহাকবি যেন সকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার তেজস্বিনী লেখনী ও কল্পনায় সমস্ত আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কাব্য লিখিয়াছেন কি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রকৃত বিবরণ দিয়াছেন, ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন, এইরূপ কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন। ইহার কারণ এই যে, ঐতিহাসিক আবরণ কাব্যশ্রীকে কথঞ্চিৎ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে কাব্যশ্রী প্রতিনিয়ত আমাদের হৃদয়ে স্পর্শ করিয়া অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে অতুল আনন্দ উপভোগ করাইতেছে এবং ইতিহাস হইতে সময় সময় আমাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিতেছে।

কাব্যশ্রী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইলে বা প্রদর্শিত হইলে এইরূপ কার্য্যকারী ও সুফলদায়ক হইত কি না সন্দেহ। তাহা হইলে উহা অসার কাল্পনিক বর্ণনা বা বক্তৃতা বলিয়া উপেক্ষিত হওয়ারও খুব সম্ভাবনা ছিল। অতএব মহাকবির কাব্যশ্রী-প্রদর্শন-প্রণালী বা কবিত্বশক্তি অতুলনীয় ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

রামায়ণ সর্ব্বপ্রকারেই অমূল্য গ্রন্থ, যাহা চাও, তাহাই ইহাতে পাইবে, রজতকাঞ্চন, মণিমাণিক্য, প্রবালাদি সর্ব্বপ্রকারের রত্নই ইহাতে মিলিবে। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ঐতিহাসিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই ইহা অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। এইরূপ অমূল্য গ্রন্থ চিরকালের জন্য যুগ-যুগান্তরেও নিঃসন্দেহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

রামায়ণ-বর্ণিত রাক্ষস জাতি প্রকৃতপক্ষে অনার্য্য জাতি ছিল—

"While the Asuras were brother Aryans most probably the forefathers of zends of Persia, the Rakhasas were an entirely different people being the aborigines of India.

The Rakhasas were a race of men who lived on the Sea-coast and protected the waters and that unlike the Yakhas, a kindred race, they were characterised by voracity, in other words, they were ferocious cannibals. That the Yakhas and the Rakhasas were kindred races will appear also from the fact that the name পুণ্যজন was borne by both and the same fact is apparent from the relationship with Kubera, the king of the Yakhas, is said to have borne to Ravan ; and in this sense we can understand the legend that Lanka originally belonged to Kubera who subsequently vacated it in favour of his borther Ravana. The two races originally probably lived in the south of India from which the Yakhas were gradually ousted and driven towards the north by thier ferocious brethren.

To return to the latter it will have sufficiently appeared from the story in the Ramayan related above that the Rakhasas were a cannibal race living on the southern sea-coast of India. Traces of this race of cannibals are still to be found in the Andamans, in Burma, in Sunda and other islands of the Indian Ocean.

Whether the Rakhasas originally lived in the island of Lanka (Ceylon) and thence extended their settlements and

conquests into India or whether they inhabited India originally, it does not seem clear. But there is no doubt that they held sway like the Mexicans over a vast expanse of territory beyond the limits of their small kingdom. They had many out posts under their command at different places as far as Janasthan and Rakhas were even to be found as far north as the southern bank of the Jamuna itself. The Rishis in their complaints to Rama said, "the Rakhasas kill persons living near Pampa and even along the bank of the Mandakini and on Chitrakuta mountain." Vishwamitra's sacrifice was performed on the southern bank of the Ganges and for this sacrifice he had to seek the aid of Rama against threatened interruptions by Rakhasas. It appears thus probable that the Rakhasas inhabied the Indian continent far towords the north up to the Jamuna and the southern bank of the Jamuna and the Jamuna combined.

The Rakhasas were no doubt dark in complexion like most of the modern inhabitants of Southern India. The Ramayan abounds in descriptions in which darkness of of their calour is brought into relief by the side of the fair complexions of the Aryans. Fair Sita as she is carried away by black Ravan is beautifully compared to a golden girdle encircling a dark elephant :—

"সা হেমবর্ণা নীলগং মৈথিলীরাক্ষসাঙ্গি
শুশুবে কাঞ্চনী কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা ॥

Again Nilanjan-chayopamah (নীলাঞ্জনচয়োপমঃ) and similar epithets are usually used in connection with the Rakhasas and would not be far amiss if applied to many a Dravidvian of the present day.

But though dark in colour the Rakhashas were not ugly in appearance. They had regular features which often were

striking and handsome. Such examples of pleasing countenances are frequently to be met with even in these days among the dark inhabitants of Southern India. The Ramayan represents many Rakhasi women as comely and beautiful,

"রূপযৌবনসম্পন্না রাবণস্য বরস্ত্রিয়ঃ ।"

Maruti saw both comely and ugly men and women in his nocturnal progress through Lanka.

"বিরূপান্ বহুরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ সুবশ্চসঃ ।"

Even Ravan is described by Maruti as handsome.

"রত্নাভরণে যস্মৈঃ সরূপম্ কামরূপিণম্ ॥"

Maruti saw these Rakhasas when asleep and hence it cannot be suggested that they had assumed any adventitious form, considering the belief which always prevailed that the Rakhasas assumed thier own real form when asleep or after death.

Now these descriptions are inconsistent with modern idea of a Rakshasa, a terrible being with dishevelled hair, protruding tongue, eyes like red balls, teeth jutting out like those of a tiger, an awfully forward chin and huge arms while a Rakshasi as popularly conceived would be too hideous to describe here in detail. Probably the Rakshasas have been invested in later days with these terrible forms because they were the enemies of mankind. Amongst all people mythological dragons and fiends have always been assigned hideous aud unnatural forms but the old Ramayan of Valmiki does not support such a conception of the Rakshasas who were then believed to be ordinary mortals. An interesting passage in support of this is to be found in the Yuddhakanda wherein Rama asks the monkeys never to assume the form of a man so

that there would be 7 men only on their side including Bibhishons and his followers and that they could thus safely kill who ever might be in human form expect those seven. * * * *

The general belief about the hideousness of the Rakshasas might have originated in another way. When Sita was kept in confinement by Ravan she was surrounded by number of ugly women of the most distressing deformities similar to those collected by Montemua, the prototype of Ravana. I must not omit" says Prescott "to notice a strange collection of human monsters and dwarfs and other fortunate persons in whose organisation nature had capriciously deviated from her regular laws. Such hideous anomalies were regarded by the Aztecs as a suitable appendage of state.' It is possible that Ravana too had such ugly and uncouth deformities of nature in his service and the impression which a number of such deformed being constantly surrounding her must have left on poor Sita's mind might have led subsequently to an exaggerated notion about the hideous persons of Rakshases and Rakshasies.

The canniblism of the Rakshasas again must have contributed to increase or even to originate the popular distorted idea about their form. It would have been difficult to imagine a whole nation much advanced in civilization and yet addicted to the detestable practice of feeding upon human flesh, had it not been for the instance afforded by history so late as the 16th century, in the Aztecs of Mexco. The Rakshasas like the Aztecs fed and feasted on the flesh of men of their own race and did not always depend for human flesh on captives from other people and hence they were called Yatus as well as Yatudhanas. The Ramayan no doubt describes the Rakshasas as eating other kind

of flesh also viz. of beasts and birds and even eating vegetable food. But the Rakshasas exulted in cannibalism and were always in high glee whenever they met with an enemy and had an opportunity of satisfying their unnatural craving.

* * * *

And like Cortez, Rama was, if nothing more, a deliverer of humanity, a hero who by a chain of events which we shall presently go on to relate was under the wise dispensation of the Almighty, brought into eonflct with the detestable Rakshasas and who eventually purified the land from the debasing practice of cannibalism.

Such were the Rakshasas in reality. strong powerful race of men black in complexion, and fond of red garments, ferocious as well as cunning, and given to the dread habit of cannibalism but after all human beings only who subsequently in Aryan Mythology were transformed into evil minded voracious suparnatural being who were costantly at feud with the Aryans and who always interfered with their sacrifices and other Vedic rites."

(সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত)

লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড।

লঙ্কাকাণ্ড ১৩০ সর্গে বিভক্ত।

১ম—সর্গ। সাগরপার বানরগণের অসাধ্য ভাবিয়া রামের শোক।

২য়—সর্গ। সেতুবন্ধনার্থ রামের প্রতি সুগ্রীবের উপদেশ।

৩য়—সর্গ। হনুমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কার দুর্গাদি বর্ণন।

৪র্থ—সর্গ। রামলক্ষ্মণ ও বানরগণের সমুদ্র-দর্শন।

৫ম—সর্গ। রামের খেদ।

হনুমানের মুখে সীতার বারতা জানিয়া শ্রীরামচন্দ্র প্রীতি-প্রফুল্ল মনে হনুমানকে অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

"ভুবন দুর্লভ করম কঠোর
কৈলা হনুমান্ এবে।
কভু কেহ চিতে যে কাজ চিন্তিতে
না ধরে শকতি ভবে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনুমান্।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
অন্য কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন।
ইহা বলি কোল দেন কমললোচন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

হনুমানকে প্রীতি-প্রফুল্ল মনে শ্রীরামচন্দ্র আলিঙ্গন করিলেন সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই কি প্রকারে সাগর পার হওয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া বিষাদিত হইলেন।

"জনক-সুতার আজ হইল সন্ধান কাজ;
কিন্তু সাগরের কথা পড়িলে মনে,
পরাণ উদাস হয়, অগাধ সলিলচয়
কেমনে তরিবে হায়, বানরগণে!
সিন্ধুর দক্ষিণপারে যা'বে কেমনে!"
* * *
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এস্থলে কালিদাস লিখিয়াছেন—

স্মৃত্বা রামঃ প্রিয়োদন্তং মেনে তৎসঙ্গমোৎসুকঃ।
মহার্ণব পরিক্ষেপং লঙ্কায়া পরিখাংলঘুম্।৬৬
১২শ সর্গ।

"রাঘব জানকীর বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার সহিত সম্মিলনে সমুৎসুক হইয়া লঙ্কা বেষ্টনকারী মহার্ণবকে পরিখাবৎ সুপ্রতর বোধ করিলেন।"

সুগ্রীব রামচন্দ্রকে শোকাকুলিত দেখিয়া বলিলেন—

"ইতর জনের মত উদ্যম ত্যজিয়া।
বল কি হইবে ফল রোদন করিয়া॥
ভাগ্যবলে জানকীর পেয়েছি সন্ধান।
উদ্ধার করিব তাঁর ইথে নাই আন॥
* * *
তব কার্য্যে কপিগণ বদ্ধপরিকর।
প্রবেশিতে পারে অগ্নি জলের ভিতর॥"
বাবু নিত্যানন্দরায়ের রামায়ণ।

সুগ্রীবের এরূপ উৎসাহ বাক্য উপযুক্ত বন্ধুরই কার্য্য। সুগ্রীব সাগর পার হইবার এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

"তাই বলি সেতু লঙ্কার সম্মুখ
পর্য্যন্ত বাঁধিতে হবে।
জলধি লঙ্ঘিবে কপিসেনা, মোরা
জয়শ্রী লভিব তবে।
কামরূপধর যুদ্ধে ভয়ঙ্কর
বানর-সেনানী সবে।"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সুগ্রীবের এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র হনুমানের নিকট লঙ্কার অবস্থা কিরূপ, তোরণ-দুর্গ কিরূপ ইত্যাদি জানিতে চাহিলেন; হনুমান্ সবিস্তার বর্ণন করিলেন।

"বারণ-তুরগ-রথে পূর্ণ লঙ্কানগরী ;
কপাটযুগল
তোরণে সুদৃঢ় বাঁধা ; তাহাতে কনকময়
দারুণ অর্গল ,
প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার চারিদিকে আছে তার ;
আছে তায় যন্ত্র শর পাষাণ সকল ;
দেখামাত্র বিপক্ষের ভাগে সেনাবল।
দ্বারে যন্ত্র সুসজ্জিত তীক্ষ্ণলৌহ-নিরমিত
আছয়ে শতঘ্নী শত ভয়ঙ্কর বল।
চারিভিতে আছে বেড়া প্রাচীর সোণায় গড়া।
অলজ্ব্য মাণিক-রত্নে খচিত কেবল ।
সমান অন্তরে যার নীলকান্তমণি আর
মুকুতা-ঝালর ঝোলে প্রবালের দল।
আছে এক ভয়ঙ্কর পরিখা তাহার পর
হাঙ্গরকুমীর মীনে আকুল অতল
হিম সুশীতল জল (স্বচ্ছ সুবিমল)।
প্রবেশিতে প্রতি দ্বারে পরিখা উপর দিয়া
কনকে গঠিত সেতু বিরাজে বিশাল,
মহাযন্ত্রগণ যুত আছে সেতু সুশোভিত
প্রাকার শিখর-গৃহ-পাঁতিতে বিরল।
এলে শত্রুসেনাচয় যন্ত্রে সেতু রক্ষা হয়,
যন্ত্রবলে পরিখায় ডুবে পরবল।
সকল সেতুর মাঝে একটি সুদৃঢ় সাজে
অভেদ্য বৃহৎ কায় বিস্তৃত প্রবল ;
তার দুইধারে রাজে হেমস্তম্ভ মাঝে মাঝে
সারি সারি স্বর্ণবেদী বরণ বিমল।
রাবণ রাক্ষস-রাজ মহাবীর বটে হে,
সমর-প্রয়াসী,
সুধীর প্রকৃতি অতি সদা সাবহিত মতি
অসম সাহসী,
সেনা পরিদরশন নিজে সেই অনুক্ষণ
করয়ে উদ্যোগসহ। নগরী তাহার
অচল শিখরে স্থিত রক্ষোগণে সুরক্ষিত
উঠিতে আলম্ব বিনা হয় তথাকার,
দেবদুর্গ সম পুরী ভীষণ আকার।
অচল তটিনীময় আছে মহা দুর্গচয়
কৃত্রিম দুরগ তায় চারিটি প্রকার।
লঙ্কাপুর আছে স্থিত সুদূর সুবিসারিত
নক্রচক্রাকুল মহাসাগরের পার ;
সাগরের চারিধার নাহিক উদ্দেশ তার
আবর্ত্তসঙ্কুল নাহি সুপথ নৌকার ;
অমর নগরী সমা দুরজেয় দুরগমা
শোভিছে সে মহাপুরী সেই দুরাত্মার।
অযুত রাক্ষস মেলি শূলধর মহাবলী
রক্ষাকরে পূরব দুয়ার।
সমরে প্রচণ্ডতম খড়্গহস্তে যেন যম
যুদ্ধকরে আগুয়ে সবার।
নিযুক্ত রজনীচর রাখয়ে দক্ষিণ দ্বার
চতুরঙ্গ দলে সে লঙ্কার ;
প্রযুত রাক্ষস বরে ঢাল করবাল ধ'রে
পশ্চিম দুয়ার রক্ষা তার ;
সর্ব্ব অস্ত্র বিদ্যা জানে শ্রেষ্ঠ তা'রা সেনাগণে
রক্ষা করে উত্তরের দ্বার ;
অর্ব্বুদ সুকুল জাত নিশাচর সুপূজিত
মহাযোধ রথী অশ্ববার।
আছে সেনাসন্নিবেশ পুরমাঝে ভীমবেশ
শত শত হাজারে হাজার।
রাক্ষসে অদ্ভুত ধারা সবার প্রধান তারা
দেবদানবের দুর্নিবার।

ভাঙ্গিয়া দিয়াছি সব সেতুগুলা
পুরেছি পরিখা দিয়া মাটি ধূলা
পোড়ায়েছি লঙ্কা করে ছারখার
ভেঙ্গেছি প্রাকার করিয়া গুঁড়া।
যে কোন পন্থায় জলনিধি তরি
নাশিব বানর সবে লঙ্কাপুরী।
সবার কাহিনী কি কব বিস্তারি
এ যে দেখ কপিকুলের চূড়া।
অঙ্গদ দ্বিবিদ মৈন্দ জাম্বুবান
পনস বানরগণের প্রধান
নীল সেনাপতি নল মহামতি
এরাই সাধিবে করম তব।
অচল-বিপিনরাজি বিরাজিত
প্রাকার পরিখা সুদৃঢ় বেড়িত
তোরণ ভূষিত ভবন পূরিত
রাবণের মহাপুরী রাঘব!
চূরণ করিবে; ভাবনা কি তবে?
সিন্ধুপার হওয়া সুবিহিত এবে
যদি হয়, সব কপিসেনা সনে
সত্বরে আদেশ প্রদান কর;
যাত্রার মুহূর্ত্ত করিয়া সুস্থির
সমরে প্রয়াণ করিতে সুধীর
যে যেথানে আছে সবে সাথে লয়ে
সার' আয়োজন যে আছে আর।"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমানের এ লঙ্কা-বর্ণনা ও রাবণের স্বভাব-বর্ণনা দৃষ্টে রাবণ যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী, ক্ষমতাশালী ও উপযুক্ত নরপতি ছিলেন তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন—

"লঙ্কাচূর্ণ করিবারে পার তুমি বীর।
কিছু অসম্ভব নহে করিলাম স্থির॥
* * *
মধ্যাহ্ন সময় এই শুন বীরবর।
বিজয় মুহূর্ত্ত নাম সর্ব্বশ্রেয়স্কর॥
চল সবে যুদ্ধযাত্রা করিব এখন।
বিলম্বেতে কার্য্যহানি প্রসিদ্ধ বচন॥
উত্তরফাল্গুনী আজ কাল হস্তা হবে।
ত্বরিত হইয়া তবে যাত্রা কর সবে॥
চারিদিকে সুলক্ষণ কর দরশন।
নয়নের ঊর্দ্ধ-পত্র হতেছে স্পন্দন॥
মনে মনে এই আশা হতেছে আমার।
নাশি রক্ষে জানকীরে করিব উদ্ধার॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রামের কথা শুনিয়া সুগ্রীব লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। সুগ্রীব কপিগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন। তখন—

"রাজার আদেশ পেয়ে যত কপিগণ।
নিষ্ক্রান্ত হইল ত্যজি পর্ব্বত গহন॥
চলিল দক্ষিণ মুখে সবে রাম সনে।
সুগ্রীবের আদেশেতে প্রফুল্ল বদনে॥

মহাদম্ভে ঘোর লম্ফে চলিল সকলে।
পদভরে থরে থরে কাঁপায়ে ভূতলে॥
কোন বীর তরুশির ভাঙ্গি লয় বলে।
পথভয় সমুদয় দূর করি চলে॥
মহাবলী শতবলী ঋষভ কেশরী।
সৈন্য সনে ফুল্লমনে চলে ত্বরা করি॥
জাম্বুবান হনুমান নল নীল আর।
চলে জম্ভ করে দম্ভ অঙ্গদ কুমার॥
এই মতে মহাপথে যত কপিগণ।
ঘোর রবে চলে সবে কাঁপাইয়া বন॥
হনু চলে শ্রীরামেরে স্কন্ধেতে লইয়া।
অঙ্গদ লক্ষ্মণে লৈলা ত্বরিত হইয়া॥

* * *

পরেতে মহেন্দ্রগিরি অতি শোভমান।
উপনীত হৈলা তথা রাম মতিমান॥
উপনীত হয়ে তথা দেখেন সাগর।
মহানন্দে ফিরে তাহে কুম্ভীর মকর।
বেলাভূমে অবতীর্ণ হয়ে তারপর।
বলেন সুগ্রীবে রাম শুন বীরবর॥
এই ত আইনু মোরা সাগরের তীরে।
কিন্তু কি করিয়া বল যাইব ওপারে॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"Then let us halt and plan the while
How best to scan the giant's isle." Griffith's Canto IV.

পরে তিনি লক্ষ্মণের হাত ধরিয়া বহু প্রকার বিলাপ করিয়া বলিলেন—

"একা আমি সিন্ধুজলে করিগে প্রবেশ।
তুমি ভাই কপিসৈন্য সনে যাও দেশ॥

* * *

শোকাবেগে শ্রীরামেরে হেরিয়া অধীর।
বুঝাইলা বহুতর লক্ষ্মণ সুধীর॥
সন্ধ্যাবন্দনায় রাম নিয়োজিলা মন
কিন্তু তাঁর মনে জাগে জানকী চিন্তন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

৬ষ্ঠ—সর্গ। হনুমানের কার্য্য চিন্তা করিয়া রাবণের উক্তি।

৭।৮ম—সর্গ। সুমন্ত্রীদিগের সুমন্ত্রণা।

৯।১০ম—সর্গ। বিভীষণের মন্ত্রণা ও রাবণের সগর্ব্বোক্তি।

১১—১৩শ সর্গ। রাবণ-সভায় রাবণ-প্রহস্তাদির উক্তি-প্রত্যুক্তি।

১৪শ—সর্গ। বিভীষণের উক্তি।

১৫শ—সর্গ। ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

১৬—সর্গ। অবমানিত বিভীষণের রাবণকে পরিত্যাগ।

"এদিকে রাক্ষসরাজ হইলা চিন্তিত।
হনুর বিক্রম দেখি হয়ে অতি ভীত॥
অতঃপর কহিলেন যত রক্ষগণে।
দেখ সবে বীরগণ চিন্তা করি মনে॥
এ পুরে প্রবেশ করা অতীব কঠিন।
কিন্তু সে ত প্রবেশিল নহে বলহীন॥
চৈত্যচূর্ণ করিলেক নিজ বাহুবলে।
আকুল করিল বীর রাক্ষস সকলে॥
কি করি এখন সবে চিন্তহ উপায়।
কহ প্রকাশিয়া কিবা কার অভিপ্রায়॥
বিজয়-শ্রীলাভ হওয়া অতীব কঠিন।
এস সবে মিলি চিন্তা করি অনুদিন॥
কিরূপে লভিব মোরা বীরপূজ্যসুখ।
কীর্ত্তি রবে না হবে হেরিতে শক্রমুখ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশানন যে কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী বাক্যেই প্রতীয়মান হইবে। তিনি বলিলেন,—

ত্রিবিধ পুরুষ আছে অবনী মাঝারে।
বর্ণিব তাদের ভেদ বিবিধ প্রকারে॥
মিত্র আর এককার্য্যে অভিলাষী জন।
মিলিত হইয়া গূঢ় করিবে মন্ত্রণ॥
কর্ত্তব্য হইলে অগ্রে লইবেক সঙ্গে।
মন্ত্রণা করিবে সদা মিলি অন্তরঙ্গে॥
দৈব দৃষ্টি থাকে যদি হেন পুরুষের।
উত্তম মানিও তারে গুণ আছে ঢের॥
একাকী যে জনে করে বিষয় চিন্তন।
ফলের সময়ে দৈব মুখাপেক্ষী হন॥
হেন জনে মধ্যম বলেন সুধীজন।
বিশেষ কহিনু সবে শুন দিয়া মন॥
দোষ গুণ বিচারের ক্ষমতা বিহীন।
দৈবে অবিশ্বাস সদা কার্য্যে উদাসীন॥
অধম পুরুষ সেই শুন বীরগণ।
সর্ব্বকার্য্য ত্যজ্য সেই কহে সুধীগণ॥
দশে মিলে এক হয়ে যে মন্ত্রণা করে।
উত্তম মন্ত্রণা কয় পণ্ডিতেরা তারে॥
মন্ত্রণা সময়ে যদি মতদ্বৈধ হয়।
মীমাংসা হইলে তাহা মধ্যম নিশ্চয়॥
মন্ত্রণায় যদি কিছু মীমাংসা না হয়।
অধম মন্ত্রণা সেই সুধীগণে কয়॥
অনন্তর সবে মিলে করহ নিশ্চয়।
কি কার্য্য এখন করা উপযুক্ত হয়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"ত্রিবিধাঃ পুরুষা লোকে উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
তেষাস্তু সমবেতানাং গুণদোষৌ বদাম্যহম্॥৬
মন্ত্রিভির্হি সংযুক্তঃ সমর্থৈর্মন্ত্রনির্ণয়ে।
মিত্রৈর্ব্বাপি সমানার্থৈর্ব্বান্ধবৈরপি বাধিকৈঃ॥৭

সহিতো মন্ত্রিভির্যঃ কর্ম্মারম্ভান্ প্রবর্ত্তয়েৎ।
দৈবে চ কুরুতে যত্নং তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥৮
একোঽর্থং বিমৃশেদেকো ধর্ম্মে প্রকুরুতে মনঃ।
একঃ কার্য্যাণি কুরুতে তমাহুর্মধ্যমং নরম্ ॥৯
গুণদোষৌ ন নিশ্চিত্য ত্যক্ত্বা দৈবব্যপাশ্রয়ম্।
করিষ্যামীতি যঃ কার্য্যমুপেক্ষেৎ স নরাধমঃ ॥১০
যথেমে পুরুষা নিত্যমুত্তমাধমমধ্যমাঃ।
এবং মন্ত্রোঽপি বিজ্ঞেয় উত্তমাধমমধ্যমঃ ॥১১
ঐকমত্যমুপাগম্য শাস্ত্রদৃষ্টেন চক্ষুষা।
মন্ত্রিণো যত্র নিরতাস্তমাহুর্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥১২
বহ্বীরপি মতীর্গত্বা মন্ত্রিণামর্থনির্ণয়ঃ।
পুনর্যত্রৈকতাং প্রাপ্তঃ স মন্ত্রো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥১৩
অন্যোন্যমতিমাস্থায় যত্র সম্প্রতিভাষ্যতে।
ন চৈকমত্যে শ্রেয়োঽস্তি মন্ত্রঃ সোঽধম উচ্যতে ॥১৪
তস্মাৎ সুমন্ত্রিতং সাধু ভবন্তো মতিসত্তমাঃ।
কার্য্যং সম্প্রতিপদ্যন্তামেতৎ কৃতং মতং মম ॥১৫ ৬সর্গ, লঙ্কাকাণ্ড।

রাবণ এই ত্রিবিধ প্রকারের লোক ও ত্রিবিধ প্রকারের মন্ত্রণার উল্লেখ করায় বুঝা যাইতেছে, তিনি একজন জ্ঞানবান্ রাজা ছিলেন। লোক ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও অধম। মন্ত্রণাও সেইরূপ ত্রিবিধ প্রকারের—উত্তম, মধ্যম ও অধম। রাবণ এই ত্রিবিধ প্রকারের লোক ও মন্ত্রণার বর্ণনা করিয়া সকলের নিকট সুমন্ত্রণা চাহিলেন।

রাবণের মন্ত্রণাদাতা ও সেনাপতিগণ রাবণকে নানাবিধ মন্ত্রণা দিল। কেহ বলিল, "আমাদের যথেষ্ট সৈন্যবল আছে, আপনি ও ইন্দ্রজিৎ অদ্বিতীয় বীর, আমাদের কোন আশঙ্কার কারণ নাই।" কেহ কেহ বলিল, "আমি একাই সমস্তকে বিনাশ করিব।" কেহ বলিল, "সৈন্যগণসহ নররূপ ধারণ করিয়া ভরতের সৈন্য উল্লেখে রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলকে বিনাশ করিব।"

"পরে কুম্ভকর্ণের নন্দন।
নিকুম্ভ সে আরক্তলোচন ॥
বলে, সবে থাকহ লঙ্কায়।
বিনাশিয়া আসিব সবায় ॥
একা আমি সহ কপিগণে।
বিনাশিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥

*　　*　　*

সূর্য্যশত্রু বজ্রকোপ রভস দুর্দ্ধর্ষ।
নিকুম্ভ সুপ্তঘ্ন মহোদর মহাপার্শ্ব ॥
অগ্নিকেতু ইন্দ্রজিৎ দুর্ম্মুখ ধূম্রাক্ষ।
বীরেন্দ্র প্রহস্ত বজ্রদংষ্ট্র বিরূপাক্ষ ॥
রশ্মিকেতু আদি করি শত বীরগণ।
করেতে লইয়া সবে নানা প্রহরণ ॥
গাত্রোত্থান করি সবে হয়ে কৃতাঞ্জলি।
রাবণের আগে নিবেদয় যত বলী ॥
মহারাজ রামচন্দ্র সুগ্রীব লক্ষ্মণ।
কুচক্রী হনুর আজি বধিব জীবন ॥
তাদের বচন শুনি বীর বিভীষণ।
বসাইলা পুনঃ সবে করি নিবারণ ॥
পরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলা রাবণে।
যে কার্য্য না সিদ্ধ হয় ভেদ সাম দানে ॥
মহারাজ যুদ্ধ ঘটে সেই কাজে জানি।
অন্যরূপ করিলে সব হয় হানি ॥
প্রমত্ত পীড়িত কিম্বা অবরুদ্ধ যেই।
আক্রমিবে তারে সুধীগণ বাক্য এই ॥
শ্রীরাম প্রমত্ত নহে দৈবজ্ঞ সুধীর।
বহু সেনানায়ক কুশলী মহাবীর ॥
আক্রমিতে ইচ্ছিলা তাঁহারে কি কারণে।
সুফল ফলিবে ইথে বুঝিলে কেমনে ?
দেখ বীর হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন।
অনায়াসে করি হেথা কৈল আগমন ॥
অবজ্ঞা করো না সবে বিপক্ষের বলে।
লঙ্কাপুরে শত্রুভাবে আসে না দুর্ব্বলে ॥
কিবা অপরাধ বল করেছিলা রাম।
আসিলা কি যুদ্ধ তরে শুনে তব নাম ?
তা' ত নয়, আর্য্য তুমি তাঁহার ভার্য্যারে।
এনেছ কৌশলে হরি কেন দোষ তাঁরে ?
খর আদি করেছিল অগ্রে অপকার।
তাই ত সবারে তিনি করিলা সংহার ॥
খরবধ অপরাধে আপনি তাহার।
ভার্য্যারে আনিলা হরি। নহে আপনার
উচিত, গর্হিত হেন কার্য্য দুরাচার।
এই পাপে হয় লোকে সবংশে সংহার।
বারম্বার বলিতেছি শ্রীরামের করে।
প্রত্যর্পণ কর আর্য্য পুনঃ জানকীরে ॥
অকারণ পরসনে দ্বন্দ্ব করিবার।
কিবা প্রয়োজন আর্য্য আছে আপনার ?
লঙ্কাপুরী রক্ষা কর সীতা ফিরে দিয়ে।
পরম সুখেতে রাজা থাক নিজালয়ে ॥
ক্রোধের সমান রিপু নাহি মহারাজ।
এর পর পাইতে হইবে বড় লাজ ॥
এতেক কহিলা যদি বীর বিভীষণ।
অতি ক্রুদ্ধ হইলেন রাজা দশানন ॥
বিরক্ত হইয়া ত্যজিলেন সভাতল।
চলিয়া গেলেন রাজা সঙ্গে রক্ষিদল ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বিভীষণের সুযুক্তিপূর্ণ মন্ত্রণা বাক্যগুলি তাঁহার যথেষ্ট ধর্ম্মজ্ঞান, ধীর

ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। পরদিন আবার সূর্য্যোদয় হইলেই বিভীষণ—

"চলিলেন ধীরে দশানন-পাশ। বুঝাইতে তাঁরে মিটাইয়া আশ॥

* * * * * *

গৃহে প্রবেশিয়া নমিলা রাবণে।
দেখিলা তাঁহারে প্রফুল্ল বদনে॥
রত্নসিংহাসনে আদেশে তাঁহার।
বসিলেন বীর প্রফুল্ল আকার॥
আছে মাত্র মন্ত্রী দুই একজন।
হেরি বিভীষণ বলেন বচন॥
রক্ষোনাথ আর্য্য যেই দিন হ'তে।
জানকীরে তুমি এনেছ লঙ্কাতে॥
সেই দিন হ'তে বহু অলক্ষণ।
নিরীক্ষণ সবে করে প্রতিক্ষণ॥
আহুতি লাভেও জ্বলে না অনল।
জ্বলিলেও উঠে ধূম অবিরল॥
হোমাগার মাঝে রন্ধনশালায়।
সরীসৃপগণ সুখেতে বেড়ায়॥
গাভীগণে আর্য্য হেরি দুগ্ধহীন।
মাতঙ্গেরা সব মদস্রাবহীন॥
ক্ষুধাতুর সদা হেরি অশ্বগণ।
সব জন্তুগণ করিছে রোদন॥
অতি রুক্ষ স্বরে চীৎকারিয়া ঘন।
প্রাসাদশিখরে যত গৃধগণ॥
বসে আছে যেন আর্ত্তের মতন॥
শিবাগণ সদা অমঙ্গল স্বরে।
করিছে চীৎকার মিলি পুরদ্বারে॥
তাই বলি আর্য্য শ্রীরামের করে।
প্রত্যর্পণ কর জনক সুতারে॥
হিতের কারণে বলিনু সকল।
পালিলে ফলিবে অতি শুভ ফল॥
এতেক বলিলা যদি বিভীষণ।
কুপিত হইলা রাজা দশানন॥
কহিতে লাগিলা ঘূর্ণিত নয়নে।
ভয়ের কিছুই না দেখি নয়নে॥
যদিও শ্রীরাম আসে সিন্ধুপারে।
সমরে পাঠাব শমন-আগারে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বিভীষণের সুমন্ত্রণা ও রাবণের সগর্ব্বোক্তি তাঁহাদের উভয়ের স্বভাবের উপযুক্ত। বিভীষণ যেরূপ ধার্ম্মিক তাঁহার উক্তিও সেইরূপ ধর্ম্মপূর্ণ, রাবণ যেরূপ তেজোপূর্ণ তাঁহার উক্তিও সেইরূপ গর্ব্বিত।

"রাবণ সীতার প্রতি ছিলা অনুরক্ত অতি
তাঁহার চিন্তায় সদা রত।
একেত পাপের গ্লানি তাহাতে মানের হানি
ক্রমে বুদ্ধিশুদ্ধি হল হত।

যদিও যুদ্ধ এখন নহে শ্রেয় কদাচন
তথাপিও বুদ্ধিহীন হয়ে।
যুদ্ধ তরে আয়োজন পরামর্শ অনুক্ষণ
করিতে লাগিলা মন্ত্রী লয়ে॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশানন রাজসভায় যাইয়া প্রহস্তকে সৈন্য সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। প্রহস্ত তদনুসারে সৈন্য-সমাবেশ করিয়া রাবণকে জানাইল। ইতি-মধ্যে মধ্যম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হওয়ায় রাবণ তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ বলিলে কুম্ভকর্ণ সক্রোধে রাবণকে বলিলেন—

"রাবণের বাক্য শুনি কুম্ভকর্ণ বীর।
কহিলা কাঁপিয়া কোপে হইয়া অধীর॥
রাজন যমুনা যবে পড়িলা ভূতলে।
আবরিলা নিজ হ্রদ সেই কালে জলে॥
ভাবিয়া দেখুন সবে নিজ নিজ চিতে।
সাগর-সঙ্গতা নদী পারে কি ফিরিতে॥
দেখিয়া মোহিত হয়ে করেছ হরণ।
বিচারের কাল আর নাহিক এখন॥
পরস্ত্রীহরণ নহে উচিত তোমার।
কিন্তু কি হইবে এবে করিলে বিচার?
পরামর্শ করি পরে অনুষ্ঠিলে কাজ।
ভাবিতে না হয় নাহি পেতে হয় লাজ॥
যা' হোক সাধ্যমত সহায়তা করি।
সম্মুখ বিপদার্ণবে ভাসাইব তরী॥
সামান্য মানব রামে করিব ভক্ষণ।
মিছে কেন চিন্তাকুল হতেছ রাজন॥
আনন্দে থাকহ তুমি কেন চিন্তা আর?
মনেতে জানিও রাজা জানকী তোমার॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কুম্ভকর্ণের এই বাক্যে প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি কিছু ধর্ম্মভাবপূর্ণ কিন্তু তদধিক তেজোভাবপূর্ণ ছিলেন। সে জন্যই কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে ভুল করিলেন। শান্ত ধর্ম্মভাবপূর্ণ হইলে তিনিও বিভীষণের ন্যায় সীতাকে ফিরাইয়া দিতে রাবণকে উপদেশ দিতেন। তেজোভাবের প্রভাবে শান্ত ধর্ম্মভাব-জনিত সুবুদ্ধির উদয় হইল না।

"অনন্তর বিভীষণ কহিলা রাবণে।
জানকী সর্পিনী ইহা রেখ রাজা মনে॥
হেন কালভুজঙ্গীরে নিজ কণ্ঠে কেন।
বাঁধিতে উদ্যত আর্য্য হইয়াছ হেন॥
যাবত না বানরেরা আসে লঙ্কাপুরে।
রামের জানকী আর্য্য রামে দেহ ফিরে॥
আর্য্য রক্ষোবংশ ধ্বংশ হবার আগেতে।
রেখে এস জানকীরে রামের পাশেতে॥

নতুবা নিস্তার নাহি কহিলাম সার।
কহিলাম ভাই যাহা উচিত আমার ॥
প্রহস্ত এ বাণী শুনি কহে বিভীষণে।
যুদ্ধে ভয় দেখাইছ কেন অকারণে ?
দেব দৈত্য যক্ষ আদি কারে নাহি ডরি।
সামান্য মানবে মোরা কভু ভয় করি ?
রাবণের শুভোদ্দেশে পুন বিভীষণ।
কহিতে লাগিলা যুক্তিপূরিত বচন ॥
প্রহস্ত যে কথা এই তোমরা বলিলে।
মনে জেন পূর্ণ নাহি হবে কোন কালে ॥
কে আছে ভূতলে পারে রামে বধিবারে ?
হেলায় যাইতে ইচ্ছা সাগরের পারে ?
ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাম ধার্ম্মিক কুশলী।
হতবুদ্ধি তাঁর কাছে দেবতা সকলি।
দেখনি তাঁহার শর তাই দর্প এত।
দেখিলেই সর্ব্ব গর্ব্ব হ'য়ে যেত হত ॥
কে পারে সহিতে বল রামের বিক্রম।
দুর্ব্বলের সহায় দর্পীর তিনি যম ॥
কি আর বলিব বেশী তোমারা রাজার।
মিত্ররূপী শত্রু ইহা বুঝিলাম সার ॥
তোমরাই সবে এঁরে কুমন্ত্রণা দানে।
করেছ দুষ্ক্রিয়াসক্ত বুঝিলাম মনে ॥
মঙ্গল প্রার্থনা যদি করহ রাজার।
উপস্থিত ভয় হতে করহ উদ্ধার ॥

* * *

উপায় কেবল রামে জানকী অর্পণ।
তা'হলে বাঁচিবে লঙ্কা সহ রক্ষগণ ॥
বিভীষণ যদি বলিলা এমন।
ইন্দ্রজিৎ শুনি তাঁহার বচন ॥
বলে—খুল্লতাত ভয়াতুর যেন।
কেন অকারণ কহিলেন হেন ?
রক্ষঃকুলে নহে যাহার জনন।
সেও ত বলেনা এমন বচন ॥
এ বংশে কেবল দেখি আপনার।
নাহি তেজ শৌর্য্য বীরত্ব প্রচার ॥
যে কোন রাক্ষস দুইটা মানবে।
নাশিবারে পারে কাজ কি আহবে ?
ত্রিদশ ঈশ্বর বীর পুরন্দরে।
আনিয়াছিলাম হেথা বন্দী ক'রে ॥
দেবগণ হেরি আমার বদন।
ভয়ে ত্রস্ত হয়ে করে পলায়ন ॥
নিজ বলে ধরি ঐরাবতে করে।
দন্ত উৎপাটিতে পারি বাম করে ॥
দেবতাগণের দর্পের নাশন।
দানবগণের শোকের কারণ ॥
আমি, মোরে কি গো মানবের ভয়ে।
ত্যজি লঙ্কা যেতে হবে পলা'য়ে ?
তখন তেজস্বী বীর বিভীষণ।
শুনিয়া তাহার এমন বচন ॥
বলিলেন—বৎস এখন তোমার।
কিছুমাত্র নাহি বুদ্ধির বিচার ॥
বালক তোমার কার্য্যজ্ঞান নাই।
আত্মনাশকর জল্পিতেছ তাই ॥
রাজার বিপদে এখনো তোমার।
নাহি হ'ল মনে ভাবনা সঞ্চার ॥
অতি সাহসিক হেরিছি তোমারে।
তাই নাই তুমি নিবার ইঁহারে ॥
এহেন দুর্ব্বুদ্ধি করিলে আশ্রয়।
জেন বৎস কভু মঙ্গল না হয় ॥

ব্রহ্মদণ্ডবৎ শ্রীরামের শর।
জেন বৎস উগ্র অতি ভয়ঙ্কর॥
কে শক্ত সে শর সহ্য করিবারে।
বল আছে এই অবনী-মাঝারে?
রক্ষোনাথ, নাহি শুন কুমন্ত্রণা!
কি কাজ করিয়া বিবাদ ঘটনা?
রামের জানকী রামে দিয়া ফিরে।
সুখে থাক, আর্য্য! লঙ্কার ভিতরে॥
দুর্ম্মতি রাবণ তবে ক্রোধাবিষ্ট হ'য়ে,
বলিলেন বিভীষণে কঠোর বচন।
বরঞ্চ করিব বাস শত্রুসর্প লয়ে,
মিত্ররূপী শত্রুসনে রবে না কখন॥
জ্ঞাতির স্বভাব মোর অবিদিত নাই
জ্ঞাতির বিপদে জ্ঞাতি সদা তুষ্ট মন।
জ্ঞাতির প্রধান যেই তাহারে সবাই
অবমান করিতে চেষ্টয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
যদ্যপি সে বীর হয় তা হ'লে তাহারে
সদাই সুযোগ সবে করে অন্বেষণ।
কিসে পরাভব সবে করিয়া তাহারে
অনা'সে সর্ব্বস্ব তার করিবে হরণ॥
কপট হৃদয় সদা আততায়িগণ
অতিশয় ভয়ানক এদের অন্তর।

"জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্ব্বলোকেষু রাক্ষস।
হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা॥৩
প্রধানং সাধকং বৈদ্যং ধর্ম্মশীলঞ্চ রাক্ষস।
জ্ঞাতয়োঽপ্যবমন্যন্তে শূরং পরিভবন্তি চ॥৪
নিত্যমন্যোঽন্যসংহৃষ্টা ব্যসনেষ্বাততায়িনঃ।
প্রচ্ছন্নহৃদয়া ঘোরা জ্ঞাতয়স্তু ভয়াবহাঃ॥" ৫

বাল্মীকির রামায়ণ ১৬ সর্গ, লঙ্কাকাণ্ড।

পূর্ব্বকালে করী এক পশি পদ্মবন
দেখিয়া ভীষণ এক পাশহস্তনর॥
যে কথা বলিয়া ছিল, বলি শুন সবে
অস্ত্র অগ্নি কিংবা পাশ করি নিরীক্ষণ
নাহি ডরি, যথা হেরি স্বার্থান্ধ বান্ধবে।
নিরন্তর প্রাণভয়ে ডরে মোর মন।
তারাই অস্ত্রের কাছে দেয় প্রকাশিয়া
অতিশয় গূঢ়তর পরামর্শ যত।
অতএব জেন সবে নাহি এ জগতে
ভয়ঙ্কর কষ্টপ্রদ জীব জ্ঞাতি মত॥
ধেনুতে গোরস যথা তপস্যা ব্রাহ্মণে
নারীতে চাপল্য যথা স্বভাবত রয়।
সেইরূপ নিরন্তর রেখ ইহা মনে—
জ্ঞাতি হ'তে স্বভাবত ঘটে থাকে ভয়॥

"উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ।
কৃৎস্নাত্তয়াৎ জ্ঞাতি ভয়ং সুকষ্টং বিদিতঞ্চ নঃ॥৮

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতোভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ ॥" ৯

বাল্মীকির রামায়ণ, ১৬শঃ সর্গ, লঙ্কাকাণ্ড।

বিভীষণ যশ আর ঐশ্বর্য্য আমার
বোধ হয় চক্ষে তোর নাহি সহ্য হয়।
অনার্য্যে সৌহার্দ্য যেন পদ্মপত্রে জল
অতি অল্পক্ষণো কভু স্থির নাহি রয় ॥
স্বেচ্ছায় পশিয়া ভৃঙ্গ কাশপুষ্পদলে।
যেরূপ বঞ্চিত হয় রস লভিবারে।
সেরূপ অনার্য্য সনে সৌহার্দ্য করিলে
নিতান্ত নিষ্ফল তাহা হয় একে বারে ॥
করী স্নান করি যথা নিজ শুণ্ড দিয়ে
ধূলি তুলি নিজ দেহে ছড়ায়ে হরষে
কবয়ে দূষিত অঙ্গ; বুদ্ধিহীন হয়ে
অনার্য্য নাশয়ে স্নেহ নিজ কর্ম্মদোষে ॥

"যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ।
ন শ্লেষমধিগচ্ছন্তি তথা নার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১১
যথা শরদি মেঘানাং সিঞ্চতামপি গর্জ্জতাম্।
ন ভবত্যম্বুসংক্লেদস্তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১২
যথা মধুকরস্তর্ষাদ্রসং বিন্দন্ন তিষ্ঠতি।
তথা ত্বমপি তত্রৈব তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১৩
যথা মধুকরস্তর্ষাং কাশপুষ্পং পিবন্নপি।
রসমত্র ন বিন্দেত তথা নার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥১৪
যথা পূর্ব্বং গজঃ স্নাত্বা গৃহ্য হস্তেন বৈ রজঃ।
দূষয়ত্যাত্মনো দেহং তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥" ১৫

বাল্মীকির রামায়ণ, ১৬ সর্গ, লঙ্কাকাণ্ড।

রে কুলকলঙ্ক ধিক শতধিক তোরে
বলিত অপর কেহ যদি এই বাণী
দেখিতিস তাহা হলে তদ্দণ্ডে তাহারে
নাশিতাম খড়্গাঘাতে সরোষে অমনি ॥
জ্যেষ্ঠের কঠোর কথা শুনি বিভীষণ
গদাহস্তে চারিজন রাক্ষস সহিত
উঠি অন্তরীক্ষে কহে রাবণে তখন—
শুনহে রাজন আজি হ'য়ে একচিত্ত।
মাননীয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পিতৃসম তুমি
কিন্তু ধর্ম্মদৃষ্টি তব না হেরি রাজন্।
অতিশয় ভ্রান্ত তুমি বুঝিলাম আমি
যাহা ইচ্ছা বল মোরে কঠোর বচন।

কিন্তু আর নাহি সব, সহা নাহি যায়
হিতের বাসনা করি আমি হে রাজন !
বহু হিতকরী বাণী কহিনু তোমায়
আসন্ন মরণ তাই না কর শ্রবণ ॥
সুপ্রিয় বচন রাজা সহজেই মিলে
দুর্লভ জগতে বাণী প্রিয়-হিতকর
যে জনে যথার্থ বন্ধু অপ্রিয়ও বলে
যদি তাহা হয় যথার্থই হিতকর।
এহেন অপ্রিয় বাণী শুনি যেই জন
তার অনুমত কার্য্য করে প্রাণপণে,
সেই জন বুদ্ধিমান যথার্থ সুজন
এহেন মানব কিন্তু দুর্লভ ভুবনে ॥

"পুরুষাঃ সুলভা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥" ২১
বাল্মীকির রামায়ণ, ১৬শ সর্গ, লঙ্কাকাণ্ড।

কামপাশে বদ্ধ তুমি হয়েছ রাজন্।
প্রদীপ্ত গৃহের মত আমি হে কেমনে
উপেক্ষিব মহানাশ তোমার এখন ?
লঙ্কাপতি মহারাজ ভাবি দেখ মনে ॥
রামের শাণিত শর প্রদীপ্ত প্রখর
তোমার কাটিবে শির সমর-প্রাঙ্গণে।
বেড়িবে কনক লঙ্কা যতেক বানর
কেমনে বলহ তাহা হেরিব নয়নে ?
মহাবল মহাবীর যেই জন হয়
জানিও নিশ্চয় তুমি সেও বিজড়িত
মৃত্যুরূপ কালপাশে ; মরণ সময়
বিক্রমাদি সব হবে বালিবাঁধ মত
গুরুজন তুমি, হিতকথা বলিবারে
কি মোর শকতি ? ক'রে থাকি অপরাধ
মার্জ্জনা করহ মোরে আপনার গুণে ;
রক্ষা কর আপনারে, ভুল অপরাধ।
বিদায় হইনু, সুখে থাক মহারাজ !
কর তাই যাহা তুমি ভাল বুঝ মনে।
না শুনিলে হিতকরী কথা মম আজ
নিকট মরণ তব বুঝি এত দিনে ॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই কথোপকথনে বিভীষণের ধর্ম্মভাব ও হিতকারিণী বুদ্ধি, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের গর্ব্বিত ও তেজোভাব বিশেষ লক্ষিত হয়। বীরবর ইন্দ্রজিৎও পিতা রাবণের ন্যায় তেজোপূর্ণ ও গর্ব্বিত ছিলেন। কিন্তু রাজা দশানন যে জ্ঞানবান্ ও সুশিক্ষিত ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি জাতির স্বভাব যেরূপ বর্ণণা করিয়াছেন তাহা সাধারণতঃ যে অতি সত্য ইহা সকলেই স্বীকার করিবে।

১৭শ—সর্গ। রাক্ষস চতুষ্টয়ের সহিত বিভীষণের রাম-সন্নিধানে গমন।

১৮শ—সর্গ। বিভীষণ সম্বন্ধে সুগ্রীব ও রামের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

১৯শ—সর্গ। রাম-বিভীষণের সাক্ষাৎ ও রাম কর্ত্তৃক বিভীষণের রাক্ষস-রাজ্যে অভিষেচন এবং সেতুবন্ধনার্থ সাগরের নিকট রামের প্রার্থনা।

"রাবণে কঠোর বাণী কহি বিভীষণ।
উপস্থিত হৈল যথা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥

* * *

ভয়শূন্য বিভীষণ করিয়া গমন।
দেখিলা সুগ্রীবসহ আছে কপিগণ॥
দেখিয়া তাদিগে তিনি কহিলা তখন।
আছয়ে রাক্ষস এক নামেতে রাবণ॥
কনকলঙ্কায় তার আছে অধিকার।
বিভীষণ নাম মোর অনুজ তাহার॥
পক্ষিরাজ জটায়ুরে করিয়া সংহার।
আনিয়াছে জানকীরে গৃহে আপনার॥
জানকী তাহার গৃহে থাকেন এখন।
অনেক রাক্ষসী বেড়ি থাকে অনুক্ষণ॥
সুসঙ্গত বাক্যে আমি কহিনু রাজন।
রাম হস্তে কর তুমি জানকী অর্পণ॥
নিশ্চয় জানিনু তার নিকট মরণ।
তেঁই হিতকর বাক্য না কৈল শ্রবণ॥
কহিল বিবিধমতে কটু কুবচন।
তাহাতে আমার মন হৈল উচাটন॥
ত্যজি পত্নী পুত্র আদি প্রিয় পরিজন।
হইনু শরণাগত রামের এখন॥
রামচন্দ্র দেন জানি সকলে আশ্রয়।
শীঘ্র তাঁরে বল, মোরে হইয়া সদয়॥
আসিয়াছে বিভীষণ আশ্রয়ের আশে।
ত্যজি নিজ পরিজন আপনার পাশে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সুগ্রীব যাইয়া রামচন্দ্রকে বিভীষণের আগমন-সংবাদ জানাইয়া বলিল—

* * * * *

"কামরূপী রাক্ষসেরা বীর ভীমাকার।
প্রচ্ছন্ন হইয়া করে পর অপকার॥
সে কারণে আমাদের উচিত এখন।
না হয় করিতে তায় বিশ্বাস স্থাপন॥

* * *

নিশ্চয় সে জন রাবণের নিয়োজিত।
উপস্থিত চারিজন রাক্ষস সহিত॥
উচিত হতেছে তা'রে করিতে সংহার।
করহ যা ভাল হয় করিয়া বিচার॥
সহজ-বিশ্বাসী তুমি তাহার মায়ায়।
বিশ্বস্ত হইয়া কাছে রাখিবে তাহায়॥
সুযোগ পাইলে কিন্তু নিশ্চয় সে জন।
বধিবে পরাণ তব হেন লয় মন॥
মোর মতে তীব্রতর করিয়া প্রহার।
উচিত তাহারে দেব করিতে সংহার॥"

অঙ্গদ ও জাম্বুবান সুগ্রীবের বাক্য সমর্থন করিলেন। শরভ ও মৈন্দ্র

বিভীষণকে চরদ্বারা পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে বলিলেন, কেবল হনুমান্ বলিলেন, "পরীক্ষা কি প্রকারে হইবে, পরীক্ষা করা অসম্ভব, বিভীষণ ধার্ম্মিক—তাঁহাকে সন্দেহ করা অনুচিত।" এস্থলে বাল্মীকি হনুমানকে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্রবিৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"অথ সংস্কারসম্পন্নো হনুমান্ সচিবোত্তমঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমর্থবন্মধুরং লঘু॥"৫০

১৭শ সর্গ—লঙ্কাকাণ্ডম্।

বাস্তবিক হনুমানের বাক্যগুলি যে সুযুক্তিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ মন্ত্রীর উপযুক্ত তাহার আর সন্দেহ নাই। হনুমান্ বলিতেছেন—

"Nor let it seem so light a thing
To sound a stranger's heart, O King!"

Griffith's, Book VI. Canto XVII.

* * * * *

"বিভীষণে পরীক্ষিবে কেমন করিয়া।
সঙ্গত সম্ভব নয়, দেখ বিবেচিয়া।
নিয়োগ ব্যতীত হবে পরীক্ষা কেমনে।
নিয়োগ সম্ভব নয় বুঝে দেখ মনে॥
চরে কি করিতে পারে প্রত্যক্ষ বিষয়ে?
অতঃপর বলি কিছু দেশ-কাল লয়ে॥
উপযুক্ত সময়ে আসিল বিভীষণ।
উপযুক্ত দেশ এই শুন দিয়া মন॥
ধার্ম্মিক সে রঘুনাথ পাপী সে রাবণ।
নির্দ্দোষ বীরেন্দ্র ইনি দুরাত্মা সে জন॥
তাই তারে বিভীষণ পরিত্যাগ করি।
আসিলেন তব কাছে এবে ত্বরা করি॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তখন শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—

"মিত্রভাবে আসিয়াছে বিভীষণ।
যদি কোন দোষ দেখহ এখন॥
তবু তারে ত্যাগ করা যুক্তি নয়।
শরণাগতেরে দিবেক আশ্রয়॥
* * *
ভ্রাতৃ-বিরোধের ভয়ে বিভীষণ।
লয়েছেন আসি আমার শরণ॥
অতএব তারে গ্রহণ করিয়া।
রাখিব নিকটে আপন ভাবিয়া॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তিনি সুগ্রীবের প্রতি বিভীষণকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলে সুগ্রীব

যাইয়া বিভীষণকে আনয়ন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের একার্য্য অতীব প্রশংসনীয় ও ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত। এস্থলে শ্রীরামচন্দ্রের কোন স্বার্থের আভাস দৃষ্ট হয় না।

বিভীষণ আসিয়া—

"নামি ভূমে বন্দিলেন রামের চরণ।
অনুচরগণো ক্রমে প্রণমে তখন॥
অনন্তর বিভীষণ কহিলা রামেরে।
রাবণ রাক্ষসরাজ বিদিত সংসারে॥
তাঁহারি কনিষ্ঠভ্রাতা বিভীষণ নাম।
তোমার শরণাপন্ন আমি গুণধাম॥
লঙ্কানাথ মোরে অতি অবমান করে।
লঙ্কাপুরী হ'তে ক্রোধে খেদায়েছে দূরে॥
তোমার চরণে এবে লইনু শরণ।
রাখ কিম্বা মার তব মানস যেমন॥
বিভীষণ-বাক্য শুনি রাম রঘুমণি।
সান্ত্বনা করিয়া কন সুমধুর বাণী॥
বিভীষণ রাক্ষসগণের বলাবল।
জান যথাযথ তুমি খুলি মোরে বল॥
কহিলেন বিভীষণ শুন রঘুনাথ।
রাবণ অগ্রজ ভ্রাতা রাক্ষসের নাথ॥
মধ্যম সে কুম্ভকর্ণ মহাবলবান।
সবার কনিষ্ঠ আমি দেখ বিদ্যমান॥
কুম্ভকর্ণ রণস্থলে দেবরাজে জিনে।
তিনলোকে যক্ষ-রক্ষ সকলে বাখানে॥
প্রহস্ত নামেতে রাবণের সেনাপতি।
যুঝেছিল যক্ষ মণিভদ্রের সংহতি॥
মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাবণ-তনয়।
তাহার বলের কথা বর্ণনের নয়॥
অদৃশ্য হইয়া সেই যুঝয়ে সমরে।
অস্ত্রের কাজ দেবে নাহি পারে॥
মহোদর মহাপার্শ্ব বীর অকম্পন।
সেনাপতি রাবণের বলে বিচক্ষণ॥
লোকপালগণ সম সবে বলবান।
তিনলোকে নাহি দেখি তাদের সমান॥
দশেক সহস্রকোটি রাবণের সেনা।
রক্ত মাংস খায় তারা রণে দিয়া হানা॥
তাদিকে সহায় করি রাজা দশানন।
জিনিয়াছিলেন যত লোকপালগণ॥
শুনিয়া তাহার বাক্য বীর রঘুমণি।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন এই বাণী॥
শুন বিভীষণ আমি বধিয়া রাবণে।
অমাত্য-বান্ধব আর পুত্রগণ সনে॥
তোমারে রাক্ষস-রাজ্য করিব অর্পণ।
মনে জেন মিথ্যা নহে আমার বচন॥
সগণে তাহারে আমি করিয়া নিধন।
অযোধ্যানগরে ফিরে করিব গমন॥
কহিলেন বিভীষণ যথাসাধ্য মম।
সাহায্য করিব তব, শুন অরিন্দম!
তবে রাম কহিলেন লক্ষ্মণের আগে।
ভাইরে লক্ষ্মণ জল লয়ে এস আগে॥
প্রসন্ন হয়েছি আমি বিভীষণ প্রতি।
রাজ্যে অভিষেক এয়ে করিব সম্প্রতি॥
শুনিয়া ভ্রাতার আজ্ঞা সুশীল লক্ষ্মণ।
সমুদ্র হইতে জল করি আহরণ॥
অভিষেক করিলেন রাজ্যে বিভীষণে।
কিলকিলা রব করে যত কপিগণে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তখন সকলের কথামত শ্রীরামচন্দ্র সাগর পার হইবার জন্য সাগরের পূজা আরম্ভ করিলেন।

"সাগরের বেলাভূমে, কপিগণ মহাধুমে,
পাতি দিল দিব্য-কুশাসন।
তাহাতে অগ্নির প্রায়, বসিলেন রঘুরায়,
সাগরের করিতে পূজন।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

অনেকে রামচন্দ্রের সহিত বিভীষণের এই সম্মিলন বিভীষণ-চরিত্রের কলঙ্ক-স্বরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু বিভীষণ ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আধার। ধার্ম্মিকে ধার্ম্মিকে পরস্পর আকর্ষণ, সম্মিলন ও সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বিভীষণ চুম্বকলৌহ-স্বরূপ ধর্ম্মাধারে আকৃষ্ট হইয়া রামচন্দ্র-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কবি কালিদাসও লিখিয়াছেন—

"নিবিষ্টমুদধেঃ বছলে তং প্রপেদে বিভীষণঃ।
স্নেহাদ্রাক্ষস লক্ষ্যেব বুদ্ধিমাবিশ্য কোদিতঃ॥"৭২

রঘুবংশম্ ১২শ সর্গ।

"রামচন্দ্র সাগর-কূলে সেনা সন্নিবেশিত করিয়া আছেন, এরূপ সময়ে রাবণানুজ ধার্ম্মিক বিভীষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ; রাক্ষস-লক্ষ্মী বোধ হয় স্নেহবশতঃই তাঁহাকে সদ্‌বুদ্ধি দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

বিভীষণ ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া স্বতঃই শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বিভীষণকে কিছুমাত্র দোষারোপ করা যায় না। রাজ্য-গ্রহণ স্বীকারে বিভীষণে একটু স্বার্থপরতার আভাস দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু ইহাও ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত। কেন না অধর্ম্মের বিনাশ না হইলে কি প্রকারে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন হইতে পারে? লোকহিতের জন্য লঙ্কায় ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ জন্যই ধার্ম্মিক বিভীষণ পর্ব্বতবাসী ব্রহ্মচারী না সাজিয়া ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের সহিত ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হওতঃ স্বতঃই সম্মিলিত হইলেন। রাজ্যগ্রহণে আপত্তি করিলেন না এবং ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বিভীষণের কার্য্য স্বাভাবিক ধর্ম্মসঙ্গত

হইলেও তাঁহার ধর্ম্মনীতি সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে। ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রও ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন লোকহিতার্থ লঙ্কায় ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা একান্ত আবশ্যক এবং সর্ব্বপ্রকারে বিভীষণই তদুপযুক্ত। সে জন্য তিনি রাবণ-বধ করিয়া বিভীষণকে রাজ্য দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

সহোদর ভ্রাতা বিভীষণের পক্ষে রাজা দশাননের ধ্বংস-কার্য্যে ব্রতী হওয়া কতদূর সঙ্গত হইয়াছিল, তদ্বিষয় একটু বিচার্য্য বটে। ধার্ম্মিক বিভীষণ কাকুতি-মিনতি করিয়া এবং নানাবিধ বাক্যপ্রয়োগ করিয়াও অধার্ম্মিক অত্যাচারী নৃশংস দশাননের সুবুদ্ধি জন্মাইতে পারিলেন না, তাঁহাকে সংশোধন করিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি মনে ভাবিলেন যে, ভগবানের বিধানানুসারে লোক-হিতার্থে তাঁহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই তিনি ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইলেন। ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সংশোধনের বহির্ভূত অধার্ম্মিক ও নৃশংস ব্যক্তিকে সহোদর ভ্রাতা হইলেও ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে বা তাঁহার ধ্বংস ইচ্ছা করিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্ম অধর্ম্ম দেখিতে পারে না, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের একত্র সমাবেশ অসম্ভব। ধার্ম্মিকব্যক্তি যে ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হওতঃ সংশোধন-বহির্ভূত অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে স্বীয় ভ্রাতা হইলেও ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হইবে ইহা কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নহে। ধর্ম্ম এমনি বস্তু, উহার এমনি তেজ যে, অধর্ম্ম সহ্য করিতে পারিবে না, উহা সংশোধন-বহির্ভূত হইলে উহার ধ্বংসের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে, তখন আর ভাই-বন্ধু বলিয়া জ্ঞান থাকিবে না। সুতরাং সূক্ষ্ম-ভাবে দেখিতে গেলে বিভীষণের কার্য্যে কোনরূপ দোষারোপ করা যায় না। সত্য বটে রাবণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি স্বগণ-বধে বিভীষণ শোকাকুল হইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব ও তজ্জনিত বিদ্বেষভাব তৎসময়ে পার্থিব মায়া-মমতার প্রাবল্যহেতু হৃদয়ে হীনপ্রভ হওয়ায় বিভীষণ শোকাভিভূত হইয়া-ছিলেন। বিভীষণ এ সময় আত্মবিস্মৃত ধর্ম্মপ্রাণময়, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত সুতরাং তাঁহাকে কোনরূপ দোষারোপ করা যায় না।

তুলনায় বিভীষণে ও সুগ্রীবে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। সুগ্রীব বিদ্বেষ ও

শক্রুভাব হইতে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভ্রাতা বালীবধে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, আর বিভীষণ ধর্ম্মভাবে ও তজ্জনিত বিদ্বেষভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভ্রাতা রাবণ-বধে ব্রতী হইলেন।

২০শ সর্গ। রাবণকর্ত্তৃক রাবণ-সৈন্যে শুকনামা দূতকে প্রেরণ ও তাহার নিগ্রহাদি।

"শার্দ্দূল নামেতে এক রাবণের চর
প্রভুর আদেশে পার হইয়া সাগর,
সুগ্রীব-রক্ষিত যত কপিসৈন্য হেরি,
রাবণ-সমীপে যায় অতিত্বরা করি।
প্রবেশি লঙ্কায় কহে—"শুনহ রাজন!
দেখিলাম কপিসৈন্য না হয় গণন।
সমুদ্র সমান কপি, ঋক্ষ সেনা হেরি,
বিশেষি, কহিনু এই, শুন দণ্ডধারী!
লঙ্কামুখে আসিয়েছে সেই সৈন্যগণ,
বিচারি এখন, রাজা কর যাহা মন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ উভে বড়ই সুন্দর,
শোভা পেতেছেন যেন সূর্য্য শশধর।
উদ্ধারিতে জানকীরে, সাগরের কূলে,
উপনীত হ'য়েছেন লয়ে দলবলে।
আছে পরিসরে, রাজা! কপিসৈন্যগণ,
অধিকার করিয়াছে এদশ যোজন।
কহিলাম, ধর, রাজা, যাহা মনে লয়,
নিশ্চেষ্ট থাকিতে আর যুক্তিযুক্তি নয়।
শুনি, শার্দ্দূলের বাণী লঙ্কা-অধিকারী,
কহিলেন;—"শুক! তুমি যাহ ত্বরা করি,
বলগে সুগ্রীবে;—শুন, ওহে মহাবল!
কি কারণে আসিয়াছ লয়ে নিজ বল?
হরেছি রামের ভার্য্যা কি ক্ষতি তোমার?
চলি' যাও মহারাজ! রাজ্যে আপনার।"
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ শুক শুনি' রাবণ-বচন।
পক্ষিরূপে শূন্যপথে করিল গমন।
সাগর হইয়া পার গগনে থাকিয়া,
সুগ্রীবেরে কহে তবে সব প্রকাশিয়া।
শুনিয়া বচন তার যত কপিগণ,
শক্রজ্ঞানে ধরে তা'রে করি, উল্লম্ফন।
পীড়িতে লাগিল তারে আনিয়া ভূতলে,
কাতর হইয়া শুক শ্রীরামেরে বলে;—
"রঘুনাথ! দূত জাতি কভু বধ্য নয়;
বিচারি, মনেতে কর যাহা মনে লয়।"
রাঘব কহেন শুনি শুকের বচন;—
"ছাড়ি, দেহ দূতে ত্বরা, প্রিয় কপিগণ।"
মুক্ত হ'য়ে কহে শুক সুগ্রীবের পাশে,
কি ক'ব রাবণে কও—কিবা মনে আসে?
বীরবর কপিরাজ কহেন তখন;—
"একমনে শুন, দূত আমার বচন।
বল রক্ষরাজে;—সেই নহে প্রিয়জন;
তার প্রতি দয়া প্রকাশিব কি কারণ?
রামের অরাতি সেই—আমারো অরাতি;
না থাকিবে কেহ তার বংশে দিতে বাতি।

সাগরে পাতালে কিম্বা গহন কাননে,
কিম্বা সে আশ্রয় লয় শিবের চরণে ;
কিম্বা যদি ত্রিভুবন তার পক্ষ হয় ;
তথাপি নাহিক রক্ষা কহিনু নিশ্চয়।
জটায়ুরে ব'ধি কি সে ভাবিয়াছে মনে
ত্রিভুবনে নাহি কেহ যুঝে তার সনে ?
সামর্থ্য থাকিত যদি তা হ'লে কখন।
রাম অসাক্ষাতে করে জানকী হরণ ?
ব'লো তারে এবে রাম স্বজনে লইয়া।
লঙ্কাপুরী ছিন্নভিন্ন যাবেন করিয়া ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এস্থলে সুগ্রীবের বাক্যগুলি বেশ উপযুক্ত হইয়াছে। রাবণ বোধ হয় শিবোপাসক ছিলেন। এ জন্যই সুগ্রীব রাবণের শিবের আশ্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

"বলেন অঙ্গদ ;—"এই কভু দূত নয়।
গুপ্তচর বধিবারে উপযুক্ত হয় ॥
ধর এরে শুন সবে আমার বচন।
ফিরে যেন লঙ্কাপুরে না করে গমন ॥"
শুনি অঙ্গদের বাণী যত কপিগণ।
ধরিয়া শুকেরে পুন করিল বন্ধন ॥
বন্ধন-জ্বালায় শুক বলে দয়াময় !
ভাগ্যে মম এই হ'ল। হইয়া সদয় ॥
ত্বরা করি কপিগণে কর নিবারণ।
নতুবা এদের হাতে হইল মরণ ॥
দূতবধ পাপ, রাম অর্শিবে তোমায়।
ত্বরা করি রক্ষা কর নহে প্রাণ যায় ॥"
শুনি তা'র কাতর বচন
দয়াধার কমললোচন
করিলেন অনুমতি, কপিরাজ শীঘ্রগতি
করিয়া দিলেন তার বন্ধন মোচন।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই ঘটনায় প্রতীয়মান হইতেছে, অঙ্গদ কিছু বাল-চপলতাময় তেজোভাব পূর্ণ। শ্রীরামচন্দ্র দয়ার আধার ও অতি ন্যায়পরায়ণ।

২১।২২ সর্গ—সমুদ্রের অনাবির্ভাবে তৎপ্রতি রামের ক্রোধ এবং সমুদ্রের আবির্ভাব ও সেতুবন্ধনাদি।

২৩ সর্গ। রামের দুনিমিত্ত-দর্শন ও লক্ষ্মণের প্রতি তৎকথন।

"অনন্তর রঘুনাথ সমুদ্র-চরণে।
পূর্ব্বাস্যে ভকতিভরে প্রণমি যতনে ॥
শয়ন করিলা বীর কুশাসনোপরে।
আপনার ভুজদণ্ডে উপাধান ক'রে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এস্থলে বর্ণিত আছে, সমুদ্রের অনাবির্ভাবে শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের

প্রতি বাণ-নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে সমুদ্র সশরীরে উপস্থিত হইয়া সেতুবন্ধন করিতে উপদেশ দিলেন। ইহা কবির কবিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিন দিন তিন রাত্রি শ্রীরামচন্দ্র একাগ্রচিত্তে সমুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই দীর্ঘ একাগ্রচিত্তযুক্ত চিন্তা প্রযুক্তই ভগবানের কৃপায় প্রত্যাদেশের ন্যায় স্বতঃই তাহার মনের ভাব হইল যে, সেতুবন্ধন করিলেই তিনি সসৈন্যে সমুদ্র পার হইতে কৃতকার্য্য হইবেন। দীর্ঘকাল একাগ্রমনে কোন কার্য্য সমাধান বিষয়ে চিন্তা করিলে ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে স্বতঃই সকলের মনেই প্রকৃত উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। শ্রীরামচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

"Who ever has not forgotten his vigil will probably be reminded of the famous storm in the Ænead and of Neptunes serene and majestic appearance above the troubled waters of the sea."

Oman's Indian Epics.

"রামের আদেশে তবে যত কপিগণ।
মহারণ্য হ'তে আনে বৃক্ষ অগণন॥
প্রকাণ্ড পর্ব্বত আনি, উপাড়িয়া করে।
অচিরে সাগর-তীরে রাশিকৃত করে॥
সাগর বান্ধেন নল সেই সব ল'য়ে।
অস্ত অন্ত কপিগণ আনি'দেয় ব'য়ে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ছয় দিনে সাগর-বন্ধন শেষ হইল। নল সাগর বন্ধন করিল, নল একজন শিল্পকুশল ব্যক্তি ছিল।

"সেতুমুখে রহিলেন বীর বিভীষণ।
মহাসুখে পার হয়ে যায় কপিগণ॥
ক্রমে পরপারে সবে হৈল উপনীত,
সবে মিলি গান করে রামজয় গীত॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সেতু-বন্ধনে সমুদ্রের দৃশ্য বড়ই সুন্দর ধারণ করিল। কবি কালিদাস তাঁহার অতুলনীয় কবিত্বে এ দৃশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

স সেতুং বন্ধয়ামাস প্লবগৈর্লবণাম্ভসি।
রসাতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্নায়শার্ঙ্গিণ॥

রঘুবংশম্ দ্বাদশ সর্গঃ।

রামচন্দ্র কপিকুল দ্বারা অপার সমুদ্র-সলিলোপরি এক সেতু বন্ধন করাইলেন; তাহা দর্শনে বোধ হইল, যেন নারায়ণের নিমিত্ত শেষনাগই উদিত হইয়াছেন।"*

চতুর্দ্দিকে দুর্লক্ষণ করি দরশন।
লক্ষ্মণে বলেন রাম করি আলিঙ্গন॥
এস ভাই! ফলবান বৃক্ষপূর্ণ তীরে।
রাখি নিজ সৈন্যগণ স্থাপিয়া শিবিরে॥
বহিছে প্রবলবায়ু ভূমিকম্প হয়।
বহুলোক ক্ষয় হবে কহিনু নিশ্চয়॥
ওই দেখ মেঘগণ ধূসরবরণ।
রুক্ষ কিন্তু ঘোর রবে করিছে গর্জ্জন।

সায়ম ভীষণ অতি তপ্তারুণ-করে।
তপন হইতে যেন অগ্নিরাশি ঝরে॥
মৃগ আর পক্ষিগণ অতি দীনস্বরে।
তপনের পানে চেয়ে রুক্ষ রব করে॥
শ্যেনাদি মাংসাশী পক্ষী বর দরশন।
উড়িতেছে চারিদিকে চীৎকারী ভীষণ॥
নিশ্চয় জানিও ভাই শোণিতের স্রোতে।
হইবে ভূতল মোরে পূরণ করিতে॥

* "The origin of the conception of Ram's bridge forms a curious subject of enquiry. The famous bridge of boats by which the army of Xerxes passed over the Hellspont is commonplace in comparison with a bridge of stone, sixty miles long, extending over a deep see. Strangely enough a rocky causeway runs out from the Indian side of the channel and terminates at the island of Ramesseram and although it is at present covered by sea, it is said to have been formarly above the waves. A similar causeway runs out from the opposite shore of Ceylon and terminates in the island of Manaar with Ramesseram ... ... To this day the huge blocks or baulders which are to be found in various parts of India are said to have been dropped by the monkeys in attemps to carry them southwards, for the purpose of building the bridge."

Wheeler's History of India.

বিলম্বে কি প্রয়োজন? চল ত্বরাত্বরি॥
প্রবেশি লঙ্কাতে, যত সৈন্য সঙ্গে করি।"
করিয়া গ্রহণ শরশরাসন
এতেক বচন বলিয়া লক্ষ্মণে।
লয়ে বিভীষণে কপিসৈন্যগণে
সুগ্রীব রাজনে যান লঙ্কাপানে॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

২৪শ সর্গ।

লক্ষ্মণের লঙ্কা-প্রদর্শন, সৈন্য-বিভাগ প্রভৃতি এবং শুকের মুক্তি ও রাবণ-সভায় গমন।

"অনন্তর করিলেন ব্যূহের রচন।
গগনে শারদ-শশী শোভয়ে যেমন॥
লঙ্কায় হইতেছিল বহু বাদ্যরব।
শুনি সিংহনাদ করে কপিসৈন্য সব॥
মেঘের গর্জ্জন সম সে শব্দ গম্ভীর।
শুনিয়া রাক্ষসগণ হইল অধীর॥
পরে শাস্ত্রমতে রাম সৈন্য বিভাজিলা।
অঙ্গদ বীরেন্দ্র নীলে মাঝেতে রাখিলা॥
সব্য পার্শ্ব ঋষভেরে দিলেন রক্ষিতে।
বামেতে গন্ধমাদন রহে হরষিতে॥
আপনি শ্রীরাম সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ।
সৈন্যের সম্মুখভাগ করেন রক্ষণ॥
জাম্বুবান প্রান্তভাগ সঙ্গেতে সুষেণ।
কপিরাজ পশ্চাৎ পৃথ্বীরে সূর্য্য যেন॥
এরূপে সজ্জিত হ'য়ে কপিসৈন্যগণ।
লঙ্কাপানে ধায় করে ধরি প্রহরণ॥
কহিলা সুগ্রীবে রাম, প্রিয় মিত্রবর!
সৈন্যগণ হইয়াছে গমনে তৎপর॥
এইক্ষণে শুকে দেহ যেতে লঙ্কাধাম।
কি ভয়? এখন মোরা হব পূর্ণকাম॥"
ছাড়ি দিলা শুকে; তবে পলায় রাক্ষস।
ভয়ে ভীত অতিশয় চাহে দিক দশ॥
রাবণের সম্মুখেতে গেল নিশাচর।
হাস্য আস্যে জিজ্ঞাসেন তারে লঙ্কেশ্বর॥
একি শুক দেখি তুমি পক্ষহীন কেন?
বানরে কি করিয়াছে তব দশা হেন?
কহে শুক;—রাজন! করহ অবধান।
বানরের হাতে মোর এত অপমান॥
তব দূত জানি মোরে যত কপিগণ।
বলে আকর্ষণ করি করিল বন্ধন॥
অবশেষে পক্ষ মোর লয়েছে কাটিয়া।
ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণে প্রাণে এসেছি বাঁচিয়া॥
কবন্ধবিরাধজয়ী-খরনিসূদন।
রামচন্দ্র লঙ্কাধামে কৈলা আগমন॥
সাগরবন্ধন করি পাদপ পাথরে।
প্রবেশিলা সৈন্যগণসহ লঙ্কাপুরে॥
হয় সীতা দেহ রাজা নহে যুদ্ধ কর।
আলস্য করিয়া কেন বৃথা কাল হর?'
কহিলা রাবণ তবে অরুণনয়নে।
কেন উপদেশ দেও সন্ধির কারণে॥

কি ছার সে রাম যদি আসে ত্রিভুবন।
তবু সীতা নাহি দিব [illegible] রণ॥
কি ভয় তাহারে এই তীক্ষ্ণ শরজালে।
নাশিব জীবন তার; মরিবে অকালে॥
কতবল আছে মোর না জানে রাঘব।
সেই হেতু আসিয়াছে করিতে আহব॥
বনের বানর লয়ে যদি হৈত জয়।
ত্রিভুবনে জয়ী সবে হইত নিশ্চয়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ইহা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে, শুককে পূর্ব্বে ছাড়িয়া না দিয়া সাগর-বন্ধন ও কপিসৈন্য পার না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ইহা বিশেষ সুবুদ্ধি ও চতুরতার কার্য্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই। শুককে পূর্ব্বে ছাড়িয়া দিলে সে নিশ্চয়ই যাইয়া রাবণকে সংবাদ দিত এবং তাহা হইলে সাগর-বন্ধন ও কপিসৈন্য সাগর পার হওয়ায় বাধা পড়িবার একান্ত সম্ভাবনা ছিল।

বোধ হয় অনার্য্য রাক্ষসজাতি সাধারণতঃ কৃত্রিম পক্ষবিশিষ্ট ছিল, সেই কৃত্রিম পক্ষের সাহায্যে তাহারা শূন্যের উপর দিয়া চলিয়া যাইত। শুকের পক্ষচ্ছেদন উল্লেখেই ইহা অনুমিত হয়।

মহাকবি কালিদাস কপিসৈন্য দ্বারা লঙ্কা-অবরোধ, তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বের সহিত এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

"তেনোত্তীর্য্য পথা লঙ্কাং রোধয়ামাস পিঙ্গলৈঃ।
দ্বিতীয়ং হেমপ্রাকারং কুর্ব্বদ্ভিরিব বানরৈঃ॥" ৭১

রঘুবংশম্ দ্বাদশ সর্গঃ।

রামচন্দ্র সেই অপূর্ব্ব সেতুপথে লঙ্কাপুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ বানর-সমূহ দ্বারা লঙ্কাপুরী অবরোধ করিলেন; তখন বোধ হইল, আর একটি সুবর্ণ-প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে।"৭১

২৫শ সর্গ।

শুক-সারণের প্রচ্ছন্নভাবে বানরসৈন্য-সংখ্যা নির্দ্ধারণার্থ তৎপরতা।

২৬—৩০ সর্গ।

রাবণ ও শুকসারণের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং রাবণের রামসৈন্য-দর্শনে শুক-সারণকে ভৎর্সনা ও রামবল-পরিজ্ঞানার্থ পুনরায় চরান্তর প্রেরণ।

"বান্ধা গেল সাগর কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহংকার॥
ফাঁফর হইল রাজা গণি মনে মনে।
দুই চর শুক আর সারণেরে ভণে॥
শুন শুক সারণ তোমরা বুদ্ধিমান।
চর্চ্চ গিয়া রামের কটক-প্রমাণ॥
ভালমতে জান বিভীষণের যেমতি।
একে একে জান সব যোদ্ধা সেনাপতি॥
বলবুদ্ধি সব জান রামের মন্ত্রণা।
প্রথমে জানহ যে প্রধান জনা জনা॥
রামের সহিত থাকে কোন্ মহাবীর।
লঙ্কায় আসিয়া কেবা রণে হবে স্থির॥
রাজার আদেশে চর বন্দিলেক মাথে।
রাজ প্রদক্ষিণ করি যায় মনোরথে॥
কপিরূপে সান্ধাইল বানর ভিতর।
লেখাযোখা নাহি যত দেখিল বানর॥
কটক চর্চ্চিতে ভ্রমে চর দুই জন।
দূরে থাকি দেখে তাহা মিত্র বিভীষণ॥
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষসে ভাল জানে।
চিনিলেক দুই চর সেই বিভীষণে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তখন বিভীষণ—

"অবিলম্বে তাহা দিগে ধারণ করিয়া।
রামের নিকটে গিয়া কহে সম্বোধিয়া॥
রাবণের এরা রাম মন্ত্রী দুইজন।
এদোহার নাম হয় শুক আর সারণ॥
লঙ্কা হ'তে ছদ্মবেশে আইল হেথায়।
উভয়েই গুপ্তচর, রাম রঘুরায়॥
তখন সারণ শুক রাম বীরবরে।
নিরখিয়া ভীত হৈল অতীব অন্তরে॥
একান্ত হতাশ হ'য়ে জীবন রক্ষায়।
করযোড়ে রামে কহে লুটাইয়া পায়
বীরবর মোরা দোহে রাবণ রাজার।
আদেশে আইনু সৈন্য গণিতে তোমার॥
তখন তাদের কথা শুনি রঘুপতি।
হাসিলেন কহিলেন মিষ্টভাষে অতি॥
যদ্যপি দেখিয়া থাক সমস্ত সেনায়।
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও নাহি বাধা তায়॥
আর যদি অবশিষ্ট থাকে দেখিবার।
তা হইলে দুই জনে দেখ পুনর্ব্বার॥
কিংবা যদি বল, তবে বিজ্ঞ বিভীষণ।
তোমাদিগে দেখাবেন মম সৈন্যগণ॥
গৃহীত হয়েছে বলি তোমরা দুজনে।
প্রাণের আশঙ্কা কিছু না করিও মনে॥
একেত নিরস্ত্র দোহে তাহাতে গৃহীত।
বিশেষতঃ দূত বধ্য নহে কদাচিত॥
বিভীষণ! এ দুজনে গূঢ়চর বটে।
বিচ্ছেদ ঘটাতে এরা এসেছে নিকটে;
তথাপি এদিগে তুমি দাওহে ছাড়িয়া।
কি হবে এদিগে বল ধরিয়া রাখিয়া?
শুন চর লঙ্কা মাঝে করিয়া গমন।
রাক্ষসরাজেরে এই বলিও বচন;
যে শক্তি আশ্রয় করি হরিলে সীতায়।
সেই শক্তি সবান্ধবে দেখাও আমায়॥
কালি প্রাতে লঙ্কা আর রক্ষসৈন্যগণে।
শরজালে ছিন্নভিন্ন করিব সঘনে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রের শুক-সারণের প্রতি এইরূপ সদয়-ব্যবহার তাঁহার অসীম দয়া ও ন্যায়পরতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

"তখন সারণ শুক জয় জয় রবে ॥
রামের সংবর্দ্ধনা কৈল আনন্দ-উৎসবে।
লঙ্কায় গমন করি কহিলা রাবণে ॥
শুন রাজা কহি দোহে তোমার সদনে।
বিভীষণ আমাদিগে ধরিবার তরে ॥
গ্রহণ করিয়াছিল সরোষ অন্তরে।
কিন্তু ধর্ম্মশীল রাম করুণা করিয়া ॥
আমা দোহাকারে ত্বরা দিলা ছাড়াইয়া।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সে সুগ্রীব বিভীষণ ॥
লোকপাল সম এই বীর চারিজন।
যেই কালে এক স্থানে হইলা মিলিত।
সেই কালে চিতে মোরা হতেছি চিন্তিত ॥
দূরে থাক কপিগণ তারা চারিজন।
অনায়াসে করি এই লঙ্কা উৎপাটন ॥
আবার পারেন রাম স্বস্থানে রাখিতে।
সাক্ষাৎ শমন সম তাঁদিগে দেখিতে ॥
রামের যেরূপ রূপ অস্ত্র যে প্রকার।
অন্য সে তিনের কথা কর পরিহার ॥
একাই পারেন তিনি অস্ত্র বরিষণে।
এ লঙ্কারে পাঠাইতে শমন সদনে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীবের বলে।
রক্ষিত হইছে যেই কপিসৈন্যদলে ॥
দেবাসুরো তাহাদিগে জিনিতে না পারে।
কি আর কহিব বেশী রাজাগো তোমারে ॥
ভাবে বুঝিতেছি মোরা এক্ষণে তোমার।
উচিত না হয় আর দ্বন্দ্ব করিবার ॥
কথা রাখ মহারাজ যাইয়া অচিরে।
সন্ধি কর শ্রীরামের সীতা দিয়ে ফিরে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশানন এসব কথা শুনিয়া বলিলেন—

"দেবতা গন্ধর্ব্ব আর দানব সকল ॥
আক্রময়ে যদি মোরে প্রকাশিয়া বল।
যদি চরাচর বিশ্ব বিপক্ষ হইয়া।
আক্রমণ করে মোরে একত্র হইয়া ॥
তথাপি সীতারে কভু ফিরে নাহি দিব।
বরঞ্চ আত্মীয় সনে জীবন ত্যজিব ॥
হইয়া নিতান্ত ভীত বানর প্রহারে।
কাতর হইয়া বল সীতা দিতে ফিরে ॥
কিন্তু বল দেখি বিশ্বে কে আছে এমন।
পদ্মা জতে রণে মোরে পারে যেই জন?
ক্রোধভরে এতবলি রাজা দশানন।
বিশেষ বানর সৈন্য করিতে দর্শন ॥
সঙ্গে লয়ে শুক আর অমাত্য সারণ।
প্রাসাদ-শিখর দেশে কৈলা আরোহণ ॥
দেখিলা সাগর গিরি নিবিড় কানন।
শোভিছে অদূরে তায় কপিসৈন্যগণ ॥
হায়রে নিরধি নীরে যেন ফেনচয়।
কিম্বা নীল নভস্থলে শুভ্র মেঘোদয় ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"যুথপা হরিরাজস্য কিঙ্করাঃ সমুপস্থিতাঃ।
নীলানিব মহামেঘাং স্তিষ্ঠতো যাংস্তু পশ্যসি ॥ ঃ
অসিতাঞ্জনসঙ্কাশান্ যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্।
অসংখ্যেয়াননির্দ্দেশ্যান্ পরং পারমিবোদধেঃ ॥"৬

লঙ্কাকাণ্ড ২৭ সর্গ।

রাজা দশানন স্বীয় তেজোগর্ব্বে গর্ব্বিত। তিনি সংসারের সকলকেই তৃণবৎ জ্ঞান করেন। সুতরাং তিনি কেন সীতা ফিরাইয়া দিবেন ?

তিনি শুক-সারণের নিকট একে একে কপিসেনাপতিগণের পরিচয় ও বলাবল জানিলেন ও কপিসৈন্য-রাশি দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

পরিশেষে শুক বলিল—

"এই সব সৈন্য লয়ে রাম রঘুমণি।
যুঝিবার তরে হেথা আইলা আপনি,
হে রাজন গ্রহতুল্য এসব বানর।
বুঝে সুঝে যুঝিবারে হও গো তৎপর ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"রাক্ষসের অধিপতি রাজা দশানন।
রাঘবের দলবল করি নিরীক্ষণ ॥
হইয়া কুপিত কিন্তু উদ্বিগ্ন হৃদয়।
তিরস্কারি মন্ত্রিদ্বয়ে পরে রাজা কয়;
প্রভুরে অপ্রিয় বলা নহেত উচিত।
সম্মুখে সমরকাল আসি উপস্থিত ॥
শত্রুর প্রশংসা তোমা সবার এখন।
অনুচিত হইয়াছে শুন দিয়া মন ॥
রাজনীতি পড়েছিলে বৃথা দুই জনে।
বৃথা সেবিয়া ছিলে যত গুরুজনে ॥
অজ্ঞানের মত দোহে বলিলে বচন।
তোমাদের মত মূর্খ হেরিনি কখন ॥
বেষ্টিত হইয়া হেন মূর্খ মন্ত্রিগণে।
আজো যে বাঁচিয়া আমি রহেছি জীবনে ॥
নিশ্চয় এ ভাগ্যবল, অন্য কিছু নয়।
নহিলে হইত মম জীবন সংশয় ॥
কেমনে রে মূর্খগণ মৃত্যু ভয় ভুলি।
এ হেন অসার কথা আমায় বলিলি ॥
ঘোর দাবানল যদি পশে মহাবনে।
কভুও বাঁচিতে পারে তাহে বৃক্ষগণে ॥
কিন্তু নরপতি কভু হলে ক্রুদ্ধ মন।
অপরাধী রক্ষিবারে না পারে জীবন ॥
রে অরাতিস্তুতিকারী পাপিষ্ঠ কুজন।
এখনি তোদের আমি বধিব জীবন ॥
যদি প্রাণে থাকে ভয় যারে হয়ে দূর।
নহে অপমান ভাগ্যে আছয়ে প্রচুর ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশাননের এ স্থলের তেজোগর্ব্বিত ভর্ৎসনাবাক্যগুলি কৃত্তিবাস অতি সুন্দররূপে এইরূপ লিখিয়াছেন।

"কোপে কহে লঙ্কেশ্বর মৃত্যুর নাহিক ডর
শত্রুর প্রশংসা বারে বারে॥
কি ছার মিছার নর ভয়ে কাঁপে চরাচর
সদা খাটে আমার দুয়ারে॥
স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবন দেবতা গন্ধর্ব্বগণ
যক্ষ কি কিন্নর বিদ্যাধর।
কম্পিত আমার ডরে কি ভয় বানর নরে
কি বলিলি হীন বুদ্ধি চর॥
কপি দেখ লক্ষ লক্ষ রাক্ষস জাতির ভক্ষ্য
তারে ভয় কর কি কারণে।
শ্রীরাম লক্ষণ দোঁহে বলে সমতুল্য নহে
ইঙ্গিতে বধিব এক বানে॥
কুপিলে কুমার ভাগে কে আসি জুঝিবে আগে
ভয় কর মানুষ বানরে।
কৃত্তিবাস রচে গীত দশানন ক্রোধান্বিত
বারে বারে উৎসে দুই চরে॥"

"পর সৈন্য চর্চ্চিতে পাঠাইলাম তোরে।
পরের বড়াই করিস আমার গোচরে॥
যাহার প্রসাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে।
মারিতে আইল বৈরি তারে করে কান্ধে॥
পূর্ব্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে।
আজি কোপ এড়াইলি এই সে কারণে॥
দূর বেটা চর আর না কর বাখান।
আপনার দোষে পাছে হারাইস প্রাণ॥"
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রাজা দশাননের বাক্য শুনিয়া শুক-সারণ লজ্জিতহৃদয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

কিন্তু কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—

"এত যদি দশানন বলিলেক রোষে।
সত্বর পলায় শুক সারণ তরাসে॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তৎপর রাজা দশানন কতক চরগণসহ শার্দ্দূলকে কপিসৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইলেন।

"রাজার আদেশ পেয়ে তবে চরগণ।
শার্দ্দুলের সনে ত্বরা করিল গমন॥
গূঢ় ভাবে গিয়া দেখে রাম বিভীষণ।
সুবেল পর্ব্বতে সহ সুগ্রীব লক্ষণ॥
অসংখ্য বানর সৈন্য করে জয়ধ্বনি।
চরগণ গুনি ভাবে বিষাদ তখনি॥
হেরিয়া তাদিগে বুদ্ধিমান বিভীষণ।
চিনিলেন ধরিলেন সবলে তখন॥

শার্দ্দূলে দুরাত্মা জানি বীর বিভীষণ।
শ্রীরামের করে তারে করিলা অর্পণ॥
প্রহারিল কপিগণ বিবিধ প্রকারে।
অবশেষে রাম মুক্ত করিলেন তারে॥
অন্য সব চরে পরে করিলা মোচন।
ভীত হয়ে পলাইয়া যায় সর্ব্বজন॥
প্রহারে কাতর হয়ে যথা নৃপবর।
গিয়া নিবেদিল সব কথা অতঃপর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এস্থলে কৃত্তিবাস তাঁহার স্বভাবিক কৃতিত্বের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বাচনিক কএকটি সুন্দর তেজোগর্ব্বিত-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

"শ্রীরাম বলেন আমি চর নাহি মারি।
রাবণে কহিও মোর কথা দুই চারি॥
সর্ব্বদা পাঠাও চর কোন্ প্রয়োজনে।
তোমায় আমায় দেখা হইবেক রণে॥
আপনি দেখিবা এই কটক দুর্ব্বার।
কিরূপে পাইবে তুমি রাবণ নিস্তার॥
মারিব রাবণ তোরে করি খণ্ড খণ্ড।
বিভীষণে পরে ধরাইব ছত্র দণ্ড॥
আমার বিক্রম খ্যাতি হবেক ত্রিভুবনে।
রাবণে মারিয়া রাজা করি বিভীষণে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

অনন্তর রাজা দশানন শার্দ্দূলের নিকট সমস্ত বিবরণ জানিয়া অতীব বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হইলেন।

উচ্চ প্রাসাদোপরি হইতে রাবণের কপিসৈন্য-পরিদর্শন এবং শুক-সারণের নিকট হইতে কপিসেনাপতিগণের পরিচয়গ্রহণ ও বলাবল-নির্ণয়ের সঙ্গে হোমারের ইলিয়ডের ট্রোজান রাজার রক্ষিস্তম্ভ (watch-tower) হইতে গ্রীকসৈন্য পরিদর্শন ও হেলেনের নিকট হইতে গ্রীকসেনাপতিগণের পরিচয় ও বলাবল-নির্ণয়ের সঙ্গে কতক তুলনা করা যাইতে পারে।

৩১শ সর্গ। রাবণকর্ত্তৃক সীতাকে মায়ার দ্বারা রামের মুণ্ড-কার্ম্মুকাদি প্রদর্শন।

৩২শ সর্গ। রামের মুণ্ডাদি দর্শনে সীতার বিলাপ ও রাবণের যুদ্ধোদ্যোগ।

৩৩—৩৪ সর্গ। সরমা ও সীতার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

চরমুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া রাজা দশানন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মন্ত্রিগণকে ডাকাইয়া মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। মন্ত্রণার পর—

কহিলা তাহারে রাজা শুন নিশাচর।
বড়ই মায়াবী তুমি লঙ্কার ভিতর॥
রামের মস্তক আর মহাধনুর্ব্বাণ।
নির্ম্মাণ করিয়া তুমি আন এইস্থান॥
এবে আমি জানকীরে রাক্ষসী মায়ায়।
মোহিত করিব ; যাও কাল বয়ে যায়॥
বিদ্যুৎজিহ্ব রাবণের আদেশ পাইয়া।
আনি দিল মায়ামুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া॥
রাবণ সে মায়া মুণ্ড করিয়া দর্শন।
মহানন্দে ডগমগ হইলা তখন॥
বিদ্যুজ্জিহ্বে অলঙ্কার করি বিতরণ।
সীতারে দেখিতে গেল অশোককানন॥
তথা গিয়া দশানন দেখিলা নয়নে।
বসিয়া আছেন সীতা বিষণ্ণ বদনে॥
অবনতমুখে রামে ডাকে নিরন্তর।
নয়ন হইতে অশ্রু বহে দর দর॥
অদূরে ভীষণ মূর্ত্তি নিশাচরীগণ।
প্রবোধ দিতেছে তাঁরে মিলি অনুক্ষণ॥
হেন কালে দশানন গিয়া তার পাশে।
হর্ষ প্রকাশিয়া কহে গর্ব্বময় ভাষে॥
করিতেছি নানারূপ সান্ত্বনা তোমায়।
কিন্তু তুমি যার গর্ব্বে না পুছ আমায়॥
তোমার সে বীর স্বামী মরিয়াছে রণে।
সত্য কহিতেছি আমি শুন বরাননে॥
তব মূলচ্ছেদ আমি করিনু এবার।
গর্ব্ব খর্ব্ব করিলাম সন্দেহ কি তার॥
আরত উপায় নাই এক্ষণে আমারে।
পত্নী হ'য়ে ভজ তুমি লঙ্কার মাঝারে॥
রামের আসক্তি ছাড় মরেছে সে রাম।
এক্ষণে আমার কর পূর্ণ মনস্কাম॥
অতি অল্পপুণ্যা তুমি নিজে বুদ্ধিমতী।
বলি বৃথা অভিমান কর দিবারাতি॥
এক্ষণে হতাশ তুমি ; তোমার নিকটে।
রামের নিধনবার্ত্তা কহি অকপটে॥
রাম মম বধ-ইচ্ছা করিয়া চিন্তন।
সমুদ্রের ধারে আসে লয়ে কপিগণ॥
সিন্ধুর উত্তরপারে সূর্য্যাস্ত সময়।
তব পতি রাম সেনানিবেশ স্থাপয়॥
পথশ্রান্ত হ'য়ে অতি সকলে তখন।
অতিশয় সুখে হৈলা নিদ্রায় মগন॥
অতীত হয়েছে প্রায় নিশি দ্বিপ্রহর।
সেই সৈন্যমাঝে পশে মম কয় চর॥
প্রহস্তরক্ষিত নিশাচর সেনাগণ।
শ্রীরামের সেনাগণে করিল নিধন॥
অভিভূত ছিল রাম সেকালে নিদ্রায়।
প্রহস্ত বধিল তারে তীক্ষ্ণ অসি-ঘায়॥
পলাইতেছিল ভয়ে দুষ্ট বিভীষণ।
রাক্ষসেরা বলে তারে করেছে গ্রহণ॥
লক্ষ্মণ পলায়ে গেছে কপিসৈন্য সনে।
সুগ্রীবের গ্রীবাভগ্ন হয়ে গেছে রণে॥
চূর্ণহনু হয়ে হনু রাক্ষসের করে।
বিনষ্ট হয়েছে সীতে কহি সত্য ক'রে॥
জাম্বুবান জানুদ্বয়ে উঠিতে আছিল।
হেনকালে পট্টিশের আঘাতে মরিল॥
বানর দ্বিবিদ মৈন্দ খড়্গের আঘাতে।
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মৈল কালিকার রাতে॥
পনস পনস-সম লুটিছে ভূতলে।
কুমুদ শরের ঘায় ভাসে আঁখি জলে॥
নারাচাস্ত্রে দধিমুখ গুহার ভিতর।
শয়ন করিয়া আছে হয়ে জরজর॥

অঙ্গদ প্রখর শরে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে।
রুধির বমন করি ভূমে আছে শু'য়ে॥
করিপদে রথচক্রে দলিত হইয়া।
কপিসৈন্যগণ আছে ভূতলে পড়িয়া॥
কেহ হত কেহ ভীত কেহ পলায়িত।
কেহ হতমান হয়ে ভূতলে লুণ্ঠিত॥
করিগণে তাড়ি যথা ধায় হরিগণ।
কপিগণে রাক্ষসেরা করিল তেমন॥
কোন কপি সেইকালে পড়িল সাগরে।
কেহবা প্রাণের ভয়ে লুকাল অম্বরে॥
বানরগণের সনে ভল্লুক নিকর।
তাড়াতাড়ি আরোহিল বৃক্ষের উপর॥
সিন্ধুতীরে মহীধর কানন-ভিতর।
কপিগণে ধরি ধরি মারে নিশাচর॥
তব স্বামী রামচন্দ্র সৈন্যগণ সাথে।
মম সৈন্যগণ-করে মৈল খড়্গাঘাতে॥
তাহার শোণিত লিপ্ত ধূলি ধূসরিত।
মস্তক তোমার কাছে হইল আনিত॥
সীতায় একথা বলি দুরাত্মা রাবণ।
ডাকি এক রাক্ষসীরে কহিলা তখন॥
ক্রূরকর্ম্মা বিদ্যুজ্জিহ্বা কর আবাহন॥
সেই বীর রামমুণ্ড কৈল আনয়ন॥

তখন সে বিদ্যুজ্জিহ্বা সত্বর হইয়া।
মায়ামুণ্ড শরাসন আসিল লইয়া॥
রাবণে প্রণাম করি দাঁড়ায়ে রহিল।
তখন রাবণ তারে সম্বোধি কহিল॥
বিদ্যুজ্জিহ্বা ত্বরা তুমি শ্রীরামের শির।
সীতার সম্মুখে রাখ সোজা করি বীর॥
বিদ্যুজ্জিহ্বা তবে রামের মস্তক
সীতার সম্মুখে ফেলি।
ত্বরা তথা হৈতে কৈল অন্তর্ধান
কোন কথা নাহি বলি॥
রাবণ তখন দীপ্ত শরাসন
ফেলিয়া সীতার পাশে।
এই শরাসন রামের তোমার
বলিলা কঠোর ভাষে॥
আরো কহিলেন "প্রহস্ত বীরেশ
স্বামীরে তোমার মারি।
এই শরাসন কৈল আনয়ন
নিরথ মনে বিচারি॥"
এই কথা বলি বলিলা আবার
দেখ সীতে! তুমি মম
এবে পত্নী হও চিরকাল রও
সুখ লভি অনুপম॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

দশাননের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত অমিততেজা রাজার পক্ষে জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য এতগুলি মিথ্যা কথা বলা ও কাল্পনিক ব্যাপার প্রদর্শন করা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাবণ কাম-মোহিত। কাম-মুগ্ধ পরদাররত ব্যক্তি অশেষ জ্ঞানী হইলেও কামাতুর অবস্থায় যে সদ্‌জ্ঞান হারা হইবে ইহা অতি স্বাভাবিক। রাজা দশানন অশেষবিধগুণসম্পন্ন ছিলেন সত্য। কিন্তু তাঁহার

এই পরস্ত্রী-আনুরক্তিই মহৎ দোষ ছিল এবং এই পরস্ত্রী-অনুরাগ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে তিনি একেবারে জ্ঞানহারা হইতেন। এই দোষেই তাঁহার অধঃপতন হইল এবং তিনি সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। অতি সামান্য গোমূত্র যেরূপ রাশীকৃত দুগ্ধও নষ্ট করিয়া ফেলে এই মহৎ দোষও সেইরূপ এই অমিত-তেজা অশেষ ক্ষমতাশালী ও গুণশালী এবং জ্ঞানবান রাজার মহৎ চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি যে ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মচর্য্যানুরক্ত মুনিঋষিদিগের যাগ-যজ্ঞের বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতেন তাহা আর্য্য ও অনার্য্য জাতিগত বিদ্বেষভাবমূলক ও বিভিন্ন ধর্ম্মভাবমূলক। কেননা রাজা দশানন ও রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য্যগণ শিবোপাসক বা লিঙ্গোপাসক ছিল। সুতরাং এজন্য রাজা দশাননকে বিশেষ দোষারোপ করা যায় না।

সীতাদেবী রামের কাল্পনিক কাটামুণ্ড ও শরাসন দেখিয়া কি প্রকার শোকাকুলিতা হইলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

"তখন জানকী সতী দুঃখিত হইলা অতি
শ্রীরামের ছিন্নমুণ্ড কোদণ্ড হেরিয়া
সেই নেত্র সেই বর্ণ সেই মুখ সেই কর্ণ
উঠিল সীতারবক্ষে আগুণ জ্বলিয়া॥
কাতরা কুররী প্রায় কান্দে সীতা উভরায়
কৈকেয়ীরে ভৎর্সিয়া কহিলা।
নির্দ্দয়ে কৈকেয়ি! তব মনের বাসনা সব
এতদিনে সফল হইল।
কুলপুত্র যুবরাজ রামচন্দ্র হত আজ
কলহ স্বভাব তুমি অতি।
তোমারি প্রভাবে কুল হৈল আজি নিরমূল
হৈল আজি আমার দুর্গতি॥
রামে চীরবস্ত্র দিয়া বনে দিলে পাঠাইয়া
বল বল শ্রীরাম তোমার।
কি হেন করিলা ক্ষতি যাহে রুষ্ট হয়ে অতি
কৈলে তুমি হেন ব্যবহার।
অনন্তর সীতা হইয়া কম্পিতা
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলা।
মুহূর্ত্ত ভিতরে সংজ্ঞালাভ ক'রে
ছিন্নমুণ্ড কাছে রাখিলা॥
আকুল হইয়া কত কি বলিয়া
লাগিলা বিলাপ করিতে।
"হায়! প্রাণনাথ মরিলাম আমি
এ দশা হইল দেখিতে॥
তোমার বিনাশে অবশেষে মোর
এহেন দুর্দ্দশা ঘটিল।
বিধবা হইনু তোমা হারাইনু
হায় হায় একি হইল।

বৈধব্যের চেয়ে স্ত্রীলোকের আর
দুরদৃষ্ট হেন কি আছে আর।
তাহাই আমার ঘটিল এবার
উথলি উঠিল শোকপাথার॥
শান্তশীল তুমি পতিব্রতা আমি
কিন্তু মোর আগে তুমি মরিলে।
শোকের সাগরে ডুবিলাম আমি
হায় নাথ! হায় একি করিলে।
দুঃখের আমার নাহি পারাপার
করিবেন যিনি উদ্ধার মোরে।
সেই রামরাজ হত হৈলা আজ
ফেলিয়া আমারে বিপদ ঘোরে॥
তনয়বৎসলা কৌশল্যা শাশুড়ী
হইলা বিবৎসা ধেনুর মতন।
পুত্র নাই তাঁর এই সমাচার
শুনিলে তাঁহার ঘটিবে মরণ॥
হায় প্রাণনাথ দৈবজ্ঞেরা মোরে
কহিতেন তব বেশী পরমায়ু।
কিন্তু তাঁহাদের এ কথা অলীক
অকালে উড়িল তব প্রাণবায়ু॥
বুদ্ধিমান্ তুমি তোমারো কি নাথ
বুদ্ধির বিলোপ হইয়াছিল?
অথবা কালের কঠোর নিয়মে
এ দশা তোমার ঘটিয়া গেল।
নীতিশাস্ত্রে তুমি সুপণ্ডিত অতি
বিপদবারণ উপায় জান।
জানিনা তবুও হেন অসম্ভব
মরণ তোমার ঘটিল কেন?
সাক্ষাৎ করাল কালরাত্রি আমি
আমিই তোমারে করি আলিঙ্গন
আনিয়াছিলাম বুঝি সে কারণে
অকালে ঘটিল তোমার মরণ।
আমি হে একান্ত নিরপরাধিনী
আজি তুমি মোরে করি বিসর্জ্জন,
প্রিয়তমা সম আলিঙ্গি ধরারে
এইখানে আজ করেছ শয়ান।
আমি তব এই কনক খচিত
শত্রু নিপাতন মহাশরাসনে।
গন্ধমাল্য দিয়া পূজিয়াছি কত
পরিণাম এর এই কি এক্ষণে!
অয়ি প্রাণনাথ সুনিশ্চয় তুমি
স্বর্গে পিতা দশরথাদির সনে।
মিলিত হয়েছ আনন্দে রয়েছ
সীতা হেথা শোকে বিলাপে সঘনে।
পিতৃসত্য পালি তুমি সত্যশীল
অন্তরীক্ষে এবে নক্ষত্র হয়েছ!
পুণ্যবান্! তুমি কিন্তু নিজবংশে
অবহেলা করা ভাল কি ভেবেছ?
হে রাজন্ আমি তব সহচরী
তব অনুগতা ধর্ম্মপত্নী দাসী।
কিসের কারণে দেখা নাহি দাও
কথা নাহি কও কেন মিষ্টভাষী?
বিবাহের কালে কৈলা অঙ্গীকার
আমার সহিত তুমি বীরবর।
ধর্ম্ম আচরণ করিবে প্রাণেশ
এবে একবার মনে তাহা কর।
এই দুঃখিনীরে সঙ্গে করি লও
চিরসঙ্গী তুমি কেন একা গেলে?
জানি না জানি না কোন্ অপরাধে
একা চলি গেলে সঙ্গিনীরে ফেলে?

হে প্রাণবল্লভ। যেই অঙ্গ তব
করিতাম আমি সুখে আলিঙ্গন
শৃগাল কুকুরে সেই অঙ্গ আজি
ছিন্ন ভিন্ন করি করিছে ভক্ষণ।
সমারোহে তুমি অগ্নিষ্টোম আদি
যজ্ঞ আচরণ কৈলে কতবার।
কিন্তু কেন হায় যজ্ঞীয় অনলে
নাহি হল তব দেহ সংস্কার।
এবে শোকাতুরা কৌশল্যা শাশুড়ী
নির্ব্বাসিত তিন জনের ভিতর।
কুমার লক্ষ্মণে দেখিবেন শুধু
উপনীত হতে তাঁহার গোচর।
জিজ্ঞাসিলে তিনি কুমার লক্ষ্মণ
কহিবেন তাঁরে প্রকাশি বিষাদ।
নিশাকালে তব আর কপিদের
নিশাচর করে নিধন সংবাদ।
তোমার বিনাশ আমার নিবাস
রাক্ষসের গৃহে এ কথা শুনিলে,
হৃদয় তাঁহার বিদীর্ণ হইবে
ভাসিবেন শোকে নয়ন সলিলে।

অনার্য্যা আমি গো আমারই দোষে
মহাবীর রাম সিন্ধুপার হয়ে,
গোষ্পদে নিহত হইলেন হায়
রাক্ষসের করে রজনী সময়ে।
মোহে তিনি মোরে বিবাহ করিলা
আমি গো কুলের কলঙ্ক পিশাচী।
ভার্য্যারূপী মৃত্যু আমিগো তাঁহার
এ দেখেও ছি ছি প্রাণে বেঁচে আছি।
বোধ হয় আমি পূর্ব্বজন্মে কারে
কখন কিছুই দান করি নাই।
অতিথিবৎসল রাম-পত্নী হয়ে
করিতেছি আজ শোকতাপ তাই।
রাবণ রাবণ ত্বরা তুমি মোরে
শ্রীরামের মৃত দেহের উপর।
লয়ে গিয়ে বধ কর অসি ঘায়
স্বামীসনে মোরে কর লোকান্তর।
স্বামীর সহিত পত্নীরে মিলাও
তাহ'লে তোমার হইবে কল্যাণ।
তাঁর শিরে শির তাঁর দেহে দেহ
মিলুক আমার তাঁর প্রাণে প্রাণ॥”
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবীর এইরূপ চিত্তদ্রবকর ও করুণোদ্রেক করুণ-বিলাপ শুনিয়া রাজা দশাননের চিত্ত কিছুমাত্র দ্রব হইল না, কারণ তিনি তখন কামমোহিত।

“হেন কালে একজন দ্বাররক্ষাকারী।
রাবণেরে প্রিয়া কহে জয়াশীষ করি॥
মহারাজ সেনাপতি প্রহস্ত এক্ষণে।
আইলা দেখিতে তোমা আমাদের সনে॥
* * *
দ্বাররক্ষকের কথা শুনিয়া রাবণ।
চলি গেলা পরিহরি অশোক কানন॥
অবিলম্বে সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া।
প্রহস্তাদি বীরগণে সঙ্গেতে লইয়া॥
আলোচিতে লাগিলেন কার্য্য সমুদয়।
সকলে মিলিয়া তথা কত যুক্তি হয়॥
অশোক কানন হ'তে গেলে দশানন।
অন্তর্হিত হৈল মায়ামুণ্ড শরাসন॥”
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

"অনন্তর দশানন মন্ত্রিগণ সনে।
মন্ত্রণার কার্য্যশেষ করিয়া যতনে॥
ডাকিয়া অনুরবর্ত্তী সেনাপতিগণে।
কহিলেন বুঝাইয়া যুদ্ধ সম্বোধনে॥
বীরগণ সবে মিলি ত্বরা ভেরী রবে।
আহ্বান করহ মোর বীর সৈন্য সবে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবীর বিভীষণ-পত্নী সরমার সহিত অতি সদ্ভাব হইয়াছিল।

রাক্ষসী সরমা ছিলা জানকীর সখী
তাহারে লইয়া সীতা ছিলা কিছু সুখী॥
রাবণের আদেশেতে সরমা সীতারে।
রক্ষা করিতেন সদা যত্নসহকারে॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সরমা অন্তরাল হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াছিল। রাজা দশানন অশোক-কানন হইতে রাজসভায় চলিয়া গেলে সে সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে বুঝাইল যে, রাম নিহত হন নাই, দুষ্ট দশানন মায়া-কল্পিত রামের কাটামুণ্ড ও শরাসন প্রদর্শন করিয়াছে। সরমা আরও বলিলেন—

"সর্ব্বশোক অপনীত এক্ষণে তোমার।
শুভ উপস্থিত হৈল কি সন্দেহ আর?
ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন তোমারে নিশ্চয়।
ঘুচিল তোমার ভয় শ্রীরামের জয়॥
এবে এক সুসংবাদ দিতেছি তোমায়।
শুনিয়া সন্তুষ্ট তুমি হবে অচিরায়॥
দেখিলাম মহাবীর রামেরে তোমার।
লক্ষ্মণের সনে তিনি সিন্ধু হয়ে পার॥
সিন্ধুর দক্ষিণ তীরে সৈন্যগণ সনে।
অবস্থান করিছেন শুন বরাননে॥
রামচন্দ্র পূর্ণকাম স্বীয় মহিমায়।
রক্ষিত নিয়ত দেবী সন্দেহ কি তায়?
কপিসৈন্যগণ তাঁরে করিয়া বেষ্টন।
অবস্থান করিতেছে সতর্কিত মন॥
এইমাত্র দশানন রাক্ষস নিকরে।
পাঠাইয়াছিল তথা সন্ধানের তরে॥
সে সব রাক্ষস আসি রাবণের কাছে।
রামের সাগরপার সংবাদ দিয়াছে॥
এক্ষণে রাবণ ঐ সংবাদ শুনিয়া।
মন্ত্রণা করিছে মন্ত্রি নিকরে লইয়া॥
কহিছে সরমা হেন এমন সময়।
সিংহনাদ করিয়া উঠিল সৈন্যচয়॥
জলদ গম্ভীর ভেরী রবের সহিত।
তাদের সে সিংহনাদ হইল উত্থিত॥
তখন সরমা সতী মধুর বচনে।
কহিলেন জানকীরে মৃদু সম্বোধনে॥
সমর সজ্জার করে সঙ্কেত ঘোষণ।

* * * *

যুদ্ধের উদ্যোগ এবে হতেছে বিশেষ।
সৈন্যগণ পরিশ্রম করে একশেষ॥
* * *
রাক্ষসগণের কিন্তু বিলক্ষণ ভয়।
উপস্থিত হইয়াছে নিশ্চয় নিশ্চয়॥
রামচন্দ্র মহাবীর তাঁর বীর্য্যবল।
বর্ণন অতীত আর খ্যাতভূমণ্ডল॥
ইন্দ্র যথা পরাজয় কৈলা দৈত্যগণে।
রাম তথা পরাজয় করিবে রাবণে॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস এ স্থলে অন্যরূপ লিখিয়াছেন

"কাতর হইয়া সীতা করেন রোদন।
বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন॥
করিলে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ।
রামজয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ॥
বানরের সিংহনাদে কাঁপিল লঙ্কাপুরী।
মুণ্ডলয়ে পলায় লঙ্কার অধিকারী॥
দশানন গিয়া শীঘ্র বৈসে সিংহাসনে।
তাহারে বেড়িয়া বসে পাত্রমিত্রগণে॥
কান্দেন অশোকবনে শ্রীরাম প্রেয়সী।
হেনকালে আইল সে সরমা রাক্ষসী॥
সীতা বলিলেন এস সরমা ভগিনী।
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী॥
বিষ পানে মরে কিম্বা অনলে প্রবেশে।
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমার আশ্বাসে॥
যাহা দেখি রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা।
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা॥
জানাইয়া স্বরূপ আমারে কর রক্ষা।
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা॥
সীতা বাক্যে সরমা হইল এক পাখী।
রাবণ নিকটে গেল চতুর্দ্দিক দেখি॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সরমা সীতাদেবীকে বলিলেন যে, "অনুমতি করিলে আমি যাইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে তোমার কুশল সংবাদ জানাইয়া আসিতে পারি।" কিন্তু সীতাদেবী বলিলেন, "ইহার আবশ্যক নাই, তুমি যাইয়া দুষ্ট দশানন কি মন্ত্রণা করিতেছে জানিয়া আইস, তাহা হইলেই আমার প্রতি যথেষ্ট দয়াপ্রকাশ ও অনুগ্রহ করা হইল মনে করিব।"

"অতীব উদ্বিগ্ন আমি অতীব শঙ্কিত।
অতীব অসুস্থ আর ব্যস্ত মোর চিত॥
একণে রাবণ মোর মুক্তি সংকল্পেতে।
কোন কথা কহে কিনা জানহ ত্বরিতে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সরমা মন্ত্রণা জানিয়া আসিয়া সীতাদেবীকে বলিলেন যে, রাজমাতা ও বৃদ্ধ মন্ত্রীর অশেষবিধ উপদেশ ও অনুরোধসত্ত্বেও রাজা দশানন সীতাদেবীকে ফিরাইয়া দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

"এবং স মন্ত্রিবৃদ্ধেন মাত্রাচ বহুবোধিতঃ।
ন ত্বামুৎসহতে মোক্তু মর্থমর্থপরো যথা ॥" ২৩

লঙ্কাকাণ্ডম্ ৩৪শ সর্গ।

শুন সখি তারা দোঁহে এরূপ বচনে।
বুঝাইতে ছিলা বহু লঙ্কেশ রাবণে॥
কিন্তু গো কৃপণ যথা অর্থ নাহি ছাড়ে।
ছাড়িতে না চাহে তথা রাবণ তোমারে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সরমা সীতাদেবীকে আরও বলিলেন—

"না মরিলে সেই দুষ্ট সমর ভূমিতে।
কখনই না পারিবে তোমারে ছাড়িতে॥
ইহাই সংকল্প তার ফলতঃ তাহার।
মৃত্যুলোভে এই বুদ্ধি হয়েছে সঞ্চার॥
সবংশে না ধ্বংস হলে পাতকী রাবণ।
ভয়ে শুধু না ছাড়িবে তোমারে কখন॥
অতঃপর শুন সখি রামরঘুরায়।
বধিয়া রাবণে তোমা লবে অযোধ্যায়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই সরমা-চরিত্র রাক্ষসজাতীয়া নারীগণ মধ্যে অতি সুন্দর চরিত্র। এরূপ চরিত্র অতি বিরল। সরমা ধার্ম্মিকা ও ন্যায়পরায়ণা ছিলেন। সুতরাং সীতাদেবীর দুঃখে ও কষ্টে সরমা অতি দুঃখিনী ও সীতাদেবীর দুঃখমোচনে যত্নপরায়ণা। ধার্ম্মিকে ধার্ম্মিকে আসক্তি স্বাভাবিক।

বাল্মীকির রামায়ণে বৃদ্ধা রাজমাতার বাক্যগুলির কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁহার বাচনিক কতকগুলি সুন্দর বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাবণের তদুত্তরে বৃদ্ধার ভাব বড়ই কৌতুকপ্রদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

"হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ি।
রাবণের কাছে গেল অতি তাড়াতাড়ি॥
সকল হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ।
কহিতে লাগিল বুড়ী হয়ে আগুয়ান॥
রাক্ষস হইয়া কেন মানুষেতে সাধ।
এখনি যে দেখিতেছি পড়িবে প্রমাদ॥
যে রাম কৃতান্ত দণ্ড তুল্য দণ্ডধারী।
কি বুঝিয়া আন তুমি সে রামের নারী॥

আমার বচন শুন পুত্র লঙ্কেশ্বর।
সীতাদেবী দেহ নিয়া রামের গোচর॥
এত যদি বলে বুড়ি মনের সন্তাপে।
শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা বলে কোপে
মায়ের গৌরব রাখিতে কারণে মট।
অন্য জন হইলে তাহার প্রাণ নই॥
কুড়িচক্ষু রাঙ্গাকরি চাহে লঙ্কেশ্বর।
নড়িভর করি বুড়ী উঠে দিল রড়॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

৩৫শ সর্গ। সচিবদিগের প্রতি রাবণের উক্তি ও রাবণের প্রতি মাল্যবানের উপদেশ।

৩৬শ সর্গ। লঙ্কারক্ষার্থ প্রহস্তাদির প্রতি রাবণের উক্তি।

"এদিগে বীরেন্দ্র রাম শঙ্খ ভেরীনাদে।
দিগন্ত ধ্বণিত করি সমর আহ্লাদে॥
ক্রমশ লঙ্কার পানে ছিলেন আসিতে।
চারিধারে ঘনঘন চাহিতে চাহিতে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

এদিকে রাজা দশানন মন্ত্রিগণসহ মন্ত্রণা করিতেছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ মাতামহ মাল্যবান বিশেষ জ্ঞানবান ছিলেন। তিনি রাবণকে বলিলেন—

"যেই মহীপতি চতুর্দ্দশ বিদ্যা
সবিশেষ অবগত,
যেই মহীপতি করে অনুষ্ঠান
কার্য্য নীতি সুসমত।
চিরকাল তিনি মহৈশ্বর্য্যশালী
থাকেন ধরণী ধামে॥
শত্রুগণ তার বশীভূত থাকি
ভয়েকাঁপে তার নামে।
প্রকৃত সুযোগে যিনি শত্রুর সহিত।
সন্ধি বা করেন যুদ্ধ হয়ে সতর্কিত॥
স্বপক্ষে বৃদ্ধিকল্পে দৃষ্টি আছে যার।
তিনিই ঐশ্বর্য্যশালী পৃথিবী মাঝার॥
শত্রুর অপেক্ষা যদি রাজা ক্ষীণ হন।
কিংবা সমতুল্য, তবে সন্ধি প্রয়োজন॥
শত্রুর উপেক্ষা করা না হয় সঙ্গত।
বলবান শত্রুকরে দুর্ব্বলে বিব্রত॥
এবে রাজা গিয়া তুমি রামের গোচরে।
তাহার সহিত সন্ধি করহ স্বত্বরে॥
যে হেতু তোমারে তিনি কৈলা আক্রমণ।
করে তার সেই সীতা করহ অর্পণ॥
দেবঋষি গন্ধর্ব্বগণো জয় শ্রী তাঁহার।
আকাঙ্খা করেন সদা জানি আমি সার॥
অবিরোধে সন্ধিকর তাহার সহিত।
তা হইলে হইবে তব মঙ্গল নিশ্চিত॥
ভগবান পিতামহ দেবাসুর তরে।
বিধি ও নিষেধরূপ পক্ষ যুগলেরে॥
সৃজিলেন, ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম অক্ষরে।
রাখিলেন পিতামহ মনে চিন্তা করে॥

সত্য যুগ উপস্থিত হয় সে সময়।
অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম গ্রাস করে সে সময়॥
ত্রিলোক ভ্রমণকালে তুমি লঙ্কাপতি।
ধর্ম্মেরে বিনাশ কৈলে হয়ে ক্রোধমতি॥
সেই হেতু শত্রুপক্ষ আমাদের চেয়ে॥
প্রবল হয়েছ অতি দেখ না কি চেয়ে?
রাবণ অধর্ম্মরূপ ভুজঙ্গ ভীষণ।
তোমার প্রসাদে হ'য়ে বর্দ্ধিত এখন॥
গ্রাস করিতেছে যত রাক্ষস নিকরে।
ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষ সদা বৃদ্ধি করে॥
উচ্ছৃঙ্খল তুমি আর বিষয়মোহিত।
একা মহর্ষিগণে কৈলে উৎপীড়িত।
ধর্ম্মশীল তাঁরা আর তপঃ পরায়ণ।
তাঁদের প্রভাবদীপ্ত পাবক মতন॥
তাঁরা যে করেন হোম দীপ্ত হুতাশনে।
বেদমন্ত্র উচ্চারেন ধ্যান ধরি মনে॥
তাহাতে রাক্ষসগণ আবির্ভূত হয়ে।
চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে প্রাণভয়ে।
ঋষিদের অগ্নিহোত্র উত্থিত ধূমেতে।
রাক্ষসগণের তেজ বিনষ্ট ক্ষণেতে॥
পবিত্র স্থানেতে তাঁরা ব্রতনিষ্ঠ হয়ে।
কঠোর তপোনুষ্ঠান থাকেন করিয়ে॥
তাহাই রাক্ষসগণে ভয় দেখাইছে।

* * *

দেখ চারিদিকে এবে উৎপাত বিষাদ।
ঘোর ঘনঘটা করি কঠোর গর্জ্জনে।
করিতেছে উষ্ণ রক্ত বেগে বরিষণ।
দিঙ্মণ্ডল ধূলি জালে হয়েছে আবৃত।
পূর্ব্বসম শোভা আর না দেখি কিঞ্চিত॥
বাহনেরা অবিরত অশ্রুপাত করে।
চেচায় শকুনি শিবা ঘোরতর স্বরে॥
লঙ্কায় প্রবেশ করি উদ্যান মাঝারে।
যূথবদ্ধ হইতেছে কাতারে কাতারে॥
স্বপ্নযোগে মহারাজ মহাকালিকায়া।
সম্মুখে দণ্ডায়মান দাঁথি রক্তধারা॥
উহারা গৃহের দ্রব্য করিয়া হরণ।
দলে দলে প্রতিকূলে করিছে গমন॥
উহারা পাণ্ডুর দন্ত করিয়া বিস্তার।
হাসিছে বিকট হাস্য করিয়া চীৎকার॥
দেবতা পূজার দ্রব্য কুকুর নিচয়।
অনাসে করিছে স্পর্শ নাহি করে ভয়॥
গর্দ্দভ গোগর্ভে, মুষা নকুল উদরে।
জন্মিতেছে মহারাজ লঙ্কার ভিতরে॥
মার্জ্জার শার্দ্দূলে আর কুকুর শূকরে।
কিন্নরেরা রক্ষঃ আর মনুষ্য উপরে॥
আসক্ত হতেছে এবে লঙ্কেশ রাবণ।
জানিও নিশ্চয় ইহা অশুভ কারণ॥
পাণ্ডুবর্ণ রক্তপাদ কপোতের সার।
কালের নিয়োগে এবে ভ্রমে চারি ধার॥
গৃহের সারিকা অন্ত পক্ষীর নখরে।
পরাজিত বিদ্ধ হয়ে মরিছে পিঞ্জরে॥
মৃগ আর পক্ষিগণ সূর্য্যপানে চেয়ে।
রুক্ষরবে কান্দিতেছে ওই দেখ চেয়ে॥
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অসিত পিঙ্গল।
মুণ্ডিত বিকটাকার (করেতে শৃঙ্খল)
কালপুরুষের গতি প্রতি গৃহে হয়।
প্রতিগৃহে সে পুরুষ চেয়ে চেয়ে রয়॥
এই সব দুর্নিমিত্ত এবে উপস্থিত।
দেখিয়া আমার চিত্ত হইল অতি ভীত॥

মহাসাগরেতে যিনি বান্ধিলেন সেতু।
তাহারে অদ্ভুত তুমি না ভাব কি হেতু ?
অবিলম্বে গিয়া তুমি তাহার সহিত।
সন্ধিকর প্রাণে তবে না হবে বঞ্চিত ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাল্যবানের এইরূপ জ্ঞানপূর্ণ বাক্যগুলি তেজশালী রাজা দশাননের নিতান্ত অসহ্য হইল।

"নিকট মরণ যার কভু কি তাহার
হিতকর বাক্যে হয় জ্ঞানের সঞ্চার ?"
"তত্তু মাল্যবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ।
ন মর্ষয়তি দুষ্টাত্মা কালস্য বশমাগতঃ ॥"১

৩৬শ সর্গ লঙ্কাকাণ্ডম্।

ক্রোধভরে দশানন ভ্রুকুটি বন্ধনে।
কহিলেন মাল্যবানে ঘূর্ণিত নয়নে ॥
বিপক্ষ পক্ষের তুমি বাড়ায়ে সম্মান।
হিত ভাবে কৈলে মোরে বড় অপমান ॥
হিত বোধে রূক্ষ ভাবে অহিতের কথা।
কহিয়া যেরূপ আজ দিলে মনে ব্যথা ॥
এরূপ আমার পূর্ব্বে হয়নি কখন,
এরূপ কঠোর কথা শোনিনি শ্রবণ ॥
যে জন মনুষ্য দীন সামান্য দুর্ব্বল।
পিতার যে ত্যজ্য পুত্র ভিক্ষুক কেবল ॥
যে জন অরণ্যবাসী বনের বানর।
আশ্রয় যাহার তারে কেন কর ডর ?
আর যেই জন সর্ব্ব রক্ষের ঈশ্বর।
দেবগণো যারে হেরি ভয়েতে কাতর ॥
তারেই বা কেন তুমি ভাবিছ দুর্ব্বল ?
বীর আমি তাই বুঝি কর এত ছল ?
হয়ত বিপক্ষ পক্ষে তুমি টলিতেছ।
নয়ত সমরোৎসাহ মম বাড়াতেছ ॥
বোধ হয় কোন এক নিগূঢ় কারণে।
শাসিতেছ মোরে হেন কঠোর বচনে ॥
যাই হৌক শুন তুমি বচন আমার।
জানকী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, জানি আমি সার ॥
আনিয়াছি আমি তারে অরণ্য হইতে।
কেন তারে বল তুমি রামে ফিরে দিতে ॥
সুগ্রীব লক্ষ্মণ সনে অল্পদিন মাঝ।
সসৈন্য বিনষ্ট হবে রাম রঘুরাজ ॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধে যার কাছে দেবগণ হারে।
হীনবল রাম তার কি করিতে পারে ?
এক্ষণে বরঞ্চ আমি দ্বিখণ্ডে ভাঙ্গিব।
তথাচ কখন নত নহিব নহিব ॥
স্বাভাবিক দোষ মোর ইহাই নিশ্চয়।
স্বাভাবাতিক্রম করা সহজ ত নয় ॥
যদি রাম করি থাকে সমুদ্র বন্ধন।
কি তাহে আছয়ে বল বিস্ময় এমন ?
দৈবাত বান্ধিল সিন্ধু রাম নরাধম,
কি তাহে তাহার বল হেন পরাক্রম ?

সসৈন্তে লঙ্কায় রাম হৈল উপনীত।
হলেই বা; আমি তাহে নহি কভু ভীত॥
বরঞ্চ এক্ষণে আমি করিতেছি পণ।
ফিরিতে নারিবে রাম থাকিতে জীবন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"মাতামহ মাল্যবান রাবণে তখন।
ক্রোধাবিষ্ট দেখি হৈলা লজ্জায় মগন॥
কিছুই উত্তর তিনি না করিলা আর।
আশীর্বিয়া গেলা চলি গৃহে আপনার॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাবণের বাক্যগুলি দ্বারা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ আভাস পাওয়া যাইতেছে। তিনি অতি তেজোপূর্ণ গর্ব্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি কাহারও নিকট নত হইবার লোক ছিলেন না এবং সহজে ভীত হইতেন না। যিনি তেজোপূর্ণ ও পরাক্রমশালী তিনি কেন ভীত হইবেন? স্বভাব অতিক্রম করিয়া কি প্রকারে তিনি অন্যের পদানত হইবেন?

"অনন্তর রক্ষোনাথ ক্রোধিত রাবণ।
মন্ত্রিগণ সনে কৈলা কর্ত্তব্য চিন্তন॥
ক্রমে ক্রমে নানাবিধ ভাবিয়া উপায়।
প্রস্তুত হইলা লঙ্কা নগরী রক্ষায়॥
লঙ্কার পূরব দ্বারে প্রহস্ত বীরেরে।
মহাপার্শ্বে, মহোদরে দক্ষিণ দুয়ারে॥
অনন্তর পশ্চিম দুয়ারে ইন্দ্রজিতে।
নিযুক্ত করিলা বীর সতর্কিত চিতে॥
শুক-সরণেরে পরে উত্তর দুয়ার।
রক্ষা করিবার তরে দিলা রাজা ভার॥
আবার কহিলা ডা'কি বিজ্ঞ মন্ত্রিগণে।
আমিই উত্তরধার রক্ষিব যতনে॥
এই বলি বিরূপাক্ষ রাক্ষসে তখন।
কহিলেন দশানন করি সম্বোধন॥
বীরবর বহুসংখ্য রাক্ষসের সনে।
রক্ষাকর মধ্য গুল্ম পুরীর যতনে॥
এরূপে আসন্নমৃত্যু লঙ্কেশ রাবণ।
করিলা লঙ্কার গুপ্তি বিধান সাধন॥

৩৭শ সর্গ। রামের সৈন্য-সমাবেশ।

৩৮শ সর্গ। সুবেল-পর্ব্বতারোহণ।

৩৮—৩৯শ সর্গ। সুবেল পর্ব্বত হইতে সবিশেষ লঙ্কাদর্শন।

৪০শ সর্গ। সুগ্রীব রাবণের যুদ্ধ।

৪১শ সর্গ। সসৈন্যে রাম কর্ত্তৃক লঙ্কারোধ।

শ্রীরামচন্দ্র সৈন্য-সমাবেশ করিলেন।

"বিপক্ষ বিনাশে কৃতসঙ্কল্প তখন।
হইয়া কহিলা রাম পঙ্কজ লোচন॥
বহুসংখ্য সৈন্য লয়ে নীল বীরবর।
লঙ্কার পূরব দ্বারে যাউন সত্বর॥
প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন তথায়।
যেন সে প্রহস্ত কোথা যাইতে না পায়॥
অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে করিয়া গমন।
মহাপার্শ্বে, মহোদরে করে আক্রমণ॥
পশ্চিম দুয়ার হনূ নিষ্পীড়ন করি।
প্রবিষ্ট হউন ত্বরা তাহার ভিতরি॥
লক্ষ্মণেরে লয়ে আমি উত্তর দুয়ারে।
প্রস্তুত থাকিব দশাননে বধিবারে॥
জাম্বুবান, বিভীষণ সুগ্রীব সুজন।
ইহারা করুন মধ্য গুল্ম আক্রমণ॥
একটি সঙ্কেত এই রহিল এখন।
আমাদের আছে যত কপিসৈন্যগণ॥
ইহারা স্বচিহ্ন ছাড়া মনুষ্য মূরতি।
না ধরিবে কদাচই, এ মোর যুকতি॥
আর মোরা দুইভ্রাতা মিত্র বিভীষণ।
চারিটি অমাত্য তার, এই সাত জন॥
মনুষ্য রূপেই রব করহ শ্রবণ।

রাম মহাবীর করি এই স্থির
সুবেল গিরির সুরম্য শিখরে।
উৎসুক অন্তরে আরোহণ তরে
উদ্যত হইলা ধনুর্ব্বাণ করে॥
কপিসৈন্য চয়ে ভূভাগ ঢাকিয়ে
লঙ্কার দিকেতে হরষিত চিতে।
অতুল বিক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রমে
চলিলেন বীর চাহিতে চাহিতে॥

অনন্তর মহাবীর রাম রঘুমণি।
বিভীষণ সুগ্রীবেরে কহিলা এ বাণী॥
আইস আমরা এই ধাতু বিশোভিত।
সুবেল পর্ব্বতে চড়ি হয়ে সতর্কিত॥
আমাদিগে আজি ভাই সুবেলপর্ব্বতে।
রাত্রি বাস করিতে হইবে বিধিমতে॥
যে দুষ্ট মরিবে বলি হরিল সীতায়।
যে পাপী ধর্ম্মেরে ধরি ঠেলি দিল পায়॥
যে নারকী সদাচার কুলের গৌরব।
না রাখিল যে নির্ব্বোধ রাক্ষস রাসভ॥
সে নীচ রাক্ষসী বুদ্ধি করিয়া ধারণ।
ওরূপ গর্হিত কার্য্য কৈল আচরণ॥
এক্ষণে আইস মোরা এই স্থান হতে।
সেই রাবণের লঙ্কা নিরখি চক্ষেতে॥
ক্রোধাবিষ্ট হয়ে রাম উদ্দেশি রাবণে।
কহিতে কহিতে ইহা সুগ্রীবাদি সনে॥
সুবেল পর্ব্বতোপরি কৈলা আরোহণ।
ভাস্কর উঠিলা যেন উপর গগন॥
কপীশ সুগ্রীব আর কুমার লক্ষ্মণ।
অমাত্য সহিত বিজ্ঞ বীর বিভীষণ॥
ধারণ করিয়া করে শর শরাসন।
শ্রীরামের পাছু পাছু করিলা গমন॥
অনন্তর তাঁরা সবে সুবেল হইতে।
রাবণের লঙ্কাপুরী লাগিলা দেখিতে॥
অন্তরীক্ষে লঙ্কা যেন হয়েছে নির্ম্মিত।
চারিধারে বড় বড় প্রাচীর বেষ্টিত॥
কৃষ্ণকায় রাক্ষসেরা প্রাচীর উপর।
প্রাচীর উপরে যেন প্রাচীর অপর॥

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বার ভীষণ আকার।
প্রাচীরের বহির্ভাগে বিশাল প্রাকার॥
প্রাচীর-বিহারী যত রুক্ষ নিশাচরে।
হেরিয়া বানরগণ সিংহনাদ করে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লঙ্কার বর্ণনা এস্থলে বড়ই সুন্দর। লঙ্কা সে সময় কি প্রকার মনোহর সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল তাহা এই সব বর্ণনা দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

"লঙ্কার উদ্যান বন, কৈল সবে নিরীক্ষণ
নিরখিয়া বিস্ময়ে মগন।
ওই সব স্থান সমতল, শোভে তাহে নানা তরুদল

*   *   *

কোথাও চম্পক শাল কোথাও হিন্তাল তাল
নাগবীথি কদম্ব পাটল।
কোথাও বা কর্ণিকার কোথাও বকুল সার
সপ্তপর্ণ তিলক ও মাল।
কোথাও অশোক তরু কোথাও বা দেবদারু
সুরসাল রসাল পিয়াল॥
এই সব তরুরাজি কুসুম ভূষণে সাজি
কিবা শোভা দর্শকে বিলায়।
কোমল পল্লবগুলি মৃদুল অনলে দুলি
ইতি উতি করিয়া খেলায়॥
বড় বড় তরুডাল তাহে চারু লতা জাল
জড়াইয়া কুসুম ফোটায়।
ভূষিত মানুষ সম বনরাজি নিরুপম
শোভে ফল কুসুম শোভায়॥
মহাবন চৈত্ররথ কিম্বা নন্দনের মত
লঙ্কার অরণ্য শোভাধরে।
ছয় ঋতুর শোভা আসি হয়েছে সে বনবাসী
ছাড়িবারে মন নাহি সরে॥
সুচারু নির্ঝর চয় ঝর ঝর রবে বয়
কুলু কুলু গড়াইছে জল।
দাত্যূহ কোয়াষ্ট শিখি পিকবক আদি পাখী
মিষ্টরবে ডাকিছে কেবল॥
পাখিরা উন্মত্ত প্রায় অলি গুণ গুণ গায়
কোকিলে আকুল তরুগণ।
কুরব কুররীদল কল কণ্ঠে অবিরল
বিমোহিত করিতেছে মন॥
কামরূপী কপিগণ হয়ে পুলকিত মন
সেই সব বন উপবনে।
প্রবেশ করিল সবে জয় রাম জয় রবে
বহে বায়ু মৃদুল বহনে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাবণের লঙ্কাপুরী ত্রিকুটপর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত ছিল, সুতরাং উহার দৃশ্য অতি মনোহর ছিল।

ত্রিকূট গিরির শৃঙ্গ উচ্চ অতিশয়।
অখণ্ডিত নভস্পর্শী নানা ধাতুময়॥
স্বর্ণকান্তি ফুল্ল দলে চারু দরশন।
বিস্তারে সে গিরিবর শতেক যোজন॥

পক্ষিরাও চূড়াতার পশিতে না পারে।
কার্য্যে দূরে থাক, মনে চড়িবারে নারে॥
ত্রিকূটের সে শিখর অতি মনোহর।
লঙ্কাপুরী বিনির্ম্মিত তাহার উপর॥
বিস্তারে যোজন দশ দৈর্ঘ্যেতে বিংশতি।
রাবণের লঙ্কাপুরী চারুতর অতি॥
ধবল জলদাকার উচ্চ পুরদ্বার।
হেম রৌপ্য বিনির্ম্মিত প্রাচীর বিস্তার॥
বর্ষাগমে নভ শোভে জলদে যেমন।
বিমান প্রাসাদে লঙ্কা শোভিছে তেমন॥
যে প্রাসাদ কৈলাসের শিখর সমান।
হাজার হাজার স্তম্ভ যাহে শোভমান॥
চৈত্য যাহা কারুকার্য্য শোভার নিদান।
ওই চৈত্য চারু লঙ্কাপুরীর ভূষণ॥
নিরত রক্ষিছে ওরে নিশাচরগণ।
সুবর্ণ খচিত লঙ্কা অতি মনোহর॥
পর্ব্বত শোভিত ধাতু যুক্ত নিরন্তর।
স্বর্গোপম সেই পুরী করি নিরীক্ষণ।
রামচন্দ্র হইলেন বিস্ময়ে মগন॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন।

"লঙ্কাপুরী পুরদ্বারে নিজে লঙ্কাপতি
রাবণ দণ্ডায়মান, মুরতি গম্ভীর।
তাঁহার উভয় পার্শ্বে সুচারু চামর
শ্বেত ছত্র ছায়াদানে জুড়াইছে শির॥
অঙ্গে রক্ত আভরণ রকত চন্দন
বক্ষে ঐরাবত-দন্ত আঘাত অঙ্কন।

নীল নীরদের মত তিনি কৃষ্ণ কায়,
পরিধেয় বস্ত্র তার সুবর্ণ খচিত;
উত্তরীয় শশরক্ত সমান উজ্জ্বল,
গলে গজমতিমালা দোলে অবিরত।
সন্ধ্যারাগ সুরঞ্জিত নভে যথা ঘন
দশানন নিরখিত হতেছে তেমন।
এহেন সময়ে বীরেন্দ্র সুগ্রীব
দশাননে নিরখিয়া,
অতি রোষভরে কৈলা গাত্রোত্থান
ঘন ঘন হুঙ্কারিয়া।
বলোৎসাহ তাঁর দ্বিগুণ হইল
ঘন ঘন বীরদাপ,
গিরিচূড়া হতে লঙ্কার উত্তর
দুয়ারে মারিলা লাফ্।

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তখন সুগ্রীব ও রাবণে বেশ একটু যুদ্ধ হইল।

"গলদ ঘর্ম্ম দেহ হল দুজনার,
সর্ব্বাঙ্গে ঝরিল রুধিরের ধার,
গাঢ় আলিঙ্গনে হইলা দুজনে,
নিরুদ্যম আর নিশ্চেষ্ট অতি।
শাল্মলী কিংশুক তরুর মতন,
দেখিতে হইলা বীর দুইজন।
করে ঘন ঘন গালি বরিষণ,
মিলিয়া দুজনে দুজন প্রতি।

রাবণে সুগ্রীব করিয়া কাতর,
উপনীত হৈলা রামের গোচর।
বাড়িল রামের সমর উৎসাহ ;
মৃগপক্ষী করে মঙ্গল রাব।

শ্রীরাম তখন সুগ্রীবের দেহে
রণচিহ্ন নিরখিয়া,
কহিলেন তাঁরে আলিঙ্গন করি
ধীরে ধীরে সম্বোধিয়া।
ওহে মিত্রবর আমার সহিত
পরামর্শ নাহি করি,
এরূপ সাহস করেছিলে ভাই
রণে গিয়ে ত্বরা ত্বরি।
কিন্তু এইরূপ সাহসের কাজ
রাজার উচিত নয়,
এরূপ করাতে আমরা ব্যাকুল
হয়েছিনু অতিশয়।
নিজেও তুমিহে সৈলে কত ক্লেশ
রাবণের সনে রণে,
অতঃপর আর না করিও হেন
থাকে যেন ইহা মনে।
দৈবক্রমে যদি ভালমন্দ কিছু
ঘটে তব বল তবে,
সীতারে লইয়া ভবিষ্যতে আর
কিবা উপাকর হবে ?
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন আদিরে
কি হবে আমার কর্ম্মে,
অধিক কি কব নিজের শরীরে
কি হবে বৃথায় বয়ে ?
যদিচ তোমার বলবীর্য্য আমি
সবিশেষ জানি বীর
তথাচ তোমার অনুপস্থিতে
নিজ মৃত্যু কৈনু স্থির।
এবে দশাননে পুত্রমিত্র সনে
খর শরে বিনাশিয়া,
মিত্র বিভীষণে লঙ্কারাজ্য আর
ভরতে অযোধ্যা দিয়া,
নিজের শরীর করিব ত্যাগ
কহি শুন বিশেষিয়া।
রামে সম্বোধিয়া কহে সুগ্রীব তখন।
শুন সীতাপতি রাম রাজীবলোচন॥
আমার নিজের বলবীর্য্য আমি জানি।
কিরূপে নিশ্চিন্ত তবে রব রঘুমণি॥
তব ভার্য্যা অপহারী দুরাত্মা রাবণে।
দেখিয়া কিরূপে রব ? সব বা কেমনে ?"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সখা সুগ্রীবের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ সমবেদনা ও চিন্তাকুলতা তাঁহার চরিত্রের একটি মহৎগুণ প্রকাশ করিতেছে। সুগ্রীব-অভাবে তাঁহার নিজের জীবন ধারণও অবাঞ্ছনীয়—তিনি মনে করিলেন, কেন না সুগ্রীবের জীবন নাশ হইলে তাহার মূল কারণ তিনি ব্যতীত আর কেহই নহেন, যেহেতু সুগ্রীবের

তাঁহার জন্যই লঙ্কায় আগমন। শ্রীরামচন্দ্রের এরূপ নিঃস্বার্থ উদার সখ্যভাব অতি বিরল।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সুগ্রীবেরও সখ্যভাব অতীব প্রগাঢ় ও প্রশংসনীয়। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যে মন প্রাণে লিপ্ত। রাবণকে দেখিয়া তিনি একেবারে আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং রাবণের বধার্থ একাকীই তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

তৎপর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—

"আইস লক্ষ্মণ! মোরা ফলমূলচয়।
বন আর স্নিগ্ধ জল করিয়া আশ্রয়॥
সৈন্যের বিভাগ আর ব্যূহ-সংরচন।
করি অবস্থান করি সকলে এখন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

"রাবণের লঙ্কাপুরী পতাকা-মণ্ডিত।
প্রাকার-শোভিত আর তোরণ-সজ্জিত॥
অতি দুরারোহ উহা, উচ্চ অতিশয়।
দেবগণো যেতে তথা মনে পায় ভয়॥
রামের নিদেশে তবে বীর কপিগণ।
হুহুঙ্কারে সেই পুরী কৈল আক্রমণ॥
সাগরের মাঝে থাকে বরুণ যেমন।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে তেমতি রাবণ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে সেই পুরদ্বার।
অবরোধ করিলেন ছাড়িয়া হুঙ্কার॥
মৈন্দ দ্বিবিদের সনে নীল সেনাপতি।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত হৈলা ত্বরাগতি॥
ঋষভ, গবাক্ষ গয় গবয়ের সনে।
অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে গেলা হৃষ্টমনে॥
শৈল-চূড়া বৃক্ষ ল'য়ে পশ্চিম দুয়ারে।
উপনীত হৈলা হনু গভীর হুঙ্কারে॥
প্রজজ্ঞ, তরস আর অন্য বীর সনে।
মধ্যগুল্ম রোধিলেন সুগ্রীব যতনে॥
গরুড় বায়ুর মত উঁহাদের গতি।
অযুত করীর সম শরীরে শকতি॥
মহাবীর কপিরাজ সুগ্রীব যথায়।
যুটিল ছত্রিশ কোটি বানর তথায়॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর বিভীষণাদেশে।
কোটি কোটি কপিসেনা প্রতি দ্বারদেশে॥
রামের পশ্চাদ্ভাগে মধ্য-গুল্ম-মাঝ।
শ্রীসুষেণ জাম্বুবান করিলা বিরাজ॥
বানরেরা খরদন্ত শার্দ্দূল-সোদর।
অতীব ভীষণ আর অতি ভয়ঙ্কর॥
গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ তারা গ্রহণ করিয়া।
রহিল সমর তরে প্রস্তুত হইয়া॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র তৎপর সকলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অঙ্গদকে রাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন। অঙ্গদকে বিশেষভাবে এই কথা বলিতে বলিলেন—

"জানকীরে প্রতিদান যদ্যপি করিয়া।
আমার শরণাপন্ন না হয় আসিয়া॥
তা হ'লে নিশ্চয় আমি সুশাণিত শরে।
ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিব সত্বরে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

অঙ্গদ রাবণ-সভায় যাইয়া আত্মপরিচয় দিয়া সবার সমক্ষে বলিলেন,—

"হে রাক্ষসরাজ! আমি অযোধ্যাধিপতি।
শ্রীরামের দূত ভক্তি করি তাঁর প্রতি॥
কপিরাজ বলী বালি জনক আমার।
অঙ্গদ আমার নাম কহি শুন সার॥
বোধ হয় আমি তব নাহিক অচেনা।
আমার পিতার শক্তি আছে তব জানা॥
এবে মহাবীর রাম কহিলা তোমায়।
নিষ্ঠুর অচিরে তুই বাহিরেতে আয়॥
আমার সহিত যুদ্ধ কর, নিশাচর।
পাপিষ্ঠ পুরুষ হয়ে ধনুর্ব্বাণ ধর॥
পুত্র-মিত্র সনে তোরে করিয়া বিনাশ।
ঘুচাইব আজি আমি ত্রিলোকের ত্রাস॥
ঋষি নিকরের তুই কঠিন কণ্টক।
গন্ধর্ব্ব উরগ যক্ষ দেবের পীড়ক॥
আজ তোরে খর শরে করিব সংহার।
নিশ্চয় নিশ্চয় তোর নাহিক নিস্তার॥
যদি তুই প্রণিপাত করিয়া আমার।
ফিরিয়া না দিস সতী সরলা সীতার॥
তা হলে লঙ্কার এই ঐশ্বর্য্য অশেষ।
ভুঞ্জিবেন বিভীষণ হইয়া লঙ্কেশ।"
অঙ্গদ এরূপ শ্রুতি-কঠোর-বচন।
কহিলেন হেনকালে বীর দশানন॥
অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হয়ে মন্ত্রিগণে।
বারংবার কহিলেন গভীর গর্জ্জনে॥
মন্ত্রিগণ ঐ মূর্খে এখনি ধরিয়া।
খণ্ডে খণ্ডে শত খণ্ডে ফেলহ বধিয়া॥
তবে চারিজন রাক্ষস ভীষণ
রাবণ আদেশ পেয়ে।
ছাড়িয়া হুঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার
অঙ্গদে ধরিল ধেয়ে।
মহাবীর বালী-পুত্র অঙ্গদ কুমার।
রাক্ষস সমক্ষে শক্তি করিতে প্রচার॥
না করিলা কোনরূপ বিঘ্ন-আচরণ।
তাই সে ধরিল তাঁরে রক্ষঃ চারিজন॥
তখন অঙ্গদ বীর পতঙ্গ মতন।
বাহু-লগ্ন সেই চারি রাক্ষসে গ্রহণ॥
করিয়া প্রাসাদোপরি মারিলা লম্ফন।
উৎপতন বেগে তার বাহু-মূল ছাড়ি॥
রাবণের কাছে তারা পড়িল আছাড়ি।
তবে সে অঙ্গদ বীর প্রাসাদ-শিখর॥
শৈল-শৃঙ্গ-সম হেরি উচ্চ কলেবর।
রোষ ভরে আক্রমিলা গর্জ্জি ভয়ঙ্কর॥
বাসবের বজ্রপাতে পূর্ব্বেতে যেমতি।
বিচূর্ণ হইয়াছিল পর্ব্বতের পতি॥

সেইরূপ অঙ্গদের চরণের ভরে।
সে প্রাসাদ-চূড়া গুড়া হইল সত্বরে॥
অঙ্গদ কুমার তবে স্বনাম-কীর্ত্তন।
করিয়া সে সিংহনাদে মারিলা লম্ফন॥
পীড়ি যত নিশাচরে তুষি কপিগণে।
অঙ্গদ আগত হৈলা রামের সদনে॥
এ অদ্ভুত বীরকার্য্য হেরিয়া তাহার।
কপিগণ ঘন ঘন ছাড়িল হুঙ্কার॥
প্রাসাদ-শিখর চূর্ণ হইল দেখিয়া।
লঙ্কেশ রাবণ রোষে উঠিলা জ্বলিয়া॥
এদিকে রণার্থী রাম সমর-কারণ।
প্রস্তুত হইলা হ'য়ে সতর্কিত মন॥
সুগ্রীবের আজ্ঞা পেয়ে সুষেণ বানর।
কামরূপী কপিগণে লইয়া সত্বর॥
সংগ্রহ করিবে বলি সর্ব্ব বিবরণ।
দ্বারে দ্বারে লাগিলেন করিতে ভ্রমণ॥
সংক্রমেন শশী প্রতি নক্ষত্রে যেমন।
দুয়ারে দুয়ারে ভ্রমে সুষেণ তেমন॥
লঙ্কায় বানর সৈন্য উঠিল পূরিয়া।
আসিন্ধু-বিস্তৃত সংখ্যা কে করে গণিয়া॥
শত শত অক্ষৌহিণী কপিসৈন্য হেরি।
বিস্ময়ে রাক্ষসগণ উঠিল শিহরি।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস অঙ্গদের দৌত্য-কার্য্য অঙ্গদ-রায়বার আখ্যায় অনেক নূতন কথা সংযোজন করিয়া অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের অঙ্গদ-রায়বার অতি প্রসিদ্ধ, তাহা সমস্তই অবিকল এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"অঙ্গদ-রায়বার"

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ।
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ॥
শ্রীরাম বলেন, জান দেখি বিভীষণ।
কি কারণে নাহি রণ করে দশা[illegible]॥
বিভীষণ বলেন প্রভু কর অবগতি।
উভয় সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি॥
বিভীষণ সহ রাম যুক্তি করি সার।
হনুমানে ডাকিয়া কহেন সমাচার॥
এস বাছা হনুমান পবন-নন্দন।
লঙ্কায় জানিয়া এস কি করে রাবণ॥
সভামধ্যে উঠিয়া বলিছে জাম্বুবান।
একবার গিয়াছিল বীর হনুমান॥
যেই যাইবেক হনু লঙ্কার ভিতর।
হনুমান দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বর॥
মনেতে করিবে এই আসে বারবার।
ইহা বিনা রাম-সৈন্যে বীর নাহি আর॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
তাহারে আনিতে দূত যাক এক জনা॥
হনুমান হইতে অঙ্গদ বীর বড়।
তাহারে পাঠাও যে বলিবে অতি দড়॥
রামের আজ্ঞায় সুষেণ সত্বরে।
মাথা নোয়াইয়া কহে অঙ্গদ-গোচরে॥
বলি শুন তোমারে অঙ্গদ যুবরাজ।
রামের আজ্ঞায় চল বানর-সমাজ॥

দূত-বাক্যে চলিল অঙ্গদ যুবরাজ।
আসিয়া মিলিল বীর রামের সমাজ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন অঙ্গদ যা বলি।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া আইস গালি ॥
অঙ্গদ বলেন প্রভু যুক্তি নাহি হয়।
বালিপুত্র আমি যে আমাতে কি প্রত্যয় ॥
শ্রীরাম বলেন সত্য-হেতু বালি বধি।
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি ॥
অঙ্গদ বলেন প্রভু এবা কোন কথা।
নখে ছিঁড়ে আনিব তাহার দশ মাথা ॥
অঙ্গদ বলে করি যাত্রা হয়ে হৃষ্টমন।
হেনকালে উঠিয়া বলিছে বিভীষণ ॥
কহিও আমার বাক্য ভাই লঙ্কেশ্বরে।
নিজ দুরাচার যত মনে নাহি করে ॥
বারবার বন্দিয়া সে রামের চরণ।
রাবণে ভৎ সিতে যায় বালির নন্দন ॥
যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকাবুকা।
বায়ু-ভরে উড়ে যেন জ্বলন্ত উল্‌কা ॥
লঙ্কাপুরী গেল বীর ত্বরিত গমন।
পাত্র-মিত্র লয়ে যথা বসেছে রাবণ ॥
রাজার সমুখে কহে যত সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তব কিসের দুর্গতি ॥
সীতা লয়ে ক্রীড়া কর আনন্দিত মনে।
আমরা বান্ধিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
এই যুক্তি রাবণ করিতেছিল বসে।
এমতকালে অঙ্গদ উত্তরিল এসে ॥
যেখানে রাবণ বসেছে দেওয়ানে।
লম্ফ দিয়া বীর গিয়া বৈসে মধ্যখানে ॥
বসেছে রাবণ রাজা উচ্চ সিংহাসনে।
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে ॥

কুণ্ডল করিয়া লেজ বসিল সভাতে।
পুরন্দর বার যেন দিল ঐরাবতে ॥
সুমের পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা বলে বাপ এটা এলো কেহ ॥
অঙ্গদকে দেখে রাবণ ছলে মায়া পাতে।
শত রাবণ হ'য়ে সে বসিল সভাতে ॥
যে দিকে অঙ্গদ চাহে সে দিকে রাবণ।
দশমুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন ॥
সভায় রাবণ ভেদ নাই এক জনে।
অঙ্গদ কহয়ে কথা কব কার সনে ॥
সবে মাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল আপন সাজে।
পুত্র হয়ে পিতার মুর্ত্তি ধরে কি লাজে ॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখিল তার যজ্ঞ-শেষ ফোঁটা ॥
অঙ্গদ বলে বুঝিনু এই মেঘনাদ।
আকার ইঙ্গিতে তারে কহেন সংবাদ ॥
অঙ্গদ বলে সত্য করে কহ ইন্দ্রজিতা।
এই যে বসিয়াছে সব কি তোর পিতা ॥
দুঃখিত হ'য়ে রাবণ করে মায়াভঙ্গ।
দুইজনে লেগে গেল বাক্যের তরঙ্গ ॥
রাবণ বলে শুন বানর তোরে বলি।
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি ॥
কি নাম কাহার বেটা কোন দেশে বাস।
ভয় কি মারিব নাহি সত্য কহ ভাষ ॥
অঙ্গদ বলে তোর ভয়ে আমি নাহি কাঁপি।
এখন বল ধর্ম্মকথা মররে বেটা পাপী ॥
বালী ও সুগ্রীব দুইবীর অবতার।
যাহা জিন্তে কিষ্কিন্ধ্যায় গেলি একবার ॥
সেই বালি-সুত আমি সুগ্রীবের বড়।
অঙ্গদ নাম মোর শ্রীরাম কিঙ্কর ॥

রাবণ বলে, কি বল লঙ্কাপুরে এসে।
বুঝিবা রামের ডরে রৈতে নারি দেশে॥
রামের যোগ্য মত সব দেখিতে পাই।
সৈন্য কেন দেশ থেকে দূর করে ভাই॥
রাম যাহা পারে করুক তার সনে কি।
সূর্পনখার নাক কাটে বৃথা আমি জী॥
এনেছি রামের সীতা বল তার তরে।
করুক রাম তপস্বী প্রাণে যত পারে॥
বল গিয়া বানররে তোর রঘুনাথে।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিক আপনার হাতে॥
লঙ্কাদগ্ধ করে গেল রাত্রে এসে পড়ে।
তার শাস্তি করে লব তবে দিব ছেড়ে॥
অঙ্গদ বলে রাবণ মোরা তাই চাই।
কচকচিতে কাজ কি দেশে চলে যাই॥
রামকে গিয়া সব কথা না কহিলেও নয়।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ডচারি ছয়॥
বিভীষণে বেন্ধে এনে দিব তোর কাছে।
বুঝে পড়ে শাস্তি কর মনে যত আছে॥
হনুমানে এনে দিতে বয়ে বটে হয়।
সে দিন তারে তাড়িছেন খুড়ামহাশয়॥
অঙ্গদের কথাশুনি রাবণ রাজা হাসে।
ঘরপোড়াকে দূর করিল কোন দোষে॥
অঙ্গদ বলে হনু যবে আইল হেথা।
বলেছিলা খুড়া তারে গোটা চারি কথা॥
যা লঙ্কায় হনুমান, পবন-কুমার।
পালন করিয়া কথা আসিহ আমার॥
কুম্ভকর্ণের মাথা আনিবে নখে ছিড়ে।
সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়ে॥
ধনসহ সীতাদেবী আন্‌বে মাথায় ক'রে।
বামহস্তে আনিবে রাবণে জটে ধরে॥
পাঠায়েছিলেন তারে চারিকার্য্য তরে।
চারিকার্য্যের এক কার্য্য কিছু নাহি করে॥
কোপে সুগ্রীব রাজা কাটিতেছিল তায়।
আমরা সকলে ধরে রেখেছি তার পায়॥
অনাথের নাথ রাম গুণের আধার।
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিলা না মার বানর॥
না মারিল সুগ্রীব শুনি রামের কথা।
দূর করে দিল তারে মুড়াইয়া মাথা॥
অঙ্গদ বলে বুঝিলাম এ কিছু নয়।
রঘুনাথের হাতে তোর মৃত্যু নিশ্চয়॥
তুই মরিলে এসব ভোগ করিবে কে।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন ব্রাহ্মণে সব দে॥
বিভীষণ কথা তুমি না শুনিলে কাণে।
সুখে শয্যা কর গিয়া শ্রীরামের বাণে॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রাম রঘুমণি।
দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিলা অবনী॥
মদমত্ত নিশাচর পাপিষ্ঠ রাবণ।
মজিবি সবংশে তার উঠেছে লক্ষণ॥
রাম বিষ্ণু সীতা লক্ষ্মী না জানিলি মনে।
দশরথের ঘরে জন্ম দুষ্টের দমনে॥
মত্ত হয়ে ধরিলি বেটা সীতার কেশে।
সেই অপরাধে বেটা মজিলি সবংশে॥
সূর্য্যবংশ চূড়ামণি দশরথ রাজা।
দেবতা গন্ধর্ব্বআদি যাঁর করে পূজা॥
যে রাম তারকাবধে পঞ্চ বর্ষকালে।
হরের ধনুক রাম ভাঙ্গিল অবহেলে॥
তাহার বনিতা সীতা নিলি বেটা হরে।
কালকূট বিষ খেলি ডানি হাতে ক'রে॥
যদি জিতে আশা থাকে গলবস্ত্র হয়ে।
কান্ধে দোলা করি সীতা যয়ে দিবি লয়ে॥

তবে যদি রঘুনাথ তোরে করে রোষ।
শ্রীচরণে ধ'রে মোরা মেগে লব দোষ॥
রাবণ বলে তোর মুখে পড়ুক ছাই।
আমার জন্ম দুঃখে মরিবি কেন ভাই॥
মোর তরে কেন ধরিবি রামের পায়।
যুদ্ধ করে মরব আমি তোর কি দায়॥
অঙ্গদ বলে সব তোর মনে না লয়।
রঘুনাথের হাতে তোর মৃত্যু নিশ্চয়॥
রাবণ বলে, শুন ধিক্ জীবন তোর।
রাজপুত্র হয়ে হলি নরের নফর॥
পুত্র হয়ে তুই তার কোন কর্ম্ম কৈলি।
বাপকে মারিয়া তোর মাকে বিলাইলি॥
অঙ্গদ বলে সত্য বটে মাতা কুলটা।
স্বরূপকরে বল, আপনি কার বেটা॥
জন্ম তোর ব্রহ্মবংশে ত্রিভুবনে খ্যাতি।
বিশ্বশ্রবা পুত্র তুই পৌলস্তের নাতি॥
বিশ্বশ্রবা মহাতপা বিশ্বে যার যশ।
যদি তার বেটা তবে কেন রে রাক্ষস॥
মা তোর রাক্ষসী রে ব্রাহ্মণ তোর পিতা।
তুই বিভা কৈলি বেটা দানব দুহিতা॥
কুম্ভনসী ভগ্নী তোর দৈত্য নিল হ'রে।
কর জেস্তে তুই বেটা দেখ মনে ক'রে॥
অঙ্গদের কথা শুনি রাজা উঠে জ্বলে।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে ঢেলে॥
রাবণ বলে ব'সে করিস কিরে দূত।
যারে বানর বেটা ধরতে মোর পুত॥
অঙ্গদ বড়ই স্থির দর্প করি কয়।
আর কে ধরিবে আপনি আইস সয়॥
কুপিল অঙ্গদ দশাননের বচনে।
কোপে গালি দেয় সে রাবণ তাহা শুনে॥
অঙ্গদ বলিল মর পাগল রাবণ।
কিসের বড়াই তুই করিস এখন॥
মনে কর রাবণরে হারায় অর্জ্জুন।
বলি-দ্বারে চেড়ীর এঁটো খেয়ে হলি খুন॥
অন্যকে আমার পিতা বান্ধিলেন নিজে।
পরিচয় দেহ কেবা আছে এর মাঝে॥
যদ্যপি অপরে নাহি দিল পরিচয়।
সেই সে রাবণ তুই বুঝিনু নিশ্চয়॥
সিংহ প্রতি শৃগালের নাহি ভারিভুরি।
রামে ঘাটাইয়া রে মজাল লঙ্কাপুরী॥
কুপিত রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
কুড়ি চক্ষু রক্ত করি অগ্নি হেন জ্বলে॥
দূতেরে কাটিতে নাই রাজ-ব্যবহার।
তে কারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার॥
অঙ্গদ বলিছে মর পাগল রাবণ।
ভাগ্যে তোরে বর্জ্জিল রাক্ষস বিভীষণ॥
যে বালীর নিকটেতে তোর পরাজয়।
সে বালীকে মারিলেন রাম মহাশয়॥
বাল্য-ক্রীড়া যাঁহার শিবের ধনুর্ভঙ্গ।
কি সাহসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ॥
অপমানে রাবণ করিল হেট মাথা।
পাত্র-মিত্র সহিতে না কহে কোন কথা॥
রাবণ অঙ্গদে বলে গর্জ্জিলি বিস্তর।
এক বার্ত্তা জিজ্ঞাসিয়ে অবগত কর॥
যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী।
অক্ষয় কুমারেরে যে মারিল বলে ধরি॥
ভাঙ্গিল অশোকবন অতি সুশোভন।
তার মত বীর আছে কহ কত জন॥
অঙ্গদ বলে তারে ভর্ৎসিয়া বচনে।
তোর বল-বিক্রম বুঝিনু এত দিনে॥

সেবক-সনে যদি পাইলি পরাজয়।
কেমনে রাখিবি লঙ্কা কহরে নিশ্চয়॥
তার ছোট বীর নাহি বানর কটকে।
নির্ব্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে॥
সে মরিলে দুঃখ শোক নাহিক বানরে।
তেই পাঠাইয়াছিনু লঙ্কার ভিতরে॥
বীর মধ্যে তাহারে না গণে কোন জনে।
ঘরের সেবক বেটা পবন-নন্দন॥
হনুমানে বান্ধিয়া বেড়েছে অহঙ্কার।
পড়িলি আমার হাতে যাবি যম-দ্বার॥
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ।
একা সীতা জন্যে তোর হবে সর্ব্বনাশ॥
বংশে কেহ রহিবেক না করিহ সাধ।
আপনা আপনি তুই পাড়িলি প্রমাদ।
তুই ছার দুরাচারী হরিলে পরের নারী
পরলোকে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
শ্রীরাম যে তাহার তনয়॥
যাহার দুর্জ্জয় বাণ ভয়ে বিশ্ব কম্পমান
হেন রাম লঙ্কার ভিতর।
দেবরাজ করে পূজা হেলে মারে বালীরাজা
তার সনে তোর পাঠান্তর॥
সুগ্রীবের বল যত তাহা বা কহিব কত
সে সকল হইবি বিদিত।
তোরে এক লাথি মারি কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত॥
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমার বচন ধর
আইলাম দিতে সমাচার।
শ্রীরাম সাগর পার নাহিক নিস্তার আর
নিকটে যে তোর যমদ্বার॥
রাজা হয়ে পরদার করিলি রে দুরাচার
বোধ মাত্র নাই তোর ঘটে।
কেবল ব্রহ্মার বরে জিনিলি রে পুরন্দরে
রাম নামে তোর বল টুটে॥
রাখরে আপন প্রাণ কর সীতা প্রতিদান
ভজ গিয়া রামের চরণ।
যাটি মাগ তাঁর ঠাঁই ইহা ভিন্ন গতি নাই
তবে তোর রহিবে জীবন॥
তোরা জাতি নিশাচর না চিনিস আত্মপর
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
শ্রীরামের অঙ্গীকার করিবেন এইবার
বিভীষণে লঙ্কায় পূজিত॥
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী সবে করে কাণাকাণি
এ লঙ্কায় নাহিক নিস্তার।
কোপে উঠে লঙ্কেশ্বর বলে রাজা ধর ধর
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার॥
দেখি যত সেনাপতি মনে যুক্তি করে ইতি
আমাদের রক্ষা নাহি আর।
রাম-পদ করি আশ সরস্বতী পরকাশ
কৃত্তিবাস নাচাড়ি সুসার॥
অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় যত ডর।
রুষিয়া অঙ্গদ বীর করিছে উত্তর॥
আর কপি কহে আমি বালির তনয়।
তোর ক্রোধে রাবণ আমার কিবা ভয়॥
ক্রোধাকুলে চারিদিকে ধায় দশানন।
অঙ্গদের হাতে পায়ে ধরে চারি জন॥
অঙ্গদ সে চারি জনে ধরিল সাপুটে।
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে॥
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥

সে চারি রাক্ষসে মারি ভাঙ্গয়ে প্রাচীর।
অঙ্গদ বীরের ডরে কেহ নহে স্থির॥
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালীর কুমার।
কোন্ দ্রব্য লয়ে যাবে রাম ভেটিবার॥
এই স্থির করিলেন অঙ্গদ অন্তরে।
রতন মুকুট আছে রাবণের শিরে॥
এ মুকুট লয়ে যাব রাম-সম্ভাষণে।
প্রসন্ন হবেন রাম ইহা দরশনে॥
প্রাচীরে বসিয়াছিল বালীর কুমার।
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ উপর॥
রাবণেরে আছাড়িয়া বালীর নন্দন।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন॥
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে।
অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥
রাবণ বলিছে সবে আছ কোন কাজে।
বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে॥
বীরগণ বলে শুন লঙ্কা-অধিকারী।
আপনি হারিলে মোরা কি করিতে পারি॥
পাত্র-মিত্র সহিত চিন্তিত দশানন।
বৈরী কাঁপাইয়া গেল বালীর নন্দন॥
এক লাফে পড়ে গিয়া বানর ভিতর।
শ্রীরামে ভেটিল যথা সুগ্রীব বানর॥
শত্রুর মুকুট দিল রাম বিদ্যমান।
দেখিয়া বানর সব করিছে বাখান॥
মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্য-বদন।
তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন॥
শ্রীরাম বলেন বীর কহত কুশল।
কি মতে ভেটিল গিয়া সেই মহাবল॥
শ্রীরামে নোয়ায়ে মাথা অঙ্গদ কহিছে কথা
হরষিত সকল বানর।
রঘুমণি হরষিত সুগ্রীব সু আনন্দিত
লক্ষ্মণের হর্ষ বহুতর॥
তোমার আরতি পেয়ে লঙ্কায় গেলাম ধেয়ে
প্রবেশিনু গড়ের ভিতর।
সুবর্ণের আওয়াস যেন চন্দ্র-পরকাশ
তথি শোভে প্রবল পাথর॥
বিশ্বকর্ম্মা-কৃত ঘর দেখি অতি মনোহর
চারিদিকে কাঞ্চন দেয়াল।
শ্বেত রক্ত নীল পীত প্রস্তরেতে সুললিত
তাহে শোভে রতন মিশাল॥
গেলাম রাজার ঘর দেখি সৈন্য বহুতর
থাণ্ডা জাঠি বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সোণার পাটের পড়া নানাবর্ণে দেখি ঘোড়া
হস্তী সব পর্ব্বত-প্রমাণ॥
দেখিলাম সরোবরে হংস-হংসী কেলি করে
ঘাট সব বিচিত্র নির্ম্মাণ।
কমল কুমুদ পরে কেলিকরে মধুকরে
রূপসী রাক্ষসী করে স্নান॥
দেখিলাম নারীগণ রূপে মোহে ত্রিভুবন
দুই কর্ণে রত্নের কুণ্ডল।
পারিজাত মালাহারে শোভে নানা অলঙ্কারে
যেন চন্দ্র গগনমণ্ডল॥
বীণা বাঁশী বাজে তায় কেহ বা সঙ্গীত গায়
গানে করে মোহিত সংসার।
নানা আভরণ পরি যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী
রূপে যেন দেব-অবতার॥
দেখিলাম পুষ্পবন ময়ূর ময়ূরীগণ
ক্রীড়া করে মুগ্ধ কামরসে।
প্রতি গাছে পিকধ্বনি বড়ই মধুর শুনি
ভ্রমর ভ্রমরী রসে ভাসে॥

গেলাম রাজার পাশ চতুর্দ্দিকে মহোল্লাস
রাবণে ভৎর্সিনু বিস্তর।
যতেক বলিলে তুমি দ্বিগুণ শুনাই আমি
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
আজ্ঞা দিল লঙ্কেশ্বর ধরে চারি নিশাচর
লাফ দিনু প্রাচীর উপর।
চারি জনে সংহারিয়া রাবণেরে গালি দিয়া
শূন্যপথে আইল সত্বর॥
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী হরষিত রঘুমণি
অঙ্গদেরে দিলেন প্রসাদ।
সরস্বতী পরকাশ বিরচিল কৃত্তিবাস
বানরের জয় জয় নাদ॥

শ্রীরাম বলেন হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ॥
সে সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে।
তোমারে বাড়াব আমি অশেষ সম্মানে॥
দক্ষিণের দ্বারে যাও দক্ষিণের থানা।
তব কোপে দশানন পাছে দেয় হানা॥
বিদায় হইয়া যায় দক্ষিণের দ্বার।
কৃত্তিবাস রচিলা অঙ্গদ-রায়বার॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

অঙ্গদ যে একজন সুযোগ্য বীরপুরুষ ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনিও লঙ্কার শোভা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, পার্থিব ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে লঙ্কা অতি শোভমানা ছিল।

৪২ সর্গ—যুদ্ধারম্ভ।

৪৩শ সর্গ—কপি-রাক্ষস সৈন্যের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ।

৪৪।৪৫শ সর্গ। নিশাযুদ্ধ ও রাম কর্ত্তৃক যজ্ঞ, শক্র প্রভৃতির পরাজয় এবং অঙ্গদ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎ-বিজয় ও ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রাম-লক্ষ্মণ-বন্ধন।

৪৬শ সর্গ—বানর-সৈন্যের বিষাদ ও বিভীষণের আশ্বাস এবং ইন্দ্রজিতের লঙ্কা প্রবেশান্তর শুভ-সংবাদ প্রদান।

৪৭।৪৮শ সর্গ—ত্রিজটাসহ বিমানারোহণে সীতার রামাবস্থা-অবলোকনে বিলাপ এবং ত্রিজটা কর্ত্তৃক সান্ত্বনা-বাক্য কথন।

৪৯শ সর্গ—সংজ্ঞা-প্রাপ্ত রামের লক্ষ্মণাবস্থা-দর্শনে বিলাপ।

৫০শ সর্গ—গরুড়-স্পর্শে রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ-বন্ধন-মুক্তি।

উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

"হেনকালে দুই পক্ষে যুদ্ধ ঘোরতর।
ধাদ্ধিয়া উঠিল, গর্জ্জে রাক্ষস বানর॥
শূল শক্তি গদা আর পরশু লইয়া।
রাক্ষসেরা কপিগণে প্রহারে রুষিয়া॥
মহাকায় কপিরাজ সেই সবাকারে।
গিরিশৃঙ্গ নখ বৃক্ষ দশনে প্রহারে॥
বানরগণের মাঝে সুগ্রীবের জয়।
এই শব্দ মুহুর্মুহু চারি ধারে হয়॥
রাক্ষসগণের মাঝে রাবণের জয়।
এই শব্দ মুহুর্মুহু চারি ধারে হয়॥
জয় জয় ধ্বনি শুধু হয় চারি ধারে।
জয়ধ্বনি খেলে যেন গভীর হুঙ্কারে॥
দুই দলে যোদ্ধ দল আপন আপন।
নামোল্লেখি বীর্য্য-খ্যাতি করে বিজ্ঞাপন॥
ভীম রাক্ষসেরা যত প্রাকার উপর।
নিম্নে ভূমিতলে যত বানরনিকর॥
রাক্ষসেরা কপিগণে ভিন্দিপাল শূল।
মারিয়া করিল ক্রমে পীড়িত আকুল॥
কপিরাও ক্রোধ ভরে লম্ফ প্রদানিয়া।
রাক্ষসগণেরে নীচে আনিল টানিয়া॥
দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত।
রণ-ভূমি রক্ত-মাংসে হইল পূরিত॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তৎপর উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইল।

"শিব সনে যুঝেছিল অন্ধক যেমতি।
অঙ্গদের সনে যুঝে রাবণি তেমতি॥
প্রজঙ্ঘের সনে যুঝে বীরেন্দ্র সম্পাতি।
হনুমান যুঝে জম্বুমালীর সংহতি॥
শত্রুঘ্নের সনে যুঝে বীর বিভীষণ।
তপনের সনে গজ করে ঘোর রণ॥
নিকুম্ভের সনে যুঝে নীল বীরবর।
সুগ্রীব প্রঘস সনে করেন সমর॥
বিরূপাক্ষ রাক্ষসের সহিত লক্ষ্মণ।
করিতে লাগিলা রোষে ভয়ঙ্কর রণ॥
অগ্নিকেতু রশ্মিকেতু যজ্ঞ কোপ আর।
মিত্রঘ্ন ইহারা যুঝে রাম-সন্নিধ্যার॥
মৈন্দের সহিত যুঝে বজ্রমুষ্টি শূর।
দ্বিবিদ্ অশনি প্রভে সংগ্রাম প্রচুর॥
নলের সহিত যুঝে বীর প্রতপন।
বিদ্যুন্মালী সনে হয় সুষেণের রণ॥
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ উপস্থিত হৈল দুই দলে।
সবাকার দেহ হ'তে রক্ত-নদী চলে॥
চিকুর শৈবাল দেহ কাঠ সে নদীর।
নিজেই শোণিত তার সদ্য উষ্ণ-নীর॥

* * * *

অমরগণের করে দৈত্যের মতন।
বানরগণের করে নিশাচরগণ॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষত হয়ে পাইল নিধন।
ভগ্ন গদা শক্তি শর তোমর মুদ্গর॥
বিপর্য্যস্ত রথধ্বজ মৃত করিবর।
সাংগ্রামিক অশ্ব আর ভগ্নচক্রচয়॥

গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রণক্ষেত্রময়।
কপি আর রাক্ষসের মস্তক উদর ॥
হস্ত পদে রণভূমি হৈল ভয়ঙ্কর।
শৃগাল কুক্কুরগণ চারি ধারে ধায় ॥
কবন্ধ ভীষণরূপে নাচিয়া বেড়ায়।
তখন শোণিত গন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
পুনঃ যুদ্ধ করে সবে ঘোর হুঙ্কারিয়া।
নিশার অপেক্ষা তারা সেকালে কেবল ॥
করিতে লাগিল, আশা যুদ্ধের মঙ্গল।
সূর্য্যাস্ত হইল রজনী আইল
প্রাণ-সংহারিণী নিশি।
রাক্ষস বানরে নিশার সময়ে
আবার গেলগো মিশি ॥"

* * *

হেনকালে রাক্ষসেরা বরষিয়া শরধারা
রামের সম্মুখে রোষে ধায়।
মিটাতে সমর-সাধ ঘন ঘন সিংহনাদ
করি সবে চারি ধারে চায় ॥
সমুদ্র-গর্জ্জন মত গর্জ্জে সবে অবিরত
মুহুর্মুহু বাহু-আস্ফোটন।
তীক্ষ্ণ অসি ঘুরাইয়া বীর-দম্ভে লাফাইয়া
যায় করিবারে আক্রমণ ॥
বজ্রদংষ্ট্র মহোদর মহাপার্শ্ব বীরবর
শুক আর সারণ দুই জনে।
রামচন্দ্র রঘুবর মারিলা ছয়টি শর
অতিশয় রোষযুক্ত মনে ॥
তাহারা রামের শরে বিদ্ধ মর্ম্ম হ'য়ে ডরে
দ্রুতবেগে কৈল পলায়ন।
দুর্দ্দশার একশেষ প্রাণ মাত্র অবশেষ
নিশ্বাস পড়িছে ঘন ঘন ॥
অনল সমান শর নিক্ষেপিয়া রঘুবর
দশদিক করিলা নির্ম্মল।
হইল সকলে হত আছিল সম্মুখে যত
দুরাচার নিশাচর দল ॥
একে ঘোর বিভাবরী তাহে সিংহনাদ ভেরী
আরো ঘোর করিয়া তুলিল।
সমরের কোলাহল বাড়িতেছে অবিরল
সে আরাবে ত্রিকূট রবিল ॥
দীর্ঘকায় কৃষ্ণকায় যুদ্ধে গোলাঙ্গুলচয়
রক্ষোগণে বাহুতে বেড়িয়া।
আকর্ষণ করি বলে দশনে কাটিয়া গিলে
রাক্ষসেরা পালায় ছুটিয়া ॥
এদিকে অঙ্গদবীর ইন্দ্রজিৎ সনে।
সংগ্রাম করিতেছিলা রোষযুক্ত মনে ॥
ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসের তুরঙ্গ সারথি।
বিনষ্ট হইল খেয়ে অঙ্গদের লাথি ॥
রথ হ'তে ইন্দ্রজিৎ নামিয়া ভূতলে।
মহাকষ্টে অন্তর্হিত হৈলা সেই স্থলে ॥

* * *

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের করে।
পরাস্ত হইয়া ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে ॥
গর্ব্বিত * * * ইন্দ্রজিৎ শূর।
মায়ায় অদৃশ্য হ'য়ে যায় বহুদূর ॥
সে সময়ে ইন্দ্রজিৎ মায়ার কৌশলে।
ঘন ঘন খরশর নিক্ষেপিল বলে ॥
রাম-লক্ষ্মণেরে দুষ্ট নাগাস্ত্র-প্রহারে।
বিধিতে লাগিল অতি গভীর হুঙ্কারে ॥
সে অতীব কূটযোধী ক্ষণের ভিতরে।
ফেলিল মোহিত ক'রি রাম-লক্ষ্মণেরে ॥

সম্মুখ সমরে সেই বীর দুই জনে।
পরাভূত করে হেন কে আছে ভুবনে?
ইন্দ্রজিৎ মায়াবল প্রয়োগ করিয়া।
তাদিকে মোহিত কৈল রোষে হুঙ্কারিয়া॥

* * *

নাগ-পাশে বদ্ধ হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ!
কিছু না পাইলা আর দেখিতে দুজন॥
তাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইল।
ঝরঝর করি হায় শোণিত বহিল॥
রজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজ সমান দু'ভাই।
কম্পিত শরীরে ভূমে পড়িলা লুটাই॥
নাগপাশে দুই ভাই নিতান্ত পীড়িত।
অচেতন হ'য়ে দোঁহে ভূতলে পতিত॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ইন্দ্রজিতের সর্পরূপী নাগপাশাস্ত্র থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

রাম-লক্ষ্মণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কপিগণ নিতান্ত বিষাদিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

"জলধারাকুল-নেত্রে যূথপতিগণ।
তাদিগে বেষ্টন করি বিষাদে মগন॥" রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাম-লক্ষ্মণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া রাক্ষসগণ আনন্দে নিমগ্ন হইল।

"তখন সে কূটযোধী রাক্ষস নিচয়।
রাবণির এই কার্য্যে মানিল বিস্ময়॥
হৃষ্ট হ'য়ে সিংহনাদ করিতে লাগিল।
মার মার বলি বেগে, চৌদিকে ধাইল॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে স্পন্দহীন হ'য়ে।
নিরুচ্ছ্বাসে ভূমিতলে আছেন পড়িয়ে॥
রাক্ষসেরা তাঁহাদিগে সেরূপ নেহারি।
মৃত জ্ঞানে মনে মনে সুখী হইল ভারি॥
ইন্দ্রজিতে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিল।
'জয় রাবণের জয়' বলিয়া উঠিল॥
অনন্তর ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস নিকরে।
তুষিয়া পশিলা হর্ষে পুরীর ভিতরে॥"

* * *

"এ প্রিয় সংবাদ শুনি ইন্দ্রজিৎ-মুখে।
দশানন গাত্রোত্থান করিলেন সুখে॥
ইন্দ্রজিতে আলিঙ্গন করিয়া রাবণ।
মস্তক আঘ্রাণ তাঁর কৈলা ঘন ঘন॥
রাম-লক্ষ্মণেরে তিনি কিরূপে বাঁধিলা।
আদ্যোপান্ত সেই কথা রাবণ পুছিলা॥
কহে তবে ইন্দ্রজিৎ পিতার নিকটে।
কিরূপে সে দুই জনে ফেলিলা সঙ্কটে॥
পুত্রের বচন শুনি তুষ্ট দশানন।
শ্রীরামের ভয় তাঁর হইল মোচন॥
প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিতে হরিষ অন্তরে।
ধন্যবাদ দিলা বীর কর দুটি ধ'রে॥
ইন্দ্রজিতে বিদায়িয়া এদিকে রাবণ।
রাক্ষসীগণের কাছে কৈল আবা ॥

ত্রিজটা প্রভৃতি যত নিশাচারীগণ।
তাঁহার আদেশে তথা কৈল আগমন ॥
তাদিগে কহিলা রাজা হরিষ অন্তরে।
"অচিরে গমন কর সীতার গোচরে ॥
বল তারে ইন্দ্রজিৎ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
বিনাশ করিলা আজি ভয়ঙ্কর রণে ॥
পুষ্পকরথেতে তারে লয়ে একবার।
দেখাও লক্ষ্মণ-রামে রণভূ-মাঝার ॥
যাহার আশ্রয় গর্ব্বে এতদিন ধরি।
বিমুখ হইয়া আছে সীতা মম'পরি ॥
তাহার সে ভর্ত্তা রাম লক্ষ্মণের সনে।
বিনষ্ট হয়েছে আজ ভয়ঙ্কর রণে ॥
এক্ষণে রামের আশা নাহি আর তার।
রামের শঙ্কাও তার নাহি এবে আর ॥
এখন সে নিরুদ্বেগে আমার হইবে।
আমার হইবে আর কোথায় যাইবে ॥"

রাজা দশাননের এরূপ কার্য্য ও বাক্য পৈশাচিক-প্রবৃত্তিমূলক সন্দেহ নাই। রাজা দশাননের ন্যায় জ্ঞানবান্ রাজার পক্ষে সীতাদেবীর শোকের সময় রাম-লক্ষ্মণের মৃতবৎ দেহ প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছিল। পাশবপ্রবৃত্তি প্রবল হইলে যে জ্ঞানবৃত্তি নিষ্প্রভ হইবে ইহা স্বাভাবিক। রাজা দশাননেরও তাহাই হইয়াছিল। পাশববৃত্তির উত্তেজনার সময় তিনি জ্ঞানী হইয়াও জ্ঞানবুদ্ধি হারাইতেন।

নিশাচরীগণ রাবণের আদেশক্রমে সীতাদেবীকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া গেল।

"অনন্তর সীতা সতী ত্রিজটা সহিত।
দেখিলেন রণস্থলে হ'য়ে উপনীত ॥
বিনষ্ট হয়েছে বহু কপি সৈন্যগণ।
রাক্ষসেরা অতিশয় হর্ষময় মন ॥
আরো দেখিলেন, রাম-লক্ষ্মণের পাশে।
কপিবীরগণ আছে বসিয়া হতাশে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে অচেতন হ'য়ে
আছেন প্রথর শর-শয্যায় পড়িয়ে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবী এ সময় কি প্রকার শোকক্ষিপ্তা হইলেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

"জানকী শোকের ছাঁদে এই কথা বলি কাঁদে
হায় একি হইল আমার।
মনে যাহা ভাবি নাই কপালে ঘটিল তাই
গর্জ্জে আজি শোকের পাথার ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কহিতেন অনুক্ষণ
অবিধবা পুত্রবতী হবে।
তা আর হইল কই মৃত মোর স্বামী ওই
মিথ্যা কি গো কৈলা তাঁরা সবে ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কহিতেন অনুক্ষণ
যজ্ঞশীল রাজার বণিতা।
হবে তুমি ওগো সীতে খ্যাতি তব অবনীতে
চিরকাল রহিবে বিদিতা॥
বীর রাজা যত আছে তাদের পত্নীর কাছে
সবাকার অগ্রগণ্য হবে।
তা আর হইল কই মৃত মোর স্বামী ওই
মিথ্যা কি গো কৈলা তাঁরা সবে॥
কুলনারী যে লক্ষণে রাজ্যেশ্বর স্বামী-সনে
অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হল।
আমার চরণ-করে এইত বিরাজ করে
সেই পদ্মচিহ্ন অনুক্ষণ॥
যেই সব কুলক্ষণে দুর্ভাগা রমণীগণে
বিধবা হইয়া দুঃখ সয়।
কিছু তাহা নাহি মম কিন্তু একি অলক্ষণ
সুলক্ষণ থাকিতেও হয়॥
সামুদ্রিক-শাস্ত্রে কয় পদ্মচিহ্ন যদি রয়
কামিনীর পদ আর করে।
তা হইলে ফল তার, অবশ্য প্রসবে সার
কিন্তু মিথ্যা হৈল আজ মোরে॥
কেশ মোর কৃষ্ণ সরু অরোম সুগোল উরু
বিশ্লিষ্ট উভয় ভ্রূযুগল।
ললাট ঈষৎ উঁচু পাশে উচু মাঝে নীচু
নাভি বর্ণ মণি সমুজ্জ্বল॥
হাসি মোর মৃদুমন্দ সম মোর মণিবন্ধ
যবরেখা অঙ্কিত অঙ্গুলি।
নেত্র পদ গুল্‌ফ কর সুসমান চারুতর
সুকোমল গাত্র-লোম গুলি॥
এই সব সুলক্ষণে স্ত্রীলক্ষণ বিজ্ঞগণে
কহিতেন মোরে সুলক্ষণা।
হায় সেই সব আজি মায়াবীর মায়াবাজী
হ'য়ে গেল একি বিড়ম্বনা॥
হায় হায় একি হল সকলি ফুরায়ে গেল
আশা মূল হইল নির্ম্মূল।
নিশার স্বপন প্রায় একি গো ঘটিল হায়
পলে পলে হতেছি আকুল।
এই দুই ভ্রাতৃশূর করিলা কণ্টক দূর
জনস্থানে করিয়া প্রবেশ॥
না পেয়ে মোর সমাচার মহাসিন্ধু হৈলা পার
গোষ্পদে ডুবিলা অবশেষ।
কৈলা এরা অধিকার দৈব অস্ত্র খরধার
যাহে মরে মহাশত্রুগণ।
এ হেন সঙ্কটকালে কেন সেই অস্ত্র জালে
দুই বীর না কৈল স্মরণ॥
জানি গো জানি গো স্থির এই দুই মহাবীর
এ দুঃখিনী অনাথার নাথ।
ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া ছলে
ইহাদিগে করিল নিপাত।
কে এমন ভূমণ্ডলে সম্মুখ সমর কালে
প্রাণ পায় শ্রীরামের বাণে।
কাপুরুষ ইন্দ্রজিৎ থাকি আজি লুক্কায়িত
এ দোহারে বধিয়াছে প্রাণে।
বুঝিলাম এই বার কালের পঙ্কেতে ভার
কিছু নাই কিছু নাই হায়।
কৃতান্ত একান্ত ক্রূর নহিলে এই দুই শূর
কেন আজ এ হেন দশায়।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবী সামুদ্রিক-শাস্ত্রও পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং দৈবজ্ঞের বাক্যেও তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ছিল এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে।

ত্রিজটা রাক্ষসী তবে কহিলা সীতায়।
শান্ত হও দেবি! তুমি আমার কথায়।
কেন গো বিষণ্ণ হও? নাহি কোন ভয়।
জীবিত আছেন রাম নিশ্চয় নিশ্চয়॥
যে হেতু এ কথা বলি হেতু আছে তার।
শুন তাহা বলিতেছি নিকটে তোমার॥
ওই দেখ চেয়ে দেখ কপিসৈন্যগণ।
কোপ হর্ষে এক কালে হয়েছে কেমন॥
জীবিত না রহিতেন যদি রঘুবর।
তা হ'লে উহারা আজ হইত কাতর।

*   *   *

যদি মরিতেন রাম, তবে সৈন্যগণ।
হৈত কর্ণধারহীন নৌকার মতন॥
আশ্বাসিত হও তুমি বুঝিতেছি আমি।
ভ্রাতৃসহ মরে নাই তব প্রিয়-স্বামী॥
চরিত্র-স্বভাব গুণে তুমি গো জানকি!
পশিয়াছ হৃদে মোর অধিক কব কি॥
তোমায় অলীক বাক্যে পূর্ব্বেও কখন।
দি নাই প্রবোধ আমি এখনো তেমন॥
বলিতে কি রাম আর লক্ষ্মণ দুজনে।
ইন্দ্রও বধিতে নারে সমর-প্রাঙ্গণে।
হেরি আমি তাহাদের তাদৃশ আকার।
এইরূপ কহিলাম নিকটে তোমার।
ইহাই আশ্চর্য্য শুধু এ রা দুই জন।
নাগ-পাশে বদ্ধ হ'য়ে বিহীন-চেতন॥
শ্রীচাঁদ এদের কিন্তু নষ্ট হয় নাই।
তাই বলি তুমি আর কেঁদনা সদাই॥
শোক না করিও তুমি ইহাঁদের তরে
দুঃখ মোহ পরিহার কর গো সত্বরে॥
ত্রিজটার কথা শুনি জানকী তখন।
কহিলেন করযোড়ে করি সম্বোধন॥
প্রিয় সখি যেইরূপ কহিতেছ তুমি।
সত্য হৌক এবে তাই প্রাণে বাঁচি আমি॥

অনন্তর সীতা বিমান ফিরায়ে
লঙ্কায় প্রবেশ করি।
বিষাদিত মনে নামিলা ভূতলে
ত্রিজটার কর ধরি॥
রাক্ষসীরা তাঁরে অশোক কাননে
লইয়া পশিলা ত্বরা।
শ্রীরামের শোকে লক্ষ্মণের শোকে
হৈলা সীতা শোকাতুরা॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সরমার ন্যায় ত্রিজটাও রাক্ষসকুলের মধ্যে একটি রমণীরত্ন। ত্রিজটা ধর্ম্ম ও ন্যায়পরায়ণা রমণী সুতরাং সীতাদেবীর প্রতি অনুরাগিনী।

"কান্দিতে কান্দিতে রাম কহিলা তখন।
হায় একি ভূমে পড়ি প্রাণের লক্ষ্মণ॥
অনুজ লক্ষ্মণ মোর পড়িয়া যে কালে।
সীতা বা জীবনে মোর কি লাভ সে কালে॥

মর্ত্ত্যলোক অন্বেষিলে সীতার সমান।
অবশ্য পাইব নারী নাহি তাহে আন॥
কিন্তু লক্ষ্মণের সম অনুজ সহায়।
মহাযোদ্ধা নাহি পাব আর যে কোথায়॥
এক্ষণে লক্ষ্মণ যদি জীবিত না রয়।
সবার সমক্ষে আজি মরিব নিশ্চয়॥
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রারে গিয়া।
কি কহিব আমি বক্ষ পাষাণে বান্ধিয়া॥
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া যদি যাই অযোধ্যায়।
কি বলিয়া প্রবোধিব সুমিত্রা মাতায়॥
ভরত শত্রুঘ্নে আমি বলিব কি করি।
লক্ষ্মণেরে বনে রাখি আইলাম ফিরি॥
সুমিত্রা আমারে যবে করিবে ভর্ৎসনা।
কদাচ সহিতে তাহা আমি পারিব না॥
এই হেতু এই খানে মরিব নিশ্চয়।
অযোধ্যায় যাওয়া মোর কভু ভাল নয়॥
আমার কারণে আজি কুমার লক্ষ্মণ।
মৃতসম করিছেন ভূতলে শয়ন॥
অতীব কুকর্ম্মি আমি, নীচ ততোধিক।
ধিক্ ধিক্ মোরে ধিক্ কোটি কোটি ধিক্॥
শোকের সময়ে তুমি ভাইরে লক্ষ্মণ।
প্রবোধিতে মোরে কহি সান্ত্বনা বচন॥
কিন্তু আজ আমি ভাই হয়েছি কাতর।
মৃতকল্প বলি তুমি সম্ভাষণা কর॥
বহু নিশাচরে তুমি বধিলে যথায়।
নিজে আজ আছ পড়ি ভাইরে তথায়॥
মর্ম্মে মর্ম্মে খর শর বিঁধেছে তোমার।
নীরব রয়েছে ভাই লক্ষ্মণ আমার॥
আমার সহিত তুমি আইলে কাননে।
যমালয়ে আমি ভাই যাব তব সনে॥

মম অনুগত তুমি আশ্রিতবৎসল।
এ দশা তোমার মোর দোষেই কেবল॥
অতিরুষ্ট হইয়াও কখন আমায়।
কটু কথা কহ নাই ভুলেও জিহ্বায়॥
অসামান্য শক্তি তব তুমি একেবারে।
পাঁচ শত শর তাই পার এড়িবারে॥
এই হেতু কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষা তোমারে।
বলী বলি ভাবি আমি মনের মাঝারে॥
বাসবের শরবেগ যে শর নিকরে।
সে লক্ষ্মণ পড়ি আজ ভূতল উপরে॥
ইচ্ছা ছিল লঙ্কাপুরী দিব বিভীষণে।
তা আর হইল কই দুঃখ রৈল মনে॥
হে সুগ্রীব। এবে আমি শোকাকুল ব'লি।
দুর্ব্বলের পক্ষ তুমি হইয়াছ বলি।
নিশ্চয় হারিবে এবে রাবণের করে।
তাই বলি অবিলম্বে ফিরে যাও ঘরে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল প্রভৃতিরে।
লইয়া সাগর পার হও হে অচিরে॥
দুষ্কর সাধন তুমি কৈলে বীরবর।
নাহিক আমার মিত্র তোমার সোসর॥
গোলাঙ্গুলেশ্বর মৈন্দ দ্বিবিদ অঙ্গদ।
ঋক্ষরাজ জাম্বুবান সহিয়া বিপদ॥
বিচিত্র অদ্ভুত কার্য্য কৈলা সম্পাদন।
নাহি দেখি অন্য বীর এদের মতন॥
সম্পাতি কেশরী গজ গবাক্ষ গবয়।
শরভ প্রভৃতি যত মহাবীরচয়॥
প্রাণপণে যুদ্ধ কৈলা আমার কারণ।
ইহাদের বীরত্বের নাহিক তুলন॥
ইহাদের কার্য্যে মোর হয়েছে সন্তোষ।
কিন্তু না ফলিল ফল! এ ভাগ্যের দোষ॥

কে বলে এমন লোক আছয়ে সংসারে
দৈবে অতিক্রম কভু করিবারে পারে ?
হে সুগ্রীব তুমি ভাই প্রিয় মিত্র মম
ধর্ম্মভীরু নাহি আমি দেখি তব সম।
যতদূর সাধ্য তব তুমি তা করিলে
ছাড়িয়া প্রাণের আশা যুদ্ধে ঝাঁপ দিলে।
কিন্তু মোর ভাগ্য-দোষে সকলি বিফল,
ধিক্ মোরে এবে মোর মরণ মঙ্গল।
কপিগণ মিত্র-কার্য্য কৈলে সম্পাদন,
কহি এবে যাহা ইচ্ছা করহ গমন।
শ্রীরামের কথা শ্রবণ করিয়া
কাঁদিল বানরগণ
বিষাদের ভরে অশ্রুজল ঝরে
আকুল হইল মন।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কিছুকাল পরে শ্রীরামচন্দ্র নাগ-পাশে বদ্ধ থাকিলেও সংজ্ঞালাভ করিয়া লক্ষ্মণের জন্য নানাবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সুষেণ কপি চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কিংকর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে সকলে আলোচনা করিতেছিল, এরূপ সময় সুষেণকপি বলিল যে, ক্ষীরোদ সমুদ্রে বিশল্যকরণী নামক সঞ্জীবনী পার্ব্বতীয় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহা আনিলেই তদ্দ্বারা রাম-লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন লাভ হইবে। তখন-সর্পশত্রু গরুড় আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

"অনন্তর কপিগণ মুহূর্ত্ত ভিতর
নিরখিল গরুড়েরে পাবক-সোসর।
পক্ষীশ গরুড় তথা হৈলে উপনীত,
শররূপী সর্পগণ হৈল বড় ভীত।
রাম-লক্ষ্মণেরে তারা জড়াইয়া ছিল
গরুড়ে হেরিয়া এবে ভয়ে পলাইল।
পুলকিত চিতে তবে গরুড় সুজন
রাম-লক্ষ্মণের দেহ কৈলা পরশন।
আপনার করতলে তাঁদের বদন
মার্জ্জনা করিয়া দিল গরুড় সুজন।
গরুড় তাঁদের দেহ ছুঁইল যেমনি
সমস্ত ব্রণের মুখ শুকাল অমনি
দোঁহার শরীর ত্বরা শীতল হইল
শ্রীলাবণ্যে সুশোভিয়া সুন্দর সাজিল
বলবীর্য্য কান্তি তেজ স্মৃতি বুদ্ধি জ্ঞান
উৎসাহ প্রভৃতি হৈল দ্বিগুণ সমান।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে তবে করি উত্থাপন,
পক্ষীশ গরুড় কৈলা সুখে আলিঙ্গন।
হৃষ্টমনে তবে রাম কহিলা তাঁহায়
শুন বীর পক্ষীবর কহি গো তোমায়।
এ ঘোর বিপদ হ'তে তোমার কৃপায়
মুক্ত হয়ে পূর্ব্ব বল পাইনু ত্বরায়।
পিতা দশরথ আর পিতামহ অজে
নিরখিলে মন যথা সুখ-রসে মজে,

তোমারে সেরূপ আজ পেয়ে পক্ষীবর
আমা দোঁহাকার হৈল প্রসন্ন অন্তর।
তুমি গো সুরূপ, সর্ব্ব শরীরে তোমার
চন্দন-লেপন গলে মনোহর হার।
দিব্য আভরণ আর নির্ম্মল বসনে
পাইতেছ শোভা তুমি নিরখি নয়নে।
কে তুমি এক্ষণে বল এই নিবেদন
আমাদের মনোবাঞ্ছা কর গো পূরণ।
পুলকিত মনে কহে গরুড় তখন
শুন রঘুবর রাম রাজীবলোচন।
আমি তব সখা আর বহিশ্চর প্রাণ
গরুড় আমার নাম শুন মতিমান্।
এ সঙ্কটে তোমা দোঁহে সাহায্য করিতে
ফেলিয়া সমস্ত কার্য্য আইনু ত্বরিতে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে তোমা দুই জনে
বাঁধিয়াছে যে দারুণ শরের বন্ধনে,
অসুর বানর যক্ষ ইন্দ্রাদি দেবতা
কে তাহা বুঝিতে পারে কাহার ক্ষমতা?
তীক্ষ্ণদন্ত মহাবিষ এ সকল নাগ,
এ সবারে ইন্দ্রজিৎ করে অনুরাগ।
ইহারা আশ্রিত তার তাহারি মায়ায়
শররূপ ধরিয়াছে রাম রঘুরায়।
তুমি আর লক্ষ্মণের বড় ভাগ্যবল,
নতুবা ঘটিত আজ ঘোর অমঙ্গল।
বন্ধন-সংবাদ পেয়ে তোমা দোঁহাকার
স্নেহে কৈনু তোমাদের বন্ধন-মোচন;
অতঃপর থেকো ভয়ে সতর্কিত মন।

* * *

ধর্ম্মশীল তুমি রাম অরাতিরো প্রতি
বাৎসল্য তোমার আছে জানে জগপতি।
এবে অনুমতি কর তুমি গো আমায়
আপনার স্থানে আমি যাই অচিরায়।
কি সূত্রে যে মোর সনে সখ্যতা তোমার
এবে আবশ্যক নাই তাহা জানিবার।
লঙ্কার সমর জয় করিয়া যখন
ফিরিয়া যাইবে তাহা জানিবে তখন।
তব শরে লঙ্কা-মাঝে শুন মহাবল
অবশিষ্ট রবে বৃদ্ধ বালক কেবল।
অচিরে রাবণে তুমি করিয়া সংহার
তব জায়া জানকীরে করিবে উদ্ধার।

খগেশ গরুড় এই কথা বলি
রামচন্দ্র রঘুবরে
প্রদক্ষিণ আর, আলিঙ্গন করি
উড়িলেন নীলাম্বরে।
যূথপতিগণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে
নীরোগ দেখিয়া তবে
লাঙ্গুল-কম্পন করি ঘন ঘন
গর্জ্জিল ভৈরব রবে।
ভেরীর নিনাদ উত্থিত হইল
মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠে;
হৃষ্টমনে কেহ করে শঙ্খনাদ
কেহ বা আনন্দে ছুটে।
বাহু-আস্ফোটন বৃক্ষ-উৎপাটন
করি বীর কপিগণ
দল বাঁধি বাঁধি, দাঁড়াতে লাগিল,
কেহ করে গরজন।

সে গর্জ্জন শুনি, রাক্ষসনিকর,
হইল চকিত ভীত।
হরিষে বিষাদ, হইল সবার,
বলে একি আচম্বিত॥
বীর কপিগণ সমর কারণ,
লঙ্কার দুয়ারে চলে।
বরিষা নিশায়, মেঘধ্বনি প্রায়,
গরজে বানরদলে॥"
৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস এ সময়ের অবস্থা অতি অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

"নাগপাশে মুক্ত হৈলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রাম জয় শব্দ করে যত কপিগণ॥
একেবারে যত কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কায় রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥"
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

৫১শ সর্গ। ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ-যাত্রা।

৫২শ সর্গ। ধূম্রাক্ষ-বধ।

৫৩।৫৪ সর্গ। বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ-যাত্রা ও বধ।

৫৫।৫৬ সর্গ। অকম্পনের যুদ্ধ-যাত্রা ও বধ।

৫৭ সর্গ। প্রহস্তের যুদ্ধ-যাত্রা।

৫৮শ সর্গ। প্রহস্ত বধ।

৫৯ম সর্গ। রাবণের যুদ্ধ-যাত্রা ও পরাজয়ান্তে পুর-প্রবেশ।

এ দিকে রাবণ রাজা করিলা শ্রবণ।
কপিরা সহসা করে গম্ভীর গর্জ্জন॥
শুনি তাহা লঙ্কাপতি সবার সম্মুখে।
সবিস্ময়ে কহিলেন বিষাদিত মুখে॥
উহাদের সিংহনাদ বিশাল সাগর।
ক্ষুভিত হতেছে দেখ রাক্ষস-নিকর॥
ইহাতে বস্তুত মোর মনের মাঝার।
আশঙ্কা জন্মিছে বহু কি এই ব্যাপার॥
এই বলি পুনরায় কহিলা রাবণ।
অচিরে গমন কর নিশাচরগণ॥
সঙ্কট সময়ে কেন বানর-নিকর।
গর্জ্জন করিছে হয়ে হরিষ অন্তর॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে নিশাচরগণ।
অচিরে প্রাকারপরি কৈল আরোহণ॥
দেখিল বানররাজ সুগ্রীব বীরেশ।
কপিসৈন্য রক্ষিতেছে করিয়া বিশেষ॥
নাগপাশ হ'তে মুক্ত শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
নিরখিয়া রাক্ষসেরা বিষণ্ণ বদন॥"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

নিশাচরগণ তখন ভীতচিত্তে প্রাকার হইতে অবতরণ করিয়া রাজা দশাননকে সমস্ত বিবরণ বলিলে তিনি নিতান্ত চিন্তিত ও বিষাদিত হইলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ ও বিকারপ্রাপ্ত হইল। তিনি হতাশহৃদয়ে বলিলেন।

"অসম্ভব সংঘটন দৈবেই কেবল।"

পরক্ষণেই তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।

"দশানন এই বলি দারুণ রুষিলা,
সর্পসম ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিলা।
ধূম্রাক্ষে আহ্বান করি কহিলা তখন,
সসৈন্যে বধিতে যাও শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

ধূম্রাক্ষ যুদ্ধে হনূমান দ্বারা নিহত হইল, হতাবশিষ্ট রাক্ষসনিচয় লঙ্কায় সত্বর প্রবেশ করিয়া রাবণের নিকট ধূম্রাক্ষের মৃত্যু-সংবাদ ও বহুসংখ্যক রক্ষো-সেনার নিধন-সংবাদ পৌঁছাইল।

"অনন্তর লঙ্কাপতি রাজা দশানন।
মহাবীর ধূম্রাক্ষের নিধন-সংবাদে॥
যার পর নাই হৈলা ক্রোধাবিষ্ট মন।
দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস বীর ত্যজিলা বিষাদে॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

অবিলম্বে তিনি বজ্রদংষ্ট্রবীরকে সসৈন্যে যুদ্ধে পাঠাইলেন।

"বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর রাবণ আজ্ঞায়।
বহির্গত হইলেন সাজিয়া তখনি॥
রথ হস্তী খর উষ্ট্র সঙ্গে কত যায়।
চলিল সংগ্রাম রণ করি ঘোর ধ্বনি॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

অঙ্গদসহ যুদ্ধে বজ্রদংষ্ট্র বীর নিধন প্রাপ্ত হইল।

"বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসের দেখিয়া বিনাশ।
রাক্ষসগণের মনে হইল তরাস॥
বানরগণের করে হতমান হ'য়ে।
লজ্জায় লঙ্কার পানে পলাইল ধেয়ে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বজ্রদংষ্ট্রের নিধন সংবাদ শ্রবণে রাজা দশানন নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অকম্পনকে সসৈন্যে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

"অকম্পন নিশাচর, মেঘসম কলেবর
কণ্ঠস্বর জলদ গম্ভীর।
অমর-নিকর তারে, হারাইতে নাহি পারে,
সেই বীর হেন মহাবীর॥
রক্ষোবীর অকম্পন, চারু রথে আরোহণ,
করিয়া লইয়া সৈন্যগণে।
বাহিরিলা ক্রোধভরে, সৈন্যেরা হুঙ্কার করে
কপিগণ পরমাদ গণে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

হনূমানসহ যুদ্ধে অকম্পন বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কপিগণ প্রস্তর ও বৃক্ষাদি দ্বারা যুদ্ধ করিত, রাম-লক্ষ্মণ ও রাক্ষসগণ ধনুর্ব্বাণাদি দ্বারা যুদ্ধ করিত। অকম্পন হনূমান দ্বারা যে প্রকারে নিহত হইল, তদ্বর্ণনা দৃষ্টেই বুঝা যাইবে, সে সময় কপি-রাক্ষসে কি প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল। রাক্ষসগণ সময় সময় আবশ্যকমত যুদ্ধকালে বৃক্ষাদিও ব্যবহার করিত।

"তবে অকম্পন, ভীম দরশন,
হনূরে আসিতে দেখিয়া।
গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দশ বাণে,
ফেলিলেন তাঁরে বিধিয়া॥
হনূমান তবে, গরজি ভৈরবে
বৃক্ষ এক নৈলা উপাড়ি।
অকম্পন শিরে, মারিলা অচিরে,
পরে অকম্পন আছাড়ি॥
চূর্ণ হৈল শির, বহিল রুধির,
অকম্পন মরে তখনি।
কপিগণ সুখে, বলে রুখে রুখে,
জয় জয় রাম অমনি॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

অকম্পনের মৃত্যু-সংবাদে রাজা দশানন নিতান্ত চিন্তিত ও বিষাদিত হইলেন।

"মৈল বীর অকম্পন, শুনি রাজা দশানন,
দীন মুখে মন্ত্রিগণ প্রতি।
করিলেন নিরীক্ষণ, অতিশয় ক্ষুণ্ণ মন,
হৃদয়ে বাজিল ব্যথা অতি॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তৎপর রাজা দশানন সেনাপতি প্রহস্তকে সসৈন্যে যুদ্ধে পাঠাইলেন। প্রহস্ত যুদ্ধে নীলবানর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। এই উভয় বীরের যুদ্ধ-বর্ণনা এইরূপ।

"বায়ু যথা বেগে মেঘ-অভিমুখে,
ধায় নীল তথা প্রহস্তের প্রতি।
নীলে দেখি, করে ধরি শরাসন,
বর্ষে শরজাল প্রহস্ত দুর্ম্মতি।
বেগে বিদ্ধ করি নীলের শরীর,
প্রহস্ত নিক্ষিপ্ত আয়ুধ সকল।
কোপান্বিত কালভুজঙ্গের মত,
ভূপৃষ্ঠ ভেদিয়া যায় রসাতল।

নীলবীর এক বৃক্ষ উপাড়িয়া,
প্রহস্তের দেহে করিলা প্রহার।
কুপিত প্রহস্ত সিংহনাদ করি,
নীল লক্ষ্যি বাণ বর্ষে অনিবার।
দুরাত্মা প্রহস্ত নারি নিবারিতে,
বৃষ যথা করি মুদিত নয়ন।
শারদ-ঝটিতি আগত বরষা।
সহে, শর নীল, সহিলা তেমন॥
কোপাবিষ্ট নীল হ'য়ে অতঃপর।
বেগে শালতরু করিয়া গ্রহণ।
বিশাল বৃক্ষের একটি আঘাতে।
নাশিলা প্রহস্ত রথ অশ্বগণ।
তবে বল করি ধরি শরাসন॥
ভাঙ্গি সিংহনাদ করে ঘোরতর।
লম্ফেতে প্রহস্ত মুষল হাতেতে॥
নীলের সম্মুখে গেলা ত্বরাপর।
তবে জাত-বৈর দুই মহাবীর।
প্রতিমুখে রহি সরক্ত শরীরে॥
মদস্রাবী দুই মাতঙ্গের মত
উভয়ে দশনে উভয়েরে চিরে।
দুই বীর ভীম সিংহ-ব্যাঘ্র-প্রায়।
হিংসায় পূরিত দেহ দুজনার:
ইন্দ্র-বৃত্র-প্রায় যশঃপ্রার্থী দোঁহে।
জয়শ্রী উভে'র সম অধিকার।
বহুল আয়াসে প্রহস্ত সেনানী।
নীলের ললাটে মারিলা মুষল।
বীরের ললাট ভেদিয়া তখন।
শোণিতের ধারা বহে অবিরল।
ক্রোধাবিষ্ট নীল হ'য়ে ঘোরতর।
মহাবৃক্ষ এক করিয়া ধারণ।
প্রহস্তের বক্ষ সন্ধান করিয়া।
বেগেতে প্রহার করিলা তখন।
বৃক্ষের আঘাতে লক্ষ্য না করিয়া
হাতে লয়ে নিজ মুষল ভীষণ।
নীল বীর প্রতি প্রহস্ত ধাবিত।
নীল এক শিলা কৈলা নিক্ষেপণ।
প্রহস্তের শির শতধা চূর্ণিল।
হয়ে হতবল, বিহীন-জীবন।
নিরিন্দ্রিয় ছিন্নমূল-তরুপ্রায়।
ধরাতলে বীর পড়িলা তখন॥
প্রহস্তের দেহ পর্ব্বত-প্রমাণ।
ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল॥
চেতনাবিহীন-শরীর হইতে।
বেগে রক্ত-ধারা বহিয়া ছুটিল॥
প্রহস্তেরে হত রণে হেরি রক্ষোগণ।
বিষণ্ণ মনেতে সবে করে পলায়ন॥
সেতু ভগ্ন হ'লে জলে না থাকে যেমন।
সেনাপতি বধে রণে তথা রক্ষোগণ॥
নিরুদ্যম নিরুৎসাহ প্রবেশে লঙ্কায়।
মুখ-ভাতি নাহি আর ম্লান কুচিন্তায়॥
মৌনি হ'য়ে চলে শোকে বিচেতন প্রায়।

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

প্রহস্তের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া রাজা দশানন শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি অতি তেজোসম্পন্ন বীরপুরুষ ছিলেন সুতরাং শোকে, দুঃখে তাঁহাকে বেশী অভি-

ভূত করিতে পারিত না। শোক ও দুঃখের সময় তন্মুহূর্ত্তেই তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন। ইহাই তেজঃসম্পন্ন শক্তিশালী বীরপুরুষের লক্ষণ।

তিনি বুঝিলেন শত্রুগণ বল-দৃপ্ত, তাহাদিগকে আর উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে এজন্য তিনি স্বয়ং সসৈন্যে যুদ্ধে যাইবার জন্য সজ্জিত হইলেন।

দীপ্ত-হুতাশন যথা দহে বনস্থল।
দহিব লক্ষ্মণ রাম আর কপিদল ॥
এতবলি ইন্দ্র-শত্রু রাবণ তখন।
সদশ্ব-যোজিত রথে কৈলা আরোহণ ॥
রাবণের রথখান কি কহিব আর।
জ্বলে যেন ধগ্ ধগ্ জ্বলন্ত অঙ্গার ॥

*　　*　　*

পুণ্য স্তবে স্তুত হ'য়ে বীর দশানন।
রথে চলি বহির্গত হইলা তখন ॥
বিরাজেন রুদ্র যথা ভূত-পরিবৃত।
রক্ষো-মাঝে লঙ্কাপতি শোভিলা তেমত ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশাননের শোভা দেখিয়া শত্রু রামচন্দ্রও বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন—হইবারও কথা।

অনন্তর রামচন্দ্র কহেন বচন।
আহা কিবা তেজোময় রাক্ষস রাজন ॥
শোভা-বিভা-বিজড়িত আদিত্যের প্রায়।
তেজোরাশি ভেদি রূপ দেখা নাহি যায় ॥
যেই মত দেহভাগ্য দেখি রাবণের।
কভু নাহি হয় হেন দেব-দানবের ॥
অনুগামী বীরগণ অতি দীর্ঘকায়।
গিরিযোধী তীক্ষ্ণ অস্ত্র হাতে শোভা পায় ॥
এসকল বীরগণে বেষ্টিত রাবণ।
শোভে প্রেত-পরিবৃত কৃতান্ত যেমন ॥
অধিক কি কব আজি সৌভাগ্য আমার।
তাই পাইলাম আমি সাক্ষাৎ ইহাঁর ॥
সীতা-হরণের শোধ ইহার উপর।
লইব আজিকে, মনে এই স্থিরতর ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশানন এইবার যুদ্ধে প্রধান প্রধান কপিসেনাপতিগণকে পরাভব করিলেন, লক্ষ্মণকে শক্তিশেল মারিয়া মূর্চ্ছিত করিলেন। পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া লঙ্কায় ফিরিয়া গেলেন।

রাজা দশানন লক্ষ্মণকে শক্তিশেল মারিয়া মূর্চ্ছিত করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া লঙ্কায় লইয়া যাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের দেহের গুরুত্ব বিধায় তাঁহাকে তুলিয়া লইতে সমর্থ হইলেন না। বিশেষ হনুমান্ আসিয়াও সেই সময়

বাধা জন্মাইল। হনুমান তৎপর মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে পাথলিকোলে করিয়া লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট রাখিল।

হিমাদ্রি মন্দর সুমেরু-ভূধর
ত্রিলোকদেবের সহ।
দন্তে লয় তুলি সেই মহাবলী
নারিলা লক্ষ্মণ-দেহ॥
* * *
তবে দশানন বাহুতে বেষ্টন
করিয়া টানিল ঘন।
একপদ তায় নড়াইতে হায়
না পারিলা দশানন॥
তবে হনুমান কুপিত হইয়া।
রাবণের প্রতি দ্রুতবেগে গিয়া॥
করে মুষ্ট্যাঘাত বক্ষের উপরে।
বিমুগ্ধ রাবণ রথোপরে পড়ে॥
বদন নয়ন আর কর্ণপথে।
অবিরত রক্ত লাগিল বহিতে॥
ব্যথায় বীরের সর্ব্ব অঙ্গ ঘুরে।
বসিলা রাবণ বিমান উপরে॥
শ্রবণ নয়ন ইন্দ্রিয় সকল।
এক মুষ্টি ঘায় হইল বিকল॥
এত বিমোহিত হইল রাবণ।
নিজে কোন্ স্থানে না হয় স্মরণ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

* * * * *

তবে হনুমান ত্বরিত গমনে।
দুইহাতে তুলি লইয়া লক্ষ্মণে॥
উত্তরিল গিয়া শ্রীরাম-গোচরে।
রাখিলা তথায় শরবিদ্ধ বীরে॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট রাজা দশানন পরাস্ত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ণমনে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিলেন।

হতগর্ব্ব ক্ষুণ্ণ-মন রাবণ তখন।
সসৈন্যেতে লঙ্কাপুরে করিলা গমন॥ রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এদিকে—

রণহ'তে রামচন্দ্র লভি অবসর।
সকপি লক্ষ্মণে কৈলা সুস্থ কলেবর॥ রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের শক্তিশেলে মূর্চ্ছিতকালে তাঁহাকে ধরিয়া রাবণের টানাটানি ও হনুমানের বাধা অল্প কথায় অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ পড়িল রণে হয়ে অচেতন।
কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে ধরিল রাবণ॥
রথে তুলি লঙ্কার মধ্যে লইতে চায়।
শত মেরু-ভার হইল লক্ষ্মণের কায়॥
লক্ষ্মণে নাড়িতে নারে হৈল অপমান।
দূর হৈতে দেখে তাহা বীর হনুমান॥
রাবণের গালেতে মারিল এক চড়।
চড় খেয়ে রাবণ উঠিয়া দিল রড়॥
পলাইল রাবণ দেখিয়া হনুমান।
করিয়া পাথালি কোলা তুলিল লক্ষ্মণ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত হওয়ার সহিত হোমরের ইলিয়াডের পেণ্ডারাস—(Pandaras) নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মেনিলাসের (Menelus) মূর্চ্ছিত হওয়ার তুলনা করা যাইতে পারে এবং তৎসময়ে তৎভ্রাতা এগামেমননের (Agamemonon) বিলাপের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের ইন্দ্রজিতের নাগপাশাবদ্ধ মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে দৃষ্টে সকরুণ বিলাপের তুলনা করা যাইতে পারে।

Brother dear
Fatal to thee hath been the oath I swace
When thou stoodest forth above for Greece to fight
Wounded by Trajous who their plighted troth
Have trodden under foot &c.

Derby's Homer's Iliod

ইত্যাদিরূপ এগামেমন (Agamemon) তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতার মেনিলাসের (Menelus) জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন। এইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য বিলাপ অধুনা পাশ্চাত্য-জগতের কল্পনাতীত। কোন ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছেন এরূপ বিলাপ পিতা পুত্রের জন্য বিলাপের ন্যায়, জ্যেষ্ঠভ্রাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য বিলাপের ন্যায় নহে।

("Such lamentations are much more like the feeling of a parent than of an elder brother.)

কিন্তু ভারতে আজকালও এরূপ ভ্রাতৃস্নেহ বিরল নহে। পাশ্চাত্য-জগৎ যাহাই বলুক না কেন এরূপ ভ্রাতৃস্নেহ যে অতীব প্রশংসনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। পিতৃ-অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের পিতৃ-স্থানীয় হওয়া অতি বাঞ্ছনীয়।

৬০ম সর্গ—কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

৬১ম সর্গ—রামের নিকট বিভীষণ কর্তৃক কুম্ভকর্ণের পরিচয়-প্রদান।

৬৩ম সর্গ—রাবণ-কুম্ভকর্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি।

৬৪ম সর্গ—সহোদরের সসম্ভ্রমোক্তি।

৬৫ম সর্গ—কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা।

৬৬-৬৭ সর্গ—কুম্ভকর্ণের সহিত বানরগণ ও সুগ্রীবের যুদ্ধ এবং সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কাপ্রবেশকালে সুগ্রীব কর্তৃক তন্নাসিকা-ছেদন এবং তাহার পুনরায় যুদ্ধে প্রবেশ ও রামকর্তৃক বধ।

লোকজন দ্বারা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করা হইল। কুম্ভকর্ণ নিশাচরগণের নিকট সমস্ত বিবরণ শুনিয়া—

কহিলেন যূপাক্ষেরে ঘূর্ণিত-লোচনে।
অদ্যই সচিব আমি সমর-প্রাঙ্গণে॥
মানবগণের সনে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
পরাজয় করি পরে রক্ষোরাজ সনে॥
সাক্ষাৎ করিব হেন ইচ্ছা করি মনে।
কপিদের রক্ত-মাংস রক্ষোগণে আজ।
পরিতৃপ্ত করিব ফেলিয়া শত কাজ॥
রাম-লক্ষ্মণের রক্ত আনন্দে আপনি।
করিব করিব পান বধিয়া এখনি॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

*　*　*

কুম্ভকর্ণও রাবণের ন্যায় তেজোপূর্ণ ছিলেন।

*　*　*

ক্রোধিত গর্ব্বিত কুম্ভকর্ণেরে তখন।
করযোড়ে সহোদর কহিলা বচন॥

*　*　*

অগ্রে তুমি লঙ্কানাথ রাবণ রাজার।
বাক্য শুনি দোষ-গুণ করিয়া বিচার।
পশ্চাৎ করিও যত বিপদ সংহার॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কুম্ভকর্ণের আকৃতি ভয়ঙ্কর ছিল।

কাঁপিতে লাগিল ধরা পদভরে তার।
কি এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রচণ্ড আকার॥ রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রামচন্দ্র তাহার অবয়ব দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন এবং বিভীষণের নিকট জিজ্ঞাসায় তাহার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

কুম্ভকর্ণ ছয়মাস একাদিক্রমে নিদ্রিত থাকিতেন তৎপর একদিনের জন্ম জাগরিত হইতেন।' এ নিদ্রাভঙ্গ দ্বারা তাহার অনিয়ম করা হইল। কুম্ভকর্ণ ভয়ানক লোকবিনাশকারী ছিল এজন্যই বিধাতার ইচ্ছানুসারে কুম্ভকর্ণের এইরূপ নিদ্রার বিধান হইয়াছিল।

এ দিকে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের সাক্ষাৎ হইল। রাজা দশানন কুম্ভকর্ণের নিকট সমস্ত বিবরণ বলিয়া শেষে বলিলেন—

তুমিই জয়ের আশা তোমাতেই স্নেহ।
তোমা বিনা মম দুঃখ নাহি দেখে কেহ॥
পূর্ব্বে সুরাসুর-রণে হইয়া সহায়।
রাখিলে ভ্রাতার মান সুকীর্ত্তি ধরায়॥
তোমা সম বলবান নাহি পৃথিবীতে।
রাখহ লঙ্কার মান অক্ষয়-জগতে॥
শারদীয় মেঘে যথা নাশে ঘোর বাত।
তেমতি এ শত্রুদলে করহ নিপাত॥
এ কর্ম্ম মম ভাই বড় হিতকর।
রাখহ গৌরব অরি নাশহ সত্বর॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কুম্ভকর্ণ অনন্তর রাবণে হেরি কাতর
কহিলেন সহাস্য-বদনে।
শুন মহারাজ শুন হিতবাক্য পুনঃ পুনঃ
না শুনিলে আপন শ্রবণে॥
তাই এ বিপদ তব দেখ দেখি অসম্ভব
পরনারী হরণের ফলে।
নরক-যন্ত্রণা স্থির আছয়ে মহাপাপীর
নিবারণ না হয় কৌশলে॥
বীর্য্য-মদে হ'লে মত্ত না ভাবি এসব তত্ত্ব
ডাকিয়া আনিলে এ আপদে।
দেশ-কাল যে নৃপতি না মানে হয়ে সুমতি
তার কর্ম্মে বাধা প্রতি পদে।
যে কালের যেবা কাজ সাধে যে হয়ে অব্যাজ
তার কর্ম্মে বাধা নাহি ঘটে।
নীতিজ্ঞের কাজ এই শুন মহারাজ সেই
অজেয় ভুবন-মাঝে বটে॥
বিচক্ষণ মন্ত্রিসহ বিচারিয়া অহরহ
অবস্থা বুঝিয়া করে কার্য্য।
যে রাজা চতুরমতি রাজ্য তার দৃঢ় অতি
প্রভাব তাহার অনিবার্য্য॥
কর্ম্মের আরম্ভ পন্থা প্রথমে করিয়া চিন্তা
দেশ কাল পুরুষ সম্পৎ।
বিপদের প্রতিকার সিদ্ধি সম্ভাবনা আর
কৈলে কর্ম্ম না ঘটে বিপদ॥
সচিব সাহায্য লয়ে নিজ মনে বিচারিয়ে
শত্রু-মিত্রে পরীক্ষে যে জন।
কালে কাম অর্থ ধর্ম্ম সেবা করে বুঝি মর্ম্ম
কাম ধর্ম্ম অথবা সেবন॥
যেই করে সুনিশ্চয় নাহি তার পরাজয়
জয়ী সেই যে করে বিচারি।
সিদ্ধি তার সর্ব্ব ঠাঁই কোথাও অসিদ্ধি নাই
ঋদ্ধি তার বাড়ে অনিবারি॥

রাজা কিম্বা যুবরাজ শুনিয়া বিশ্বস্ত-মাঝ
ধর্ম্ম অর্থ কাম মধ্যে শ্রেয়ঃ।
না বুঝেন সেই তত্ত্ব নাহিক তার মহত্ত্ব
সে নির্ব্বোধ পণ্ডিতের হেয় ॥
সাম দণ্ড ভেদ দান মনে করি অনুমান
এ সবের প্রয়োগ বিধান।
সুনীতি অনীতি মর্ম্ম অর্থ কাম আর ধর্ম্ম
এ সবের কোন্‌টি প্রধান ॥
সুদক্ষ সচিব ল'য়ে পরিণাম বিচারিয়ে
করে নিজ ইন্দ্রিয় দমন।
ভাগ্য-শ্রী অচলা তার ঘটে শুভ অনিবার
নাহি তার বিপদ পতন ॥
কিন্তু শুন হে রাজন! মূর্খ কত শত জন
বাক্য-জাল করিয়া বিস্তার।
জানায় আপন জ্ঞান মনে বড় অভিমান
অর্থশাস্ত্র আয়ত্ত আমার ॥
শুধু অর্থলোভ তার অন্য জ্ঞান নাহি আর
সদা ধৃষ্টতায় বশ মন।
এমন নির্ব্বোধ জনে গূঢ়-মন্ত্রণা করণে
জ্ঞানীজন না করে গ্রহণ ॥
মন্ত্রিমধ্যে কোন জন প্রভুর নাশ কারণ
বিপক্ষের হয় অনুগত।
কেহ সর্ব্বনাশ ভয়ে সদা সন্ত্রাসিত হ'য়ে
বিপক্ষ সহিত সমাগত ॥
গূঢ়-মন্ত্রণা সময়ে অতি সাবধান হ'য়ে
হেন দুষ্টে না রাখিবে কাছে।
জানিয়া রহস্য সবে জানি কিবা অর্থলোভে
শত্রুরে জ্ঞাপন করে পাছে ॥
চপল ভূপতি যেই নাহি বুঝে নীতি সেই
নাহি কার্য্যাকার্য্য-ভেদ-জ্ঞান।
যে সব অরাতি আছে ফিরে সদা তার পাছে
করে সদা ছিদ্রানুসন্ধান ॥
পেলে ক্ষুদ্র ছিদ্র তার করে তারে ছারখার
প্রবেশি তাহার অন্তস্তলে।
ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতের গায় ক্ষুদ্র রন্ধ্র যদি পায়
পক্ষী যথা প্রবেশে সদলে ॥
যে মূঢ় বিপক্ষগণে অবহেলা করি মনে
রহে আত্মরক্ষায় বিরত।
বিনাশ নিকট তার উপায় নাহিক আর
পথভ্রষ্ট হয় সে নিশ্চিত ॥
মহারাণী মন্দোদরী বিভীষণ আদিকরি
কহিলেন যাহা সে বিহিত।
অতঃপর হে রাজন! যাহে তব হয় মন
আচরণ কর সেই মত ॥

"তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশম্য পরিদেবিতম্।
কুম্ভকর্ণো বভাষেদং বচনং প্রজহাস চ ॥১
দৃষ্টো দোষোহি যোঽস্মাভিঃ পুরা মন্ত্রবিনির্ণয়ে।
হিতেষ্বনভিযুক্তেন সোঽয়মাসাদিতস্ত্বয়া ॥২
শীঘ্রং খল্বভ্যুপেতং ত্বাং ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ।
নিরয়েষ্বেব পতনং যথা দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ ॥৩

প্রথমং তে মহারাজ কৃত্যমেতদচিন্তিতম্।
কেবলং বীর্য্যদর্পেণ নানুবন্ধো বিচারিত ॥৪
যঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বকার্য্যানি কুর্য্যাদৈশ্বর্য্যমাস্থিতঃ।
পূর্ব্বং চোত্তরকার্য্যাণি ন স বেদ নয়ানয়ৌ ॥৫
দেশকালবিহীনানি কর্ম্মাণি বিপরীতবৎ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতেষ্বিব ॥৬
ত্রয়াণাং পঞ্চধা যোগং কর্ম্মণাং যঃ প্রপদ্যতে।
সচিবৈঃ সময়ং কৃত্বা স সম্যগ্ বর্ত্ততে পথি ॥৭
যথাগমঞ্চ যো রাজা সময়ঞ্চ চিকীর্ষতি।
বুধ্যতে সচিবৈর্বুদ্ধ্যা সুহৃদশ্চানুপশ্যতি ॥৮
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামং বা সর্ব্বান্ বা রাক্ষসাম্পতে।
ভজতে পুরুষঃ কালে ত্রীণি দ্বন্দ্বানি বা পুনঃ ॥৯
ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছ্রেষ্ঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে।
রাজা বা রাজপুত্রো (মাত্রঃ) বা ব্যর্থং তস্য বহুশ্রুতম্ ॥১০
উপপ্রদানং সান্ত্বঞ্চ ভেদং কালে চ বিক্রমম্।
যোগঞ্চ রাক্ষসাং শ্রেষ্ঠ তাবুভৌ চ নয়ানয়ৌ ॥১১
কালে ধর্ম্মার্থকামান্ যঃ সংমন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ।
নিষেবেতাত্মবান্ লোকে ন স ব্যসনমাপ্নুয়াৎ ॥১২
হিতানুবন্ধমালোক্য কুর্য্যাৎ কার্য্যমিহাত্মনঃ।
রাজা সহার্থতত্ত্বজ্ঞৈঃ সচিবৈর্বুদ্ধিজীবিভিঃ ॥১৩
অনভিজ্ঞায় শাস্ত্রার্থান্ পুরুষঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
প্রাগল্ভ্যাদ্বক্তুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিষভ্যন্তরীকৃতাঃ ॥১৪
অশাস্ত্রবিদুষাং তেষাং কার্য্যং নাভিহিতং বচঃ।
অর্থশাস্ত্রানভিজ্ঞানাং বিপুলাং শ্রিয়মিচ্ছতাম্ ॥১৫
অহিতঞ্চ হিতাকারং ধার্ষ্ট্যাজ্জল্পন্তি যে নরাঃ।
অবশ্যং মন্ত্রবাহ্যাস্তে কর্ত্তব্যাঃ কৃত্যদূষকাঃ ॥১৬

বিনাশয়ন্তো ভর্ত্তারং সাহিতাঃ শত্রুভির্ব্বুধৈঃ।
বিপরীতানি কৃত্যানি কারয়ন্তীহ মন্ত্রিণঃ॥১৭
তান্ ভর্ত্তা মিত্রসঙ্কাশানমিত্রান্মন্ত্রনির্ণয়ে।
ব্যবহারেণে জানীয়াৎ সচিবানুপসংহিতান্॥১৮
চপলস্যেহ কৃত্যানি সহসানুপ্রধাবতঃ।
ক্ষিপ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ॥১৯
যো হি শত্রুমবজ্ঞায় আত্মানং নাভিরক্ষতি।
অবাপ্নোতি হি সোঽনর্থান্ স্থানাচ্চ ব্যবরোপ্যতে॥২০
যদুক্তমিহ তে পূর্ব্বং প্রিয়য়া মেঽনুজেন চ।
তদেব নো হিতং বাক্যং যথেচ্ছসি তথা কুরু॥"২১

বাল্মীকি-রামায়ণম্ ৬৩ সর্গ।

এই সব বাক্যাবলিতেই কুম্ভকর্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, বুঝা যাইতেছে। কুম্ভকর্ণ তেজোশালী বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু সুবোধ ও জ্ঞানবান্ ছিলেন। পরদারানুরক্তি-দোষে তাঁহার চরিত্র দূষিত ছিল না। তিনি রাজা দশাননকে যে জ্ঞানপূর্ণ বাক্যগুলি বলিলেন তাহা তাহার অসীম সুজ্ঞানের পরিচায়ক।

কুম্ভকর্ণ বচনেতে ক্রুদ্ধ দশানন।
করিয়া ভ্রুকুটি-ভঙ্গি কহিলা তখন॥
কুম্ভকর্ণ জান তুমি আমি জ্যেষ্ঠ তব।
উপদেশ দেহ মোরে ঘোর অসম্ভব॥
এত বাক্য ব্যয়ে তব কিবা প্রয়োজন।
অনুষ্ঠান কর যাহা কহিনু এখন॥
চিত্তের বিভ্রম কিম্বা বীর্য্যের গর্ব্বেতে।
করি নাই যাহা তাহা নারিব করিতে॥
বৃথা উপদেশ আর বৃথা বাক্য-ব্যয়।
অতঃপর কর যাহা সমুচিত হয়॥

থাকে যদি ভ্রাতৃস্নেহ তোমার অন্তরে।
ধর যদি বল-বীর্য্য তোমার বিচারে॥
হয় যদি ভ্রাতৃদুঃখ উপশম সার।
কর তবে এই কার্য্য যে হিত আমার॥
দীন-হীনে করে যেই করুণা-বিধান।
পথভ্রষ্ট জনে করে আনুকূল্য দান॥
সে জন সুহৃদ শুধু জগতের মাঝে।
বন্ধু শব্দ তারে ছাড়া অন্যে নাহি সাজে॥

"স সুহৃদ্ যো বিপন্নার্থং দীনমভ্যুপপদ্যতে।
স বন্ধুর্যোঽপনীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে ॥"২৭

লঙ্কাকাণ্ডম্। ৬৩ সর্গ।

তবে কুম্ভকর্ণ ক্ষুব্ধ হেরি দশাননে।
করিলা সান্ত্বনা মৃদু-মধুর-বচনে॥
কথঞ্চিৎ হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া ভ্রাতায়।
করিতে লাগিলা নিবেদন মহাকায়॥
দাস-বাক্যে অবধান কর লঙ্কাপতে।
বাগ্দুঃখ ত্যজ সদা থাক হৃষ্টচিতে॥
কুম্ভকর্ণ থাকিবেক যাবৎ জীবিত।
তাবৎ দীনতা তব নহেত বিহিত॥
যার তরে মহারাজ এতেক অশিব।
নিশ্চয় তাহারে আজি স্বহস্তে নাশিব॥
কিন্তু মহারাজ সুখ দুঃখ নাহি জানি।
বন্ধুভাবে কহিলাম উপদেশ বাণী॥
হিতকথা আপনারে বলাই উচিত।
বয়োজ্যেষ্ঠ ভাবি আমি নহি সঙ্কোচিত॥
কহিলাম যা বক্তব্য আছিল আমার।
অতঃপর এ সঙ্কটে করিব উদ্ধার॥
আজি যত কপিসৈন্য হইবে নিরাশ।
আজি রাম-লক্ষ্মণেরে করিব বিনাশ॥
আজি পলাইবে কপি লঙ্কা ছাড়ি দেশে।
আজি ছিন্ন-শিরা রামে হেরিবে হরিষে॥
আজি রাম-শোকে সীতা হবে ম্রিয়মাণা।
আজি রাম-কটকেতে দিব আমি হানা॥
আজি রণে মৃত-বন্ধু যত রক্ষোগণ।
সহর্ষে দেখুক রাম-লক্ষ্মণ-নিধন॥
হয়েছে যাদের মিত্র এ রণে নিধন।
আজিকে তাদের অশ্রু করিব মোচন॥
আজি রণে সুগ্রীবের প্রকাণ্ড শরীর।
লুটাইবে আলুথালু করিয়াছি স্থির॥
ঘন-ঘটাসহ সূর্য্য কিবা শোভা পায়।
শোভিবে সুগ্রীব-দেহ সেরূপ শোভায়॥
এবে আমি আর যত রাক্ষস সুজন।
আশ্বাসি তোমায় নাহি হয়ো ভীত মন॥
রাম ত সামান্য নর কি ভয় তাহারে?
বধিবে অগ্রেত মোরে পাছে ত তোমারে॥
কিন্তু মম নর-হস্তে না হবে বিনাশ।
তবে কেন মহারাজ হতেছ নিরাশ॥
আজ্ঞা কর যুদ্ধ-যাত্রা করিব এখন।
এ কারণ তব যাত্রা কিবা প্রয়োজন॥
কুবের বরুণ ইন্দ্র অগ্নি বায়ু যম।
আসুক যে হয় রণে নহে মম সম॥
দীর্ঘাসার তীক্ষ্ণ দন্ত কুম্ভকর্ণ বীর।
সুশাণিত শূল-হস্ত প্রকাণ্ড শরীর॥
রণস্থলে গর্ব্বে যবে করিবে গর্জ্জন।
নির্দ্দয় শরীর ইন্দ্র হবে কি তখন॥
নিরস্ত্র যখন আমি করিব মর্দ্দন।
দুই হস্তে বিপক্ষেরে, কে আর তখন॥
না করিবে ভয়, হেরি প্রচণ্ড মূরতি।
তিষ্ঠিতে সম্মুখে মম কাহার শকতি॥
নাহি চাহি অস্ত্র-শস্ত্র কিম্বা সৈন্যবল।
করিব দেবেশে নাশ একাই কেবল॥
যদি রাম বজ্রমুষ্টি থাকেও সহিয়া।
মম শরাঘাতে ছিন্ন হবে তার হিয়া

কেন মহারাজ তবে আমা বিদ্যমানে।
করিতেছ বৃথা চিন্তা বিষাদিত মনে॥
ত্যজ মহারাজ তুমি শ্রীরামের ভয়।
আজি আমি সে অধমে নাশিব নিশ্চয়॥
সুগ্রীব লক্ষ্মণ আর হনুমানে আর।
বধিব বধিব স্থির রোধে সাধ্য কার॥
ক্ষুধার আবেগে আমি যত কপিগণে।
ভোজন করিব সুখে সমর-প্রাঙ্গণে॥
বাসব অথবা ব্রহ্মা আর যদি ভব।
জিনিব জিনিব তবু অধিক কি কব॥
দূর করি বৈরীদল দারুণ সমরে।
জয়-শ্রীর সিংহাসন অর্পিব তোমারে॥
ত্রিভুবনে কোন জনে অমর কি নরে।
তিষ্ঠিবেক আমা সহ সম্মুখ-সমরে॥
নাশিব শমনে আমি ভক্ষিব অনলে।
ভূতলে পাড়িব সূর্য্যে সহ তারাদলে॥
চূর্ণিব পর্ব্বতে, পান করিব অর্ণবে।
বিদারিব পৃথ্বী-পৃষ্ঠে বধিব বাসবে॥
দেখাব সকলে আজি বীরতা আমার।
না ভরে জঠর স্বর্গ করিলে আহার॥
চলিলাম মহারাজ নাশিতে অরাতি।
দূর করি চিন্তাভার হও হৃষ্টমতি॥
কর সদা স্ত্রীসম্ভোগ আর সুরাপান।
দুঃখ ভুলি কার্য্যে মন দেহ মতিমান॥
বিনষ্ট হইলে রণে রাম জটাধারী।
হবে তব অনুগতা জানকীসুন্দরী॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কুম্ভকর্ণের এসব উক্তিগুলি দ্বারা জানা যায় কুম্ভকর্ণ একজন তেজোপূর্ণ বীরপুরুষ ছিলেন এবং তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরে অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরে এইরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকা অতীব প্রশংসনীয় বলিতে হইবে।

"মহোদর মহাবল কুম্ভকর্ণে বলে।
সত্য বটে জন্ম তব সুপবিত্র কুলে॥
কিন্তু তুমি স্বভাবতঃ কুরূপ গর্ব্বিত।
নাহি বোধ কার্য্যাকার্য্য বিহিত গর্হিত॥
বড় অসম্ভব কথা করিলে প্রচার।
হিতাহিত জ্ঞান নাই রাবণ রাজার॥
জন্মাবধি তুমি বড় প্রগল্ভ-স্বভাব।
তাই দেখ রক্ষোরাজে বিবেক-অভাব॥
কর শুদ্ধ অহঙ্কারে বৃথা বাক্য-ব্যয়।
বিজ্ঞ জনে জ্ঞান দেহ উপযুক্ত নয়॥
দেশ কাল আত্মপক্ষ পরপক্ষ আর।
রক্ষোরাজ সুনিপুণ করিতে বিচার॥
কোনরূপ আচরণ শোভে কোন স্থলে।
বুঝেন লঙ্কেশ তাহা নিজ বুদ্ধিবলে॥
ক্ষুদ্র বুদ্ধি যেই জন সেই নাহি করে।
উপাসনা দূরদর্শী বৃদ্ধ বিজ্ঞবরে॥
নাহি যার বুদ্ধিবল শুধু সেই জন।
বাহুবলে বল করি করয়ে পূজন॥
সেও পুনঃ দ্বিধা-বোধ করে যেই কাজে।
এমত গর্হিত কর্ম্ম কভু বিজ্ঞ-রাজে॥

যে বিরোধী ধর্ম্ম-কাম বর্ণিলে এখন।
না বুঝ সে সব তুমি না বুঝ কখন॥
কর্ম্মমাত্র ধর্ম্ম, অর্থ কামের কারণ।
কর্ম্মহীন যেই তার বিফল জীবন॥
কর্ম্ম যার আছে লোকে তারে কৃতী কয়।
আপনার কর্ম্মমত ফল তার হয়॥
ধর্ম্ম অর্থ ফল মুক্তি জানিবা নিশ্চয়।
সকল বিশেষে তাহা স্বর্গ অভ্যুদয়॥
ধর্ম্ম অর্থ উপেক্ষিলে পাপ স্পর্শ হয়।
কামে উপেক্ষিলে তাহে নাহি কোন ভয়॥
ইহ কিম্বা পরলোকে ধর্ম্ম অর্থফল।
তদ্দণ্ডে সকল কিন্তু হয় কামফল॥

"কর্ম্ম চৈব হি সর্ব্বেষাং কারণানাং প্রয়োজনম্।
শ্রেয়ঃ পাপীয়সাং চাত্র ফলং ভবতি কর্ম্মণাম্॥৭
নিঃশ্রেয়সফলাবেব ধর্ম্মার্থাবিতরাবপি।
অধর্ম্মানর্থয়োঃ প্রাপ্তং ফলঞ্চ প্রত্যবায়িকম্॥৮
ঐহলৌকিকপারক্যং কর্ম্ম পুংভির্নিষেব্যতে।
কর্ম্মাণ্যপি তু কল্যাণি লভতে কামমাস্থিতঃ॥"৯ লঙ্কাকাণ্ডম্ ৬৪ সর্গ।

অতএব নৃপতির কাম অনুষ্ঠান।
সতত কর্ত্তব্য হয়ে অতি সাবধান॥
মহারাজ এ বিষয় কৈলা অনুমান।
আমরাও করিয়াছি সম্মতি প্রদান॥
বলশালী যেই জন কি ভয় তাহার।
কি ভয় শত্রুর প্রতি সাহসে আবার॥
একাকী করিছ মন যাইতে সমরে।
এটি সুসঙ্গত বলি না লাগে অন্তরে॥
যেইজন মহাবল অসংখ্য রাক্ষসে।
বধিয়াছে বাহুবলে বিষম সাহসে॥
কিরূপে জিনিবে তারে হয়ে একেশ্বর।
দুর্ব্বার সমরে সেই যতেক বানর॥
হয়েছে যে সব রক্ষ রণে পরাজিত।
দেখিছ না ত্রাসে তারা হতেছে কম্পিত?
কত ভয় সুপ্ত-সর্পে কুপিত সিংহেতে।
ততোধিক রামে তুমি চাহ জাগাইতে॥
কুপিলে দুর্দ্ধর্ষ রাম প্রদীপ্ত সতেজে।
কোন মূর্খ মৃত্যুমুখে যাইবে সহজে॥
এই সব সৈন্যগণে দেখিছ নিকটে।
সম্মুখীন হলে তারা প'ড়িবে সঙ্কটে॥
অতএব দুর্ব্বিষহ রামের সমরে।
উচিত না হয় কভু একা যাইবারে॥
দুষ্টদলে প্রাণের মমতা নাহি যার।
এহেন নির্ব্বোধ কে যে হয়ে একেশ্বর॥
চাহে সেই বীরবরে করিতে দমন।
নিশ্চয় জানিবা তার নিকট মরণ॥
মানব-সমাজে নাই সমকক্ষ যার।
দেবরাজ একমাত্র তুলনা যাহার॥
হেন মহাবীর সনে করিবারে রণ।
কেমনে সাহসী হও না বুঝি কারণ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

মহোদর আবার রাবণকে বলিলেন যে, ছলে বলে সীতাদেবীকে বশীভূত করা উচিত।

মহোদরের কুম্ভকর্ণের প্রতি বাক্যগুলি একটু বিবেচনার বিষয়। কামফল সত্তঃ সত্তঃই প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু মহোদরের বাক্যানুযায়ী নৃপতিদিগের কামাচারী হওয়া যে কর্ত্তব্য এরূপ নহে। কামাচারী হওয়া যে একান্ত দূষনীয়, নীতি ও ধর্ম্মবিগর্হিত ও আয়ুহীনকর কার্য্য তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। যে কার্য্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিগর্হিত তাহা নৃপতিদিগের পক্ষেও বিগর্হিত সন্দেহ নাই। মহোদর কিন্তু এ কার্য্য যে দূষনীয় এরূপ উল্লেখই করিলেন না। এই প্রকার কুমন্ত্রীর কুপরামর্শেই অনেক রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তির অধঃপতন হইয়া থাকে। মহোদর রাজা দশাননের পক্ষ সমর্থন করিয়া কুম্ভকর্ণকে অন্যায়রূপ নিন্দা করিলেন। এইটিই কুমন্ত্রীর কার্য্য। যাহারা রাজার বিগর্হিত কার্য্য দেখিয়াও তাহা অকার্য্য জানিয়াও উহার সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা কুমন্ত্রী ব্যতীত আর কিছুই নহে। এরূপ মন্ত্রী না থাকাই ভাল।

"তবে কুম্ভকর্ণবীর কহে রাবণেরে।
নাশিয়া অত্যই রামে দুর্ব্বার সমরে॥
বিদূরিব শঙ্কা তব জানিবা নিশ্চিত।
বৈরিশূন্য অতি সুখী হইবে ত্বরিত॥
* * * *
পরে কুম্ভকর্ণ কহে মহোদরে।
যেই উপদেশ দিলে হে রাজারে॥
শুন ভীরু আমি কহিনু তোমায়।
শোভে এ সকল অক্ষম রাজায়॥
সমরে তোমরা অতিশয় ভীত।
চাটুবাক্যে কর লঙ্কাধীপে প্রীত॥
অনুবৃত্তি মাত্র জীবিকা-উপায়।
মজালে রাজার সব কর্ম্ম হায়॥
বড়ই দুর্দ্দশা লঙ্কার এখন।
শূন্য কোষাগার মৃত সৈন্যগণ॥
রাজামাত্র হেথা অবশিষ্ট এবে।
কি দশা লঙ্কার দেখ না কি ভেবে?
মিত্র ব্যপদেশে করিয়া আশ্রয়।
করেছ যে কাজ ছি ছি ঘৃণা হয়॥
সে দুর্নীতি কৃত অনর্থ ধুইতে।
যাইতেছি এই সমর ভূমিতে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কুম্ভকর্ণের এ বাক্যগুলি অতি সুসঙ্গত। কুম্ভকর্ণ যে অতি ন্যায়পরায়ণ ও উচিত বক্তা ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

কৃত্তিবাস কুম্ভকর্ণের রাবণের প্রতি তিরস্কার ও রাবণের প্রত্যুক্তি আদি একটু অন্যরূপ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও অতি সুন্দর।

''কুম্ভকর্ণ বলে কিবা করেছ মন্ত্রণা।
তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী একজনা॥
ঘরেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা।
কোন ছার মন্ত্রী লয়ে তোমার মন্ত্রণা॥
আপনারে বড় দেখ ব'সে লঙ্কাপুরে।
বেড়িল এহেন লঙ্কা বনের বানরে॥
বালী হৈতে সুগ্রীব যে নহে পরাক্রমে।
প্রবন্ধ করিয়া তবু জিনিল সংগ্রামে॥
পাইল অনেক রাজ্য মহারাণী তারা।
তোমা হৈতে বুদ্ধিমন্ত সুগ্রীব বানরা॥
এত যদি কুম্ভকর্ণ রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণরাজা অগ্নিহেন জ্বলে॥
কুড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ কহে লঙ্কেশ্বর।
সদা থাক নিদ্রাগত ঘরের ভিতর॥
কনিষ্ঠ নহিস যেন জ্যেষ্ঠ সহোদর।
রাজনীতি শিক্ষা দিস লঙ্কার ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ বলে ভাই না বল বিস্তর।
বিপদ সময়ে ভাই কহে সহোদর॥
বৈরী মারি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা।
আমি হেন ভাই তব কারে কর শঙ্কা॥
রামের মাথা কাটি তোমারে দিব ডালি।
সীতা লয়ে চিরদিন কর তুমি কেলি॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

অনন্তর দশানন সহাস্য-বদনে।
কুম্ভকর্ণে কহিলেন অতি প্রীতমনে॥
রামের বিক্রমে বড় ভীত সহোদর।
একারণে যুদ্ধ এর নহে প্রীতিকর॥
সৌহার্দ্দে বিক্রমে বীর তুমি অতুলন।
জয়লাভে অতঃপর করহ গমন॥
তব নিদ্রাভঙ্গ শুধু শত্রুবধ তরে।
দেখ ভাই কি বিপদ রাক্ষসের পুরে॥
এখন নির্গত হও শূল করে লয়ে।
এস রাম-লক্ষ্মণেরে সসৈন্যে ভক্ষিয়ে॥
পাশ-হস্ত যমসম ভীমরূপ ধ'রে।
নাশহ নাশহ রামে যতেক বানরে॥
বানরেরা এ মুরতি করি নিরীক্ষণ।
করিবেক প্রাণভয়ে গৃহে পলায়ন॥
এই ভীতিকর মূর্ত্তি হেরিয়া তোমার।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-হিয়া হইবে বিদার॥
এইরূপে বিজয়াশা করি অনুমান।
পুনর্জ্জন্ম হল যেন দুঃখ অবসান॥
ভাল জানা ছিল কুম্ভকর্ণের বিক্রম।
একারণ করিলেন আশা উচ্চতম॥
এতই প্রফুল্ল হ'ল রাবণ-অন্তর
শোভিল বদন যেন পূর্ণ-শশধর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"কুম্ভকর্ণবলাভিজ্ঞো জানংস্তস্য পরাক্রমম্।
বভূব মুদিতো রাজা শশাঙ্ক ইব নির্ম্মলঃ॥"১৬ লঙ্কাকাণ্ডম্ ৬৫ সর্গ।

ইহাতেই বুঝা যায় কুম্ভকর্ণ অসাধারণ বীর ছিলেন। রাজা দশানন পর্য্যন্ত তাঁহার বীরত্বের উপর জয়াশা অনুমান করিয়া নিতান্ত উৎফুল্ল হইলেন।

কুম্ভকর্ণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইলেন এবং রাজা দশাননকে প্রদক্ষিণ করিয়া সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

"কুম্ভকর্ণ নিজদলে হইয়া বেষ্টিত।
করাল মূরতি ধরি হইল নির্গত॥
দেহ প্রস্থে শত দীর্ঘে ছয়শত ধনু।
নয়ন শকট-চক্র কিবা ভীম তনু॥
মধ্য শৈল সম বীর ব্যূহ বিরচিয়া।
কহিলেন সৈন্যগণে বিকট হাসিয়া॥
পতঙ্গ সমূহে যথা দহে হুতাশন।
তদ্রূপ বানর-মাঝে যাহারা প্রধান॥
আজি রণে রোষানলে তাদের সকলে।
দহিব দহিব আজি দহিব সবলে॥
অথবা কি দোষে দোষী বানর সকল।
তাহারা উদ্যান-শোভা মোদের কেবল॥
লঙ্কা অবরোধ-কার্য্যে শ্রীরাম কারণ।
তাহার নিধনে পাবে সকলে নিধন॥
অতএব রামচন্দ্র ক্ষুদ্র মানবেরে।
নাশিয়া অগ্রেতে তবে অন্য কার্য্য পরে॥

* * *

কপিগণ কুম্ভকর্ণে যেমন দেখিল।
বাতাহত-মেঘ প্রায় বিক্ষিপ্ত হইল॥
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ অতি হর্ষভরে।
মেঘ প্রায় ঘোররবে সিংহনাদ করে॥
কপিগণ ইথে আরো ভয়ার্ত্ত হইল।
ছিন্নমূল-তরু প্রায় পড়িতে লাগিল॥
কুম্ভকর্ণ হস্তে শোভে প্রকাণ্ড অর্গল।
রণস্থলে রুদ্র যথা যুগান্তে ভয়াল॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস এইস্থলে এইরূপ অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলে একেশ্বর।
গগনে মস্তক যেন নব জলধর॥
কুম্ভকর্ণ হৈল যদি গড়ের বাহির।
বানর দেখিয়া করে গর্জ্জন গভীর॥
বড় বড় কপিগণ বড় বড় লম্ফ।
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া সবার হৈল কম্প॥
বড় বড় বীর পলায় ভঙ্গ দিয়া রণে।
কুম্ভকর্ণে দেখে কেহ স্থির নহে মনে॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কুম্ভকর্ণ যুদ্ধস্থলে বড়ই গোল বাধাইলেন।

"বড় বড় বানর ধরিয়া সব গিলে।
আপনি সুগ্রীব গেল সংগ্রামের স্থলে॥
শালবৃক্ষ উপাড়িল পবনের বেগে।
গাছ হাতে দাঁড়াইল কুম্ভকর্ণের আগে॥
এড়িলেক শালবৃক্ষ পর্ব্বত-প্রমাণ।
কুম্ভকর্ণের গায়ে ঠেকি হৈল খান খান॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"তবে কুম্ভকর্ণ অতি ক্রুদ্ধ-মনে
মলয়-শিখর তুলে।
মারিলা সুগ্রীবে প্রহারে মূর্চ্ছিত
সুগ্রীব পড়িল ঢুলে॥
তবে রক্ষোগণ সিংহনাদ করে
হেথা কুম্ভকর্ণ বলে।
সুগ্রীবে লইয়া বায়ুসম বেগে
রণস্থল হ'তে চলে॥
কুম্ভকর্ণ-দেহ জলদ-আকার
তাহাতে সুগ্রীবে ল'য়ে।
তুঙ্গ-শৃঙ্গধারী সুমেরুর মত
চলিল শোভিত হ'য়ে॥

*   *   *

তবে কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবে হরিয়া
মনেতে এরূপ ভাবে।
সুগ্রীব বিনাশে শ্রীরাম সহিত
সকলি বিনষ্ট হবে॥

এদিকে সুগ্রীবে লয়ে কুম্ভকর্ণবীর।
প্রবেশিল লঙ্কাপুরে নির্ভয়-শরীর॥
নিস্পন্দ সুগ্রীবে ল'য়ে পথ বাহি যায়।
লোক সব পুষ্পবৃষ্টি করে তার গায়॥
রাজপথে সুশীতল বায়ু লাগে গায়।
লাজগন্ধ বহে জলসেক হয় তায়॥
এই সব সুখস্পর্শে পাইয়া চেতনা।
লঙ্কাপথ দেখি কপি করেন ভাবনা॥
আমিত সম্পূর্ণ এবে শত্রুর হস্তেতে।
প্রতিকার সমুচিত করিতে ত্বরিতে॥
এইরূপ কোন কার্য্য করা সমুচিত।
হবে যাহা বানরের প্রীতিকর হিত॥
এইরূপ স্থির করি সুগ্রীব তখন।
মধে কুম্ভকর্ণ-কর্ণ করিয়া ছেদন॥
সুতীক্ষ্ণ দশনে নাসা করিয়া কর্ত্তন।
পদাঘাতে॥ কৈলা বিদারণ॥
রক্তধারে কুম্ভকর্ণ দেহ আর্দ্র হৈল।
ক্রোধে জ্বলি সুগ্রীবেরে ভূতলে ফেলিল॥
কুম্ভকর্ণ কপিরাজে করে নিস্পেষণ।
রাক্ষসেরা প্রহার করয়ে বিলক্ষণ॥
এই কালে কপিরাজ সুযোগ পাইয়া।
লম্ফ দিয়া রামসনে মিলিলা আসিয়া॥
তবে কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাসা কুক্ষি দিয়া।
পড়ে রক্ত শতধারে শরীর রঞ্জিয়া॥
শত শত রক্তধারা দেহ বয়ে যায়।
যেন বহু নির্ঝরিণী বহে গিরি-গায়॥
কুম্ভকর্ণ দেহবর্ণ অঞ্জনের প্রায়।
চারিদিকে রুধিরের ধারা বহে তায়॥
সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণাম্বর যথা সৌরকরে।
রঞ্জিত তেমতি শোভা কুম্ভকর্ণ ধরে॥
পুনরায় বীর তবে যুদ্ধবাঞ্ছা করি।
ক্রোধে রণস্থলে চলে মুদ্গর ধরি॥

সহসা নির্গত হ'য়ে লঙ্কাপুরী হতে।
দীপ্তবহ্নিপ্রায় কপি লাগিলা খাইতে ॥
একে রক্তমাংস লোভী ক্ষুধায় কাতর।
নির্ব্বিশেষে খায়বীর রাক্ষস বানর ॥
ভল্লুক পিশাচ আদি যাহা পায় কাছে।
সাপটি উদরসাৎ করে নাহি বাছে ॥
কুম্ভকর্ণ ক্রোধান্বিত হ'য়ে অতঃপর।
একেবারে ফেলে মুখে রাক্ষস-বানর ॥
লোক নাশে রত যথা যুগান্তের কাল।
রণমাঝে কুম্ভকর্ণ তাদৃশ ভয়াল ॥
সৃক্কণী বহিয়া তার মেদ-রক্ত পড়ে।
সর্ব্বাঙ্গ প্রলিপ্ত তার বসাও রুধিরে ॥
কর্ণে অস্ত্র সাক্ষী মনো সুতীক্ষ্ণ দশন।
এই বেশে প্রলয়ের কালের সমান ॥
শূল হস্তে কপি সৈন্যপ্রতি ধাবমান।
অতিমাত্র ভীত হ'য়ে যত কপিগণ।
দ্রুতগিয়া শ্রীরামের লইল শরণ ॥
তবে ক্রোধাবিষ্ট হ'য়ে সুমিত্রানন্দন
কুম্ভকর্ণবীর সনে আরম্ভিলা রণ
অগ্রে সপ্ত শর মারি কুম্ভকর্ণে বিদ্ধ করি
পুনঃ চাপে বহুশর করি আরোপণ
কুম্ভকর্ণে লক্ষি বীর করিলা ক্ষেপণ।
সৌমিত্রি শর-পীড়িত হ'য়ে বীরবর
লক্ষ্মণের শরজাল কাটিলা সত্বর
রামানুজ তাহা হেরি ঘোরতর কোপ করি
আচ্ছাদিলা হৈমবর্ম্ম শীঘ্র শরজালে
শোভে বীর সূর্য্য যথা জলদপটলে।
তবে কুম্ভকর্ণ গম্ভীর স্বনে
অতীব অবজ্ঞাসহ কহিছে লক্ষ্মণে
শুন বীর দণ্ডধরে জিনেছি আমি সমরে
তাহা জানি আমাসহ যুঝিছে যখন
লোকে তব বীর-কীর্ত্তি ঘোষিবে তখন
রণস্থলে অস্ত্র লয়ে কৃতান্তের সম
দাঁড়াইয়া আছি আমি তবু তুমি মম
থাক মম সম্মুখেতে ভয় করি সাহসেতে
আছয়ে দাঁড়ায়ে এই গৌরব তোমার
এই গুণে যশঃতব গাইবে সংসার
ঐরাবত পৃষ্ঠারূঢ় ব্রত সুরদলে
সুরেশ পারেন নাই হেন কোন কালে।
শিশু তুমি দাশরথি সন্তুষ্ট হলেম অতি
তোমার বিক্রমে এবে দেহ অনুমতি
রামসহ যুঝিবারে যাইব সম্প্রতি
এক মাত্র লক্ষ্য মম রামের বিনাশ
রামের বিনাশে সব পাইবে বিনাশ
রাম গতে যে যে জনে বাঁচিয়া থাকিবে প্রাণে
সে সকলে অবশেষে বধিব তখন
সর্ব্বসংহারক বীর্য্য করি প্রদর্শন ॥"
৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তৎপর কুম্ভকর্ণ বীর সিংহনাদ করিয়া সমরাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন।

"কাঁপিল পর্ব্বত—ভয়ে ধায় কপিগণ
ধরণেন্দ্র যথা মধ্যে করি দরশন।
নল নীল গবাক্ষ কুমুদ মহাবলে।
কুমার অঙ্গদ তবে যত কপিগণে
কুম্ভকর্ণ আগমনে ভীত ভাবি মনে
ডাকিয়া কহেন কথা মৃদু মৃদু বোলে ॥

Brave comrades, quit ye now like man ;
Bear a stout'heart ; and in the stubborn fight
Let each to other mutial succourcar, give
By mutual succour more are saved than fall
In timid fight nor fame nor safety lies."
Derby. Homars Iliad.

কোথা হে অভিজাত্য বিক্রম ভুলিয়া।
সামান্য বানর মত যাও পলাইয়া॥
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত ওহে যত বীরগণ।
তেজোহীন জীবনেতে কিবা প্রয়োজন॥
ভয়ানক বিভীষিকা করি দরশন।
ক্ষান্ত হও ইতস্ততঃ ক'র না গমন॥
এ উত্থিত বিভীষিকা অদ্যই সকলে।
নাশিব নাশিব রহ নাশিব সবলে॥
বানরেরা তবে আশ্বস্ত হইয়ে।
এল রণস্থলে শিলা বৃক্ষ লয়ে॥
মারে কুম্ভকর্ণে ক্রোধান্বিত হয়ে।
মদেতে প্রমত্ত মাতঙ্গ প্রায়॥
গিরি শৃঙ্গ শিলা বৃক্ষের প্রহারে।
বীর কুম্ভকর্ণ অঙ্গ নাহি নড়ে॥
গাত্র স্পর্শ মাত্র চূর্ণ হয়ে পড়ে।
শিলা বৃক্ষ রাশি রাশি ধরায়॥
দীপ্ত দাবানল কাননে যেমন।
একবার হতে করয়ে দহন॥
কোপান্বিত কুম্ভকরণ তখন।
মর্দ্দিতে লাগিল বানরগণে॥
রক্ত মাখা দেহে অনেক বানর।
পতিত হইল ধরার উপর॥
প্রবেশিল বন অথবা সাগর।
ধাইল কেহ বা সেতুর পানে॥
অগ্রে কি পশ্চাৎ নাহিক বিচার।
ভয়ে মুখবর্ণ মলিন সবার॥
কেহ বা লুকাল পর্ব্বত মাঝার।
কেহ প্রাণ ভয়ে বৃক্ষেতে চড়ে॥
কেহ মৃতবৎ শুইল ধরায়।
কুম্ভকর্ণ মুখে কেহ বা দাঁড়ায়॥
ঋক্ষগণ সব এরূপে পলায়।
না পারে উঠিতে যদি বা পড়ে॥

কুম্ভকর্ণ-ভয়ে কপিগণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কুমার অঙ্গদ কপিগণকে সাহস দিতে লাগিলেন।

তাহা দেখি তবে বালিপুত্র বীর।
কহে কপিগণে নির্ভয় শরীর॥
না পলাও সবে হওহে সুস্থির।
করিব সমর আমরা সবে॥
পলাইছ রণে পরাঙ্মুখ হয়ে।
কিন্তু আমি এই পৃথিবী ভ্রমিয়ে॥
না পাই স্থান যথায় রহিয়ে।
আত্মরক্ষা তাই করিবে সবে॥

এত যত্ন কেন পরাণ রাখিতে।
জাননা তোমরা এখন কি চিতে।
স্ত্রীর উপহাসে হইবে মরিতে ॥
বিমুখ হইলে সম্মুখ রণে।
স্ত্রীর উপহার শাণিত কৃপাণ ॥
সে অস্ত্র আঘাতে যে জন ধীমান।
সেই জন মরে জানিবা সজ্ঞান ॥
নাহি কোন দুঃখ অবোধ জনে।
মহৎ বৃহৎ কুলে জনমিয়ে ॥
সামান্য বানর মত প্রাণভয়ে।
যাওহে কোথায় কোথা পলাইয়ে ॥
নাহি কি সম্ভবে কলঙ্ক ভয়।
যখন সকলে বীর্য্য না দেখায়ে ॥
কাপুরুষ প্রায় যেতেছ পলায়ে।
সভয়ে সমর-অঙ্গন ছাড়িয়ে ॥
তখন তোমারা নীচ নিশ্চয়।
আপন মহত্ত্ব করিয়া খ্যাপন ॥
কহিতে যে সবে—করি আস্ফালন।
সতত প্রভুর হিত সংসাধন ॥
করি সে সকল গেল কোথায়?
যে জন অসহ্য ধিক্কার সহিয়া।
থাকে পৃথিবীতে জীবন ধরিয়া।
সেই কাপুরুষ উদ্দেশ করিয়া ॥
নিন্দার বারতা সবাই কয়।
অতএব হও নির্ভয় হৃদয়।
পুরুষের পথ করহে আশ্রয় ॥
সমরে পরাণ ত্যাজিবে না হয়;
না হয় রিপুরে নাশিব বলে ॥
মরি যদি রণে ব্রহ্মলোক পাব।
বীরের উচিত ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জিব ॥
জিনি যদি রণে সুকীর্ত্তি রাখিব।
ভীরু ভাগ্যে যাহা কভু না ফলে ॥
বীর কুম্ভকর্ণ শ্রীরামের হাতে।
আজিকে নিস্তার না পাবে রণেতে ॥
যেমন পতঙ্গ পড়িলে বহ্নিতে।
মুহূর্ত্ত মাত্রেতে বিলয় পায় ॥
বীর মাঝে গণ্য আমরা সকলে।
পলাইয়া ছার জীবন রাখিলে ॥
এ কলঙ্ক নাহি যাবে কোন কালে।
এক বীর ভয়ে সবে পলায় ॥
তবে কপিগণ পলায়ন কালে।
অঙ্গদে ডাকিয়া বলিছে সকলে ॥
এ ঘোর সমরে তিষ্টিতে সবলে।
পারিনা আমরা কহিনু সার ॥
বড় প্রীতিকর মোদের জীবন।
এতবলি সবে করে পলায়ন ॥
যত্নে কপিগণে অঙ্গদ তখন।
ফিরাল আশা দিয়া আবার ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

অঙ্গদের এইসব উৎসাহ-উদ্দীপক বাক্যে প্রতীয়মান হয় তিনি সাহসী তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন। এজন্যই তিনি সহজে ভয়ত্রস্ত, পলায়মান কপিসৈন্যদিগকে সাহস দিয়া ফিরাইতে সক্ষম হইলেন। সাহসী ও তেজস্বী ব্যক্তির বাক্যবলে নিতান্ত ভীত ব্যক্তিও যে সাহস প্রাপ্ত হইবে ইহা স্বাভাবিক।

অনন্তর মহাবীর বানর সকলে।
অবিলম্ব স্থিরবুদ্ধি ফিরে দলে দলে॥
অঙ্গদের বাক্য শুনি সন্তুষ্ট হইল।
কুম্ভকর্ণ সনে ঘোর যুঝিতে লাগিল॥
গিরি শৃঙ্গ বৃক্ষ আদি হাতে তুলে ল'য়ে।
কুম্ভকর্ণ প্রতি ধায় সাহস করিয়ে॥
মহাকায় কুম্ভকর্ণ হ'য়ে ক্রোধাবিষ্ট।
লাগিল বানরগণে করিতে বিনষ্ট॥
ক্ষণমধ্যে হত হয়ে অসংখ্য বানর।
দেহ প্রসারিয়া পড়ে ভূমির উপর॥
পক্ষিরাজ যথা সর্প করিলে দর্শন।
সেইমত কুম্ভকর্ণ করি বিচরণ॥
যতই বানর দেখে করয়ে ভক্ষণ।

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কপিগণ আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট যাইয়া পড়িল।

শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন।

"হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন।
এতদিনে যম বুঝি করেছে স্মরণ॥
এই আমি আইলাম তোর বিদ্যমান।
যত শক্তি আছে বেটা তত শক্তি হান॥
শ্রীরামের কথা শুনি কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনে কি করেছ বেটা ফিরে যাবে দেশে॥
এতবলি কুম্ভকর্ণ হ'য়ে ক্রোধমতি।
রামেরে গিলিতে যায় হ'য়ে শীঘ্রগতি॥
রাম বলে কুম্ভকর্ণ ত্যজ অহঙ্কার।
মোর বাণ সহে এত শক্তি আছে কার॥
রঘুনাথের কথাশুনি কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনেতে বাসনা বুঝি যাবে যম-পাশে॥
যে বাণে মরিলা বালী দুর্জ্জয়-বানর।
সেই বাণ মারিলেন কুম্ভকর্ণোপর॥
রামের ঐষিক বাণ তারা হেন ছুটে।
কণ্টক সমান যেন কুম্ভকর্ণে ফুটে॥
লোহার মুষল বীর ঘন ঘন নাড়ে।
শ্রীরামের যত বাণ তায় ঠেকি পড়ে॥
মুষল ফিরায়ে বীর মারিবারে আসে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলেন ত্রাসে॥
বিনা অস্ত্রে যুঝে যেন মদ-মত্ত হাতী।
কারে চড় কীল মারে কারে মারে লাথি॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন পুরিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিলা ডানি হস্তখান॥
ইন্দ্র-অস্ত্র রঘুনাথ করেন সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন পদ দুই খান॥
কুম্ভকর্ণ মুখ ব'য়ে পড়িছে শোণিত।
বারে মুখ ঢাকিলে দেখায় বিপরীত॥
এতেক দুর্গতি হৈল তবু নাহি মরে।
আর বার ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিলেন তারে॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণ আর নাহিক অন্যথা।
ঐ বাণে কুম্ভকর্ণের কাটিলেন মাথা॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"Through skin and flesh and bone it smote,
And rent asunder head and throat.
Down, with the sound of thunder, rolled
The head adorued with rings of gold,
And crushed to pieces in its fall
A gate, a tower, a massive wall.
Hurled to the sea the body fell,
Terrific was the ocean's swell,
Nor could swfit fin and nimble leap
Save the crushed creatures of the deep."

Griffith's Ramayan.

এইরূপে কুম্ভকর্ণ বীব নিহত হইল।

কুম্ভকর্ণবধ-সম্পর্কে কবি কালিদাস অতি সুন্দর কবিত্বের সহিত এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"অকালে বোধিতের ভ্রাতা প্রিয়স্বপ্নো বৃথা ভবান্।
রামেষুভিরিতী বাসৌ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ॥" রঘুবংশম্, দ্বাদশ সর্গ।

"তুমি অতিশয় নিদ্রাপ্রিয়, দশানন তোমাকে অকালে বৃথা জাগরিত করিয়াছেন, এই বিবেচনা করিয়াই যেন রাম-শর কুম্ভকর্ণকে দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখিল।"

৬৮ম সর্গ। কুম্ভকর্ণ-বধে রাবণের বিলাপ।

৬৯ম সর্গ। ত্রিশিরা দেবান্তক নরান্তকাতিকায়াদির যুদ্ধ-যাত্রা ও নরান্তক-বধ।

৭০ম সর্গ। দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশিরা, মহাপার্শ্ব-বধ।

৭১ম সর্গ। অতিকায়ের যুদ্ধ ও বধ।

৭২ম সর্গ। পুরীরক্ষার্থ রাবণের বিশেষ আদেশ।

"কুম্ভকর্ণ হত দেখি রাক্ষস নিকর।
সমাচার দিল গিয়া রাবণ-গোচর॥
* * *
কুম্ভকর্ণ বধবার্ত্তা করিলা শ্রবণ।
শোকেতে রাক্ষস-রাজ হৈলা অচেতন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তৎপর রাবণ ক্লেশে সংজ্ঞালাভ করিয়া কুম্ভকর্ণের জন্য নানাবিধ রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"হা হা ভাই কুম্ভকর্ণ! শক্রদর্প-হর!
আমারে ত্যজিয়া কোথা গেলে, বীরবর?
অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পড়ি
গেলে মোরে পরিত্যাগ করি।
বন্ধুগণ-হৃদি-শল্য না কৈলে উদ্ধার।
আমার ভীষণ ক্লেশ কে নাশিবে আর?
যাহার আশ্রয়ে থাকি সুরাসুরগণে।
ভয় করিতাম নাহি ক্ষণের কারণে॥
সে দক্ষিণ ভুজ এত দিনে।
স্খলিত হইল ঘোর রণে॥
আমিত জীবিত নহি গিয়াছে জীবন।
এ দেহ র'য়েছে পড়ি বিজন ভবন॥

* * *

না বুঝিয়া ভ্রাতৃবাক্যে করি, অনাদর।
প্রত্যাখান করিয়াছি ধার্ম্মিক-প্রবর॥
সে কর্ম্মের এই ফল,
কান্দি আমি অবিরল;
যত বাহুবল হত সব ঘোর রণে।
শোচনীয় পরিণাম ফলিছে এক্ষণে।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এতদিনে রাজা দশাননের হৃদয়ঙ্গম হইল যে, তিনি বিভীষণের উপদেশ অবহেলা করিয়া ভাল কার্য্য করেন নাই। যাহারা অপরিণামদর্শী, তাহাদের এরূপই হইয়া থাকে। তাহাদের পরিণামফল উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সদুপদেশ, সদুপদেশ বলিয়া মনে হয় না। রাজা দশানন অতি জ্ঞানবান ছিলেন সত্য, তবে এবিষয়ে অপরিণামদর্শিতা তাঁহার ততোধিক অতিরিক্ত তেজোগর্ব্বের ফল। তাঁহার অতুলপরাক্রমশালী রক্ষোগণসহ তিনি যে কখনও যুদ্ধে পরাভূত হইতে পারেন ইহা তাঁহার কল্পনাতীত।

রাজা দশাননকে শোকে মগ্ন দেখিয়া সকলে তাঁহাকে নানাবিধ বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিল। রাজা দশানন কতক প্রবোধ মানিলেন। ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তকাতিকায়াদি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশিরা, মহাপার্শ্ব আদি একে একে যুদ্ধে নিহত হইল। তৎপর রাবণ-নন্দন অতিকায় যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইলেন।

"পড়ে বীর পঙ্কজনা দেখিবারে পায়।
হাতে ধনু সমরে প্রবেশে অতিকায়॥

* * *

অতিকায় নাম মোর রাবণ-নন্দন।
অগ্রসর হ'য়ে এস কেবা দিবে রণ॥

আমা দেখি যুদ্ধে ভঙ্গ দেয় যেই জন।
তাহার সহিত আমি নাহি করি রণ॥
এতেক কহিলা যদি রাবণ-কুমার।
ভয়ে কোন বানর না হয় আগুসার॥
দেখি অতিকায়ের সে ভীষণ আকার।
বড় বড় বীর সব পলায় অপার॥
ত্রিভুবনে নাহি সহে অতিকায়-রণ।
প্রাণ-ভয়ে পলাইল যত কপিগণ॥
কুম্ভকর্ণ সহ রণে হইয়াছে পার।
পলায় সে সব বীর নহে আগুসার॥
পলাইয়া গেল সবে রামের গোচর।
কোন্ বীর আসিয়াছে দেখি লাগে ডর॥
রাম বলে বিভীষণ হও অগ্রসর।
কোন্ বীর আসিয়াছে দেখ একবার॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের নিকট অতিকায়ের পরিচয় পাইলেন।

"অতঃপর বিভীষণ করে নিবেদন।
শুন রাম এই বীর রাবণ-নন্দন॥
অতিকায় নাম-পিতৃসম বীর্য্য বলে।
সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ বৃদ্ধমতে চলে॥
অতি সুনিপুণ হস্তি-অশ্ব-আরোহণে।
বড়ই সুদক্ষ অসি-কোদণ্ড-চালনে॥
সাম দান, ভেদ, দণ্ডে দক্ষ অতিশয়।
অধিক কি এর বলে লঙ্কাও নির্ভয়॥
মহিষী ধান্যমালিনী ইঁহার জননী।
ব্রহ্মারে তপের বলে তুষেছেন ইনি॥
জয়ী বীর প্রজাপতিদও অস্ত্রবলে॥
নহে সুরাসুর-বধ্য এই ভূমণ্ডলে॥
তপোবলে লভেছেন এই বীরবর।
স্বর্গীয় কবচ আর বিমান ভাস্বর॥
পরাভূত বহুদেব-দৈত্য এর রণে।
বধেছেন যক্ষ, রক্ষা করি রক্ষোগণে॥
সুরেশের বজ্র, বীর বরুণের পাশ।
এককালে নিজ অস্ত্রে করেছে নিরাস॥
যত্ন করি, বীরবরে নাশহ সত্বর।
নতু শীঘ্র ছিন্ন ভিন্ন করিবে বানর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

অতিকায় এরূপ অসাধারণ বীর ছিলেন। বাস্তবিক তিনি যুদ্ধে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কপিসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ তাহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অতিকায় বীরবর লক্ষ্মণসহ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া নিহত হইলেন।

"অতিকায় পড়িল্ব রাক্ষস ভাগে ডরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"অতিকায় বধ-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
"উদ্বিগ্ন হইল অতি রাজা দশানন॥" রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তিনি তখন ভীত চিত্তে পুরীরক্ষার্থ আদেশ দিলেন।

'এখন প্রহরিগণ অপ্রমত্ত হ'য়ে।
থাকুক এ লঙ্কাপুর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়ে॥
অশোককাননে যথা জানকী-সুন্দরী।
রাক্ষসী-বেষ্টিতা তথা থাকুক প্রহরী॥
অতঃপর সকলের নির্গম প্রবেশে।
রাখিবে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে॥
যথা তথা গুল্ম আছে, সসৈন্য হইয়া।
তোমরা তথায় গিয়া থাক অপেক্ষিয়া॥
প্রাতঃ, সন্ধ্যা অর্দ্ধনিশি যে কোন সময়ে।
শত্রু গতিবিধি হের ঔদাস্য ত্যজিয়ে॥
করিছে উদ্যম কিম্বা করে আগমন।
কিম্বা তথা স্থিত, সদা উচিত দর্শন॥
তখন রাক্ষসগণ রাজাদেশ পেয়ে।
করে সব অনুষ্ঠান ত্বরান্বিত হ'য়ে॥"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

এই সময় রাজা দশাননের মানসিক অবস্থা কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়।

"অতিকায় শোক-শল্য করিয়া বহন।
স্বগৃহে প্রবেশে রাজা অতি দীনমন॥
রাবণের ক্রোধ-বহ্নি প্রদীপ্ত হইল।
দীর্ঘশ্বাসি, পুত্রনাশ ভাবিতে লাগিল॥"

ক্ষমতাবান তেজোসম্পন্ন ব্যক্তি শোকে ও দুঃখে অভিভূত না হইয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইবে এবং স্বাভাবিক নিরীহ ব্যক্তি ম্রিয়মাণ হইবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। রাজা দশানন তেজোসম্পন্ন পুরুষ, এ জন্যই তিনি শোকে ও দুঃখে অভিভূত না হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন।

৭৩ম সর্গ। ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপনান্তে যুদ্ধ-যাত্রা ও জয়লাভ।

৭৪ম সর্গ। জাম্বুবানের আদেশে হনুমানের ওষধি-পর্ব্বত আনয়ন।

"অতিকায় পড়িল রণে রাবণ চিন্তিত।
যোড় হাতে গিয়া আগে কহে ইন্দ্রজিত॥
কিসের সংগ্রাম নর-বানরের সনে।
এখনি বান্ধিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
এতেক কহিল যদি রাবণ-নন্দন।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দিলেন রাবণ॥"
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

বাস্তবিক অতিকায়ের মৃত্যুতে রাজা দশানন অধিকতর চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রজিতের উৎসাহ বাক্যে সাহস প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে

যুদ্ধে যাইতে আদেশ দিলেন। ইন্দ্রজিৎ হৃষ্টমনে যুদ্ধে যাইতে সজ্জিত হইলেন। ইন্দ্রজিত পিতার প্রতি অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন সুতরাং পিতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তৎদুঃখ বিমোচনে যত্নবান্ হইলেন।

"হৃষ্টমনে রণযাত্রা করে বীরবর।
চলে বহু সেনা পাছে লয়ে ধনুঃশর॥
*　　*　　*
রণভূমে উপস্থিত হইয়া তখন।
রথ চারিভিতে সৈন্য করিলা স্থাপন॥
হোমের কারণ স্থান, নাম নিকুম্ভিলা।
তথা জয় হেতু বীর হোম আরম্ভিলা॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বীরবর ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ যথারীতি সমাপন করিয়া সসৈন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কপিগণ যুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন হইল।

"অনন্তর রণস্থলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ইন্দ্রজিৎ শরাঘাতে পাইলা বেদন॥
তবে বীর বিবাদিত করি উত্তরেরে।
মনের আনন্দে ঘোর সিংহনাদ করে॥
রক্ষোগণ স্তুতিবাদ শুনিতে শুনিতে।
সানন্দে প্রবেশ করে লঙ্কা-নগরীতে।
লঙ্কাপুরে প্রবেশিয়া প্রহৃষ্ট-অন্তরে।
কহে সব বিবরণ পিতার গোচরে।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালে বিদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত বা মৃত-অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। হতাবশিষ্ট কপিগণ ও কপিসেনাপতিগণ তদ্দৃষ্টে নিতান্ত বিষণ্ণ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।

"হনুমান জাম্বুবানে বন্দিল চরণ।
মৃদুভাষে জাম্বুবান বলিল তখন॥
পড়িয়াছে কপিগণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ঔষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্ব্বজন॥
অন্তরীক্ষে যাইবে পবনে করি ভর।
অতি উচ্চ হিমালয় পর্ব্বত-শিখর॥
ঋষ্যমুখ-পর্ব্বত সে হিমালয় পার।
কৈলাসপর্ব্বত শ্বেত ধবল আকার॥
তাহার দক্ষিণ পূর্ব্বে পর্ব্বত-কৈলাস।
ঋষ্যমুখ শৈলে আছে ঔষধ-নির্য্যাস॥
চারি বৃক্ষ আছয়ে ঔষধ চারি জাতি।
অন্ধকার আলো করে ঔষধের জ্যোতিঃ॥
বিশল্যকরণী এক সর্ব্বলোকে জানি।
দ্বিতীয় ঔষধ নাম মৃত সঞ্জীবনী॥
তৃতীয় ঔষধ আছে অস্থি-সঞ্চারিণী।
চতুর্থ ঔষধ নাম সুবর্ণকরণী॥

আনিতে ঔষধ যদি পার রাতারাতি।
চারি যুগে থাকিবেক তোমার সুখ্যাতি॥
* * *
জাম্বুবান হনুমানে দিলেন বিদায়।
ঔষধ আনিতে হনুমান চলি যায়॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

পর্ব্বত আরোহণ করিয়া যথাস্থানে হনুমান ঔষধ খুঁজিয়া পাইলেন না।

"ঔষধ লুকাল দেখি, হনুমান বীর।
কোপে জ্বলে দুই আঁখি কম্পিত শরীর॥
ঘোরতর গর্জ্জি বীর কহিলা ভূধরে।
কি কারণে দয়া নাহি হইল রামেরে?
আবেগ বাড়িল বীর কহিছে আবার।
কি হেতু রামের প্রতি উপেক্ষা তোমার॥
করিলে রামের প্রতি যেই ব্যবহার।
শীঘ্র সমুচিত ফল দিতেছি তাহার॥
মম ভুজবলে তুমি হয়ে অভিভূত।
ছড়াব তোমারে ভাঙ্গি ধূলিকণা মত॥
এতবলি হনুমান ধরিয়া ভূধরে।
মহাবেগে দুই হাতে উৎপাটন করে॥
* * *
সেই গিরি হনুমান করিয়া ধারণ।
বিমান উপরে বীর কৈলা আরোহণ॥
ঔষধি-পর্ব্বত তবে করিয়া ধারণ।
গরুড়ের বেগে বীর চলিলা তখন॥
হস্তেতে ঔষধি শৃঙ্গ অরুণের প্রায়।
অরুণের জ্যোতিসম জ্যোতি তার গায়॥
তেজঃপুঞ্জ দেহ প্রতি দৃষ্টি নাহি চলে।
দ্বিতীয় আদিত্য যেন উদয়-অচলে॥
সহস্রেক ধার দীপ্ত চক্র লয়ে করে।
শোভেন শ্রীপতি যথা বিমান-উপরে॥
তথা দীর্ঘকায় বীর ভূধর করেতে।
চক্রধর বিষ্ণুপ্রায় হইলা দেখিতে॥
দূর হতে কপিগণ দেখি হনুমানে।
করে ঘোর কোলাহল আনন্দিত মনে॥
হনুমান কপিগণে করি দরশন।
হর্ষভরে সিংহনাদ করিছে ভীষণ॥
সত্বর লঙ্কায় বীর নামিলা তখন।
প্রধান বানরে গিয়া কৈলা সম্ভাষণ॥
বিভীষণ সনে বীর করে কোলাকুলি।
মহা হরষিত হ'ল বানরমণ্ডলী॥
ঔষধির গন্ধ পেয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
অবিলম্বে রোগমুক্ত হইলা তখন॥
কপিগণ দেহ-ক্লম সব গেল দূর।
ক্রমেতে সকল বীর উঠে অতঃপর॥
প্রভাতে সুষুপ্ত যথা হয় জাগরিত।
সেই মত তারা সব উঠিল ত্বরিত॥
অনন্তর হনুমান ঔষধি পর্ব্বত।
রাখিয়া আইলা যথা ছিল সে পূর্ব্বেতে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই মহৌষধি-গন্ধে মৃত রক্ষোগণও জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু

"যদবধি এই মহারণ সমাগত।
কপিহস্তে যত রক্ষ হয়েছে নিহত॥
গণনা হইবে ভয়ে রাবণ-আজ্ঞায়।
সে সকলে সিন্ধুজলে মন্দরাকেলায়

সে কারণ সম্ভাবনা নাহি ছিল আর।
মৃতদেহে প্রাণ তারা পাইবে আবার ॥" রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এইরূপ মহার্ঘ্য ঔষধি যে অরণ্যে বা পর্ব্বতে এখনও বর্ত্তমান আছে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে আজকাল কেহই ইহার অস্তিত্ব অবগত নহেন এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহই ইহা চিনিয়া লইতে সক্ষম নহেন।

ইন্দ্রজিৎ প্রবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে সমস্ত কপিসৈন্য লণ্ডভণ্ড করিয়াছিলেন এবং রাম-লক্ষ্মণকে শরজালে বিদ্ধ পূর্ব্বক মৃতপ্রায় করিয়া ইহা সর্ব্বপ্রকারে রণবিজয়ী হইয়া লঙ্কাপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এ অসাধারণ বীরত্ব বলিতে হইবে।

৭৫ম সর্গ। সুগ্রীবের আদেশে বানরগণ-কর্ত্তৃক লঙ্কাদাহন ও সম্মুখ যুদ্ধ।

৭৬ম সর্গ। কম্পন প্রজঙ্ঘ শোণিতাক্ষ যূপাক্ষ কুম্ভ বধ।

৭৭ম সর্গ। নিকুম্ভ-বধ।

৭৮ম সর্গ। মকরাক্ষের যুদ্ধ-যাত্রা।

৭৯ম সর্গ। মকরাক্ষ-বধ।

"সুগ্রীব কহেন তবে বীর হনুমানে।
এইটি কর্ত্তব্য মম হইতেছে মনে ॥
কুম্ভকর্ণ হত আর যতেক কুমার।
রাবণ কিরূপ পুরী রাখিবেক আর ॥
অতএব লঘুহস্ত বীর কপিগণ।
উল্কা লয়ে লঙ্কা-মাঝে করুক গমন ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তৎপর—

"অস্তমিত সূর্য্য, ঘোর প্রদোষ-সময়ে।
লঙ্কাপুরে চলে কপি উল্কা করে ল'য়ে ॥
সে সব বিরূপনেত্র রাক্ষসের দল।
দ্বাররক্ষা তরে ছিল, যেমন অচল ॥
উল্কা হাতে কপিগণে আসিতে দেখিয়া।
বিষম প্রমাদ গণি যায় পলাইয়া ॥
তাহা দেখি বানরেরা প্রফুল্ল হইল।
নানাস্থানে ঘোর অগ্নি জ্বলিতে লাগিল ॥
পুরদ্বার রাজপথ গলির ভিতর।
নির্ভয়ে জ্বলিছে অগ্নি প্রাসাদ উপর ॥
দেখিতে দেখিতে সেই ভীম হুতাশন।
বিস্তার করিল শিখা অতীব ভীষণ ॥
অত্যুচ্চ-প্রাসাদ পুড়ি পড়িতে লাগিল।
অগুরু, চন্দন, মণি প্রবাল পুড়িল ॥
পুড়িল হীরক, মুক্তা, কৌশেয়-বসন।
ক্ষৌম, নানাবিধ বস্ত্র, গৃহোপকরণ ॥

হেম-পাত্র, অশ্বসাজ বর্ম্ম-প্রহরণ।
করি-গলবন্ধ ব্যাঘ্র-চর্ম্মের আসন॥
কেশজ-চামর, আর কস্তুরি-কম্বল।
সুরচিত রথসজ্জা পুড়িল সকল॥
স্বাস্তিকাদি গৃহে পোড়ে ঘোর দরশন।
গৃহস্থ রাক্ষস, গৃহ, পোড়ে অগণন॥
কনক-খচিত বর্ম্ম নানা আভরণ।
গলে গন্ধমাল্য পোড়ে উত্তম বসন॥
মধুমদে মাতি রক্ষ চঞ্চল হইয়া।
টলিতে টলিতে ঘোরে যাইছে চলিয়া॥
তাহাদের নিজ নিজ প্রণয়িনীগণ।
ভীত মনে বস্ত্র ধরি করিছে গমন॥
আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে রাক্ষসনিকর।
কুপিত হইয়া হাতে মুষল, মুদ্গর॥
কেহ শূল, কেহ গদা, কেহ অসি ল'য়ে।
ক্রোধে পথে নিজমনে চলিল ধাইয়ে॥
কেহ বা ভোজন করে, কেহ সুরাপান।
প্রেয়সীর সহ কেহ শয্যায় শয়ান॥
চারিদিকে ঘোর বহ্নি দরশন।
বাহিরায় শিশু-হস্ত করিয়া ধারণ॥
চারিদিকে ভীমরবে হুতাশ জ্বলিছে।
লক্ষ লক্ষ রম্য-হর্ম্ম্য ভাঙ্গিয়া পড়িছে॥
হর্ম্ম্যগুলি বহুতর ব্যয়েতে নির্ম্মিত।
কারো গৃহ অর্দ্ধচন্দ্র, কারো চন্দ্রমত॥
দুর্গম, কঠিন, মণি-প্রবাল-খচিত।
স্বর্ণময় সুগভীর সুন্দর চিত্রিত॥
গৃহোপরি শিরোগৃহ কি সুন্দর সাজে।
সুচিত্র রমণীয় গবাক্ষ বিরাজে॥
সুগঠিত মঞ্চগুলি কিবা শোভা ধরে।
উচ্চতায় গৃহগুলি রবিস্পর্শ করে॥

ক্রৌঞ্চ ময়ূরের স্বরে ভূষণ-স্বননে।
গৃহগুলি নিনাদিত হতেছে সঘনে॥
ঘোর-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তখন।
সে সকল গৃহ পাড়ে করিয়া দহন॥
প্রাবৃটে চপলাযুক্ত জলদের প্রায়।
দূর হ'তে পুরদ্বার দীপ্ত দেখা যায়॥
দাবাগ্নি প্রদীপ্ত গিরি-শিখরের ন্যায়।
প্রজ্বলিত গৃহগুলি শোভিছে তাহায়॥
সপ্ততল গৃহোপরে সেই রজনীতে।
যে সব যোষিত শুয়ে আছিল সুখেতে॥
ঘোর হুতাশনে দগ্ধ অধীর জ্বালায়
অঙ্গের ভূষণ সব চৌদিকে ফেলায়॥
ঘোরতর আর্ত্তরব হয় ঘরে ঘরে।
উঠিছে ভীষণ রোল লঙ্কার ভিতরে॥
ভীষণ কুলিশাহত গিরিশৃঙ্গ প্রায়।
জ্বলন্ত ভবন যত পড়িছে ধরায়॥
দাবানল দীপ্ত ছিল গিরিশৃঙ্গ প্রায়।
দূর হ'তে দীপ্ত গৃহগুলি দেখা যায়॥
প্রাসাদ-শিখর ঘোর হুতাশ-শিখায়।
দীপ্ত তেজোরাশি যেন দেখা নাহি যায়॥
পুষ্পিত কিংশুক-তরু সদৃশ লক্ষিত।
লঙ্কাপুরী সেই কালে হ'ল আচ্ছাদিত॥
নগর-পালকগণ অগ্নি-ভয়ে ভীত।
করিছে বন্ধন-মুক্ত হস্তী অশ্ব যত॥
প্রলয়ে ঘূর্ণিত যত জলচর সহ।
বারিনিধি সেইরূপ হয় ভয়াবহ॥
লঙ্কাপুরী সেইরূপ হইল ভীষণ।
শুধু হাহাকার রব, শুধুই রোদন॥
কোথাও উন্মুক্ত অশ্বে করি দরশন।
ঊর্দ্ধশ্বাসে করিবর করে পলায়ন॥

কোথাও তুরঙ্গ ভীত দেখি করিবরে।
ফিরে যায়, পিছুপানে নাহি চায় ডরে॥
অগ্নিশিখা সিন্ধুজলে হইল কলিত।
সমস্ত সাগরবারি হইল লোহিত॥
অর্দ্ধদীপ্ত প্রাসাদের প্রতিবিম্ব গিয়া।
ঊর্ম্মিময় জলরাশি তুলিল রঞ্জিয়া॥
প্রলয়ের কালে দীপ্ত বসুধার প্রায়।
এইরূপে দহ্যমান পুরী শোভা পায়॥
ধূমব্যাপ্ত তাপদগ্ধ রাক্ষসী সকল।
হাহাকার করে শব্দে পুরী টলমল॥
সেই আর্ত্তরব শত যোজন হইতে।
অনায়াসে লোক সব পাইল শুনিতে॥
বাহিরায় অর্দ্ধদগ্ধ-রাক্ষস নিকর।
অকস্মাৎ আক্রমণ করিছে বানর॥
রাক্ষস চীৎকার করে গণিয়া প্রমাদ।
সমরের ভয়ে কপি করে সিংহনাদ॥
সে ঘোর নিনাদে দিক্ পূরিয়া উঠিল।
সাগর পৃথিবী আদি ধ্বনিত হইল॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"As earth with fervent head will glow
When comes her final overthrow;
From gate to gate from court to spire,
Proud Lanka was one blaze of fire,
And every headland, rock and bay
Shone bright a hundred leagues away."

Griffith's Ramayan

তৎপরে রাক্ষস ও কপিগণে ঘোরতর সম্মুখ-যুদ্ধ হইল।

"ক্রমেতে ভীষণ রণ দ্বিগুণ ভীষণ।
মহারোষে দুই দলে যুঝে প্রাণপণ॥
প্রাস, অসি, শূল, কুম্ভ করিয়া উদ্যত।
রহিয়াছে মহাকায় রক্ষোবল যত॥
ছিন্ন কার বর্ম্ম ধ্বজ-দণ্ড নাহি কার।
ক্ষণে দুই দলে হয় ঘোর মহামার॥
যে যারে নিকটে পায় করয়ে নিধন।
এইরূপে দুই দলে হত অগণন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই সকল বর্ণনাগুলি বড়ই সুন্দর ও অতি স্বাভাবিক।

তৎপর অঙ্গদের সহিত যুদ্ধে কম্পন, প্রজঙ্ঘ, শোণিতাক্ষপাক্ষ সকলে নিহত হইল। কুমার অঙ্গদ অসাধারণ বীর ছিলেন। উঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়াছিলেন। সেজন্যই তিনি পরক্ষণেই কুম্ভের সহিত যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজা সুগ্রীব ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কুম্ভকে নিহত করিলেন।

"বিনষ্ট হইল কুম্ভ পৃথিবী টলিল,
রক্ষোদল অতিমাত্র প্রমাদ গণিল।" রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কুম্ভের ভ্রাতা নিকুম্ভ রাক্ষসগণ মধ্যে এক জন প্রধান বীর বলিয়া পরিগণিত হইত। সে এইরূপ ছিল—

"কৃতান্তের দণ্ডসম ভীম-দরশন,
রাক্ষসগণের সর্ব্ব ভীতি-বিনাশন।" রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সে কুম্ভ প্রভৃতি সকলে যুদ্ধে নিহত হইল দেখিয়া ক্রোধভরে যুদ্ধে অগ্রসর হইল, কিন্তু বীরবর হনুমানের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সে পরাস্ত ও নিহত হইল।

"কুম্ভ-নিকুম্ভেরে হত দেখিয়া রাবণ
জ্বলিয়া উঠিলা কোপে যেন হুতাশন;
কোপে শোকে দশানন হ'য়ে হতজ্ঞান
খরপুত্র মকরাক্ষে করিলা আহ্বান।"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশাননের এই সময়ের মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তিনি রাগে, শোকে, দুঃখে ও মনের ক্ষোভে মকরাক্ষকে সসৈন্যে যুদ্ধে পাঠাইলেন।

"মকরাক্ষে রণতরে আগত দেখিয়া
লাফ দিয়া কপিগণ উঠে দাঁড়াইয়া।
রাক্ষস-বানরে ঘোর সমর বাধিল
দেবাসুরে রণ যেন পুনশ্চ ঘটিল।"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া মকরাক্ষ নিতান্ত ক্রোধিত হইলেন।

"তবে রামে মকরাক্ষ কহিল কুপিত,
তোমা সনে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিব নিশ্চিত,
শ্রীরাম! শাণিত শরে অদ্যই তোমায়
শীঘ্র করি পাঠাইয়া দিব যমালয়।
দণ্ডক-কাননে তুমি মম পিতা খরে
নাশিয়াছ তেই রোষ তোমার উপরে।"
* * *
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে উপযুক্ত উত্তর দিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, কিন্তু রাম-শরে মকরাক্ষ নিহত হইল।

"তবে রক্ষোবল সব রাম-ভয়ে ভীত।
রণছাড়ি লঙ্কাপানে পলায় ত্বরিত।" রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

৮০ম সর্গ। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ ও ইন্দ্রজিত-কর্ত্তৃক মায়াসীতা-বধ।

৮১-৮২ম সর্গ। মায়াসীতা-বধ-বৃত্তান্ত নিবেদনার্থ রাম-সন্নিধানে হনুমানের যাত্রা এবং নিকুম্ভিলা-যজ্ঞার্থ ইন্দ্রজিতের পুরী-প্রবেশ।

৮৩ম সর্গ। হনুমান-মুখে সীতাবধ শ্রবণে রামের খেদ।

৮৪-৯১ম সর্গ। বিভীষণকর্ত্তৃক সীতাবধের রহস্য-ভেদ ও নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিত-বধ।

৯২ম সর্গ। রাম সন্নিধানে লক্ষ্মণাদির আগমন।

এ স্থলে কৃত্তিবাস তরণীসেন, বীরবাহু প্রভৃতি অনেক বীরের যুদ্ধবার্ত্তার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মূল বাল্মীকির রামায়ণে তাঁহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

"মকরাক্ষ-বধ-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
কোপেতে উঠিল জলি রাজা দশানন,
শরীর কম্পিত তার থর থর থরে
দন্তে দন্তে ঘন ঘন কট কট করে।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই ভাব তেজো-সম্পন্ন বীরের লক্ষণ। রাজা দশানন যে এক জন তেজো-সম্পন্ন প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ ছিলেন—এই বর্ণনায় তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।

তিনি ইন্দ্রজিতকে ডাকাইয়া বলিলেন,—

"শুন বৎস! রক্ষোমাঝে তুমি বলবান্
ভুবনেতে নাহি বীর তোমার সমান।
মায়াবলে দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য থাকিয়া
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে আইস নাশিয়া।
সুরেন্দ্র মাহিক কেহ প্রতিপক্ষ যায়
তোমার সমরে হল পরাভব তার।
নর বলি তাই বুঝি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে
পাঠাইতে নাহি ইচ্ছা শমন সদনে।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

পিতৃ-আজ্ঞায় বীর ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি যুদ্ধে যাইয়া কপি-সৈন্য লণ্ডভণ্ড করিলেন, রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে অশেষ ক্লান্ত করিলেন, তৎপরে এক কৃত্রিম সীতা-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া হনুমান সমক্ষে সেই মায়াসীতা-বধ করিলেন। বীরবর হনুমান বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন

না। কল্পিত মায়াসীতাবধের উদ্দেশ্য এই যে, যে সীতার জন্য এই যুদ্ধ-বিগ্রহ সেই সীতা নিধন হইয়াছে জানিতে পারিলে রাম-লক্ষ্মণ সম্ভবতঃ যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইবে—হয়ত প্রাণে বিনষ্ট হইবে।

হনুমান যাইয়া সীতাবধ-বৃত্তান্ত বিষণ্নমনে রাম-লক্ষ্মণের নিকট জ্ঞাপন করিল, এদিকে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিল।

সীতাবধ-বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের কিরূপ অবস্থা হইল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

"শুনি এই সমাচার ছিন্নমূল-তরুপ্রায়
রামচন্দ্র পড়িল ধরায়,
শোকে মূর্চ্ছাগত রাম নাহিক চেতনা-জ্ঞান
স্পন্দহীন রহিলা তথায়।
যতেক বানরগণ ত্বরান্বিত অতিশয়
শ্রীরাম নিকটে আইল ;
প্রদীপ্ত শোক-পাবকে দগ্ধরাম অবিরত
গন্ধবারি-সেচন করিল
কখন লক্ষ্মণ তাঁরে লইয়া ভুজ-পঞ্জরে
ক্ষুণ্ণমনে কহেন বচন,
ধর্ম্মশীল জিতেন্দ্রিয় আর্য্য! তুমি নিরন্তর
তবু ধর্ম্ম না করে রক্ষণ।
বিপত্তি যখন হয় কোথা ধর্ম্ম মহাশয়
নাহি শক্তি রক্ষা করিবারে ;
ধর্ম্মেতে কি ফলে ফল সকলি দেখি বিফল
নিশ্চয় এ কহিনু তোমায়।
স্থাবর-জঙ্গম সর্ব করে সুখ অনুভব
ধর্ম্মত প্রত্যক্ষ নাহি হয় ;
অতএব মহাশয় কহিলাম সুনিশ্চয়
ধর্ম্ম সুখ-হেতু কভু নয়।

ধর্ম্মের প্রসঙ্গ হীন স্থাবর-জঙ্গম আদি
তারা সুখ অনুভব করে,
ধর্ম্ম সুখ-হেতু নয় তা হলে কি মহাশয়
পড় তুমি বিপত্তি-সাগরে ?
আরো যদি বল, প্রভো অধর্ম্ম দুঃখের হেতু
তাহে পুনঃ না করি প্রত্যয়,
দশানন তাহা হ'লে নরকে যাইত চ'লে
তোমার কি এত ক্লেশ হয় ?
অধিক কি কব আর ধর্ম্মে সুখ নাহি আর
অধার্ম্মিক সুখী বিদ্যমান,
এ সব দেখিলে চোখে ধর্ম্মাধর্ম্মে সুখ দুঃখ
সমস্তই হয় অপ্রমাণ।
ধর্ম্মেতে ফলিছে দুখ অধর্ম্মে কতই সুখ
দেখি মনে কত কি যে হয়,
সব দেখি বিপরীত আপনি ত সুপণ্ডিত
মম মনে না হয় প্রত্যয়।
তবে যদি ধর্ম্মে সুখ অধর্ম্মে পরম দুঃখ
এই মহাবাক্য হয় সার,
তা হলে অধর্ম্মী যেই ঘোর দুঃখ পাক সেই
সুখী হ'ক ধর্ম্ম আছে যার।

কিন্তু নিত্য এই দেখি অধার্ম্মিক হয় সুখী
ধার্ম্মিক কেবল দুঃখ সয় ;
তাই বলি মহাশয় এই সে স্থিরনিশ্চয়
ধর্ম্মাধর্ম্মে দুঃখ সুখ নয় ।
অধর্ম্মে যদি বা আর করিয়া কার্য্য স্বীকার
ফল লয়ে ভাবি নিজ মনে,
তবে পাপী যেই জন অধর্ম্মে হ'লে নিধন
অধর্ম্মও নষ্ট তার সনে ।
নাশক স্বয়ং যেই নষ্ট-বস্তু সনে সেই
একেবারে করিল গমন ;
তা হ'লে নাশকে আর নাশক গুণ স্বীকার
করিবেক হেন কোন জন ?

একের কার্য্যের ফলে অন্যে যদি মরে
কিংবা একে মারে অন্যে কোন কার্য্য করে ;
তা হলেও কর্ম্মফল পাপে লিপ্ত হয়,
অনুষ্ঠান-কর্ত্তা কোনরূপে দোষী নয় ।
যেহেতু হত্যার কর্ত্তা নহে সেইজন
অনুষ্ঠিত কার্য্য তার করেছে নিধন ।
ধর্ম্ম নিজে অচেতন শুন মহাশয়
নাহি কর্ম্মজ্ঞান, কল্প, ব্যক্ত নাহি হয় ।
নিত্যই স্থায়িত্ব তার করিলে স্বীকার
কেমনে নিজেই ধ্বংস হয় সে আবার ?
ধর্ম্ম নামে কোন বস্তু থাকিলে সংসারে
এ দারুণ ক্লেশ তুমি পাও বারে বারে ?
কর্ম্মে অপারগ ধর্ম্ম, অতি আকিঞ্চন
না হয় বিহিত হেন ধর্ম্মের শরণ ।
কার্য্যকালে পৌরুষের লয় সে আশ্রয়
অতি বলহীন ধর্ম্ম সুখকর নয় ।

আর ধর্ম্ম পৌরুষের গুণ যদি হয়
তা হইলে পুরুষত্ব করহ আশ্রয়
আর যদি সত্যে ধর্ম্ম এই তব মত
তবে মিথ্যাদোষে লিপ্ত রাজা দশরথ ।
যৌবরাজ্যে অঙ্গিকার করিয়া তোমারে
না পালিল অঙ্গিকার এ কোন বিচারে ?
নিজ অঙ্গীকার নাহি করিলা পালন,
সেই হেতু যমঘরে গেলেন রাজন ।
এক্ষণে কিজন্য তুমি হয়ে মহাজন
পিতৃকৃত সত্য নাহি করিছ পালন ?
আর এক মাত্র ধর্ম্ম কিংবা পৌরুষের
সংসার মাঝারে যদি হয় অনুষ্ঠেয়,
তা হ'লে বিশ্বরূপে করিয়া নিধন
অশ্বমেধ ইন্দ্র নাহি করিত সাধন ।
সেই কর্ম্ম করিতেন যে হয় প্রধান
সকলেই প্রধানের করে অনুষ্ঠান ।
শত্রু বিনাশের হেতু করিয়া মনন,
পৌরুষের সনে ধর্ম্ম করিবে সেবন ।
মানব আপন কার্য্য উদ্ধারের তরে
এক কালে দুই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে ।
এই ধর্ম্ম জানি আমি এই মম মন
এই মত কার্য্য তুমি কর আচরণ ।
অর্থমূল ধর্ম্মে ত্যাগ করিয়া এখন
মূল সহ ধর্ম্মে তুমি দিলে বিসর্জ্জন ।
গিরি হ'তে নদী যথা হয় প্রবাহিত
সেইরূপ অর্থ হ'তে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ।
স্বল্পতোয়া নদী যথা নিদাঘকালেতে
অর্থবিহীনের কর্ম্ম তথা এ জগতে ।
নদীজল গ্রীষ্মকালে যায় শুকাইয়া
বালুকার তলে কোথা থাকয়ে পড়িয়া ।

সেইরূপ অর্থহীন নর অল্পপ্রাণ
নাহি পারে করিবারে ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
অর্থহীন হ'য়ে যেই সুখ ইচ্ছা করে
শীঘ্র সেই জনে লিপ্ত হয় পাপাচারে।
ক্রমে ঘোরতর পাপ করে আচরণ
নানা মত দোষে লিপ্ত হয় সেইজন।
অর্থ পুরুষার্থ হয় শুন মহাশয়
যার অর্থ তার মিত্র জানিও নিশ্চয়;
অর্থ যার বহুলোক বান্ধব তাহার,
অর্থ যার সে পুরুষ সংসার মাঝার;
অর্থ যার সুপণ্ডিত বলে সেই জনে,
অর্থ যার বলবান সেইজনে গণে;
অর্থ যার সেইজন বড় বুদ্ধিমান,
অর্থ যার নাহি বীর তাহার সমান,
অর্থ যার সেইজন এই জগতে গুণী
অর্থ যার সেই জনে শ্রেষ্ঠ বলি মানি।
অর্থনাশে নানা দোষ করিনু কীর্ত্তন
এ হেন অর্থের প্রতি করেছ হেলন;
অবহেলি প্রাপ্ত রাজ্য না করি গ্রহণ
নাহি জানি কেন অর্থে করিলে হেলন।
অর্থ যার অনুকূল সকলি তাহার,
ধর্ম্ম-কামে প্রয়োজন আছে সে জনার

অর্থ অভিলাষী কিন্তু নির্ধন যে জন
অবশ্য লইবে সেই পৌরুষ শরণ।
পুরুষত্ব হীন হয়ে নির্ধন যে জন
পারে কি করিতে কভু অর্থ উপার্জ্জন?
ধর্ম্ম ক্রোধ হর্ষ কাম ইন্দ্রিয় দমন,
শান্তি লভিবারে অর্থে বড় প্রয়োজন।
মেঘাচ্ছন্ন দিনে গ্রহ অদৃশ্য যেমন
অর্থহীন তাপসের পৌরুষ তেমন।
ঐহিক পৌরুষ আজি তোমার দেহেতে
সেইরূপ দৃষ্টি নাহি হয় কোন মতে।
পিতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি আইলে কানন,
রাক্ষসে করেছে তব পত্নীর হরণ।
অতএব বীরবর না থাকিয়া স্থির,
উত্থান করহ শীঘ্র তুল নিজ শির।
আজি আমি পুরুষত্ব করিয়া আশ্রয়
ইন্দ্রজিত-কৃত ক্লেশ নাশিব নিশ্চয়।
শোক পরিহরি প্রভো উঠহ এখন
কি হেতু না বুঝ তুমি মাহাত্ম্য আপন?
যে মত সীতারে রক্ষ করেছে নিধন
সেই কোপে লঙ্কাপুরী নাশিব এখন।
হস্তী অশ্ব রথ পুরী রাজাদশাননে
একত্র পাঠাব আজি শমন সদনে।

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণ পৌরুষের সহিত ধর্ম্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিলেন এবং পৌরুষ-ভাবাপন্ন হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে কার্য্যে তৎপর হইতে অনুরোধ করিলেন।

রামেরে আশ্বাস দেন অনুজ লক্ষ্মণ।
হেন কালে তথা উত্তরিল বিভীষণ॥ রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ যে সীতা বধ করিয়াছে তাহা প্রকৃত সীতা নহে, কল্পিত মায়া-মূর্ত্তি। বিভীষণ বলিলেন—

দ্বারে নাশি ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামের স্থলে।
বিমোহিত করিয়াছে বানর সকলে॥
সীতা নহে সেই মূর্ত্তি জানিও নিশ্চয়।
মায়া-সীতা হইবেক মোর মনে লয়॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞালয়ে আজি ইন্দ্রজিত।
অভিচার-হোম দুষ্ট করিবে নিশ্চিত॥
সেই হেতু যজ্ঞস্থলে নিজে বৈশ্বানর।
উপস্থিত, সঙ্গে লয়ে যতেক অমর॥
এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিলে পামর।
পরাভব করা তারে হইবে দুষ্কর॥
পাছে কপিগণ কিছু বিঘ্ন করে তায়।
এই হেতু বিমোহিত করেছে সবায়॥
অতএব হোম নাহি হতে সমাপন।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞালয়ে করিব গমন॥
কেন রাম বিষাদিত কর নিজ মন।
তোমার এভাব দেখি খিন্ন কপিগণ॥
উৎসাহিত হ'য়ে তুমি রহ সুস্থ মনে।
আমরা যাইব তার যজ্ঞের ভবনে॥
তোমার নিকটে করি এক নিবেদন।
আমাদের সঙ্গে দেও অনুজ লক্ষ্মণ॥
দুষ্ট ইন্দ্রজিত-হোমে বিঘ্ন করিবারে।
কে পারে লক্ষ্মণ বিনা এ তিন সংসারে॥
ব্যাঘাত ঘটিলে মায়া সিদ্ধি বিষয়েতে।
নিশ্চয় মরিবে দুষ্ট আমাদের হাতে॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ-বাক্যে অনুমোদন করিলে বিভীষণ লক্ষ্মণ ও হনুমান প্রভৃতিসহ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে চলিলেন।

এস্থলে কবিবর মাইকেল কিন্তু অন্যরূপ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ স্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—

"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন রঘুকুলপতি!
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন, উঠ বৎস পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজি-মাঝে
শোভে সরঃ, কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়, স্নান করি সেই সরোবরে
তুলিয়া বিবিধ ফুল পূজ ভক্তিভাবে

দানবদমনী মায়ে ; তাঁহার প্রসাদে
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ-রাক্ষসে
যশস্বি। একাকী বৎস যাইও সে বনে।

মেঘনাদবধ কাব্য ৫ম সর্গ।

তৎপর শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ একাকী যাইয়া চণ্ডীর পূজা করিলে মহামায়া তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইয়া আদেশ করিলেন—

কহিলেন মহামায়া ; সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত ! দেবদেবী যত
তোর প্রতি, দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব, আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র বলি ! বিভীষণ-সঙ্গে
যা চলি নগর-মাঝে যথায় রাবণি
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে পূজে বৈশ্বানর।
সহসা শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে
নাশ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে,
অদৃশ্য ! নিকষে যথা অসি আবরিব
মায়াজালে আমি দোহে। নির্ভয়-হৃদয়ে
যা চলি রে যশস্বি।"

মেঘনাদবধ ৫ম সর্গ।

কবিবর মাইকেলের এ কবিত্বভাব অতীব সুন্দর সন্দেহ নাই। বিভীষণের কে ইন্দ্রজিতের অবৈধ ও অন্যায় বধের উপায় উদ্ভাবন করিয়া বলিয়া দেওয়া অন্যায় হইয়াছে, অনেকে মনে করিতে পারেন। সুতরাং মাইকেলের কবিত্বভাব সে কারণেও উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা দেবত্ব-ভাবপূর্ণ এবং উহা সম্ভবপর ঘটনা নহে। বিভীষণের উদ্ভাবনাই সম্ভবপর এবং এজন্য তাঁহাকে দোষারোপ করা যায় না,

কেন না তিনি ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত—ধর্ম্মযুদ্ধে বর্ত্তমান, সুতরাং তখন তাঁহার আত্মপক্ষ জ্ঞান ছিল না।

অনন্তর লক্ষ্মণেরে কন বিভীষণ।
অদূরে রাক্ষস সেনা কর দরশন॥
শোভিছে মেঘের মত শ্যামল বরণে।
তা সবে প্রবৃত্ত কর কপিসনে রণে॥
রক্ষোদলে ছিন্ন-ভিন্ন কর মারি শর।
দৃষ্ট হবে দুষ্ট ইন্দ্রজিত অতঃপর॥
যাবৎ দুষ্টের হোম নহে সমাপন।
তাবৎ রাক্ষসদলে কর আক্রমণ॥
লোক ভয়ঙ্কর পাপী ক্রূর মায়াময়।
ত্বরা করি দুরাত্মারে নাশ মহাশয়॥
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তৎপরে কপি-সৈন্য ও রাক্ষ-সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যুদ্ধে রক্ষো-সৈন্য লণ্ডভণ্ড হইল।

স্ব-সৈন্য পীড়িত আর বিষণ্ণ শুনিয়া।
ত্বরান্বিত ইন্দ্রজিৎ আইলা উঠিয়া॥
অভিচার-হোম নাহি হ'ল সমাপন।
পূর্ব্বের যোজিত রথে উঠিলা তখন॥
নিকুম্ভিলা-ক্ষেত্র বন বিটপী-আবৃত।
তথা হতে ইন্দ্রজিৎ হ'ল বহির্গত॥
দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোহিত-লোচন।
করে ভয়ঙ্কর শর আর শরাসন॥
রণে সুসজ্জিত হ'য়ে বীর ইন্দ্রজিত।
অপর কৃতান্ত প্রায় হইলা শোভিত॥
মেঘনাদে রথারূঢ় হেরি রক্ষোগণ।
ধাইল লক্ষ্মণ সনে করিবারে রণ।
রাক্ষসেরা অতিশয় হ'ল উৎসাহিত।
পুনরায় ঘোরতর রণ উপস্থিত।

* * *

লক্ষ্মণের প্রতি তবে কন বিভীষণ।
অদূরেতে বীরবর কর দরশন॥
ইন্দ্রজিত রথোপরি হ'য়ে অবস্থিত।
হনুমানে নাশিবারে হয়েছে উদ্যত॥
এখন প্রাণান্তকর শরবরিষণে।
ত্বরায় পাঠাহ দুষ্টে শমন-সদনে॥
এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণ।
ভীমবল রাবণিরে হেরে ঘন ঘন॥

তৎপর—

"ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণেরে লয়ে বিভীষণ।
ইন্দ্রজিত প্রতি চলে অতি হৃষ্টমন॥
তবে বিভীষণ বীর কিছুদূর গিয়া।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞালয় দিলা দেখাইয়া॥
অতি সুবৃহৎ নীল মেঘের মতন।
আছে বটবৃক্ষ তাহা ভীম-দরশন॥
দেখাইয়া বৃক্ষ বীর কহিলা লক্ষ্মণে।
দেখ ইন্দ্রজিত তৃপ্ত করি ভূতগণে॥

পশ্চাৎ প্রবৃত্ত হন্থ শক্রসহ রণে।
আভিচারকার্য্য বলে অদৃশ্য হইয়া।
শক্রুরে বন্ধন বধ করে শীঘ্র গিয়া॥
তরুতলে দুষ্ট এবে করেনি গমন।
এই বেলা দুরাচারে করহ নিধন॥
দীপ্তশর মারি কাট তুরঙ্গ বিমান।
সসারথি দুষ্টে পরে কর খান খান॥"

"লক্ষ্মণ তখন ধরি শরাসন
উঠিলা সাহস ভরে।
কোদণ্ড ভীষণ করি বিস্ফারণ
ইন্দ্রজিতে ঘন হেরে।
বহ্নির সমান উজ্জ্বল বিমান
দুরাচার তাহে রহে।
তাহারে দেখিয়া সগর্ব্বে ডাকিয়া
সুমিত্রা নন্দন কহে॥
রাবণ নন্দন করিবারে রণ
মানস তোমার সনে
হও ত্বরান্বিত ভেবনা কিঞ্চিৎ
বীরেন্দ্র বিমুখ রণে।

"অনন্তর ইন্দ্রজিত দেখি বিভীষণে।
কহিতে লাগিলা বীর কর্কশ বচনে॥
নির্ব্বোধ! জনম তোর এই লঙ্কাপুরে।
ইহার অনিষ্ট চেষ্টা কি মত বিচারে॥
পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা হয়ে বিভীষণ।
ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতি তোর দুষ্ট-আচরণ॥
সহৃদতা, সোদরত্ব, জাতি, অভিমান।
ধর্ম্ম নাহি করে তো'র কর্ম্মের বিধান॥
আত্মীয়জনের ত্যাগ করি আপনার।
করিলি যখন পরদাসত্ব-স্বীকার॥
সাধুজন নিন্দনীয় শোচ্য অতিশয়।
জেনেছি তখন তুই নাহিক সংশয়॥
স্বজন সংশ্রব কোথা কোথা অন্যপর।
মূঢ় তুই না বুঝিস্ কত যে অন্তর॥
নির্গুণ স্বজন আর গুণবান্ পর।
উভয়ের মাঝে আছে বিশেষ অন্তর;
গুণবান্ পর হ'তে নির্গুণ স্বজন।
কত শ্রেষ্ঠতর আর না হয় গণন॥
যত গুণবান্ হ'ক পর সেই পর।
নির্গুণ হ'লেও নিজ নহে কভু পর॥
নিজপক্ষ ত্যাগ করি যেই মূঢ় জন।
পরপক্ষ কাছে করে আশ্রয় গ্রহণ॥
ক্রমে নিজপক্ষ তার যবে হবে ক্ষয়।
পরপক্ষ করে নষ্ট হয় সে নিশ্চয়॥
পিতার সোদর তুই, আপনার জন।
আমায় নাশিতে তোর যেরূপ যতন॥
যেরূপ নিদয় তুই বধিতে আমায়।
তোর মত মূঢ় যেই তারি শোভা পায়।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ইন্দ্রজিতের এই তীব্র শ্লেষ-কটূক্তি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণের এক প্রকার সটীক অনুবাদ। যথা—

"ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা পিতুর্ম্মম।
কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্য পিতৃব্যো মম রাক্ষস॥১১

ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দ্দং ন জাতিস্তব দুর্ম্মতে
প্রমাণং ন চ সৌন্দর্য্যং ন ধর্ম্মো ধর্ম্মদূষণ ॥১২
শোচ্যস্ত্বমসি দুর্ব্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ।
যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ ॥১৩
নৈতচ্ছিথিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহদন্তরম্।
ক্ব চ স্বজনসংবাসঃ ক্ব চ নীচপরাশ্রয়ঃ ॥১৪
গুণবান বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ ॥১৫
যঃ স্বপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষং নিষেবতে।
স স্বপক্ষে ক্ষয়ং যাতে পশ্চাত্তৈরেব হন্যতে ॥১৬
নিরনুক্রোশতা চেয়ং যাদৃশী তে নিশাচর।
স্বজনেন ত্বয়া শক্যং পৌরুষং রাবণানুজ ॥"১৭

লঙ্কাকাণ্ডম্ ৮৭ম সর্গঃ

কৃত্তিবাস এই স্থল এইরূপ লিখিয়াছেন—

"এক বীর্য্যে জন্ম খুড়া রাক্ষসের কুলে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সর্ব্বলোকে বলে ॥
পিতার সমান তুমি পিতৃসহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর ॥
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে ॥
এত সব মারিয়াছ ক্ষমা নাহি মনে।
দিয়াছ সন্ধান করে আমার মরণে ॥
খাইলি রাক্ষসকুল হইয়া নিঠুর।
তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর ॥
জ্ঞাতির সৌভাগ্য হেরি মর ঈর্ষা করি।
আপনার ভাগ্য নাই ধরফড় করি ॥
এত ভ্রাতৃষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাই তাতে।
কোন লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে ॥
এত বলি ইন্দ্রজিত করিছে আটনি।
আজি তোমা কেটে খুড়া ঘুচাইব শনি ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের লিখিত এ বাক্যগুলি অধিকতর কর্কশ, তীব্র ও কটু সন্দেহ নাই

কবিবর ৺মাইকেল এই স্থান এইরূপ লিখিয়াছেন—

"হায় তাত উচিত কি তব
একাজ, নিকষা-সতী তোমার জননী
সহোদর রক্ষোশ্রেষ্ঠ! শূলী শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতুষ্পুত্র বাসব-বিজয়ী।
নিজ গৃহ-পথ তাত দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার যাব অস্ত্রাগারে
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।
উত্তরিল বিভীষণ; বৃথা এ সাধনা
ধীমান, রাঘব-দাস আমি কি প্রকারে
তাহার বিপক্ষ কাজ করিব রক্ষিতে
অনুরোধ?

উত্তরিল কাতরে রাবণি;
হে পিতৃব্য! তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা তাত কহ তা দাসেরে।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে? কেবা
সে অধম রাম? স্বচ্ছ-সরোবরে
করে কেলী রাজহংস, পঙ্কজ-কাননে,
শৈবালদলের ধাম, মৃগেন্দ্র-কেশরী,

যায় কি সে কভু, প্রভু! পঙ্কিল-সলিলে।
কবে হে বীরকেশরি? সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর লক্ষ্মণ। নহিলে
অস্ত্রহীন-যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ মহারথি। একি মহারথি-প্রথা!
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
একথা! ছাড়হ পথ! আসিব ফিরিয়া
এখনি। দেখিব আজি কোন দেববলে
বিমুখে সমরে সৌমিত্রি কুমতি।
দেব-দৈত্য নর রণে স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষোশ্রেষ্ঠ! পরাক্রম দাসের। কি দেখি
ডরিবে এ দাস, কেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগলভে পাশব
দম্ভী, আজ্ঞা কর দাসে শাস্তি নরাধমে
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল-কমলে
কীটবাস? কহ তাত সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি, ভ্রাতুষ্পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি সহিছ কেমনে?

মহামন্ত্র-বলে যথা নতশির-ফণী
মলিন-বদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষ্যি রাবণ-আত্মজে ;
নহি দোষী আমি, বৎস? বৃথা ভৎর্স মোরে

তুমি, নিজ কর্ম্মদোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা মজিলা আপনি
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপ-পূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমনি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি পরদোষে কে চাহে মজিতে
রুষিলা বাসব-ত্রাস। গম্ভীর যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্ত্রে জীমূতেন্দ্র কপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী "ধর্ম্মপথগামী
হে রাক্ষসরাজানুজ। বিখ্যাত জগতে
তুমি, কোন্ ধর্ম্মমতে ; কহ দাসে, শুনি
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজনে, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পর সদা।
এ শিক্ষা হে রক্ষোবর কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা। হেন সহবাসে
হে পিতৃব্য বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে
গতি যার নীচসহ নীচ সে দুর্ম্মতি।"

মেঘনাদবধকাব্য ৬ষ্ঠ সর্গঃ

কবিবর ৺মাইকেলের এই বর্ণনা অতি সুন্দর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতি তীব্র ও মর্ম্মান্তিক অথচ কর্কশ নহে। স্বয়ং বাল্মীকির এই সব বর্ণনাও কিছু কর্কশ বলিতে হইবে।

কৃত্তিবাস বিভীষণের উত্তরটী এইরূপ লিখিয়াছেন।

"বিভীষণ বলে কি ? বলিস বিপরীত।
ভালমতে জানে সবে আমার চরিত॥
ত্রিভুবন সনে তোর বাপের বিবাদ।
কতকাল সবে পাপ, পাড়িল প্রমাদ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে।
রাবণের পাপফল ফলে এতকালে॥
নিকটে মরণ তোর ওরে ইন্দ্রজিত।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে যাহ এক ভিত॥
অগ্নির বরেতে বেটা জিন বার বার।
অগ্নির নিকটে বর পাবেনা'ক আর॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিতে চাহ মরণের বেলা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গলা॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের এ বর্ণনাটিও কিছু কর্কশ বলিতে হইবে। অথচ ইহা অহমিকা-পূর্ণ। বিভীষণের এরূপ ভাষায় উত্তর দেওয়া তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই।

বাল্মীকি বিভীষণের উত্তর এইরূপ দিয়াছেন—

"বিভীষণ কহিলেন রাবণকুমার।
তব অবিদিত নহে চরিত্র আমার॥
কেন হেন বৃথাগর্ব্ব কর দুষ্টভাব।
পিতৃব্য-গৌরব হেতু ছাড় রূক্ষ-ভাব॥
সত্যবটে জন্ম মোর ক্রুর রক্ষঃকুলে।
কিন্তু যাহা সুদুর্ল্লভ রাক্ষসমণ্ডলে॥
সেই সত্ত্বগুণ মম দেহে বিদ্যমান।

হৃষ্ট নহি কভু আমি দারুণ আচারে।
নাহিক অধর্ম্মে রুচি কহিনু তোমারে॥
বৎস যদি হয় ভ্রাতা বিষম চরিত।
ভ্রাতার তাহারে ত্যাগ না করা উচিত॥
অধার্ম্মিক আর পাপমতি যেই জন।
ত্যাজ্য সেই করস্থিত সর্পের মতন॥
পরধন যেইজন করে অপহার।
পরস্ত্রীদূষক হয় সেই দুরাচার॥
জ্বলন্ত গৃহের মত সদা ত্যাজ্য সেই।
তাহারে আশ্রয় নাহি দেয় সাধু যেই॥
পরস্ত্রীদূষণ আর পরস্ব-হরণ।
এ সব কুকর্ম্ম যেবা করে আচরণ॥
যার তরে ঋষিদের সদা শঙ্কা হয়।
শীঘ্র নষ্ট হয় সেই জানিও নিশ্চয়।
ঋষিহত্যা দেববৈর রোষ অভিমান।
দোষ নাহি আর প্রতিকূলতা সমান॥
দোষের প্রধান এই দোষ কতিপয়।
সোদর রাবণ দেখ নাশিবে নিশ্চয়॥
এ সব প্রধান দোষ করিয়া আশ্রয়।
দশানন ধনে-প্রাণে বুঝি নষ্ট হয়॥
ঘন জলধর যথা উদিলে অম্বরে।
গিরিবরে আবরণ করে একবারে॥
সেই মত রাবণের দোষসমুদয়।
গুণগ্রামে আবরণ করেছে নিশ্চয়।
শুন বৎস! এই হেতু ত্যজিনু লঙ্কায়।
এই হেতু ত্যজিলাম অগ্রজ ভ্রাতায়॥
লঙ্কাপুরী, তুমি, তব জনক-রাবণ।
কৃতান্ত-কবলে শীঘ্র করিবে শয়ন॥

অভিমানী দুর্ব্বিনীত তুমি অতিশয়।
নিকট মরণ তব জানিও নিশ্চয় ॥
নিতান্ত বালক তুমি অধিক কি আর।
বল মোরে যাহা ইচ্ছা অন্তরে তোমার ॥
মম প্রতি বলিয়াছ বহু কুবচন।
সেই হেতু ঘটিয়াছে বিপত্তি এমন ॥
তবেত রে বটমূলে প্রবেশ দুষ্কর।
লক্ষ্মণের সনে অগ্রে করহ সমর ॥
লক্ষ্মণের হাতে আজি নাহিক নিস্তার।
নিশ্চয় যাইবে আজি কৃতান্ত আগার ॥
দেহ অন্তে যমপুরে করিয়া গমন।
তথা দেবকার্য্য তুমি করিবে সাধন ॥
নিক্ষেপ সঙ্কিত শর করহ সমর।
সসৈন্যে আজিকে ফিরি নাহি যাবে ঘর ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বিভীষণের এইরূপ ভাষায় এইরূপ উত্তর নিতান্ত কর্কশ নহে এবং তাঁহার পক্ষে অতি উপযুক্ত হইয়াছে। কবিবর ৺মাইকেলের বর্ণিত বিভীষণের উত্তর সেইরূপ নহে যেন নিতান্ত দোষী ব্যক্তির উত্তরের ন্যায় উত্তর হইয়াছে।

"বিভীষণ বাক্য সব করিয়া শ্রবণ,
হইল রাবণি ক্রোধে লোহিত-লোচন ॥
নানা অস্ত্রশস্ত্র শোভে খর-অসি করে।
উঠে কালসম বীর রথের উপরে ॥
কৃষ্ণাশ্ব-যোজিত-রথে করি আরোহণ।
সুদৃঢ় কোদণ্ড শর করিল গ্রহণ ॥
সম্মুখে লক্ষ্মণ তার হনুর উপরে।
শোভে যেন দিবাকর উদয়শিখরে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তৎপর উভয়ের বাক্য-যুদ্ধের পর ঘোরতর প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

"দুজনে দেখিয়া বাণ যোড়ে দুইজনে।
দুজনে পড়িয়া ঢাকা দুজনের বাণে ॥
চারিদিকে পরে বাণ নাহি লেখাযোখা।
দুই জনে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা ॥
দুজনে বরষে বাণ দুজনে প্রধান।
বাণের তরাসে রাত্রিদিন নাহি জ্ঞান ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

তৎপর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের প্রতি ইন্দ্র-অস্ত্র বা ব্রহ্ম-অস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং ব্রহ্ম-অস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"হে অস্ত্র দেব! যদি রাম সত্যপরায়ণ।
প্রতিজ্ঞাহীন আর ধর্ম্মশীল হন ॥
তবে তুমি শরবর! ইন্দ্রজিতে যমঘর।

শীঘ্রগতি নিজ তেজে করহ প্রেরণ।
এত বলি বেগে অস্ত্র করিলা ক্ষেপণ ॥
উষ্ণীষশোভিত শিরে যেমন লাগিল
কুণ্ডল সহিত মুণ্ড কাটিয়া পড়িল ॥
লুঠে বর্ম্মাবৃত-কায় ধনুক পড়ে ধরায়।
বৃত্রাসুর পতনেতে যথা সুরদল
তথা জয়ধ্বনি করে বানরসকল ॥
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।"

"পড়িল যে ইন্দ্রজিত সংগ্রাম-ভিতরে।
ধাইয়া বাণরগণ রাক্ষসেরে মারে ॥
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় বলে কপি ছাড়ে সিংহনাদ ॥"
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

ইন্দ্রজিতের ধ্বংস হইল—লঙ্কার প্রধান বীর নিধন হইল। লঙ্কারাজ্য এক-প্রকার বীরশূন্য হইল।

ইন্দ্রজিত প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ ছিলেন। পিতা দশাননের প্রতি তাঁহার আন্তরিক যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। পিতা পাপাচারী হইলেও তিনি তৎপ্রতি কখনও কটুভাষী ছিলেন না। পিতার দুঃখ-কষ্টে তিনি ক্লিষ্ট। পিতার দুঃখমোচনে তিনি কায়মনোবাক্যে তৎপর ছিলেন। এই সব মহৎগুণে বীর-প্রধান ইন্দ্রজিত ভূষিত ছিলেন।

তিনি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণকায় ছিলেন। এ জন্যই মাইকেল তাঁহাকে মেঘনাদ আখ্যা দিয়াছেন। বাল্মীকি তাঁহাকে কোনও স্থলে অঞ্জনোপম কৃষ্ণকায় বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

ভিন্নাঞ্জন-চয়োপম।
কজ্জল সমান কৃষ্ণকায়। রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৯২ম সর্গ।—রাম-সন্নিধানে লক্ষ্মণাদির আগমন।

লক্ষ্মণ বিভীষণপ্রভৃতিসহ রাম-সন্নিধানে যাইয়া ইন্দ্রজিত-বধ-বার্ত্তা জানাইলেন।

"এ হেন সম্বাদে পরিতুষ্ট হ'য়ে
শ্রীরাম লক্ষ্মণে কন ;
দুষ্কর করম করে'ছ সাধন
অতি তুষ্ট মম মন।
ইন্দ্রজিত হত হ'য়েছে যখন
তখন জানিও ভাই।
রাক্ষস-সমরে জয় লভিবারে
অবশিষ্ট কিছু নাই ॥

এতবলি বীর অতি স্নেহভরে
কোলেতে ধরিল লক্ষ্মণে।
মস্তক আঘ্রাণ করিলা গ্রহণ
পরমপ্রফুল্ল মনে ॥
রামের নিকটে বারতা-প্রসঙ্গে
লক্ষ্মণ সলজ্জ অতি।
শ্রীরাম তাঁহারে করি আলিঙ্গন
ঘন চান মুখ প্রতি ॥
ক্ষত সবকায় বিষম ব্যথিত
নিশ্বাস বহিছে ঘন।
সস্নেহে শ্রীরাম মস্তকের ঘ্রাণ
লইলেন পুনঃ পুনঃ ॥
সর্ব্ব-কলেবরে করাপমর্দ্দন
করিয়া পুনশ্চ কন।
দুষ্কর করম করেছ সাধন
অতি তুষ্ট মম মন ॥
ইন্দ্রজিৎ-বধে রাবণ নিহত
বুঝিয়াছি নিজ মনে।
ভয়মাত্র আর নাহিক আমার
আজি আমি জয়ী রণে ॥

ইন্দ্রজিত মাত্র রাবণ আশ্রয়
আছিল ভাগ্যেতে তার।
দক্ষিণ বাহুটি করিলে ছেদন
ভয় নাই তা'রে আর ॥
মিত্র বিভীষণ পবননন্দন
সাধিলা মহৎ কাজ।
তিন দিন মাঝে অরাতি-নিপাত
হইল আমার আজ।
শত্রুহীন আমি পুত্রের নিধনে
হইয়া সন্তপ্ত মন।
রক্ষোদলবলে সঙ্গেতে লইয়া
বাহিরিবে দশানন ॥
সে দুর্জ্জয় বীর বাহির হইলে
আক্রমি প্রভূত বলে।
পাঠাইব তা'রে শমন-আগারে
এ ঘোর সমরস্থলে ॥
প্রাণের লক্ষ্মণ! তুমি মম প্রভু
তব আনুকূল্যে ভাই।
সীতারে পাইব পৃথিবী জিনিব,
অসুলভ কিছু নাই ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত ইন্দ্রজিতের অসাধারণ বীরত্ব ও পরাক্রম স্বীকার করিতেছেন। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে ইন্দ্রজিৎ অসাধারণ পরাক্রম-শালী বীর ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণের প্রতি কি গভীর অকৃত্রিম স্নেহ ছিল তাহাও শ্রীরাম-চন্দ্রের এই উক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে।

৯৩ম সর্গ। ইন্দ্রজিৎ-বধে রাবণের বিলাপ।

৯৪।৯৫ম সর্গ। রাবণানুচরগণের বধ ও লঙ্কাপুরে স্ত্রীদিগের পরিবেদন।

"সংবাদ পাইয়া রক্ষোরাজমন্ত্রিগণ।
ত্বরায় রাবণপাশে করে নিবেদন॥
বিভীষণ আনুকুল্যে আজিকে লক্ষ্মণ।
সমরে কুমারে প্রভো! করেছে নিধন॥
করি ঘোরতর রণ লক্ষ্মণের সনে।
গেল বীর বীরলোকে দেহের পতনে॥
দারুণ সংবাদ শুনি রাজা দশানন।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িলা তখন॥
বহুক্ষণে গেল মূর্চ্ছা পাইলা চেতন।
পুত্রশোকে বীরবর অতি ক্ষুণ্ন-মন॥
শোকের প্রভাবে মন স্থিরতা না মানে।
বিলাপেন দীনভাবে আপনার মনে।
বাসবে জিনিয়া বৎস বিষম সমরে।
হত তুমি ক্ষুদ্র নর লক্ষ্মণের শরে?
বীরশ্রেষ্ঠ রামানুজ ক্ষীণকায় নয়।
চূর্ণিতে সুশক্ত তুমি মন্দরশিখর॥
তুমি ক্রোধাবিষ্ট হ'লে কি ছার লক্ষ্মণ।
শরেতে বিন্ধিতে পার কালান্ত-শমন॥
মহাবীর তুমি যদি গেলে যমালয়।
আজি যমপাশে যম শ্লাঘনীয় হয়।
ভর্ত্তৃকার্য্যে দেহপাত করেন যে জন।
স্বরগের বোধ তাঁর স্বরগে গমন॥
সেই ধর্ম্মবলে আজি, জীবন-কুমার।
নিশ্চয় স্বরগে গতি হতেছে তোমার॥
আজি সুরাসুর ঋষি লোকপালগণ।
নির্ভয়ে নিদ্রার কোলে করিবে শয়ন॥
একমাত্র ইন্দ্রজিত বিনা ত্রিসংসার।
আজি আমি হেরি যেন সব শূন্যাকার॥
করিনীর শব্দ যথা পর্ব্বত-গহ্বরে।
সতত আসিয়া পশে শ্রবণ বিবরে॥
তথা মম অন্তঃপুরে নারীর রোদন।
অবিরত দুর্ভাগার জ্বালাবে শ্রবণ॥
যৌবরাজ্য লঙ্কামাতা পত্নী বালাগণ।
আর হতভাগ্যে রাখি কোথা প্রাণধন॥
কোথায় আমার মৃত্যু হইল কুমার।
যথাবিধি প্রেতকার্য্য করিবে আমার॥
কোথায় সে আশা আজি একি অঘটন।
তব প্রেত কার্য্য আমি করিব সাধন॥
জীবিত সুগ্রীব-পুত্র, রাঘব-লক্ষ্মণ।
এ সময় কোথা তুমি করিলে গমন॥
আমার হৃদয় শূন্য না করি উদ্ধার।
অভাগারে ছাড়ি কোথা গেলিরে কুমার॥
৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্রজিতের সংকারের সময় তৎসহ তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রমীলা সুন্দরী সহমৃতা হইলে রাজা দশাননের যে বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বড়ই সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী।

"ছিল আশা, মেঘনাদ! মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;
সঁপি রাজ্যভার পুত্র! তোমায়, করিব

মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমার
বামে রক্ষঃ-কুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে।
সেবিনু শিবেরে আমি বহুযত্ন করি
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব
হায়রে কে কবে মোরে ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনা-ছলে
সান্তনিব মায়ে তব? কি কবে আমারে?
কোথা পুত্রবধূ আমার? সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী, কি সুখে আইলে
রাখি দোহে সিন্ধু-তীরে, রক্ষঃকুল-পতি!
কি ক'রে বুঝাব তারে? হায় রে কি ক'রে?
হা পুত্র হা বীরশ্রেষ্ঠ চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ-বিধি রাবণের ভালে?"

৺মেঘনাদবধ কাব্য নবম সর্গঃ

এ বিলাপটি রাজা দশাননের ন্যায় প্রবল-পরাক্রান্ত রাজারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রাজা দশাননের বাল্মীকির রামায়ণের বিলাপ-উক্তি পাঠে চিত্ত দ্রব হয় না, বিশেষ দুঃখবোধ হয় না, কেন না ইহাতে তাহার দুর্ব্বৃত্ত-স্বভাবের (বাসব-বিজয় প্রভৃতি ঘটনার) আভাস পাওয়া যায়। কবিবর ৺মাইকেলের ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দুঃখ বোধ হয় কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণের ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে সেরূপ হয় না।

মাইকেলের ইন্দ্রজিত নির্দ্দোষী, তেজোপূর্ণ, বীর-পুত্র, বীরপুরুষ, বাল্মীকির ইন্দ্রজিৎ দুর্ব্বৃত্ত, প্রবল-পরাক্রান্ত রাজার দুর্ব্বৃত্ত, পিতৃবৎসল, প্রবল-পরাক্রান্ত নন্দন।

কৃত্তিবাস অল্প কথায় রাজা দশাননের বিলাপটি বড়ই সুন্দর লিখিয়াছেন।

"দূত-মুখে শুনে ইন্দ্রজিতের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
আমার সর্ব্বস্ব তুমি লঙ্কা অধিকারী।
পিতা দশানন তব মাতা মন্দোদরী॥
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাই তোমার সমান।
মনুষ্যের হাতে পুত্র হারাইলে প্রাণ॥
ভাই নহে পাপিষ্ঠ চণ্ডাল বিভীষণ।
যজ্ঞ-ভঙ্গ ক'রে তোর বধিল জীবন।"

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

ইন্দ্রজিৎ নিধনে রাজা দশাননের শোকক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত হোমরের ইলিয়ডের হেক্টর (Hector) নিধনে তাঁহার পিতা প্রায়ামের (Priam) শোকক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

"হেনমতে বিলাপেন রাজা দশানন।
পুত্রশোকে ক্রোধ তাঁর বাড়িল তখন॥
একেত স্বভাব তাঁর বিষম কোপন।
তাহাতে ভীষণ শোক করেছে পীড়ন॥
রশ্মিজাল গ্রীষ্মে যথা জ্বালায় তপনে।
তথা আজি মনঃপীড়া প্রচণ্ড রাবণে॥
ক্রোধে ঘন ঘন জম্ভা উঠিছে বদনে।
জ্বলন্ত-পাবক দেখা যায় ধূম-সনে॥
বৃত্রাসুর মুখে যথা অনল উঠিল।
রাবণ-আননে বহ্নি তথা দেখা দিল॥
পুত্র-বধে সন্তাপিত অত্যন্ত কুপিত।
সীতারে বধিবে এই করে নিরূপিত॥
স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ তাহার নয়ন।
রোষে গাঢ়তর ছটা করিল ধারণ॥
স্বভাবতঃ মূর্ত্তি তাঁর অত্যন্ত ভয়াল।
রোষে উগ্র রুদ্রবৎ দ্বিগুণ করাল॥
যথা দীপ্ত তৈলবিন্দু দীপ হ'তে পড়ে।
দীপ্ত-চক্ষু হ'তে তথা ঘন-অশ্রু ঝরে॥
কোপেতে অধীর-চিত্ত রাজা দশানন।
দশনে দশন ঘন করেন ঘর্ষণ॥
মন্দরে বান্ধিয়া যথা ভুজঙ্গ রজ্জুতে।
সাগর-মন্থন কালে, যত দিতি-সুতে॥
যেমন বিষম বলে কৈল আকর্ষণ।
ঘোর কট কট শব্দে করিল ঘর্ষণ॥
তথা ক্রোধে দশানন ঘষেণ দশন।
বাহিরায় কট কট ভীষণ নিঃস্বন॥
ডরে রক্ষঃ ত্রিসীমায় আসিতে না পারে।

সমর-প্রবৃত্তি-তরে করি উদ্দীপন।
রক্ষোগণে কহিলেন রাজা দশানন॥
করিয়া কঠোর তপ সহস্র বৎসর।
তুষিলাম স্বয়ম্ভুরে দেবতাপ্রবর॥
তাঁহার প্রসাদে ঘোর তপস্যার ফলে।
হয়েছি অবধ্য দেব-দানব-মণ্ডলে॥
সূর্য্যপ্রভ যে কবচ পাই তাঁর স্থানে।
সহিয়াছে বজ্রমুষ্টি সুরাসুর রণে॥
সংখ্যাতীত বজ্রমুষ্টি পড়িয়াছে তায়
তাহাতেও হয় নাই ছিন্নভিন্ন-কায়॥
সে কবচ নিজ অঙ্গে করিয়া ধারণ।
রথোপরে সবে রণে করিব গমন॥
থাকুক অন্যের কথা বাসব তখন।
আসিতে আমার কাছে হবে ভীত মন॥
রক্ষোগণ পিতামহ সুরাসুর রণে।
দিলা যেই ধনুঃসর সুপ্রসন্ন মনে॥
ত্বরা সেই ধনুর্ব্বাণ বাদ্যোদ্যম সনে।
আনহ নাশিব আজি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এস্থলে রাবণের নিজ বাক্যেই প্রকাশ পাইতেছে তিনি মহাদেবের উপাসক ছিলেন।

"ময়া বর্ষসহস্রাণি চরিত্বা পরমং তপঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু স্বয়ম্ভূঃ পরিতোষিতঃ॥২৬
তস্যৈব তপসো ব্যুষ্ট্যা প্রসাদাচ্চ স্বয়ম্ভুবঃ।
নাসুরেভ্যো ন দেবেভ্যো ভয়ং মম কদাচন॥"২৭

লঙ্কাকাণ্ডম্ ৯৩ সর্গ।

রাজা দশানন একেত অনার্য্যজাতীয় তাহাতে আবার শিবোপাসক বা শৈব ছিলেন এজন্যই ব্রহ্মবাদী বা শাক্ত আর্য্যগণসহ তাঁহার স্বভাবতঃ বিরোধ ছিল।

"সীতা-নাশ-কল্পে বীর রক্ষেন্দ্র তখন
রক্ষোগণে সম্বোধিয়া কহেন বচন॥
কুমার বানরে বধি ঘোর মায়াবলে।
বিনাশিল মায়া-সীতা-সীতানাশ স্থলে॥
মিথ্যা যাহা পুত্র মম কৈল প্রদর্শন।
সত্য সেই প্রিয়-কার্য্য করিব সাধন॥
অক্ষত্রিয় রামে সীতা অনুরক্ত অতি।
মূঢ়মতি রামে আমি নাশিব ঝটিতি॥
এত বলি মহাবেগে রাজা দশানন।
শ্যামল কৃপাণ করে ধাইল তখন॥
মহাবেগে চলে বীর অশোক-কাননে।
ভার্য্যা, মন্ত্রিগণ সবে চলে তার সনে॥

তাহা দেখি রক্ষোগণ সানন্দ-অন্তরে।
সিংহনাদ সনে সবে কোলাকুলি করে ॥
পরস্পর কহে তারা, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ভীত হবে বীরবরে করি দরশন ॥
মহারাজ শত্রুকুল নাশি ক্রুদ্ধ-মনে।
পরাস্ত করিলা যত লোকপালগণ ॥
বল-বীর্য্যে সমকক্ষ নাহি কেহ ভবে।
ভুঞ্জিছেন ভুজ-বলে ত্রিলোক-বিভবে ॥
কোপেতে অধীর চিত্ত রাজা দশানন।
অশোককানন প্রতি করেন গমন ॥
সুবোধ সুহৃদগণ নারীবধ হ'তে।
নানা মতে চেষ্টা করে তারে নিবারিতে ॥
শূন্যে যথা ধায় গ্রহ রোহিণীর প্রতি।
জানকীর প্রতি তথা যান লঙ্কাপতি ॥
এদিকে রাঘব-প্রিয়া অশোককাননে।
রক্ষিতা রাক্ষসীগণে অতি সাবধানে ॥
দূর হ'তে রাম-প্রিয়া দেখিলা তখন।
বেগে সেই দিকে ধায় রাজা দশানন ॥
ক্রোধভরে ধায় বীর দীর্ঘ অসি করে।
কেহ কোন মতে তারে নিবারিতে নারে ॥
সীতাদেবী এই মত করি দরশন।
কহিলা করুণ স্বরে সুদুঃখিত মন ॥
হায় আজি কোপভরে দুরাত্মা রাবণ।
অসি করে মোর প্রতি করে আগমন ॥
বুঝিনু দুর্ম্মতি আজি অনাথার প্রায়।
এই শত্রুপুরী মাঝে নাশিবে আমায় ॥
পতি-পরায়ণা আমি তবু দুরাচার।
নিজ পত্নী করিবারে সাধে বার বার ॥
আমারে দেখাল কত মত প্রলোভন।
তথাপি পামরে নাহি করিনু গ্রহণ ॥

অস্বীকার বাক্যে মম নিরাশ হইয়া।
নাশিবার আশে আসে বিষম করিয়া ॥
অথবা আমারে বুঝি পায় হেন মনে।
নাশিয়াছে দুরাচার শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
এই মাত্র কোলাহলে রক্ষঃবীরগণ।
তাই বুঝি জয়-রব করিলা ঘোষণ ॥
অশোককানন হ'তে শুনেছি নিনাদ।
বুঝেছি নিশ্চয় আজি ঘটিল প্রমাদ ॥
অভাগীর তরে, হায় রাজার নন্দন।
অকালে জীবন দিলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
কিম্বা পুত্রশোকে, নারি তাদের বধিতে।
বাসনা করেছে দুষ্ট মোরে বিনাশিতে ॥
দুর্ব্বুদ্ধি আশ্রয়ে আমি মারুতির কথা।
না শুনি অযথা কার্য্য করিনু সর্ব্বথা ॥
ভর্ত্তৃ-বিজয়ের যদি অপেক্ষা না করি।
যেতাম প্রভুর পাশে তার পিঠে চড়ি ॥
তা হ'লে আজিকে হেন শোক পারাবারে।
নিশ্চয় ভাসিতে নাহি হইত আমারে ॥
তাহা হ'লে পাপপুরে পদাঘাত করি।
থাকিতাম নাথ-সনে দিবস-শর্ব্বরী ॥
একপুত্রা পূজনীয়া কৌশল্যা যখন।
পুত্রবধ-বার্ত্তা, হায় করিবে শ্রবণ ॥
সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর কোমলহৃদয়।
বিদীর্ণ হইবে শোকে, এই মনে লয় ॥
ক্রমান্বয়ে তনয়ের জনম-যৌবন।
বাল্যধর্ম্মরূপ আজি করিয়া স্মরণ ॥
করিবেন মনোদুঃখে অশ্রু-বিসর্জ্জন।
শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপিয়া নিরাশ অন্তরে।
পশিবেন জলে কিম্বা পাবক-ভিতরে ॥

ধিক পাপীয়সী দুষ্টা কুজ্জা-মন্থরারে।
এ শোক কৌশল্যা রাণী পান যার তরে॥
কুগ্রহের কর-গত্যা বিধু-বিরহিতা।
রোহিণী যেরূপ শোচ্যা সেই মত সীতা॥
হেন বিলাপেন সীতা, দেখিয়া তখন।
সুপার্শ্ব নামেতে শিষ্ট মন্ত্রী এক জন॥
বারবার নিবারণ করেন রাবণ।
তথাপি রাজেন্দ্র-পদে করে নিবেদন॥
কুবের অনুজ তুমি উপেক্ষি ধরমে।
জানি না কেমনে রত স্ত্রীবধ-করমে॥
যথাবিধি বেদবিদ্যা করি অধ্যয়ন।
যথাবিধি আসিয়াছ গুরু-গৃহ হ'তে।
যথাবিধি ব্রতী আছ গৃহস্থ-ধর্ম্মেতে॥
জানিনা, হে মহারাজা জানিনা, কেমনে।
নারীহত্যা করিবারে করিয়াছ মনে॥
জানি আমি সীতাদেবী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
কিন্তু রামবধ হেতু মহ ধৈর্য্য ধরি॥
আমা সবা লয়ে রণে করহ গমন।
শ্রীরামের প্রতি ক্রোধ করহ ক্ষেপণ॥
কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী আজি উদ্যোগ করিয়া।
অমাবস্যা কালি হবে চলহ সাজিয়া॥
অতি বুদ্ধিমান, তুমি বীরেন্দ্র-কেশরী।
রামে নাশ রথোপরি অস্ত্র-শস্ত্র ধরি॥
রামের পতনে এই জানিহ নিশ্চয়।
সীতা তব অনুগত হবে মহাশয়॥
সুপার্শ্ব রাজার পদে কৈলা নিবেদন।
ধর্ম্মানুসঙ্গত বাক্য মানিলা রাবণ॥
আপন সুহৃদগণে হ'য়ে পরিবৃত।
সভা-গৃহে পুনঃ রাজা পশিলা ত্বরিত॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এসব ব্যাপারে রাজা দশাননের তেজোপূর্ণ স্বভাব ও তৎসঙ্গে সুজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি নারীবধ মহাপাতক বোধে সীতাদেবীকে বধ করিলেন না। ইন্দ্রজিৎ-বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণে রাজা দশাননের মাইকেলের বর্ণিত উক্তি অতি সংক্ষেপ হইলেও অতি তেজোপূর্ণ ও সুন্দর।

"সরোষে তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, এ কনকপুরে
ধনুর্দ্ধর আছ যত সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে। রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারিরে ভুলিতে॥"

মেঘনাদবধ কাব্য—সপ্তম সর্গ।

"সভা-গৃহে দশানন প্রবেশিলা পুনঃ।
কুপিত কেশরী প্রায় নিশ্বাসেন ঘন॥
এঘোর মিনতি শুন রক্ষোরক্ষিগণ।
হয় হস্তী রথ সহ করহ গমন॥

একমাত্র রামে ঘিরি চারি পাশ হ'তে।
পাঠাও শমনপুরে ভীষণ রণেতে ॥
বরিষার কালে যথা বর্ষে মেঘদল।
রামে লক্ষি শর তথা মার অবিরল ॥
কিম্বা ক্ষতকায় হ'ক আজিকার রণে।
কালি আমি পাঠাইব শমন-সদনে ॥
রাজার আদেশে যত রক্ষোবীরগণ।
আশুগামী রথ লয়ে চলিল তখন ॥
যাহিরিল সেনাদল ঢাকি রণস্থল।
কপিগণে তীক্ষ্ণবাণ মারিছে কেবল ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কিন্তু যুদ্ধে রাবণানুচরগণ নিহত হইল। লঙ্কাপুরবাসিনী স্ত্রীদিগের বিলাপ আরম্ভ হইল।

"পতি-পুত্র-হীনা যত নিশাচরীগণ।
কহে ঘোর আর্ত্তনাদ করিয়া তখন ॥
শূর্পণখা নিয়োদরী বিকটা-আননে।
স্মরসম রাম-পাশে গিয়াছিল কেনে ॥
অভাগিনী যথাযোগ্য নাহিক সংশয়।
পাপিনীর তরে সবে এত ক্লেশ পায় ॥
সর্ব্বভূত হিতকর স্নকুমার রামে।
দেখিয়া বিরূপা মত্ত হয়েছিল কামে ॥
দুর্মুখী রাক্ষসী কোন গুণ নাহি তার।
শ্রীরাম স্নমুখ সর্ব্বগুণের আধার ॥
হেন রামে নিরখিয়া কেনে ভাগ্যহীনা
অনঙ্গ-তরঙ্গে মাতি হারাল চেতনা ॥
অতিশয় ভাগ্যহীন নিশাচরগণ।
শুধু খরদূষণের নিধন-কারণ ॥
লোল-দেহা বর্ষীয়সী পলিত-কেশিনী।
হেন ঘৃণাকর কর্ম্মে মাতিল পাপিনী ॥
রাজার বৈরিতা তারি তরে রাম-সনে।
তাই জানকীরে রাজা আনিল এখানে ॥
কিন্তু জানকীরে নাহি লভিলা রাজন্।
রাম সনে বৈরীভাব হইল ঘটন ॥
বিরোধী রাক্ষস যবে রাম একেশ্বর।
নাশিলেন মহাবলে করিয়া সমর ॥
সীতার্থী রাজার তাই যথেষ্ট প্রমাণ।
সীতাপতি রাম কত বল-বীর্য্যবান ॥
যবে রাম জনস্থানে অগ্নির আকার।
দ্বিসপ্ত সহস্র রক্ষে করিলা সংহার ॥
যবে নাশিলেন খর-ত্রিশিরা-দূষণ।
রাম-বীর্য্য পক্ষে সেই উত্তম দর্শন ॥
চতুক্রোশ বাহু ক্রোধনাদি কবন্ধেরে।
নাশিলা যখন আর বালী কপিবরে ॥
শ্রীরামের বলবীর্য্যে উত্তম প্রমাণ।
সবার অন্তরে তাহা আছে দীপ্যমান ॥
ধর্ম্ম-অর্থ-স্নসঙ্গত বিবিধ বচনে।
বুঝাইলা বিভীষণ রাজা দশাননে ॥
মোহের প্রভাবে কিন্তু সে সব বচন।
প্রীতিকর জ্ঞান নাহি করিল রাজন্ ॥
সাধুবাক্য মনযোগ করিলে তখন।
হইত না লঙ্কাপুরী শ্মশান ভীষণ ॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় হত ইন্দ্রজিত।
ইথেও রাজার নাহি চেতনা কিঞ্চিৎ ॥

মম ভ্রাতা ভর্ত্তা আর তনয় রতন।
দুঃখিনীরে রাখি কোথা করিলে গমন ॥
এই মত আর্ত্তনাদ রাক্ষসীরা করে।
অন্য শব্দ মাত্র নাহি শুনি লঙ্কাপুরে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লঙ্কাপুরীর এইরূপ অবস্থা কল্পনায় আনিলে ইহা পাপের বা দুষ্কর্ম্মের শোচনীয় পরিণাম বলিয়া অনুভূত হয় এবং তজ্জন্য দুঃখবোধ হয়। যে সোণার লঙ্কা নরনারীতে পরিপূর্ণ ছিল তাহা এখন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। ইহা সাধারণ দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় নহে।

৯৬—১০১ম সর্গ। রাবণের যুদ্ধযাত্রা, মহোদর, মহাপার্শ্ব, বিরূপাক্ষ-বধ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

"প্রতি গৃহে রক্ষোরাজ স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরে।
এমত করুণ-ধ্বনি রাক্ষসীর মুখে শুনি ॥
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি স্তব্ধ থাকি কিছুকাল।
ঘোরতর ক্রোধান্বিত হইল ভূপাল ॥
নয়ন হইল তায় লোহিত বরণ।
ঘন ওষ্ঠ দংশে বীর কোপেতে কাঁপে শরীর ॥
প্রলয় হুতাশসম হইলা ভীষণ।
কার সাধ্য তার প্রতি ফিরায় নয়ন ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই বর্ণনাও রাজা দশাননের এই সময়ের মানসিক অবস্থার সমুচিত বর্ণনা সন্দেহ নাই। তিনি ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে যুদ্ধে যাইতে আদেশ দিলেন এবং নিজেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

মহোদর ও বিরূপাক্ষ সুগ্রীবসহ যুদ্ধে নিহত হইল এবং মহাপার্শ্ব অঙ্গদসহ যুদ্ধে নিহত হইল।

"অনন্তর লঙ্কানাথ রাক্ষস রাবণ
বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব আর মহোদরে
নিহত নেহারি হৈলা ক্রোধাবিষ্ট মন
আরক্ত-নয়ন, ওষ্ঠ কাঁপে থরে থরে"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশানন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন।

"পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ ॥
গর্জ্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে।
প্রাণ উড়ে দেবগণ শক্তিশেল দেখে ॥

শমনের ভগ্নী শেল শক্তি নাম ধরে।
যারে মারে শক্তিশেল সেই জন মরে ॥
এক জনে মারিলে না মরে অন্য জন।
মারে যারে শেল তার অবশ্য মরণ ॥
শ্রীরামে কাতর দেখে শেল নাহি থাকে।
শূন্যবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের বুকে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুবংশ-চূড়া।
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া ॥
ভূমেতে পতিত বীর না নাড়েন পাশ।
শেলে বিদ্ধি লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস ॥
ভ্রাতৃশোকে যুঝে রাম বিক্রমে অপার।
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজিল আবার ॥
রণে জিনি রামচন্দ্র পেয়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"এহেন সময়ে শ্রীরামের শরে
পীড়িত হইয়া দুষ্ট দশানন।
রণস্থল ছাড়ি ফিরাইয়া রথ
নিজপুর মাঝে কৈল পলায়ন ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছেন এই জন্যই রাজা দশানন আক্রোশে লক্ষ্মণকে মৃতকল্প করিলেন। কবি মাইকেল এই সময়ের রাজা দশাননের উক্তি-প্রত্যুক্তি এইরূপ লিখিয়াছেন।

"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম—কোথা এবে দেব-বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্নকালে
সুমিত্রা জননী তোর কলত্র উর্ম্মিলা,
ভাব দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোত শুষিবে ধরণী।
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি!
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন অমূল্য জগতে।"

গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখা সম শর, ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি-কেশরী ;
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষকুলপতি !
নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব
তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি
যথাসাধ্য কর রথি ! আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরিব তোমা পুত্রবর যথা।"

মেঘনাদবধ কাব্য—সপ্তম সর্গ।

১০২ম সর্গ। হনুমান-কর্তৃক ঔষধ-পর্ব্বত আনয়ন ও লক্ষ্মণের মোহোপশম।

"সুষেণে কহিলা তবে রাম রঘুবর।
সুষেণ লক্ষ্মণ মোর বড়ই কাতর॥
ভূতলে লুটিছে ভাই ছটফট করি।
এ দশা ইহার আমি দেখিতে না পারি॥
প্রাণ অপেক্ষাও ইনি মম প্রিয়তর।
ইহারে কাতর হেরি আমিও কাতর॥
এক্ষণে যে যুদ্ধ করি হেন সাধ্য নাই।
লক্ষ্মণের তরে মোর আশঙ্কা সদাই॥
লক্ষ্মণ যদ্যপি আজ হারায় জীবন।
তা হ'লে জীবন সুখে কিবা প্রয়োজন॥
হইতেছে বলবীর্য্য কুণ্ঠিত আমার।
কর হ'তে ধনু খসি পড়ে বারংবার॥
শর হয় অবসন্ন দৃষ্টি বাষ্পাকুল।
স্বপ্নের অবস্থা সম সমস্ত আকুল॥
চিন্তা মোর বলবতী হৈল অতিশয়।
মরিবারে ইচ্ছা মোর পুনঃপুনঃ হয়॥
সেকালে লক্ষ্মণ মর্ম্ম-বেদনায় অতি।
চীৎকার করিতেছিলা বদনে বিকৃতি॥
তাহা দেখি হৈলা রাম বড়ই কাতর।
পুনর্ব্বার কহিলেন সুষেণ গোচর॥
লক্ষ্মণেরে রণভূমে ধূলির উপর।
শয়ান দেখিয়া মোর ব্যাকুল অন্তর॥
জয়শ্রী লাভেও মোর ইচ্ছা নাহি আর।
অদৃশ্য থাকিয়া শশী সুখের কাহার ?
কি কাজ আমার বনে কি কাজ জীবনে।
সমস্ত জগৎ শূন্য লক্ষ্মণ বিহনে॥
বনবাসী হই যবে, লক্ষ্মণ তখন।
বরাবর সঙ্গে সঙ্গে কৈলা আগমন॥
এক্ষণে আমিও যাব ইহার সহিত।
যমলোকে, হে সুষেণ জানিও নিশ্চিত॥
স্বজনে বৎসল ইনি মম অনুগত।
রাক্ষসের করে এঁর ঘটিল এমত॥

দেশে দেশে নারী আর বন্ধু পাওয়া যায়।
কিন্তু সহোদর ভ্রাতা না মিলে কোথায় ॥
সুষেণ লক্ষ্মণ এই এক্ষণে আমার।
রাজ্যলোভে কোন ফল নাহি দেখি আর ॥
অযোধ্যায় গিয়া আমি সুমিত্রা মাতায়।
কি বলিব হে সুষেণ! একি হায় হায় ॥
তিনি যবে পুত্রশোকে লাঞ্ছনা আমারে।
করিবেন, আমি তাহা স'ব কি প্রকারে ॥
জননী কৌশল্যা আর কৈকেয়ীর পাশে।
কি বলিব হায় হায় কি এমন ভাবে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন যবে জিজ্ঞাসিবে আসি।
লক্ষ্মণেরে লয়ে তুমি হৈলে বনবাসী ॥
এক্ষণে তাহারে ছাড়ি এলে কি কারণ।
কি বলিব আমি হায় তাদিকে তখন ॥
তাদের লাঞ্ছনা সহা অপেক্ষা এক্ষণে।
মরণ মঙ্গল মোর বুঝিয়াছি মনে ॥
না জানি করিনু পাপ পূর্ব্ব জন্মে কত।
তাই সে লক্ষ্মণে আজ নেহারি নিহত ॥
হা ভাই হা মহাবীর আমারে ছাড়িয়া।
একা কেন লোকান্তরে যাওরে চলিয়া ॥
তোমার কারণ আমি বিলাপ রোদন।
করিতেছি কেন নাহি কর সম্ভাষণ ॥
উঠরে প্রাণের ভাই চক্ষু মেলি চাও।
একবার মোর হাতে হাত তুলি দাও ॥
গিরি বনে মোরে তুমি করিতে সান্ত্বনা।
এখন নীরব কেনে ভাইরে বলনা ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রের এই সব বিলাপোক্তি বড়ই চিত্ত-দ্রবকর। এই সব বিলাপোক্তিতে তাঁহার লক্ষ্মণের প্রতি অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ কতই গভীর ছিল, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

কবিবর মাইকেল লিখিত তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে এ সময়ের শ্রীরাম-চন্দ্রের বিলাপটী বড়ই সুন্দর।

"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলা যামিনী
ধনু করে, হে সুধন্বি! জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি। আজি রক্ষঃপুরে
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ আমারে?

উঠ বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক? কহ শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগা জানকী।
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃ-কারাগারে
কান্দিছে সে দিবানিশি। কেমনে ভুলিলে
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে?
হে রাঘবকুল-চূড়া! তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়। না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন? বীরবীর্য্যে সর্ব্বভূক্-সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু
রঘুকুল-জয়কেতু। অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্ররথে।
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি!
গুণহীন ধনু যথা; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী
ব্যাকুল এ বলিদল! উঠ ত্বরা করি
জুড়াও নয়ন, ভাই নয়ন উন্মিলি।
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্তরণে
ধনুর্দ্ধর! চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা-জননী

কাঁদেন সরযূ-তীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ! আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র! নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলাবধূরে আমি, পুরবাসীজনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে?
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন, মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ! এ আচার কভু
(সু-ভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই? চিরানন্দ তুমি
আমার। আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে, দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি! দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে।
সুধানিধি তুমি দেব-সুধাংশু! বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে
বাঁচাও, করুণাময়! ভিখারী-রাঘবে।"

মেঘনাদবধ কাব্য—অষ্টম সর্গ।

শ্রীরামচন্দ্রের এই সময়ের মানসিক অবস্থা ও বিলাপোক্তির সহিত হোমরের

ইলিয়ডের এগামেম্‌নন (Agamemnon) তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতা তীরবিদ্ধ মূর্চ্ছিত মেনিলাসের (Menelaus) জন্য মানসিক উদ্বেগ ও বিলাপোক্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

শোকার্ত্ত শ্রীরামচন্দ্রকে সুষেণ প্রবোধ দিয়া বলিল—"লক্ষ্মণ জীবিত আছে, কোন চিন্তার কারণ নাই, হনুমান পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনিয়া দিলেই লক্ষ্মণ আরোগ্য লাভ করিবে।" বৈদ্যরাজ সুষেণ হনুমানকে পর্ব্বত হইতে মহৌষধ আনিতে আদেশ করিলেন।

"অনন্তর হনুমান ঔষধি-পর্ব্বতে।
উপনীত হইলেন দেখিতে দেখিতে ॥
কিন্তু তথা ঔষধির না পেয়ে সন্ধান।
ভাবিতে লাগিলা মনে বীর হনুমান ॥
ঔষধি সন্ধান আমি পাইলাম নাই।
এবে এই গিরিশৃঙ্গ ভেঙ্গে লয়ে যাই ॥
কহিলেন সুষেণ আর বুঝি অনুমানে।
সে চারি ঔষধ আছে অবশ্য এখানে ॥
বিশল্যকরণী যদি নাহি লয়ে যাই।
তা হ'লে আমারে খঞ্জ কহিবে সবাই ॥
আর যদি কাল কাটি বৃথা ভাবনায়।
লক্ষ্মণের প্রাণনাশ ঘটিবে তাহায় ॥
এই চিন্তা করি হনু নীল-মেঘাকার।
ঔষধির শৃঙ্গ বলে নাড়ি তিন বার ॥
উৎপাটন করি পরে ধরি দুই করে।
মহাবেগে উপনীত সুষেণ-গোচরে ॥
নামাইয়া ভূমিতলে বিশ্রামের পর।
কহিলেন, শুনহ সুষেণ কপিবর ॥
তব ঔষধির নাহি পেয়ে অন্বেষণ।
সমগ্র শৃঙ্গই তাই কৈনু আনয়ন ॥
প্রশংসিয়া হনুমানে সুষেণ তখন।
ঔষধি সন্ধান করি করিলা গ্রহণ ॥
অমর দুষ্কর কার্য্য নেহারি হনুর।
কপিদের মনে হৈল বিস্ময় প্রচুর ॥
পেষিয়া ঔষধ তবে সুষেণ ধীমান।
লক্ষ্মণেরে করাইলা অচিরে আঘ্রাণ ॥
লক্ষ্মণ উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া।
বিশল্য নীরোগ হয়ে বসিলা উঠিয়া ॥
বারংবার সাধুবাদ কৈল কপিগণ।
এস ভাই বলি রাম কৈলা আলিঙ্গন ॥
কহিলেন রাম ভাই আমি ভাগ্যবলে।
তোমারে জীবিত পুনঃ দেখিনু ভূতলে ॥
পড়িলে মৃত্যুর মুখে তুমিরে লক্ষ্মণ।
সীতা-জয় জীবনেতে কিবা প্রয়োজন ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ সব সঞ্জীবনী ঔষধসকল যে এখনও বর্ত্তমান না আছে তাহা নহে, তবে দুঃখের বিষয়, কেহই এক্ষণে এই মহামূল্য ঔষধগুলি অবগত নহে। এ সব লুপ্ত-রত্ন-উদ্ধারেরও সম্ভাবনা নাই।

হনূমানকর্ত্তৃক এই মহৌষধ আনা সম্পর্কে কৃত্তিবাস স্বকপোলকল্পিত অনেক নূতন কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

"শ্রীরাম সুগ্রীব কাছে মাগিয়া মেলানি।
ঔষধ আনিতে বীর করিল উঠানি॥
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনূমান॥
মহাশব্দে চলিল শূন্যেতে করি ভর।
লাঙ্গুলের টানে উড়ে বৃক্ষ ও পাথর॥
দশানন বুঝিল করিয়া অনুমান।
ঔষধ আনিতে যায় বীর হনূমান॥
মহাশব্দে চলিল শূন্যেতে করি ভর।
লাঙ্গুলের টানে উড়ে বৃক্ষ ও পাথর॥
এতেক ভাবিয়া তবে রাজা দশানন।
কালনেমি নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ॥
রাবণ বলে শুন মাতুল কালনেমি।
লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি॥
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
ঘরপোড়া বেটা গেল ঔষধ আনিতে॥
গিয়া গন্ধমাদনেতে করহ উপায়।
যেমতে বানর বেটা ঔষধ না পায়॥
কালনেমী বলে মনে করি বড় ভয়।
দুষ্ট বড় সে বানর কি জানি কি হয়॥
মায়ারূপে যাই যদি চিনে হনুমান।
একই আছাড়ে মোর বধিবে পরাণ॥
দশানন বলে এত ভয় কেন তারে।
যুক্তি করে যাহ যাতে চিনিতে না পারে॥
মায়াতে বধিয়া তারে এস মম আগে।
লঙ্কাপুরী লব বাহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে॥
কালনেমি বলে একি বলিলি রাবণ।
ঘরপোড়া কাছে গেলে হারাব জীবন॥
চলিল যে কালনেমি রাবণ-আদেশে।
গন্ধমাদনেতে গেল তপস্বীর বেশে॥
পবন-গমনে চলে বীর হনূমান।
কালনেমি উপনীত তার আগুয়ান॥
মায়া করি সৃজিলে মধুর ফুল-ফল।
কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল॥
জটাভার শিরেতে সকল পরিধান।
হাতে করি জপমালা করিতেছে ধ্যান॥
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন।
তপস্বী দেখিয়া করে চরণ-বন্দন॥
গৈরিকবসন পরা দীর্ঘ গোপ-দাড়ি।
হনূমানে দেখিয়া দিলেন জলপীড়ি॥
এসেছ অতিথি আজি বড়ই মঙ্গল।
স্নান করে এস কিছু খাও ফুল-ফল॥
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত-জন ভুলে।
স্নান-হেতু হনূমান চলিলেন জলে॥
ঝাঁপ দিয়া হনু জলে পড়িল তখনি।
হনূমান শব্দ পেয়ে ধায় কুম্ভীরিণী॥
জল মধ্যে কুম্ভীরিণী হনু নাহি দেখে।
হাত পা পসারি আসি ধরে হাতে নখে॥
কি কি বলি হনুমান ধরিলেক তারে।
এক লাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে॥
কুম্ভীরিণী তুলিলেক পবন-নন্দন।
শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন॥

ফেলিলেক কুম্ভীরিণী পর্ব্বত-প্রমাণ।
নখে চিরি হনুমান কৈল খান খান ॥
দেব-কন্যা কুম্ভীরিণী উঠিয়া আকাশে।
আকাশে উঠিয়া হনুমানেরে সম্ভাষে ॥
দেব-কন্যা ছিনু আমি নামে গন্ধকালী।
দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্য-কেলী ॥
কুবের-নিবাসে যাই নৃত্য-গীতরঙ্গে।
ঠেকিল মম অঙ্গ দক্ষমুনির অঙ্গে ॥
পথে মুনি তপ করে তার নাম দক্ষ।
কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য॥
না যায় খণ্ডন এই শাপ দিল মুনি।
থাক গন্ধমাদনেতে হ'য়ে কুম্ভীরিণী ॥
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মেরে বাড়িবেক পাপ।
হনুমান হ'তে তোর মুক্ত হবে শাপ ॥
হইবেন নারায়ণ রাম-অবতার।
তাঁর সেবকের হাতে তোমার নিস্তার ॥
চিরজীবি হয়ে সাধ শ্রীরামের কাজ।
তোমায় প্রসাদে যাই দেবের সমাজ ॥
আর এক কথা বলি শুন হনুমান।
ভণ্ড-তপস্বীর ঠাঁই হৈও সাবধান ॥
এতবলি আকাশে চলিল গন্ধকালী।
রূপে আলো করে যেন চমকে বিজলী ॥
পথপানে তপস্বী চাহিছেন ঘন ঘন।
হনুর বিলম্ব দেখি হরষিত মন ॥
মনে মনে তপস্বী করিছে অনুমান।
কুম্ভীরিণী ধরিয়া খেয়েছে হনুমান ॥
মন্দোদরী-রূপে জিনে স্বর্গবিদ্যাধরী।
তার সহ ক্রীড়া করি দিবা-বিভাবরী ॥
স্নান করি হনু গেল তপস্বী-গোচর।
হনুমানে দেখিয়া কাঁপিছে নিশাচর ॥
হাতে ফল-ফুল ডালি ধীরে ধীরে নাড়ে।
খাও খাও বলি হনুমান-তরে এড়ে ॥
একদৃষ্টে হনুমান তপস্বী নেহালে।
তপস্বী ভাবিছে হনু না জানি কি বলে ॥
হনুমান বলে তুই ভণ্ডরে তপস্বী।
সত্য তপস্বী হ'লে অতিথি কেন হিংসি ॥
রাবণের কার্য্য সাধ তপস্বীর বেশে।
মম হাতে পড়ে আজি যাবে যম-পাশে ॥
তপস্বী ভাবিল মায়া হইল বিদিত।
ধরিল রাক্ষসমূর্ত্তি অতি বিপরীত॥
দুই জনে মল্ল-যুদ্ধ দুজনে সোসর।
দুই জনে মহাযুদ্ধ পর্ব্বত-উপর ॥
লাফ দিয়া হনুমান কালনেমী পরে'।
বুকে হাটু দিয়া হনু কালনেমী মারে ॥
লেজে জড়াইয়া পাকে ঘুরায় আকাশে।
লঙ্কাতে ফেলায়ে দিল রাবণের পাশে ॥
গন্ধমাদন লঙ্কাপথ আঠার বৎসর।
এত দূরে ফেলে দিল রাবণ-গোচর ॥
বসেছে রাবণ রাজা পাত্রমিত্র-সনে।
অন্ধকারে কালনেমী পড়ে মধ্যখানে ॥
কি পড়িল বলে সবে চমকিয়া উঠে।
নেড়ে চেড়ে দেখে বলে কালনেমী বটে ॥
কালনেমী দেখে রাবণের উড়ে প্রাণ।
সর্ব্বমায়া চূর্ণ কৈল বীর হনুমান ॥
দিবাকর পূর্ব্বদিক প্রকাশ করিল।
তাহা দেখি হনুমান তরাস পাইল ॥
পথ আগুলিয়া বীর দাণ্ডায় সত্বর।
অচল হইল রথ সারথি ফাঁফর ॥
পূর্ব্বদিক আগুলিল হনুমান বীর।
পশ্চিমে চালায় রথ সারথি সুধীর ॥

ঘোড়ারে প্রবোধ বাড়ি মায়ের সঘনে।
পশ্চিমে চলিল রথ পবন-গমনে ॥
কুপিল যে হনুমান অতি ভয়ঙ্কর।
লাফ দিয়া অম্বরে ধরিল সত্বর ॥
রথ ধরি হনুমান ঘন দেয় পাক।
বায়ুভরে ঘোরে যেন কুম্ভকার-চাক।
ছাড় ছাড় বলি সূর্য্য ঘন ডাক ছাড়ে।
সূর্য্য যদি কোপ করে ত্রিভুবন পোড়ে ॥
বুঝিয়া রামের কার্য্য সূর্য্য কৃপাময়।
সারথিরে জিজ্ঞাসিলা কেবা এই হয় ॥
সারথি কহিছে তবে সূর্য্যের গোচর।
রথ ঘুরাইয়া রাখে একটা বানর ॥
সূর্য্য বলে রথ রাখ গগনমণ্ডলে।
পোড়াইয়া বানরে পাড়িব ভূমিতলে ॥
এত শুনি দাণ্ডাইল পবন-নন্দন।
বিনয় করিয়া বলে মধুর-বচন ॥
কোন্ মহাশয় তুমি, কহ মায়াধর।
স্বরূপ করিয়া কহ আমার গোচর ॥
সূর্য্য কহে আমি সূর্য্য ছাড়ি দেহ পথ।
উদয় হইতে যাব উদয়-পর্ব্বত ॥
রজনী প্রভাত হইলে মরিবে লক্ষ্মণ।
উদয় হইতে মোরে পাঠায় রাবণ ॥
রাবণের উপদ্রব সহিতে না পারি।
উদয় হইতে যাই থাকিতে শর্ব্বরী ॥
আমার উদয় হইলে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের শোকে রাম ত্যজিবে জীবন ॥
ঔষধ আনিতে গেছে পবন-কুমারে।
লক্ষ্মণে মারিব বীর না আসিতে ফিরে ॥
হনুমান বলে দেব কর অবধান।
পবনের পুত্র আমি বীর হনুমান ॥
ঔষধ আনিতে আমি আইনু শিখরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥
প্রাণদান লক্ষ্মণ না পান যতক্ষণ।
তাবত উদয়গিরি না কর গমন ॥
হাসিয়া বলেন সূর্য্য শুন হনুমান।
যত দেবগণ ভাবে রামের কল্যাণ ॥
সাধে কি উদয়গিরি যাই উদয়েতে।
দেবের নিস্তার নাই রাবণের হাতে ॥
কি জানি করে রাজা ভাবি এই ভয়।
নিশিতে ভয়ে এলেম হইতে উদয় ॥
রাবণের আজ্ঞা যদি না করি পালন।
কোপেতে বিষম শাস্তি দিবেক রাবণ ॥
শ্রীরামের অনুরোধে ফিরে যদি যাই।
রাবণের কোপে বল, কিসে রক্ষা পাই ?
হনুমান বলে আছে উপায় ইহার।
নিকটেতে এস বলি কর্ণেতে তোমার ॥
তব নাম ভানুমান আমি হনুমান।
নামে নামে মিলিয়াছে দুজনে সমান ॥
খণ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে।
সিদ্ধ হবে রামকার্য্য যুক্তি হেন আছে ॥
দুই দিক রক্ষা পাবে যুক্তি হেন বলি।
হনু ভানু দুইজনে করিলে মিতালি ॥
এতশুনি দিবাকর হরষিত মন।
হনুর নিকটে আসি করে সম্ভাষণ ॥
সূর্য্যেরে ধরিয়া হনু করে কোলাকুলি।
সাপটিয়া সূর্য্যেরে পুরিল কক্ষ-তলি ॥
মহাতেজোময় সূর্য্য রাখিতে কে পারে।
আপনি হইলা বন্দী লক্ষ্মণের তরে ॥
পুনর্ব্বার হনু যান সে গন্ধমাদন।
ঔষধ খুজিয়া বুলে পবন-নন্দন ॥

চৌষট্টি যোজন সেই গিরিবরখান।
এক টানে উপাড়িল বীর হনুমান॥
মাথায় পর্ব্বত তুলে নিল হনুমান।
তুলে দিলে পারে বুঝি আর একখান॥
পর্ব্বত লইয়া চলে দক্ষিণ মুখেতে।
ভরতে প্রশংসে রাম পড়িল মনেতে॥
এতেক ভাবিয়া হনুমান হরষিত।
নন্দীগ্রামে হনুমান হৈল উপনীত॥
পর্ব্বত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায়।
পর্ব্বত কন্দর নদী অনেক এড়ায়॥
বামভিতে এড়াইল নগর বিস্তর।
অবিলম্বে উপনীত অযোধ্যানগর॥
রাজত্ব ছাড়ি ভরত নন্দীগ্রামে বৈসে।
হনুমান চলে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে॥
পর্ব্বত-ছায়াতে দেশ হ'ল অন্ধকার।
সভাসহ ভরতের লাগে চমৎকার॥
না দেখে চন্দ্রের তেজ অন্ধকারময়।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে নাহি করে ভয়॥
ভরত বলে এত রাত্রে কার আগুসার।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে এত অহঙ্কার॥
মহাবুদ্ধিমান ভরত বিক্রমে স্থির।
একদৃষ্টে চাহেন ভরত মহাবীর॥
শত্রুঘ্ন কোপ করি উর্দ্ধদৃষ্টে চান।
কোথায় আকাশপথে না হয় সন্ধান॥
শৈশবকালে শত্রুঘ্ন করিতেন কেলি।
খেলায় বাঁটুল পড়ে আছে কতগুলি॥
লৌহনির্ম্মিত বাঁটুল আশীলক্ষ মণ।
ভরতের হাতে তুলে দিলেন শত্রুঘ্ন॥
মনে ভাবে ভরত বাঁটুল লয়ে হাতে।
বিশেষ না জানি কেবা যায় শূন্যপথে॥
শত্রুঘ্ন বলে ভাই পাখী হেন দেখি।
খাইতে যজ্ঞের ধূম এল কোন পাখী॥
ভরত বলেন ভাই এত কেন ভয়।
পক্ষ যক্ষ রক্ষ কি কিন্নর যদি হয়॥
বাঁটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি।
রামের পাদুকা যেবা লঙ্ঘে তারে মারি॥
এইরূপে বিস্তর করিয়া অনুমান।
পক্ষ বলিয়া ভরত পূরিলা সন্ধান॥
আশীলক্ষ মণ বাঁটুল ধনুগুণে যুড়ি।
রামজয় বলিয়া বাঁটুল দিল ছাড়ি॥
ভরতের বাঁটুল সে অব্যর্থ-সন্ধান।
হনুরে বাজিল লক্ষ বজ্রের সমান॥
পদের তালুকাভাগে বাজিল বাঁটুল।
মূর্চ্ছিত হইল বীর বুদ্ধি হ'ল ভুল॥
নিস্তেজ হইল হনু শক্তি নাহি আর।
অন্তরীক্ষে ঘুরে বুলে পবন-কুমার॥
বাঁটুলে মূর্চ্ছিত হনু চক্ষে নাহি দেখে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
হতজ্ঞান হ'য়ে পড়ে পবন-নন্দন।
নাহি ছাড়ে সূর্য্যে আর সে গন্ধমাদন॥
ভূমে পড়ি করে হনু শ্রীরাম-স্মরণ।
মস্তকে পর্ব্বত আছে ঘূর্ণিত-লোচন॥
রাম-নাম শুনি এল ভরত-শত্রুঘ্ন।
হনুর নিকটে এল ভাই দুইজন॥
ভরত বলেন কপি থাক কোন্ স্থান।
রাম যে স্মরিলে তাঁর জান কি সন্ধান॥
কোথা হৈতে আইলে হে কহ বিবরণ।
জান কোথা রাম-সীতা কোথায় লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বনে।
দেখা হইবে কি তব রাম-সীতা-সনে?

বাক্য নাহি সরে মুখে ব্যথায় আকুল।
বজ্রসম বাজিয়াছে বিষম বাঁটুল ॥
সভা ছাড়ি বশিষ্ঠ আইলা সেই স্থানে।
হনুরে সবল কৈল মন্ত্র-ব্রহ্মজ্ঞানে ॥
যোগেতে সকল কথা বশিষ্ঠ-গোচর।
মুনি জানে যত কর্ম্ম লঙ্কার ভিতর ॥
লোকাচারে প্রকাশ না কৈল মহামুনি।
ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী ॥
মুনি বলে ভরত এমন বুদ্ধি কেনে।
কি কার্য্য সাধন হৈল মেরে হনুমানে ॥
পরম ধার্ম্মিক দেখি বানর-প্রধান।
রামের বৃত্তান্ত জানে পবন-সন্তান ॥
বশিষ্ঠ-মন্ত্রে হনুর দূর হয় ব্যথা।
ভরত সম্মুখে কহে শ্রীরামের কথা ॥
অবধান কর ঠাকুর ভরত-শত্রুঘ্ন।
রাম-লক্ষ্মণ সীতার শুনহ বিবরণ ॥
বাসা যবে করিছিলা পঞ্চবটী বনে।
সূর্পণখার নাক-কাণ কাটে লক্ষ্মণে ॥
রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা যে রাক্ষসী।
যুদ্ধ কৈল চৌদ্দহাজার নিশাচর আসি ॥
সকলে মারেন রাম খর ও দূষণ।
যোগিবেশে সীতা হ'রে নিলেক রাবণ ॥
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম করিয়া মিত্রতা।
বালী মারি সুগ্রীবেরে দেন দণ্ডছাতা ॥
বানর লইয়া রাম বান্ধিলা সাগর।
মিলিল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর ॥
বাইশ অঙ্কেতে [illegible] মহাঅক্ষৌহিণী।
ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি ॥
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হইল অপার।
তিন মাস রাত্রি-দিবা যুদ্ধ মহামার ॥

কভু হারে কভু জিনে তিনমাস যুঝে।
রাক্ষসের মায়া সে কাহার সাধ্য বুঝে ॥
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ করে রণ।
নাগপাশে বান্ধিলেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বন্দী বৈরীগণ হাসে।
গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগপাশে ॥
মুক্ত যদি হৈল নাগপাশের বন্ধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিৎ মারিল লক্ষ্মণ ॥
কুপিয়া রাবণ রাজা সান্ধাইল রণে।
ময়দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণে ॥
লক্ষ্মণে করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন।
আমারে পাঠায়ে দেন ঔষধ কারণ ॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোন মতে।
উপাড়িয়া লয়ে যাই পর্ব্বত সমেতে ॥
আমি গেলে লক্ষ্মণের বাঁচিবেক প্রাণ।
তোমার প্রহারে আমি হারাইনু জ্ঞান ॥
নিস্তেজ হইনু আমি বাঁটুলে তোমার।
পর্ব্বত তুলিতে শক্তি নাহিক আমার ॥
তুমি রাজ্য নিলে যে রাবণ নিল নারী।
লক্ষ্মণ ত্যজিবে প্রাণ পোহালে শর্ব্বরী ॥
তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই।
সর্ব্বদা চিন্তেন রাম তোমা দুই ভাই ॥
দিবানিশি সুমঙ্গল ভাবেন তোমার।
রাম সঙ্গে বৈরীভাব দেখি যে তোমার ॥
আমারে মারিয়ে তোমার হৈল এই লাভ।
প্রকাশ হইল রাম সঙ্গে বৈরীভাব ॥
লঙ্কার বৃত্তান্ত তুমি না জান ভরত।
সকলেতে আমার চাহিয়ে আছে পথ ॥
ফিরিয়া যাইতে শক্তি না হবে আমার।
সহজেতে না হইবে সীতার উদ্ধার ॥

লক্ষ্মণের শোকে রাম প্রবেশিবে বন।
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর দুইজন ॥
এতেক বলিল যদি পবন-নন্দন।
ধরাতলে পড়ি কান্দে ভরত-শত্রুঘ্ন ॥
শোকাকুল কান্দে দোঁহে ভূমিতলে প'ড়ে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সীতা বলে ডাক ছাড়ে ॥
আমরা থাকিতে কেন এতেক দুর্গতি।
কটাক্ষে মারিতে পারি লঙ্কা-অধিপতি ॥
ভরত বলেন শুন বীর হনুমান।
ত্বরিতে পর্ব্বত ল'য়ে করহ পয়াণ ॥
আমিহ তোমার সঙ্গে যাই লঙ্কাপুরে।
থাকুক শত্রুঘ্ন ভাই অযোধ্যানগরে ॥
হনুমান বলে তুমি যাইবে কি মতে।
শ্রীরামের আজ্ঞা নাই তোমা লয়ে যেতে ॥
ভরত বলেন তবে শুনহ মারুতি।
পর্ব্বত লইয়া তুমি যাও শীঘ্রগতি ॥
হনুমান বলে গিরি নাড়িতে না পারি।
বলহীন হইয়াছি বল না কি করি ॥
যোজনেক উচ্চে যদি পার তুলি দিতে।
তবে আমি পারি এ পর্ব্বত ল'য়ে যেতে ॥
শত্রুঘ্ন কহেন তবে হনুমান-আগে।
পর্ব্বত তুলিয়া দিতে কোন ভার লাগে ॥
শত্রুঘ্ন আনিয়া দিলেন ধনুক খান।
গুণ দিয়া ভরত যুড়িল তাহে বাণ ॥
ভরত বলেন বাছা পবন-কুমার।
পর্ব্বত সহিত উঠ বাণেতে আমার ॥
আকর্ণ-পুরিয়া বাণ এড়িল ভরত।
হনুমান সহ শূন্যে উঠিল পর্ব্বত ॥
শতেক যোজন ঊর্দ্ধে তুলে দিল বাণে।
ভরতের বিক্রম বাখানে হনুমানে ॥

ভরত বড়ই বীর ভাবে হনুমান।
আমা সহ বাণেতে তুলিল গিরিখান ॥
হইয়া সাগরপার চলে বায়ুবেগে।
রাখিল পর্ব্বত ল'য়ে সবাকার আগে ॥
পর্ব্বত দেখিয়া হৈল সবে সবিস্ময়।
প্রণাম করিয়া বীর রঘুনাথে কয় ॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোন মতে।
এ কারণে আনিলাম পর্ব্বত সমেতে ॥
শ্রীরাম বলেন বাপু পবন-কুমার।
ত্রিভুবনে কোন কর্ম্ম অসাধ্য তোমার ॥
রাম বলেন, হনু দিল গিরি আনিয়া।
আপনি সুষেণ লহ ঔষধ চিনিয়া ॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সুষেণ বৈদ্য যায়।
সকল পর্ব্বতময় খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
আনন্দে সুষেণ হনুমানেরে বাখানি।
চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্যকরণী ॥
ঔষধ লইয়া বুড়া নামে ভূমিতলে।
তখনি ঔষধ বাটে রত্নময়-শীলে ॥
স্মরণ করিল মনে পিতা ধন্বন্তরী।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-পদে নমস্কার করি ॥
ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে।
আনন্দে বানরগণ রামজয় ডাকে ॥
ঔষধের ঘ্রাণ যায় লক্ষ্মণ উদরে।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব অঙ্গে ঔষধি সঞ্চারে ॥
ভগ্ন ছিল পাঁজর সে লাগিলেক জোড়া।
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের জানা গেল সাড়া ॥
অন্তরে অন্তরে বিন্ধে ঔষধের ঘ্রাণ।
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্চালিল প্রাণ ॥
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরাম-পানে চান।
লক্ষ্মণে দেখি, রামের স্থির হৈল প্রাণ ॥

কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিনকরে।
জিজ্ঞাসা করেন রাম পবন-কুমারে॥
কি অদ্ভুত দেখি, বাপু পবননন্দন।
তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ॥
হনুমান বলে প্রভু কর অবগতি।
আনিবারে ঔষধি গেলাম রাতারাতি॥
ঔষধি খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই।
পূর্ব্বদিকে দিনপতি দেখিয়া ডরাই॥
পর্ব্বত হইতে গেনু ভাস্করের ঠাঁই।
যোড় হাত করি স্তব করিনু গোঁসাই॥
তোমার সন্তান অতি কাতর শ্রীরাম।
ক্ষণেক কশ্যপপুত্র করহ বিশ্রাম॥
যাবত লক্ষ্মণ বীর না পান জীবন।
তাবত উদয় নাহি হইও তপন॥
আমার এ বাক্য না শুনেন দিনপতি।
ধরিয়া এনেছি তেই না পোহায় রাতি॥
রাম বলেন বাপু একি চমৎকার।
না পোহায় রজনী না ঘুচে অন্ধকার॥
সূর্য্যের উদয় জন্য সংসার প্রকাশে।
ছাড়হ ভাস্কর ইনি উঠুন আকাশে॥
রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত।
বাহির হইল তবে জগতের নাথ॥
সূর্য্যেরে প্রণাম করে পবন-নন্দন।
যতেক বানর করেন চরণ-বন্দন॥
আদিকর্ত্তা আপন বংশের দিবাকর।
শত শত প্রণাম করেন রঘুবর॥
উদয়-পর্ব্বতে ভানু করেন গমন।
পোহাইল বিভাবরী প্রকাশে ভুবন॥

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস ইহার পর আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাল্মীকির মূল রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। রাবণ-পুত্র মহীরাবণের লঙ্কায় আগমন, মহীরাবণ কর্তৃক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-হরণ, রাম-লক্ষ্মণ-অন্বেষণে হনুমানের গমন, মহী-রাবণ ও তৎপুত্র অহীরাবণ-বধ ও শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনা বাল্মীকির মূল রামায়ণে দৃষ্ট হয় না।

১০৩-১০৬ম সর্গ। রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং ইন্দ্র-প্রেরিত রথে রামের আরোহণ ও অগস্ত্যের উপদেশে রামের আদিত্য-হৃদয় জপ।

১০৭ম সর্গ। রাম-জয়সূচক নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব।

১০৮ম সর্গ। রাম-রাবণে দ্বৈরথ-যুদ্ধ।

১০৯-১১০ সর্গ। ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণ-বধ।

লক্ষ্মণ শক্তিশেলের মোহাপনোদনে পুনর্জ্জীবনলাভ করিলে কপিগণ আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিল। এ দিকে লঙ্কায়—

"স্ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘর।
অভিমানে শোকে মত্ত রাজা লঙ্কেশ্বর॥
যুঝিবার তরে সাজে রাজা দশানন।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত কৈল রাজ-আভরণ॥
তয়ে অভিমানে রাজা আঁখি ছলছল্।
কোপমনে যুঝিতে চলিল রণস্থল॥
রাবণের রথ উপনীত শীঘ্রগতি।
দুই জনে বাণ-বৃষ্টি প্রাণের শকতি॥
হেনকালে রঘুনাথ পূরিল সন্ধান।
রাবণের শরীরে মারিল তীক্ষ্ণবাণ॥
সেই বাণ সহি রাজা গদা নিল হাতে।
তর্জ্জন করিয়া গদা ছাড়ে শূন্যপথে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাম সেই গদা কাটে।
গদা কাটি সে বাণ রাবণ-অঙ্গে ফুটে॥
শিব-মন্ত্র পড়ি রাজা শিব-শূল এড়ে।
শঙ্কর-বাণেতে রাম শূল কাটি পাড়ে॥
ক্রোধে জ্বলে রাবণের দুআঁখি-দেউটি।
রামের উপরে বাণ পুনঃ এড়ে জাঠি॥
পবনের বেগে জাঠা আসে শীঘ্রগতি।
করযোড়ে বলে তবে মাতলি সারথি॥
ইন্দ্র পাঠায়েছেন দেখহ শেলপাটে।
ঝাট ছাড় সেই শেল জাঠা পাড় কেটে॥
মাতলির বাক্যে রাম শেলপাট এড়ে।
রাবণের জাঠাগাছ শেল কাটি পাড়ে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"ক্রোধে করে দু'জনাতে বাণ-বরিষণ।
লেখাজোখা নাহি বাণ বরিষে দুজন॥
এড়িলা শঙ্কর-বাণ রাম-রঘুবর।
বুকেতে বাজিয়া রাজা দেখে অন্ধকার॥
বাণ খেয়ে দশানন অন্তরেতে কাঁপে।
পার্ব্বতীর মহাশূল এড়িলেন কোপে॥
শূল ফুটে রামচন্দ্র হৈল অচেতন।
চেতন পাইয়া করে বাণ-বরিষণ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এমন সময় অগস্ত্য মুনি আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে আদিত্যমন্ত্র জপ করিতে বলিলে শ্রীরামচন্দ্র আদিত্যমন্ত্র জপ করিলেন।

"সহস্রাক্ষ-বাণ তাঁর চলে উর্দ্ধমুখে।
অবিলম্বে পড়ে গিয়া রাবণের বুকে॥
বাণাঘাতে মহাত্রাস পাইল রাবণ।
বিষ্ণুমন্ত্রে গদা রাম মারেন তখন॥
কালচক্রে কাটে গদা রাজা দশানন।
গদা ব্যর্থ গেল ভাবে কমল-লোচন॥
অতি ক্রোধে এড়িলেন বাণ মহাবল।
রাবণের বুকে বিন্ধি প্রবেশে পাতাল॥
পাশুপাত-বাণ মারে রাজা দশানন।
বিষ্ণুচক্রে কাটিলেন কৌশল্যা-নন্দন॥
গন্ধর্ব্বাস্ত্র মারে রাম রাবণের গায়।
দশানন মোহ গেল সেই অস্ত্র ঘায়॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"রাবণে অক্ষম দেখি রঘুপতি
ইচ্ছা না করিলা বধিতে তাহারে
বিপদ দেখিয়া রাবণ-সারথি
রথ লয়ে যায় লঙ্কার মাঝারে।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ক্ষণকাল পরে রাজা দশানন চৈতন্যলাভ করিয়া যুদ্ধস্থল হইতে তাঁহাকে কাপুরুষের ন্যায় লইয়া আসার জন্য সারথিকে বিবিধ ভর্ৎসনা করিলেন।

"রে নির্ব্বোধ দেহে মোর নাহি কি শকতি
পৌরুষ কি নাহি মোর তেজ কিরে নাই
পলাইয়া এলি তুই লয়ে মোরে তাই ?
* * * *
অভিপ্রায় মোর তুই না বুঝিয়া কেন।
রথ সরাইয়া কৈলি মন্দকার্য্য হেন॥
ওরে নীচ আজ তোর দোষেই আমার।
যশঃ বীর্য্য তেজ হায় হৈল ছারখার॥
আমার বীরত্বে ছিল লোকের বিশ্বাস।
আজ তুই, মূঢ় তাহা করিলি নিরাশ॥
যার মনে জন্মাইব বিক্রমে বিস্ময়।
তার কাছে কাপুরুষ করিলি নিশ্চয়॥
এখনো যে কালে তুই সমরভূমিতে।
নাহি যেতেছিস রথ লইয়া ত্বরিতে॥
সেকালে আমার মনে হতেছে সংশয়।
মোর শত্রু দিছে তোরে উৎকোচ নিশ্চয়॥
তুই যা করিলি তাহা মিত্র-কার্য্য নয়।
শত্রুরই উপযুক্ত ওরে দুরাশয়॥
প্রপালিত হতেছিস আমার সদনে।
যদি সেই উপকার থাকে তোর মনে॥
তবে রথ লয়ে চল সমর-প্রাঙ্গণে।
* * * *

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশানন কিরূপ তেজোপূর্ণ ও বীরগর্ব্বিত সুতরাং অভিমান-দৃপ্ত ছিলেন তাহা এ সব বাক্যেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

"বোধশূন্য রাবণের কঠোর-বচন।
সুবোধ সারথি শুনি কহিলা তখন॥
সবিনয়ে বলি আমি, হে রাক্ষসপতি।
তব প্রতি নাহি আমি স্নেহশূন্য মতি॥
ভীত বা প্রমত্ত নই ; রাজা দশানন।
শত্রুর উৎকোচ আমি না করি গ্রহণ॥
তবকৃত উপকার আছয়ে স্মরণে।
তব অপকার নাহি জাগে মম মনে॥
শুধু তব যশোরক্ষা করিবার তরে।
শুধু তব হিত-হেতু স্নেহের অন্তরে॥
শুধু বুদ্ধিতেই তব এ অপ্রিয় কাজ।
করিয়াছি সুনিশ্চয় হে রাক্ষসরাজ॥
তাই বলি এ বিষয়ে কদাচ আমার।
ক্ষুদ্রাশয় নীচ বলা তব না জুয়ায়॥
সমর-প্রাঙ্গণ হ'তে কিসের কারণ।
ফিরায়েছি রথ, তাহা করহ শ্রবণ॥

দেখিলাম আমি রাজা সমরের শ্রমে।
ক্লান্ত তুমি অতিশয় রাখিয়া মরমে॥
শত্রুর অপেক্ষা তুমি হৈলে হীনবল।
অশক্ত ঘর্ম্মাক্ত হৈল রথাশ্বসকল॥
যে সকল দুর্নিমিত্ত যুদ্ধের সময়।
দেখিলাম আমি, তাহা অনুকূল নয়॥
মহারাজ সারথির অনেক বিষয়ে।
সতর্কতা আবশ্যক চারিদিকে চেয়ে॥
দেশ-কাল, শুভাশুভ-লক্ষণ ইঙ্গিত।
অনুৎসাহ হর্ষ খেদ জানাই উচিত॥
উচ্চ-নীচ ভূমিতল জানা প্রয়োজন।
যুদ্ধকাল বিপক্ষের ছিদ্র-অন্বেষণ॥
রথ চালাবার বিধি, রথ থামাবার।
নিয়ম জানাও অতি উচিত তাহার॥
আমি রাজা তব আর এসব অশ্বের।
শ্রান্তি দূরিবারে গতি ফিরানু রথের॥
না বুঝিয়া আমি রাজা রণভূমি হ'তে।
রথ লয়ে আসি নাই আজি কোন মতে॥
এইটি স্নেহের কার্য্য জানিও আমার।
এবে যাহা ইচ্ছা কর করিব আবার॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশাননের সারথির উত্তরটি বড়ই সুন্দর।

সারথির বাক্য শুনি তখন রাবণ।
তুষ্ট হয়ে কৈলা তাঁরে প্রশংসাবচন॥
যুদ্ধ-লোভে মত্ত হয়ে কহিলা আবার।
রথ লয়ে চল ত্বরা রণভূ-মাঝার॥
শত্রুরে না বধি কভু লঙ্কার ঈশ্বর।
নিবৃত্ত না হবে শুন সারথি প্রবর॥
এত বলি দশানন হস্ত-আভরণ।
পুরস্কার দিলা তাঁরে হয়ে তুষ্ট মন॥
সারথিও পুনর্ব্বার রামের গোচর।
দ্রুতবেগে মহারথ চালায় সত্বর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা দশানন পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রও যুদ্ধে আগুসার হইলেন। এদিকে রামজয়সূচক নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব হইল।

"রাবণের ক্ষয় শ্রীরামের জয়
হইবার তরে তবে।
উৎপাত নিচয় প্রাদুর্ভূত হয়
ভয়ে চমকিত সবে।
ত্বরা সুরগণ রক্ত-বরিষণ
রাবণের রথে করে।
ঝড় সুভীষণ উঠি অনুক্ষণ
বামাবর্ত্তে ঘোর ঘোরে।
রাবণের রথ লখিয়া নিয়ত
নভে উড়ে গৃধ্রগণ।
জবাপুষ্প সম হইল রক্তিম
লঙ্কাপুরী সেইক্ষণ।
বজ্র-উল্কা যত পড়িছে নিয়ত
ঘোর রবে চারিধারে;
যথা দশানন তথা অনুক্ষণ
ভূমি কাঁপে থরে থরে।

নানা বর্ণময় সূর্য্য-রশ্মিচয়
রাবণ সম্মুখে পড়ে ;
ভীম শিবাগণ ব্যাদিত-বদন
অনল উদ্গার করে ।
রাবণের আঁখি ধূলিজালে ঢাকি
বায়ু বহে বিপরীতে ;
বজ্র বিনা-মেঘে পড়িতেছে বেগে
রাক্ষসগণের মাথে।
আঁধারে আবৃত হইল চৌভিত
গগন ধূলায় ঢাকা ;
শারিকানিকর করি রুদ্ধ-স্বর
পড়ে উলটিয়া পাখা ।
অশ্বের জঘনে ছুটিল সঘনে
জ্বলন্ত-অনল কত ।
নয়ন হইতে লাগিলা বহিতে
অশ্রুবিন্দু অবিরত ।
রাক্ষসনিচয় আকুল-হৃদয়
হইল এ সব হেরি ।
উহাদের হস্ত হইল নিরস্ত
অন্তরে আশঙ্কা ভারি ।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তৎপর রাম-রাবণের দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

"তবে রাম-রাবণের লোম-হরষণ।
দ্বৈরথ-সমর ঘোর হল আরম্ভণ ॥
রাক্ষস বানরগণ অস্ত্র-শস্ত্র করে।
নিশ্চেষ্ট হইয়া সবে আকুল-অন্তরে ॥
তাঁহাদের সেই যুদ্ধ লাগিল দেখিতে।
কার যে হইবে জয় লাগিল ভাবিতে ॥
* * * *
ক্রোধাবিষ্ট হয়ে তবে লঙ্কার ঈশ্বর।
শ্রীরামের ধ্বজদণ্ডে নিক্ষেপিলা শর ॥
কিন্তু শর শ্রীরামের রথ পরশিয়া।
অধোমুখে ভূমে গেল অচিরে পড়িয়া ॥
রাবণের ধ্বজদণ্ডে শ্রীরাম তখন।
শরত্যাগ করিলেন করিয়া গর্জ্জন ॥
অবিরল রথধ্বজ খণ্ড খণ্ড হয়ে।
পড়িল ভূতলোপরি ছড়ায়ে ছড়ায়ে ॥
পরে বীর দশানন মহাক্রোধ-ভরে।
রামের তুরঙ্গগণে বিন্ধিলেন শরে ॥
* * * *
নিরন্তর খর-শর রাবণের প্রতি।
বরষিতে লাগিলেন রাম-রঘুপতি ॥
রাবণও ক্রোধাবিষ্ট হয়ে অতিশয়।
রামের উপরে খরশর বরিষয় ॥
উভয়ের যুদ্ধ হৈল রোম-হরষণ।
দিবারাত্রি দেখে তাহা ত্রিলোকের জন ॥
কি দিবা কি রাত্রি আর কি মুহূর্ত্ত-ক্ষণ।
এ যুদ্ধের নাহি আর বিরাম-ঘটন ॥

তৎপর শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধার্থ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন।

"বেদোক্ত-বিধানক্রমে রাম-রঘুবর।
মন্ত্রপূত করি যোজে ধনুর উপর ॥
কৃতান্তের সম সেই ব্রহ্মাস্ত্র ভীষণ।
রাবণের বক্ষে গিয়া হইল পতন ॥

বক্ষভেদি প্রাণ তার হরণ করিয়া।
ভূগর্ভে পশিল ত্বরা শোণিত মাখিয়া ॥
রাবণের কর হ'তে শর-শরাসন।
স্খলিত হইয়া ভূমে হইল পতন ॥
বজ্রাহত বৃত্রাসুর-সম দশানন।
রথ হ'তে ভূমিতলে পড়িলা তখন ॥
এদিকে ব্রহ্মাস্ত্রে সাধি আপনার কাজ।
আবার প্রবেশ কৈল তূণীরের মাঝ ॥
অনন্তর হতশেষ রাক্ষসনিকর।
অনাথ হইয়া ধায় দিগ্‌দিগন্তর ॥
রামেরে বিজয়ী হেরি বানরনিকর।
বৃক্ষ লয়ে পড়ে গিয়া রাক্ষস-উপর ॥
রাক্ষসেরা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া অচিরে।
লঙ্কায় প্রবেশ করে ভাসি অক্ষি-নীরে ॥
গর্ব্বিত বানরগণ হরিষ-অন্তরে।
শ্রীরামের জয় বলি সিংহনাদ করে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এইরূপে প্রবল-পরাক্রান্ত ক্ষমতাশালী ও দুর্দ্দান্ত রাজা দশানন সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

কৃত্তিবাস এস্থলে অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাল্মীকির মূল রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। রাবণের অম্বিকার স্তব এবং মাতা জগদম্বা আবির্ভূতা হইয়া রাবণকে রথে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া, তজ্জন্য শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব, দুর্গোৎসব জন্য হনুমানের নীলপদ্ম আনয়ন, নীলপদ্মে পূজা, শ্রীরামচন্দ্রের স্তব, হনুমানকর্ত্তৃক রাবণের চণ্ডী অশুদ্ধ, হনুমানকর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি ঘটনা বাল্মীকির মূল রামায়ণে নাই।

রাবণের অম্বিকার স্তবটী এইরূপ—

"কোথা মা তারিণী তারা, হও গো সদয়।
দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময় ॥
পতিত-পাবনি পাপ-হারিণি কালিকে।
দীন-জন-জননি মা জগত-পালিকে ॥
করুণনয়নে চাও কাতর-কিঙ্করে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে ॥
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে।
শঙ্করে ত্যজিল তাই ডাকি মা তোমারে ॥
তুমি দয়াময়ী মাতা, শুনেছি পুরাণে।
তুমি শক্তি তুমি তৃপ্তি ব্যাপ্ত সর্ব্বজনে ॥
নাম গুণ ব্যক্ত আছে এ তিন-ভুবনে।
রূপ গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপণে ॥
যে তব শরণ লয় না থাকে আপদ।
প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর-সম্পদ ॥
আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক।
কৃপাবলোকন করি নিবারহ শোক ॥

এইরূপ স্তব যদি করিল রাবণ।
আর্দ্র হৈল হৈমবতী মন-উচাটন॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে মাতা দিলা দরশন।
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাস্তব এইরূপ—

"নমস্তে সর্ব্বানি ঈশানি ইন্দ্রানি
ঈশ্বরি ঈশ্বর-জায়া।
অপর্ণে অভয়া, অন্নপূর্ণা জয়া
মহেশ্বরী মহামায়া॥
উগ্রচণ্ডা উমে আশুতোষি ধূমে
অপরাজিতা উর্ব্বশী।
রাজ-রাজেশ্বরী রমা রণ-করি
শঙ্করী শিবে ষোড়শী॥
মাতঙ্গী বগলে কল্যাণী কমলে
ভবাণী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্ব বিশ্বোদরী শুভে শুভঙ্করী
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী॥
সহস্র সহস্তে ভীমে ছিন্নমস্তে
মাতা মহিষমর্দ্দিনী।
নিস্তারকারিণী নরকবারিণী
নিশুম্ভ-শুম্ভ-ঘাতিনী।
দৈত্য-নিকৃন্তিনী শিব-সিমন্তিনী
শৈল-সুতে সুবদনী।
বিরিঞ্চি-বন্দিনী দুষ্ট নিস্পন্দিনী
দিগম্বরের ঘরণী॥
দেবী দিগম্বরী দুর্গে দুর্গ-অরি
কালিকে করালবেশী।
শিবে শবারূঢ়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়া
ঘোররূপা এলোকেশী॥
সর্ব্ব সুশোভিনী ত্রৈলোক্যমোহিনী
নমস্তে লোলরসনা।
দিক্-বিবসনা সর্ব্ব শবাসনা
বিম্বা বিকট-দশনা॥
সারদা বরদা শুভদা সুখদা
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা।
মৃগেশবাহিণী মহেশভাবিনী
সুরেশবন্দিনী বামা॥
কামাক্ষ্যা রুদ্রানী হরা হর-রাণী
মহারমা কাত্যায়নী।
শমন-ত্রাশিনী অরিষ্ট-নাশিনী
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী॥
হের মা পার্ব্বতি আমি দীন অতি
আপদে পড়েছি বড়॥
সর্ব্বদা চঞ্চল পদ্মপত্র-জল
ভয়ে ভীত জড়সড়॥
বিপদে আমার না হয় তোমার
বিড়ম্বনা করা আর।
কৃত্তিবাসে দয়া করগো অভয়া
ভবার্ণবে কর পার॥
ক্লেশে অবসন্ন তনু শুন গো তারিণী।
দয়াকর দয়াময়ী পতিতোদ্ধারিণী॥
করিলাম অর্চ্চনা মা অকালবোধনে।
তবু কৃপা না হইল মোর আরাধনে॥

কান্দিয়া শ্রীরামচন্দ্র হইল অস্থির।
বক্ষ-মুখ বহিয়া পড়িছে অশ্রুনীর ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে।
নীল-কমলাক্ষী মোরে বলে সর্ব্বজনে ॥
যুগল চক্ষু মোর ফুল্ল-নীলোৎপল।
সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে সকল ॥
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প-পূরণে।
এত বলি বলে রাম অনুজ-লক্ষ্মণে ॥
আর কিবা দেখি ভাই করি কি এখন।
না হইল দুর্গার কৃপা বিফল-জীবন ॥
কমললোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প-পূরণে ॥
এতবলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন।
দেবীর হইল শোক দেখিয়া রোদন ॥
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিল সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে ॥
কি কর কি কর প্রভু জগৎ গোঁসাই।
পূর্ণ হৈল চক্ষু উপাড়িয়া কার্য্য নাই ॥”

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

হনুমানকর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়নের বিবরণ একটু কৌতুকপ্রদ।

“হনুমান বলে কেন ভাব রঘুমণি।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি ॥
এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়ে।
জাম্বুবান সুগ্রীবের পদধূলি লয়ে ॥
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
মায়া করি হৈল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ॥
জ্যোতিষ-গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত।
এতবলি রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত ॥
রাণী দিল সিংহাসন তাহে না বসিয়ে।
কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে ॥
দ্বিজ বলে আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত।
চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত ॥
নর-বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ।
রাজার হউক জয় করি আশীর্ব্বাদ ॥
প্রত্যহ জ্যোতিষ গণি দেখি পূর্ব্বাপর।
কি করিতে পারিবে বানর আর নর ॥
জ্যোতিষ-গণনে জানি যত সমাচার।
রাজার জীবন মৃত্যু গৃহেতে তোমার ॥
প্রবন্ধে রাবণ রাজা হয়েছে অমর।
প্রকাশিয়া না কহিবে কাহার গোচর ॥
এতেক কহিয়ে উঠে চলে দ্বিজবর।
কহে রাণী মন্দোদরী করি যোড়-কর ॥
কি ধন গৃহেতে মম আছয়ে এমন।
জ্যোতিষেতে কি দেখেছ করিয়া গণন ॥
দ্বিজ বলে মন্দোদরী ক'রোনা ছলনা।
বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণনা ॥
ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরি।
প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্ত্রণা করি ॥
বিভীষণ অজ্ঞাত লঙ্কাতে নাহিক স্থান।
কিরূপে রাবণ রাজা পাবে পরিত্রাণ ॥
মন্দোদরী বলে দ্বিজ না ভাব অন্তরে।
বিভীষণের সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে ॥

পরম স্বপক্ষ তুমি রাজার পক্ষেতে।
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে ॥
তব আশীর্ব্বাদে তাহা কে লইতে পারে।
দেখিছি জড়িত এই স্তম্ভের ভিতরে ॥
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি।
ভাঙ্গিল স্ফটিক-স্তম্ভ মারি এক লাথি ॥
ভাঙ্গিতে স্ফটিক-স্তম্ভ দৃষ্ট হৈল বাণ।
বাণ করে লম্ফ দিল বীর হনুমান ॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি গিয়ে বসিল প্রাচীরে।
আর এক লম্ফে গেল রামের গোচরে ॥
বাণ দিয়ে রঘুনাথে করেন প্রণাম।
মহানন্দে হনুমানে কোল দেন রাম ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস মৃত্যুকালে রাজা দশাননের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কতকগুলি নীতি-উপদেশের উল্লেখ করিয়াছেন।

"দশানন বলে মম সংশয় জীবন।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন ॥
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি অচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ ॥
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে ॥
অলসে রাখিলে কর্ম্ম পূর্ণ হওয়া ভার।
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার ॥
একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে ॥
শূন্য হ'তে দেখিলাম যমের ভুবন।
তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুজন ॥
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা ॥
অন্ধকার চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড ॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা যমদূতে মারে ॥
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে ॥
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়।
এই ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায় ॥
পুরাব নরককুণ্ড নিত্য করি মনে।
আজি কালি করিয়া রহিল বহু দিনে ॥
হেলায় রহিল পড়ে না হয় পূরণ।
তারপর তব সঙ্গে বাধিল এ রণ ॥
কুণ্ড পুরাইব যবে করিনু মনন।
তখনি পূরালে পূর্ণ হইত সে পণ ॥
হেলাতে রাখিনু ফেলে না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার ॥
আর এক কথা শুন নিবেদন করি।
লবণ-সমুদ্র মাঝে স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী ॥
একদিন মনেতে হইল এই কথা।
সপ্তটি সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন ধাতা ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি সমুদ্র থাকিতে।
কেন আছি লবণ-সমুদ্র-সলিলেতে ॥

স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল আমার করতল।
সিঞ্চিয়া ফেলিব আমি সমুদ্রের জল॥
ক্ষীরোদ-সমুদ্র এনে রাখিব এখানে।
এই কথা চিরদিন আছে মোর মনে॥
যখন মনেতে হয় মনে করি করি।
অন্য কর্ম্মে থাকি সিন্ধু সিঞ্চিতে না পারি॥
এইরূপে হেলাতে অনেক দিন গেল।
তদন্তরে তব সঙ্গে সংগ্রাম বাধিল॥
সমুদ্র সিঞ্চন করা না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
অতএব এই কথা শুন রঘুমণি।
মনে হলে শুভ কর্ম্ম করিবে তখনি॥
হেলায় রাখিলে কার্য্য পূর্ণ নাহি হয়।
আর এক কথা কহি শুন মহাশয়॥
নাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্ব্ব।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আছয়ে গন্ধর্ব্ব॥
ব্রাহ্মার সৃষ্টিতে আছে জীবগণ যত।
যাইতে অমরপুরে সকলে বঞ্চিত॥
সকলের শক্তি নাই যাইতে তথায়।
কেহ কেহ দৈব শক্তি অনুসারে যায়॥
এ শক্তি বিহীন যেবা আছে পৃথিবীতে।
স্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিতে॥
মনে মনে সাধ করে যাইতে অমরে।
দৈবশক্তিহীন তা'রা যাইতে না পারে॥
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিনু অন্তরে।
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে॥
অনাসে যাইতে সব পারে দেবলোকে।
নির্ম্মিব স্বর্গের পথ বিশ্বকর্ম্মা ডেকে॥
করিব এমন পথ সবে যেন উঠে।
পৃথিবী অবধি স্বর্গে করে দিব গেঁঠে॥

থাকিবে অপূর্ব্বকীর্ত্তি সংসারে পৌরুষ।
ত্রিভুবনে সবে মোর ঘুষিবেক যশ॥
তবে করিতাম যদি হৈল যবে মনে।
কোন্ কালে কার্য্যসিদ্ধি হৈত এত দিনে॥
হেলায় রাখিয়ে হৈল বহুদিন গত।
তারপর তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত॥
অতএব শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়া সে বাসনা বৃথা হল॥
শ্রীরাম বলেন শুন লঙ্কা-অধিপতি।
শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা এই সে যুকতি॥
সুকৃতি কর্ম্মের কথা কহিলে বিস্তার।
পাপকর্ম্ম-পক্ষে কিছু কহ আর বার॥
পাপকর্ম্ম হেলা করে রাখে যে জনেতে।
বলহ তাহার নীতি আমার সাক্ষাতে॥
শীঘ্র কৈলে পাপ কর্ম্ম কি হবে দুর্গতি।
বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজনীতি॥
দশানন বলে তাহা কহিতে বিস্তর।
কত আর বিস্তারিয়ে কব রঘুবর॥
পাপকর্ম্ম অনেক করেছি চিরদিন।
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্ষীণ॥
আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে।
কত কব রামচন্দ্র তোমার সাক্ষাতে॥
এক কথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান।
ভগিনীর লক্ষ্মণ কাটিল নাক-কাণ॥
সেই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হ'রে॥
শূর্পনখা কান্দিলেক চরণেতে ধ'রে।
মনে হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে॥
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
আজি নহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে॥

আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিব পাছে আনা নাহি হবে ॥
অতএব শীঘ্রগতি হরি আনি সীতে।
সর্ব্বনাশ হৈল মোর সীতার জন্যেতে ॥
লক্ষ তনয় মোর সওয়া-লক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা-অধিপতি ॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবেচিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে ॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোনকালে ॥
যাহা জানি কহিলাম কিছু নীতি কথা।
কহিতে কহিতে জিহ্বা হইল জড়তা ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে রাজা দশাননের মৃত্যুকালীন অবস্থা বড়ই সুন্দর কবিত্বের সহিত বর্ণন করিয়াছেন।

"বালর্কপ্রতিমেবাপ্‌ সুধাচি ভিন্নাপতিষ্যতঃ।
ররাজঃ রক্ষঃকায়স্য কণ্ঠচ্ছেদ পরম্পরা।"

রঘুবংশ দ্বাদশ সর্গ।

তাঁহার কলেবর ভূমিতলে পতিত হইবার পূর্ব্বে তদীয় ছিন্ন-কণ্ঠশ্রেণী চঞ্চল-তরঙ্গে নিপতিত বালার্ক-প্রতিবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

১১১ সর্গ। বিভীষণের বিলাপ ও রামের আশ্বাস দান।

"অনন্তর বিভীষণ ভ্রাতা দশাননে।
ধরাশায়ী নিরখিয়া কহে দীন-মনে ॥
মহাবীর! মহামূল্য শয্যাই তোমার।
উপযুক্ত সুবিশাল ধরণী-মাঝার ॥
আজ কেন করিয়াছ ধূলায়-শয়ন।
সুদীর্ঘ সুন্দর বাহু নিশ্চল এখন ॥
তোমার উজ্জ্বলরত্ন কিরীট লুণ্ঠিত।
হেরিয়া হৃদয় মোর হতেছে ব্যথিত ॥
পূর্ব্বে আমি বলেছিনু যে কথা তোমায়।
কাম-মোহে কর্ণপাত করনি তাহায়।
তাহাই ঘটিল এবে তব নিজ দোষে।
জীবন ত্যজিলে আজ শ্রীরামের রোষে ॥
ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণ আর অতিকায়।
অতিরথ নরান্তক আমার কথায় ॥
কর্ণপাত করে নাই, তুমিও রাজন্‌।
আমার বচন কভু করনি শ্রবণ ॥
তাহাই ঘটিল এবে হায় মহারাজ।
কোথা গেলে এ অনুজে পরিহরি আজ ॥
ধার্ম্মিকগণের সেতু ভগ্ন হয়ে গেল।
ধর্ম্মের স্বরূপ নষ্ট আজি গো হইল ॥
লুপ্ত হৈল বল আর বীর্য্যের আশ্রয়।
সকলি ফুরাল আজ নাহিক সংশয় ॥
বীর-গতি লভি তুমি আমা সবাকারে।
ভাসাইলে একেবারে শোকের পাথারে ॥

ভূতলে পড়িল সূর্য্য অনল নিবিল।
মহা অন্ধকারে চন্দ্র সাহসা ডুবিল ॥
প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইল।
এহেন সুবর্ণ-লঙ্কা আজি গো মজিল ॥
ধূলিতে শয়ান তুমি রয়েছ যখন।
লঙ্কা-নিবাসীর আর কি আছে তখন ॥
হায় আজ রামরূপ প্রবল-পবন।
দশাননরূপ বৃক্ষ করিল ভঙ্গন ॥
ধৈর্য্য এ তরুর পত্র, বেগ ফুলচয়।
তপস্যাই বল, ধৈর্য্য মূল সুনিশ্চয় ॥
হায় আজ রামরূপ বলিষ্ঠ কেশরী।
বধিলা রাবণরূপ মদমত্ত করী ॥
প্রসন্নতা শুণ্ড এর কোপ পদ-হাত।
আভিজাত্য মেরুদণ্ড তেজ এর দাঁত।
হায় আজ রামরূপ মেঘ সুভীষণ।
দশাননরূপ অগ্নি কৈল নির্ব্বাপণ ॥
ইহার জ্বলন্ত-শিখা উৎসাহ বিক্রম।
রণ দাহশক্তি ধূম ক্রোধ সে বিষম ॥
হায় আজ রামরূপ শার্দ্দূল ভীষণ।
দশানন রূপ বৃষ করিল নিধন ॥
লাঙ্গুল ককুদ শৃঙ্গ রাক্ষস ইহার।
কর্ণ চক্ষু চপলতা সন্দেহ কি তার ॥
এই বৃষ সর্ব্বাপেক্ষা বিজয়ী জগতে।
বায়ুতুল্য বেগবান অতুল তেজেতে ॥
এইরূপ শোকাকুল দেখি বিভীষণে।
কহিলা তখন রাম সান্ত্বনা-বচনে ॥
রাক্ষসের অধিপতি বীরেন্দ্র রাবণ।
সমরে অক্ষম হয়ে হননি নিধন ॥
মহাবল পরাক্রান্ত লঙ্কার ঈশ্বর।
মৃত্যুভয় বিরহিত উৎসাহ অন্তর ॥

দৈবাৎ এক্ষণে এর ঘটিল মরণ।
কেন তবে শোক কর বীর বিভীষণ ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ সেই বীরগণ।
শ্রীবৃদ্ধিই যাঁহাদের একান্ত চিন্তন ॥
হেন বীরগণ যুদ্ধে হইলে নিহত।
তাহাদের তরে শোক না হয় সঙ্গত ॥
যে ধীমান রণাঙ্গনে ইন্দ্রাদি অমরে।
ভীত করিতেন, শোক কেন তাঁর তরে ॥
যুদ্ধেতে নিয়ত জয় হ'বে বিভীষণ।
এমন কথাও কেহ করেনি শ্রবণ ॥
হয় লোকে বিপক্ষেরে করয়ে নিধন।
নয় তা'র করে হয় নিজেই নিধন ॥
ক্ষত্রিয়-সম্মত এই গতি সুনিশ্চয়।
পূর্ব্বাচার্য্যগণের নির্দ্দিষ্ট মহাশয় ॥
নিহত ক্ষত্রিয় তরে শোক ভাল নয়।
শাস্ত্র-সিদ্ধ ইহা, তব মনে যেন রয় ॥
এই তত্ত্বে তুমি বীর সুস্থির হইয়া।
শোকশূন্য হও এবে নয়ন মুছিয়া ॥
করিতে হইবে এবে যাহা অনুষ্ঠান।
চিন্তাকর তাই, বিভীষণ মতিমান ॥
অনন্তর বিভীষণ শোকাকুল মনে।
কহিতে লাগিলা রামে মৃদু-সম্বোধনে ॥
রামচন্দ্র! পূর্ব্বে হায় ইন্দ্রাদি অমরে।
বধিতে নারিলা যাঁরে দারুণ সমরে ॥
তুমিই তাঁহারে আজ করিলে নিধন।
তব করে রাবণের হইল পতন ॥
যাচক নিচয়ে রাম! এই বীরবর।
প্রার্থনা অধিক অর্থ দিলা নিরন্তর ॥
নানাবিধ ভোগ্য-বস্তু ভুঞ্জিলেন সুখে।
মিত্রগণে তুষিলেন সদা হাসিমুখে।

ভৃত্যগণে তুষিলেন বিবিধ প্রকারে।
শত্রুগণে বধিলেন অসির প্রহারে॥
বেদ-বেদান্তেতে এঁর ছিল অধিকার।
মহাতপা ছিলা ইনি পৃথিবী-মাঝার॥
অগ্নিহোত্র আদি কার্য্য করিতেন ইনি।
ধর্ম্ম-কর্ম্মে খ্যাত ইনি সমস্ত মেদিনী॥
এবে আজ্ঞা পেলে তব রাজীবলোচন।
ইহঁার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করি সমাপন॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস বিভীষণের বিলাপটি এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ত্রিলোক জিনিল ভাই নিজ বাহুবলে।
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে॥
না বুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে।
লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে॥
মরণ করিলে সার নাহি দিলে সীতা।
পায়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা॥
বংশের সহিত এবে হারাইলে প্রাণ।
না শুনিলে মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান॥
আপনার দোষে মৈলে কলঙ্ক আমার।
কার তরে দিয়া যাও লঙ্কা-অধিকার॥
ধার্ম্মিক হইয়া ভাই ধর্ম্মনষ্ট করে।
মৃত্যু লাগি সীতা আনে লঙ্কার ভিতরে॥
চিরদিন ভাই মোর পূজিলে শিবেরে।
মরণ সময় শিব না চাহিল ফিরে॥
হিত বুঝাইতে মোরে ভাই মারে লাথি।
তখনি জানিনু তাঁর ঘটিল দুর্গতি॥
পুরীশূন্য করি ভাই ত্যজিলে জীবন।
তোমা বিনা গতি আর নাহি নারায়ণ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

বিভীষণ যে ভ্রাতার সংশ্রব বিদ্বেষে পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং যে ভ্রাতার সবংশনিধনে বিপক্ষের সহায়তা করিয়াছিলেম, সেই ভ্রাতার নিধনে এখন সেই বিভীষণ কেন এত শোকক্ষিপ্ত হইয়া বিলাপ করিলেন তাহা একটু বিচার্য্য বটে। বিভীষণ এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন তাহা ধর্ম্মমদমত্ততায় করিয়াছেন। এখন সহোদর ভ্রাতার মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্যে ক্ষণকালের জন্য সেই ধর্ম্মের মত্ততা-জনিত বিদ্বেষ-ভাব তিরোহিত হওয়ায় শোকক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার গুণরাশির স্মরণ ও উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শোকাবহ-দৃশ্যে ক্ষণকালের জন্য ধর্ম্মভাব হইতে পার্থিব স্নেহ-মমতা ও তজ্জনিত শোক প্রবলতর হইল, এজন্য বিভীষণের এ বিলাপ। অশেষধার্ম্মিক ব্যক্তিরও যে নিতান্ত হেয় ব্যক্তির মৃত্যুতে ক্ষণকালের জন্য বিদ্বেষ-ভাব তিরোহিত হইবে এবং তিনি যে ক্ষণকালের

জন্য তখন পার্থিব-শোক-মোহের বশীভূত হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেননা মৃত্যু জিনিষটি এরূপ শোকাবহ ও হৃদয়-বিদারক দৃশ্য ও ঘটনা, যে উহার দৃশ্যে বা ঘটনা শ্রবণে নিতান্ত স্থিত-প্রজ্ঞ যোগিপুরুষ ব্যতীত সকলেরই এমন কি নিতান্ত ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তিরও মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্ত বিচলিত না হওয়া একান্ত অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্ত্তমানস্থলে বিভীষণের স্বীয় সহোদর ভ্রাতার মৃত্যু। সুতরাং ধার্ম্মিক বিভীষণের কিছু কালের জন্য এ সময় শোক-সন্তপ্ত হওয়া কোন প্রকারেই অস্বাভাবিক মনে করা যায় না।

রাজা দশানন যে কেবল মহাতেজোসম্পন্ন প্রবল-পরাক্রান্ত অসীমক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন এরূপ নহে, ধার্ম্মিকপ্রবর বিভীষণের উক্তিতেই প্রকাশ—তিনি অশেষগুণসম্পন্ন ছিলেন। এ জন্যই বাল্মীকি বিভীষণের উক্তিতে লিখিয়াছেন—

"যোঽয়ং বিমর্দ্দেষ্ববিভগ্নপূর্ব্বঃ
সুরৈঃ সমস্তৈরপি বাসবেন।
ভবন্তমাসাদ্য রণে বিভগ্নো
বেলামিবাসাদ্য যথা সমুদ্রঃ ॥ ২১
অনেন দত্তানি বনীয়কেষু
ভুক্তাশ্চ ভোগা নিভৃতাশ্চ ভৃত্যাঃ।
ধনানি মিত্রেষু সমর্পিতানি
বৈরণ্যমিত্রেষু নিপাতিতানি ॥ ২২
এষাহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ
বেদান্তগঃ কর্ম্মসু চাগ্র্যশূরঃ।
এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং
তৎ কর্ত্তুমিচ্ছামি তব প্রসাদাৎ ॥" ২৩

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১১১মঃ সর্গঃ।

রাজা দশানন বিবিধ গুণে ভূষিত ছিলেন। প্রবল-পরাক্রান্ত সম্রাটের পক্ষে যে সব গুণ বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, তাহার সমস্ত গুণই রাজা দশাননে পূর্ণমাত্রায়

বিরাজমান ছিল। কেবলমাত্র তাঁহার এক দোষ ছিল—পরদারানুরক্তি। সেই দোষই তাঁহার সবংশে নিধনের মুখ্য কারণ হইল। যেরূপ অতি সামান্য গোমূত্রও রাশীকৃত দুগ্ধ নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ কেবলমাত্র এই একটি দোষেই তাঁহার অতি মহান্ চরিত্র আঁধার করিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাঁহাকে সকলের নিকট হেয় করিয়া ফেলিয়াছিল। এই দোষের জন্যই তিনি সকলের নিকট ঘৃণিত চরিত্র, দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। এই দোষের সঙ্গে আর্য্য-ঋষিদিগের তপোবিঘ্নরূপ অত্যাচার মিলিত হওয়ায় আর্য্যগণ তাঁহার ধ্বংস আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

"বিভীষণ মুখে শুনি করুণ বচন।
হইলেন রামচন্দ্র বিষাদিত মন॥
কহিলেন ধীরে ধীরে শুন হে বীরেশ।
মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতার পরিশেষ॥
উদ্দেশ্য হ'য়েছে সিদ্ধ আমা সবাকার।
প্রেতকৃত্য কর তুমি এক্ষণে ইঁহার॥
তব স্নেহপাত্র যথা রাজা দশানন।
আমারও সেইরূপ জেন বিভীষণ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রের এ উক্তিটি নিতান্ত উদার-হৃদয়ের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

১১২ম সর্গ। মন্দোদরীর বিলাপ ও রাবণের সৎকার।

রাজা দশাননের মৃত্যুতে তাঁহার মহিষীগণের বিলাপ বড়ই মর্ম্মভেদী ও চিত্তদ্রবকর! সেই সময়ের দৃশ্য কল্পনায় আসিলেও চিত্ত দ্রবীভূত হয়।

কৃত্তিবাস এইরূপ লিখিয়াছেন—

"অন্তঃপুরে জানাইল পড়িল রাবণ।
দেখিবারে ধাইল যতেক নারীগণ॥
রক্ত-উৎপল জিনি কোমল-চরণ।
রণস্থলে ছুটে যায় হ'য়ে অচেতন॥
রাবণে বেড়ী কান্দে চৌদ্দ হাজার নারী।
শশধরে যেন তারাগণে আছে ঘেরি॥
সোণার কমল অঙ্গ ধূলাতে মগন।
মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ॥
আমারে ছাড়িয়া প্রভু যাও কোন স্থানে।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার মরণে॥
কেন বা আনিলে সীতা এ কাল-সাপিনী।
স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে না রহিল এক প্রাণী॥
কি কাজ করিল তব শঙ্কর-শঙ্করী।
রাম-লক্ষ্মণ ধ্বংসিল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী॥
আপদ পড়িলে বুঝি কেহ কার নয়।
সীতার কারণে হল এতেক প্রলয়॥

শমন হইল তব শূর্পনখা ভগ্নী।
তার বাক্যে আনি সীতা হারালে পরাণী॥
ভুবনের বীর প্রভু পড়ে তব বাণে।
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের রণে॥
কারে দিয়া গেলে এ কনক-লঙ্কাপুরী।
কারে দিয়া যাহ প্রভু রাণী মন্দোদরী॥
অতুল বৈভব তব গেল অকারণে।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে॥
পতি-পুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী-মন্দোদরী॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

মূল বাল্মীকির রামায়ণে ইহা অপেক্ষা বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহা এইরূপ—

"রাবণ নিহত হৈলা করিয়া শ্রবণ,
অন্তঃপুরে শোকাকুল নিশাচরীগণ।
বহির্গত হৈল সবে কান্দিয়া কান্দিয়া,
আলুলিত কেশ-পাশ পড়েছে ঝুলিয়া।
বারবার নিবারিত হয়েও তাহারা
লুঠিতেছে ভূমিতলে চক্ষে বহে ধারা।
সেই সব রাক্ষসীরা অতি শোকাকুল,
ভূমে পড়ে যেন তরু হয়ে ছিন্নমূল।
লঙ্কার উত্তর-দ্বার দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে
বহির্গত হৈল তা'রা রাবণ-দর্শনে।
সুভীষণ রণভূমে হয়ে উপনীত
কাঁদিতে লাগিল সবে হয়ে আকুলিত।
কেহ "আর্য্য-পুত্র" বলি, কেহ "নাথ" বলি
সমর-ভূমিতে ভ্রমে আকুলি-বিকুলি।
করিহীন করিণীর সমান সকলে
ভর্ত্তৃশোকে রণভূমে ভ্রমে দলে দলে।
কোথা নাথ বলি সবে করে অন্বেষণ,
দেখিল ভূতলে পড়ি লঙ্কার রাবণ।
ধূলার শয্যায় রাজা আছেন শয়ান,
দেহ শুধু পড়ি আছে ছাড়ি গেছে প্রাণ।
রাবণে সেরূপ হেরি রাক্ষসীনিকর
ছিন্নলতা সম পড়ে দেহের উপর।
কেহ বা করিল তাঁরে দৃঢ়-আলিঙ্গন,
কেহ কর পদ ধরি করয়ে রোদন।
কেহ কণ্ঠ ধরি কাঁন্দে, কেহ পড়ে বক্ষে,
কেহ শোকভরে কান্দে বারি ঝরে চক্ষে।
কেহ কর-যুগে উর্দ্ধে তুলিয়া অমনি
'হায় নাথ' বলি পড়ি লুটায় ধরণী।
কেহ রাবণের মুখ করি নিরীক্ষণ
শোকে বিমোহিত হয়ে করয়ে রোদন।
কেহ নিজ কোলে তুলি রাবণের শির
মুখ তাকাইয়া কান্দে চক্ষে ঝরে নীর।
অক্ষি-নীরে রাবণের ভিজায় বদন
তুষারের জলে ভিজে কমল যেমন।
রাবণের শোকে সবে করে হাহাকার
করুণ কণ্ঠেতে সবে বলে বারবার,—
"হায় হায় ইন্দ্রে যিনি করিলা শঙ্কিত,
শমন যাহার ভয়ে ছিল সদা ভীত,
বলে যিনি লইলেন কুবেরের রথ,
ঋষিগণ যার ভয়ে ভীত অবিরত,

তিনিই বিনষ্ট আজ, ধূলায় শয়ন
হায় হায় একি হ'ল আকুল-পরাণ।
সুরাসুর পন্নগ হতেও যাঁর মনে
উদ্বেগ না জনমিত ক্ষণেক কারণে,
আজ কি না নর-করে তাঁহার মরণ,
হায় হায় একি দেখি বিধি-বিড়ম্বন!
দেব-দানবের যিনি অবধ্য আছিলা
আজ তিনি মানবের করেতে মরিলা!
সুরাসুর-যক্ষ যাঁরে পারেনি বধিতে
আজ তিনি নর-করে পতিত ভূমিতে।
হায় মহারাজ তুমি না কৈলে শ্রবণ
সুহৃদগণের সদা হিত সুবচন,
মৃত্যুর কারণ তুমি সীতারে হরিলে
তাই ত অকালে আজ জীবন ত্যজিলে।
রক্ষোগণে মৃত্যুমুখে ফেলিলে এবার
আমাদিগে এককালে করিলে সংহার।
তব ভ্রাতা বিভীষণ হিতবাক্য কত
বলেছিলা তোমারে হে হয়ে হিতব্রত।
কিন্তু তুমি মোহবশে মৃত্যুর কারণ
করে ছিলে মনে তা'র ক্রোধ-উদ্দীপন।
যদি তুমি রাঘবেরে জানকী অর্পিতে
তা হলে অকালে নাথ আজি কি মরিতে?
পূর্ণ হ'ত রাঘবের চিত্ত-মনোরথ
বিভীষণ, মিত্রগণ কৃতকার্য্য হ'ত।
থাকিতাম আমরা হে সধবা সবাই
শত্রুদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ত নাই।
কিন্তু তুমি মহারাজ দুর্ব্বুদ্ধির বশে
সীতারে হরণ করি আনিলে হে রোষে।
তাই এ অনর্থপাত হইল বটন,
আমরা বিধবা হৈনু তোমার নিধন।
কিন্তু রাজা এতেই বা কি দোষ তোমার
দৈবই ঘটায় যত দুর্ঘট-ব্যাপার।
দৈবে না মরিলে লোক না মরে কখন,
দৈববলে আজি তব অকাল-মরণ।
অসংখ্য রাক্ষস, কপি আর গো তোমার
মৃত্যু যে ঘটিল, ইহা দৈবের ব্যাপার।
ফলোন্মুখী দৈবগতি কে বারিতে পারে
অর্থ ইচ্ছা আজ্ঞা শক্তি কিছুতেই নারে।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বাল্মীকির রামায়ণে অনেকস্থলে দৈবের বিধান বা নিয়তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কর্ম্মফলজনিত ভগবানের বিধানকেই বাল্মীকি বোধ হয় দৈবের বিধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কর্ম্মফলজনিত ভগবৎ-বিধান যে অপরিহার্য্য, এই অমূল্য নীতিই প্রচারিত হইয়াছে। রামায়ণে পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মের কতক কর্ম্মফলকেই বোধ হয় দৈবের বিধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেন না রাজা দশাননের রাণীদিগের ও রাণী মন্দোদরীর বিলাপোক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি ইহজন্মের

দুষ্কর্ম্মেরও অপরিহার্য্য শোচনীয় ফল ভোগ করিলেন। কিন্তু গোরোসিও সাহেব এ সম্পর্কে একটু অন্যরূপ লিখিয়াছেন।

"The idea of fate was different in India from that which prevailed in Greece. In Greece fate was a mysterious, inexorable power which governed men and human events, and from which it was impossible to escape. In India fate was rather an inevitable consequense of actions done in births antecedents to one's present state of existence and was therefore connected with the doctrine of metempsychosis. A misfortune was for the most part a punishment, an expiation of ancient faults not yet entirely cancelled.

Gorresio

রাণী মন্দোদরীর বিলাপ আরও মর্ম্মভেদী,—

হেনকালে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠা রাণী মন্দোদরী।
রাম-শরে রাবণেরে বিনিহত হেরি॥
লাগিলা করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতে।
হায় কি ঘটিল মোর ভাগ্যে আচম্বিতে॥
প্রাণেশ্বর রুষ্ট তুমি হইতে যখন।
আপনি ইন্দ্রও ভয়ে হৈত ভীতমন॥
মহর্ষি গন্ধর্ব্ব আর চারণনিকর।
তব ভয়ে পলাইত দিগ-দিগন্তর॥
সেই তুমি আজ কিনা বিধি-বিড়ম্বনে।
মরিলে নরের হস্তে সমর-প্রাঙ্গণে॥
অথচ ইহাতে তুমি না হও লজ্জিত।
মহাবীর হ'য়ে আজ ধূলায় লুণ্ঠিত॥
বলে তুমি তিন লোক করি আক্রমণ।
শ্রীলাভ করিয়াছিলে লঙ্কার রাজন॥
আজ কি না একজন বনচারী নর।
তোমারে বিনাশ কৈল করিয়া সমর॥
নিজে তুমি কামরূপী লঙ্কার ঈশ্বর।
নরাগম্য লঙ্কাদ্বীপ তব বাস-ঘর॥
আজ কি না দুইজন মানুষ তোমারে।
সংহার করিল নাথ অস্ত্রের প্রহারে॥
ইহা অতি অসম্ভব হেন বোধ হয়।
ছদ্মবেশে রামরূপ কৃতান্ত দুর্জ্জয়॥
তোমারে বধিবে বলি হেন অতর্কিত।
মায়াজালে সুকৌশলে কৈলা বিস্তারিত॥
কিম্বা হেন বোধ হয় ইন্দ্রই তোমারে।
নিধন করিলা আজ সমর-মাঝারে॥
না না না তাই বা কিরূপে সম্ভব।
তব সনে যুঝিতে কি পারেন বাসব॥
কিম্বা হেন বোধ হয় শঙ্খচক্রধারী।
সর্ব্বলোকেশ্বর বিষ্ণু নররূপ ধরি॥
কপিরূপী সুরগণে হয়ে পরিবৃত।
সাধিবারে সকলের মঙ্গল সুহিত॥

রাক্ষসগণের সনে বধিল তোমায়।
কোথা গেলে প্রাণনাথ ছাড়িয়া আমায়॥
পূর্ব্বে তুমি জয় করি ইন্দ্রিয়-নিকরে।
ত্রিভুবন কৈলে জয় দারুণ সমরে॥
এক্ষণে তাহারা সেই শত্রুতা স্মরিয়া।
তোমারে করিলা জয় কৌশল করিয়া॥
জনস্থানে মহাবীর খর সে যখন।
রাক্ষসগণের সঙ্গে হইল নিধন॥
তখনি জেনেছি আমি রাম রঘুবর।
কখনি মনুষ্য নয় পৃথিবী ভিতর॥
প্রবেশিল হনুমান লঙ্কায় যখন।
আশঙ্কা আমার মনে হয়েছে তখন॥
পূর্ব্বে আমি ব'লেছিনু তোমারে রাজন।
রামসনে না করিও বিরোধ ঘটন॥
কিন্তু তুমি কর্ণপাত না করিলে তায়।
এবে তার এই ফল সংঘটিল হায়॥
আত্মীয়-স্বজন সনে নষ্ট হইবারে।
অভিলাষী হ'য়েছিলে সীতার উপরে॥
অরুন্ধতী রোহিণীর চেয়েও জানকী।
সর্ব্ব-অংশে অগ্রগণ্য, অধিক কব কি॥
সে পূজ্যা সীতারে তুমি করিয়া হরণ।
অতীব গর্হিত কার্য্য করিলে সাধন॥
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী সীতা পতিগত-প্রাণ।
কোন নারী নহে কভু তাহার সমান॥
বিজন অরণ্য হ'তে হরি আনি তাঁরে।
সবংশে বিনষ্ট হৈলে আপনি এবারে॥
সীতা-সমাগম তুমি করিলে চিন্তন।
কিন্তু তাহা পূর্ণ তব না হৈল রাজন॥
বরঞ্চ তাঁহার তপঃ-প্রভাবে তোমার।
দগ্ধ হৈতে হল নাথ হায় হায় হায়॥

যখন সীতারে তুমি করিলে হরণ।
তখন যে মর নাই সৌভাগ্য ঘটন॥
প্রকৃত সময়ে পাপ অবশ্যই ফলে।
পড়িলে যে হেতু আজ কালের কবলে॥
শুভকারী যেইজন ভুঞ্জে শুভফল।
পাপকারী ভুঞ্জে পাপ ফলই কেবল॥
তার সাক্ষী বিভীষণ ভুঞ্জিছেন সুখ।
তব ভাগ্যে সংঘটিল হেন মহাদুখ॥
সীতার চেয়েও নাথ! অনেক তোমার।
সুন্দরী রমণী আছে লঙ্কার মাঝার॥
কিন্তু কামবশে মোহাবেশে একবার।
বুঝিবারে পার নাই কিছুই তাহার॥
কুলরূপ গুণে সীতা কিছুতে আমার।
সমান বা বেশী নহে ভুবন-মাঝার॥
কিন্তু তুমি মোহাবেশে নারিলে বুঝিতে।
বুঝিলে শুইতে কেন সমর-ভূমিতে॥
বিনা কারণেতে কারো মৃত্যু নাহি হয়।
তোমার মৃত্যুর হেতু সীতাই নিশ্চয়॥
দূর হ'তে এ মৃত্যুরে নিজেই আনিলে।
তাই আজ মহারাজ অকালে মরিলে॥
অতঃপর সীতা সতী হ'য়ে শোকহীন।
রামের সহিত সুখে রবে চিরদিন॥
আর এই অভাগিনী শোকের সাগরে।
নিমগ্ন হইল নাথ চিরকাল তরে॥
কৈলাস সুমেরু আর মন্দর পর্ব্বতে।
চৈত্ররথ কাননেতে তোমার সহিতে॥
বিহার করেছি কত দেখেছি নয়নে।
কত শত দেশ নাথ আমি তব সনে॥
তোমার মৃত্যুতে আজ সকলি আমার।
ঘুচে গেল অন্ধকার নিখিল সংসার॥

বিধবা হইনু আজ হারায়ে তোমায়।
রাজশ্রী চপলা অতি ধিক থাক তায়॥
প্রাণনাথ মুখ তব প্রভায় তপন।
শোভায় কমলরূপে চন্দ্রের মতন॥
সে মুখ তোমার আজ মলিন হইল।
শ্রীহীন হইয়া আজ ধূলায় পড়িল॥
স্বপ্নেও যা ভাবি নাই ঘটিল তাহাই।
বিধবা হইনু আমি আর সুখ নাই॥
দানব-ঈশ্বর ময় জনক আমার।
স্বামী মোর লঙ্কানাথ বীরত্ব অপার॥
ইন্দ্রজয়ী ইন্দ্রজিৎ আমার নন্দন।
তাই মোর মনে গর্ব্ব হ'ত অনুক্ষণ॥
হেন বীরগণ হায় তোমরা থাকিতে।
নরভয় উপস্থিত হৈল অতর্কিতে॥
তুমি যে মরিবে নাথ শ্রীরামের করে।
স্বপ্নেও ভাবিনি আমি কখন অন্তরে॥
মৃত্যুরও মৃত্যু তুমি কিন্তু আজি হায়।
মৃত্যুর মুখেতে হৈল পড়িতে তোমায়॥
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর তুমি তোমারে সদাই।
আশঙ্কা করিত সদা আর ভয় নাই॥
লোকপাল-জয়ী তুমি লঙ্কা-অধিপতি।
আজি কি না হৈল তব এ হেন দুর্গতি॥
টলাইয়া ছিলে তুমি শিবেরেও বলে।
আজি কি না মগ্ন তুমি কালের কবলে॥
গর্ব্বিতগণেরে তুমি নিগ্রহ করিলে।
বহু বহু সাধুগণে স্ববলে বধিলে॥
আপনার তেজে তুমি শক্রেরও নিকট।
গর্ব্ব প্রকাশিয়া থাক করিয়া দাপট॥
স্বজন ভৃত্যের তুমি রক্ষক সুজন।
বীরগণ বিনাশন তুমি হে রাজন্॥

বহু যক্ষ-দানবেরে করিলে নিহত।
নিবাতকবচগণে কৈলে পরাজিত॥
ধর্ম্মের মর্য্যাদা ভেদ আর যজ্ঞ নাশ।
নিরত কারিতে তুমি বীরকুল-ত্রাস॥
যুদ্ধে মায়া সৃষ্টি তুমি করিতে নিয়ত।
সুরাসুর নরকন্যা আনিতে হে কত॥
পর রমণীর তুমি শোকাশ্রু রাজন্।
স্বজনের নেতা তুমি ছিলে অনুক্ষণ॥
লঙ্কার রক্ষক তুমি ওহে বীরবর।
ভীষণ কার্য্যের কর্ত্তা তুমি নিরন্তর॥
নানাবিধ ভোগে তুমি আমা সবাকারে।
পরিতৃপ্ত করি থাক বিবিধ প্রকারে॥
তোমারে রামের শরে নিহত দেখিয়া।
এখনো যে আছি আমি জীবন ধরিয়া॥
ইহাতেই বোধ হয় আমার হৃদয়।
অতিশয় সুকঠিন লৌহ-শিলাময়॥
মহামূল্য শয্যা-পরে করিতে শয়ন।
ধূলার শয্যায় কেন শুইয়া এখন॥
ইন্দ্রজিৎ পুত্র মোর যে দিন লক্ষ্মণ।
বধিলা, সে দিন হতে ভয় মোর মন॥
কিন্তু আজ এক কালে বিনষ্ট হইনু।
অনাথা হইয়া শোক-সাগরে ডুবিনু॥
দুর্গম পথের তুমি হয়েছ পথিক।
আমারেও সঙ্গে লও প্রিয় প্রাণাধিক॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি নারিব থাকিতে।
তোমা ছাড়া কিছু মোর নাহি ধরণীতে॥
দুঃখিনীরে পরিহরি একা কেন যাও।
শোকে কান্দিতেছি নাথ এক বার চাও॥
আমি অবগুণ্ঠিত না হয়ে নরপতি।
নগরের দ্বার দিয়া এনু ত্বরাগতি॥

পদব্রজে এসু হেথা ওহে মহারাজ।
এ দেখেও ক্রুদ্ধ তুমি নাহি হও আজ ॥
তব পত্নীনিকরের লজ্জাবগুণ্ঠন।
খুলিয়া পড়েছে এই দেখ হে রাজন্ ॥
অন্তঃপুর হতে এরা হৈল বহির্গত।
এ দেখেও ক্রুদ্ধ তব নাহি হয় চিত ॥
ক্রীড়া-সহচরী আমি তব ভূপবর।
এক্ষণে হয়েছি নাথ বড়ই কাতর ॥
কি হেতু সান্ত্বনা তুমি না কর আমায়।
আদর না কর কেন মধুর কথায় ॥
যে সকল পতিব্রতা কুলরমণীরে।
বিধবা করিলে তুমি বধিয়া পতিরে ॥
তাহারাই শোকে শাপ দিয়াছে তোমায়।
শত্রু-করে তাই আজি পড়িলে ধরায় ॥
পতিব্রতা রমণীর নয়নের জল।
ভূতলে পড়িলে ঘটে ঘোর অমঙ্গল ॥
তুমি রাজা মহাবীর বিক্রমে আপন।
করিয়াছ তুমি এই ত্রিলোক ক্রমন ॥
জানি না স্ত্রী-চৌর্য্যে কেন ইচ্ছা হৈল তব।
নারীহারী হয়ে নষ্ট করিলে গৌরব ॥
হেম মৃগচ্ছলে রাম-লক্ষ্মণেরে দূরে।
সরাইয়া সীতা চুরি করিলে কুটীরে ॥
জান তুমি ভূত ভাবী আর বর্ত্তমান।
যুদ্ধ-কাতরতা তব নাহি মতিমান্ ॥
তবে যে এরূপ কৈল ভাগ্যের ঘটন।
অকালে তোমার নাথ মৃত্যুর লক্ষণ ॥
সদসৎ কর্ম্মফলে তুমি মহারাজ।
যুদ্ধে মরি বীরগতি লাভ কৈলে আজ ॥
শোচনীয় তুমি নাথ নহ কদাচন।
স্ত্রী-স্বভাব হেতু আমি করিহে রোদন ॥
সুমালীর দৌহিত্রী আমি যে মহারাজ।
কেন মোর সনে কথা নাহি কহ আজ ॥
কেন তুমি ধূলি'পরে করেছ শয়ন।
উঠ নাথ উঠ নাথ মেলহ নয়ন ॥
সূর্য্যকর লঙ্কাপুরে নির্ভয়ে পশিল।
প্রবলবেগেতে বায়ু ওই যে বহিল ॥
যে খড়্গো শত্রুগণে করিতে সংহার।
খণ্ড খণ্ড হয়ে উহা পড়ি চারি ধার ॥
সমর-ভূমিতে তুমি প্রিয়তমা জ্ঞানে।
আলিঙ্গন করিয়াছ মুদিতনয়নে ॥
অপ্রিয়ার মত মোরে কিসের কারণ।
নাহি কর একবার সুখে সম্ভাষণ ॥
এই হৃদয়েরে মোর ধিক শতবার।
এখনো না ফাটে মৃত্যু দেখিয়া তোমার ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাণী মন্দোদরীর এই বিলাপোক্তিতেও রাজা দশানন যে অশেষবিধ গুণ-সম্পন্ন ও প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন, তাহা প্রকাশ পাইতেছে। রাণী মন্দোদরীর উক্তিতে আরও প্রকাশ পাইতেছে যে, রাজা দশাননের পরদারানুরক্তি ব্যতীত আর কোন দোষই ছিল না।

রাণী মন্দোদরী সুবুদ্ধিসম্পান্না, ধার্ম্মিকা, পতিব্রতা রমণী ছিলেন। তিনি

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ করিতে রাজা দশাননকে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিকা, জ্ঞানসম্পন্না—এ জন্যই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সীতাহরণ পাপেই রাজা দশানন সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ঋষিদিগের যজ্ঞনাশ দ্বারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা ভেদ করার পাপ এবং সুরাসুর-নরকন্যা প্রভৃতি পরদারানুরক্তি-পাপেই রাজা দশানন সবংশে নিধন হইলেন, এবং তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, পতিব্রতা কুলরমণীদিগের অভিশাপেই রাজা দশাননের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

এহেন সুবুদ্ধিসম্পন্না ধার্ম্মিকা পতিরতা রাণী মন্দোদরীর দুঃখ ও কষ্ট অসাধারণ ও অসহনীয়। তিনি দানবরাজ ময়ের কন্যা, রাক্ষসেশ্বর রাজা দশাননের পত্নী এবং ইন্দ্রবিজেতা ইন্দ্রজিতের গর্ভধারিণী মাতা; সুতরাং তাঁহার গর্ব্বও অসাধারণ ছিল।

"পিতা দানবরাজো মে ভর্ত্তা মে রাক্ষসেশ্বরঃ।
পুত্রো মে শক্রনির্জ্জেতা ইত্যহং গর্ব্বিতা ভৃশম্॥" ৩৯

বাল্মীকি রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড—১১৩ম সর্গ।

এ সমস্ত গর্ব্বই খর্ব্ব হইয়াছে। রাণী মন্দোদরীর এ দুঃখ ও কষ্টে সকলেই যে দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করিবেন ইহা অতি সম্ভব।

"বিহীনা কামভোগৈশ্চ শোচিষ্যে শাশ্বতীঃ সমা॥ ৫৮
প্রপন্নো দীর্ঘমধ্বানং রাজন্নত্র সুদুর্গমম্।
নয় মামপি দুঃখার্ত্তাং বর্ত্তিষ্যে ত্বয়াবিনা॥ ৫৯
কস্মাত্ত্বং মাং বিহায়েহ কৃপণাং গন্তুমিচ্ছসি।
দীনাং বিলপতীম্মন্দাং কিঞ্চ মাং নাভিভাষসে॥ ৬০
দৃষ্ট্বা ন খল্বসি ক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্।

* * * *

প্রসুপ্ত ইব শোকার্ত্তাং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।
মহাবীর্য্যস্য দক্ষস্য সংযুগেষ্বপলায়িনঃ॥ ৮০

যাতুধানস্য দৌহিত্রীং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে নবে পরিভবে কৃতে॥ ৮১

রামায়ণম্—লঙ্কাকাণ্ড—১১৩ সর্গ।

সুখপালিতা, অতি সুবুদ্ধিসম্পন্না, ধার্ম্মিকা, পতিব্রতা, গর্ব্বিতা রাণী মন্দোদরীর এই প্রকারের বিলাপোক্তিগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ও চিত্তদ্রবকর।

এহেন রাণী মন্দোদরীর এখন কি শোচনীয় অবস্থা!

"স্নেহোস্কন্নহৃদয়া তদা মোহমুপাগমৎ॥ ৮৬
কশ্মলাভিহতাসন্না বভৌ সা রাবণোরসি।
সন্ধ্যানুরক্তে জলদে দীপ্তা বিদ্যুদিবোজ্জ্বলা॥ ৮৭
তথাগতাং সমুত্থাপ্য সপত্ন্যস্তাং ভৃশাতুরাঃ।
পর্য্যবস্থাপয়ামাসু রুদত্যো রুদতীং ভৃশম্॥ ৮৮
কিং তেন বিদিতা দেবি লোকানাং স্থিতিরুধ্রুবা।
দশাবিভাগপর্য্যায়ে রাজ্ঞাং বৈ চঞ্চলাঃ শ্রিয়ঃ॥ ৮৯
ইত্যেবমুচ্যমানা সা সশব্দং প্ররুরোদহ॥"

রামায়ণম্—লঙ্কাকাণ্ড—১১৩ সর্গ।

"এইরূপে মন্দোদরী বিলাপ করিয়া।
রাবণের বক্ষে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
সন্ধ্যার রক্তমেঘে বিজলী মতন।
হইলেন মন্দোদরী দেখিতে তখন॥
তখন উঁহার যত সপত্নীনিকর।
কাঁদিতে লাগিল হয়ে অতীব কাতর॥
রাবণের বক্ষ হ'তে তুলিয়া তাঁহায়।
কহিতে লাগিল ধীরে সান্ত্বনা কথায়॥
শুন দেবি! লোকস্থিতি অনিশ্চিত অতি।
ইহা কি জান না তুমি অয়ি মহাসতি।
পুণ্যক্ষয় হ'লে পরে রাজ্যলক্ষ্মী আর।
নাহি থাকে কখন গো কোনই রাজার॥
রাবণের পত্নীগণ এই কথা বলি।
মুক্তকণ্ঠে কান্দে করি আকুলি-বিকুলি।
নয়নের জলে হায় তাদের বদন।
ভেসে গেল রক্তবর্ণ হইল নয়ন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ দৃশ্য কল্পনায় আসিলেও দুঃখে ও কষ্টে হৃদয় দ্রবীভূত হয়, চক্ষু জলে প্লাবিত হয়!

রাণী মন্দোদরী গর্ব্বিতা এই জন্যই তাঁহার অদৃষ্টে লাঞ্ছনার বিধান এবং তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। সীতা এবং তারাদেবীও সৌভাগ্য-সম্পদে গর্ব্বিতা ছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের অদৃষ্টেও লাঞ্ছনার বিধান। সৌভাগ্য-সম্পদে গর্ব্বিত না হইয়া সম্পদদাতা ভগবানের নিকট সতত কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য। সীতাদেবী রাজর্ষি জনকরাজার কন্যা, সম্রাট্ দশরথের পুত্রবধূ এবং সর্ব্ব-গুণাধার রাজা রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী এই গর্ব্বে সতত স্ফীতা ছিলেন। রাবণের প্রতি তাঁহার উক্তি ও বিলাপোক্তি ইত্যাদি হইতেই ইহা প্রতীয়মান হয়। এই জন্য তাঁহার অদৃষ্টে লাঞ্ছনার একশেষ। তারাদেবী প্রবল প্রতাপান্বিত বালীরাজার পত্নী এই অহঙ্কারে স্ফীতা ছিলেন। তাহার বিলাপোক্তি হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্যই বালীরাজার পতন ও তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব।

কোমল ও করুণাহৃদয় শ্রীরামচন্দ্রের নিকট এ দৃশ্য অসহনীয় হইল। তিনি বিভীষণকে রাবণের অগ্নি-সংস্কার করিতে বলিলেন।

"হেনকালে বিভীষণে কহে রঘুবর।
অগ্নিসংস্কার তুমি রাবণের কর॥
এই সব স্ত্রীলোকেরে করহ সান্ত্বনা।
এদের রোদন আর দেখিতে পারি না॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ইহাতেই বুঝা যায় শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত কোমল ও হৃদয় করুণাপূর্ণ ছিল।

"বিভীষণ কহে তবে শুন সীতা-স্বামী।
পরস্ত্রীহারীরে অগ্নি নাহি দিব আমি॥
এ রাক্ষসরাজ এই লঙ্কার ভিতরি।
আমার অনিষ্টকর ভ্রাতৃরূপী অরি॥
গুরুত্ব-গৌরবে ইনি পূজ্য বটে মম।
পূজা পাইবার যোগ্য নন রঘুত্তম॥
ইঁহার শরীর-দাহে আমি অসম্মত।
হয়ত নিষ্ঠুর মোরে কবে লোক যত॥
কিন্তু তারা দোষ এর করিলে শ্রবণ।
বলিবে তখন ভাল কৈল বিভীষণ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বিভীষণের এখন পার্থিব-মায়া, মোহ ও শোক দূরীভূত হইয়াছে, স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়াছে সুতরাং তিনি এখন এইরূপ উত্তর করিলেন।

"বিভীষণে কহে তবে রাম রঘুরায়।
জয়শ্রী লভিনু আমি তোমার কৃপায়॥
কোনরূপ প্রিয়কার্য্য এক্ষণে তোমার।
করা অতি সমুচিত হতেছে আমার॥
যা কিছু বক্তব্য মোর এই প্রসঙ্গেতে।
অবশ্য বলিব তাহা তোমার সাক্ষাতে॥
অধার্ম্মিক দুশ্চরিত্র যদিও রাবণ।
কিন্তু ইনি মহাবীর্য্যে খ্যাত ত্রিভুবন॥
শুনিয়াছি ইন্দ্র আদি অমরনিকর।
হারাতে পারেনি এঁরে করিয়া সমর॥
মরণ পর্য্যন্ত থাকে শত্রুতা কেবল।
বধি এঁরে হৈল মোর উদ্দেশ্য সফল॥
এবে অগ্নিসংস্কার করহ ইঁহার।
যেমন তোমার ইনি তেমনি আমার॥
অগ্নিসংস্কার এঁর কর শাস্ত্রমতে।
নিশ্চয় হইবে তুমি যশস্বী জগতে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের এই সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য এড়াইতে পারিলেন না।

"শ্রীরামের কথা শুনি তবে বিভীষণ।
রাবণের দেহ-দাহে করিলা যতন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাবণের মৃতদেহ শ্মশানক্ষেত্রে লওয়া হইল। চন্দনপদ্মককাষ্ঠে চিতা সজ্জিত করা হইল; তাহাতে মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া দেওয়া হইল। চিতার দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে বিপ্রগণ বেদি নির্ম্মাণ করিয়া অনল স্থাপন করিল এবং পিতৃমেধের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। অনন্তর রাবণের স্কন্ধের উপর ঘৃতপূর্ণ স্রব (ঘৃতছড়া) ও দধি নিক্ষেপ করা হইল, পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগে উদূখল যন্ত্র করিয়া রাখা হইল, অরণি উত্তরারণি যথা স্থানে রাখিয়া দিল। শাস্ত্রোক্ত পবিত্র পশু হনন করিয়া তাহার মেদে আবরণ তৈয়ার করা হইল এবং সেই আবরণ দ্বারা রাবণের মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করা হইল এবং গন্ধমাল্যে তাহার শরীর অলঙ্কৃত করা হইল।

"অনন্তর বিভীষণ অগ্নি দিলা তাঁরে।
দেহ ভস্মীভূত হৈল অনল-সঞ্চারে॥
তারপর বিভীষণ কৃতস্নান হ'য়ে।
আর্দ্রবাস দর্ভযুত তিলোদক লয়ে॥
তর্পণ করিলা তার মন্ত্র উচ্চারিয়ে।
অনন্তর স্ত্রীগণে সান্ত্বনা করিয়া।
সবিনয়ে অন্তঃপুরে দিলা পাঠাইয়া॥
তাহারা প্রস্থান কৈলে তিনিও তখন।
রামের নিকটে ধীরে করিলা গমন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এইরূপে রাক্ষসকুলচূড়া রাবণের দেহ ভস্মীভূত হইল। অমিত তেজ, প্রবল-পরাক্রম দুর্দান্ত-প্রতাপ রাবণ রাজা কালের অতল-গর্ভে বিলীন হইল। সোণার লঙ্কা শ্মশানে পরিণত হইল। মন্থরার গতিকে অযোধ্যা-রাজ্য ও সূর্পণখার গতিকে লঙ্কারাজ্য ছারেখারে গেল। উভয়ে সম্পূর্ণরূপে তুল্য-প্রকৃতি না হইলেও কার্য্যে উভয়ের কার্য্যফল প্রায় একরূপ। কিন্তু এই তিন রাজমহিষী তুল্যরূপ গর্ব্বিতা হইলেও কিছু বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্না ছিলেন। সীতাদেবী নিরীহ ধীর-প্রকৃতি অথচ সতীত্বতেজে তেজীয়সী, তারাদেবী কিছু চঞ্চলমতি অথচ সুচতুরা আর রাণী মন্দোদরী গর্ব্বিত রাবণরাজার উপযুক্তা গর্ব্বের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপা রাজ-রাণী যেন ঐশ্বর্য্য-সুখসম্পদের উপযুক্ত অধীশ্বরী।

রাবণের চিতা চিরকাল জ্বলিতে থাকিবে—একটি প্রবাদ আছে। কৃত্তিবাস তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। রাণী মন্দোদরী শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বলিতেছেন—

"সংসারে অসীমা যাহার মহিমা
শুনেছ নরদানব।
যার মহাশেলে ত্রিভুবন টলে
লক্ষ্মণের পরাভব॥
তাহার নন্দিনী রাবণ-ঘরণী
নাম মম মন্দোদরী।
এলেম চরণ করিতে দর্শন
ত্যজিয়ে যে অন্তঃপুরী॥
দেবের ঈশ্বর দেব পুরন্দর
তারে যে বান্ধিয়া আনি।
সেই ইন্দ্রজিৎ দেব মনে ভীত
আমি যে তার জননী॥
জন্ম এয়ো করি বর দিলে হরি
এ বচন নহে আন।
স্বামী এই মৃত আমার আয়ত
কিরূপে কর বিধান॥
শুন মহাশয় জানিনু নিশ্চয়
তুমি ত্রিদশের নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী নাম মন্দোদরী
কহি যোড় করি হাত॥
তুমি সত্যবাদী ওহে গুণনিধি
মিথ্যা নহে তব বাণী।
দারুণ প্রহারে মারিয়ে পতিরে
কি কথা কহ আপনি॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—

সূর্য্যবংশ-জাত প্রভু রঘুনাথ
কহেন হয়ে লজ্জিত।
সত্য মোর কথা রাবণের চিতা
জ্বালিয়া রাখহ আয়ত॥
শুন মন্দোদরী যাহ নিজপুরী
মনে না কর বিলাপ।
মোর হাতে ম'রে গেল স্বপুর্গরে
খণ্ডিল সকল পাপ॥

শুন মোর বাণী গৃহে যাও রাণী
দুঃখ না ভাবিহ চিতে।
রাবণের চিতা রহিবে সর্ব্বদা
সুখে থাক আইয়তে ॥
রহিবেক চিতা মিথ্যা নহে কথা
শুন মন্দোদরী রাণী।
আয়ত স্বভাবে সর্ব্বকাল রবে
মিথ্যা না হইবে বাণী ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

১১৪ম সর্গ।—যুদ্ধান্তে দেবগণের স্ব স্থানে প্রস্থান, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক এবং সীতা আনয়নার্থ হনুমানের প্রতি রামের আদেশ।

১১৫ম সর্গ।—হনুমান-মুখে সীতার শুভসংবাদ প্রাপ্তি ও হনুমানের রাম-সন্নিধানে আগমন।

১১৬ম সর্গ।—রামস-ন্নিধানে সীতা আনয়ন।

১১৭ম সর্গ।—সীতার প্রতি রামের পরুষোক্তি।

১১৮ম সর্গ।—সীতার চিতারোহণ।

১১৯ম সর্গ।—ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক সীতা-বিশুদ্ধ ও রাম-স্বরূপাদি কথন।

১২০ম সর্গ।—রামের সীতাগ্রহণ।

"রণে অবসর পেয়ে কমললোচন।
লক্ষ্মণ সহিত গিয়া বসিলা তখন ॥

* * *

সুগ্রীবে দেখিয়া রাম হরষিত মন।
বাহু পাসরিয়া তাঁরে দেন আলিঙ্গন ॥
তুমি হেন মিতা হও জন্ম-জন্মান্তরে।
ভুবন জিনিতে পারি পাইয়ে তোমারে ॥
তোমার প্রসাদে হইলাম সিন্ধু পার।
তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার ॥
এক ধার আমার রহিল শুধিবার।
বিভীষণে দিলাম লঙ্কার অধিকার ॥
চারিযুগে থাকিবেক আমার সুখ্যাতি।
বিভীষণে করি আমি লঙ্কা-অধিপতি ॥
আমার বচনে মিত্র করি আগুসার।
বিভীষণে দেহ শীঘ্র লঙ্কা অধিকার ॥
হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর।
সবে কর বিভীষণে লঙ্কার ঈশ্বর ॥
গন্ধাদি ঔষধ দিল নানা তীর্থজল।
লঙ্কা-মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে পাইল মঙ্গল ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কোন জনা
বিভীষণ রাজা হবে পড়িল ঘোষণা ॥
নানাবিধ রত্নধন যেখানে আছিল।
রাক্ষস বানরে সব বহিয়া আনিল ॥
গায়কেরা গীত গায় নটে করে নাচ।
শুভক্ষণে বিভীষণে দেন রাজ্যপাট ॥
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ।
রাম-জয় শব্দ করে যত কপিগণ ॥

নানা শব্দে বাদ্যবাজে শুনিতে সুন্দর।
আনন্দেতে নৃত্য করে যতেক বানর॥
রাম-জয় শব্দ করে যত কপিগণ।
বিভীষণে অভিষেক কৈল নারায়ণ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস অধিকাংশ স্থলেই শ্রীরামচন্দ্রকে নারায়ণ বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রাদির জন্ম-বৃত্তান্ত-বিবরণে কেবল ইহার উল্লেখ আছে। ইহা প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধন হওয়া অসম্ভব নহে। বাল্মীকির রামায়ণে মন্দোদরীর শোকোক্তিতেও ইহার একটু আভাস আছে কিন্তু তাহা অসীম অমানুষিক ক্ষমতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"ছত্রদণ্ড দিল আর স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কিন্তু মূল বাল্মীকির রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিভীষণকে রাণী মন্দোদরী দেওয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীরামচন্দ্র অতি সুবিবেচক ও যথেষ্ট কৃতজ্ঞ-হৃদয় ছিলেন। এজন্যই তিনি সুগ্রীব ও বিভীষণের নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

"পাত্রমিত্র লয়ে রাম বসিল দেওয়ানে।
সীতারে আনিতে পাঠাইল হনুমানে॥
সবে বলে আচম্বিতে এলো হনুমান।
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ॥
এই কথা নিশাচর ভাবে মনে মন।
হনুমান প্রবেশিল অশোকের বন॥
সীতারে দেখিয়া হনু নোয়াইল মাথা।
যোড়হাতে কহে গিয়া শ্রীরামের কথা॥
দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ।
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহাপাপ॥
রাম পাঠাইলেন আমারে শুন পাপ।
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস॥
হনুর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী।
আনন্দসাগরে ভাসে সীতাঠাকুরাণী॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রাবণের সবংশে নিধন-সংবাদ শুনিয়া সীতাদেবীর মানসিক অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা অবর্ণনীয়। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

"হনুর বদনে এ কথা শ্রবণে
জানকী হরিষ চিতে।
বাক্য উচ্চারণ করিতে তখন
না পারিলা কোনমতে॥"

তখন—

"সীতারে তেমন করি দরশন
জিজ্ঞাসিলা হনুমান।
কি ভাবিছ মনে আমার বচনে
হইল কি সন্দিহান॥

তাহাতে,—

"পতিব্রতা সীতা হয়ে অতি প্রীতা
বাষ্পগদগদভাবে।
লাগিলা কহিতে শুন একচিতে
যাহা কহি তব পাশে।
এ শুভ-বচন করিয়া শ্রবণ
ক্ষণকাল হর্ষভরে।
কথা কহিবার শকতি-সঞ্চার
হয়নি মন ভিতরে॥
শুন বাছাধন যে কথা শ্রবণ
করালে আমারে তুমি।
এর অনুরূপ বস্তু কোনরূপ
দিতে নাহি পাই আমি।
পৃথিবীতে হেন নাহি কিছু যেন
যা করি তোমায় দান।
সুখী হতে পারি দুঃখ রৈল ভারি
লজ্জিত হইল প্রাণ।
নিখিল জগত ত্রিলোক-রাজত্ব
এর প্রতিদান নয়।
এর দেয় ধন না করি দর্শন
খুজিয়া ভুবনময়॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"জানকীর হেন বাণী করিয়া শ্রবণ।
করযোড়ে কহিলেন পবননন্দন॥
তুমি দেবি শ্রীরামের চির-হিতকারী।
প্রিয়ঙ্করী তুমি তাঁর প্রাণ-সহচরী॥
এরূপ স্নেহের কথা তুমিই কেবল
বলিতে পার মা! তব হউক মঙ্গল।
তোমার গোচরে প্রিয় মহৎ বচন।
শ্রবণ করিতে মোর ইচ্ছা করে মন॥
কোথা লাগে দেবরাজ কোথা রত্নধন।
মোর পক্ষে তব বাক্য অমূল্য-রতন।
বিজয়ী সুস্থির রামে দেখিছু যে কালে।
সত্যদেব রাজ্যলাভ আমার সে কালে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমানের এ বাক্যগুলি বড়ই শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচায়ক।

তৎপর সীতাদেবী হনুমানকে যাহা বলিলেন তাহাতেই বীর হনুমান যে অশেষ-গুণসম্পন্ন ছিলেন তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

"তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ততঃ শুভতরং বাক্য মুবাচ পবনাত্মজম্ ॥২৩
অতি লক্ষণসম্পন্নং মাধুর্য্য গুণভূষিতম্।
বুদ্ধ্যাহ্যষ্টাঙ্গয়াযুক্তং ত্বমে বাহসি ভাষিতম্ ॥২৪
শ্লাঘনীয়োঽনীলস্য ত্বং সুতঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
বলং শৌর্য্যং শ্রুতং সত্ত্বং বিক্রমৌদার্য্যমুত্তমম্ ॥২৫
তেজঃক্ষমা ধৃতিস্থৈর্য্যং বিনীতত্বং ন সংশয়ঃ।
এতে চান্যেচ বহবো গুণাস্তয্যেব শোভনাঃ ॥২৬॥

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১১৫ মঃ সর্গঃ।

"সীতা কহে বাছাধন মধুর বচন।
তুমিই বলিতে পার পবন-নন্দন ॥
পবনের পুত্র তুমি যশোবান অতি।
পরম ধার্ম্মিক তুমি গুরুতে ভকতি ॥
বীরত্ব বিক্রম বল ক্ষমা শাস্ত্রজ্ঞান।
তোমাতেই এ সকল গুণ বিদ্যমান ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এতাদৃশ অশেষ গুণশালী বীর হনুমান কিছুমাত্র গর্ব্বিত ছিলেন না। ইহাও তাঁহার এক অসাধারণ গুণ বলিতে হইবে। তিনি সীতাদেবীর গুণানুবাদপূর্ণ ও প্রশংসাসূচক বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন সত্য কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র গর্ব্ব হইল না। তিনি এই লঙ্কাযুদ্ধে নানাপ্রকারে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে তজ্জন্য মুহূর্ত্তের জন্যও গর্ব্বিত দৃষ্ট হয় নাই।

"তুষ্ট হৈলা হনুমান সীতার কথায়।
গর্ব্ব না হইল কিন্তু হেন প্রশংসায় ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমান অতি বিনীতভাবে সীতাদেবীকে বলিলেন—

"পুনরায় সবিনয়ে কহিলা সীতারে।
এ সব রাক্ষসী কষ্ট দিয়াছে তোমারে ॥
যদি তুমি ইচ্ছা কর তা হলে জননী।
যমপুরে ইহাদিগে পাঠাই এখনি ॥
রাবণের আদেশেতে ইহারা তোমায়।
বহুকষ্ট দিয়াছে মা কঠোর কথায় ॥
আমার একান্ত ইচ্ছা আমি এ সবারে।
একে একে বধ করি বিবিধ প্রকারে॥

*　　*　　*

এ বিষয়ে আজ্ঞা দাও এই ভিক্ষা মাগি।
বড় দুঃখ পেলে তুমি এ সবার লাগি॥
দয়াবতী দীনা সীতা কহিলা তখন।
হেন কার্য্য নহে বীর ভাল কদাচন॥
রাজার আশ্রিত বশ্য যাহারা নিয়ত।
অন্যের আদেশে যারা কার্য্য করে যত॥
হেন আজ্ঞাধীনা যত দাসীদের প্রতি।
কে পারে কুপিত হ'তে বলত মারুতি॥
ভাগ্যদোষে পূর্ব্বপাপে আমি নিরন্তর।
সহিতেছি এ লাঞ্ছনা শুন বীরবর॥
বলিতে কি বাছাধন স্বকার্য্যের ফল।
ভুগিতেছে অভাগিনী সীতা অবিরল।
তাই বলি উহাদিগে বধিবার কথা।
আমার নিকটে বলি নাহি দিও ব্যথা॥
দৈবীগতি ইহা মোর শুন কপিবর।
দশার বিপাকে এত সহি নিরন্তর॥
দোষ ক্ষমা করিতেছি আমি এ সবারে।
না বলিও তুমি বীর কিছুই কাহারে॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে এরা অনুক্ষণ।
করিত আমার প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন॥
বিনষ্ট হয়েছে এবে পাপী লঙ্কেশ্বর।
ইহারা না হ'বে রুষ্ট আমার উপর॥
একদা ভল্লুক এক ব্যাঘ্রের নিকটে।
যে ধর্ম্মসঙ্গত কথা কৈল অকপটে॥
আমি তাহা তব পাশে করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া হনুমান করহ শ্রবণ॥
অপরের প্রেরণায় পাপ করে যেই।
কখনই অপরাধী নাহি হয় সেই॥
বিজ্ঞ যিনি কভু তিনি এ হেন জনার।
না করেন কখনই প্রতি অপকার॥
এরূপ আচার রক্ষা ভাল অনুক্ষণ।
চরিত্রই সাধুদের প্রধান ভূষণ॥
আর্য্য ব্যক্তি পাপী আর বধযোগ্যজনে।
দয়া করিবেন সদা কহে জ্ঞানিগণে।
মারুতি ধরিতে গেলে এই ভূমণ্ডলে।
অপরাধ করি থাকে নিয়ত সকলে॥
কাজে কাজে সর্ব্বত্রই ক্ষমাই উচিত।
ক্ষমা সম কিছু নাই জানিও নিশ্চিত।
যাহাদের সুখ হয় পরের হিংসায়।
দুরাত্মা নিষ্ঠুর যারা পাপে ডুবে যায়॥
দেখিলেও তাহাদের পাপ-আচরণ।
বিজ্ঞজনে দণ্ড নাহি করিবে কখন॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবী ভল্লুক ও ব্যাঘ্রের যে কাহিনী বলিলেন তাহা এই—কোন ব্যাধ ব্যাঘ্রকর্তৃক অনুসৃত হইয়া একটি বৃক্ষে আরোহণ করে। ঐ বৃক্ষে এক ভল্লুক বাস করিত। ব্যাঘ্র ভল্লুককে বলিল, দেখ ব্যাধ আমাদিগের পরমশত্রু, তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। ভল্লুক বলিল, যে ব্যক্তি আমার আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছে, আমি তাহাকে ফেলিয়া দিতে পারিব না। এরূপ বলিয়া সে নিদ্রিত হইল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাধকে বলিল, ব্যাধ তুমি ঐ নিদ্রিত ভল্লুককে

বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। ব্যাধ তাহাই করিল, কিন্তু ভল্লুক অনায়াসে বৃক্ষের অন্য শাখা অবলম্বন করিয়া রহিল। তখন ব্যাঘ্র বলিল, এই ব্যাধ তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছে অতএব তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। কিন্তু ভল্লুক বলিল,—ব্যাধ তোমার প্ররোচনায় অপরাধ করিয়াছে কাজেই সে প্রকৃত অপরাধী নহে। আমি উহাকে ফেলিয়া দিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিব না।

সীতাদেবীর উপরোক্ত বাক্যাবলীতে জানা যাইতেছে সীতাদেবী বিশেষ জ্ঞানবতী, বুদ্ধিমতী ও দয়াবতী ছিলেন।

"হনুমান কহে শুনি সীতার বচন।
বুঝিলাম দয়াবতী তুমি অতুলন ॥
এবে মোরে অনুমতি কর গো জননী।
অচিরে গমন করি যথা রঘুমণি ॥"
জানকী কহেন তবে শুন বীরেশ্বর।
স্বামীরে দেখিতে ইচ্ছা করিছে অন্তর ॥
হনুমান কহিলেন সীতারে তখন।
আজ তুমি নিরখিবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
* * *
সীতারে এ কথা বলি বীর হনুমান।
রামের গোচরে ত্বরা করিলা প্রস্থান।

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

অনন্তর হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া করযোড়ে সীতাদেবীর কুশল-বার্ত্তা জানাইয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্যও সীতাদেবী অতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছেন।

"তোমারে দেখিতে তিনি আকুল-নয়নে।
চাহিয়া আছেন বসি অশোককাননে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে কি যেন ভাবিয়া সহসা চিন্তাযুক্ত হইলেন, তাঁহার নয়ন জলসিক্ত হইল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চতুর্দ্দিক চাহিয়া বিভীষণকে বলিলেন—

"শুন শুন মিত্রবর রাজা বিভীষণ।
সীতারে করায়ে স্নান সাজায়ে ভূষণে।
অবিলম্বে আন তুমি আমার সদনে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তৎপর বিভীষণ অবিলম্বে অশোকবনে যাইয়া সীতাদেবীকে স্নান করাইয়া

ও বসন-ভূষণে সজ্জিতা করিয়া শিবিকায় রাম-সমীপে আনয়ন করিলেন। সীতাদেবী স্নান ও ভূষণ পরিধান করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন।

"সীতা কহিলেন শুন রাজা বিভীষণ।
স্নান না করেই আমি করিব দর্শন॥
আমার পরমগতি পতি রামধন।
বিভীষণ কহে রাম কহিলা যেরূপ।
উচিত তোমার দেবি করিতে সেরূপ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

জীবিতসর্ব্বস্ব শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ জানিয়া সীতাদেবী আর আপত্তি না করিয়া তাঁহার আদেশানুরূপই কার্য্য করিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, বিভীষণ সীতাদেবীকে রামসমীপে লইয়া যাইবার সময় রাণী মন্দোদরী ও বিধবা রক্ষোনারীগণ সীতাদেবীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, কিন্তু মূল বাল্মীকির রামায়ণে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"বাল-বৃদ্ধ-যুবতী লঙ্কায় যত ছিল।
সীতারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিল॥
না সম্বরে অম্বর ধাইয়া যায় রড়ে।
বৃদ্ধ যত দ্রুত যেতে উছটিয়া পড়ে॥
শোকার্ণবে মগ্ন যত রাক্ষসের নারী।
বেগে এল দ্রুতগতি লজ্জা পরিহরি॥
মন্দোদরী প্রণাম করিল হেনকালে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ আলুয়িত চুলে॥
মন্দোদরী বলে শুন জনক-নন্দিনী।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী॥
পুরীসহ বিনাশ করিয়া কোপাগুণে।
আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে॥
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ॥
যদি সতী হই থাকে পতি-প্রতি মন।
কখন আমার শাপ না হবে খণ্ডন॥
এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী।
সীতা লয়ে বিভীষণ গেল ত্বরা করি॥
কতদূর থাকিতে না যায় চতুর্দ্দোল।
সীতা দেখিবারে বেড়ে বানর সকল॥
চলিলেন সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে।
লঙ্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে॥
রাক্ষসের নারী সব দুঃখে অঙ্গ দহে।
রোদন করিয়া সবে জানকীরে কহে॥
সুখেতে চলিছ তুমি রাম সম্ভাষণে।
এই কালে বিধবা হইনু সর্ব্বজনে॥
তোমারে দেখিবে রাম অশুভ-নয়নে।
আমাদের বাক্য কভু না হবে খণ্ডনে॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে চলে নিজ ঘরে।
রাম-সম্ভাষণে সীতা চতুর্দ্দোলে চড়ে॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে তাঁহার নিকটে আসিতে আদেশ দিলেন। তখন বিভীষণ সমবেত লোকজনদিগকে সরিয়া যাইতে আদেশ দিলে শ্রীরামচন্দ্র—

"কহিলেন বিভীষণে করি তিরস্কার।
কি হেতু উপেক্ষা কর বচন আমার॥
কেন বৃথা কষ্ট দাও যত লোকজনে।
কেন হেন কার্য্যকর আপনার মনে॥
ইহারা সকলে মোর আত্মীয়-স্বজন।
ইহাদের প্রতি কেন হেন আচরণ॥
গৃহ বস্ত্র স্ত্রীলোকের আবরণ নয়।
রাজ-আবরণ উহা জানিও নিশ্চয়॥
চরিত্রই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ আবরণ।
জান না কি তুমি তাহা রাজা বিভীষণ॥
পীড়া যুদ্ধ স্বয়ংবর বিপত্তি-সময়।
যজ্ঞ বিবাহের কালে জানিও নিশ্চয়॥
স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নয়।
এবে সীতা বিপদস্থ কষ্টে নিপতিত।
বিশেষত এবে ইনি মম সন্নিহিত॥
এক্ষণে ইঁহারে দেখা দোষাবহ নয়।
দেখুক ইঁহারে কপি-রাক্ষসনিচয়॥
হাঁটিয়া আসুন সীতা শিবিকা ছাড়িয়া।
বানর-রাক্ষস এবে দেখুক চাহিয়া॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"At holy rites, in war and woe
Her face unveiled a dame may show;
When at the maiden's choice they meet,
When marriage troops parade the street.
And she, my queen, who long has lain
In prison, decked with care and pain,
May cease awhile her face to hide,
For is not Rama by her side?

Griffith's Ramayan.

শ্রীরামচন্দ্রের এহেন বাক্য শুনিয়া বিভীষণ নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্তে ধীরে ধীরে সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে আনিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বচনে হনুমান, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই অতি বিষণ্ণ হইল। আর সীতাদেবী—

"লজ্জয়াত্ববলীয়ন্তী স্বেষু গাত্রেষু মৈথিলী।
বিভীষণেনানুগতা ভর্ত্তারং সাভ্যবর্ত্তত॥৩৩
বিস্ময়াচ্চ প্রহর্ষাচ্চ স্নেহাচ্চ পতিদেবতা।
উদৈক্ষত মুখং ভর্ত্তুঃ সৌম্যং সৌম্যতরাননা॥৩৪

অথ সমপনুদন্মনঃ ক্লমং সা
সুচিরমদৃষ্টমুদীক্ষ্য বৈ প্রিয়স্য ।
বদনমুদিত পূর্ণচন্দ্রকান্তং
বিমলশশাঙ্কনিভাননা তদাসীৎ ॥৩৫

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১১৬ মঃ সর্গঃ ।

বহুদিন রাম-মুখ ছিল অদর্শন ।
চাহিয়া দেখিলা সীতা সে চারু বদন ॥
সেমুখ দেখিয়া তাঁর ক্লান্তি হৈল দূর ।
মুখকান্তি সুনির্ম্মল আনন্দ প্রচুর ॥":

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ ।

লজ্জায় ঝলেছে সীতা যেন মিশাইয়া ।
ধীরে ধীরে চলিলেন মুখ নামাইয়া ॥
বিভীষণ পাছু পাছু চলিলা তাঁহার ।
মনে মনে নানারূপ ভাবনা অপার ॥
উপনীত হৈল সীতা রামের গোচরে ।
মুখ দেখিলেন তাঁর হর্ষ-স্নেহ-ভরে ॥
অনন্তর জানকীরে রাম রঘুমণি ।
পাশে দাঁড়াইতে দেখি কহিলা তখনি ॥
ভদ্রে ! আমি সমরেতে শত্রুজয় করে ।
তোমায় আনিনু এই আমার গোচরে ॥
পৌরুষেতে যত দূর করিবারে হয়
ততদূর করিলাম আমি সুনিশ্চয় ॥
উপশম হৈল এবে ক্রোধের আমার ।
প্রতিশোধ লইলাম অবমাননার ॥
পৌরুষ আমার আজ দেখিল সকলে ।
সর্ব্ব পরিশ্রম আজ আসিল সফলে ॥
উত্তীর্ণ হইনু আজ প্রতিজ্ঞা হইতে ।
আপনার প্রভু আমি আজ অবনীতে ॥
মম অগোচরে দুষ্ট রাক্ষস তোমায় ।
হরিয়া আনিল দৈবদোষে সুনিশ্চয় ॥
মনুষ্য হইয়া আমি করি প্রাণপণ ।
এত দিন পরে তাহা করিনু ক্ষালন ।
শত্রুকৃত অপমান তার প্রতিশোধ ।
যেজন লইতে নারে সে কি প্রভু বোধ ॥

হনুর সার্থক আজ সাগর-লঙ্ঘন ।
লঙ্কাদাহ আদিকার্য্য সকল এখন ॥
সুগ্রীবের পরামর্শ শক্তি-প্রদর্শন ।
সকল হইল আজ করহ শ্রবণ ॥
আর যিনি গুণহীন ভ্রাতারে ত্যজিয়া ।
লইল আশ্রয় মোর বিশ্বাস করিয়া ॥
সে বিভীষণেরো আজ পরিশ্রম যত ।
সকল হইল পূর্ণ সমরের ব্রত ॥

* * *

অপমান কৈল মোর রাক্ষস রাবণ ।
প্রতিশোধ লইনু তার করিয়া নিধন ॥

* * *

যাহাদের বাহুবলে রণে হৈল জয় ।
নিশ্চয় জানিও তুমি তব তরে নয় ॥
স্বচরিত্র রাখিবারে নিন্দা ঘুচাবারে ।
বংশের গৌরব নাম রাখিবার তরে ॥
এ কার্য্য করেছি আমি অন্যভাবে নয় ।
ইহা যেন মনে তব সর্ব্বদাই রয় ॥

এইক্ষণে পরগৃহ-বাস-নিবন্ধন।
তোমার চরিত্রে মোর দ্বিধা করে মন॥
নেত্ররোগ যার তার নয়নে যেমন।
দীপশিখা প্রতিকূল হয় অনুক্ষণ॥
সেইরূপ প্রতিকূল তুমিও এক্ষণে।
হয়েছ নয়নে মোর শুনহ শ্রবণে॥
এই হেতু আজ আমি কহি এই কথা।
যথা তব প্রাণ লয় চলি যাও তথা॥
চাহিনা তোমারে আর তোমার সহিত।
নাহিকো সম্পর্ক মোর এক্ষণে কিঞ্চিৎ॥
যে রমণী পরগৃহ-নিবাসিনী হয়।
সদ্বংশীয় কোন জন তারে পুনঃ লয়॥
রাবণের কোলে তুমি হৈলে নিপীড়িত।
সে তোমারে দুষ্টচক্ষে দেখেছে নিশ্চিত॥
এবে তুমি সৎকুলের পরিচয় দিয়া।
তোমারে গ্রহণ পুন করি কি করিয়া॥
তোমারে উদ্ধার কৈনু আমি যে কারণে।
সফল হ'য়েছে তাহা আমার এক্ষণে॥
প্রবৃত্তি এক্ষণে মোর নাহিকো তোমায়।
চলিযাও সেইখানে যথা প্রাণ চায়॥
শুন ভদ্রে! আজি আমি করিয়াছি স্থির।
ভজহ লক্ষ্মণে কিম্বা ভরত সুধীর॥
ভজহ শত্রুঘ্নে কিম্বা সুগ্রীব রাজনে।
ভজ বিভীষণে কিংবা যেবা তব মনে॥
সুরূপা তোমারে গৃহে পাইয়া তখন।
বহুক্ষণ ধৈর্য্য নাহি ধরেছে রাবণ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতা প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের এরূপ বাক্যগুলি বড়ই কটু ও রূঢ়।

"বিদিতশ্চাস্ত ভদ্রংতে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্য্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ॥১৫
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদঞ্চ সর্ব্বতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গশ্চ পরিমার্জ্জিতাঃ॥১৬
প্রাপ্তচরিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়ম্॥১৭
তদ্গচ্ছত্ব মনুজ্ঞাতা যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দশদিশো ভদ্রে কার্য্যমস্তিন মে ত্বয়া॥১৮
কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোষিতাম।
তেজস্বী পুনরাদদ্যাৎ সুহৃল্লোভেন চেতসা॥১৯
রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুণরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্মহৎ॥২০

যদর্থং নির্জ্জিতা মে ত্বং সোঽয়মাসাদিতো ময়া।
নাস্তি মে ত্বয্যভিষঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতঃ ॥২১
তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্ ॥২২
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনঃ ॥২৩
ন হি ত্বাং রাবণো দৃষ্টা দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
মর্ষযত্যাচিরং সীতে স্বগৃহে পর্য্যবস্থিতাম ॥"২৪

বাল্মীকি রামায়ণম্ ১১৭ম সর্গঃ।

যে সীতাদেবীর বিরহে শ্রীরামচন্দ্র প্রেমোন্মাদ হইয়াছিলেন, যে সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য সুগ্রীব-মিলন, সাগর-বন্ধন, তুমুল যুদ্ধ ও রাবণবংশনিধন, সেই সীতাদেবীর প্রতি ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ কটু ও রূঢ় প্রত্যাখ্যানোক্তি কতদূর সঙ্গত হইয়াছিল তাহা বিচার্য্য বটে। শ্রীরামচন্দ্র ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান, এজন্যই লোকাপবাদ সীতা-গ্রহণে গুরুতর অন্তরায় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতাদেবীকে এরূপ বাক্য বলিতে যে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। সে জন্যই বাল্মীকি লিখিয়াছেন—

"পশ্যতস্তাস্তু রামস্য সমীপে হৃদয়প্রিয়াম্।
জনবাদ ভয়াদ্রাজ্ঞো বভুব হৃদয়ং দ্বিধা ॥" ২১

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১১৭ম সর্গ।

সেইকালে হায় সম্মুখে সীতায়
নিরখিয়া রঘুবর।
লোক-অপবাদ ভয়ে পরমাদ
ভাবিলেন নিরন্তর ॥

হৃদয় তাঁহার হইল কাতর
শত খণ্ড হৈল যেন।
সবার সমক্ষে জানকীর পক্ষে
কহিলা বচন হেন ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এজন্যই শ্রীরামচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে সীতাদেবীকে তাঁহার সমীপে আনাইবার পূর্ব্বে চিন্তাকুলিত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন ও চক্ষুর জলে আপ্লুত

হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সীতাপ্রেম যে গভীর ছিল না এই সীতা-প্রত্যাখ্যানই তাহার বিশেষ নিদর্শন। শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্ম ও জ্ঞানভাব প্রবল ছিল, তজ্জন্য পত্নী-প্রেমভাব প্রবল হইতে পারে নাই। যখন ব্রীড়াবনতা মর্ম্মাহতা সতী-সাধ্বী সীতাদেবী—"বিদায়, বিদায় নাথ! প্রণমি তব চরণে" অশ্রুসিক্তনয়নে এই-রূপ বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কোন নিষ্ঠুরপ্রাণ নৃশংস স্বামী চিত্তের ধৈর্য্য রাখিতে পারে? শ্রীরামচন্দ্র অসাধারণ ধর্ম্ম ও জ্ঞানবীর বলিয়াই পারিয়াছিলেন।

প্রিয়তম পতিদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের এ হেন নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানযুক্ত বাক্যাবলী শুনিয়া পতিপ্রাণা দুঃখিনী সীতাদেবীর কিরূপ অবস্থা হইল সহজেই অনুমেয়।

ততঃ প্রিয়ার্হ শ্রবণা তদপ্রিয়ং
প্রিয়াদুপশ্রুত্য চিরস্য মানিনী।
মুমোচ বাষ্পঞ্চ প্রবেশিতা ভৃশং
গজেন্দ্রহস্তাভিহতেব বল্লরী॥ ২৫ লঙ্কাকাণ্ডম্ ১১৭ম সর্গ।

এবমুক্তা তু বৈদেহী পরুষং রোমহর্ষণম্।
রাঘবেণ সরোষেণ ভৃশং প্রব্যথিতাভবৎ॥ ১
সা তদশ্রুতপূর্ব্বং হি জনে মহতি মৈথিলী।
শ্রুত্বা ভর্ত্তুর্বচো ঘোরং লজ্জয়াবনতাভবৎ॥ ২
প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বান্যেব জনকাত্মজা।
বাক্শরৈস্তৈঃ সশল্যেব ভৃশমশ্রূণ্যবর্ত্তয়েৎ॥ ৩

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১১৮ম সর্গ।

"ক্রোধাবিষ্ট রাম-মুখে শুনিয়া বচন।
শুনি সে কঠোর কথা জানকী পাইলা ব্যথা॥
করিশুণ্ডে লতিকায় করিলে পীড়ন।
যথা পায় ব্যথা, সীতা পাইলা তেমন॥
লোক-মাঝে শুনি এই অপূর্ব্ব বচন।
লাজে অবনত শির সভা-মাঝে জানকীর॥
নিজদেহে সতী যেন গেলা মিশাইয়া।
উপজিল মনোব্যথা সে কথা শুনিয়া॥
শ্রীরামের বাক্য যত করিয়া শ্রবণ।
তীব্রতম শেল-সম বিন্ধিল তাঁর মরম॥
বাষ্পাকুলনেত্রা সীতা করিলা রোদন।
অঞ্চলে আপন মুখ মুছে অনুক্ষণ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

দুঃখিনী সীতা দেবী কি বলিবেন
গদগদ ভাবে দেবী কহিলা রামেরে,
নীচা-রমণীরে যথা, নীচ নর কহে কথা
তথা শ্রুতিকটু অতি কঠোর বচন
পুনঃপুনঃ মম প্রতি কহ কি কারণ
সেই মত তুমি মোরে ভাবিছ এখন
নিজ চরিত্রের তরে কহি অঙ্গীকার ক'রে
তথা দুষ্ট নহে কভু চরিত সীতার
প্রত্যহ করহ মনে কহি বার বার।
নীচমনা রমণীর হেরি আচরণ
সন্দেহ সবার প্রতি করা অনুচিত অতি
যদি পরীক্ষিতা কভু জানকী তোমার
তা হলে সংশয় যত কর পরিহার
আর আজ্ঞাধীনা আমি ছিলাম যখন
হইয়াছি স্পৃষ্ট-দেহ তাহে দোষী নহে কেহ
সে বিষয়ে মম দোষ নাহিক কিঞ্চিৎ
একমাত্র দৈব তার দোষীই নিশ্চিত
যেই আশা মাত্র ছিল আমার অধীন
সে মম হৃদয় ধন তোমাতে ছিল তখন
পরায়ত্ত দেহ মোর ছিল পরাধীন
কি করিব তাহে আমি নিজে শক্তিহীন
পরস্পর অনুরাগ হয়েছে বর্দ্ধিত
যদি নাহি জান মোরে পড়িল বিষম ফেরে
দীর্ঘ সহবাসে যদি না জান আমায়
তবে এ বিপদে আর নাহিক উপায়
হনুমানে পাঠাইলা মম অন্বেষণে
প্রবেশি রাক্ষসপুরে মারুতি দেখিল মোরে
ত্যাগবার্ত্তা তবে কেন হনুমান বীরে
শুনাইতে না কহিলে সীতা অভাগীরে
সেই কথা তার মুখে করিলে শ্রবণ
তা হলে সমক্ষে তার ত্যজিতাম দেহ ভার
তা হলে বিফল ক্লেশ পাইত না রণে
না পাইত এত কষ্ট তব বন্ধুগণে
অতিশয় কোপাবিষ্ট হয়েছ রাজন্
তাই নীচ নরপ্রায় ভাবিছ আজি আমায়
তাই হে বিবেক মাত্র করি বিসর্জ্জন॥
সাধারণ নারী মোরে ভাবিছ এখন।

* * * *

বিচারে পারগ তুমি তথাপি কি হেতু।
পবিত্র চরিত্র মম বুঝিতে হলে অক্ষম॥
না মানিলে বাল্যে পাণিপীড়ন কারণ।
মম প্রীতি ভক্তি সবে দিলে বিসর্জ্জন॥
এত বলি কান্দে তবে জনক-নন্দিনী।
লক্ষ্মণে গদ গদ-স্বরে কহিলা তখনি॥
চিতা বিরচিয়া শীঘ্র দেহত দেবর।
নাহি চাহি বহিবারে দেহ অতঃপর॥
মম বিপদের সেই ঔষধ নিশ্চয়।
মিথ্যা অপবাদ আর প্রাণে নাহি সয়॥
প্রাণপতি প্রীতিহীন অভাগীর প্রতি।
সবার সমক্ষে মোরে ত্যজিল সংপ্রতি॥
তবে আর এ জীবনে কিবা প্রয়োজন।
অগ্নিমাঝে প্রবেশিয়া মরিব এখন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবীর দুঃখ অসাধারণ; তজ্জন্য তিনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। লক্ষ্মণ নিতান্ত ক্রোধাবেগে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি-

পাত করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া সীতাদেবীকে অগ্নিকুণ্ড রচনা করিয়া দিলেন। অনন্তর সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন, দেবতা, ব্রাহ্মণে অভিবাদন করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড-সমীপে উপস্থিত হইলেন। অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশের পূর্ব্বে তিনি স্থিরচিত্তে অগ্নিসমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—

"যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ। ২৫
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥ ২৬

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১১৮ম সর্গ।

"যদি রাম প্রতি থাকে স্থির মম মন।
তা হ'লে আমারে রক্ষা কর হুতাশন॥
পরম সাধ্বীরে রাম করিলা হেলন।
অসতী বলিয়া মোরে করিলা ঘোষণ॥
তবে যদি আমি সতী হই হুতাশন।
লোক-সাক্ষী তুমি, মোরে করহ রক্ষণ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এইরূপ বলিয়া সীতাদেবী প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উহাতে নির্ভীকচিত্তে প্রবেশ করিয়া পতিপ্রাণতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

"মন্ত্রেতে পবিত্র বসুধারা মত
সীতায় পড়িছে হেরি।
যত নারীগণ ছিল সেই স্থলে
কান্দে হাহাকার করি।
শাপগ্রস্ত দেব যথা স্বর্গ হ'তে
নরকে পতিত হয়।
সীতাদেবী তথা পড়িলা হুতাশে
করি বিশ্ব শোকময়॥
যত রক্ষোগণ করি দরশন
সীতার পতন তবে।
যত কপিগণ অতি ভীত মন
কান্দিছে কাতর রবে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ দৃশ্যটি বড়ই চিত্তদ্রবকর সন্দেহ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের এ দৃশ্য দেখিয়া কি অবস্থা হইল?

"সকলের নানা কথা করিয়া শ্রবণ।
রামচন্দ্র ক্ষুণ্নমন হইলা তখন॥
তবে বীরবর বাষ্প-আকুল-লোচনে।
করে নানামত চিন্তা নাহি সুখ মনে।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ সময় দেবগণের আবির্ভাব হইল, তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রকে তিরস্কার করিলেন

এবং শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। এ অংশ প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধন হওয়া অসম্ভব নহে। ফলকথা শ্রীরামচন্দ্র বিবেক দ্বারা যে এ সময় যথেষ্ট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সীতাদেবীর অগ্নি-প্রবেশ সে কালের অগ্নি-পরীক্ষা বলিয়া অনুমিত হয়। সে কালে অগ্নি-পরীক্ষার প্রচলন ছিল।

সীতাদেবী এ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

"সুকুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ রক্তাম্বর পরি।
চিতা হ'তে উঠিলেন জানকী সুন্দরী॥
অলঙ্কার মালা শোভিছে বিমলা।
চিতানল হয় নাই মলিন বরণ।
পূর্ব্বমত সমুজ্জল রয়েছে এখন॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ-সতী পতিব্রতা সীতাদেবীকে অতি আদর ও যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

কৃত্তিবাস এ সময়ের ঘটনা বড়ই সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিষে বিষাদে।
সীতারে এড়িতে চান লোক-অপবাদে॥
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায়।
মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায়॥
বহিছে চক্ষুর জল শ্রীরাম কাতর।
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর॥
আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশ মাস॥
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন॥
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে।
যথা ইচ্ছা যাহ তুমি থাক কি কারণে॥
ঘুচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে।
এখন বিদায় দিনু সভার ভিতরে॥
যত যত বলেন শ্রীরাম রুক্ষবাণী।
রোদন করেন তত সীতাঠাকুরাণী॥
কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্ব্বজন।
ধীরে কহিলেন সীতা মুছিয়া নয়ন॥
জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ হেন শ্বশুর তুমি হেন পতি॥
ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন কহিছ দুর্গতি॥
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম বালক ছাবালে॥
সবে মাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ॥
হনূকে আমার কাছে পাঠালে যখন।
আমাকে বর্জ্জন কেন না কৈলে তখন॥
বিষ খাইতাম অগ্নি করিতাম প্রবেশ।
লঙ্কার ভিতরে এত না পেতাম ক্লেশ॥
কটক পাইল দুঃখ সাগর-বন্ধনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলেন রণে॥

এতেক করিয়া কয় আমার বর্জ্জন।
তুমি হেন স্বামী বর্জ্জ বৃথা এ জীবন॥
ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
আমার কি এই ছিল লিখন কপালে॥
কৃপা করি লক্ষ্মণ করহ এ প্রসাদ।
অগ্নিকুণ্ড সাজাও ঘুচুক অপবাদ॥
লক্ষ্মণ রামের স্থানে চাহেন সম্মতি।
শ্রীরাম বলেন কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি॥
সীতার জীবনে ভাই নাহি কিছু কাজ।
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা দূরে যাক লাজ॥
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড।
বানর-কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড॥
কাষ্ঠ পুড়ি হইল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি।
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী॥
সাতবার রামের চরণ প্রদক্ষিণ।
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন॥
কনক-অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে॥
শুন বৈশ্বানর-দেব তুমি সর্ব্ব-আগে।
পাপ-পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে অগ্নি তব ঠাঁই পাব অব্যাহতি॥
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ।
সীতা-সতী অগ্নি-মধ্যে করেন প্রবেশ॥
অগ্নিতে প্রবেশমাত্র রামের মহিষী।
ঢালিয়া দিলেক তাতে ঘৃতের কলসী॥
অগ্নি ঘৃত পাইলে অধিক উঠে জ্বলে।
কুণ্ডের ভিতর রাম সীতারে নেহালে॥
কুণ্ড-মধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি।
শ্রীরামের ঝরিতে লাগিল দুটি আঁখি॥
দেখেন সংসারশূন্য যেমন পাগল।
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল॥
কি করি লক্ষ্মণ ভাই সীতা কি হইল?
সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল॥
সীতার বিহনে ভাই সকলি অসার।
অযোধ্যার ছত্রদণ্ড না ধরিব আর॥
অগ্নি হৈতে উঠ সীতা জনক-কুমারী।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
তোমার মরণে আমি বড় পাই দুঃখ।
অগ্নি হৈতে উঠ সীতা দেখি চাঁদমুখ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম নানাদেশে।
সব দুঃখ ঘুচিত থাকিতে যদি পাশে॥
লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ডধর॥
কুড়ি হাতে যুঝে যেন যমের দোসর॥
তারে মারিয়া তোমার করিনু উদ্ধার।
অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা হৈল ছারখার॥
রামের ক্রন্দনে কান্দে সর্ব্ব দেবগণ।
কান্দিছে বরুণদেব শমন পবন॥
স্বর্গলোকে থাকি কান্দে দেব-পুরন্দর।
জলের ভিতরে থাকি কান্দেন সাগর॥
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর।
জাম্বুবান সুষেণ যে বালীর কুমার॥
হনুমান বলে কেন কান্দহ লক্ষ্মণ।
আমি জানি জানকীর নাহিক মরণ॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ।
না কান্দ না কান্দ সীতা পাইবে এখন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

১২১ম সর্গ। মহাদেব-দর্শিত দশরথের সহিত রামের কথোপকথন।

এ সর্গও প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধন বলিয়া সন্দেহ হয়।

কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে উল্লেখ করিয়াছেন, লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পর শ্রীরামচন্দ্র মায়াদেবীর সহিত যমপুর যাইয়া দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং দশরথ তাঁহাকে লক্ষ্মণের পুনঃর্জ্জীবনের উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। কবিবর মাইকেল বোধ হয় এই ভাব বাল্মীকির রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

১২২ সর্গ। ইন্দ্র-কর্ত্তৃক অমৃত-সেচনে বানর-সৈন্যের পুনর্জ্জীবন। এ সর্গও প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধন বলিয়া সন্দেহ হয়।

১২৩—১৩০ম সর্গ। বিভীষণ-সংবাদ এবং পুষ্পকারোহণে রামের অযোধ্যা-যাত্রা ও সীতাসহ কথোপকথন এবং ভরদ্বাজ ও গুহক প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ ও অযোধ্যা-প্রাপ্তি এবং রামের রাজ্যাভিষেক ও রামায়ণ-শ্রবণাদি ফলশ্রুতি।

"প্রভাতিল যথাকালে সুখ-বিভাবরী।
উঠিলেন রামচন্দ্র সৌমিত্রি-কেশরী॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তখন বিভীষণ আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে স্নানাদি করিয়া বেশবিন্যাস করিতে অনুরোধ করিলেন,—

"কহিলা, নরেন্দ্র শুনি এতেক বচন।
সুগ্রীবাদি সবে স্নানে কর নিমন্ত্রণ॥
জানকীর মোর তরে ভ্রাতা-সুকুমার।
ধার্ম্মিক ভরত ক্লেশে রহে অনিবার।
তার সঙ্গ বিনা মম বেশভূষা-স্নান।
সুখসেব্য বলি নাহি হবে হনুমান॥
এই মনে কর তুমি যাহে ত্বরা যাই।
অযোধ্যার পথ অতি দুর্গম জানাই॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রের এ কথাগুলিতে তিনি যে নিতান্ত সুবোধ ও জ্ঞানবান ছিলেন এবং কেবল আত্মসুখানুরক্ত ছিলেন না তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, প্রিয়তম ধার্ম্মিক-ভ্রাতা ভরত কষ্টে আছেন বলিয়া তিনি কোন আত্মসুখ-স্পৃহা করিলেন না। ইহাও একটি নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃস্নেহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কহিলা সরমা-পতি; হে রাজনন্দন।
এক দিনে যাবে তুমি অযোধ্যা-ভবন।
কুবের আমার ভ্রাতা ছিল তাঁর রথ।
উজ্জ্বল, গতিতে যায় নত মনোরথ॥

রাজা দশানন তাঁরে করি পরাজয়।
আনিলেন সেই রথ শুন মহাশয়॥
তব অধিকার এবে পুষ্পক-স্যন্দন।
অই ঘনাকার প্রভু কর দরশন॥
অই রথে এক দিনে যাবে মহাশয়।
শুনহ বচন মম নাহিক সংশয়।
মোরে অনুগ্রহ যদি তব কার্য্য হয়।
মম কার্য্যে যদি কিছু প্রীতি তব রয়॥
মোর প্রতি স্নেহ যদি থাকয়ে তোমার।
তবে পূর্ণ কর দেব বাসনা আমার॥
অনুজ লক্ষ্মণ সহ জানকীর সনে।
আর একদিন রহ লঙ্কার ভবনে॥
তারপর অযোধ্যায় করিবে গমন।
নাহি দিব বাধা তাহে কমললোচন।
যথাবিধি আয়োজন করেছি পূজার।
সৈন্যসহ রহি লহ বাসনা আমার॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ধার্ম্মিক বিভীষণের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, এজন্য তিনি তাঁহাকে অন্ততঃ আর একদিন লঙ্কায় থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

"সবার সমক্ষে রাম কহিলা তখন।
করেছে যথেষ্ট পূজা মিত্র বিভীষণ॥
মন্ত্রিত্ব, বন্ধুতা আর যুদ্ধচেষ্টা করি।
বাধিত করেছে মোরে রক্ষ-অধিকারী॥
নহে হেন—একদিন না পারি রহিতে।
কিন্তু মিত্র! কথা মোর শুন অবহিতে॥
এসেছিলা যেই ভ্রাতা লইতে আমারে।
ত্যজি রাজভোগ নিজে চিত্রকূট'পরে॥
প্রার্থনা করিলা যেই নত করি শির।
না রাখিনু কথা যার শুন মহাবীর॥
সেই ভরতেরে এবে দেখিবার তরে।
বড়ই অস্থির আমি অন্তরে অন্তরে॥
কৌশল্যা জননী মম সুমিত্রা বিমাতা।
সুযশা কৈকেয়ী দেবী ভরতের মাতা॥
আর আর আছে যত পৌরজনগণ।
তা সবার তরে সদা ব্যস্ত মম মন॥
গমনের অনুমতি দেহ রক্ষপতি।
পূজিত হয়েছি নাহি হও ক্ষুন্নমতি॥
উপকারী উপকার করহ আবার।
দেহ আজ্ঞা শীঘ্রগতি রথ আনিবার॥
হইলাম কৃতকার্য্য এস্থলে আমার।
উচিত না হয় বীর আর রহিবার॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের কৃতজ্ঞতাসূচক বিনয়নম্র সুমধুর বাক্য এড়াইতে পারিলেন না সুতরাং আর থাকিতে অনুরোধ করিলেন না। তিনি পুষ্পকরথ আনিতে আজ্ঞা দিলেন। সুতরাং পুষ্পকরথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

পুষ্পকরথটি বড়ই মনোহর ছিল। উহা নানাবিধ কারুকার্য্যে শোভিত ছিল।

"মণি-বিনির্ম্মিত বেদী শোভে রথোপরে।
পাণ্ডুবর্ণ ধ্বজা কত উড়ে তা'র শিরে॥
রহে কত কূটাগার সুবর্ণ-খচিত।
মুক্তাময় বাতায়ন কিঙ্কিনী-মণ্ডিত॥
স্বর্ণময় হর্ম্ম্য স্বর্ণ-নলিনী-সজ্জিত।
আসন বৈদুর্য্যে—তল স্ফাটিকে গ্রথিত॥
বহুমূল্য আস্তরণ শোভে কত মত।
ভুবনে স্পন্দন সেই তুলনারহিত॥
সুমধুর নাদী দেব-শিল্পির রচিত।
অতি শীঘ্রগামী, মেরু শিখরের মত॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

এইরূপ অপূর্ব্ব-মনোহর যান আজকাল কোথাও দৃষ্ট হইবে কি? সে কাল যে কতদূর উন্নত ছিল এই পুষ্পকরথটিও তাহার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই রথ দেখিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণও বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

"তৎ পুষ্পকং কামগমং বিমান-
মুপস্থিতং ভূধর সন্নিকাশম্।
দৃষ্ট্বা তদা বিস্ময়মাজগাম্
রামঃ সসৌমিত্রিরুদারসত্বঃ॥ ৩০

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১২৩ম সর্গ।

"নেহারি সে দিব্যরথ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
মনে মনে চমৎকৃত হইলা তখন॥" রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কহিলা শ্রীরামে তবে রক্ষঃ বিভীষণ।
কহ দেব কোন কর্ম্ম করিব এখন॥
লক্ষ্মণ সমক্ষে রাম কহেন তখন।
যত্ন-সাধ্য কর্ম্ম কৈল যত কপিগণ॥
দিয়া যথোচিত ধন আর অন্নপান।
কপি সবে পরিতুষ্ট কর মতিমান॥
লঙ্কা-অধিপতি তুমি বানরের বলে।
অতএব তুষ্ট তুমি করহ সকলে॥
পরম উৎসাহী এ'রা অটল-সমরে।
প্রাণভয় কিছু মাত্র না ছিল অন্তরে॥
এবে কৃতকার্য্য কপি; কৃতজ্ঞ হইয়া।
তুষ্ট কর সবারে পুরস্কার দিয়া॥
হেন মতে সবাকার করহ সম্মান।
হৃষ্টমনে নিজ দেশে করুক প্রয়াণ॥
সকরী দয়ালু বশী আর দানরত।
হও যদি রবে সবে তব অনুগত॥
এই হেতু অনুরোধ করিনু তোমারে।
কর যাহা ভাল বলি বুঝহ অন্তরে॥
যেই রাজা নাহি করে প্রকৃতি-রঞ্জন॥
বৃথা লোকক্ষয় রণে করে সেই জন॥
সৈন্যগণ তার প্রতি বিরক্ত হইয়া।
অসময়ে ছাড়ি তারে ধায় পলাইয়া॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের এ হিতোপদেশ নিতান্ত সমীচীন মনে করিয়া তদনুসারেই কার্য্য করিলেন।

"অনন্তর বিভীষণ বহু সমাদরে।
দিলা বহুধন-রত্ন যতেক বানরে॥

তৎপর—

সর্ব্বজনে সমাদৃত হ'ল হেনমতে।
সলজ্জা সীতারে রাম ধরিয়া কোলেতে॥
প্রিয়ানুজ ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণের সনে।
উঠিলা প্রফুল্লমনে উৎকৃষ্ট বিমানে॥
কপিগণে মহাবল সুগ্রীব রাজনে।
বিভীষণে কহে রাম সমাদর সনে॥
মিত্রের কর্ত্তব্য যাহা কপিবীরগণ।
অবহিত মনে সবে করেছ সাধন॥
এবে আমি তোমা সবে করি অনুমতি।
মহানন্দে যাও চলি যে যার বসতি॥
হে সুগ্রীব কপিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মভয় সহ।
হিতার্থী মিত্রের কর্ম্ম কৈলে অহরহ।
এখন তোমারে মিত্র দিনু অবসর।
সৈন্য সহ যাও তুমি কিষ্কিন্ধ্যানগর॥
রক্ষোবর বিভীষণ লঙ্কার প্রভুতা।
দিলাম তোমারে সুখে ভুঞ্জ তুমি মিতা॥
অতঃপর কহি শুন থাকহ নির্ভয়।
ইন্দ্র আদি দেব হতে নাহি তব ভয়॥
চলিনু রাজন এবে অযোধ্যানগরে।
তাই আমন্ত্রণ আমি করিনু তোমারে॥
প্রদান অনুজ্ঞা মোরে, যাই রাজধানী।
কি ফল বিলম্ব এবে যাই বীরমণি॥"

রামের বচন শুনিয়া তখন
সুগ্রীবাদি কপিগণ।
বিভীষণ বালী করিয়া অঞ্জলি
করিলেন নিবেদন॥
শুন নৃপবর অযোধ্যানগর
যাইব আমরা সবে।
অনুগ্রহ করি ওহে রাবণারি
লও সঙ্গে করি তবে॥
অযোধ্যা নগরে প্রসন্ন অন্তরে
নানা উপবন বনে।
সর্ব্বক্ষণ ধরি বেড়াইব ঘুরি
তিরপি নয়ন-মনে॥
অভিষেক তব দেখিব রাঘব
পুলক-পুরিত দেহে।
কৌশল্যা দেবীরে সম্ভাষণ ক'রে
ফিরিব আপন গেহে॥"
ধর্ম্মশীল শ্রীরাম তখন।
কহিলেন সেই বাক্য করিয়া শ্রবণ॥
তোমাদের মত সুহৃদ সহিত
যাব নিজ রাজধানী।
প্রিয় হ'তে প্রিয়তর বলি অনুমানি॥
হে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার পতি।

কপিগণ সনে রথে উঠহ ঝটিতি ॥
মিত্র বিভীষণ অমাত্য, স্বগণ
লইয়া আপন মনে।
ত্বরা করি উঠ রাজা উঠহ বিমানে ॥
সকলে সানন্দ-মনে বিমানে উঠিল।
রামের আদেশে রথ আকাশে চলিল ॥
হংসযুক্ত সেই রথে কৌশল্যানন্দন।
শোভিলেন যক্ষপতি কুবের যেমন ॥
বানর ভল্লুক আর রক্ষ-মহাবল।
সুখেতে রহিল রথে হইয়া নিশ্চল ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

রথে যাইতে যাইতে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে সমস্ত দেখাইলেন, কৈলাস-শিখর সম ত্রিকুটোপরি বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত মনোহর লঙ্কাপুরী, রক্ত-মাংস-সুদুর্গম মৃতদেহ পরিপূর্ণ রণস্থল, যে যে স্থানে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছিল সেই সেই স্থল, যে স্থানে সপত্নীবেষ্টিতা রাণী মন্দোদরী পতিবিয়োগে শোকক্ষিপ্তা হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন সেই স্থান, সাগরবন্ধনস্থল ও নলনির্ম্মিত সেতুবন্ধ, শঙ্খ-শুক্তি-সমাকুল নীলাম্বুসাগর প্রভৃতি সমস্ত দেখাইলেন। তিনি আরও বলিলেন—

"স্বর্ণগর্ভ, স্বর্ণবর্ণ মৈনাকশিখর।
হনুর বিশ্রাম তরে সাগর উপর ॥
সিন্ধু ওরে হের মোর বাহিনী-নিবাস।
সেতুবন্ধনের কালে করি হেথা বাস ॥
সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে হেথা উমাপতি।
হইলেন সুপ্রসন্ন এ দীনের প্রতি ॥
অদূরে সাগরতীর্থ কর দরশন।
অতীব পবিত্র উহা পাতকনাশন ॥
হইবেক এই স্থান ত্রিলোক-পূজিত।
সেতুবন্ধতীর্থ নামে হবে অভিহিত ॥
রাক্ষসের অধিপতি বিভীষণ-সনে।
হেথায় মিলিনু আমি তাঁর আগমনে ॥
বিচিত্র কানন শোভি কিষ্কিন্ধ্যা-নগর।
সুগ্রীবের রাজধানী নয়নগোচর ॥
এই স্থানে বালীরাজে করিনু নিধন।
কর কর সেই স্থান কর দরশন ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন এই সময় শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ সেতুবন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে।
লক্ষ্মণ লইয়া ধনু নামিল জাঙ্গালে ॥
ধনু-হুলে তিনখান পাথর সরায়।
করি দশ যোজন এতেক পথ হয় ॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বহে খরস্রোতে।
লম্ফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এই স্থলে কৃত্তিবাস শ্রীরামচন্দ্রের শিবপূজার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা মূল বাল্মীকির রামায়ণে দৃষ্ট হয় না।

"শ্রীরাম বলেন শুন জানকী এখন।
শিব-পূজা করি দেশে করিব গমন॥
শিব-পূজা করিতে রামের হৈল মন।
বুঝিয়া পুষ্পকরথ নামিল তখন॥
গঠিয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ।
হনুমান আনিলেন কুসুম-চন্দন॥
স্নান করি বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
জাঙ্গালের উপরে পূজেন শূলপাণি॥
জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
তে কারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এই সেতুবন্ধ-সম্বন্ধে কবি কালিদাস এই স্থলে তাঁহার অতুলনীয় কবিত্বপূর্ণ ভাষায় লিখিয়াছেন—

"বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেণিলাম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনৈব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্॥২

রঘুবংশম্ ত্রয়োদশ সর্গঃ।

"মৈথিলি! দেখ ছায়াপথ দ্বারা সুচারু তারকাপরিপূর্ণ শারদীয় সুপ্রসন্ন নভোমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, এই ফেনপুঞ্জবিরাজিত বারিধি ও মৎনির্ম্মিত সেতু দ্বারা মলয়াচল পর্য্যন্ত ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে।"

সমুদ্র-তীরের দৃশ্যসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশের্দ্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

রঘুবংশম ত্রয়োদশ সর্গঃ।

"দূর হইতে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান, তমালবন ও তালীবনশ্রেণীতে নীলবর্ণ বেলাভূমি লৌহচক্র তুল্য লবণাম্বুরাশির ধারায় সংলগ্ন কলঙ্ক-রেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

"তৎপর কিষ্কিন্ধ্যানগরী দরশন করি
কহিলা জানকী সতী।
প্রীতি-লজ্জাভরে অতি মৃদুস্বরে
সম্বোধি অযোধ্যাপতি॥

বাসনা আমার সুগ্রীব রাজার
তারা আদি প্রিয়াগণে।
অন্য কপি-নারী সবে সাথি করি
যাইব তোমার সনে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবীর বাক্যে শ্রীরামচন্দ্র সম্মত হইলেন। পুষ্পকরথ থামান হইল। তাঁহার আদেশে সুগ্রীবাদি সমস্ত কপিগণ কপিনারীদিগকে লইয়া রথে আসিল, রথ সকলকে লইয়া পুনর্ব্বার চলিল।

শ্রীরামচন্দ্র ঋষ্যমুখপর্ব্বত দেখাইয়া সীতাদেবীকে সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিলন-স্থান দেখাইয়া দিলেন। পরে কাননবেষ্টিত কমলশোভিত পম্পা-সরোবর দেখাইয়া বলিলেন যে, সেখানে তিনি সীতাবিরহে নিতান্ত দুঃখিত ও সন্তাপিত হইয়া অশেষ বিলাপ করিয়াছিলেন। তৎপরে জটায়ু যে স্থানে নিহত হইয়াছিলেন সেই স্থান, দণ্ডকারণ্যের তাঁহাদের সেই রমণীয় পর্ণশালা-শোভিত আশ্রম যে স্থান হইতে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ হইয়াছিল, স্বচ্ছ-সলিলা গোদাবরী, কদলীবৃক্ষরাজিশোভিত অগস্ত্যাশ্রম, শরভঙ্গাশ্রম, বিরাধরাক্ষসবধ-স্থান, অত্রি-পত্নীসহ সাক্ষাৎস্থান, চিত্রকূট পর্ব্বত ও ভরত-মিলন-স্থান, তীরভূমিতে বিচিত্র-কানন-শোভিতা যমুনা নদী, ভরদ্বাজ-আশ্রম, ত্রিপথগামিনী ভাগীরথী তৎপর শৃঙ্গবের পুর গুহকের রাজধানী শ্রীরামচন্দ্র ক্রমান্বয়ে সীতাদেবীকে সমস্ত দেখাইলেন। পরে অযোধ্যায় রথ উপস্থিত হইলে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—

"আগতা, জানকি! তুমি অযোধ্যা-ভবনে।
পুরীরে প্রণাম এবে কর একমনে॥
তবে যত কপি, রক্ষঃ আর বিভীষণ।
উঠি বার বার পুরী করে দরশন॥
সুধা-ধবলিত পুরী হর্ম্ম্য-পূরিত।
প্রশস্ত প্রশস্ত রাজপথ সুশোভিত॥
অমরাবতীর মত অযোধ্যা-ভবন।
পুনঃ পুনঃ রক্ষ-কপি করে নিরীক্ষণ॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

ইতিমধ্যে শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি সকলে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গিয়াছিলেন।

"চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণে পঞ্চমীর দিনে।
রাম আইলা ভরদ্বাজ ভবনে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র ভরদ্বাজমুনিকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিয়া তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, অযোধ্যানগরে অন্নকষ্ট আছে কি? রাজ্য মধ্যে সকলে কুশলে আছে ত? অনুজ ভরত রীতিমত প্রজা-পালন করিতেছে ত?

এই সব প্রশ্নে বুঝা যায় রাজ্যের শুভচিন্তা ও প্রজাপুঞ্জের হিত-চিন্তা ধার্ম্মিক রামচন্দ্রের মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল।

"ভরদ্বাজ ঋষি তবে করিলা উত্তর।
কহি বিবরণ যত, শুন, রঘুবর।
তোমার পাদুকাদ্বয় রাখিয়া সম্মুখে।
ভরত তোমার তরে আছে উর্দ্ধমুখে॥
গৃহের কুশল তব পুরের কুশল।
ভরতের গুণে সদা সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
রাজ্যচ্যুত যবে চীর করি পরিধান।
লক্ষ্মণ সীতার সনে করিলে প্রয়াণ॥
বিপুল ঐশ্বর্য্য-ভোগ করি পরিহার।
পদব্রজে গেলে যবে কাননমাঝার॥
নাগভ্রষ্ট দেবপ্রায় পিতার আদেশে।
যবে গেলে বীরবর! বিজন প্রদেশে॥
তোমারে, শ্রীরাম! তবে করি দরশন।
হয়েছিল অতিমাত্র বিষাদিত মন॥
শত্রুহীন সুসমৃদ্ধ, বান্ধব-বেষ্টিত।
হেরিয়া তোমারে, আমি বড় হরষিত॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ভরদ্বাজ মুনি শ্রীরামচন্দ্রের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা ও কার্য্যকলাপ অবগত ছিলেন।

তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রামায়ণের বর্ণিত মুনি-ঋষিগণ-সম্বন্ধে ওমান সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—

"More remarkable than the heroes of Kurukshetra, however are the Rishis and Hermits, who stand out upon the canvas of the Epic poets with starting distiuctness. These Sages, with their austerities, their superhuman powers, their irascibiliry and their terrible curses, are the Hindu representatives of the magicians and sorcerers of other countries, and form a remarkable feature in the life ef even modern India. As a rule the Saints of Christendom are of another type, yet

strange to say, there are a few of them, St. Renan for example, to whom have been attributed characteristics, yet unlike those of the Indian Rishis.

Rishis Oman's Indian spics.

তৎপর শ্রীরামচন্দ্র বীর হনুমানকে অযোধ্যা নগরীতে প্রেরণ করিলেন। যাইবার সময় গুহককে সংবাদ দিতে বলিলেন এবং ভরত ও আর সকলকে সমস্ত বিবরণ জানাইতে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন—

"অঞ্জ মহাবীর যত, অযোধ্যায় সমাগত
এই বার্ত্তা কহিবে সাক্ষাতে।
কহি এই সমাচার মুখের আকারে তার
বুঝিবে যেমত ভাব তার॥
পুনশ্চ আমার প্রতি আছয়ে কিরূপ মতি
জ্ঞাত হবে করিয়া বিচার।
ভরত কি মত করে আকার ইঙ্গিত হেরে
কথাবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ॥
জানিবে তাহার মত আসিবে পবনসুত
কর শীঘ্র করহ গমন।
হস্তী, অশ্ব, রাজ্য ধন লভি বিচলিত মন
নাহি হয়, কহিবা কাহার।
শীঘ্র যাও অযোধ্যায় বিলম্ব না কর তায়
শীঘ্র আসি দিবে সমাচার।
চির-সম্ভোগের তরে যদি ভরত অন্তরে
লালসা থাকয়ে রাজ্য তরে॥
তবে সেই রাজ্য ল'য়ে থাকুক নৃপতি হ'য়ে
প্রয়োজন নাহি তা'র তরে।
অযোধ্যায় না যাইতে হবে এ সম্বাদ দিতে
এই আমি কহিনু বচন॥
তার বুদ্ধি, চেষ্টা যত হ'য়ে সব অবগত
মোর পাশে করিবে বর্ণন।"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে যাইবার রাস্তাও বলিয়া দিলেন।

ভরত যে বিশেষ ধার্ম্মিক ইহা জানিয়াও ভরদ্বাজমুনির নিকট ভরতের বিষয় শুনিয়াও যে, শ্রীরামচন্দ্র ভরতের চরিত্রসম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন তাহার কারণ আছে। ভোগবিলাসে চিত্ত পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক। এজন্যই শ্রীরামচন্দ্র ভোগবিলাসে ভরতের চিত্তপরিবর্ত্তন আশঙ্কা করিতেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বার্থত্যাগী ছিলেন, তিনি আত্মসুখাভিলাষী ছিলেন না। এজন্যই তিনি বলিলেন যে, ভরত রাজ্যাভিলাষী হইলে তিনি রাজত্ব চাহেন না। এ বীরত্ব অসাধারণ, ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরের লক্ষণ।

হনুমান্ গুহককে সংবাদ দিয়া নন্দিগ্রামে ভরতসমীপে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মবীর ভরত যে অবস্থায় ছিলেন তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম-চরিত্র ও মহান্ চরিত্রের পরিচায়ক।

"দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্।
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতম্॥ ৩০
ফলমূলাশিনং দান্তং তাপসং ধর্ম্মচারিণম্।
সমুন্নতজটাভারং বল্কলাজিনবাসসম্॥ ৩১
নিয়তং ভাবিতাত্মানং ব্রহ্মর্ষিসমতেজসম্।
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য প্রশাসন্তং বসুন্ধরাম্॥ ৩২
চাতুর্ব্বর্ণস্য লোকস্য ত্রাতারং সর্ব্বতো ভয়াৎ।
উপস্থিতমমাত্যৈশ্চ শুচিভিশ্চ পুরোহিতৈঃ॥ ৩৩
বলমুখ্যৈশ্চ যুক্তৈশ্চ কাষায়াম্বরধারিভিঃ।
ন হি তে রাজপুত্রং তং চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্॥ ৩৪
পরিভোক্তুং ব্যবস্যন্তি পৌরা বৈ ধর্ম্মবৎসলাঃ।
তং ধর্ম্মমিব ধর্ম্মজ্ঞং দেহবন্ত মিবাপরম্॥" ৪৫

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১২৭ম সর্গ।

"অযোধ্যানগর হ'তে ক্রোশ-ব্যবধান।
তথায় ভরত সনে ভেটে হনুমান্॥
আশ্রমে ভরতে বীর দেখিল তখন।
ভ্রাতার বিচ্ছেদে কৃশ মলিন বরণ॥
জটাজট-বিমণ্ডিত চীরবস্ত্রধারী।
জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মমতি ফল-মূলাহারী॥
ব্রহ্মর্ষি সমান তেজে রাজেন্দ্রনন্দন।
তপস্বীর প্রায় সদা ব্রহ্মধ্যানে মন॥
রামের পাদুকাযুগ রাখিয়া সম্মুখে।
শাসেন ধরারে সবে রহে মন সুখে॥
অমাত্য, সেনানী শুদ্ধ ভাব পুরোহিত।
পট্টবাস পরি সবে রহে সন্নিহিত॥
কৃষ্ণাজীন পরিধান রাজার নন্দনে।
ছাড়ি কেহ নাহি চাহে গৃহসুখ পানে॥
যত নাগরিকবর্গ ভোগ-স্পৃহাহীন।
মূর্ত্তিমান ধর্ম্মপ্রায় ভরত আসীন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

হনুমান্ এহেন ধর্ম্মবীর ভরতকে দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। পরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সমস্ত সংবাদ জানাইলে ভরত

এইরূপ অভাবনীয় সুসংবাদে ক্ষণকালের জন্য জ্ঞানহারা হইলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া হনূমানকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এবং হর্ষপ্রীতিভরে অশ্রুধারে অভিষিক্ত হইয়া বলিলেন—

"দেব কি মানব যেবা হও, মহাজন !
কৃপা করি মোর প্রতি হেথা আগমন ॥
যেই সুসংবাদ আজি করিলে প্রদান
তার অনুরূপ কিবা দিব মতিমান !
লক্ষ ধেনু, শত গ্রাম ষোড়শ রমণী ।
মিনতি আমার তুমি লও গুণমণি ॥
কুণ্ডলধারিণী তারা সুবর্ণবরণী ।
সুসজ্জিতা, সুনাসিকা শুভ আচরিণী ॥
সুন্দর যুগল উরু ইন্দু নিভাননা ।
শ্রেষ্ঠ জাতি সমুৎপন্না উত্তম বরণা ॥
রাম আগমন কথা ভরত শুনিলা ।
সাক্ষাতের তরে অতি উৎসুক হইলা ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরতের এইরূপ স্বাভাবিক ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি যে তাঁহার নিঃস্বার্থ ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক তাহার আর সন্দেহ নাই। হনূমানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ভরত সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন। হনূমান্ তৎপরে ভরতকে বলিলেন—

"ছিলা শ্রীরাম কল্য ভরদ্বাজের ঘর।
পথেতে পাইবে দেখা চলহ সত্বর ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শুভবার্ত্তা কহে যদি বীর হনূমান্।
শত্রুঘ্নেরে ভরত করেন সন্নিধান ॥
সুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ।
বহু দিবসেতে রাম আইলেন দেশ ॥
প্রস্তর-প্রতিমা যত আছে স্থানে স্থান।
সুগন্ধি চন্দনে সবারে করাও স্নান ॥
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজাক বাইতি।
দেহ ধূপ-নৈবেদ্য ঘৃতের জ্বালি বাতি ॥
ফল-ফুল-নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা।
সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠে জ্বালহ পাঁজালা ॥
উচ্চ নীচ স্থান কর একই সোসর।
পথ পরিষ্কার কর বান্ধহ ঝিথর ॥
প্রতি পুরে দ্বারে দ্বারে রোপ বৃক্ষ কলা।
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা ॥
থাল গোছ টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়ারে।
পুরনারী দেখে যেন আনি তার আড়ে ॥

* * *

যে বলিল ভরত করিল শত্রুঘ্ন।
নন্দিগ্রাম হইল যে অমরভুবন ॥

রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত।
চলিলেন সামন্ত সহিত শত শত॥
পাদুকার উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
চামর ঢুলায় তার আনন্দ অখণ্ড॥
প্রতি পদক্ষেপেতে করেন নমস্কার।
ভরত আনিতে রামে আনন্দ অপার॥
বশিষ্ঠ নারদ চলে কুলপুরোহিত।
সংসারের লোক চলে হয়ে আনন্দিত॥
মুদিত হইল দোলা নেতের উয়াড়ে।
শত শত সতীনে কৌশল্যা দেবী নড়ে।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ।
শ্রীরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য॥
উর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল গর্ভবতী;
লজ্জা-ভয় ত্যজি যায় কুলের যুবতী॥

* * *

অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী।
পৃথিবীতে ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

অশ্বখুর শব্দ ঘোর রথের ঘোর ঘর্ঘর।
শঙ্খ দুন্দুভির ধ্বনি গজের বৃংহতি॥
একত্র মিলিত তাহে বিচলিত ক্ষিতি।

বোধ হয় হেন মত যেন রাম-অনুগত
সকলি রামের সঙ্গে করিছে গমন॥
নন্দিগ্রাম শুদ্ধ যেন চলিছে তখন।

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"শঙ্খদুন্দুভিনাদেন সঞ্চচালেব মেদিনী।
গজানাং বৃংহিতশ্চাপি শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ॥ ২১
কৃৎস্নন্তু নগরং তত্তু নন্দিগ্রামমুপাগতম্।
সমীক্ষ্য ভরতো বাক্যমুবাচ পবনাত্মজম্॥" ২২

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১২৯ম সর্গ।

সর্ব্বসাধারণের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি এইরূপ ঐকান্তিকী আশক্তি শ্রীরাম-চন্দ্রের অশেষ গুণের পরিচায়ক। শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর এজন্যই সর্ব্বসাধারণের তৎপ্রতি এতদূর আসক্তি। সদ্‌গুণরাশি যাহার ভিতর যত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিবে তাহার প্রতি সকলেরই তত অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও তজ্জনিত অধিক আসক্তি হইবে, ইহাই স্বাভাবিক ও ঐশ্বরিক নিয়ম। শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্মজ্ঞান সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আদর্শ-যোগ্য। এই জন্যই রামায়ণের সকল চরিত্রই রাম-মুখী ও রামপ্রতি আকৃষ্ট।

শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধে ওমান সাহেব এরূপ লিখিয়াছেন।

The hero of the tale is a very different one from those who figure in the Homeric poems, As a son he is most dutiful, pushing the idea of filial respect and obedience to the extreme, bearing no enmity even towards his designing step-mother. As a layman he is religious and unfeignedly respectful to Brahmans and saints. As a prince he is patriotic and benign as a warrior, skilful and fearless in the fight. As an elder brother, however, he is often somewhat exacting and inconsiderate, and as a husband his behaviour is to say the least, disapyointing. On the whole prominent characteristic of this hero, limned by Brahman artists, is a spirit of mild self-sacrifice, as distinguished from bold self-assertion.

শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য ভরত এতদূর ব্যাকুল ও ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র বা তাঁহার রথ দেখিতে না পাইয়া হনুমানকে মায়ারূপী বানর মনে করিলেন এবং তাহার বাক্যে সন্দিহান হইয়া বলিলেন—

"ভরত বলেন যে চঞ্চল হনুমান।
যত কিছু বলিল হইল সব আন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

হনুমান্ তখন বলিল "উতলা হইবেন না। সৈন্যকোলাহল শুনা যাইতেছে। বোধ হয়, শ্রীরামচন্দ্র সসৈন্যে এখন গোমতী পার হইতেছেন।

কিছুকাল পরেই শ্রীরামচন্দ্রের পুষ্পকরথ দেখা দিল, তখন হনুমান্ ভরতকে শ্রীরামচন্দ্রের পুষ্পক রথ দেখাইয়া বলিলেন—

প্রাতঃসূর্য্য সমতেজে অতি শোভমান।
ত্রিভুবনে নাহি বুঝি উহার সমান॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রের পুষ্পকরথ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং জনতা রথ-সন্নিহিত হইল। সেই সময়—

"ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিঃস্বনো দিবমস্পৃশৎ।
স্ত্রীবালযুববৃদ্ধানাং রামোঽয়মিতি কীর্ত্তিতে॥ ৩৩
রথকুঞ্জরবাজিভাস্তেঽবতীর্য্য মহীং গতাঃ।
দদৃশুস্তং বিমানস্থং নরাঃ সোমমিবাম্বরে॥" ৩৪

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১২৯ মঃ সর্গঃ।

বাল-বৃদ্ধ বনিতার মুখে অবিরাম।
নাহি অন্য কথা বলে অই রাম রাম॥
বরিষার কালে যথা জলদ-গর্জ্জন।
জয় জয় নাদে তথা ফাটিছে গগন॥
দশদিক পরিব্যাপ্ত ঘোর কোলাহলে।
গিরি বন সিন্ধু লয় প্রতিধ্বনি ছলে॥
পূর্ণ সুধাকর যথা উদিলে অম্বরে।
হর্ষে স্থির নেত্রে সবে নিরীক্ষণ করে॥
তথা সবে অবতরি রথ অশ্ব হতে।
শ্রীরামচন্দ্রের মুখে হেরে এক চিতে॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সর্ব্বসাধারণের কি হর্ষ কি ব্যগ্রতা! ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর ভরত এ সময় কি বলিলেন—

"প্রাঞ্জলির্ভরতো ভূত্বা প্রহৃষ্টো রাঘবোন্মুখঃ।
যথার্থেনার্ঘ্যপাদ্যাদ্যৈস্ততো রামমপূজয়ন্॥ ৩৫
মনসা ব্রহ্মণা সৃষ্টে বিমানে ভরতাগ্রজঃ।
ররাজ পৃথুদীর্ঘাক্ষো বজ্রপাণিরিবামরঃ॥ ৩৬
ততো বিমানাগ্রগতং ভরতো ভ্রাতরং তদা।
ববন্দে প্রণতো রামং মেরুস্থমিব ভাস্করম্॥" ৩৭

লঙ্কাকাণ্ডম্ ১২৯ মঃ সর্গঃ।

"হর্ষে কৃতাঞ্জলি পুটে ভরত সুজন।
পুলকে পূরিত নেত্রে করেন দর্শন॥
স্বাগত জিজ্ঞাসি বীর অতি প্রীতিভরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রামে পূজিলা সত্বরে॥
বিশাল লোচন রাম পুষ্পক উপরি।
শোভিছেন বজ্রধারী যেন বজ্রধারী॥
সুমেরু শিখর শোভী প্রাতঃ সূর্য্যমত।
শ্রীরামের পদতলে নামিলা ভরত॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রথ ভূতলে অবতীর্ণ হইল। ভরতকে সাদরে রথে উঠান হইল। ভরত তখন হর্ষভরে পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিলেন। বহুকাল পরে

দুই ভ্রাতার মিলন হইল, দুই ভ্রাতা হৃষ্টমনে আলিঙ্গন করিলেন। লক্ষ্মণ ভরতকে প্রণাম করিলেন, ভরত সস্নেহ বচনে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন এবং সীতাদেবীকেও যথারীতি সম্ভাষণ করিলেন। ভরত সুগ্রীব অঙ্গদ জাম্বুবান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কপিদিগকেও সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করিলেন। সুগ্রীবকে পরম আদরের সহিত সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

"ভাই চারি জন ছিলাম তখন
পাচ ভাই আজি হতে
পাচ ভাই মিলি আজি হতে বলি
ভাসিব সুখের স্রোতে।
আর অপকারে সৌহার্দ্দ আকরে
জনমে মিত্রতা মণি
সুহৃদ রতন তুমিহে রাজন
মনে মনে অনুমানি।
বিভীষণ বীরে সম্ভাষি আদরে
ভরত কহিলা তাঁরে
আর্য্য ভাগ্যধর করম দুষ্কর
সাধিলা তোমার তরে।

৺রাজকৃষ্ণরায়ে রামায়ণ।

ভরত যে নিতান্ত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি শিষ্টাচার সমন্বিত বিনীত ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর ছিলেন।

শত্রুঘ্ন তখন

"শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে করি সম্ভাষণ
প্রণমি সবারে পরেতে সীতারে
প্রণতি করিলা বীর
বীরগণে যথা যোগ্য সম্ভাষে সুধীর।"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

দেখা যাইতেছে শত্রুঘ্ন বীর ও শিষ্টাচারসমন্বিত ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র শোকে দীনা ক্ষীণা মলিনবরণা জননী কৌশল্যাদেবীর হৃদয়ানন্দ-বর্দ্ধন করিয়া লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন, অন্যান্য মাতৃগণকেও শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বশিষ্ঠকে সম্ভাষণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। সর্ব্বগুণাধার শ্রীরামচন্দ্র নাগরিকগণ ও সেনাজাতি বীরগণকেও যথারীতি সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

তৎপর ভরত

"রামের পাদুকাদ্বয় করিলা গ্রহণ।
দিয়া পাদোপরে কহিলা তাহারে।
যে রাজ্য আমার হাতে-
দিয়াছিলা ন্যাসরূপে দিলাম সাক্ষাতে

হেরিনু যখন,
আর্য্য। আজি আপনার দেশে আগমন
হ'ল তবে মম সফল জনম
বাসনা পূরিল আজ
গৃহ, ধন, সেনা আদি দেখ মহারাজ !
আপনার বলে
দশ দশ গুণে বৃদ্ধি করেছি সকলে
রাজ-ধনাগার গৃহ কোষাগার
বাহিনী প্রভৃতি যত
সকলেই যথাক্রমে হয়েছে বর্দ্ধিত ।"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই দৃশ্যে সকলেরই আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র হর্ষভরে ভরতকে কোলে তুলিয়া লইলেন, পরে সকলে রথযোগে ভরতাশ্রমে উপনীত হইলেন। এই আনন্দময় দৃশ্য কল্পনা করিতে গেলেও নির্ম্মল আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হইতে হয়। ভরত গুণের আধার ছিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজত্ব করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি অবহেলার সহিত রাজকার্য্য করেন নাই। রাজ্যের উন্নতিকল্পেই কার্য্য করিয়াছেন এবং তাঁহার সময়ে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতিও হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র ভরতাশ্রমে যাইয়া, পুষ্পকরথ যথাস্থানে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

"অঞ্জলি বান্ধিয়া শিরে ভরত তখন।
শ্রীরামে লক্ষিয়া বীর কহিলা বচন ॥
চৌদ্দবর্ষ বনবাস করিয়া স্বীকার।
রাখিয়াছ জননীর মর্য্যাদা আমার ॥
আমারে সমগ্র রাজ্য করিলা প্রদান।
সমর্পিনু রাজ্য পুনঃ লহ প্রতিদান ॥
অল্প বল নিরপেক্ষ বৃষভ সবল।
যে ভার অনায়াসে বহে অবিরল ॥
হ'বে বলহীন অশ্ব শিশুর সমান।
সে ভার কেমনে ধরি ? কহ মতিমান!
স্রোতোমুখে বালিবন্ধ নহে স্থায়ী যথা।
রাজ্য রাখা মোর পক্ষে সুকঠিন তথা ॥
গর্দ্দভ অশ্বের গতি যথা নাহি যায়।
বায়স মরাল সম যথা নাহি যায় ॥
আমার পক্ষেতে তথা সুকঠিন অতি।
তব বিচরণ-পথে করিবারে গতি ॥
গৃহ-উপবন-মাঝে যদি কোন জন।
সুফলদায়ক তরু করয়ে রোপণ ॥
পুষ্পিত হইয়া যদি সে বৃক্ষ শুকায়।
ফলপ্রার্থী রোপকের যত্ন বৃথা যায় ॥
প্রভু তুমি, মোরা অনুরক্ত ভৃত্যগণ।
আমা সবাকারে যদি না কর শাসন ॥
এ উপমা তবে, আর্য্য! বর্ত্তিবে তোমারে।
জানহ সকল বৃথা কহি বারে বারে ॥

আজি তোমা অভিষিক্ত দেখুক জগত।
প্রতাপে প্রচণ্ড হও প্রভাকর মত॥
তূর্য্যনাদে কাঞ্চী নর নূপুর-ঝঙ্কারে।
সুমধুর গীতিশব্দে জাগাক তোমারে॥
যাবৎ উদিবে চন্দ্র আর দিনমণি।
যতদূর সুবিস্তৃত আছেন ধরণী॥
*   *   *
তাবৎ দেশের রাজা হও রঘুমণি॥
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সুবিজ্ঞ ভরতের এরূপ বিজ্ঞতাপূর্ণ বাক্য শ্রীরামচন্দ্র কোন প্রকারে এড়াইতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি তাঁহার রাজ্যাভিষেকে সম্মত হইলেন।

তৎপরে—

"স্বজন বান্ধবে রাম হইয়া বেষ্টিত।
চলেন অযোধ্যামুখে হর্ম্ম্য-সুশোভিত॥
শ্রীসৌন্দর্য্যে রামচন্দ্র করেন গমন।
পাছে পাছে চলিয়াছে অনুযাত্রিগণ॥
রামে দেখি লোক যত করে জয়ধ্বনি।
শঙ্খ-দুন্দুভির রব উঠিল অমনি॥
সম্বর্দ্ধিয়া রামে সবে জয়াশীষ করে।
ক্রমে রাম যথাক্রমে সম্ভাষে সবারে॥
ভ্রাতৃগণ চলে হেন শ্রীরামের সনে।
পশ্চাতে চলিছে যত অনুযাত্রিগণে॥
নক্ষত্রমণ্ডলে শশী যথা শোভা ধরে।
তথা শোভমান রাম প্রকৃতি নিকরে॥
তুরি তাল স্বস্তিকাদি করিয়া বাদন।
জয়রবে পুরোভাগে চলে যাত্রিগণ।
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র সকলের সহিত অযোধ্যায় পৌঁছিয়া সুগ্রীব-বিভীষণাদির জন্য বৈদূর্য্যখচিত অশোকশোভিত হর্ম্ম্য, যথাযোগ্য বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন।

তৎপরে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের কার্য্য আরম্ভ হইল। সুগ্রীবাদেশে কপিগণ চারি সাগরের জল আনয়ন করিল।

জাবালি, কশ্যপ, কাত্যায়ন, বিজয়, গৌতম আদি ঋষিগণ রাম-সীতাকে রত্ন-পীঠোপরি বসাইয়া যথারীতি অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। সুগ্রীব ও বিভীষণ দুই ধারে দাঁড়াইয়া সুশ্বেত চামর ব্যজন করিলেন। রাম-সীতার শিরোপরি শত্রুঘ্ন সুশ্বেতছত্র ধারণ করিলেন। অভিষেক-কার্য্য সমাধান হইল। এই সময়ে সীতাদেবী হনুমানকে শ্রীরামচন্দ্র-প্রদত্ত বহুমূল্য হার পুরস্কার দিলেন। অন্যান্য কপিগণ ও রক্ষোসেনাগণকেও যথাযোগ্য ধনরত্ন পুরস্কার দেওয়া হইল।

"তৎপরে রামের নিকটে সবে লইয়া বিদায়।
পরম আনন্দে সবে নিজ দেশে যায়॥" রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সীতাদেবী কর্ত্তৃক হনুমানকে হার প্রদত্তের সময় শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের এইরূপ গুণানুবাদ করিয়াছিলেন।

সারল্য, বিনয়, বুদ্ধি, নীতি, পৌরুষ, সামর্থ্য, তেজ, ধৈর্য্য প্রভৃতি সমস্ত গুণে হনুমান্ ভূষিত, সুতরাং হনুমান্ হার পুরস্কার পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি। বীর হনুমান্ যে অশেষবিধগুণে ভূষিত ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এস্থলে কৃত্তিবাস একটি নূতন কথার উল্লেখ করিয়াছেন, উহা বাল্মীকির মূল রামায়ণে নাই।

"হনুর গলায় শোভে জানকীর হার।
হনুমান প্রণমিলা চরণে সীতার॥
সীতা বলে যতকাল থাকিবে পৃথিবী।
রোগ-পীড়াহীন তুমি হও চিরজীবি॥
যাবত থাকিবে চন্দ্র-সূর্য্যের প্রচার।
তাবত রামের নাম ঘুষিবে সংসার॥
ততকাল হও তুমি অক্ষয়-অমর।
হনুমান অমর পাইল এই বর॥
রাম-নাম প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে।
যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে॥
ভাসিতে হাসিতে হনু হার লইয়া হাতে।
ছিন্নভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে॥
হনুর দেখিয়া কর্ম্ম হাসেন লক্ষ্মণ।
কুপিত রহস্যভাবে বলেন তখন॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু করি নিবেদন।
হনুমান গলে হার দিলা কি কারণ॥
সহজ বানর গণ্য পশুর মিশালে।
রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
কিহেতু ভাঙ্গিল হার পবন-নন্দন॥
ইহার বৃত্তান্ত হনুমান ভাল জানে।
জিজ্ঞাসহ হনুমানে সভা বিদ্যমানে॥
হনুমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বহুমূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ॥
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে।
রাম-নাম নাই এই হারের ভিতরে॥
রাম-নাম হীন যাতে এমন যে ধন।
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবন-কুমার।
রাম-নাম চিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার॥
তবে কেন মিথ্যা দেহ করিছ ধারণ।
কলেবর ত্যাগ কর পবন-নন্দন॥
এতেক শুনিয়া তবে পবন-কুমার।
কলেবর নখে চিরি করিল বিদার॥
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ।
অস্থিময় রাম নাম লেখা লক্ষ লক্ষ॥

দেখিয়া সভার লোক হইল চমকিত।
অধোমুখে লক্ষ্মণ হইলা সলজ্জিত॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন বীর হনুমান।
শ্রীরামের ভক্ত নাই তোমার সমান॥
রাম জানেন তোমারে রামে জান তুমি।
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি॥
হনুমান বলে আমি বনের বানর।
রামের দাসানুদাস তোমার নফর॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের এই কল্পিত কাহিনীটি হনুমানের অসীম ও অলৌকিক রামভক্তির পরিচায়ক।

কৃত্তিবাস ইহার পর বানর-ভোজনের এক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, উহাও বাল্মীকির মূল রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করা গেল।

"সীতাঠাকুরাণী গিয়া করিলা রন্ধন।
চারি ভাই এক ঠাই করিলা ভোজন॥
বানরে অন্ন দেন যতেক রমণী।
হনুমানে অন্ন দেন সীতাঠাকুরাণী॥
অন্নদিয়া যান সীতা আনিতে ব্যঞ্জন।
শুধু অন্ন খায় সব পবন-নন্দন॥
শূন্য পাত্র ব্যঞ্জন কেমনে দিব পাতে।
ব্যঞ্জন লইয়া ফিরেযান দেবী সীতে॥
পুনর্ব্বার দেন অন্ন আনিয়া হনুকে।
ব্যঞ্জন আনিতে অন্ন খেয়ে বসে থাকে॥
এইরূপে যাতায়াত তিন চারিবার।
দেখে সীতার মনে লাগে চমৎকার॥
সীতা বলে আমি কিছু বুঝিতে না পারি।
বিশ্বের পালনে অন্নপূর্ণা নাম ধরি॥
দৃষ্টে সৃষ্টি পূর্ণ করি নানা উপহারে।
অন্ন দিতে হারিলাম বনের বানরে॥
বুঝিতে না পারি আমি ও বা কোনজন।
স্বর্ণথাল ফেলি কৈলা হস্ত প্রক্ষালন॥
ধ্যানযোগে মা জানকী দেখিলা সত্বর।
বানর রূপেতে অবতার গঙ্গাধর॥
কপিরূপে বসেছেন কৈলাসের পতি।
উদর পূরাতে পারে কাহার শকতি॥
উর্দ্ধমুখে অর্ঘ্য বিনে না পূরে উদর।
এতেক ভাবিয়া মাতা চলিল সত্বর॥
গোপনেতে গিয়া মাতা হনুর পশ্চাতে।
নমঃ শিবায় বলি অন্ন দিলেন মাথে॥
হাসিয়া সম্মুখে আসি কহেন বচন।
কত অন্ন হনুমান করিলা ভোজন॥
মস্তক ফুটিয়া অন্ন উপরে উঠিল।
হনুমান বলে মাতা পরিপূর্ণ হৈল॥
আচমন কৈল গিয়া পবন-কুমার।
সীতার চরণে হনু কৈল পরিহার॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যশাসন গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণকে যুবরাজ করিতে চাহিলেন। লক্ষ্মণ অস্বীকৃত হইলে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

"অনন্তর রামচন্দ্র অতি মতিমান।
পৌণ্ডরিক অশ্বমেধ কৈলা অনুষ্ঠান॥
রাজত্ব করিল রাম অযুত বৎসর।
দশবার অশ্বমেধ কৈলা রঘুবর॥
দরিদ্রের ধন রাম পরম দয়াল।
আজানুলম্বিত বাহু, উরস বিশাল॥
মহাসুখে রাজ্য কৈলা রাম রঘুপতি।
বহু যজ্ঞ সমাপিলা স্বগণ-সংহতি।
রামরাজ্যে নাহি ছিল বিধবা-রমণী॥
হিংস্রজন্তু ব্যাধিভয় কভু নাহি শুনি।
রামের শাসনে দস্যুভয় নাহি ছিল।
বালক অন্ত্যেষ্টি বৃদ্ধে করিতে নাছিল।
সকলেই হৃষ্টমন ধর্ম্ম-পরায়ণ।
একের অনিষ্ট নাহি করে অন্যজন॥
সহস্র বৎসরজীবি ছিল প্রজা যত॥
বহু পুত্রে সর্ব্বজন ছিল পরিবৃত॥
অরোগ অশোক সবে তরু ফলেভরা।
যথাকালে জলধর বরষিত ধারা॥
না হইত কভু কার অনিষ্ট-সাধন।
অতিশয় সুখস্পর্শ আছিল পবন॥
স্বকর্ম্মে সন্তুষ্ট সবে আছিল তখন।
নিজ নিজ কার্য্য সবে করিত সাধন॥
কোনজন না কহিত অলীক বচন।
সুলক্ষণ ছিল সবে ধর্ম্মপরায়ণ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এইরূপ শান্তিপূর্ণ সুখদ সমৃদ্ধ রাজত্ব অতি বিরল। এইরূপ রাজত্ব-কাহিনী যে সময়ের সে সময় যে কত উন্নত ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এজন্যই জন প্রবাদ হইয়াছে যে, রাম-রাজত্বের ন্যায় আর কোন রাজত্ব হয় নাই, হইবেও না—'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। এজন্যই ভাল রাজত্ব হইলে রাম-রাজত্বের সহিত তুলনা করা হয়।

ইহার পর রামায়ণ-পাঠ ও শ্রবণের সুফল বর্ণিত আছে। এইরূপ অশেষ শিক্ষাপ্রদ কাহিনী পাঠে বা শ্রবণে যে বিবিধ সুফল ফলিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

রাম রাজত্ব সম্পর্কে কবি কালিদাস লিখিয়াছেন,—

"তেনার্থবান্ লোভপরাঙ্মুখেন তেনঘ্নতা বিঘ্নভয়ং ক্রিয়াবান্।
তেনাস লোকঃ পিতৃমান বিনেত্রা তেনৈব শোকাপনুদেনপুত্রী॥" ২৩

রঘুবংশম্ চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

"লোভ-বিরহিত, বিঘ্ন-বিনাশন, শোকাপহারী রামচন্দ্রের দ্বারা প্রজাপুঞ্জ অর্থবান্, ক্রিয়াবান ও পুত্রবান হইয়াছিল।"

এই ১৩০ সর্গে লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড শেষ হইল। এই সর্গের ঘটনাবলী পূর্ব্ব সর্গাদির ঘটনার পরিণামফল। সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রাম-লক্ষ্মণের শিক্ষা-দীক্ষার ফলে যাহা হইবার তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত আর্য্যজাতির ও আর্য্য-ঋষিগণের অভীপ্সিত কার্য্য সমাধান হইয়াছে। বালীবধ হইয়াছে, রাবণ-বংশ ধ্বংস হইয়াছে, আর্য্য ঋষিদিগের তপোবিঘ্ন ও যজ্ঞবিঘ্ন দূর হইয়াছে, ভারতের সর্ব্বস্থানে এমন কি বনপ্রদেশেও শান্তি-সংস্থাপন হইয়াছে।

এজন্যই কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

"অমী জনস্থানমপোঢ়বিঘ্নং মত্বাসমারব্ধ ন কোচজানি।
অধ্যাসতে চীরভৃতো যথাস্বং চিরোজ্‌ঝিতান্যা শ্রমমণ্ডলানি ॥২২

রঘুবংশম্ ত্রয়োদশ সর্গ।

'প্রিয়ে! দেখ এই সেই জনস্থান, কৌলীনিবাসী মুনিগণ এখন বিঘ্নশূন্য বিবেচনা করিয়া চির-পরিত্যক্ত স্ব স্ব আশ্রম-বিভাবে নব নব পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।'

এই লঙ্কাকাণ্ডের প্রধান ঘটনা সাগর-বন্ধন। ইহার পরিণামফল রাবণ-বংশ নিধন, সীতা-উদ্ধার ও রামের রাজত্ব। সাগর-বন্ধন না হইলে এসব হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

এই কাণ্ডে রাজা দশানন, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ, রাণীমন্দোদরী, বিভীষণ-পত্নী সরমা, ত্রিজটা রাক্ষসী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতির চরিত্র প্রধানতঃ প্রতিভাসিত হইয়াছে এবং যথাস্থানে তাঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্রও যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। সাতদিনে বোধ হয় যুদ্ধকার্য্য সমাধান হইয়াছিল।

রামায়ণ-কাহিনীতে চারিটি রাজা ও রাজ-পরিবারের কাহিনী ও আর্য্য-ঋষিদিগের আনুসঙ্গিক কাহিনী বর্ণিত আছে। ইহাতে তাৎকালিক শিক্ষা, সভ্যতা, সমৃদ্ধি, উন্নতি, নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা ও

অন্যান্য সর্ব্ব প্রকারের অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। চারিটি রাজ-পরিবারের মধ্যে দুইটি আর্য্য, দুইটি অনার্য্যজাতীয়। অযোধ্যায় রাজা ও রাজপরিবার, জনকরাজ-পরিবার আর্য্যজাতীয় এবং লঙ্কার রাজা ও রাজ পরিবার এবং কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ও রাজ-পরিবার অনার্য্য জাতীয়।

রামায়ণে রামচন্দ্রের সাহায্যকারী কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ও তৎসৈনিকদিগকে বানর বা কপি উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কপি ও বানর আখ্যা ঘৃণা বা অসভ্যতাব্যঞ্জক ব্যতীত আর কিছুই নহে। গ্রিফিথ এবং গোরেসিও সাহেবেরও তাহাই মত।

"But the races which he assembled are represented in the poem as monkeys, either out of contempt for their barbarism or because at that time they were little known to the Sanskrit speaking Hindus."

Griffith's Introduction.

"Vanar is one of the most frequently occuring names by which the poem calls the monkeys of Rama's army. Among the two or three derivations of which the word Vanar is susceptible, one is that which deduces it from বন which signifies a wood, and thus Vanar would mean a forester, an inhabitant of the wood. I have said elsewhere that the monkeys, the Vanars, whom Rama led to the conquest of Ceylon were fierce woodland tribes who occupied the mountainous regions of the south of India, where their descendants may still be seen. I shall henceforth promiscuously employ the word Vanar to denote those monkeys, those fierce combatants of Rama's army."

Gorresio.

"As respects the Vanars it has to be noted that while implying that they were monkeys and nothing more, the poet has for the most part, represented them if we may judge by their sentiments and actions, as beings of a very superior order."

Oman's Indian epics P, 54 Note.

রামায়ণের বর্ণিত রাক্ষসগণ অসভ্য, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনার্য্য জাতি ছিল। গ্রীফিথ সাহেব তৎসম্পর্কে এরূপ লিখিয়াছেন,—

"Rakshas, according to the popular Indian belief, are malignant beings, demons of many shapes, terrible and cruel, who disturb the sacrifices and the religious rites of the Brahmans. It appears indubitable that the poet of the Ramayan applied the hated name of Rakshas to an abhorred and hostile people and that this denomination is here rathar an expression of hatred and horror than a real historical name."

Griffith's Introduction.

"Rakhasas, giants or fiends who are represented as disturbing the sacrifice signify here, as often elsewhere, merely the savage tribes which placed themselves in hostile opposition to Brahmanical institutions." Griffith's note.

রামায়ণে উল্লিখিত কপি ও রাক্ষসগণ যে অনার্য্য জাতি ছিল এবং রামায়ণ যে মহাভারতের অপেক্ষা ও তুলনায় শ্রেষ্ঠতর কাব্য, ইহা প্রায় সকলেরই ধারণা ও অভিমত।

"The Ramayan describes the diffusion of Hinduism throughout the demonhaunted country lying to the south of the Gangetic valley. The precepts of the Mahabharat point the paths of duty and obedience and insist upon their fulfilment whatever the cost or personal sacrifice. The Ramayan, more sympathetic and humane emphasizes the joys of homely life and lays stress upon filial, fraternal and conjugal affection pure unselfish devotion to relatives and neighbours. The Ramayan effectively dramatised by Tulsidas and other Hindu poets has therefore always made more powerful appeal to the populace."

Nelson's Encyclopædia.

ওমান সাহেব রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য সম্পর্কে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"Indeed the epics are a storehouse of Brahmanical instructions, the art of politics and Government in cosmogoing and religion ; in mythology and mysticism ; in ritualism and the conduct of daily life. They abound in dislogues where in the sublime wisdom of the east is well displayed and brim over with stories and anecdotes intended to point some moral to afford consolation in trouble or to inculcate a useful lesson."

Oman's Indian Epics.

রামায়ণের বর্ণিত আর্য্য ও অনার্য্যদিগের সংঘর্ষ-বিবরণ নূতন নহে, বৈদিক সময় হইতেই ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছিল।

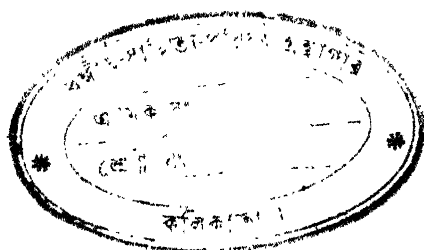
"At the time when the Indo-Aryans left their original home and set foot on Indian soil they naturally came into contact with the Dasayus (the Dagyus of the parsi sacred writing) or the aborigines of India. These premitive dwellers of the land consisited of many tribes and as without a race-name they are called the aborigines. These people forming the Turanian branch of the human family, differed widely from the Indo-Aryans in their physical appearance and colour, language and manners. Dasayus were Linga worshippers. They gave offerings and spent their substance in the service of Sisna Deva. Under such divergance there was no ground for the establishment or conservation of feelings of amity and unity between the classes. Consequently the Indo-Aryans and the Dasauys frequently found themselves in the bitterest conflict. The former however, always justified their conduct towards the latter, because they were irreligeous and because they worshipped no Vaidik gods. The Indo-Aryans, as they were naturally of fair complexion, of majestic appearance, civilised and much more advanced in thought, looked

down upon the aborigines who were of beastly and hence unsightly appearance. One Vaidik poet speaks of them as noseless. In the Veda the aborigines are frequently called Dasayus (enemies) a dasas (slave) and the Indo Aryans with a certain degree of hatred called them twacham Krishnam (ত্বচম্ কৃষ্ণম্) or the black-skin ; from the Veda, we obtain sufficient evidence of there having been a wide difference and natural enmity between them ; and the Indo-Aryans are found scornfully to apply to the Dasayus the terms of Avrata or without rights, Abrahma or prayerless, Anindra or without Indra &c. It will however be seen that these scornful epithets are not only applicable to the Aboriginal tribes, but in some places they probably refer to the Aryans Schismatics. The main difference of cause consisted in colour and features. Hence Varna (বর্ণ) or colour came to imply race or caste. Caste then gradually was purely an ethnological institution."

Hindu Civilization by R. Ghose. p. 134 & 138.

দেখা যাইতেছে রামায়ণের সময়ে অনার্য্যগণ রাক্ষস দানব ও কপি বলিয়াও অভিহিত হইত।

রামায়ণ হইতে তৎসাময়িক কি কি বিষয় জানা যায় তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈদিক সময়ের অবস্থাও রামায়ণের সময়ে অনেকাংশে বর্ত্তমান ছিল।



রামায়ণের সময়ের সর্ব্বপ্রকারের অবস্থা

জাতি

পুরাকালে সমস্ত আর্য্যজাতি হিন্দুকুশ পর্ব্বতে ও তন্নিকটস্থ প্রদেশে বাস করিত। মহাত্মা খ্রীষ্টের জন্মিবার ৪০০০ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই আর্য্য-জাতির কতক অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করে, কতক অংশ পশ্চিমাভিমুখে ইউরোপে ও অন্যান্য স্থানে প্রস্থান করে। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যজাতি খাইবার-গিরিবর্ত্ম দিয়া পাঞ্জাবপ্রদেশে প্রথম উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ ভারতীয় প্রাচীন অনার্য্য অসভ্যজাতিগণ তাঁহাদিগের আগমনে বাধা জন্মাইতে অসমর্থ হইয়া কতক বিনষ্ট হইয়াছিল এবং কতক ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে অপসৃত হইয়াছিল। বেদেও এই সব নাসিকাবিহীন বা খাঁদা-নাকবিশিষ্ট ভারতীয় আদিম অসভ্য নিবাসীদিগের বিশেষ উল্লেখ ও বিবরণ দৃষ্ট হয়। ভারত আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে এই সব অসভ্য জাতিতেই পূর্ণ ছিল। তাহারা বিভিন্ন আকৃতি, প্রকৃতি ও চরিত্রবিশিষ্ট ছিল। প্রাচীন আর্য্যগণ পাঞ্জাবপ্রদেশ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া সমস্ত পাঞ্জাবপ্রদেশ অধিকার করিয়া বসিল। উর্ব্বর পাঞ্জাবপ্রদেশের বৃদ্ধিজাতক স্বাস্থ্যে ভারতীয় আর্য্যজাতি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১০০০ এক হাজার বৎসরে অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মিবার ৩০০০ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত পাঞ্জাবপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে আর্য্যগণের আবাসস্থান হইল। বেদে পাঞ্জাবপ্রদেশস্থ প্রধান আর্য্যজাতিকে ভারত নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহা হইতেই বোধ হয় ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে।

ভারতীয় আর্য্যগণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। হিমালয়ের দক্ষিণে গঙ্গার উপত্যকায় বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত তাহাদিগের আবাসস্থান প্রসারিত হইল। এই ভূখণ্ডকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইত। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ হইতে ভারতীয় ভূভাগকে দাক্ষিণাত্য বলা হইত। এই

দাক্ষিণাত্যই ভারতীয় আদিমবাসী অনার্য্যগণের আবাস ও আশ্রয়স্থান ছিল। অনার্য্যগণ ভারতীয় সমুদ্রের উপকূলে, দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতে বা দক্ষিণ-সমুদ্র-গর্ভস্থ দ্বীপাবলীতে বাস করিতে লাগিল।

বহুদিন যাবৎ দাক্ষিণাত্য ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট অজ্ঞাত-প্রদেশ ছিল। রামায়ণের সময়েও দাক্ষিণাত্য আর্য্যগণের নিকট বিশেষ পরিচিত স্থান ছিল না। পাঞ্জাবপ্রদেশস্থ ভরতের মাতুলালয় গিরিব্রজপুর হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত পথস্থিত সমস্ত স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও অতি বিস্তৃত বর্ণনা রামায়ণে দৃষ্ট হয়। অযোধ্যা হইতে চিত্রকূট পর্য্যন্ত সকল স্থানের বিস্তৃত বর্ণনা রামায়ণে আছে। কিন্তু চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটী এবং তথা হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত পথস্থিত সকল স্থানের নদী, পর্ব্বত, রাজ্য বা প্রদেশের বর্ণনা বা নামোল্লেখ মাত্রও রামায়ণে নাই।

রামায়ণে ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, আর্য্যজাতির পূর্ব্ব হইতেই এই সব বিভিন্ন জাতির সহিত বাণিজ্যাদি প্রযুক্ত পরিচয় ছিল।

(Scythians) কীরাতগণ চীনদেশের প্রান্তভাগে বাস করিত, তথা হইতে ক্রমশঃ তাহারা হিন্দুকুশপর্ব্বত প্রদেশে ও ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়।

এইরূপে ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির আবাসস্থান হইল। রামায়ণের সময়ে ভারতবাসী আর্য্যজাতি, অনার্য্যজাতীয় রাক্ষস, যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কপি, কিরাত, ম্লেচ্ছ বা যবন, নাগ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বর্ণ

বিবাহ ও ব্যবসার বিধি ও নিয়ম হইতেই মানব-সমাজে বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণ-বিভাগের অঙ্কুর তাঁহাদের ভারতে আগমনের পূর্ব্ব হইতেই ছিল। আর্য্যজাতি পুরোহিত, যোদ্ধা, কৃষক ও শিল্পকার এই চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোথাও আর্য্যগণ এত বিভিন্ন জাতির সহিত মিশ্রিত হয় নাই। সুতরাং তাহাদের মিশ্রণে ভারতে বিবিধ বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছে। যাগযজ্ঞের ও মৌখিক শাস্ত্রচর্চ্চার প্রসার হওয়ার

পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের শ্রেণী সৃষ্টি হয়। পুরাকালে লিখন-প্রথা প্রচলিত ছিল না, কাজেই মুখে মুখে শাস্ত্রনীতি রাখার কার্য্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইল। সুতরাং তাঁহাদের নিয়মিত কর্ম্ম পবিত্র ধর্ম্মসঙ্গত হওয়ায় তাঁহারা ভক্তি-শ্রদ্ধা পাইতে লাগিলেন। যুদ্ধাদি কর্ম্মে যাঁহারা ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা যোদ্ধা বা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। যাঁহারা কৃষিকার্য্যে নিরত থাকিতেন, তাঁহারা কৃষক এবং যাহারা শিল্পকার্য্য করিত, তাহারা বৈশ্য বা শিল্পকার নামে অভিহিত হইত। রামায়ণের সময়ে এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। রাজা দশরথের বহু পত্নী ছিল, তন্মধ্যে বৈশ্যজাতীয়া পত্নীও ছিল, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রচলন থাকিলেও ব্রাহ্মণ পুরুষের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় পুরুষের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পুরুষের পুত্র বৈশ্য ও কৃষক পুরুষের পুত্র কৃষক বলিয়া পরিগণিত হইত। উপরোক্ত আর্য্য-জাতীয় চতুর্বর্ণের অনার্য্য জাতির সঙ্গেও ক্রমশঃ বিবাহ হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু অনার্য্য রমণী গর্ভজাত আর্য্য-পুরুষ ঔরস-জাত সন্তানকে অনার্য্য বলিয়াই অভিহিত হইত। এই জন্যই পৌলস্ত্য বিশ্রবা মুনির ঔরসজাত এবং অনার্য্য রাক্ষসরমণী নিকষার গর্ভজাত সন্তান রাবণ প্রভৃতিকে অনার্য্য রাক্ষস বলা হইত। আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবাহাদি দ্বারা মিশ্রণেই শূদ্রাদি বিবিধ বর্ণ-শঙ্করের উৎপত্তি হয়। রামায়ণে সেই জন্যই শূদ্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অনেক সময় ক্ষত্রিয়ের অসহ্য ছিল। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের যুদ্ধ-কলহ ইহার বিশেষ প্রমাণ। তপস্যা দ্বারা আর্য্যজাতীয় সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ বা ব্রাহ্মণশ্রেণীতে পরিগণিত হইত। অন্ধক মুনি, জনক ঋষি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু শূদ্রাদি হীনবর্ণ কিম্বা অনার্য্যজাতীয় কেহ সেইরূপ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত না বা কাহাকেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ হইতে দেওয়া হইত না। এই জন্যই রাজা রামচন্দ্র তপস্যাবলম্বী এক শূদ্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

বিবাহ

ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে বিবাহ অতি পবিত্র জিনিষ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু প্রথমতঃ রামায়ণের সময়ে ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্যগণের বহু-পত্নীত্ব আমাদের লক্ষ্য হয়। রাজা দশরথের ৩৫০ জন স্ত্রী ছিল, বালী রাজার বহু পত্নী ছিল এবং রাবণ রাজার কমপক্ষে এক হাজার পত্নী ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, রামায়ণের সময়ে বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত পবিত্র কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও নারীজাতি সমাজে তুচ্ছ ও হীনভাবে দর্শিত হইত। তখন লোক-সংখ্যা অধিক ছিল না, আবাসস্থানের অভাব ছিল না এবং জীবিকানির্ব্বাহেরও ভাবনা ছিল না। কাজেই পুরুষজাতি সুখসম্ভোগের জন্য ও সন্তান উৎপাদনার্থ বিভিন্ন বর্ণ হইতে বহুপত্নী গ্রহণ করা অসঙ্গত ও দোষাবহ মনে করিত না।

রামায়ণে এক পত্নীর একাধিক পতির বা বহু পতিত্বের দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। নিয়োগ-প্রথার নিদর্শন সামান্য দৃষ্ট হয়। রাবণাদির জন্ম, বোধ হয় নিয়োগ-প্রথানুসারে হইয়াছিল।

বিধবা রমণীর পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত ছিল। তারার সুগ্রীবের সহিত বালীর মৃত্যুর পর বিবাহ, সীতার লক্ষ্মণের প্রতি উক্তিই ইহার প্রমাণ। কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিতে পারিত না।

অনেক রমণী আজীবন অবিবাহিতা থাকিত এবং তপশ্চর্য্যায় নিরত থাকিত। শবরী, স্বয়ম্প্রভা ও বেদবতী ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

পুরুষ ও নারীর অধিক বয়সে বিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অগস্ত্যের লোপামুদ্রার সহিত বিবাহ, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির শান্তার সহিত বিবাহ, পুলস্ত্যের তৃণবিন্দুনন্দিনী হবির্ভুর সহিত বিবাহ এবং এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বয়ম্বর দ্বিবিধ ছিল। কখন বা সভাস্থলে রমণী স্বামী মনোনীত করিত যথা—ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। কখন বা রমণীকে কোন বিশেষ বীরত্ব কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির সহিত বিবাহ দেওয়া হইত, যথা সীতার বিবাহ।

রাক্ষস, গান্ধর্ব্ব ও পিশাচ বিবাহও প্রচলিত ছিল। রাবণ রাজার অনেক বিবাহই ইহার কোন না কোন প্রকারের।

ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ দ্বারাও সময় সময় বিবাহ সম্পন্ন হইত। বোধ হয় রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহকালে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার গর্ভজাত সন্তানকে অযোধ্যায় রাজা করিবেন এবং কেকেয়রাজকে যথেষ্ট পণ দিয়াছিলেন।

সমাজে বিবাহিতা অবিবাহিতা সকল নারীরই অনেকটা স্বাধীন অবস্থা ছিল। রাম-বনবাসকালে রাজমহিষীগণের ও অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিতি ও কথোপকথন, সীতার সর্ব্বসমক্ষে কথোপকথন, ও রামসহ বনবাস গমন, তারা-মন্দোদরীর সর্ব্বসমক্ষে রাম-লক্ষ্মণাদির সহিত কথোপকথন, ইন্দুমতীর সর্ব্বসমক্ষে সভাস্থলে আগমন ইত্যাদি ইহার বিশেষ নিদর্শন।

রামায়ণের সময়ে সতীদাহ প্রথাও বোধ হয় প্রচলিত ছিল। বালীর মৃত্যুতে তারার উক্তিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চ বর্ণের রমণীর বিবাহের দৃষ্টান্ত রামায়ণের সময়ে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উচ্চ বর্ণের পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণের রমণীর বিবাহের নিদর্শন রামায়ণে প্রচুর বর্ত্তমান।

আকৃতি-অবয়ব

আর্য্যদিগের আকৃতি-অবয়ব বড়ই সুন্দর ও মনোহর ছিল। সুদীর্ঘ দৃঢ় অবয়ব, আজানুলম্বিত বাহু, উচ্চ নাসিকা, আয়ত, বিস্তৃত ভাসমান কৃষ্ণতারা চক্ষু, প্রশস্ত বক্ষ, বৃষস্কন্ধ আর্য্যপুরুষের প্রধান লক্ষণ। রাম-লক্ষ্মণের রূপ-বর্ণনা হইতেই আর্য্যপুরুষের সাধারণ আকৃতি-অবয়বের পরিচয় পাওয়া যায়।

"They were majestic in appearance"

R. Ghose's Hindu civilization.

ক্ষীণ কটি, উচ্চ বক্ষ, প্রশস্ত উরু, সুগোল চক্ষু, পুষ্ট-স্ফীত গণ্ড আর্য্যরমণীর

প্রধান লক্ষণ। তাহারা সাধারণতঃ অতি সুন্দরী ছিল। সীতা উর্ম্মিলা কেকৈয়ী প্রভৃতি ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত—

আর্য্য-পুরুষ ও রমণীদিগের বর্ণ সাধারণ তপ্তকাঞ্চনসদৃশ ছিল।

অনার্য্যগণের সাধারণতঃ সুদীর্ঘ দৃঢ় বলিষ্ঠ অবয়ব, বিভিন্ন আকৃতি, ও কৃষ্ণ-বর্ণ দেহ ছিল। কবন্ধের রূপবর্ণনা, রাবণের রূপের পরিচয়, বালী-সুগ্রীব হনুমান, দুন্দুভি অসুর প্রভৃতির আকৃতির আভাস দৃষ্টেই ইহা প্রতীয়মান হইবে।

অনার্য্যগণের মধ্যে অনেক সুন্দরী রমণী ছিল। তারা মন্দোদরী ইহার নিদর্শন। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে এবং হনূমান লঙ্কাপুরীতে অনেক সুন্দরী রমণী দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

গ্রীসীয় ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ আর্য্যদিগকে ক্ষীণাবয়ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু আর্য্যবংশধর রাজপুতদিগকে অদ্যাপিও ক্ষীণাবয়ব বলা যাইতে পারে না। রামায়ণোক্ত অশ্বপতি রাজাও সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

"He was distinguished above all the barbarians by his tall and handsome figure." Arian's Alexander Page. 220

অন্যত্র ইহাও উল্লেখ আছে যে, ভারতীয় আর্য্যগণ সমস্ত এসিয়া ভূভাগমধ্যে দীর্ঘাবয়ব ছিল।

"They were of so great a stature that they were among the tallest men in Asia being five cubits in height or nearly so." Arian's Alexander by MacCrindle Page 85.

আর্য্যগণ সাধারণতঃ অতি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন। সাধারণতঃ ১০০ একশত বৎসরের ন্যূন তাঁহাদের পরমায়ু ছিল না। রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি অতি দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন, রামায়ণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি দীর্ঘজীবন সুস্থ বলিষ্ঠ দেহের পরিচয় সন্দেহ নাই।

খাদ্য

মাংস বিশেষতঃ বৃষ ও মেষের মাংস রামায়ণের সময়ে আর্য্যগণের অতি প্রিয় ছিল। গোমাংসও যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইত। মাংস মস্তিষ্কে শান্তি-সঞ্চার করিয়া থাকে। কাজেই আর্য্যগণ সাধারণতঃ মাংসাহার করিতেন। রামায়ণের বিখ্যাত শ্লোক—

"পঞ্চ-পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গী কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ॥"

রামায়ণের সময়ে আর্য্যগণের মাংসভক্ষণের যথেষ্ট প্রমাণ। মেষের মাংস যে অতি প্রিয় খাদ্য ছিল ইল্বল-বাতাপী উপাখ্যান ইহার বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু আধ্যাত্মিক সত্ত্বগুণসম্পন্ন মুনিঋষিগণ নিয়ত মাংসাহার করিতেন না। এ জন্যই মনুতে উক্ত হইয়াছে—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

পাশ্চাত্য আর্য্যগণের ন্যায় প্রাচ্য ও ভারতীয় আর্য্যগণ মদ্যও ব্যবহার করিতেন। এমন কি রামচন্দ্রও মদ্যপান করিতেন। আর্য্যরমণীগণও মদ্য ব্যবহার করিত। সীতা মদ্য পান করিতেন, ইহার উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায়।

ভারতীয় আর্য্যজাতির সাধারণ খাদ্য তণ্ডুল ছিল। যব গোধূম প্রভৃতি নানাবিধ শস্যও সাধারণ লোকের আহার্য্য ছিল।

ভারতীয় আর্য্যগণের পরিমিত আহার ছিল। এজন্য প্রাচীন গ্রীকগণ ভারতীয় আর্য্যগণকে বিশেষ প্রশংসা করিত।

বিবিধ সুমিষ্ট খাদ্যাদিরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ভরদ্বাজাশ্রমে ভরত সৈন্যের ভোজন-বিবরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কোন কোন প্রদেশে পেয়াজ রসুন ইত্যাদিও ব্যবহার হইত।

দুগ্ধ ও ঘৃত পূর্ব্বাপরই শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

বিভিন্ন অনার্য্যজাতির বিভিন্ন আহার ছিল। সাধারণতঃ তাহাদের যথেচ্ছ আহার ছিল। কপিগণ ফলমূলাদি মদ্যমাংস প্রভৃতি যাহা পাইত তাহাই খাইত। রাক্ষস-কিরাতগণ নরমাংস পর্য্যন্ত খাইত।

অনার্য্য রমণীগণও মদ্যমাংস ব্যবহার করিত। কিষ্কিন্ধ্যার রমণীগণের মদবিহ্বলামূর্ত্তি ও লঙ্কার নারীগণের মনমোহিতা সুষুপ্তাবস্থা ইহার বিশেষ নিদর্শন।

বেশ-ভূষা

ভারতীয় আর্য্যগণের পরিচ্ছদ সাধারণ ছিল। একখানি ধুতি কটিবন্ধে জড়ান থাকিত আর একখানি দেহের ঊর্দ্ধভাগে থাকিত। আর্য্যরমণীদিগের পরিচ্ছদও অতি সাধারণ ছিল। তাহারাও পুরুষের ন্যায় দুইখানি ধুতি ব্যবহার করিত। একখানি পরিধান করিত আর একখানি দ্বারা উত্তরীয় স্বরূপ শরীর ও মস্তক আবৃত করিত। সময় সময় এই দ্বিতীয় খানি অবলম্বনের কার্য্য করিত। সীতাহরণকালে সীতা তাঁহার এই উত্তরীয় খানি সুগ্রীবাদি পঞ্চ বানর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সাধারণ আর্য্য-পরিচ্ছদ অদ্যাপিও কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে।

সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন আর্য্যপুরুষ ও রমণীগণের বিবিধ প্রকারের পরিচ্ছদ ছিল।

আর্য্য পুরুষগণের মস্তকের জন্য পাগড়ী টুপী প্রভৃতি পরিচ্ছদ ছিল, কিন্তু আর্য্যরমণীগণের সেরূপ কোন শির-পরিচ্ছদ ছিল না।

আর্য্যগণের মধ্যে অনেক পুরুষ সুদীর্ঘ চুল রাখিয়া বেণীর ন্যায় সংবদ্ধ করিয়া রাখিত এবং তাহার উপর পাগড়ী ব্যবহার করিত। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যাওয়ার কালে রাম-লক্ষ্মণের রূপ-বর্ণনা হইতে ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। রাজগণ মুকুট ব্যবহার করিতেন। ভারতীয় আর্য্য পরিচ্ছদগুলি সাধারণতঃ তুলা হইতে প্রস্তুত হইত। কিন্তু ধনী ব্যক্তিগণ রেশমী ও পশমী

পরিচ্ছদ পরিধান করিত। ভরতের কৌশেয় বস্ত্র পরিধানের উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকের দিনের পূর্ব্বরাত্রে কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া সাত্ত্বিক-ভাবে ভগবদারাধনায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ভরতের মাতুলালয় হইতে অনেকগুলি কম্বল ও অজিন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় আধুনিক কালের ন্যায় রামায়ণের সময়েও কাশ্মীর পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল এই প্রকারের সব জিনিসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

উল, তুলা, রেশম, পশম ইত্যাদি ব্যতীত তৃণ বা ঘাস দ্বারাও পরিধেয় প্রস্তুত হইত। বল্কল দ্বারাও পরিধেয় প্রস্তুত হইত। যোগী ঋষিগণ সাধারণতঃ বল্কল ও অজিন পরিধান করিতেন। রাম-লক্ষ্মণাদি বনবাসকালে মুনি ঋষিগণের ন্যায় বল্কল ও অজিন পরিধান করিয়াছিলেন।

ভারতীয় আর্য্যগণ কাচ-পাদুকা ও চর্ম্ম-পাদুকা ব্যবহার করিত। তৃণ-পাদুকাও ব্যবহৃত হইত। রামচন্দ্র ভরতকে কুশনির্ম্মিত পাদুকা দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ গোঁপ দাড়ি রাখিত না কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ গণ্ডদেশের উভয় পার্শ্বে সাধারণতঃ দাড়ি ও গোঁপ রাখিত। যোগী মুনি ঋষিগণ চুল জটা করিয়া রাখিত। রাম-লক্ষ্মণাদিও তজ্জন্য গুহ-আলয়ে বনবাস যাওয়ার কালে বটবৃক্ষের ক্ষীর দ্বারা তাহাদের চুল জটাযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রীকগণ ভারতীয় আর্য্যগণের পরিচ্ছদের সাধারণতার প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আর্য্যগণের ভূষণ বা অলঙ্কারপ্রিয়তার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। আর্য্যপুরুষ ও রমণী সকলেই বিবিধ প্রকারের স্বর্ণ রৌপ্য হীরা মণি মুক্তাখচিত অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিত। ভারতে বহুমূল্য মণি-মুক্তা ইত্যাদি সহজপ্রাপ্য ও সুলভ এই জন্যই বোধ হয় সকলেই বিবিধ প্রকারের অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিত।

নৃপতিগণ স্বর্ণ ও মণিমুক্তাখচিত মুকুট ব্যবহার করিত। আর্য্যগণ কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার, বাহুতে কেয়ূর, হস্তের মণিবন্ধে বলয় ব্যবহার করিত। ইহা সমস্তই সাধারণতঃ বহুমূল্য স্বর্ণ, হীরক, মণি-মুক্তানির্ম্মিত ও খচিত থাকিত। আর্য্য রমণীগণেরও পুরুষের ন্যায় ভূষণ ছিল। অধিকন্তু তাহাদের পদ-ভূষণ ও

কটিভূষণও থাকিত। তাহাদের কটি-ভূষণ আধুনিক মাড়ওয়ারী রমণীগণের কটি-ভূষণের স্থায় ছিল। পাদ-ভূষণ নূপুর ছিল। লক্ষ্মণ সীতার পরিত্যক্ত নূপুর চিনিয়াছিলেন—কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনিতে পারেন নাই। ইহা হইতেই তৎসাময়িক ভূষার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। রামচন্দ্র অগস্ত্যপ্রদত্ত বলয়-ভূষণ ব্যবহার করিতেন। তিনি মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে উহা তাঁহার পুত্র কুশকে দিয়া গিয়াছিলেন। আর্য্যগণের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে টাবো বলেন—

"In contrast with the simplicity they deserve in other matters they love finery and ornaments. They wear dress in gold and adorned with precious stones and also flower robes made of fine muslin."

Ancient India (Strabo) by MacCrindle page 57.

বসিবার চেয়ার অথবা কেদারার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় পিঠ (short foot-stools) এবং মাচা (Pethas of large dimensions ornamented with gold and ivory) ব্যবহৃত হইত।

অনার্য্যদিগের বেশ-ভূষা বিবিধ প্রকারের ইচ্ছানুরূপ ছিল। তবে যাহারা কিছু সভ্য তাহাদিগের বেশ-ভূষা আর্য্যদিগের অনুরূপ ছিল। রাবণ মন্দোদরী ইন্দ্রজিৎ বালী সুগ্রীব তারা অঙ্গদাদি প্রভৃতির বেশ-ভূষা বোধ হয় আর্য্যদের অনুরূপই ছিল।

রীতি-নীতি

সমাজে অনেকের বহুপত্নী থাকিলেও উপপত্নী রাখার রীতি ছিল। ইহা কখনও দোষাবহ গণ্য হইত না। রাজা দশরথের এবং বালী ও রাবণ রাজার বহুপত্নী থাকা সত্ত্বেও অনেক উপপত্নী ছিল। সম্ভবতঃ ধনী ব্যক্তি ও নৃপতি-গণই এইরূপ উপপত্নী রাখিত। কিন্তু সাধারণ লোকে নির্ম্মলভাবে থাকিত, তাহাদের মধ্যে বিলাসিতার চিহ্নমাত্র ছিল না।

আর্য্য ধনী ও নৃপতিগণ পারিষদ্-পরিবৃত থাকিত। পারিষদ্ ও অমাত্যগণের উল্লেখ রামায়ণে যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি বিলাসিতার কোন কোন

অঙ্গ সমাজে থাকিলেও ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা সকলেই সরল ও সুস্থ জীবনে কাল কাটাইত। নৈতিকভাবে তাহাদের জীবন অতি উচ্চ আদর্শ ছিল। সত্য, ধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষাই তাহাদের জীবনের বিশেষত্ব ছিল।

ভারতীয় আর্য্যগণ স্পষ্টবক্তা ছিল। তাহারা অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইত না। তোষামোদ ভারতীয় আর্য্য-চরিত্রের বিরুদ্ধ কর্ম্ম। রামায়ণে তোষামোদের দৃষ্টান্ত অতি বিরল, একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কর্ম্মানুসরণে ভারতীয় আর্য্যগণের চরিত্র বিকাসিত। কার্য্যে তাহাদের মনোভাব ও হৃদয়-বৃত্তি প্রকাশিত হইত। নির্ভীকচিত্তে ও প্রকাশ্যভাবে তাহারা তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিত।

রাম-বনবাস কালে লক্ষ্মণের উক্তিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আর্য্য-চরিত ও রীতি জানা যায়।

আর্য্যগণ উৎসাহশীল ও কর্ম্মঠ ছিল। তাহারা পরনিন্দুক ও পর-পীড়নকারী ছিল না। অযথা তাহারা কাহাকেও হিংসা বা পীড়ন করিত না। তাহারা যথাসাধ্য পরোপকারী ছিল। অধর্ম্ম তাহাদের চক্ষুর অসহ্য ছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, অধর্ম্মের নিধন, ধর্ম্মের সংরক্ষণ তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল।

ভারতীয় আর্য্যগণ জগতে নিরাশচিত্তে কাল কাটাইত না। তাহারা সদাই কর্ম্মশীল ছিল এবং স্বীয় স্বীয় শক্তি উদ্যম কর্ম্মক্ষমতা ও বাহুবলের উপরই সতত নির্ভর করিত।

ভারতীয় আর্য্যগণের জীবন যেরূপ উন্নত ছিল মৃত্যুও সেইরূপ উচ্চ ভাবের ছিল। বাড়ীতে রুগ্ন-শয্যায় মৃত্যু অপেক্ষা তাহারা যুদ্ধে, অরণ্যে বা নদী-স্রোতে দেহত্যাগ শ্রেয়স্কর মনে করিত। মহারাজা দিলীপ, রঘু অরণ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রাম-লক্ষ্মণাদি সরযূ নদীর পবিত্র স্রোতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর পর শ্মশানক্ষেত্রে বা অন্যত্র কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখা হইত না।

ভারতবাসিগণ মনে করিত ইহজন্মের সৎ ও পুণ্য কর্ম্মই চিরস্থায়ী ও বিশ্বব্যাপী স্মৃতিচিহ্ন। রামায়ণে কোন স্মৃতিচিহ্নের উল্লেখই দৃষ্ট হয় না।

"The Indians do not rear any monuments to the dead, but consider the virtues which men have displayed in life and the songs in which their praises are celebrated sufficient to preserve their memory after death."

Ancient India (Strabo) by MacCrindle Page 69.

নৃপতি ও ধনিগণের প্রধান যান-বাহন হস্তী ছিল। তৎপরে রথ, তৎপরে উষ্ট্র তাহাদের যান-বাহন ছিল। একাশ্ব দ্বারা চালিত যান সর্ব্ব সাধারণে ব্যবহার করিত। তাহা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আধুনিক এক্কার অনুরূপ।

মৃগয়া ধনী ও নৃপতিগণের প্রিয় ছিল; রাম-লক্ষ্মণাদির বাল্যকাল হইতে মৃগয়া বা দশরথের মৃগয়া-বিবরণ ইহার নিদর্শন। ভারতবাসী সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। বীণা সুশ্রাব্য বাদ্যযন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। ভারতীয় রমণীগণও গান, বাদ্য ও নৃত্যাদিতে অভ্যস্ত ও নিপুণ ছিল।

ভারতীয় রমণীগণ রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত এবং দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিত। ভারতীয় রমণীগণ মধ্যে কেহ কেহ যোগ-তপস্যাবলম্বিনীও ছিল। শবরী, বেদবতী, স্বয়ম্প্রভা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

সাধারণতঃ ভারতীয় ভদ্ররমণীগণ সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইত না। অগ্নি-পরীক্ষা সময়ে সীতার সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত সম্বন্ধে রামচন্দ্রের উক্তি হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ও ব্যবহার অতি সরল ও কতকটা স্বাধীন ছিল।

ভারতবাসিগণ উদ্যানপ্রিয় ছিল। লঙ্কার অশোকবন ও অযোধ্যার অশোক-উপবন ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত।

সভ্য অনার্য্যগণের রীতি-নীতিও আর্য্যগণের অনুরূপ ছিল। অসভ্য অনার্য্য-গণের কোন নিয়মিত রীতিনীতি ছিল না। তাহাদের রীতি-নীতি ইচ্ছানুরূপ ছিল।

সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থা

"The Political institution of those days resembled those of the Homeric Greeks." R. Ghose's Hindu civilization.

ভারতীয় আর্য্যগণের রাজত্ব ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কোন কোন রাজ্য এত ক্ষুদ্র ছিল যে, উহা আধুনিক ক্ষুদ্র এক সহরের অনুরূপ ছিল। প্রত্যেক রাজাই সাধারণতঃ স্বাধীন ছিল কেহ কাহারও অধীন ছিল না। কেহ কাহাকেও অধীন করিতেও চেষ্টা করিতনা বা রাজত্ব লইতেও প্রয়াস পাইত না। প্রাচীন গ্রীকগণের ন্যায় বোধ হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের বৃহৎ সাম্রাজ্যের ধারণা ছিল না। রাজা দশরথের পিতামহ মহারাজা রঘু হইতেই প্রধানতঃ সাম্রাজ্যের ধারণা ভারতে উদ্ভব হয়। রাজা দশরথের ও রামচন্দ্রের উক্তিতে কোন কোন স্থলে সম্রাটের ধারণার আভাস পাওয়া যায়।

রাজা দশরথের কৈকেয়ীর প্রতি উক্তি ও রামচন্দ্রের বালীর প্রতি উক্তি ইহার দৃষ্টান্ত।

ভারতীয় আর্য্যগণের প্রত্যেক রাজ্যই সেই দেশের রাজা দ্বারা শাসিত হইত। রামায়ণে কোথাও প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু লোক সাধারণতঃ স্বাধীন ছিল, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ অনেকাংশে স্বাধীন ছিল। জনসাধারণই এক-প্রকার রাজা নির্ব্বাচন করিত। রামের রাজ্যাভিষেক আয়োজনের পূর্ব্বে রাজা দশরথ কর্ত্তৃক সকলের অভিমত গ্রহণ এবং দশরথের মৃত্যুর পর সকলের রাজা নির্ব্বাচন ইহার প্রধান নিদর্শন।

গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন রামায়ণাদির সময়ে কোথাও কোথাও প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি (Oligarchic Republics) ভারতে বর্ত্তমান ছিল। নৃপতিগণের ক্ষমতা অপ্রতিহত (absolute) ছিল না এরূপ বোধ হয়। রাজা রাজকার্য্য অমাত্য-গণ দ্বারা (council of elders) পরিচালিত হইয়া করিতেন। রাজা দশরথ এমন কি রাবণ রাজাও অমাত্যগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এরূপ উল্লেখ দেখা যায়। "Meetings of Princes are also alluded to."

R. Ghose on Hindu civilization.

রাজা দশরথ অনেক রাজাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, উল্লেখ আছে। রাজশক্তি ধর্ম্মশাসনের সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজার আদেশ সর্ব্বদা ও সর্ব্বাগ্রে পালন করা কর্ত্তব্য ইহা সকলেরই ধারণা ছিল। রামচন্দ্র ও মারীচের বাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ। দণ্ডবিধান শক্তি কেবল রাজারই ছিল এবং তাহা অনিবার্য্য ছিল। রাজা রাজ্যের শান্তিবিধান করিতেন এবং নিঃস্বার্থভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। রাজা অভাবে লোকে রাজ্য অশান্তিজনক মনে করিত। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর সর্ব্বসাধারণের উক্তিতে ইহা প্রতীয়মান।

অনার্য্য রাজাগণের রাজনৈতিক অবস্থাও প্রায় আর্য্যরাজাগণের অনুরূপ ছিল। তাহারা সাধারণতঃ লিঙ্গোপাসক ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল এইজন্য তাহারা আর্য্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

রাজসভা ও রাজপ্রাসাদ।

ভারতীয় প্রত্যেক রাজ্যের একটি স্বতন্ত্র রাজধানী ছিল। যথা অযোধ্যা-রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যাপুর, মিথিলা রাজ্যের রাজধানী জনকপুর, কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যানগর এবং লঙ্কারাজ্যের রাজধানী লঙ্কাপুর। প্রত্যেক রাজধানীই পরিখা ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

প্রত্যেক রাজার মন্ত্রী, পারিষদ্ ও অমাত্য ছিল। রাজাদিগের দূত ও গুপ্ত-চর থাকিত। আধুনিক সময়ের ন্যায় আবশ্যক মত দৌত্যকার্য্যে প্রধান ব্যক্তিগণ বা সেনাপতিগণও নিযুক্ত হইত। অঙ্গদ রাবণ-সভায় এইরূপ দৌত্যকার্য্য করিয়াছিল। শুক-সারণ গুপ্তচরের দৃষ্টান্ত। রাজা গুপ্তকর্ম্ম, কোষাগার ও গুপ্তকর্ম্ম স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি স্বয়ংই বিচারকার্য্য করিতেন। প্রত্যেক রাজার পারিষদ্ (Companions) এবং সহচর (aide-de-camp) ছিল। গুরু, ঋত্বিক, পুরোহিত, সারথি, প্রতিহারী, দ্বারপাল প্রভৃতিও নিয়ত প্রত্যেক রাজসভায় থাকিত। প্রায় রাজ্যেই একজন যুবরাজ থাকিত এবং একজন সেনাপতি ছিল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য আবশ্যকীয় কর্ম্মচারীও প্রত্যেক রাজ্যেই থাকিত। রাজপ্রাসাদ সাধারণতঃ সুরম্য হর্ম্ম্যে শোভিত থাকিত। রাজপ্রাসাদের হর্ম্ম্যে বিবিধ কক্ষ ছিল। অধিকাংশ রাজারই অসংখ্য পত্নী ও

উপপত্নী থাকিত। রাজপ্রাসাদে তাহাদের প্রত্যেকের জন্ত পৃথক পৃথক কক্ষ নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তন্মধ্যে দুই এক জন রাণী প্রধানা রাণী বলিয়া গণ্য হইত। রাজা দশরথের প্রধানা রাণী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা ছিল, বালী রাজার প্রধানা রাণী তারাদেবী ছিল এবং রাবণ রাজার প্রধানা মহষী মন্দোদরী ছিল।

রাজপ্রাসাদে রাজনন্দনদিগের জন্তও পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

রাজপ্রাসাদের ভিতর অন্ত ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে যাইতে পারিত না। বিশ্বাসী অমাত্যগণ ও যাইতে পারিত না।

রাজপ্রাসাদে দাসদাসীদিগের থাকিবার পৃথক স্থান ছিল। প্রত্যেক রাজ-রাণীর অসংখ্য দাসী এবং রাজপুত্র ও রাজাদিগের অসংখ্য দাস থাকিত।

রাজাদিগের কর্ত্তব্য ও আদর্শ-রাজনীতি সম্বন্ধে রামচন্দ্র ভরতকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতেই রামায়ণের সময়ের রাজনীতি সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

অনার্য্য রাজাদিগের রাজসভা ও রাজপ্রাসাদ আর্য্য রাজাদিগের রাজসভা ও রাজপ্রাসাদ হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না।

রাজ্যশাসন-প্রণালী

রাজ্যের আয় প্রধানতঃ উপসত্ব ও বাণিজ্য হইতে প্রভূত উৎপন্ন হইত। খনি, লবণ, শুল্ক, নদীর ঘাট ও হস্তী হইতেও রাজ্যের আয় হইত।

রাজার নিজের পৃথক কোন জমি জায়গীর ছিল বলিয়া দেখা যায় না। কিন্তু রাজাদিগের নিজ নিজ গো ও গাভী ছিল। রাজা দশরথের রাম-লক্ষ্মণাদির বিবাহসময়ে গো-বিতরণ, রামচন্দ্রের বনগমনকালে গো-বিতরণ—ইহার নিদর্শন।

রামচন্দ্রের ভরতের প্রতি উক্তিতে (অযোধ্যাকাণ্ডে) রামায়ণের সময়ের রাজ্যশাসন-প্রণালী জানা যাইবে। রাবণের প্রতি শূর্পণখার উক্তিতে তৎ-সাময়িক রাজনীতির কতক আভাস পাওয়া যায়।

রামায়ণের সময়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী এইরূপ পৃথক বিচার-বিভাগ থাকা জানা যায় না। কোন উকীল-মোক্তারেরও উল্লেখ দেখা যায় না। প্রত্যেক রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাকায় রাজা স্বয়ংই বিচার করিতেন। উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্রের দুই একটি বিচার-কার্য্যের উল্লেখ আছে, তদ্দৃষ্টেই ইহা প্রতীয়মান হইবে। রাজা স্বীয় পারলৌকিক ও প্রজার হিতার্থে ধর্ম্মসঙ্গতভাবে রাজ্যশাসন ও বিচার করিতেন।

রামায়ণের সময়ে সুবর্ণ-নিষ্ক মুদ্রা প্রচলিত ছিল ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্য কোনরূপ মুদ্রা বা পয়সা ইত্যাদির সমতুল্য জিনিষও থাকিতে পারে কিন্তু তাহার উল্লেখ দেখা যায় না।

ব্যবসা-বাণিজ্য।

বিবিধ শস্যোৎপাদন অধিকাংশ লোকের ব্যবসা ছিল। হস্তী অশ্ব প্রভৃতির যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। তুলা হইতে বিবিধ বস্ত্র ও বস্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। উল, রেশম, পশম প্রভৃতি জিনিষ দ্বারাও বিবিধ বস্ত্র ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। সমাজে পুরোহিত, ভিষক, গায়ক, বাদক, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, কাঠুরিয়া, তেলী, কুম্ভকার, মালাকর, সূত্রধার, দোকানদার, শুঁড়ি, তাঁতি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকারের ব্যবসায়ীই ছিল।

খনিজ পদার্থের যথেষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারগণ খনিজ পদার্থের কাজ করিত। খড়্গ, ত্রিশূল, ভল্ল, বাণ, ঢাল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র ও যুদ্ধ-যন্ত্র সকল কর্ম্মকারগণ প্রস্তুত করিত।

ভারতে যে সকল মূল্যবান ধাতু সকল পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা বিবিধ বহুমূল্য ও মনোহর জিনিষাদি প্রস্তুত হইত। স্বর্ণ রৌপ্য হীরা মণি মুক্তা মাণিক্যাদি তন্মধ্যে প্রধান।

প্রস্তর-ইষ্টকাদি দ্বারা মনোহর হর্ম্ম্যাদি প্রস্তুত হইত। বৈশ্যগণ প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে রত ছিল। বাণিজ্য দ্রব্যাদি বহন জন্য গোযানেরও (গরুর গাড়ী) উল্লেখ দেখা যায়। ঋণ-প্রথাও সমাজে ছিল।

ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য যে কেবল ভারতবর্ষেই আবদ্ধ ছিল, এরূপ নহে; ভারতবাসিগণ সমুদ্র দিয়া বিদেশে যাইয়াও ব্যবসা-বাণিজ্য করিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৈদেশিক-সম্বন্ধ ও সাময়িক অবস্থা।

ভারতীয় রাজগণ পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতেও ত্রুটি করিত না। কিন্তু কোন রাজাই অন্যের রাজত্ব আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিত না। বিজিত রাজা হইতে কর আদায় করা হইত। নিহত রাজার স্থলে তাহার পুত্র, ভ্রাতা কি অন্য কোন নিকট সম্পর্কিত ব্যক্তিকে রাজা করা হইত। কিষ্কিন্ধ্যায় ও লঙ্কারাজ্যে এরূপ করা হইয়াছিল। ইহা ভারতবাসীদিগের ধর্ম্মভাব ও উদার প্রকৃতির লক্ষণ।

প্রত্যেক রাজ্যে যথেষ্ট সৈন্য থাকিত। তাহারা রীতিমত মাহিনা পাইত। সৈন্যগণ কেহ পদে, কেহ অশ্বে, কেহ হস্তীতে, কেহ রথে যুদ্ধ করিত। পদস্থ যোদ্ধৃগণ রথে চড়িয়াই যুদ্ধ করিত।

ধনুর্ব্বাণের উল্লেখই বিশেষরূপ দৃষ্ট হয়। কোন বন্দুক বা কামানের উল্লেখ দেখা যায় না। আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতিকে কেহ কেহ আধুনিক কামান ও বন্দুকের অনুরূপ বলেন। ধনুর্ব্বাণের নিপুণতা অতি আশ্চর্য্য ছিল।

প্রত্যেক রাজাই রাজার নিজস্ব বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং প্রায় প্রতি রাজ্যেই ভেদের প্রাবল্য ছিল।

বৈদেশিক রাজাদের রাজ্যেও যাওয়া-আসা ছিল এবং বৈদেশিক রাজ্যেও দূত প্রেরণাদি ছিল।

চিকিৎসা-শাস্ত্র।

চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ে ভারতীয় আর্য্যগণ বিশেষ উন্নত ছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিবিধ বনজ বৃক্ষ-লতা ও পদার্থের উৎকৃষ্ট ঔষধ-গুণ অবগত ছিল,

ইহাই তাহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতির প্রধান নিদর্শন। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পর তাহাকে বনজ ঔষধ দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করা ইহার এক প্রমাণ।

"Another progress of the social progress of the Indo Aryans is derived from their knowledge of herbs and mode of medical treatment." R. Ghose's Hindu Civilization.

ভৌগলিক জ্ঞান।

সুগ্রীবের ভূমণ্ডল-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, রামায়ণের সময়ে ভারত-বাসীর ভৌগলিক জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। সেই সময় আফগানিস্থানও ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল।

বানরগণের সীতা-অন্বেষণ, উত্তরকাণ্ডের রাবণের দিগ্বিজয়-বিবরণ দৃষ্টে জানা যাইবে, ভারতবাসিগণ রামায়ণের সময়ে দূর দেশান্তরের সংবাদ ও বিবরণ সম্যক্ রূপেই অবগত ছিল।

জ্যোতিষশাস্ত্র-জ্ঞান।

রামায়ণের সময়ে ভারতবাসীদিগের জ্যোতিষ-জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। রাম-লক্ষ্মণাদির জন্মপত্রিকাই ইহার সুন্দর নিদর্শন।

রাশি-নক্ষত্র অনুসারে গণনা করা হইত। এখনও তাহাই হইতেছে।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া অনেকেই মনে করেন। রামায়ণের পরবর্ত্তী সময়ে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ভারতে হইয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি-সাধন হইয়াছে।

ভাষা ও সাহিত্য।

রামায়ণের সময়ে ভারতে সংস্কৃত ভাষাই প্রচলিত ছিল। সাধারণ লোকে প্রাকৃত সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিত।

ইতিপূর্ব্বেই বেদ প্রস্তুত হইয়াছিল। ব্যাকরণ-শাস্ত্রও সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল। ব্যাকরণের পর জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল। ধর্ম্ম-

শাস্ত্র, সঙ্গীত-শাস্ত্র, এবং বিবিধ সাহিত্যেরও যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। রাজনীতি, সন্ধি-বিগ্রহাদি বিভিন্ন শাখাসহ সুন্দর বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম।

ভারতীয় আর্য্যগণের বৈদিক ধর্ম্ম ছিল।

আর্য্যগণ সাধারণতঃ ধর্ম্মপ্রবণ ছিল এবং ধর্ম্মই সংসারের সার ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ তাহারা মনে করিত। যাগ-যজ্ঞাদি সন্ধ্যা-আহ্নিক যোগ-তপস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন প্রকারে তাহারা ধর্ম্মাচরণ করিত। কোন প্রকারের মূর্ত্তি-পূজার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কেবল অনার্য্যগণ লিঙ্গ-উপাসক ছিল এবং লিঙ্গ-পূজা করিত।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এক পরমপুরুষ জগদীশ্বরের বিভিন্ন মূর্ত্তি বা বিগ্রহ বলিয়া পরিগৃহীত হইত। ব্রহ্মা ভগবানের সৃষ্টি-ক্ষমতার, বিষ্ণু রক্ষা বা প্রতিপালন-ক্ষমতার এবং শিব সংহার-শক্তির বিগ্রহ বলিয়া পরিগণিত ছিল। অদ্যাপিও ভারতবাসীর সাধারণতঃ এইরূপ ধারণা বর্ত্তমান।

ভারতীয় আর্য্যগণ রীতিমত শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ও পিণ্ডদান ইত্যাদি করিত। ইহা ধর্ম্মসঙ্গত ব্যাপার ও পারলৌকিক হিতকর কার্য্য, তাহারা এইরূপ মনে করিত। অধুনাও সাধারণ ভারতবাসীর এইরূপ বদ্ধমূল ধারণা।

সর্ব্ব প্রকারের দান ধর্ম্মজনক কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। গো ও গাভীদান শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

উপবাসের উপকারিতা আছে, এইজন্য উপবাসও ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। এইজন্য রামচন্দ্র সস্ত্রীক রাজ্যাভিষেকের নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্ব দিন উপবাসী থাকিতে আদিষ্ট হইয়া উপবাসী ছিলেন।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইত।

মানব-জীবন চতুরাশ্রমে বিভক্ত ছিল। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যে শিক্ষা-জীবন, গার্হস্থ্যে কর্ম্ম-জীবন, বানপ্রস্থে ত্যাগ-

জীবন এবং সন্ন্যাসে যোগ-জীবন এইরূপ মানব-জীবন চারিভাগে বিভক্ত ছিল। ইহা সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয় নূতন জিনিষ।

স্বর্গ ও নরকের ধারণা ভারতবাসিগণের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। এইজন্য স্বর্গ ও নরকের বিবিধ বর্ণনা কল্পিত হইয়াছে।

ভারতবাসী জন্মান্তরও বিশ্বাস করিতেন, এখনও অনেকে করেন। এই জন্মান্তর কর্ম্মফলজনিত বলিয়া ভারতবাসীর ধারণা। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে লোকের জন্মান্তর হইয়া থাকে এবং জন্মান্তরে কর্ম্মফলভোগ হইয়া থাকে, এই-রূপ ধারণা। ইহা হইতেই নৈতিক-তত্ত্ব ও নৈতিক জীবনের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

দর্শন।

রামায়ণে দর্শন-তত্ত্বের স্পষ্ট কোন বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু রামায়ণের প্রায় সর্ব্বত্রই দর্শন-তত্ত্ব অন্তর্নিহিত। ইহা মহাকবি বাল্মীকির অসা-ধারণ সুকৌশল ও অতুলনীয় কৃতিত্ব।

রামায়ণের সময়ের পূর্ব্বেই ভারতে দর্শন-শাস্ত্রের বিকাশ হইয়াছিল। জড়-জগৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত, দর্শনের এই সর্ব্ব-সম্মত আদি তত্ত্ব ভারতে অতি পূর্ব্বেই প্রচারিত ছিল।

শরীর হইতে আত্মার পার্থক্যতা ও আত্মার পৃথক অস্তিত্ব ভারতীয় আর্য্যগণ পূর্ব্বাপরই স্বীকার করিত। আত্মা অবিনশ্বর, পবিত্র ও ভগবানের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কালে বিশ্ব তাঁহাতেই বিলয় হইবে ইহাই আর্য্যগণের ধারণা। জড়জগৎ ও জীবজগৎ উভয়েই তিনি প্রকটিত।

গ্রীকদিগের ন্যায় ভারতীয় আর্য্যগণ ঈশ্বরেতে লয়প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ ও মোক্ষ মনে করিত। এই মোক্ষ-লাভের জন্য যোগ, তপস্যা, ধ্যান ইত্যাদি বিবিধ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কর্ম্মশীল ব্যক্তির ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্মই মোক্ষের প্রধান সোপান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"Religion moulded Indian life and all its social and political institutions."

R. Ghose's Hindu Civilization.

রামায়ণ যে কেবল আদর্শ প্রকৃত ইতিহাস, তাহা নহে—ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-গ্রন্থও সন্দেহ নাই। মহৎ গ্রন্থ রামায়ণ কি ধর্ম্মপ্রচার করে? রামায়ণে শান্তরস, ভক্তিরসের বিরাম নাই সত্য, কিন্তু রামায়ণের ধর্ম্ম কি? প্রথমতঃ রামায়ণ এক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করে। তিনি কিরূপ? তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা, নিরাকার, নিরবয়ব অথচ সর্ব্বসৃষ্টিতে বিরাজমান, তিনি সর্ব্বদর্শী, দ্রষ্টব্য অথচ অদ্রষ্টব্য, জ্ঞেয় অথচ অজ্ঞেয় এবং তিনি সর্ব্ব প্রকারেই পূর্ণ।

"In God there are united all conceivable perfections,—the perfection of beeing, which is self-existence, the perfection of power, almightiness, the perfection of wisdom, all knowingness, the perfection of conscience, all rightcousness, the perfection of the affections, all-lovingness, and the perfection of soul, all holiness, that he is perfect cause of all, that he creates, making every thing of perfect material, from a perfect motive, for a perfect purpose, as a perfect means, that He is perfect providence also, and has arranged all things in his creation, so that no ultimate and absolute evil shall befall any thing that He has made; that in the material world all is order without freedom for a perfect end; and in the human world, the contingent forces of human freedom were perfectly known by God at the moment of creation, and so balanced to gether that they shall work out a perfect blessedness for each and for all his children."

Theodore Parkar's Thiesim. Athiesim and popular Theology.

পাশ্চত্য জগতেরও সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ সম্বন্ধে এইরূপ আধুনিক অভিমত। বহুবর্ষাবধি অপুত্রক রাজা দশরথের চারিটি সুযোগ্য পুত্র

সন্তানের বহুকাল পরে আবির্ভাব, ঊনষোড়শবর্ষবয়স্ক বালক রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনি ঋষিগণের যজ্ঞ বিঘ্নকারী দুর্দান্ত রাক্ষসগণের বিনাশ, সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের অলৌকিক শিক্ষা-বলে রাম-লক্ষ্মণের অসাধারণ গুণগ্রাম-লাভ, সেই সিদ্ধ মহাপুরুষের অসাধারণ শিক্ষাগুণে সর্ব্বগুণাধার রামচন্দ্রের অসময়ে অভিষেকায়োজন এবং তৎপরিণাম তাহার বনবাস, রাম-লক্ষ্মণাদির সেই হিংস্র জন্তু ও অত্যাচারী দুর্দান্ত রাক্ষসাদি-সমাকুল অরণ্যে ও পর্ব্বতাদিতে জীবনধারণ, অসভ্য কপিজাতি সুগ্রীবাদির সহিত সুসভ্য আর্য্যজাতি রামচন্দ্রাদির অকৃত্রিম সখ্যভাব, বীরবর হনূমান্ কর্তৃক বহুযোজনব্যাপী উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সাগর-লঙ্ঘন ও তৎপর শিল্পকুশল নল কর্তৃক সেই সাগর-বন্ধন, অশিক্ষিত অনার্য্য কপিসৈন্যের সাহায্যে সুশিক্ষিত সুসভ্য আর্য্য রাম-লক্ষ্মণাদি দ্বারা দুর্দান্ত ও প্রবল পরাক্রান্ত অনার্য্য রাবণের সবংশে নিধন এবং সুরক্ষিত প্রাকারবেষ্টিত লঙ্কাপুরী হইতে অবরুদ্ধা সতী-সাধ্বী সীতাদেবীর উদ্ধার-সাধন কি সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সর্ব্ব প্রকারের শক্তির পরিচয় নহে? এই সব ঘটনা কি সর্ব্বোপরি একজন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে না? সেই সর্ব্বশক্তিমান মহাপুরুষের অসাধারণ শক্তিবলেই এই সব ঘটনার সৃষ্টি। কোথায় অযোধ্যার সুখপালিত রাম লক্ষ্মণ সীতা, কোথায় দণ্ডকারণ্যের যোগসিদ্ধ মুনিঋষিগণ বা দুর্দান্ত নরমাংসভোজী অনার্য্য রাক্ষসগণ, কোথায় পার্ব্বত্যপ্রদেশে কিষ্কিন্ধ্যার কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ পরাক্রান্ত অনার্য্য কপিগণ, কোথায় উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল লবণাম্বুরাশি, কোথায় সুশোভন লঙ্কাপুরীর দুর্দান্ত রাবণ রাজা ও রাবণের ভগিনী শূর্পণখা এবং রাক্ষস-বংশ, এ সকলের বিচিত্র ও অচিন্তনীয় সংযোগ, সংমিলন বা সংঘর্ষ যে এক অদৃশ্য সর্ব্বশক্তিমান্ মহাপুরুষের কাণ্ড তাহা মহাকবি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন—তাঁহার অতুলনীয় লিখন-প্রণালীতে বা কাব্যশ্রীতে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ সর্ব্বনিয়ন্তা। তাঁহার অখণ্ডনীয় বিধানানুসারেই রাম-লক্ষ্মণাদির অসম্ভাবিত বিবাহ। যে জনক-ধনু প্রবলপরাক্রান্ত মহাবলশালী রাজন্যবর্গের নিকট সুকঠিন ছিল, তাহা পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক বালক রামচন্দ্রের নিকট সহজে

ভগ্নশীল হইল। ইহা কি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা মহাপুরুষের অপরিহার্য্য বিধান নহে? যে সুচতুরা বুদ্ধিশালিনী রাজরাণী কৈকেয়ী সপত্নী-নন্দন সর্ব্বগুণাধার রামচন্দ্রের প্রতি সতত স্নেহশীলা ছিলেন, সেই তেজস্বিনী রমণী যে সেই সর্ব্বজনপ্রিয় রামচন্দ্রের প্রতি বিরূপ হইয়া তাঁহাকে বনবাস দিলেন, ইহা কি সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার অপরিহার্য্য বিধান নহে? যে বিশ্ববিজয়ী প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত রাবণ রাজা ত্রিভুবনসহ সম্মুখ যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, তিনি যে প্রতিবিধিৎসার্থ বা প্রতিশোধার্থ ছদ্মবেশে তস্করের ন্যায় নির্জ্জন গৃহস্থিতা সহায়-বিহীনা সীতাদেবীকে হরণ করিবেন, ইহা কি সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের অপরিহার্য্য বিধান নহে? অসভ্য অনার্য্য কপি সুগ্রীবসহ সুসভ্য আর্য্য জাতি রামচন্দ্রের অকৃত্রিম সখ্য কি বিধাতার অপরিহার্য্য বিধান নহে? ত্রিভুবনবিজয়ী প্রবলপরাক্রান্ত কপিরাজ বালী ধার্ম্মিকপ্রবর রামচন্দ্রের অলক্ষ্য নিক্ষিপ্ত এক বাণে নিধন হইবেন, ইহা কি বিশ্ববিধাতার অপরিহার্য্য বিধান নহে? দুরগম্য রাবণের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া বীরবর হনুমান্ নির্জ্জন অশোকবনে অবরুদ্ধা চেড়ীবেষ্টিতা সীতাদেবীর অনুসন্ধান লওয়া ও তৎসহ কথোপকথন করা কি সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধান নহে? দুর্জ্জেয় রাবণরাজা সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে, ইহাও বিধাতার অপরিহার্য্য বিধান। সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপুরুষ সর্ব্বগুণাধারও বটে। তাঁহার ত্রিগুণ সত্ব রজঃ ও তম গুণের বিকাশ রামায়ণে যথেষ্ট আছে। সত্ব গুণের নিদর্শন দশরথ রামচন্দ্রাদি, রজঃ গুণের বিগ্রহ বালী-রাবণাদি এবং তমঃগুণের মূর্ত্তি মন্থরা-শূর্পণখাদি। কুটীলা-মন্থরা এক রাত্রির ভিতর সুকৌশলে উজ্জ্বল অযোধ্যাপুরী ও রাজ্য আঁধার করিয়া ফেলিল আর দুষ্টা শূর্পণখা মুহূর্ত্তের মধ্যে রূঢ়বাক্যে রাবণের মারীচ-প্রদত্ত সদ্‌জ্ঞান তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সর্ব্বগুণাধার ভগবানের সর্ব্বগুণ রামায়ণের মানব-চরিত্রেই সুন্দররূপে প্রকটিত। তিনি সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা। সমৃদ্ধিশালী অযোধ্যা রাজ্যের উজ্জ্বল বর্ণনা দৃষ্টে, দুর্গম পর্ব্বত, গহন কান্তার, শান্তিপূর্ণ বনাশ্রম, কলকলনাদিনী স্রোতস্বিনী, কলহংস-শোভিত সরোবর, পার্ব্বত্য-প্রদেশস্থ প্রকৃতির অতুল সম্পদ-শোভিত কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য, দুগ্ধনিভ ফেনিল লবণাম্বুরাশি, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী লঙ্কারাজ্য,

ষড় ঋতুর প্রাকৃতিক শোভা প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা পাঠে এবং রামায়ণ-বর্ণিত বিভিন্ন মানবচরিত্রের বিভিন্নরূপ বিকাশ দর্শনে প্রতীতি হয়, ইহাদের সকলের একজন সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা বিদ্যমান আছেন। তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিমান বিগ্রহ সিদ্ধ মহাপুরুষ মহাতপা বিশ্বামিত্র মুনি, যিনি দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিতেও সক্ষম, দ্বিতীয় বিগ্রহ স্বয়ং মহাকবি বাল্মীকি, যিনি এক অভিনব অন্তর্জগতের মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বের গূঢ় সত্য প্রকটন করিয়াছেন, তৃতীয় বিগ্রহ জ্ঞানবান বশিষ্ঠ ঋষি, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রসঙ্গত জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, চতুর্থ বিগ্রহ যোগশালী ভরদ্বাজ ঋষি, যিনি যোগবলে নানাবিধ আহার্য্য সৃষ্টি করিতেও সক্ষম। এইরূপ মানবচরিত্রের দ্বারাও সৃষ্টি ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা নিরাকার নিরবয়ব সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার সর্ব্ব সৃষ্টিতেই প্রকাশ্যমান। সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি এবং ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের দেবতুল্য চরিত্র দর্শনে কি তাঁহাদিগকে ভগবৎ-ভক্তি-সূচক শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন করিতে ইচ্ছা হয় না? ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবানের নররূপী দেবতুল্য মূর্ত্তি বলিয়া পরিগ্রহ করিতে মানবমাত্রেরই ইচ্ছা হয় না কি? এইরূপ মানবচরিত্রে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা যেইরূপ পরিদৃশ্যমান তদ্রূপ প্রাকৃতিক জগতেও তিনি সুস্পষ্টরূপে বিরাজমান। গগনস্পর্শী ভূধরশৃঙ্গ-বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয়, যেন সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাটপুরুষের উর্দ্ধ গগনস্পর্শী মস্তকস্থিত প্রদীপ্ত চক্ষু যেন তাঁহার সৃষ্ট মর্ত্ত্যভূমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। উত্তাল তরঙ্গরাশির গভীর গর্জ্জন নিনাদিত মহাসমুদ্রের বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় যেন সৃষ্টিকর্ত্তার বিরাটমূর্ত্তি তরঙ্গসঙ্কুল সাগর-আকারে গভীর গর্জ্জনে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভুত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। নানাবিধ সমৃদ্ধিশালী জনপদ-বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় যেন সৃষ্টিকর্ত্তা বিভিন্ন আকারে তথায় বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ সর্ব্ব সৃষ্টিতেই সেই বিরাট পুরুষ বিরাজমান। তিনি সর্ব্বদর্শী। তিনি সর্ব্বদর্শী বলিয়াই পতিপ্রাণা আদর্শ সতীসাধ্বী সীতা হেন নারীর অদৃষ্টে নানাপ্রকার লাঞ্ছনার বিধান। সীতা গর্ব্বিতা, সীতার নির্ম্মল কোমল চরিত্রও অহঙ্কার-দোষে দূষিত। তিনি রাজর্ষিজনক রাজার

অসাধারণ রূপগুণসম্পন্না প্রিয়তমা কন্যা, সম্রাট্ দশরথের পুত্রবধূ, সর্ব্বগুণাধার রাজা রামচন্দ্রের রাজমহিষী তিনি এই গর্ব্বেই সতত স্ফীতা ছিলেন। রাম বন-বাসকাল হইতে তাঁহার পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত এইরূপ গর্ব্বমিশ্রিত উক্তি পরি-দৃশ্যমান। তারা-মন্দোদরীও তদনুরূপ কথঞ্চিৎ গর্ব্বিতা এজন্য তাহাদের অদৃষ্টেও লাঞ্ছনার বিধান। তাহাদের উক্তি হইতেই তাহাদের গর্ব্বিত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সৌভাগ্যসম্পদে গর্ব্বিত হওয়া উচিত নহে, সৌভাগ্য-সম্পদে গর্ব্বিত না হইয়া সতত সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞহৃদয় থাকা কর্ত্তব্য। গর্ব্ব যে সর্ব্বদর্শী ভগবানের চক্ষুর অসহ্য তাহার প্রধান নিদর্শন এই যে ইহা লোক-চক্ষুর অসহ্য-লোকচক্ষুতেই ভগবৎচক্ষু প্রকটিত। বালী, রাবণাদির অতি দর্প ও অহঙ্কার সর্ব্ব লোকচক্ষুর গোচরীভূত ও স্পষ্ট প্রতীয়মান; কিন্তু সীতা, তারা ও মন্দোদরীর গর্ব্ব সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম হইলেও সর্ব্বদর্শী সর্ব্বনিয়ন্তা বিরাট পুরুষের গোচরীভূত। এই জন্যই তাহাদের যথোচিত লাঞ্ছনার বিধান। সীতার গর্ব্বের পরিণাম নানাবিধ লাঞ্ছনা, শেষ পাতালপ্রবেশ বা নিজবিলোপ। তিনি যে স্বামীর সোহাগ-গর্ব্বে বিশেষ গর্ব্বিতা ছিলেন, সর্ব্বদর্শী ভগবান সেই স্বামীসহবাস সুখ-সম্ভোগ হইতে তাঁহাকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করিলেন। তারার গর্ব্বাধার প্রবলপরাক্রান্ত বালীরাজার আকস্মিক নিধনে এবং মন্দোদরীর অহঙ্কারের পাত্র দুর্দ্দান্ত রাবণ রাজার সবংশে বিনাশে ভগবানের তদনুরূপ সর্ব্ব-দর্শিতার প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ভগবৎ সর্ব্বদর্শিতার নিদর্শন দেওয়া যাইতে পারে। আদর্শ চরিত্র রামচন্দ্রের বনবাস ও স্ত্রী-বিচ্ছেদ-জনিত লাঞ্ছনার বিধান কেন? স্বয়ং রামচন্দ্র ইহার উত্তর দিয়াছেন নিয়তির অর্থাৎ কর্ম্মফলজনিত ভগবৎ-বিধান। কর্ম্মফলজনিত বিধান কি? কতক পূর্ব্ব-জন্মকৃত এবং কতক ইহজন্মকৃত কর্ম্মফলের ভগবৎ-নির্দ্ধারিত বিধান। আমরা ক্ষুদ্র মানব, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের বিষয় জানিতে পারি না কিন্তু বিধাতা প্রদত্ত স্বাভা-বিক ক্ষমতা দ্বারা আমরা ইহজন্মের সৎকর্ম্ম, উচিতানুচিত কর্ম্ম বা ন্যায়ান্যায় কর্ম্ম নির্ণয় করিতে পারি। আদর্শ চরিত্র রামচন্দ্রের ইহজন্মকৃত কি অপরাধে তাহার অদৃষ্টে উপরোক্ত লাঞ্ছনার বিধান? রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সংবাদে কিছু

অহঙ্কারমিশ্রিত অস্বাভাবিক উৎফুল্লচিত্ততা ও পতিপ্রাণা আদর্শ সতীসাধ্বী পত্নীর প্রতি অনুচিত দুর্ব্যবহার এবং অবমাননা। রাজা দশরথ যখন শ্রীরামচন্দ্রকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার বিশেষ গুণানুবাদ করিয়া তাঁহার অভিষেকসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় কিছু অহঙ্কারমিশ্রিত অস্বাভাবিক আনন্দে স্ফীত হইল আর অমনি তিনি উৎফুল্লচিত্তে পত্নী ও মাতাকে অভিষেকসংবাদ জানাইতে ধাবিত হইলেন—তন্মুহূর্ত্তে তিনি ক্ষণকালের জন্যও সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাকে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয় হইলেন না। ইহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার সর্ব্বদর্শী চক্ষু হইতে এড়াইতে পারিল না, অমনি তিনি সেই রাত্রিতেই তাঁহার বনবাস-বিধান করিলেন। আর বনবাস যাওয়ার সময় পতিপ্রাণা সতী সীতাদেবী স্বামীর সঙ্গিনী হওয়ার জন্য অশ্রুজলে প্লাবিতা হইয়া ধরালুণ্ঠিত হইতেছিলেন তখনও শ্রীরামচন্দ্র যে সীতাকে ভরতের ইচ্ছাধীনা হইয়া অযোধ্যায় বাস করিতে বলিয়াছিলেন এই অপরাধেই সীতাবিরহে অরণ্যে তাঁহার অজস্র ক্রন্দনের বিধান হইয়াছে এবং পরে সীতার অন্যায় অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদিতে তৎসহ চির-বিচ্ছেদ বিধান হইয়াছে। ইহা সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার সূক্ষ্ম সর্ব্বদর্শিতার নিদর্শন। তিনি সর্ব্বসৃষ্টিতে দ্রষ্টব্য অথচ প্রত্যক্ষীভূত নহে, তাঁহার অপরিহার্য্য বিধান দ্বারা তিনি জ্ঞেয় আবার বিধান কর্ত্তৃত্ব মনে না হইলে তিনি অজ্ঞেয়। তিনি সর্ব্বপ্রকারেই পূর্ণ, তাঁহার কিছুই অসম্পূর্ণতা নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সর্ব্ব-ক্ষমতাসম্পন্ন (Almighty) রামায়ণবর্ণিত সমস্ত ঘটনাগুলিই তাহার প্রমাণ। মহাকবি তাঁহার অতুলনীয় সুকৌশল কাব্যশ্রীতে ভগবদস্তিত্ব ও এই সব ভগ-বদ্বিভূতি প্রতিপন্ন ও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ পাঠে স্বতঃই অজ্ঞাতসারে এই সব ভাব আমাদের হৃদয়ে উদয় হয়। বিশেষ বিস্তৃত কোন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় নাই, অতুলনীয় লিখন-প্রণালীতে ইহা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার তাঁহার সৃষ্ট মানবজাতির সহিত কিরূপ সম্বন্ধ তাহা রামায়ণ বিশেষরূপে শিক্ষা দেয়। মহাকবি রামায়ণবর্ণিত চরিত্রগুলি দ্বারাই তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা

তাঁহার ইচ্ছানুরূপ করিয়া মানবজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, এই পৃথিবীর জন্য সংসারের জন্য যাহা যাহা আবশ্যকীয়, যে যে বৃত্তি প্রয়োজনীয়, তাহা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম্মভাব মানবের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তৎপর হৃদয়বৃত্তি, তৎপর বিবেক বুদ্ধি, তৎপর জ্ঞানবুদ্ধি,তৎপর শারীরিক শক্তি ও শরীর।

নারীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ, কোন কোন অংশে হীন, এবং কোন কোন অংশে সমকক্ষ।

"I have taught that God gave mankind powers perfectly adopted to the purposes of God—that the body was just what God meant it to be,—that the mind and character and heart and soul were exactly adequate to the function which God meant for them all ; that they found their appropriate objects of satisfaction to the world and as there was food for the body; all nature ready to serve it on due condition, so there was satisfaction for the spirit, truth and beauty for the intellect, justice for the conscience ; human beings lover and maid, husband and wife, kith and kin, friend and friend, parent and child for the affections ; and God for the soul.

In the human faculties, this is the order of rank ; I have put the body and all its powers at the bottom of the scale, and then of the spiritual powers, I put the intellect the lowest of all, conscience came next higher, the affections higher yet and highest of all I have put the riligious faculty.

Women I have always regarded as the equal of man ? more nicely speaking the equivalant of man, superior in some things inferior in some other ; inferior in lower qualities in bulk of body and bulk of brain ; superior in the higher and nicer qualities, in the moral power of conscience, the loving power of affection, the religious power of the soul equal, on the whole, and ofcourse entitled to just the same rights as man ; to the same rights of mind, body and estate, the same domestic, social

ecclesiastical, and political rights as man, and only kept from the enjoyment of these by might, not right. Yet herself destined one day to acquire them all."

Theodere Parker's Theism and popular Theology.

রামায়ণ-বর্ণিত চরিত্রগুলির প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্বতঃই মনে হয়, সৃষ্টিকর্ত্তা যেন প্রত্যেককে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজা দশরথ হইতে রাবণ পর্য্যন্ত দেখ তাহাই মনে হইবে। রাজা দশরথ কামুক ও স্ত্রৈণ অথচ সত্যপ্রতিজ্ঞ না হইলে রামবনবাস হইত না, রামচন্দ্র ধর্ম্মশীল না হইলে দুষ্টের দমন হইত না, লক্ষ্মণ রামানুরক্ত না হইলে অনার্য্য-বংশ ধ্বংস হইত না, সীতা পতিপ্রাণা না হইলে সীতাহরণ হইত না, মন্থরা কুটীলা না হইলে এত অনর্থ ঘটিত না, কৈকেয়ীর সপত্নী-বিদ্বেষ না থাকিলে অযোধ্যায় অরাজকতা হইত না, শূর্পণখা কামুকী না হইলে রাবণের ক্রোধ জ্বলিত না, সুগ্রীব বন্ধু-পরায়ণ না হইলে কপিসৈন্য সংগ্রহ হইত না, হনুমান্ নিষ্কাম কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইলে সীতার অনুসন্ধান হইত না, নল শিল্প-কুশল না হইলে সাগর-বন্ধন হইত না, এবং রাবণ পরদারানুরক্ত না হইলে সবংশে নিধন হইত না। বিশ্বামিত্র সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন না হইলে রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনা আদৌ ঘটিত না এবং বাল্মীকি কবিত্বশক্তিসম্পন্ন না হইলে রামায়ণ আদৌ বর্ত্তমান আকারে সৃষ্ট হইত না। অন্যান্য ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলেও এইরূপ মনে হইবে, যেন প্রত্যেকেই কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা বা শক্তিসহ সৃষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এসম্বন্ধে রথচালক অমাত্য সুমন্ত্র, নৌযান-সংগ্রহকারী চণ্ডালরাজ গুহ, মৃগরূপধারী মায়াবী মারীচ এবং ছদ্মবেশী গুপ্তচর শুক-সারণের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। জগৎ সৃষ্টিরও এই নিয়ম। সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার ইচ্ছানুরূপ বিশেষত্ব দিয়া মানবজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলকে তুল্য আকৃতি বা প্রকৃতি দেন নাই। সংসারে সম আকৃতিসম্পন্ন বা তুল্য প্রকৃতিসম্পন্ন দুই ব্যক্তিও মিলিবে না, কিছু না কিছু বিভিন্নতা বা বিশেষত্ব থাকিবেই। সৃষ্টিকর্ত্তা যেন 'কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহার ইচ্ছানুরূপ বিশেষত্ব দিয়া মানবজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

অসাধু ও দুষ্ট লোক যেন লোক-শিক্ষার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাকবি রামায়ণে সেইরূপ মানবজাতি সৃষ্টির নিদর্শনস্বরূপ চিত্রণ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে ইহাতে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টজীব ও প্রাকৃতিক সৃষ্ট পদার্থের এবং শোভার বিবরণ ও বর্ণনা এরূপভাবে সংযোজিত হইয়াছে যে, ইহাকে সৃষ্টিতত্ত্ব বলা যাইতে পারে। সংসারে ও জগতে যাহা যাহা আবশ্যকীয়, যাহা যাহা দ্রষ্টব্য তাহাই ইহাতে আছে। ইহা যে কেবল ভারতের প্রকৃত আদর্শ ইতিহাস তাহা নহে, ইহা কোন কোন অংশে জগতের ইতিহাস, জগৎ সৃষ্টির ইতিহাসও বটে।

রামায়ণে ধর্ম্মভাবকেই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে। সত্য-ধর্ম্ম রক্ষাই রামায়ণের বিশেষত্ব।

'The whole of their literature from one end to the other is pervaded by expressions of love and reverence for truth. Their very word for truth is full of meaning. It is Sata Satya, Sat being the perticiple of the verb to be. True, therefore, was with them simply that which is.

Satyam, as a neuter, is often used as an abstract and is then rightly translated by truth. But it also means that which is the true, the real; and there are several passages in the Rig-veda, where, instead of truth, I think we ought to translate simply Satyam by the true, that is the real. It sounds no doubt, very well to translate Satyena utbhita bhumi, by the earth is founded on truth."

Maxmuller's What can India teach us.

Now let us look to the ancient inhabitants of India. With them first of all, religion was not only one interest by the side of many. It was the all absorbing interest; it embraced not only worship and prayers but what we call philosophy, morality, law and government—all was pervaded by religion. Their whole life was to them a religion—every thing else was as it were a

more concession made to the ephemeral requirements of this life." Maxmuller's What can India teach us.

মানবমাত্রেরই হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে অধিকাংশ সময় একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠে। সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হৃদয়ের নিভৃত কোণে সদাসর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, অবস্থার নিষ্পেষণে সকল সময় তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। তাহা কি ?—না সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের প্রাপ্তি-স্পৃহা বা তদ্দর্শন-স্পৃহা অথবা ভগবৎসঙ্গজনিত বিমল চিরশান্তি সুধালাভআকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা হইতেই ভগবদনুরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা আদর্শ দর্শন বা চিত্রণ-স্পৃহা উদ্ভব হয়। এজন্যই রামায়ণে প্রায় সমস্তই আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে।

"Obstinate questionings
Of sense and outward things
Fallings from us vanishings
Blank misgivings of a Creature
Moving about in worlds not realised."

Wordsworth.

অসামান্য ইংরেজ কবি সেই উচ্চ ভাবে বিভোর হইয়াই এইরূপ লিখিয়াছেন আর আধুনিক বঙ্গীয় কবিবর রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই গাহিয়াছেন—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই সদা কেন পাই না ?"

বা

"যে গান কাণে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে।
প্রাণের বীণা নিয়ে যাবো সেই অতলের সভামাঝে॥"—গীতাঞ্জলি

সেই ভাবই রামায়ণে আদ্যন্ত বর্ত্তমান।

"Transcendental aspiration is the pervading feature of all ancient Hindu Literature." Emerson's Essays.

এই ভাব হইতেই ধর্ম্ম ভাবের উৎপত্তি এবং সেই ধর্ম্মভাবই মানবের শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি। এই ভাব মানবমাত্রেরই মজ্জাগত, সৃষ্টি-কর্ত্তা এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকলের হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে সৃষ্টির সময়ই পুরিয়া দিয়াছেন। উহাই মানবের শ্রেষ্ঠ উপাদান, উহা হইতে ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি হওয়ায় মহাকবি রামায়ণে ধর্ম্ম-ভাবকেই প্রবল ও শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। আদিকাণ্ডের বিশ্বামিত্র-কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণের শেষ পর্য্যন্ত প্রবল ধর্ম্মভাবের প্রচুর নিদর্শন বর্ত্তমান। প্রবল ধর্ম্মভাবের নিকট অন্যান্য সকল ভাব পরাজিত। রাম-বনবাস, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, সীতার বনবাস বা বর্জ্জন, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন প্রভৃতি প্রবল ধর্ম্মভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন। রামায়ণের প্রধান ঘটনাগুলিই যে ধর্ম্মভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা মহাকবি অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। আদিকাণ্ডের বিশ্বামিত্র-কাহিনী, অযোধ্যাকাণ্ডের রাম-বনবাস, অরণ্যকাণ্ডের শূর্পণখার নাসাকর্ণছেদন, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বালিবধ, সুন্দরকাণ্ডের সীতা-অন্বেষণ, লঙ্কাকাণ্ডের রাবণ-বংশ-ধ্বংস—এই সমস্তই ধর্ম্মভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। রামায়ণে তপঃসিদ্ধ যোগী ঋষিগণের এত বিশদ ও বিস্তৃত বর্ণনা কেন? ধর্ম্মের মহত্ব বা ধর্ম্মভাবের প্রাধান্য প্রদর্শন জন্য, প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্যের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কেন? ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার জন্য।

রামায়ণে ধর্ম্মভাবের পর হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্য বা প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পিতা-পুত্রে, মাতা-পুত্রে, ভ্রাতা-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে, প্রভু-ভৃত্যে, গুরু-শিষ্যে, সখায়-সখায়, রাজা-প্রজায়, রাজা-অমাত্যে যে যে ভাব বিস্তৃতভাবে বিকাশ করা হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চ ও আদর্শস্থানীয়, কিন্তু এই সব ভাব প্রবল ধর্ম্ম-ভাবের নিকট পরাজিত।

তৎপরে বিবেক-বুদ্ধির স্থান দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বামিত্র-কাহিনীতে রাজা দশরথের ভাব, রাম-বনবাসকালে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৌশল্যা, কৈকেয়ীর ও সীতার লক্ষ্মণের প্রতি কটূক্তি, বালির রামচন্দ্রের প্রতি উক্তি, তারার সুগ্রীবের জন্য মিনতিপূর্ণ উক্তি, হনুমানের সীতা-অন্বেষণার্থ লঙ্কাপুরী প্রবেশ, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা প্রভৃতিতেই প্রতীতি হইবে যে, বিবেক-বুদ্ধিকে ধর্ম্মভাব ও

হৃদয়-বৃত্তি অপেক্ষা নিম্নে স্থান দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি ঘটনার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্র কাহিনীতে রাজা দশরথের প্রথম প্রতিশ্রুতি, পরে অস্বীকার, শেষ সম্মতি ইহার নিদর্শন। প্রথম প্রতিশ্রুতি ধর্ম্ম-ভাব হইতে, পরে ক্ষণিক অস্বীকার পুত্র-স্নেহ বা হৃদয়-বৃত্তি হইতে, শেষ সম্মতি ধর্ম্মার্থে ও পুত্র-হিতার্থে, হৃদয়-বৃত্তি হইতে বা বিবেকবুদ্ধি হইতে নহে। বিবেক-বুদ্ধি পুত্র-স্নেহ বা হৃদয়-বৃত্তি কি ধর্ম্মভাব হইতে প্রবল হইলে রাজা দশরথ প্রতিশ্রুতি করিয়া পরে অস্বীকার করিতেন না। সীতার অগ্নি-পরীক্ষায় রামচন্দ্রের ধর্ম্মভাব—প্রবল প্রজারঞ্জন ভাব হৃদয় অধিকার করিয়াছিল কাজেই বিবেক-বুদ্ধি স্থান পাইল না।

রামায়ণে তৎপর জ্ঞানবুদ্ধির স্থান নির্ণয় হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বীরবর হনুমান লঙ্কাপুরীতে সীতা-অন্বেষণার্থ প্রবেশ করিয়া প্রথম তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি বলিল "সীতা এখানে নাই ফিরিয়া যাও" কিন্তু তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি বলিল "সেখানেত তন্ন তন্ন করিয়া সীতার অনুসন্ধান না করিয়া ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে।" তখন জ্ঞানবুদ্ধি অপেক্ষা বিবেকবুদ্ধিই প্রবল হইল। এই স্থলে মহাকবি বাল্মীকি হনুমানের চিন্তাসূত্রাকারে দর্শনতত্ত্বের গূঢ় সত্য বিকাশ করিয়াছেন।

রামায়ণে তৎপর সর্ব্বশেষ শারীরিক শক্তি বা শরীরের স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে। রামায়ণ যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনা বটে কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা বা শারীরিক শক্তির ও শরীরের বর্ণনা অতি সামান্য। যাহা কিছু লঙ্কাকাণ্ডে বা অন্যত্র আছে তাহাও প্রকৃত ঘটনার শতাংশের একাংশ কিনা সন্দেহ এবং তাহাও যেন অন্য ভাব উদ্দীপিত করার জন্য দেওয়া হইয়াছে, কবন্ধের শরীর প্রকাণ্ড, শারিরীক শক্তিও যথেষ্ট। মহাকবি তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করেন নাই, কবন্ধের জ্ঞান-বুদ্ধি যে সম-অবস্থাপন্ন দুঃস্থ সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রকে সীতা-উদ্ধারার্থ বন্ধুতা করিতে নীতিপূর্ণ উপদেশ বাক্য বলিল তৎপ্রতিই আমাদের মনোযোগ অধিক আকৃষ্ট করিয়াছেন। কবন্ধের ন্যায় নরমাংসলোলুপ বিকট মূর্ত্তি যে এইরূপ

নীতিপূর্ণ উপদেশ বাক্য বলিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? তখন আমরা তাহার শারীরিক শক্তি, বিকট মূর্ত্তি এবং প্রকাণ্ড বপুর দিকে না চাহিয়া তাহার অচিন্তনীয় জ্ঞানবুদ্ধির নীতিপূর্ণ উপদেশবাক্য শুনিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হই। রাবণের জ্ঞানগর্ভ বাক্যগুলি যেন তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর ও অপরিসীম শারীরিক শক্তিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রামচন্দ্রের জ্ঞানরাশি তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও বলিষ্ঠ শরীর যেন আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। লক্ষ্মণের অসাধারণ শক্তি, তেজ ও বীরত্ব সময় সময় ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিলেও জ্ঞানবুদ্ধির নিষ্পেষণে যেন নির্জীব হইয়া রহিয়াছে। এজন্য বাল্মীকি, বনবাস যাওয়ার কালে এক স্থলে লিখিয়াছেন লক্ষ্মণ গর্ত্তস্থিত ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নীরবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আর বীরবর হনূমানের অসীম জ্ঞানবুদ্ধি যেন তাঁহার অপরিসীম শারীরিক শক্তি ও প্রকাণ্ড দেহ আমাদের চক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে। কুম্ভকর্ণের বিরাট দেহ বা ভীষণ মূর্ত্তির প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য হয় না, রাবণের প্রতি তাহার জ্ঞানপূর্ণ উপদেশবাক্যগুলি আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে।

রামায়ণ-প্রদর্শিত নারীজাতি কোন কোন অংশে পুরুষজাতির সমকক্ষ। মন্থরার কূটরাজনীতি, তাহার রাজনৈতিক বাক্য, শূর্পণখার রাজনীতি বিষয় উপদেশ ইহার সুন্দর নিদর্শন। কোন কোন অংশে নারীজাতি শ্রেষ্ঠ। কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা, তারা, মন্দোদরী প্রভৃতির হৃদয়বৃত্তি অতুলনীয় ও শ্রেষ্ঠ। কোন কোন বিষয়ে নারীজাতি নিকৃষ্ট। রামায়ণে নারীজাতির শারীরিক শক্তির পরিচয় ও দৃষ্টান্ত একেবারেই নাই।

"God is perfect Cause and perfect Providence, Father and Mother of all men; and He loves each with all his Being, all of his almightiness, his all knowingness and allholiness."

Theodore Parkar's Theisim, Athiesim & Popular Theology.

রামায়ণ দ্বারা ইহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা মানব-জাতির পিতামাতাস্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বপ্রকারের শুভানুধ্যায়ী ও হিতাকাঙ্ক্ষী। দুঃখ, কষ্ট ও লাঞ্ছনা অকার্য্য, কুকার্য্য ভ্রমপ্রমাদ বা পাপের অপরিহার্য্য

ভগবদ্বিধান বা পরিণাম কিন্তু ইহা লোকহিতার্থ ও লোকশিক্ষার্থ। অকার্য্য, কুকার্য্য, ভ্রমপ্রমাদ বা পাপকর্ম্ম আমাদের অবস্থান্তরে বা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের সদসৎ ভালমন্দ নির্ণয় করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা ভগবান আমাদিগকে দিয়াছেন।

"Suffering for error and sin is a fact in this world. But mark this. It is not from the anger or weakness of God that we suffer; it is for purposes worthy of his perfection and his love. Suffering is not a devil's malice, but God's medicine. I can never believe that Evil is a penalty with God."

Theodore Parker's Thiesim Athiesim & Popular Theology.

কর্ম্মফলজনিত ভগবদ্বিধান বিধাতার করণীয় কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্ম মানবের প্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্মনির্ণয় করিবার আমাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে।

"Providence is what God owes to man, and man has an inalienable right to the infinite providence of God. No sin can ever alienate and nullify that right. Religion is what man owes to God as God owes Providence to man. And with me religion is something exceedingly wide, covering the whole surface and including the whole depth of life."

নৈতিক কর্ম্ম ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্মের বাহ্যিক অংশ মাত্র। ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্ম নানা-প্রকার, পূজা-অর্চ্চনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। ভগবদ্ভক্তি ও আসক্তি ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক ও শ্রেষ্ঠ অংশ।

"The internal part I have called piety. By that I mean, speaking synthetically, the love of God as God, with all the mind and conscience, heart and soul. Analytically the love of truth and beauty, the intellect, the love of justice, with the conscience, the love of persons with the affections, the love of holiness with the soul ... ... The mere external part of religion I have called morality, that is keeping all the natural

laws which God has write for the body and spirit, for mind and conscience and heart and soul."

Theodore Parker's Thiesim, Athiesim & Popular Theology.

ধর্ম্মাশ্রিত নিষ্কাম কর্ম্মই মোক্ষের সোপান, সর্ব্বসুখকর ও শুভফলদায়ক। এই সব বিষয় অযোধ্যাকাণ্ডে ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর রামচন্দ্র দ্বারা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার কর্ম্মানুসরণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"Ofcourse, to determine the religiousness of a man the question is not merely what does he believe ? but has he been faithful to himself in coming to his belief ? ... ... Religion gave to men the highest, dearest and deepest of all enjoyments and delights : that is beautified every relation in human life and shed the light of heaven into the very humblest house, into the lowliest heart and cheered and soothed and blessed the very hardest lot and the most cruel fate in mortal life ... ... Religions faculty is the natural ruler in all this common wealth of man. Yet I would not have it a tyrant to deprive the mind or the conscience or the affections of their natural rights. But the importance of religion, and its commanding power in every relation of life appear markedly."

Theodore Parker's Thiesim Atheism & Popular Theology.

অতি প্রাচীন রামায়ণ গ্রন্থের এই সব ধর্ম্মনীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুসন্ধিৎসু পাঠক অমূল্য গ্রন্থ রামায়ণ হইতে আরও বহুবিধ ধর্ম্মনীতি বাহির করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। অমূল্য গ্রন্থ রামায়ণ যে ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়াছে তাহাই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণরূপে আদর্শ ও অভ্রান্ত।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগৎও যে এইরূপ ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়াছেন তাহাও এস্থলে যথাসাধ্য সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

বোধ হয় রামায়ণের ন্যায় অন্য কোন গ্রন্থেই এইরূপ সর্ব্বপ্রকারের ভাব-

ব্যঞ্জনা ও (Suggestiveness) আর কোন গ্রন্থে নাই। এই জন্যই রামায়ণ সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহা যোগী, ভোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, সংসারী ও ভক্ত সকলের নিকটই সমান আদরের জিনিষ। ইহাতে ঐতিহাসিক আবরণে জগতের সমস্ত সার সত্যের (effectively and forcibly) বিকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে মানবমাত্রেরই হৃদয়ে উহা বদ্ধমূল হইয়াছে। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত আধুনিক ফলদায়ক (Example is better than precepts), নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন কর এই উপদেশ অপেক্ষা রামচন্দ্রের ন্যায় ধার্ম্মিক হও এই উপদেশ অধিক কার্য্যকর। এই জন্যই রামায়ণ সর্ব্বপ্রকারেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।



(লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত)

উত্তর-কাণ্ড।

এই কাণ্ড ১২৫ সর্গে বিভক্ত।

এই কাণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধন বলিয়া গ্রীফিথ সাহেবের মত।

The Ramayan is divided into seven books, but the action of the poem ends with the Sixth and there is every reason to believe that the seventh book is a latter addition.

Griffith's Introduction.

১ম সর্গ। রামের রাজ্যাভিষেকান্তর ঋষিগণের সহিত কথোপকথন ও ইন্দ্রজিৎ-প্রভাব-বর্ণন।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর মুনি-ঋষিগণ রাম-সম্ভাষণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ-বধ হেতু তাঁহারা রাম-লক্ষ্মণকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন যে, রক্ষোগণ মধ্যে ইন্দ্রজিতের ন্যায় প্রভাব ও ক্ষমতাশালী আর কেহই ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র ইহাতে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি মত প্রভাব কত পরাক্রম তার।
কি হেতু রাবণ চেয়ে গৌরব তাঁহার॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তখন অগস্ত্য মুনি ইন্দ্রজিতের প্রভাব-বর্ণন-প্রসঙ্গে রাক্ষসাদির জন্ম-বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

২—৯ম সর্গ। অগস্ত্যকর্ত্তৃক বিশ্রবাদির উৎপত্তি কথন। কুবেরের জন্ম,

তপস্যা, ব্রহ্ম-গৌরবলাভ ও লঙ্কাতে বাস এবং রাক্ষস ও রাবণাদির জন্ম-বিবরণ।

অগস্ত্যঋষি প্রথমতঃ রক্ষোদিগের উৎপত্তি-বিবরণ বলিলেন। তাঁহার বর্ণিত বিবরণ এইরূপ, পুলস্ত্য মুনির প্রভাবে বা ঔরসে তাঁহার স্ত্রী রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যার গর্ভে বিশ্বশ্রবা মুনির জন্ম হয়। বিশ্বশ্রবা মুনিও পিতা পুলস্ত্যের ন্যায় ধর্ম্মশীল ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ঔরসে পত্নী ভরদ্বাজ-তনয়া দেববর্ণিনীর গর্ভে কুবেরের জন্ম হয়। তিনি ধনাধ্যক্ষ হইয়া লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন।

তৎপর অগস্ত্যঋষি রাক্ষসদিগের সুদীর্ঘ উৎপত্তি-বিবরণ বলিয়া বলিলেন, বিশ্বশ্রবা মুনির ঔরসে সুমালী রাক্ষস-কন্যা কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম হয়।

১০ম সর্গ। রাবণাদির তপস্যা ও ব্রহ্মবর-লাভ। তপস্যা-ফলে রাবণ বর পাইলেন যে, তিনি বিহঙ্গ, ভুজঙ্গ, যক্ষ, দৈত্য, নিশাচর, দানব, অমর ইহাদের অবধ্য হইবেন। আর আর যে সকল জীবজন্তু আছে, তৎসম্পর্কে তিনি বর পাইলেন না। কেন না—

"আর আর যে সকল জীবজন্ত আছে।
মনুষ্য প্রভৃতি তারা তৃণ মোর কাছে॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

পিতামহ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাকে আরও দুই বর দিয়াছিলেন।

"অনলে আহুতি দিলে যে সকল শির।
সেগুলি আবার তব হইবেক শির॥
ইহা ছাড়া ইচ্ছা তুমি করিবে যেমন।
ধরিতে পারিবে ত্বরা আকার তেমন॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বিভীষণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অমরত্ব বর পাইলেন, কুম্ভকর্ণ অহোরাত্র নিদ্রা বর পাইলেন।

"তবে পদ্মযোনি কহিলেন বাণী
কুম্ভকর্ণ বর লহ।
কুম্ভকর্ণ কয় এই ইচ্ছা হয়
নিদ্রা যাই অহরহ॥"

পিতামহ ব্রহ্মা তখন "তথাস্তু" বলিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

১১ সর্গ। সুমালী রাক্ষসের আদেশে বর-লব্ধ রাবণের লঙ্কা-গ্রহণ।

কুবের বৈশ্রবণ লঙ্কা ছাড়িয়া গেলেন। রাবণ লঙ্কার রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নিজ ভ্রাতৃগণও তৎসঙ্গে লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন।

১২ সর্গ। রাবণের রাজ্যাভিষেক ও মন্দোদরী লাভ এবং কুম্ভকর্ণ-বিভীষণের বিবাহ ও ইন্দ্রজিতের জন্ম।

রাবণের রাজ্যাভিষেকের পর তিনি একদা অরণ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিলে তথায় ময় নামক দানবের সহিত তাঁহার সাক্ষ্যাৎ হয়। সেই ময় দানবের এক-মাত্র ত্রিলোকসুন্দরী কন্যা মন্দোদরীকে তিনি ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তৎপর বৈরোচন দানবের দৌহিত্রী বজ্রমালার সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ হয়।

"পরে গন্ধর্ব্বাধিপতি শৈলুষের সুতা।
বিভীষণ সহ হৈল সুখে বিবাহিতা॥
সরমা তাঁহার নাম ধর্ম্মশীলা অতি।
দেখিতে সুন্দরী বড় পতিপদে মতি॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

মন্দোদরীর গর্ভে রাবণের ঔরসে ইন্দ্রজিতের জন্ম হয়।

"সে বালক জনমে যখন।
মেঘনাদে কান্দিল তখন॥
এই হেতু রাম মেঘনাদ নাম।
রাখে তার পিতা দশানন॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

১৩ সর্গ। রাবণকর্ত্তৃক কুবের-দূত-বধ এবং কুবেরের সহিত যুদ্ধার্থ রাবণের যুদ্ধযাত্রা।

"এ সময়ে দশানন মহারোষ ভরে।
দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব যক্ষে ধ'রে বধ করে॥
নন্দন প্রভৃতি যত চারু উপবন।
লণ্ডভণ্ড কৈল ভাঙ্গি রাক্ষস রাবণ॥
ফেলি শিল করি যথা নদী তোলপাড়ে।
বায়ু যথা ঝড়াকারে তরু ভাঙ্গি পাড়ে॥
পরিত্যক্ত বজ্র যথা গুঁড়ায় ভূধর।
সবারে বিনাশে তথা দুষ্ট নিশাচর॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

অনন্তর সুচরিত্রসম্পন্ন ধনেশ্বর কুবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণের এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট দূত-মুখে এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন—

"শুনিনু তোমার পাপাচারের বিষয়।
তব পক্ষে হেন কাজ কভু ভাল নয়॥
হেন কুলক্ষয়কর অধর্ম্ম হইতে।
অচিরে নিবৃত্ত হও বুঝি নিজ চিতে॥
শুন বৎস! মিলি এবে সুর-ঋষিগণ।
তব নাশ হেতু করে উপায় চিন্তন॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তখন রাবণ রোষাবিষ্ট হইয়া কুবেরের দূতকে খড়্গাঘাতে বধ করিয়া ফেলিলেন।

রাবণ প্রকৃতই এইরূপ অত্যাচার করিয়া থাকিলে সে সময়ের অবস্থা বিবেচনায় রাবণের প্রতি এজন্য বিশেষ দোষারোপ করা যায় না। কেন না আর্য্য ও অনার্য্যগণ মধ্যে বিদ্বেষভাব ও অসদ্ভাব চিরপ্রচলিত ছিল এবং উহা অবশ্যম্ভাবী।

১৪—১৬ সর্গ। কুবেরের পরাজয় ও রাবণের পুষ্পকরথ-লাভ। রাবণ ত্রিদিব-বিজয়ার্থ বাহির হইলেন এবং কুবেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। উভয়ে এক পিতা বিশ্বশ্রবার ঔরসজাত পুত্র হইলেও কুবের আর্য্য, কেন না তাঁহার মাতা-পিতা উভয়ে আর্য্যজাতীয় ছিলেন, কিন্তু রাবণের মাতা রাক্ষসী সুতরাং রাবণ অনার্য্য। এজন্যই উভয়ে যে বিরোধ হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

রাবণ যুদ্ধে কুবেরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পুষ্পক রথ লইয়া আসিলেন।

১৭ সর্গ। রাবণের প্রতি বেদবতীর অভিশাপ।

বেদবতীর উপাখ্যানটি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ।

"বেদবতী নামে কন্যা পরম শোভনা।
তপস্যা করেন বনে হিমাংশুবসনা॥
পবিত্র আকৃতি তাঁর পবিত্র প্রকৃতি।
শুদ্ধসত্ত্বা শুদ্ধমতি সূর্য্যসম দ্যুতি॥
দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত।
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত॥
অতিথি আকারে কন্যা দিলেন আসন।
কামে মত্ত দশানন জিজ্ঞাসে তখন॥
কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী!
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী॥
এরূপ যৌবন-ধন না কর বিনাশ।
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস॥
কন্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর।
যে হেতু তপস্যা করি শুন লঙ্কেশ্বর॥
কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহস্পতি।
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী॥ * *

দিবেন উত্তম স্থানে এই তাঁর পণ।
কে আছে উত্তম পতি বিনা নারায়ণ॥
অতএব বিষ্ণুসহ বিবাহ আমার।
দিবেন এ বাঞ্ছা ছিল নিশ্চয় পিতার॥
ইতিমধ্যে শুম্ভ নামে দৈত্য-হস্তে পিতা।
মরিলেন, মাতা হইলেন অনুমৃতা॥
আজন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে।
কত দিনে পাইব সে শ্যাম-পীতবাসে॥
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে।
রথ হৈতে নামিয়া কহেন মৃদু ভাষে॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ-গুণ তুমি ধর।
সুন্দরী কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর॥
কুটিল সে কালরূপ কোথা নারায়ণ।
লাগালি পাইলে তার বধিব জীবন॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না আন বদনে।
কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে॥
শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট জাতুধান।
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান॥
দৌরাত্ম্য করিয়া কেশ ছাড়িল রাবণ।
কন্যা বলে অপমান কৈলি কি কারণ॥
প্রবেশ করিব আমি জ্বলন্ত জ্বলনে।
অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর হৈলি পাপকারী।
অল্প প্রাণী নারী হই কি করিতে পারি॥
তপস্যার ফলে যদি তোরে নষ্ট করি।
কি ফল হইবে তবে তপস্যা আমারি॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিলা আনিয়া কাষ্ঠরাশি।
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী॥
অগ্নিতে প্রার্থনা করি করে বহু সেবা।
শ্রেষ্ঠকুলে জন্মি যেন অযোনিসম্ভবা॥
নারায়ণ স্বামী হন জন্ম-জন্মান্তরে।
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে॥
রাবণ লাগিয়া মরি সর্ব্বলোক দুঃখী।
মোর লাগি রাবণ মরিবে লোকসাক্ষী॥
প্রবেশ করিল কন্যা মহা বৈশ্বানরে।
পুষ্পবৃষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে॥
জনক রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা।
পতিব্রতা অবতীর্ণা তিনি শোভান্বিতা॥
পতিব্রতা-শাপ কভু নহে অন্যমত।
সীতা লাগি মরিল রাবণ আদি যত॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

১৮ সর্গ। রাবণের সংবর্ত্ত-সমীপে গমন ও তথায় যুদ্ধে জয়লাভ। ইন্দ্রাদির ময়ূরাদিত্য বর-প্রদান।

উশীরবীন দেশের সংবর্ত্ত রাজা দেবগণ ও ঋষিগণ লইয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন, রাবণ রাজা তথায় যাইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। এস্থলে একটি অলৌকিক ঘটনা বিবৃত আছে।

উপস্থিত দেবগণ রাবণের ভয়ে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া রাবণের চক্ষুর অদর্শন হইলেন।

"না দেখিয়া উপায় সকল দেবগণ।
পক্ষিরূপ হইয়া হইলা অদর্শন॥
ইন্দ্র হৈল ময়ূর কুবের কাকলাস।
যম কাকরূপ হন বরুণ যে হাঁস॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

রাবণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া চলিয়া গেলে দেবগণ পক্ষীদিগকে বর দিলেন।

"ইন্দ্র বলে ময়ুব তোমারে দিনু বর।
হউক সহস্র চক্ষু লেজের উপর॥
পর্ব্বতে ময়ুর ছিল সামান্য আকার।
ইন্দ্রবরে সহস্রলোচন হৈল তার॥
যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জ্জন।
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নাচন॥
বর কাকলাসেরে দিলেন ধনেশ্বর।
স্বর্ণ-বর্ণ তোমার হউক কলেবর॥
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে।
স্বর্ণ-বর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে॥
বরুণ বলেন হংস দিলাম এ বর।
চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর॥
আমি এক লোকপাল সলিলের পতি।
তোমার চরিতে জলে হইবে পীরিতি॥
যম বলে কাক আমি দিলাম যে বর।
তোমার নাহিক কভু মরণের ডর॥
রোগ-পীড়া তোমার না হইবে সংসারে।
তবে মৃত্যু হয় যদি মানুষেতে মারে॥
যার বন্ধু যোগাইবে তোমার আহার।
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার॥
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যার।
বর দিয়া দেবগণ গেল স্বর্গদ্বার॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

১৯ সর্গ। রাবণকে অনরণ্যের অভিশাপ।

অনরণ্য অযোধ্যার বৃদ্ধ রাজা ছিলেন, রাবণ অনরণ্য রাজাকে যুদ্ধে নিহত করিল। তিনি মৃত্যুকালে রাবণকে অভিশাপ দিলেন।

"তোমারে বধিবে যে জন্মিবে মোর কুলে॥ কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

২০—২২ সর্গ। রাবণের যমালয়ে প্রবেশ ও তথায় যুদ্ধে জয়লাভ।

রাবণ নরলোকে জয়ী হইয়া দেবলোকে প্রবেশ করিলেন। যমালয়ে যাইয়া যন্ত্রণাপীড়িত পাপীগণকে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পাপাত্মা নারকীগণ মুহূর্ত্তের জন্ত অচিন্তিত সুখভোগ করিতে লাগিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, রাবণ দীন-দুঃখীর প্রতি করুণহৃদয় ছিলেন। ইহা অতি প্রশংসনীয় গুণ বলিতে হইবে।

প্রেতরক্ষকগণ আসিয়া রাবণকে আক্রমণ করিল। স্বয়ং যম আসিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল, রাবণ জয়ী হইয়া চলিয়া গেলেন।

এস্থলে বাল্মীকির রামায়ণের যমালয়ের নরক-বর্ণনাটি সংক্ষেপে হইলেও অতি সুন্দর।

"দদর্শ বধ্যমানাংশ্চ ক্লিশ্যমানাংশ্চ দেহিনঃ।
ক্রোশতশ্চ মহানাদং তীব্রনিষ্ঠনুতৎপরান্ ॥১২
কৃমিভির্ভক্ষমাণাংশ্চ সারমেয়ৈশ্চদারুণৈঃ।
শ্রোত্রায়াসকরা বাচো বদতশ্চ ভয়াবহাঃ ॥১৩
সন্তার্য্যমানান্ বৈতরণীং বহুশঃ শোণিতোদকাম্।
বালুকাসুচ তপ্তাসু তপ্যমানান মুহুর্মুহুঃ ॥১৪
অসিপত্রবনে চৈব ভিদ্যমানান্ ধার্ম্মিকান্।
বৌরবে ক্ষারনদ্যাঞ্চ ক্ষুরধারাসু চৈব হি ॥১৫
পানীয়ং যাচমানাংশ্চ তৃষিতান্ ক্ষুধিতানপি।
শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিবর্ণান্মুক্তমূর্দ্ধজান্ ॥১৬
মলপঙ্কধরান্ দীনান্ রুক্ষাংশ্চ পরিধাবতঃ।
দদর্শ রাবণো মার্গে শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৭
কাংশ্চিচ্চ গৃহমুখ্যেষু গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
প্রমোদমানানদ্রাক্ষীদ্রাবণঃ সুকৃতৈঃ স্বকৈঃ ॥১৮
গোরসং গোপ্রদাতারো অন্নং চৈবান্নদায়িনঃ।
গৃহাংশ্চ গৃহদাতারঃ স্বকর্ম্মফলম শ্নুতঃ ॥১৯
সুবর্ণমণিমুক্তাভি প্রমদাভিরলঙ্কৃতাম্।
ধার্ম্মিকান্ পরাং স্তত্র দীপ্যমানান্ স্বতেজসা ॥"২০

উত্তরকাণ্ড ২১ সর্গ।

"দেখিল রাবণ রাজা যমলোকে আসি।
প্রাণিগণ কর্ম্মফল ভুঞ্জে দিবানিশি ॥
কোথাও ভীষণ যম-কিঙ্কর নিকর।
কাহারে অনন্ত ক্লেশ দেয় নিরন্তর ॥
বধ-বন্ধনের ক্লেশে ফেলিছে কাহারে।
কাহারে ধরিয়া কেশে লৌহ-গদা মারে ॥
কোন খানে পীড়িতের ঘোর আর্ত্তনাদ।
অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে কেহ গণিছে প্রমাদ ॥

কৃমি-কীট-কুকুরেরা কারে কোথা খায়।
দারুণ চেঁচায় প্রাণী দংশন-জ্বালায়॥
যমের কিঙ্কর কারে মারিছে চাপড়।
উন্মত্ত শৃগাল কারে মারিছে কামড়॥
ভয়ঙ্কর যমদূত কাহারে ধরিয়া।
তুলিয়া আকাশে পুন ফেলে আছাড়িয়া॥
মহানদী বৈতরণী শোণিত-বাহিনী।
পারাপার করে কারে দিবস-যামিনী॥
লুটাইছে ধরি কারে তপ্ত বালুকায়।
অসিপত্র সনে কারে করে ছিন্নকায়॥
সুঘোর রৌরবে কারে ফেলিতেছে টানি।
ক্ষীরনদে পড়ি ক্ষয় হয় কোন প্রাণী॥
ক্ষুরধারে ফেলে কারে যমের কিঙ্কর।
কেহ তৃষ্ণাতুর কেহ ক্ষুধায় কাতর॥
সেই সব প্রাণীগণ শবের সমান।
অস্থিমাত্র অবশিষ্ট ধুক্‌ধুক্ প্রাণ॥
মল-পঙ্কে লিপ্ত দেহ রুক্ষ অতিশয়।
বিবর্ণ সুদীন ক্ষুণ্ণ মুক্ত কেশচয়॥
এরূপ অসংখ্য জীবে যমের ভবনে।
নিরখিল দশানন আপন নয়নে॥
কোথায় দেখিল পুনঃ বহু প্রাণীগণ।
স্বকৃত পুণ্যের বলে আনন্দে মগন॥
রম্য হর্ম্ম্য-মাঝে তারা গীত-বাদ্য সহ।
আহ্লাদ প্রমোদ-সুখ ভুঞ্জে অহরহ॥
গাভী দাতা ভুঞ্জে এবে দানফল ক্ষীর;
অন্নদাতা অন্ন ভুঞ্জে নীর-দাতা নীর॥
বস্ত্রদান করে ছিল যেই মহাজন।
শোভা পায় দেহে তার অমূল্য বসন॥
গৃহদাতা পাইয়াছে গৃহ মনোহর।
ধনরত্ন বামাকুলে পূর্ণ নিরন্তর॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের যমালয় ও নরক-বর্ণনা বিশেষ বিস্তৃত।

"আগে থানা সাজাইল তার পূর্ব্বদ্বার।
দেখে তথা সকলোক ধর্ম্ম-অবতার॥
দেব পিতৃভক্ত সত্যবাদী যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি বিস্মিত রাবণ॥
গোদান করিয়া যেই তুষেছে ব্রাহ্মণ।
ঘৃত-দুগ্ধে দেখে তার অপূর্ব্ব ভোজন॥
দুঃখীকে দেখিয়া যে করেছে অন্নদান।
সুবর্ণের থালাতে সে করে সুধা পান॥
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয় পিপাসায় জল।
তাহার সম্পদ দেখে রাবণ সকল॥
ব্রাহ্মণেরে ভূমিদান করে যেইজন।
যমপুরে দেখে তার রাজ্যের ভাজন॥
অন্যকে তুষিল যে বলিয়া প্রিয়বাণী।
তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী॥
যে করে অতিথিসেবা দিয়া বাসা-ঘর।
সোণার আবাস তার দেখে লঙ্কেশ্বর॥
স্বর্ণ দান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মণ।
স্বর্ণ-খাটে শুয়ে আছে দেখিল রাবণ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে একমনে।
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে॥
যে উত্তম পাত্রে করিয়াছে কন্যাদান।
সবা হৈতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান॥
যে বিষ্ণু-কীর্ত্তন করিয়াছে নিরন্তর।
তাহার সম্পদ দেখি তুষ্ট লঙ্কেশ্বর॥

চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন।
পাদ্য-অর্ঘ দিয়া তারে দিলেন আসন॥
বৈকুণ্ঠ না যায় সেই যায় স্বর্গবাস।
দিব্য দেহ ধরি তাবে দিলেন প্রকাশ॥
চতুর্ভুজরূপে তারে সম্ভাষ কবিল।
নানাবিধ প্রকারেতে তাহারে তুষিল॥
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ে মরে॥
দেখিয়া লোকের সুখ রুষ্ট লঙ্কেশ্বর।
পূর্ব্বদ্বার এড়িলেন পশ্চিম দুয়ার॥
বহুতপ পুণ্য করিয়াছে যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ রাবণ॥
রাবণ উত্তরদ্বারে করিল গমন।
তথা পুণ্যবান্ লোক করে দরশন॥
আগম-পুরাণ শুনিয়াছে যেই রাজা।
পুত্র হেন পালিয়াছে যেবা নিজ প্রজা॥
পরহিংসা পরদার না করে যে জন।
মহা মহৈশ্বর্য্য তার দেখিল রাবণ॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম-দুয়ার যে উত্তর।
ত্রিদ্বারে ধার্ম্মিক লোক দেখিল বিস্তর॥
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার।

*　　　*　　　*

যত যত পাপীলোক সেই দ্বারে থাকে॥
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে॥
চৌরাশি সহস্রকুণ্ডে দক্ষিণ দুয়ারে।
নরকে ডুবায়ে সবে যম-দূতে মারে॥
যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর।
কলরব শুনি তথা গেল লঙ্কেশ্বর॥
প্রবেশিল দক্ষিণ দ্বারেতে দশানন।
প্রথম প্রহার তথা দেখিছে রাবণ॥

কত পাপ করিয়াছে কত কত জন।
যমদূতে প্রহারিছে যাহার যেমন॥
সেই মত পরদার করেছে কৌতুকে :
সেই তত কুম্ভীপাকে ডুবিছে নরকে॥
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল।
তাতে ধরিয়া ফেলে যায় গায়ের ছাল॥
অগম্য গমন করে যে হবে ব্রাহ্মণী।
তার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী॥
লোহার ডাঙ্গশ দূত মারে গোটা গোটা।
কসিয়া ডাঙ্গশ মারে তার লৌহ-কাঁটা॥
সর্ব্বাঙ্গ সেচনেতে তাহার পচে মাংস।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পোকা খুলে খায় অংশ॥
হাতে-গলে বান্ধে তার দিয়া চর্ম্ম-দড়ি।
মাথার উপরে তুলি মারে লৌহ-বাড়ি॥
মস্তক ফাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে।
পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণ প্রহারে॥
গদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে স্রোতে।
বিষম প্রহার তারে করে যম-দূতে॥
নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে।
বিষ্ঠা খেয়ে পাপীলোক ফাফরিয়া মরে॥
গৃধিনী শকুনী মাংস টানে চারি ভিতে
উপাড়ে সাঁড়াশী দিয়া চক্ষু যমদূতে॥
তপ্ত পদ নাসা কর নয়ন জিহ্বায়।
লোহার বড়শী মারে অসহ্য সে দায়॥
পাপ-পুণ্য ভাগী হয় যে ইন্দ্রিয়গণ।
বিষম প্রহার ভুঞ্জে যমের তাড়ন॥
পরস্ত্রীকে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥
লোহময়ী নারী যথা আনে যমদূতে।
অগ্নি-মধ্যে তাঁহাকে তাতায় ভাল মতে॥

অগ্নি লোহা জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল।
পাপী সব তাহাকে ধরিয়া দেয় কোল॥
গাত্র-মাংস জ্বলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী।
তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে।
জ্বালায় জ্বলিত পাপী ধড়ফড় করে॥
পরদার করিয়াছে রাবণ বিস্তর।
বিষম প্রহার দেখি ভাবিত অন্তর॥
পরস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে।
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে॥
বিষম যমের দূত করিছে তাড়না।
হরিলে পরের নারী এতেক যন্ত্রণা॥
পরস্ত্রী পাইয়া যেবা ক'রেছে রমণ।
চিরকালাবধি ভোগে নরকে সে জন॥
তাহাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।
কোটিকল্পে না হয় সে নরকে উদ্ধার॥
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ।
করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান॥
বিপরীত রক্তেতে তালুকা তার শোষে।
পানীয় চাহিতে তারে যমদূতে রোষে॥
ব্রাহ্মণ দেবের বস্তু হরে যেই জন।
তার প্রহারের কথা করি নিবেদন॥
হস্তপদ বাঁধে তার দিয়া চর্ম্ম-দড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গশের বাড়ি॥
বুকে শেল মারে কেহ চক্ষু টানি ধরে।
পরিত্রাহি ডাকে লোক দারুণ প্রহারে॥
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥
হস্তপদ বাঁধি ফেলে দিয়া চর্ম্মদড়ি।
তাহার উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি॥

ঘাড়ে-মুড়ে বাঁধি ফেলে অগ্নির ভিতর।
বিষম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র বছর॥
পরধন যে জন করিল ডাকা-চুরী।
খুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি॥
পরহিংসা পর-দ্বেষ ক'রেছে যে জন।
তাহার প্রহারের কথা অকথ্য-কথন॥
মিথ্যা শাপ দেয় আর বলে মিথ্যা বাণী।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী॥
প্রতপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গশের বাড়ি॥
যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন।
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ॥
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই।
মুষলে তাহারে মারে তার রক্ষা নাই॥
পরহিংসা করে বলে অসত্য বচন।
বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন॥
অপাত্রেতে কন্যা দেয় আর লয় কড়ি।
তাহার মাথায় দেখে মাংসের চুপড়ি॥
মাংস লহ লহ বলি সদা ডাক ছাড়ে।
মাংসের রসাণি তার বক্ষ বহি পড়ে॥
মিথ্যা সাক্ষী দেয় যেই সভা মধ্যে বসি।
তাঁর জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াসি॥
তার পূর্ব্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ॥
অতিথি পাইয়া যেই না করে জিজ্ঞাসা।
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা॥
একজন দান করে অন্য হয় দাতা।
তার বুকে দেয় যম জলদল যাঁতা॥
সীমা হরে যে জন পোড়ায় পর-ঘর।
বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর॥

উভয়ের স্থানে এক পক্ষে পক্ষপাতী।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাতী॥
মরণে মরণ নাহি দুঃখ মাত্র সার।
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোক না দেখে নিস্তার॥
ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী গমনে যে প্রমাদ।
সে সকল পাপেতে স্বধর্ম্ম হয় বাদ॥
চণ্ডাল-জনম হয় শূদ্রানী-গমনে।
সর্ব্বধন নষ্ট হয় তার দরশনে॥
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য করে শুদ্ধমতি।
কর্ম্ম নষ্ট হয় যদি দেখে শূদ্রা প্রতি॥
পাতকী জনের সহ যে জন সম্ভাষে।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্মলোপ হয় সেই দোষে॥
রাজা হ'য়ে প্রজা যদি না করে পালন।
পরলোকে তাহার নরক অখণ্ডন॥
পুত্র-পালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা।
কোটিকল্প স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সেই রাজা॥
অর্থের লোভেতে হয় দেবল-ব্রাহ্মণ।
শুদ্ধমনে সেইজন না করে পূজন॥
যেবা হরে দেবস্ব বা করে দুরাচার।
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার॥
হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য-উপরে।
সেই ঘৃত উঠে তার নখের ভিতরে॥
শাস্ত্রে আছে সঘৃত নৈবেদ্যে করে পূজা।
সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঙ্গলে রাজা॥
এ সকল কথা শুনি হ'ল চমৎকার।
দেবল-ব্রাহ্মণের যে নাহিক নিস্তার॥
যেই শূদ্র হইয়া হরিয়াছে ব্রাহ্মণী।
তাহার বিষম বোল বড় ডাক শুনি॥
লক্ষ লক্ষ সাঁড়াসি গায়ের মাংস টানে।
খুলে খায় গাত্রমাংস সহস্র সন্ধানে॥
ডাঙ্গশের বাড়ি মারে হয় খান খান।
কোটিকল্প পাপ ভুঞ্জে নাহিক এড়ান॥
যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন।
তার পিতৃলোকের যে যমের তাড়ন॥
বিঘতপ্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে।
তাহার উপরে ফেলে ধরি তার মুণ্ডে॥
অগ্নিমধ্যে সাঁড়াসি তাতায় ভাল মতে।
তাহা দিয়া গাত্র-মাংস কাটে যমদূতে॥
ইত্যাদি নরকভোগ করে বহুবার।
ব্রহ্মাসেন পাপে তার নাহিক নিস্তার॥
পরহিংসা করে যেবা সুজনের নিন্দে।
চামদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে॥
গলায় বড়সি দিয়া করে টানাটানি।
খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি॥
ছোট কাঁটা দিয়া তারে বড় কাঁটা লয়।
গলে গরগণ্ড তার বড়ই সংশয়॥
দেখিল রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণা।
এ হৈতে বাইশ গুণ নারীর যাতনা॥
ছোট বা বড় করুক যত করে পাপ।
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কবিবর-মাইকেলের যমালয় ও নরক-বর্ণনাও বিশেষ বিস্তৃত এবং কাব্যাংশে অতি সুন্দর।

"চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির-কানন-
পথে পথি চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কতক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল-সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চির নিশাবৃত
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে!
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে;
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে!
সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার—নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে!
সুধিলা বৈদেহিনাথ;—"কহ, কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি

পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে ?"
উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ ; পাপীপক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত ; কিন্তু যবে আসে পুণ্য প্রাণী,—
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্গপথ যথা !
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে কর্ম্মফলে ভুঞ্জিতে এদেশে ;
ধর্ম্মপথগামী যারা, যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে ; পাপী যারা,
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন !
চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে
নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"

*　　*　　*　　*

বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক্ উজলি !
আগ্নেয়-অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চিরদুঃখ-ভোগে ;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা ; প্রবেশ এদেশে !'
　　অস্থি-চর্ম্ম-সার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু,

থরথরি ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নি-তেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগারি দুর্ম্মতি
পুনঃপুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু-ঢুলু-ঢুলু আঁখি! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভুবা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা!
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো-সুরতে—
দহে হিয়া অহরহ কামানল-তাপে!
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত, উগরে,
কাশি কাশি দিবানিশি ; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি ;
মুখ-মলদ্বারে বহে লোহের লহরী।
শুভ্র জরয় রূপে! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্ম্মুহুঃ ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে! অদূরে ব'সে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা!

বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত ; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী ! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা ; কভু কাঁদে, কভু হাসিরাশি
বিকট-অধরে ; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ; গিলে বিষ, ডুবে জলাশয়ে :
গলে দড়ি ! কভু, ধিক্ ! হাবভাব-আদি
বিভ্রম-বিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা ! মল-মূত্র না বিচারি কিছু
অন্নসহ মাখি হায় খায় অনায়াসে !
কভু বা শৃঙ্খলবদ্ধা, কভু বীরা যথা
স্রোতোহীনা প্রবাহিনী-পবন-বিহনে !
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে ?
দেখিলা রাঘব-রথী অগ্নিবর্ণ রথে
বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে
রণে ! রথ-মুখে বসে ক্রোধে সূতবেশে ;
নর-মুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে ! দেখিলা হত্যা ভীম খড়্গপাণি ;
ঊর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধন সাধনে !
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্বা, উন্মীলিত-আঁখি
ভয়ঙ্কর ! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে
কহিলেন মায়াদেবী ;—এই যে দেখিছ
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানাবেশে এ সকল ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি

মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্তনগরে
সীতাকান্ত! দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।
দক্ষিণ দুয়ার এই; চৌরাশী নরককুণ্ড
আছে এই দেশে! চল ত্বরা করি।"

পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে।
অন্ধকারময় পুরী, উদিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ; ভুকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি, দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে।
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে!

কতক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ; জলরূপে বহিছে, কল্লোলে
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছট্‌ফটি হাহাকারে! "হায়রে বিধাতঃ,
নির্দ্দয়, সৃজিলে কি আমা সবাকারে
এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা, মায়ের উদরে?
কোথা তুমি, দীনমণি? তুমি নিশাপতি
সুধাংশু? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব? কোথা সুত-দারা
আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনুরে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি?"

এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে ;—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস বিধিরে
তোরা ? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস এ দেশে!
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু ?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে!"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মুরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে ;
কাটে কৃমি ; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ীভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী!
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি ;—
"রৌরব এ হ্রদ-নাম, শুন, রঘুবীর,
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা, বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে ;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে!
নহে সাধারণ অগ্নি, কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর ; অগ্নিরূপে বিধি-রোষ হেথা
জ্বলে নিত্য! চল রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ততৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে! ওই শুন, রথি!
অদূরে ক্রন্দন-ধ্বনি! মায়াবলে আমি

রোধিয়াছি নাসা-পথ তোমার
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে।
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার-রবে
চিরবন্দী !" * * *
কতদূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বন-সুশোভিনী—
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগী-হাস্য যথা।
লক্ষ লক্ষ লক্ষপ্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধু-ভাণ্ডে যথা
মক্ষিকা। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে ;—
"কে তুমি শরীরি ? কহ, কি গুণে আইলা
এস্থলে ? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি ?
কহ কথা ; আমা সবে, তোষ গুণনিধি,
বাক্য-সুধা—বরিষণে ! যে দিন হরিল
পাপ-প্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনা-জনিত-ধ্বনি-বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এখন স্বরে জুড়াও বচনে।"
উত্তরিলা রক্ষোরিপু ;—"রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল ; দশরথ রথী
পিতা পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী ;
রাম নাম ধরে দাস ; "—* * *

উত্তরিলা প্রেত এক ;—"জানি আজি তোমা,
শূরেন্দ্র ; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটী বনে আমি।" দেখিলা নৃমণি
চমকি, মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে !
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র ;—"কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে ?"
"এ শাস্তির হেতু হায় ; পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ !" উত্তরিলা শূন্য-দেহ প্রাণী ;
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেই এ দুর্ম্মতি মম ! "আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা ! সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পলাইল বড়ে
ভূতকুল, শুষ্কপত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড়। কহিলা সুরেশে
মায়া ;—"এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি !
নানা কুণ্ডে করে বাস ; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপ-বনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে।" দেখিলা বৈদেহি-
হৃদয়কমল-রবি, ভূত পালে পালে ;
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত ; বেগে ধাইছে
নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা ধায় বেগে ক্ষুধাতুর

সিংহের তাড়নে, উর্দ্ধশ্বাসে। মায়াসহ চলিল বিষাদে,
দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজলনয়নে।
কতক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
শিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
আকাশে! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে,—"চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা
বাঁধিতে কামীর মন ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভুলি
উন্মদা যৌবন-মদে!" কেহ বিদারিছে
নখে বক্ষঃ, কহি,—"হায়, হীরা-মুক্তাফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে!" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দ্দয় শকুনি
মৃত জীব-আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপ চক্ষু, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষ-শর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গ-নয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কিরে শেষে?"
চলি গেলা বামাদল কান্দিয়া কন্দিয়া।
পশ্চাতে কৃতান্ত-দূতী, কুন্তলপ্রদেশে স্বনিছে
ভীষণ সর্প; নখ অসি সম; রক্তাক্ত অধর, ওষ্ঠ;
দুলিছে সঘনে কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা;—"এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,

বেশ-ভূষাসজ্জা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামীমন মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা! এবে কোথা সে রূপ-মাধুরী,
সে যৌবন-ধন, হায়? "অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি ;—"এবে কোথা সে রূপ-মাধুরী,
সে যৌবন-ধন হায়?" কান্দি ঘোর রোলে,
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।
* * * দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহনরূপে
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গিনয়নে,
মিষ্টতর সুধারস মধুর অধরে।
দেবরাজ কম্বুসম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবাদেশ ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলী
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখিতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর! সুক্ষীণ কটি ; নীল পট্টবাসে
(সুক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণি করি-
আচরণ, রম্ভাকান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর জলকেলি করে তারা জলে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা ;
মৃদঙ্গের রসে বীণা রবাব মন্দিরা
আনন্দে ষড়ঙ্গ সবে সঙ্গে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গ-রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।

রূপস পুরুষদল আর এক দেশে
বাহিরিল মৃদু হাসি ; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকাবল্লভ দেব কাত্তিকেয় বলী ;
কিম্বা, রতি ! মন্মথ মনোরথ তব।
হেরিলে পুরুষদলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে
তপ্তশ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে ; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি !
বিহঙ্গ-বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি তথা হায়, রসিক-নাগরে,
ধরি পশে বনমাঝে রসিকানাগরী
কি মানসে নয়ন তা কহিল নয়নে।
সহসা পুরিল বন হাহাকার ক'রে।
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর-নাগরী
কামড়ি-আঁচড়ি মরি হস্ত-পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল কুড়ি আঁখি, নাক-মুখ চিরি
বক্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারীবেশ ধরি
বিরাটে। উত্তরি তথা যমদূত যত
লোহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইয়া
দুই দলে। মৃদুভাবে কহিলা সুন্দরী

মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘব-নন্দনে,
"জীবনে কামের দাস শুন, বাছা ছিল
পুরুষ ; কামের দাসী রমণীমণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পুরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি মহা, দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে
মরুভূমে, স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে, সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে! মনোরথ বৃথা দুই দলে,
আর কি কহিব বাছা! বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে কহ পাপী
মরুভূমে নরকাগ্রে ; বিধির এ বিধি
যৌবনে অন্যায়ের বাড়ে বয়সে
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কামানলরূপে
দহে দেহ, মহাবাহু! কহিনু তোমারে
এ পাপীদলের এই পুরস্কার শেষে!"
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ! কে পারে বর্ণিতে ?" * *
হাসিয়া কহিলা মায়া "অসীম
এ পুরী, রাঘব! কিঞ্চিৎমাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে শূর! আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ। পূর্ব্বদ্বারে সুখে

পতিসহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল ; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে, সুরম্য-হর্ম্ম সুকানন মাঝে
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বসন্ত সমীর চীর বহিছে সুস্বনে।
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে,
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশি, সাধু সপ্তস্বরা।
দধি দুগ্ধ ঘৃত উৎস উথলিছে সদা—
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে,
প্রদানেন পরমান্ন-আপনি অন্নদা,
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে কামধুমে যথা—
কামলতা, মহোশ্বাস, সদ্যঃ ফলব্রতী।
নাহি কাজ যাই তথা উত্তর দুয়ারে
চল, বলি! ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃপদ হেরিবে নৃমণি!”
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে
দেখিলা বৈদেহি-নাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য-দগ্ধ, আহা যেন দেহ-রোষানলে!
তুঙ্গ-শৃঙ্গ-শিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার ; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে
অগ্নি দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক্! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি

তাড়াইলে বালীবৃন্দে উর্ম্মিদলে যেন!
দেখিলা তরাগবলী সাগর সুদৃশ্য
অকূল ; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি, কোথায় বহিছে
গতিহীন জলরাশি করে কেলি তাহে
ভীষণ মুরতি ভেক, চীৎকার গম্ভীরে,
ভাসে মহোরগবৃন্দ অশেষ শরীরী
শেষ যথা ; হলাহল কোন স্থলে
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ক্রমে, হা হা রবে
বিলাপি ! দংশিছে সর্প-বৃশ্চিক কামড়ে
ভীষণ-দশন-কীট। আগুন ভূতলে
শূন্যদেশে ঘোর শীত হায় রে কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তরদ্বারে ?
দ্রুতগতি মায়াসহ চলিলা সুরথী।
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পড়ি জলারণ্যে আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমল সখা
সমীর ; জুড়ায় কাণ শুনি বহু দিনে
পিককুল কলরব জনরব সহ
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি। চারিদিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণ-সৌধ, সুকানন-রাজি
কনক-প্রসূন পূর্ণ সুদীর্ঘ সরসী
নবকুবলয়-ধাম। কহিলা সুস্বরে

মায়া, "এই দ্বারে বীর সম্মুখ সংগ্রামে
পড়ি চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত
অশেষ, হে মহাভাগ ! সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের। * * * এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-রূপে দীপে অহরহ
উজ্জ্বল। কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে
অগ্রে শূল হস্তে মায়া। কতক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে স্থূল শালবন
বিশাল ; কোথায় হ্রেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে ; কোথায় গরজে
গজেন্দ্র। খেলিছে চর্ম্মী অসি-চর্ম্মধারী,
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি,
উড়িছে পতাকাচয় বর্ণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি স্বর্ণ-বীণা করে
কোথায় গাহিছে কবি মোহি শ্রোতকুলে
বীরকুল-সঙ্কীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল ; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে পারিজাত ফুল রাশি রাশি
সুসৌরভে পুরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা ;
গাইছে কিন্নরকুল ত্রিদিবে যেমতি।
কহিলা রাঘবে মায়া সত্যযুগ-রণে
সম্মুখ সমরে হত রথীশ্বর যত
দেখ এই ক্ষেত্রে আসি, ক্ষত্রচূড়ামণি !
কাঞ্চন-শরীর যথা হেমকূট দেখ
নিশুম্ভে ; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে,

মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা সুরেশ !
দেখ শুম্ভে, শূলী শম্ভুনিভ পরাক্রম ;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গম দমী ;
ত্রিপুরারি অরিশূর সুরথী ত্রিপুরে ;
বৃত্র আদি দৈত্য যত বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃ-প্রেম-নীরে। সুধিলা সুমতি
রাঘব "কেন না হেরি, কহ, দয়াময়ি !
কুম্ভকর্ণ, অতিকায় নরান্তক (রণে নরান্তক)
ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষশূরে ?"
উত্তরিলা কুহকিনী ; "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি
নগর বাহিরে দেখ, ভ্রমে তথা প্রাণী
যতদিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে ; বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ বীরবর ! আসিছে এদিকে
সুধীর"

সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী ; কিরীট-চূড়ে খেলে সৌদামিনী
ঝলমলে মহাকাশে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ। করে শূল, গজপতি গতি।

অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে
সুধিলা "কি হেতু সশরীরে আজি
রঘুকুল-চূড়ামণি ? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;

কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানব-জীবন-স্রোত পৃথিবীমণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল বহে সে এ দেশে।
আমি বালী। "সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে। কহিলা হাসিয়া
বালী "চল মোর সাথে, দাশরথি রথি !
ওই যে উদ্যান, দেব ! দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃ-সখা তব।

* * * *

জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু "কহ কৃপা করি
হে সুরথি, সম সুখী এ দেশে কি তোমরা
সকলে ? "খনির গর্ভে" উত্তরিলা বালী
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব ! কিরণে
নহে সমতুল সবে কহিনু তোমারে,
তবু আভাহীন কেবা, কহ রঘুমণি ?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।

রম্যবনে, বহে যথা পীযুষ-সলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি
জটায়ু গরুড়পুত্রে দেবাকৃতি রথী
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত বিবিধ রতনে
খচিত আসনাসীন ! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি। পদ্মপর্ণ-বর্ণ বিভারাশি
উজ্জ্বলে সে বনরাজি, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে।

চিরপারিমলময় সমীর বহিছে
বসন্ত ! আদরে বীর কহিলা রাঘবে ,—
জুড়ালো নয়ন আজ, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র ! ধন্য তুমি !—
"পশ্চিম দুয়ারে বিরাজেন রাজঋষি রাজঋষিদলে ।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে
যাইব তোমার সঙ্গে, চল রিপু-দমি !"
বহুবিধ রম্যদেশ দেখিলা সুমতি
কভু স্বর্ণ-অট্টালিকা ; দেবাকৃতি কভু
রথী ; সরোবর-কূলে কুসুম-কাননে
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল শুনি কুঞ্জবনে ;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত উজ্জ্বলি
দশ দিশি ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে ।
কহিলা জটায়ু বলী : "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী । সশরীরে শিবের আদেশে
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশনহেতু
পিতৃপদ ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজ স্থানে, প্রাণিদল ! গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি । মহানন্দে চলিলা দুজনে ।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী ! বহিছে কূলে প্রবাহিনী বারি
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে

শ্যামভূমি ; তাহে সরঃ খচিত কমলে
নিরন্তর পিকরব কুহরিছে বনে !
বিনতা-নন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিমদ্বার দেখ, রঘুমণি !
হিরন্ময় ; এ সুদেশে হীরকনির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণ-বৃক্ষমূলে,
মরকত-পত্র ছত্র দীর্ঘ শিরোপরি,
কনক আসনে বসি দিলীপ নৃমণি
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী। পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এদেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ, ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে !"

* * * *

বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি
বিদায়ি জটায়ুশূরে চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণ-গিরিদেশে
সুরম্য, অক্ষয়বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী নদীতীরে, পীযূষ-সলিলা
এ ভূমে, সুবর্ণ-শাখা মরকত-পাতা
ফল, হায়, ফল-ছটা, কে পারে বর্ণিতে ?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতি-প্রদায়ী।
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসারি
বাহুযুগ (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, "আইলি ফিরে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুর্দ্বয় ? ইত্যাদি" মেঘনাদবধ কাব্য—অষ্টম সর্গ

মাইকেলের যমালয় ও নরক-বর্ণনা কাব্যাংশে যে অতি সুন্দর তাহার আর সন্দেহ নাই। মাইকেল হয়ত এ নরক-বর্ণনা বাল্মীকি ও মিল্টন হইতে লইয়াছেন।

২৩। সর্গ—রসাতলে প্রবেশান্তর রাবণের যুদ্ধ ও নাগপরাজয়, নিবাত-কবচের সহ যুদ্ধ এবং বরুণ-পুত্রসহ যুদ্ধে জয়লাভ।

২৪। সর্গ—রাবণের বলি-সমীপে গমন ও দ্বারস্থ বিষ্ণু-বিষয়ের কথোপকথন।

২৫। সর্গ—দশগ্রীবের সূর্য্যলোকে গমন ও জয়লাভ।

২৬। সর্গ—রাবণের সোমলোকে যাত্রা ও মান্ধাতার সহিত যুদ্ধে সখ্য-লাভ।

২৭। সর্গ—সোমলোকে গমনোদ্যত রাবণকে পিতামহের উক্তি ও বরদান।

২৮। সর্গ—রাবণের কপিল-দর্শন ও পাতাল হইতে প্রত্যাগমন।

রামায়ণে যে পাতালের উল্লেখ আছে তাহা বোধ হয়, সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপাবলী ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেননা মূল রামায়ণে এই সর্গে এক স্থানে আছে।

"তথাতং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্থিতং মধ্যে মহাবলম্" ॥৩

উত্তরকাণ্ডম্ ২৮শ সর্গঃ।

"সেই মহাবল পুরুষকে (কপিলকে) দ্বীপমধ্যে দশানন তদবস্থায় অবলোকন করিলেন।"

এই সব সর্গের বিবরণ সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২৯। সর্গ—হৃত-দেবকন্যাসহ রাবণের লঙ্কাপ্রবেশ ও পতিশোকসন্তপ্তা শূর্পণখার প্রতি দণ্ডকারণ্যে যাইবার আদেশ।

রাবণ সুন্দরী দেবকন্যা, দানবকন্যা, রাজকন্যা এবং ঋষিকন্যাদিগকে হরণ করিয়া রথ পূর্ণ করিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভগিনী শূর্পণখা তাঁহার বৈধব্য-অবস্থা জানাইলেন। রাবণ তাঁহাকে খরের নিকট দণ্ডকারণ্যে থাকিতে এবং তথায় যথেচ্ছা বিচরণ করিতে অনুমতি দিলেন।

৩০। সর্গ—নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে দীক্ষিত ইন্দ্রজিতকে রাবণের দর্শন, ইন্দ্রজিতের প্রতি ভার্গবের উক্তি এবং রাবণের মধুবন গমন ও মধুর সহিত মৈত্রীকরণ। রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ অশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিলেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপনান্তে তিনি যুদ্ধে বহির্গত হইয়া সর্ব্বলোক জয়ী হইবেন।

৩১। সর্গ—রাবণকর্ত্তৃক রম্ভাধর্ষণ ও তাহার প্রতি নলকুবেরের অভিশাপ।

কৈলাস পর্ব্বতে গেল বেলা-অবসানে।
বাসা করি রাবণ রহিল সেই স্থানে॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে জাগে দশানন।
চন্দ্রের উদয় হেতু নির্ম্মিত গগন॥
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর।
ধবল রজনী-শোভা করে সুধাকর॥
রাবণ মদনে মত্ত নারী নাহি পাশে।
হেনকালে রম্ভা যায় উপর আকাশে॥
রম্ভা নামে অপ্সরা সে পরমা সুন্দরী।
কপালে তিলক তার শোভে সারি সারি॥
রূপেতে করিল আলো যেন চন্দ্রকলা।
দেখিয়া রাবণ রাজা কামে হৈল ভোলা॥
রম্ভা রম্ভা বলিয়া রাবণ ধরে হাতে।
ভূষিতে কাহার প্রাণ যাহ এত রেতে॥
কোন নাগরের হেতু যাহ রসবতী।
তাহারে এড়িয়া মোরে ভজলো যুবতী॥
রতিশাস্ত্র অষ্টাদশবিধ আমি জানি।
তুমি আমি কেলি করি দিবস-যামিনী॥
লাজে হেট মাথা রম্ভা যোড় করি হাত।
আমার শ্বশুর তুমি রাক্ষসের নাথ॥
শ্বশুর হইয়া তুমি না ধরিহ হাতে।
কেন বা আইনু আমি হেন ছার পথে॥

রাবণ বলিল তুমি কাহার সুন্দরী।
কি সম্বন্ধে তুমি হও মোর বধূয়ারী॥
রম্ভা বলে যদি কর সম্বন্ধ-বিচার।
আমাকে ছাড়িয়া দেহ শুন-পরিহার॥
শ্রীনল-কুবের নামে কুবের-কুমার।
পতিব্রতা হই আমি রমণী তাহার॥
কুবের তোমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী।
তাঁর পুত্রবধূ সে তোমার বধূয়ারী॥
শ্বশুর হইয়া কর বধূরে গ্রহণ।
আমার অপেক্ষা আছে কুবের-নন্দন॥
ধর্ম্মে মতি দেহ বাছা ছাড় পরিহাস।
হাত ছাড়ি দেহ যাই নায়কের পাশ॥

* * *

শুনিয়া রম্ভার কথা হাসিল রাবণ।
এ সময়ে পেলে নারী ছাড়ে কোন জন॥
পুরুষ হইয়া যদি পায় সে রমণী।
প্রাণান্তে নাহিক ছাড়ে শুন সুবদনী॥
মনেতে ভাবিয়া রম্ভা দেখহ আপনি।
ইন্দ্ররাজ হেরিলেন গুরুর ব্রাহ্মণী॥
এতেক কহিলা যদি রাজা লঙ্কেশ্বর।
মনে মনে ভাবে রম্ভা সাক্ষী করে ঈশ্বর॥

* * *

হেটমুখে রহে রম্ভা রাবণ গোচর।
ভাল মন্দ রম্ভা কিছু না দিল উত্তর॥
অনুমানে রাবণ বুঝিল তার মন।
ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাজা দশানন॥

* * *

মুনি বলিলেন শুন পুরাণ কথন।
তদন্তরে রম্ভাবতী করিল গমন॥
শৃঙ্গারে রম্ভার বেশ হইল সংচুর।
স্বামীর চরণে ধরি কাঁদিল প্রচুর॥
বলে নলকুবের সে বেশ কেন আন।
কার ঠাঁই পাইয়াছ এত অপমান॥
কান্দিতে কান্দিতে রম্ভা বলে পায় প'ড়ে।
তব কোপানলে প্রভু ত্রিভুবন পুড়ে॥
এত দিন ভ্রমি আমি ত্রিভুবনময়।
কেন অপমান মম কখন না হয়॥
কোথাকার কার্য্য কোথা বিধাতা ঘটায়।
আচম্বিতে রাবণ আমার দেখা পায়॥
যে দিন যা হইবে বিধাতা সব জানে।
দৈবের ঘটনা হেন বুঝি অনুমানে॥
এমন বিপত্তি নাহি দেখি কোন কালে।
পথে পেয়ে রাবণ চাপিয়া ধরে কোলে॥
ধর্ম্মলোপ করিলেক বলে চেপে ধরি।
বলহীন নারীজাতি কি করিতে পারি॥
দেবতা না পারে তারে আমি নারীজাতি।
রাবণের কাছে কিসে পাব অব্যাহতি॥

* * *

নলকুবের বলে রম্ভা জানি তুমি সতী।
তব দোষ নাহি দেখি রাবণ দুর্ম্মতি॥
কুকর্ম্ম দেখিয়া নলকুবেরের রোষ।
ধ্যানেতে জানিল সে রম্ভার নাহি দোষ॥
ক্রোধে নলকুবের সে লাগিল জ্বলিতে।
হাতে নিল জল রাবণেরে শাপ দিতে॥
আজি হৈতে শাপ মোর হউক প্রচার।
বলে ধরি রাবণ যে না করে শৃঙ্গার॥
সেই ক্ষণে মরিবেক, যাবে সব মাথা।
নলকুবেরের শাপ না হয় অন্যথা॥
রাবণের শাপ হৈল হৃষ্ট দেবগণ।
সীতার সতীত্ব-রক্ষা এই সে কারণ॥

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কামুক রাবণ করিয়া শ্রবণ
নলকুবেরের শাপ।
প্রাণ ভয়ে অতি হৈল ক্ষুণ্ণমতি
মনে বড় পরিতাপ॥
সেই দিন হ'তে আর কোন মতে
অকামা রমণী ধরি।
না লইত রতি রাবণ দুর্ম্মতি
মরণের ডরে ডরি॥
এই সে কারণে তাহার ভবনে
পতিব্রতা নারীগণ।
স্বধর্ম্মে থাকিত কারে না ছুঁইত
শাপ-ভয়ে দশানন॥"

৺রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই সব ঘটনাবলী দৃষ্টে বুঝা যায় যে, রাজা দশানন বিশেষ পরদাররত

ছিলেন এবং সেই পাপেই তাঁহার ধ্বংস হইল। ৩১ সর্গের প্রারম্ভে কৈলাস-পর্ব্বতের নৈশ-শোভা-বর্ণনাটী বড়ই সুন্দর ও প্রীতিকর।

"স তু তত্র দশগ্রীবঃ সহ সৈন্যেন বীর্য্যবান্।
অস্তং প্রাপ্তে দিনকরে নিবাসং সমরোচয়ৎ ॥১
উদিতে বিমলে চন্দ্রে তুল্য পর্ব্বতবর্চ্চসি।
প্রসুপ্তং সুমহৎ সৈন্যং নানা প্রহরণায়ুধম্ ॥২
রাবণস্তু মহাবীর্য্যো নিষণ্ণঃ শৈলমূর্দ্ধণি।
স দদর্শ গুণাংস্তত্র চন্দ্রপাদোপশোভিতান্ ॥৩
কর্ণিকারবনৈর্দীপ্তৈঃ কদম্ববকুলৈস্তথা।
পদ্মিনীভিশ্চ ফুল্লাভির্ম্মন্দাকিন্যা জলৈরপি ॥৪
চম্পকাশোকপুন্নাগমন্দারতরুভিস্তথা।
চূতপাটললোধ্রৈশ্চ প্রিয়ঙ্গ্বর্জ্জুনকেতকৈঃ ॥৫
তগরৈর্নারিকেলৈশ্চ প্রিয়ালপনসৈস্তথা।
এতৈরন্যৈশ্চ তরুভিরুদ্ভাসিত বনান্তরে ॥৬
কিন্নরা মদনেনার্ত্তা রক্তামধুরকণ্ঠিনঃ।
সমং সংপ্রজগুর্যত্র মনস্তুষ্টি বিবৰ্দ্ধনম্ ॥৭
বিদ্যাধরা মদক্ষীবা মদরক্তান্তলোচনাঃ।
যোষিদ্ভিঃ সহ সংক্রান্তাশ্চিক্রীড়ুর্জহৃষুশ্চবৈ ॥৮
ঘণ্টানামিব সন্নাদঃ সুশ্রুবে মধুরস্বনঃ।
অপ্সরোগণ সঙ্ঘানাং গায়তাং ধনদালয়ে ॥৯
পুষ্পবর্ষাণি মুঞ্চন্তো নগাঃ পবনতাড়িতাঃ।
শৈলং তং বাসয়ন্তীব মধুমাধবগন্ধিনঃ ॥১০
মধুপুষ্পরজঃ পৃক্তং গন্ধমাদায় পুষ্কলম্।
প্রববৌ বর্দ্ধয়ন্ কামং রাবণস্য সুখোঽনিলঃ ॥১১
গেয়াৎ পুষ্পসমৃদ্ধ্যাচ শৈত্যাদ্বায়োর্গিরের্গুণাৎ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যাঞ্চ চন্দ্রস্যোদয়নেন চ ॥"১২

রাবণঃ স মহাবীর্য্যঃ কামস্ত বশমাগতঃ।
বিনিশ্বস্য বিনিশ্বস্য শশিনং সমবৈক্ষত ॥"১৩
উত্তর কাণ্ডম্ ৩১শঃ সঃ।

তবে দশানন, করিল গমন,
কৈলাস ভূধর'পরে।
ক্রমে ক্রমে রবি লুকাইল ছবি,
উঠে চাঁদ নীলাম্বরে ॥
কৈলাস পর্ব্বত, রজতের মত
রজতের মত শশি।
নেহারি রাবণ হরষিত মন
রহে শিলাতলে বসি ॥
যামিনী আইল সেনা ঘুমাইল
করে শোভে প্রহরণ।
চাঁদের কিরণে উজ্জল বরণে
ঝকমকে অনুক্ষণ ॥
আকাশে সুন্দর শশী মনোহর
কৈলাসে পাদপ-শোভে।
মাখি শশি-ভাতি হাসে তরুপতি
নয়ন-মোহিত লোভে ॥
মন্দাকিনী জলে হাসে কুতূহলে
কুমুদ, কহ্লার ফুল।
দ্বিরদের রদ শশাঙ্ক বিশদ
বিশদ সে ফুলকুল ॥
শাদায় শাদায় কিবে শোভা পায়
শশী, নিশি গিরি শাদা।
কুমুদ কহ্লার তাহে পুনর্ব্বার
সাদায় লাগায় ধাঁধা ॥
কৈলাস ভূধরে কিবা সে শোভারে
চারু কর্ণিকার বন।
কদম্ব বকুল, প্রিয়ঙ্গু বঞ্জুল
নারিকেল শোভাঞ্জন ॥
অর্জ্জুন তমাল পাটল পিয়াল
খদির কেতকী চুত।
অশোক চম্পক লোধ্র কুরুবক
পারিজাত ফুলযুত ॥
পুন্নাগতগর আদি তরুবর
কত শোভে কত বনে।
কামার্ত্ত কিন্নর ছাড়ি মিষ্টস্বর
মিলিছে প্রিয়ার সনে ॥
লোহিত লোচন বিদ্যাধরগণ
মধুপানে মত্ত হ'য়ে।
পুলকিত চিতে লাগিছে খেলিতে
নিজ নিজ পত্নী লয়ে ॥
কুবের রাজার সুচারু আগার
কৈলাস ভূধরে সাজে।
অপ্সরা নিকর তথা নিরন্তর
নাচিছে, নূপুর বাজে ॥
বাতাসের ঘায় হেথায় হোথায়
গাছ থেকে ঝরে ফুল।
বাসন্তী শোভায় কিবে শোভাময়
ফুল ফোটা-তরুকুল ॥
আপনি পবন করিয়া বহন,
ফুলরেণু রাশি রাশি।
কামের আগুন করিল দ্বিগুণ
রাবণের নাকে পশি ॥

অপ্সরার গীতে ফুল-সুরভিতে
কৈলাসের শৈত্য-গুণে।
রজনী সময়ে শশীর উদয়ে
পোড়ে রক্ষঃ কামাগুণে॥

নিশ্বাসে নিশ্বাসে চাহে চারি পাশে
কভু বা চাঁদের পানে।
কভু তরুকুলে, কভু ফোটাফুলে
কভু গান শোনে কানে॥

৩২-৩৪ সর্গ—দেবযুদ্ধে রাবণের বিজয় ও ইন্দ্রকে লইয়া ইন্দ্রজিতের লঙ্কাপ্রবেশ।

৩৫ সর্গ—দেবতার সহিত পিতামহের লঙ্কাপ্রবেশ ও ইন্দ্রের মুক্তি এবং অহল্যার বৃত্তান্তকথন।

৩৬-৩৮ সর্গ—রাবণার্জ্জুনে যুদ্ধাদি কথন।

৩৯ সর্গ—বালির সহিত রাবণের মৈত্রীকরণ। এই সব সর্গের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

৩৬শ সর্গের শেষে বর্ণিত আছে, রাবণ মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

"স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন
নানা গন্ধ-পুষ্পে পরে পূজে দশানন।
করযোড়ে ভক্তিভরে হইয়া নিশ্চল
করিল শিবের ধ্যান রক্ষ মহাবল।
বালুকাবেদি মধ্যে তু তল্লিঙ্গং স্থাপ্য রাবণঃ।
অর্চ্চয়ামাস গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ॥" ৪৩

উত্তরকাণ্ডম্ ৩৬শঃ সঃ।

ইহাতেই প্রতীয়মান হয়, অনার্য্য রাক্ষসগণ শিবোপাসক ছিল।

রাবণ অর্জ্জুন ও বালীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন।

বালী সাগরের জলে সন্ধ্যা করিতেছিলেন এরূপ সময় রাবণ যুদ্ধাভিলাষে তথায় উপস্থিত হইলেন!

"উভয়ে ধরিতে উভে ভাবে মনে মনে।
উভয়ে ফিকির খুজে ধরিবে কেমনে॥
নিঃশব্দে রাবণ যায় পায় নাই শব্দ।
নিঃশব্দে ভাবেন বালী রাবণের জব্দ॥

হেনকালে দশানন গিয়া পাছু পানে।
বালীরে জাপটি ধরি কোল পানে টানে॥
কোৎপাড়ে উঠে পড়ে বালী নাহি নড়ে।
অচল অচল কভু চঞ্চল কি নড়ে॥

রাবণ ধরিল আসি বুঝিলেন বালী।
দাপটিয়া ধরি তারে পুরিলা কাকালি॥
পাছু পানে না চাহিয়া বালী মহাবীর।
হাত ফিরাইয়া ধরে রাবণ অস্থির॥
ছিঁড়িয়া জলদে যথা উড়ায় পবন।
নখ-দন্তে করে বালী রাবণে পীড়ন॥
রাবণে এ হেন হেরি নিশাচরগণ।
হাহাকার চারি ধারে ধায় অনুক্ষণ॥
বলিতে লাগিল তবে কাতর বচনে।
ছাড় ছাড় বালী রাজা রাজা দশাননে॥
মহাবল বালী তুলি রাবণে বগলে।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন নীলাম্বর কোলে॥
বালীরাজে ধরিবারে রাক্ষসেরা ওড়ে।
তা সবে বিমুখ বালী কৈলা লাথি-চড়ে॥
পবনের বেগে বালী লাগিলা যাইতে।
মেঘ যেন ধেয়ে যায় সূর্য্য আবরিতে॥
পক্ষীর অপেক্ষা বেগে ধায় বালীরাজ।
আকুল হইয়া ভাবে রাক্ষস-সমাজ॥
পশ্চিম সাগরে বালী করিয়া গমন।
স্নান-জপ করি সন্ধ্যা কৈলা সমাপন॥
উত্তর সাগরে পরে রাবণে লইয়া।
গমন করিলা বালী আকাশে উড়িয়া॥
শাস্ত্রমতে সন্ধ্যা সারে উত্তর সাগরে।
অস্থির রাবণ দুষ্ট কুক্ষির ভিতরে॥
অনন্তর তারাপতি মনোগতি বলে।
পূর্ব্ব সিন্ধুতটে গেলা রাবণ বগলে॥
কৈলা তথা যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি।
হাঁপায় কুক্ষির মাঝে রাবণ বিবাদী॥
পরিশ্রমে ঘাম ঝরে বালীর বগলে।
দশ মুখে দশানন ঢোঁকে ঢোঁকে গিলে॥
বিষম দুর্গন্ধ ঘাম ঝরে ঝর ঝর।
নাকে মুখে চকে চোকে রাবণ কাতর॥
অনন্তর বালী বলী কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া।
কুক্ষি হতে দশাননে দিলা নামাইয়া॥
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ বাঁচে দম টেনে কাশে।
অধোমুখে দশানন ভূমে রহে বসে॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস একটু অন্যরূপ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, বালী রাবণকে লেজে বান্ধিয়া চারিটি সাগরের জলে ডুবাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, বালীরাজা যে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত বীর ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

৪০-৪১ সর্গ—হনুমানের জন্ম-বৃত্তান্তাদি কথন ও আশ্রম-গমনোদ্যত কপি-দিগের প্রতি রামের উক্তি।

৪২ সর্গ—বালী-সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত-কথন।

৪৩-৪৬ সর্গ—সীতাহরণ-কারণ-কথনপ্রসঙ্গে রামের প্রতি রাবণ-সনৎ-কুমারসংবাদ কথন ও রাবণের শ্বেতদ্বীপ গমন-বৃত্তান্ত কথন এবং অগস্ত্যের

প্রস্থানোদ্যোগে রামের উক্তি। এ সব সর্গের বিবরণ সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে বর্ণিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর সমস্ত কপিগণ ও রক্ষোগণ স্ব স্ব প্রদেশে চলিয়া গিয়াছিল। এই উত্তরকাণ্ডে আবার তাহাদের স্ব স্ব প্রদেশে যাওয়ার উল্লেখে অনুমান করা যায় যে, উত্তর কাণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধন।

৪৭ সর্গ—রামের রাজচর্য্যা-কথন।

৪৮-৫১ সর্গ—বানর ও সুগ্রীবাদির স্বস্থানে গমন ও পুষ্পকরথের প্রতি রামের উক্তি।

৫২ সর্গ—সীতা-রামের অশোক-বন-বিহার-বর্ণন।

লঙ্কাপুরীতে রাবণের যেরূপ অশোকবন ছিল তদনুকরণে অযোধ্যা নগরীতেও সুন্দর ও মনোরম এক বিহারস্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। এবং উহাকে অশোকবন নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। অযোধ্যার অশোকবন বড়ই সুন্দর বিহার স্থান ছিল।

কৃত্তিবাস সংক্ষেপে অযোধ্যার অশোকবনের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফুল-ফল ধরে।
ময়ূর-ময়ূরী নাচে ভ্রমর ঝঙ্কারে॥
সুললিত পক্ষী গান শুনিতে মধুর।
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দ প্রচুর॥
বিকসিত পদ্মবন শোভে সরোবরে।
রাজহংসগণ তথা আসি কেলি করে॥
সরোবর চারি পাশে সুবর্ণের গাছ।
জলজন্তু কেলি করে নানাবর্ণ মাছ॥
মণি-মাণিক্যে বান্ধা যত গাছের গুঁড়ি॥
স্থানে স্থানে বসিবার রত্নময় পীড়ি॥
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ উপরে।
তেমনি উদ্যানবন পুরীর ভিতরে॥"

—কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এ হেন অশোকবনে রাম-সীতার বিহার-সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনা আছে।

"প্রবেশ করিয়া রাম যে অশোকবনে।
বসিলেন ফুলকাটা সুন্দর আসনে॥
সীতারে লইয়া রাম আপনার হাতে।
বিশুদ্ধ মেরেয় সুরা লাগিলা পিয়াতে॥

সে সময়ে ভৃত্যগণ সত্বর হইয়া।
রামের ভোজন-দ্রব্য দিলেক আনিয়া ॥
কিবা সে প্রস্তুত মাংস নানা ফল-মূল।
সুবর্ণের পাত্র ভরি আনে ভৃত্যকুল ॥
সর্ব্বভূষা বিভূষিতা-রূপে মনোহরা।
নৃত্যগীতবিশারদ কিন্নরী-অপ্সরা ॥
আর আর নারীগণ মধুপানে মাতি।
নৃত্যগীতে শ্রীরামের বাড়াইল প্রীতি ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ইহাতে বুঝা যায় যে, এই অংশ যখন লিখা হইয়াছে তখন তৎসাময়িক নারীগণের মধ্যে মদ্য-মাংস ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

কিছুদিন পরে সীতাদেবীর গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

"এইরূপে কিছুকাল হইল অতীত।
রামচন্দ্র দিনে দিনে জানকীতে প্রীত ॥
একদিন রামচন্দ্র কহিল সীতায়।
গর্ভের লক্ষণ তব এবে দেখা যায় ॥
বল প্রিয়ে কিবা তব মনের বাসনা।
এখনি করিব আমি বল চন্দ্রাননা ॥
ঈষৎ হাসিয়া সীতা কহিলা তখন।
আশ্রমে দেখিতে মোর হয়েছে মনন ॥
যে সব তেজস্বী ঋষি খেয়ে ফল-মূল।
তপস্যা করেন বসি জাহ্নবীর কূল ॥
তা সবে দেখিতে আমি করিব গমন।
অন্ততঃ একটি রাত্রি করিব যাপন ॥
এই ইচ্ছা জাগে মনে অন্য ইচ্ছা নাই।
দয়া করি এই ইচ্ছা পুরাও গোঁসাই ॥
রাম কহিলেন, "প্রিয়ে, যে ইচ্ছা তোমার।
তাহাই হইবে পূর্ণ, শঙ্কা কিবা তার ॥
কল্যই করিবে যাত্রা মুনি-তপোবনে।
আজের রজনী হেথা যাপহ যতনে ॥
একথা বলিয়া রাম বন্ধুগণ সনে।
মধ্য-কক্ষে প্রবেশিলা পুলকিত মনে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

৫৩-৫৫ সর্গ—সীতাপবাদ-শ্রবণে লক্ষ্মণের প্রতি রামের সীতা-বর্জ্জনার্থ আদেশবাক্যচ্ছলে শ্রীরামচন্দ্র সভাসদ্ ভদ্রমুখে সীতাদেবীর অপবাদ-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন।

ভদ্র বলিল সর্ব্বলোক বলিতেছে—

"রাবণবধের পর রাম রঘুবর।
সীতারে উদ্ধার করি আনিলেন ঘর ॥
জানি না রামের প্রাণে কেমন করিয়া।
সীতা-সম্ভোগের সুখ উঠিল জাগিয়া ॥

সীতারে তুলিয়া কোলে সবলে রাবণ।
সিন্ধু পারে লঙ্কাপুরে করিল গমন॥
রাখিল অশোকবনে আপনার বসে।
জানিলা, সে সীতা রাম আনে কি সাহসে?
এহেন নারীরে রাম না করিলা ঘৃণা।
ঘৃণা দূরে থাক, রাম মরে সীতা বিনা॥
রাজার যেরূপ হয় আচার-বাভার।
প্রজারা করয়ে অনুকরণ তাহার॥
এর পর আমাদের স্ত্রীর এইরূপ।
ব্যতিক্রম হলে, মোরা না হব বিরূপ॥
মহারাজ তব কথা উপস্থিত হলে।
গ্রাম-নগরের লোক এই কথা বলে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এরূপ নিদারুণ কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইল সহজেই অনুমেয়।

"রাম রঘুবর হইলা কাতর
একথা শুনিয়া কানে।
হইল আঁধার হৃদয় তাঁহার
বেদনা বাজিল প্রাণে॥

কবি কালীদাস লিখিয়াছেন—

"কলত্রনিন্দাগুরুণা কিলৈব মভ্যাহতং কীর্ত্তিবিপর্যয়েণ
অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে॥"৩৩

রঘুবংশম্ চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

যেরূপ লৌহমুদ্গরে আঘাত দ্বারা প্রতপ্ত লৌহ বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ এই ঘোরতর অকীর্ত্তিকর গুরুতর কলত্র-নিন্দা শ্রবণে আহত হইয়া রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তখন—

বন্ধুগণ প্রতি কহে রঘুপতি
বল বল মিত্রদল।
ভদ্র মুখে যাহা শুনিলাম তাহা
সত্য কিনা সত্য বল॥
রামের বচন করিয়া শ্রবণ
ভূমিষ্ঠ হইয়া সবে।
কহিল রাজন্ ভদ্রের বচন
মিথ্যা বলি কেবা ভাবে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তখনই ধর্ম্মবীর শ্রীরামচন্দ্র বন্ধুগণ ও সভাসদগণকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণকে ডাকাইলেন এবং সীতাদেবীকে তমসা-তটে বাল্মীকির আশ্রমে নির্ব্বাসন করিয়া আসিতে লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ করিলেন।

ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর শ্রীরামচন্দ্রের এ সময়ের উক্তিগুলি তাঁহার হৃদয়ের বল ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। শ্রীরামচন্দ্রের এ সময়ের মুখের ভাবই তাঁহার চিত্তের সম্যক্ ভাবপরিব্যঞ্জক।

"প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা বিবিশুস্তে সমাহিতাঃ।
তে তু দৃষ্টা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা॥ ১৫
সন্ধ্যাগত মিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জ্জিতম্।
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
হতশোভং যথা পদ্মং মুখং বীক্ষ্যচ তস্য তে॥" ১৬

উত্তরকাণ্ডম্ ৫৪শঃ সঃ।

"দেখিলা সবে রামের বদন।
হইয়াছে রাহুগ্রস্ত শশীর মতন॥
সন্ধ্যার তপন কিম্বা পদ্ম শোভাহীন।
সেইরূপ শ্রীরামের মুখশ্রী মলিন॥
বাষ্পে পরিপূর্ণ তাঁর নয়নযুগল।
উৎকণ্ঠায় প্রাণ মন হয়েছে বিকল॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর অপবাদ জানাইয়া বলিলেন।

"অন্তরাত্মাচ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্॥১০
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ।
অয়ন্তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে॥১১
পৌরাপবাদঃ সুমহাং স্তথা জনপদস্য চ।
অকীর্ত্তির্য্যস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ॥১২
পতত্যেবাধমাল্লোঁকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্ত্যতে।
অকীর্ত্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্ত্তির্লোকেষু পূজ্যতে॥১৩
কীর্ত্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং সুমহাত্মনাম্।
অপ্যহঞ্জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ॥ ৪
অপবাদভয়াদ্ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্।
তস্মাদ্ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে॥১৫

ন হি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোধিকম্।
শ্বস্তং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্ ॥১৬
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ।
গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ ॥১৭
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্রৈনাং বিজনেদেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন ॥১৮
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ বচনং মম।
ন চাস্মিন্ প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথঞ্চন ॥১৯
তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্য্যা বিচরণা।
অপ্রীতিহি পরামহ্যং ত্বয়ৈতৎ প্রতিবারিতে ॥২০
শাপিতা হি ময়া যূয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ।
যে মাং বাক্যান্তরে ব্রূয়ুরনুনেতুং কথঞ্চন।
অহিতা নাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ ॥ ২১
মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদিমচ্ছাসনে স্থিতাঃ।
ইতোঽদ্য নীয়তাং সীতা কুরুষ বচনং মম ॥২২
পূর্ব্বমুক্তোঽহমনয়া গঙ্গাতীরেঽহমাশ্রমান্।
পশ্যেয়মিতি তস্যাশ্চ কামঃ সংবর্ত্ত্যতাময়ম্ ॥২৩
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো বাষ্পেণ পিহিতেক্ষণঃ।
সংবিবেশ স ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
শোক-সংবিগ্নহৃদয়ো নিশশ্বাস যথাদ্বিপঃ ॥*২৪

উত্তরকাণ্ডম্ ৫৫শঃ সঃ।

"অন্তরাত্মা জানে মোর সীতা সুচরিত্রা।
ধর্ম্মশীলা সাধ্বী-সতী পরমপবিত্রা ॥
অনন্তর প্রীতচিত্তে লইয়া সীতায়।
তোমা সবাকার সনে এনু অযোধ্যায় ॥
কিন্তু ভাই শুনি এবে মোর অপবাদ।
আঘাত লেগেছে প্রাণে, ঘটেছে প্রমাদ ॥
যে জনের হয় ভাই অকীর্ত্তি রটনা।
সে জনের কোথা সুখ? কেবল যাতনা ॥
অকীর্ত্তি ঘোষণা তার যত কাল রয়।
তত কাল বাস তার সাক্ষাৎ নিরয় ॥
অকীর্ত্তির নিন্দা আর কীর্ত্তির পূজন।
সর্ব্বদাই সর্ব্ব ঠাঁই শুনি, রে লক্ষ্মণ!

মহাজন যাঁরা তাঁরা কীর্ত্তির কারণ।
চেষ্টায় থাকেন সদা করি প্রাণপণ॥
সীতার কথা কি, আমি অপবাদ-ভয়ে।
নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে নির্ভয়ে॥
তোমাদেরো পারি আমি এখনি ত্যজিতে।
অপবাদ-ভয় হেন লাগে মোর চিতে॥
অকীর্ত্তিজনিত শোক-সাগরে এখন।
পতিত হইয়া ক্রমে হইনু মগন॥
অহো! অহো! বড় কষ্ট সহ্য নাহি হয়।
হেন কষ্ট কোনকালে সহিনি নিশ্চয়॥
তেঁই বলি শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
করহ আমার ইষ্ট অচিরে সাধন॥
কালি প্রাতে সুমন্ত্র-চালিত রথে করি।
অন্যদেশে জানকারে এস পরিহরি॥
গঙ্গার অপরপারে তমসার তটে।
মহামুনি বাল্মীকির আশ্রম প্রকটে॥
সেখানে যাইয়া তুমি কোন নিরজনে।
পরিত্যাগ কর সীতা এই ইচ্ছা মনে॥
জানকীর তরে তুমি কোন অনুরোধ।
না করিও মোরে ভাই না দিও প্রবোধ॥
যাও এবে ভাল মন্দ বিচারের আর।
প্রয়োজন নাই ধর বচন আমার॥
যদি তুমি এ বিষয়ে কর নিবারণ।
বড়ই বিরক্ত আমি হইব লক্ষ্মণ॥
চরণ ছুইয়া মোর করহ শপথ।
আমার প্রাণের দিব্য দিব্য কোটি-শত॥
কিছু না বলিও মোরে এই মোর কথা।
আমার আদেশ নাহি করিও অন্যথা॥
অনুনয় যে করিবে আমারে এখন।
অভীষ্ট-ব্যাঘাত, বৈরি আমার সে জন॥
যদ্যপি তোমরা হও মতস্থ আমার।
রাখ মোর মান সীতা করি পরিহার॥
পূর্ব্বে সীতা বলেছিল আমারে লক্ষ্মণ।
করিব গঙ্গার তীরে আশ্রম দর্শন॥
এবে তার মনোরথ পূর্ণ কর ভাই।
সীতা পরিত্যাগ ছাড়া অন্য নাহি চাই॥
এ কথা বলি সজল নয়নে
পরিহরি ভ্রাতৃগণে।
আপনার গৃহে পশিলেন রাম
নিশ্বাস ফেলিয়া ঘনে॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

এস্থলে শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যগুলি কবি কালিদাস বড় সুন্দরভাবে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"পৌরেষু সোঽহং বহুলীভবন্তং অপাংতরঙ্গেষ্বিব তৈলবিন্দুম্।
সোঢ়ুং ন তৎপূর্ব্বমবর্ণমীশে অলোলিকং স্থাণুরিব দ্বিপেন্দ্র॥ ৩৮
তস্যাপনোদায় ফলপ্রবৃত্তাবুপস্থিতায়ামপি নির্ব্যপেক্ষঃ।
ত্যক্ষ্যামি বৈদেহসুতাং পুরস্তাৎ সমুদ্রনেমিং পিতুরাজ্ঞয়েব॥ ৩৯

অবৈমি চৈ নামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ ॥ ৪০
রক্ষোঃ বধান্তো নচ মে প্রয়াসঃ ব্যর্থঃ স বৈর প্রতিমোচনায়।
অমর্ষণঃ শোণিতকাঙ্ক্ষায়া কিং পদা স্পৃশন্তং দশতি দ্বিজিহ্বং ॥ ৪১
তদেষ সর্গঃ করুণার্দ্রচিত্তৈর্নমে ভবদ্ভিঃ প্রতিষেধণীয়ঃ।
যদ্যর্থিতা নির্হৃত বাচ্যশল্যান্ প্রাণান্ ময়া বীরয়িতুং চিরং বঃ ॥ ৪২

রঘুবংশম্ চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

যে প্রকার গজরাজ, বন্ধনস্তম্ভকে অসহ্য ক্লেশজনক বিবেচনা করে, সেইরূপ আমি তরঙ্গ-নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর ন্যায় প্রজামধ্যে পরিব্যাপ্ত অভূতপূর্ব্ব এই অপবাদ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বে আমি যেরূপ পিতৃ-আদেশে সাগরান্তা ধরা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সেইরূপ এখনও অপবাদ অপনোদন জন্য পুত্রোৎপত্তির কাল উপস্থিত হইলেও তাহাতে নিস্পৃহ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৯ ॥

আমি জানকীকে সাধ্বী বলিয়া জানি, কিন্তু লোকাপবাদ আমার পক্ষে বলবান্ হইতেছে; কারণ লোকের অসাধ্য কিছুই নাই, তাহারা পৃথিবীর ছায়াকে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের কলঙ্করূপে আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

আমার রাক্ষসবধ-প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই, কিন্তু তাহা বৈর-নির্য্যাতনের নিমিত্তই করিয়াছি, পদাহত ভুজঙ্গম আস্কন্দীকে শোণিতপানের আশয়ে দংশন করে না ॥ ৪১ ॥

আমি অপবাদমোচন করিয়া অধিককাল বাঁচিব, যদি তোমাদের এরূপ কামনা থাকে, তবে আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি, তোমরা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহা নিষেধ করিও না ॥ ৪২ ॥”

এ অসাধারণ বীরত্ব বলিতে হইবে। প্রাণ-প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবীকে নির্দ্দোষী জানিয়াও যে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন, এ কম বীরত্ব নহে। শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর, এ জন্য তিনি এরূপ করিলেন। লোকাপবাদকে তিনি গুরুতর মনে করিলেন। লোকরঞ্জন তাঁহার একান্ত

কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। এ ভাব তাঁহার ধর্ম্ম ও জ্ঞানবৃত্তি হইতে সঞ্জাত। ধর্ম্মভাব ও জ্ঞানভাব তাঁহার প্রেমভাব হইতে প্রবলতর সুতরাং সীতাপ্রেম এ সময় তাঁহার উপর আধিপত্য করিতে পারিল না।

দেখা যাইতেছে, সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিতে তাঁহার যথেষ্ট মনোকষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্ম ও জ্ঞানবৃত্তির সহিত প্রেম-বৃত্তির যুদ্ধই মনোকষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অসদৃশ দুই ব্যক্তির পরস্পর বিরোধে হৃদয়ে ঘাত-প্রতিঘাত হয়, তাহাতেই লোকের মনোকষ্ট হইয়া থাকে। এ যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্ম-ভাব ও জ্ঞানভাবই জয়ী হইল, প্রেমভাব পরাজিত হইল। এ জন্যই তিনি সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইলেন।

কৃত্তিবাস সীতার অপবাদ-সম্পর্কে আরও অনেক কথা লিখিয়াছেন, তাহা বাল্মীকির মূল রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। প্রথমতঃ রামচন্দ্র ভদ্র ও পাত্রমিত্রের নিকট সীতার অপবাদের কথা শুনিলেন। তৎপরে—

"পাত্রমিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি।
অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে বহে পাণি॥
নিদাঘ-সময় অতি রবি ঘোরতর।
সরোবরে স্নানহেতু যান রঘুবর॥
একেশ্বর যান কেহ নাহিক সহিত।
সরোবর-কূলে গিয়া হৈলা উপনীত॥
পর্ব্বত জিনিয়া সেই পুষ্করিণী-পাড়।
চারিধারে শোভিছে বিচিত্র ফুল-ঝাড়॥
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণপাটে।
স্নানহেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে॥
অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে ঢালে পাণি।
দ্বন্দ্ব হয় রজকের শুনহ কাহিনী॥
দুই জনে কথা কহে শ্বশুর-জামাই।
এই দুইজন বিনা আর কেহ নাই॥
শ্বশুর বলিছে তুমি কুলেতে কুলীন।
সর্ব্বগুণ ধর তুমি ধোপাতে ধুপীন॥
নিজ গোত্রে প্রধান আছিল তব পিতা।
ধনী মানী দেখে তোকে দিলাম দুহিতা॥
কিবা দোষ করে কন্যা মোর কোন্ ছলে।
আমার বাটীতে একা এলো রাত্রিকালে॥
একেশ্বরী গেলা কন্যা বড় পাই ভয়।
পিতৃ-গৃহে যুবা কন্যা শোভা নাহি পায়॥
জামাতারে এত যদি বলিল শ্বশুর।
বাক্‌জালে জামাতা সে বলিছে প্রচুর॥
যে কথা কহিলে তুমি কহিতে না পারি।
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি কেহ নহে সাথী।
কাহার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রাতি॥

পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে এলে ঘরে॥
রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি।
জ্ঞাতি-বন্ধু খোঁটা দিবে আমি হীন জাতি॥
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন।
থাকিয়া উত্তর ঘাটে শুনে নারায়ণ॥
ভদ্র যত বলিল রামের মনে লয়।
রাম বলে ভদ্রের বচন মিথ্যা নয়॥
রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
গৃহে চলিলেন রাম বিরস-বদন॥
মনেতে ভাবেন রাম অনেক বিষাদ।
সীতা লয়ে পড়ে হেথা আর পরমাদ॥
পঞ্চ মাস আছে গর্ভ সীতার উদরে।
জায়ে জায়ে এক ঠাই বসিয়াছে ঘরে॥
সীতার মাথায় কেহ দিতেছে চিরুণী।
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী॥
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত কেমন রাবণ॥
তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করেছে দুর্গতি।
ভূমেতে লিখুন তার মুণ্ডে মারি লাথি॥
সীতা বলে সে ছায়া দেখেছি কোনকালে।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে॥
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ।
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ॥
রাবণ লিখিতে সীতা মনে কৈল সাধ।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ॥
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশস্কন্ধ॥
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
বস্ত্রের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥
সীতা-পাশে দেখি রাম লিখন রাবণ।
সত্য অপযশ মম বলে সর্ব্বজন॥
* * * *
সাধে কি সীতার জন্যে লোকে করে বাদ।
সীতা ত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ॥
সীতারে দেখিয়া রাম আগত বাহিরে।
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে বারি ঝরে॥”

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

৫৬-৫৮। সর্গ—বাল্মীকির বনে লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সীতা-বর্জ্জন ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন।

৫৯। সর্গ—বাল্মীকির আশ্রমে সীতার গমন। লক্ষ্মণের মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়।

“প্রভাত হইল রাতি জাগিল আবার ভাতি
শুষ্কমুখে সুদীন লক্ষ্মণ।
সুমন্ত্রে ডাকিয়া পাশে কহিলা বিষণ্ণভাবে
কর সূত রথ আনয়ন॥” রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

সুমন্ত্র রথ আনিলেন। লক্ষ্মণ বিষণ্ণহৃদয়ে সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সীতাদেবী হৃষ্টান্তঃকরণে মুনিপত্নীগণের জন্য বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার লইয়া রথে আরোহণ করিলেন। তখন সীতাদেবী সকলের ও রামচন্দ্রের মঙ্গলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেননা তিনি কিছু অশুভ লক্ষণ অনুভব করিতেছিলেন।

"অশুভানি বহূন্যেব পশ্যামি রঘুনন্দন।
নয়নং মে স্ফুরত্যদ্য গাত্রোৎকম্পশ্চ জায়তে ॥ ১৪
হৃদয়ং চৈব সৌমিত্রে অস্বস্থমিব লক্ষয়ে।
ঔৎসুক্যং পরমং চাপি অধৃতিশ্চ পরা মম ॥ ১৫
শূন্যামেবচ পশ্যামি পৃথিবীং পৃথুলোচন।
অপি স্বস্তি ভবেত্তস্য ভ্রাতুস্তে ভ্রাতৃবৎসল ॥ ১৬
শ্বশ্রূণাঞ্চৈব মে বীর সর্ব্বাসামবিশেষতঃ।
পুরে জনপদে চৈব কুশলং প্রাণিনামপি ॥ ১৭
ইত্যঞ্জলিকৃতা সীতা দেবতা অভ্যযাচত।
লক্ষ্মণোঽর্থং তত শ্রুত্বা শিরসাবন্দ্য মৈথিলীম্ ॥ ১৮
শিবমিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো হৃদয়েন বিশুষ্যতা।
ততো বাসমুপাগম্য গোমতী-তীর আশ্রমে ॥" ১৯

উত্তরকাণ্ডম্ ৫৬শঃ সর্গ।

"লক্ষ্মণ আজি রে কেন অমঙ্গল হেরি কেন
সর্ব্বাঙ্গ কেন রে শিহরে!
দক্ষিণ নয়ন নাচে না জানি কি ঘটে পাছে
অধীর হ'তেছে প্রাণ মোর।
রামের কারণ মনে উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে মনে
ধরা যেন অন্ধকার ঘোর॥
লক্ষ্মণ তোমার ভ্রাতা রাজা রাম মহারথা
আছেন ত বিশেষ কুশলে।
মোর পূজ্য শ্বশ্রূগণ আছেন ত অনুক্ষণ
সুস্থদেহে আর সুমঙ্গলে?
গ্রাম-নগরের লোক পায়নি ত বৃথা শোক
অটুট আছে ত রাজ্য-ধন?
এই কথা বলি তবে উদ্দেশে দেবতা সবে
শুভ চাহে সীতা অনুক্ষণ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

ভাবী অমঙ্গল সংঘটনের পূর্ব্বে এইরূপ অশুভ লক্ষণ প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাই ভগবানের লীলা।

"লক্ষ্মণ সীতার মুখে হেন বাণী শুনি।
প্রণাম করিলা তাঁরে যুড়ি দুই পাণি॥
বিশুষ্কহৃদয়ে চিত্ত বাহির আকারে।
হৃষ্টের সমান হয়ে কহিলা সীতারে॥
"হা দেবি! মঙ্গল সাধ, অমঙ্গল নাই।
কিছু না ভাবিও তুমি, চল ত্বরা যাই॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

নিতান্ত দীনচিত্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে লইয়া যাইতে লাগিলেন।

"অর্দ্ধ-দিবসের পথ করি অতিক্রম।
গঙ্গা হেরি লক্ষ্মণের যন্ত্রণা বিষম॥
মুক্তকণ্ঠে দীনমনে লাগিলা কান্দিতে।
দরদর ধারে অশ্রু লাগিলা বহিতে॥
লক্ষ্মণে কান্দিতে হেরি কহিলা জানকী।
কেন কেন কাঁদ বৎস হইল কিসে কি॥
আসি মোর আকাঙ্ক্ষিত জাহ্নবীর তীরে।
উতলা হইয়া কেন ভাস আঁখি-নীরে॥
হর্ষের সময় তুমি কিসের কারণ।
বিষণ্ণ করিছ মোরে করিয়া রোদন?
অনুক্ষণ থাক তুমি রামের গোচর।
দু'দিন দেখনি তাই হলে কি কাতর?
গঙ্গাপারে লয়ে চল আমারে অচিরে।
দেখাইয়া দাও যত মুনি-তপস্বীরে॥
বস্ত্রভূষা তা সবারে করিব প্রদান।
ভক্তিভরে নতশিরে করিব প্রণাম॥
অনন্তর এক রাত্রি তাঁদের আশ্রমে।
বাস করি যাব পুনঃ অযোধ্যাভবনে॥
লক্ষ্মণ, হেরিব বলি রামের চরণ।
আমারো হয়েছে অতি ব্যাকুলিত মন॥
লক্ষ্মণ তখন ধীরে মুছিয়া নয়ন-নীরে
ডাকিলেন নাবিক নিকরে।
আসিয়া নাবিকগণ করিলেক নিবেদন
প্রস্তুত রয়েছে নৌকা তীরে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

সরল-হৃদয়া পতিপ্রাণা সীতাদেবী এখনও জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে, ইহাই নিতান্ত পরিতাপ ও দুঃখের বিষয়। এজন্যও লক্ষ্মণের দুঃখ ও কষ্ট অপরিসীম। লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে মাতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। সীতাদেবীর জন্য মনোকষ্টে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল এজন্য তিনি চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। সীতাবর্জ্জন-ঘটনা প্রকৃত হইলে গর্ভবতী সীতাদেবীকে পূর্ব্বে না জানাইয়া আশ্রম দেখার ছলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা শ্রীরামচন্দ্রের কতদূর সঙ্গত হইয়াছিল তাহা একটু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীরামচন্দ্র ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান্, তিনি বুঝিলেন সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে তাঁহাকে একথা জানাইলে

নানা প্রকার গোলযোগ ও বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং তিনি পূর্ব্বে এ কথা জানান নাই। এজন্য তাঁহাকে কোন দোষারোপ করা যায় না।

"নিষাদের সুসজ্জিত নৌকার উপর।
সীতারে তুলিলা আগে লক্ষ্মণ সত্বর॥
পশ্চাৎ আপনি তাহে কৈলা আরোহণ।
বিষাদে হৃদয়পূর্ণ সজলনয়ন॥
সুমন্ত্রে কহিলা বীর নৌকায় উঠিয়া।
রথ লয়ে থাকিবারে অপেক্ষা করিয়া॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণের মনোকষ্ট অসাধারণ। নৌকা পরপারে উপনীত হইল, লক্ষ্মণের মনোকষ্ট আরও বৃদ্ধি হইল। তখন—

"সজল নয়নে বীর করযোড় করি।
কহিলা মনের কথা সীতারে বিবরি॥
বড় কষ্ট বাজে দেবি! আমার হৃদয়ে।
আর্য্য বাম কৈলা হেন কেন বাম হয়ে॥
জ্ঞানী হয়ে মোরে তিনি দিলা হেন ভার।
লোকের নিকটে নিন্দা হইবে আমার॥
মৃত্যুই আমার শ্রেয় আজিকার দিনে।
না দেখি উপায় হায়, শুধু মৃত্যু বিনে॥
কাতরে এ কথা বীর বলিতে বলিতে।
কৃতাঞ্জলিসহ লুটি পড়িলা ভূমিতে॥

সরলা সীতাদেবী লক্ষ্মণের এহেন বাক্য শুনিয়া একেবারে চমকিত ও নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া,—

"কহিলেন কেন বৎস কহ হেন ভাষ।
কিছুই বুঝিতে নারি অন্তর উদাস॥
প্রকৃত কথা কি বাছা, কহ খুলি মোরে।
কি হেতু উদ্বিগ্ন এত হেরি আজ তোরে॥
রাজাতো আছেন ভাল? তিনি কি তোমারে
অনুরোধ করিলেন কোন সে ব্যাপারে?
সেই হেতু মনে তব এত অনুতাপ।
তেঁই কি করিছ হেন করুণ বিলাপ॥
আজ্ঞা করিতেছি আমি না হও চঞ্চল।
প্রকৃত কথা কি তাহা খুলে মোরে বল॥"

তখন লক্ষ্মণ অনর্গল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া দীননমনে নতমুখে সমস্ত বিবরণ সীতাদেবীকে খুলিয়া বলিলেন।

কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

"অথ ব্যবস্থাপিত বাক্ কথঞ্চিৎ
সৌমিত্রিরন্তর্গত বাষ্পকণ্ঠঃ।
ঔৎপাতিকং মেঘ ইবাশ্মবর্ষং
মহীপতেঃ শাসনমুজ্জগার ॥ ৫৩ ॥
ততোঽভিষঙ্গানিল বিপ্রবিদ্ধা
প্রভ্রশ্যমানা ভরণপ্রসূনা।
স্বমূর্ত্তিলাভ প্রকৃতিং ধরিত্রীং
লতেব সীতা সহসা জগাম ॥ ৫৪ ॥"

রঘুবংশম্ চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

"অনন্তর অন্তর্গত-বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ লক্ষ্মণ বহুকষ্টে বাক্‌শক্তি প্রকৃতিস্থ করিয়া মেঘ যেরূপ ঔৎপাতিক শিলাবর্ষণ করে, তদ্রূপ মহীপতির আদেশ উদ্গীরণ করিলেন ॥ ৫৩ ॥ বায়ুবেগে সঞ্চালিত প্রভ্রষ্টপুষ্পলতা যেমন ভূতলশায়িনী হয়, সেইরূপ অভিভব বাতাহতা জানকী নিজ জননী ধরণীতে সহসা নিপতিতা হইলেন, পতনকালে তাঁহার অঙ্গের আভরণসকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ৫৪ ॥"

সরলা পতিপ্রাণা দুঃখিনী সীতাদেবী লক্ষ্মণের নিকট নিদারুণ কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে চেতনা পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন।

"মামিকেয়ং তনুর্নূনং সৃষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ।
ধাত্রা যস্যাস্তথা মেঽদ্য দুঃখমূর্ত্তিঃ প্রদৃশ্যতে ॥৩
কিন্নু পাপং কৃতং পূর্ব্বং কোবা দারৈর্বিয়োজিতঃ।
যাহং শুদ্ধসমাচারা ত্যক্তা নৃপতিনা সতী ॥" ৪ ইত্যাদি—

উত্তরকাণ্ডম্ ৪৮শঃ সঃ।

"লক্ষ্মণ বিধাতা মোর এ দেহ নিশ্চয়।
গড়িলা ভুঞ্জিতে দুঃখ অন্ত কিছু নয় ॥
কেবল দুঃখের মুখ করি নিরীক্ষণ।
কেবল যন্ত্রণানলে দহি অনুক্ষণ ॥

পূর্ব্বজন্মে কি এমন করেছিনু পাপ।
কারেই বা বধিয়াছিনু স্ত্রী-বিয়োগ তাপ ॥
তেঁই হেন পতিব্রতা হলেও আমারে।
মহারাজ পরিত্যাগ কৈলা একেবারে ॥
পূর্ব্বে আমি রাম সঙ্গে থাকি অনুক্ষণ।
কানন-বাসের কষ্ট করিনু বহন ॥
কিন্তু এবে একাকিনী কেমন করিয়া।
এ আশ্রমে থাকিবরে যন্ত্রণা সহিয়া ॥
দুঃখ উপস্থিত হ'লে আর কার কাছে।
বলিব দুঃখের কথা কেবা মোর আছে ॥
মুনিরা জিজ্ঞাসা যবে করিবে আমায়।
কি হেতু মহাত্মা রাম ত্যজিলা তোমায় ॥
করেছিলে তুমি হেন কি অসৎ কাজ।
সে হেতু ত্যজিলা তোমা রাম মহারাজ ॥
তখন তা সবে আমি কি কথা কহিব।
না জানি কতই কথা শ্রবণে শুনিব ॥
লক্ষ্মণ জাহ্নবীজলে ত্যজিতাম প্রাণ।
যদি না থাকিত গর্ভে রামের সন্তান ॥
এক্ষণে যেরূপ আজ্ঞা কৈলা রঘুবর।
লক্ষ্মণ। সেরূপ কর, না হও কাতর ॥
পরিত্যাগ করি মোরে যাও অযোধ্যায়।
রাজার আদেশ বৎস পাল অচিরায় ॥
অতঃপর আমি কিছু বলিব তোমারে।
মনদিয়া শুন তুমি, ভুলনা আমারে ॥
মোর শ্বশ্রূগণে তুমি আমার হইয়া।
কুশল জিজ্ঞাসা কর প্রণাম করিয়া ॥
তারপর ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজারে কুশল।
জিজ্ঞাসি নমিও তাঁর চরণ-কমল ॥
কহিও আমার হয়ে শুন মহীপতি।
আমি যে তোমার প্রতি ভক্তিমতি অতি ॥
পতিপরায়ণা আর পতি-হিতৈষিণী।
একথা যথার্থ তুমি জান রঘুমণি ॥
শুধু লোকনিন্দা ভয়ে তুমি যে আমায়।
পরিত্যাগ করিয়াছ জানি আমি তায় ॥
আমার পরম গতি তুমি মহীপাল।
ঘটেছে তোমার এবে কলঙ্ক-জঞ্জাল ॥
এ কলঙ্ক পরিহার করা যে তোমার।
সমুচিত কার্য্য জানা আছে তা আমার ॥
লক্ষ্মণ বলিও তুমি আরো সেই ভূপে।
ভ্রাতৃগণে হের তুমি নেত্রে যেইরূপে ॥
পুরবাসিগণেরেও হেরিও সেরূপ।
ইহাই পরম ধর্ম্ম কীর্ত্তির-স্বরূপ ॥
ধর্ম্ম-অনুসারে প্রজা করিয়া পালন।
যে ধর্ম্ম সঞ্চয় তুমি করিবে রাজন্ ॥
তাহাই পরম লাভ হইবে তোমার।
হেন ধর্ম্মসম ধর্ম্ম কি আছে রাজার ॥
প্রাণ যদি যায় মোর তাহে ক্ষতি নাই।
কিন্তু তব অপযশে বড়ই ডরাই ॥
প্রজাদের পাশে তব হয়েছে অযশ।
ক্ষালন করিয়া তাহা প্রজা কর বশ ॥
পতিই পরমগতি স্ত্রীলোকের হয়।
পতি বন্ধু পতিগুরু জানি তা নিশ্চয় ॥
তুচ্ছ প্রাণ দিলে যদি ঘটায়ে স্বামীর।
সুমঙ্গল সমুচিত তাহে রমণীর ॥
লক্ষ্মণ বক্তব্য মোর কহিনু তোমারে।
আমার হইয়া তুমি কহিও রাজারে ॥
গর্ভিণী হয়েছি আমি গর্ভের লক্ষণ।
নিরখিয়া যাও তুমি দেবর লক্ষ্মণ ॥

৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

সীতাদেবীর এই বাক্যগুলিতে তাঁহার ঐকান্তিকী পতিভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে। যে পতি তাঁহাকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিলেন, সে পতির প্রতি তিনি কোন কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন না। তিনি পতির মঙ্গলের জন্য তুচ্ছ প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিতা নহেন। ইহা অসাধারণ ও আদর্শ পতিভক্তি বলিতে হইবে।

কৃত্তিবাসের এসময়ের সীতা-বাক্যগুলি একটু কটু ও কর্কশ।

"এতদূরে আসি মোরে বলিলা লক্ষ্মণ।
কপটে আনিল মোরে বাল্মীকি তপোবন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা।
দেশে রাখি কেন নাহি করিলা জিজ্ঞাসা॥
না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান।
পরীক্ষা করিয়া কেন করিলা অপমান॥
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সমক্ষে।
রঘুবংশে কলঙ্ক ঘুচুক সর্ব্বলোকে॥
পাঁচমাস গর্ভ মোর দেখুক বিদ্যমান।
আমি মোলে মরিবে রামের সন্তান॥
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইয়া সভায়।
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায়॥
রাম হেন স্বামী হউক জন্মজন্মান্তরে।
আমা হেন কোটী নারী মিলিবে তাঁহারে॥"

—কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এস্থলে কবি কালিদাসের সীতাবাক্যগুলিও বিশেষ কটু ও কর্কশ।

"বাচ্যস্তয়া মদ্বচনাৎ স রাজা
বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদ শ্রবণাদহাসীঃ
শ্রুতস্য কিংতৎ সদৃশং কুলস্য॥ ৬১॥
কল্যাণ বুদ্ধেরথবা তবায়ং ন
কামচারোমি শঙ্কণীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং
বিপাক বিস্ফূর্জ্জথুর প্রসহ্যঃ॥ ৬২॥
উপস্থিতাং পূর্ব্বপাস্য লক্ষ্মীং
বনং ময়া সার্দ্ধমপি প্রপন্ন।
তদাস্পদং প্রাপ্য তয়াতিরোধাৎ
সোঢ়াস্মিনন্বদ্ভবনে বসন্তী॥ ৬৩

নিশাচরোপপ্লুত ভর্তৃকাণাং
তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ
ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্তং
কথং প্রপৎস্যন্ত ত্বয়ি দীপ্যমানে ॥৬৪॥
কিং বাতবাত্যন্ত বিয়োগমোঘে
কুর্য্যামুপেক্ষাং হতজীবিতেঽস্মিন্।
স্যাদ্রক্ষণীয়ং যদি মেন
তেজস্তদীয় মন্তর্গত মন্তরায়ঃ ॥৬৫ ॥
সাঽহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্ট দৃষ্টিরূর্দ্ধং
প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরোঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা নচ এব প্রয়োগঃ ॥৬৬ ॥

রঘুবংশ চতুর্দ্দশ সর্গঃ।

আমার কথা অনুসারে তুমি সেই রাজাকে বলিবে, তোমার সমক্ষে আমি অগ্নিতে পরিশুদ্ধা হইলেও মিথ্যালোকাপবাদভয়ে ভীত হইয়া যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা এক আপনার সুপ্রসিদ্ধ রঘুকুলের অনুরূপ কার্য্য হইল? ৬১ ॥ অথবা আপনি অতি কল্যাণ-প্রকৃতি, আপনি আমার প্রতি এরূপ যথেচ্ছাচার করিবেন, আমি কখনও এরূপ আশঙ্কা করি নাই; ইহা আমারই জন্মান্তরীন ঘোরতর পাতকের অসহ্য পরিণাম বজ্রপাতস্বরূপ ॥ ৬২ ॥ বোধকরি, পূর্ব্বে আপনি উপস্থিত রাজলক্ষ্মী পরিহার করিয়া আমার সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সময় পাইয়া তিনি প্রবল রোষবশতঃ তদীয় নিকেতনে আমার অবস্থান সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৬৩ ॥ পূর্ব্বে এই তপোবনে রাক্ষসেরা ঋষিপত্নীগণের স্বামীদিগের প্রতি উপদ্রব করিলে, আমি আপনার প্রসাদে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলাম, এখন সেই আপনি দেদীপ্যমান থাকিতে আমি কিরূপে অন্যের শরণাগত হইব? ৬৪ ॥ যদি আমার গর্ভস্থিত অবশ্য রক্ষণীয় ত্বদীয় সন্তান অন্তরায় না হইত তবে আমি

কখনই আপনার চিরবিয়োগের বিফল এই হতজীবন ধারণ করিতাম না॥ ৬৫॥ আমি প্রসবান্তে দিবাকরে নিবিষ্ট দৃষ্টি হইয়া তপশ্চরণ করিব, লক্ষ্মণ! আমি এই বলিয়া তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরেও এইরূপ পতিলাভ করিতে পারি এবং নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়॥ ৬৬॥

সীতাদেবী লক্ষ্মণকে সাক্ষী রাখিবার জন্য গর্ভলক্ষণ দেখাইতে চাহিলেন।

"তখন লক্ষ্মণবীর ব্যাকুলিত মনে।
প্রণিপাত করিলেন সীতার চরণে॥
কথা কহিবার শক্তি কিছুমাত্র নাই।
মুক্তকণ্ঠে লাগিলেন কান্দিতে সদাই॥
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে ভাবি কিছুক্ষণ।
কহিলেন নতমুখে এই সে বচন॥
দেবি! তুমি একি কথা বলিলে আমায়।
ইহজন্মে চেয়ে আমি দেখিনি তোমায়॥
প্রণাম-প্রসঙ্গে শুধু চরণ দুখানি।
দেখিয়াছি তাহা ছাড়া কিছুই দেখিনি॥
তাহে পুনঃ এবে তুমি রাম-বিরহিত।
তোমা দরশন মোর না হয় উচিত॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণের সীতাদেবীর প্রতি অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, সুতরাং তাঁহার মুখের প্রতি পর্য্যন্ত তিনি কোনদিন দৃষ্টিপাত করেন নাই।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশবর্ষ কোন নারীর মুখ দেখেন নাই এবং কোন আহারই গ্রহণ করেন নাই। এজন্য তিনি ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইন্দ্রজিৎ অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁহার এই বর ছিল, যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশবর্ষ অনাহারে নারীমুখ না দেখিয়া থাকিতে পারিবেন সেই তাঁহাকে বধ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু মূল বাল্মীকির রামায়ণে এরূপ কোন কথাই দৃষ্ট হয় না।

"লক্ষ্মণ এতেক বলি প্রণমি সীতায়।
নতমুখে পুনরায় উঠিলা নৌকায়॥
দেবীকে আদেশ কৈলা পর পারে যেতে।
গঙ্গাপারে নৌকা গেল দেখিতে দেখিতে॥
শোক-দুঃখে ব্যাকুলিত হইয়া লক্ষ্মণ।
রথের উপরে ত্বরা কেলা আরোহণ॥
এদিকে অপর পারে অনাথিনী সীতা।
আছাড়ি পিছাড়ি হন ধূলায় লুণ্ঠিতা॥
পার হ'তে বার বার সুদীন লক্ষ্মণ।
ফিরি ফিরি হেরি তাঁরে করিলা গমন॥
জানকীও বার বার পর পার হতে।
এ পারের লক্ষ্মণেরে লাগিলা দেখিতে॥

যতদূর দৃষ্টি চলে তত দূরের পথ।
চাহিয়া দেখিল সীতা লক্ষ্মণের রথ ॥
দৃষ্টি লক্ষ্য হ'তে রথ ডুবিল যেমন।
উঠিল আকুল হ'য়ে জানকীর মন ॥
দারুণ উদ্বেগ-শোকে বিমোহিত হ'য়ে।
কাঁন্দিতে লাগিলা সীতা ধুলায় লুঠিয়ে ॥
পতিব্রতা সীতাসতী না পেয়ে আশ্রয়।
হাহাকার করি কান্দে ছুটি বনময় ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী উভয়ের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা, উভয়েই শোকে-দুঃখে নিতান্ত অবসন্ন হৃদয়। সীতাদেবীর হৃদয়ের অবসাদে একেবারে ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। সীতাদেবীকে এইরূপ বনমাঝে কাঁন্দিতে দেখিতে পাইয়া ঋষিকুমারেরা বাল্মীকি মুনির নিকট যাইয়া সংবাদ দিলে মহামুনি বাল্মীকি তপোবনে সীতাদেবীকে জানিতে পারিলেন এবং তথায় যাইয়া সীতাদেবীকে নিতান্ত যত্ন ও আদরের সহিত আনিয়া তাঁহার আশ্রমে রাখিলেন। তিনি মুনিপত্নীগণের নিকট তাঁহার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আদর ও যত্নে রাখিতে আদেশ দিলেন। মুনিপত্নীগণও তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তরুদত্তের "সীতা" নামক একটী সুন্দর ইংরাজি কবিতা আছে। তাহার কিয়দংশ এইরূপ,—

"Who is this fair lady not in vain
She weeps for lore every tears she sheds
Tears from three pairs of eyes fall amain
And bowed in sorrows are the three young heads"

Sita
Taru Dutta's Balad of Hindustan.

৬০-৬১।—পথে সুমন্ত্র-লক্ষ্মণের কথোপকথন এবং দুর্ব্বাসা-দশরথের সংবাদ কথন।

"এদিকে লক্ষ্মণবীর কাতরা সীতায়।
আশ্রমে পশিতে দেখি করে হায় হায় ॥
দিনমণি মন্ত্রিবর সুমন্ত্রেরে কহে।
সীতা-বিয়োগের দুঃখ আর নাহি সহে ॥"
লক্ষ্মণের হেন বাণী করিয়া শ্রবণ।
সুধীরে সুমন্ত্র কয় করি সম্বোধন ॥
রাজপুত্র সীতা হেতু না হও কাতর।
শুনহ যা বলি আমি তোমার গোচর ॥

জানকী যে বনবাসে হবে নির্ব্বাসিতা।
জানিতেন ইহা তব দশরথ পিতা।
ব্রাহ্মণেরা কহেছিল পিতারে তোমার।
চিরদুঃখী হইবেন রাম গুণাধার॥
প্রিয়-বিচ্ছেদের কষ্ট সহিবেন অতি।
সাক্ষাৎ দুঃখের মূর্ত্তি রাম-রঘুপতি॥
বহুকাল পরে সীতা শত্রুঘ্ন ভরতে।
ত্যাগ করিবেন রাম ভাবী কালমতে॥

একদিন দুর্ব্বাসারে রাজা দশরথ।
প্রশ্ন করি জানিলেন উত্তর এমত॥
*　　*　　*
এই কথা শুনি তুমি শোক পরিহর।
রাখহ বচন মোর না হয় কাতর॥
যে দুঃখ সহিবে তুমি দৈবের প্রভাবে।
বড়ই দুরূহ তাহা ভাব অনুভবে॥
এই হেতু এবে কহি তোমার সকাশ।
ভরত-শত্রুঘ্ন কাছে না কর প্রকাশ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

আজকালও অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রকৃত ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারেন। রামায়ণের বর্ণিত সেই উন্নত সময়ে যে এই ক্ষমতার যথেষ্ট চর্চ্চা ও উন্নতি ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৬১ সর্গ।—রাম-সমীপে লক্ষ্মণের আগমন।

লক্ষ্মণ অযোধ্যায় রামসমীপে ফিরিয়া আসিলেন।

"দেখিলেন গিয়া কাছে　　রঘুবীর বসিয়াছে
মনোহর আসনোপরি।
দুঃখভরে আঁখি তাঁর　　ঢালিতেছে জলধার
মহাকষ্ট হৃদয় ভিতরি॥
তখন লক্ষ্মণবীর　　অবনত করি শির
দুঃখিত হইয়া কহে তাঁরে।
তব আজ্ঞা ধরি শিরে　　রেখে এনু জানকীরে
বাল্মীকির আশ্রম-মাঝারে॥
পুন তব পদতলে　　আশ্রয় পাইব বলে
ফিরিয়া আসিলাম অযোধ্যায়।

কেন হও শোকাকুল　　কালের গতির মূল
এইরূপই হয় রঘুবর॥
তব সম জ্ঞানীগণ　　সুখ-দুঃখে নিমগন
কোনকালে কখন না হন।
দেখ আর্য্য সকলই　　ক্ষয় হয় রয় কই
সকলেরই জীবন-মরণ॥
এই হেতু কহি প্রভু　　উচিত না হয় কভু
কিছুতেই আসক্ত হইতে।
দারা সুত ধনজন　　স্থায়ী নহে কদাচন
এ সবার বিয়োগ নিশ্চিতে॥

"We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep."

Shakespear's Tempest Act IV. Sc I.

তব পক্ষে শোক ব্যথা দূর করা তুচ্ছকথা
ইচ্ছা কৈলে সকলিত পার।
মন দিয়া মনে তুমি বেশী কি ত্রিলোক ভূমি
আন অধিকারে আপনার॥
তবসম সাধুজন হেন দুঃখে কদাচন
ভ্রমেও না হন বিমোহিত।
সেই অপবাদ ভয়ে তুমি হেন ভীত হয়ে
জানকীরে কৈলে বিসর্জ্জিত॥
এখন সেহেতু এত কৈলে দুখে আকুলিত
সে অযশ রটিবে আবার;
অতএব ধৈর্য্যবলে হেন বুদ্ধি অবহেলে
কত প্রত্বরা পরিহার॥
তবে রাম গুণধাম প্রীতির সহিতে
ধীরে ধীরে লক্ষ্মণেরে লাগিলা কহিতে।
তুমি যাহা কহ তাহা সত্য বীরবর
প্রজাগণের সুপালনে হইলাম তৎপর।
দুঃখ ঘোর গেল মোর তাপ আর নাই
তব বাক্যে সমস্তই বুঝিলাম ভাই॥"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণও বিশেষ জ্ঞানবান ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানপূর্ণ বাক্যগুলি যথেষ্ট মূল্যবান বলিতে হইবে।

৬৩-৬৪। সর্গ—কার্য্যার্থে প্রজা প্রভৃতিকে আহ্বানার্থে লক্ষ্মণের প্রতি রামের আদেশ ও নৃগ নৃপতির ইতিহাস।

"আবার কহিলা রাম শুনরে লক্ষ্মণ।
জানি আমি তুমি ভাই বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
অনুকূল বন্ধু তুমি নিয়ত আমার।
বিশেষ একালে কেবা তব সম আর॥
এবে মোর যে ইচ্ছা করহ শ্রবণ।
শুনিয়া যেরূপ কার্য্য করহ সাধন॥
চারিদিন আজ রাজকার্য্য করি নাই।
সেই হেতু অনুতপ্ত হইয়াছি ভাই॥
এবে তুমি পুরোহিত মন্ত্রী প্রজাগণে।
আহ্বান করিয়া ত্বরা আন এইখানে॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

জ্ঞানবীর শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া নৃগ নৃপতির ইতিহাস বলিলেন। কি প্রকারে নৃগ নৃপতির রাজকার্য্য অবহেলার জন্য ব্রাহ্মণের অভিশাপে কৃকলাস হইয়াছিলেন তাহা বলিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বসুন্ধরাকে ভার্য্যাসম গণ্য করিয়া নিষ্কামচিত্তে রাজকার্য্য ও রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজ্যলক্ষ্মীকে ভার্য্যার সহিত তুলনা করা পাশ্চাত্য কবিতায়ও দৃষ্ট হয়।

"Doubly divorced! bad men, you voilate
A double marriage, betwixt my crown and me
And then between me and my married wife."
Shakespeare's King Richard II. act V. Sc. I.

৬৫-৬৭। সর্গ—শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক লক্ষ্মণকে নিমি-বশিষ্ঠ-বৃত্তান্ত কথন।

৬৮-৬৯। যযাতির উপাখ্যান কথন।

এসব সর্গের বিবরণ সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৭০-৭১। সর্গ—রাম-সমীপে ব্যবহারার্থী সারমেয়ের গমন।

৭২। সর্গ—গৃধ্র-উলূকের ব্যবহার ও ব্রহ্মদত্তের শাপান্তর।

এসব সর্গে শ্রীরাচন্দ্রের বিচারকার্য্যের বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। সুতরাং ইহার সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৭৩-৭৫। সর্গ—রামের নিকট লবণ-দৌরাত্ম্য-বিবরণ কথন ও লবণবধার্থ শত্রুঘ্নের প্রতি আদেশ।

৭৬-৭৮। সর্গ—শত্রুঘ্নের মধুপুর-যাত্রা।

৭৯-৮০। সর্গ—পথে বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থানকালে মিত্রসহ উপাখ্যান কথন; সীতার প্রসবাদি কথা শ্রবণ যমুনাতীরে গমন ও মান্ধাতার উপাখ্যান।

৮১-৮২। সর্গ—লবণ-শত্রুঘ্নের যুদ্ধ ও লবণবধ।

৮৩। সর্গ—মথুরারাজ্য-স্থাপন ও শাসন।

৮৪-৮৫। সর্গ—অযোধ্যায় গমনকালে পথিমধ্যে বাল্মীকির আশ্রমে শত্রুঘ্নের রাম-চরিত বর্ণন, রামসমীপে গমন ও পুনরায় মথুরায় যাত্রা।

"বসন্তের নাতি-শীত নাতি-উষ্ণ রাতি।
প্রভাত হইল পক্ষী গাহিল প্রভাতি॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি রঘুপতি।
বসিলা সভায়, সভা শোভা পায় অতি॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এরূপ সময় যমুনাতীরবাসী চ্যবন প্রভৃতি ঋষিগণ আসিয়া সম্রাট রামচন্দ্রের নিকট লবণ রাক্ষসের অত্যাচার বিবৃত করায় শ্রীরামচন্দ্র লবণ রাক্ষসনিধনে প্রতিশ্রুত হইলেন। বীর শত্রুঘ্ন নিজ হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি

পাইয়া লবণ-বধার্থ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বীর শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণের ন্যায় তেজোপূর্ণ সুতরাং তাঁহার এরূপ সাহসিকতা সম্ভবপর।

শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে লবণ-দৈত্যের রাজ্যের রাজাস্বরূপ অভিষেক করিয়া দিলেন এবং বলিলেন।

"কৃতবিদ্য বীর তুমি জানি আমি বেশ।
রাজ্য-স্থাপনেতে তব সামর্থ্য বিশেষ॥
যমুনার তীরে গিয়া গ্রাম ও নগর।
স্থাপন-শাসন কর তুমি বীরবর॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এসময় শত্রুঘ্ন যাহা বলিলেন তাহাতেই জানা যাইবে যে, শত্রুঘ্নও বিশেষ জ্ঞানী ও জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

"মৃদুভাবে শ্রীরামেরে কহিলা তখন।
একি বাণী রঘুমণি কৈলে উচ্চারণ॥
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যে অভিষেক।
বড়ই অধর্ম্ম হেন কেবা পারিবেক॥
কিন্তু তব আজ্ঞা রাজা কে করে লঙ্ঘন।
অবশ্য করিতে হবে আমার পালন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শত্রুঘ্ন যাইবার সময় পথি-মধ্যে একরাত্রি বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। মহামুনি বাল্মীকির সহিত নানা কথোপকথনে শত্রুঘ্ন তথায় সময় কাটাইতে ছিলেন এরূপ সময় সীতাদেবী দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। শত্রুঘ্ন ইহা জানিতে পারিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন।

"পরে সে বাল্মীকি মুনি মনের উল্লাসে।
রক্ষা কৈলা সে দোহার কুগ্রহ-বিনাশে॥
অগ্রভাগ অধোভাগ কুশের লইয়া।
একার্য্য সম্পন্ন মুনি দিলেন করিয়া॥
যমজ-শিশুর মাঝে অগ্র যে জন।
বৃদ্ধারা তাহার দেহ করিবে মার্জ্জন॥
মন্ত্রপূত কুশতৃণ অগ্রভাগ দিয়া।
কুশ নাম হবে তার এইসে জানিয়া॥
কুশের যে অধোভাগ লব তারে কয়।
কনিষ্ঠ পুত্রের দেহ মার্জ্জিবে তাহায়॥
সে পুত্রের লব নাম এই সে কারণ।
এরূপ ব্যবস্থা কৈলা মুনি তপোধন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শত্রুঘ্ন পরদিবস প্রভাতে বাল্মীকি ঋষির নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে লবণ-বধার্থ চলিলেন।

বীর শত্রুঘ্ন মধুপুরে যাইয়া যুদ্ধে লবণ রাক্ষসকে নিধন করিলেন এবং তিনি তথায় মথুরারাজ্য সংস্থাপন করিলেন।

"শত্রুঘ্ন শ্রাবণ মাস হইতে তথায়।
নানা লোকজন আনি বসতি বসায়॥
ক্রমশ দ্বাদশ বর্ষ হইতে চলিল।
সে পুরী নগর গ্রামে শোভিত হইল॥
যথাকালে বর্ষে মেঘ যথোচিত জল।
বিবিধ ওষধি-শস্যে পুরে ক্ষেত্রফল॥
সৈন্য আর প্রজাগণ রোগশূন্য শূর।
সুখের অবধি নাই দুঃখ হৈল দূর॥
তটিনী যমুনাতীরে সেই পুরীখান।
অর্দ্ধচন্দ্রাকার ভাবে হইল সংস্থান॥
সুন্দর চত্বর-গৃহ আসনমালায়।
শত্রুঘ্নের নবপুরী কিবা শোভা পায়॥
চাতুর্বর্ণ্য লোক গিয়া বসতি করিল।
বাণিজ্যের কোলাহলে চৌদিক পূরিল॥
যে সকল গৃহ পূর্ব্বে গঠিল লবণ।
শত্রুঘ্ন সে সব গৃহ কৈলা সুশোভন॥
বিবিধ বর্ণের ছবি শোভে গৃহ-গায়।
ধবল হইল গৃহ ধবল-সুধায়॥
উদ্যান বিহারস্থান শোভে নানা ঠাঁই।
শত্রুঘ্ন হইলা তৃপ্ত যারপর নাই॥
মধুপুরী স্থাপি ইচ্ছা হৈল তাঁর মনে।
একবার শ্রীরামের চরণ-দর্শনে॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বোধ হয় বর্ত্তমান মথুরা নগরীই বীর শত্রুঘ্ন-স্থাপিত মথুরারাজ্য।

"দ্বাদশ বৎসরে বীর শত্রুঘ্ন ধীমান।
ইচ্ছা কৈলা অযোধ্যায় করিতে প্রয়াণ॥
মন্ত্রী সেনাপতিগণে সঙ্গে লয়ে যেতে।
আবশ্যক না ভাবিলা আপনার চিতে॥
অল্পসেনা ভৃত্য রথী একশত রথ।
লইয়া করিলা যাত্রা অযোধ্যার পথ॥
সাত আট পান্থশালা করি অতিক্রম।
উপনীত হৈলা যথা বাল্মীকি-আশ্রম॥
শত্রুঘ্নেরে নেহারিয়া বাল্মীকির চিতে।
অনন্ত আনন্দধারা লাগিল বহিতে॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মুনি শত্রুঘ্নে তুষিলা।
দোঁহে নানারূপ কথা কহিতে লাগিলা॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

আহারান্তে মহাবীর শত্রুঘ্ন সুজন।
মধুর সঙ্গীত কিবা করিলা শ্রবণ।
সে সঙ্গীত শ্রীরামের চরিত সুন্দর।
শ্রবণ যুড়ায়ে যায় মোহিত অন্তর।
আশ্রমের অতিদূরে বীণা বাজাইয়া।
লব-কুশ দুইভাই গাইছে নাচিয়া॥
সংস্কৃত ছন্দে গীত তান-লয়যুত।
যন্ত্রমধ্যে তারাতারে ধ্বনি সে অদ্ভুত॥
গীত-ছন্দ-ব্যাকরণ লক্ষণ-লক্ষিত।
কিবা সে মধুর গীত শ্রীরাম-চরিত॥
আশ্রম ভিতরে থাকি শত্রুঘ্ন সুধীর।
সঙ্গীত শ্রবণ করি হইলা অধীর॥

সলিলে পুরিল চারু লোচনযুগল।
ঘন ঘন শ্বাস বহে অন্তর বিহ্বল॥
অতীত ঘটনা বটে সে সঙ্গীতে হয়।
বর্ত্তমান সম কিন্তু হেন মনে লয়॥
শত্রুঘ্নবীরের যত অনুচরগণ।
সে সঙ্গীত শুনি হৈল বিমোহিত মন॥
*　　*　　*
শয্যায় শয়ন কৈলা শত্রুঘ্ন বীরেশ।
কিন্তু না আইল তাঁর চক্ষে নিদ্রালেশ॥
সারারাত্তি সে সঙ্গীত লাগিল হইতে।
জাগিয়া রহিলা বীর শুনিতে শুনিতে॥
কত কি ভাবিলা চিতে সে গীতের কথা।
কভু প্রাণে সুখোদয় কভু প্রাণে ব্যথা॥
রজনী প্রভাত হৈল দেখিতে দেখিতে।
উঠিলা শত্রুঘ্ন শূর শয়ন হইতে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শত্রুঘ্ন তৎপর পূর্ব্বাহ্নিক-ক্রিয়াদি সমাপনপূর্ব্বক মহামুনি বাল্মীকির নিকট বিদায় লইয়া সসৈন্যে অযোধ্যাপুরাভিমুখে চলিলেন। শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলে শ্রীরামচন্দ্র অতীব প্রীত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে শত্রুঘ্ন সপ্তরাত্রি অযোধ্যায় থাকিয়া পুনরায় মথুরায় রাজত্ব করিতে সসৈন্যে গমন করিলেন।

৮৬ সর্গ। মৃতপুত্রসহ কোন ব্রাহ্মণের রাম-সমীপে আগমন।

৮৭ সর্গ। ব্রাহ্মণ-বাক্য শ্রবণে রামের শোক ও তাঁহার প্রতি নারদের উক্তি।

৮৮—৯১ সর্গ। রামকর্ত্তৃক তপস্যারত শম্বুক শূদ্রের শিরশ্ছেদ ও অগস্ত্যাশ্রমে রাম-অগস্ত্যের কথোপকথনচ্ছলে শ্বেতোপাখ্যান কথন।

৯২—৯৫ সর্গ। দণ্ডোপাখ্যান কথন ও রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন।

মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কান্দিয়া বলিল যে, নিশ্চয় রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে নতুবা তাহার অকালে পুত্রবিয়োগ হইত না। এই সময় নারদ ঋষি আসিয়া বলিলেন যে, কোন শূদ্র তপস্যা করিতেছে, তপশ্চর্য্যায় শূদ্রের অধিকার নাই। এই অনিয়মেই ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যু হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র তখন অনুসন্ধান করিয়া সেই তপস্যানিরত শম্বুক শূদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং খড়্গাঘাতে তাহার শিরোচ্ছেদ করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ-নন্দনও পুনর্জ্জীবিত হইল। যাহা হউক, এ ঘটনায় জানা যায়, সেকালে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার ছিল না।

এই সমস্ত সর্গের অন্যান্য বিবরণ সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৯৬—৯৭ সর্গ। অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রস্তাব।

৯৮—৯৯ সর্গ। লক্ষ্মণকর্ত্তৃক বৃত্রবধ ও বাসবাশ্বমেধ-বর্ণন।

১০০—১০৩ সর্গ। ইলোপাখ্যান।

১০৪—১০৫ সর্গ। রামের নৈমিষ-গমন।

১০৬ সর্গ। রাম-যজ্ঞে সশিষ্য বাল্মীকির আগমন ও কুশী-লবের রামায়ণ-গান।

১০৭—১০৮ সর্গ। কুশী-লবের গান শ্রবণে পুরজনের বিতর্ক ও কুশী-লবকে সীতাপুত্র জানিতে পারিয়া সীতানয়নার্থ দূত-প্রেরণ।

১০৯—১১০ সর্গ। রাম-সভায় সীতার আগমন ও সীতার পাতাল-প্রবেশ।

১১১ সর্গ। মহীর প্রতি রামের সক্রোধ উক্তি ও রামের প্রতি পিতামহের উক্তি।

ভরত ও রাম-লক্ষ্মণের নানাবিধ কথোপকথনের পর স্থির হইল যে, শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবেন ; তদনুসারে যজ্ঞের আয়োজন হইল এবং নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ হইবে ইহাই স্থির হইল।

"অনন্তর রামচন্দ্র সৈন্যগণ সনে।
চলিলেন ঘটা করি নৈমিষ-কাননে॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ বটে অতি মনোহর।
হেরিয়া অতুল হর্ষ লভে রঘুবর॥
দেশ-দেশান্তর হ'তে বহু রাজগণ।
এসেছে নৈমিষে পেয়ে যজ্ঞ-নিমন্ত্রণ॥
শ্রীরামেরে দিল তারা নানা উপহার।
স্পর্শি উহা, দিলা রাম ফিরিয়া আবার॥
মিষ্টভাষে রঘুবর তা সবার সনে।
রত হৈলা কতক্ষণ কথা-আলাপনে॥
নিমন্ত্রিত ভূপগণে শত্রুঘ্ন-ভরত।
অন্নপান-বাসে তুষ্ট করে বিধিমত॥
বানরগণের সনে সুগ্রীব সুজন।
ব্রাহ্মণগণেরে করে ভোজ্য বিতরণ॥
বহু নিশাচর সনে বিভীষণ রাজা।
উগ্রতপা ঋষিগণে করিলেন পূজা॥
নিমন্ত্রিত জনগণ নিজ জন সনে।
বিশ্রাম করিছে চারু সুরম্য ভবনে॥
লক্ষ্মণ অশ্বেরে ল'য়ে করেছে গমন।
এখানে যজ্ঞের হয় মহা আয়োজন॥

*   *   *

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ দরশনে।
আইলা বাল্মীকি মুনি শিষ্যগণ সনে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি কুশীলবকে সঙ্গে করিয়া যজ্ঞস্থলে আনিয়াছিলেন, তাহারা বাল্মীকির আদেশে বীণা-সংযোগে রামায়ণ গান করিতে লাগিল।

"অপূর্ব্ব অদ্ভুত পূর্ব্ব-চরিত সঙ্গীত।
দ্রুত-মধ্য-বিলম্বিত লয়ে হয় গীত॥
বাল-কণ্ঠে গীতিবাক্য হয় উচ্চারণ।
তার সনে সুধাস্বনে বীণার বাদন॥
এহেন সঙ্গীত শুনি কুশীলব-মুখে।
মহারাজ রামচন্দ্র মজিলেন সুখে॥

*　　　*　　　*

সেই গীত অলৌকিক অতি সুমধুর।
যত শুনি শ্রুতি-আশা বাড়ে ততদূর॥
শ্রোতাদের কিছুতেই তৃপ্তি নাহি পূরে।
মোহিত হইল সবে সুমধুর স্বরে॥
মুনি আর ভূপগণ হৃষ্ট হয়ে অতি॥
ঘন ঘন চাহে দুই গায়কের প্রতি॥
বোধ হল হেন যেন আঁখি দিয়া সবে।
পান করিতেছে গীতকারী কুশীলবে॥
পরস্পরে এই কথা বলিল তখন।
এই দুই মুনিশিশু রামের মতন॥
ভানুবিম্ব হতে যেন ভানুবিম্ব-ছায়া।
উঠিয়াছে, আহা কিবা সুশ্যামল কায়া॥
জটা-বল্কল যদি না ধরিত মাথে।
ভিন্নতা রহিত নাহি শ্রীরামের সাথে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"উচু পরস্পরঞ্চেদং সর্ব্ব এব সমাহিতাঃ।
উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্বিম্বমিবোদ্ধৃতৌ॥১৩
জটিলৌ যদি ন সগতাং নবল্কলধরৌ যদি।
বিশেষং নাধি গচ্ছামো গায়তোরাঘবস্য চ॥" ১৪

উত্তরকাণ্ড ১০৭ সর্গ।

লব-কুশের বীণা-সংযোজিত সুমধুর রামায়ণ গানে শ্রোতৃবর্গ কিরূপ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, মহাকবি কালিদাস অতুলনীয় কবিত্বপূর্ণ একটি শ্লোকে তাহা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

"তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রাং সংসদশ্রুমুখীবভৌ।
হিমনিষ্যন্দিনী প্রাতর্নির্ব্বাতেব বনস্থলী॥৬৬

রঘুবংশ ১৫ সর্গ।

"তাহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে একাগ্রচিত্ত অশ্রুবর্ষিণী সভামণ্ডলী প্রাতঃকালে হিমবর্ষিণী বাতবিরহিতা বনস্থলীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।"

শ্রীরামচন্দ্র কুশীলবের রামায়ণ গান শুনিয়া অতীব প্রীত হইলেন।

"ভ্রাতৃগণে কহে রাম বালক দুজনে।
আঠার হাজার নিষ্ক দাও এইক্ষণে॥
আর যাহা কিছু চাহে শিশু দুইজন।
আমার আদেশে তাহা কর বিতরণ॥
রামের আদেশমাত্র লক্ষ্মণ ধীমান।
আঠার হাজার নিষ্ক করিলা প্রদান॥
কিন্তু কুশীলব তাহা না কৈল গ্রহণ।
বিস্মিত হইয়া রামে কহিলা তখন॥
অর্থ লয়ে আমাদের কিবা উপকার।
বনবাসী মোরা বন্য-ফলমূলাহার॥
অর্থ লয়ে আমাদের নাহি কোন কাজ।
বিনা অর্থে আছি ভাল শুন মহারাজ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

"বন্যেন ফলমূলে ন নিরতৌ বনবাসিনৌ।
সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে বনে॥২০

উত্তরকাণ্ড ১০৭ সর্গ।

কুশীলবের এইরূপ কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র এবং সভাস্থ সকলেই নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র কুশীলবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মহামুনি বাল্মীকি এই রামায়ণ কাহিনীর রচয়িতা।

সীতা-বর্জ্জন প্রকৃত না হইলেও বোধ হয়, রাম-নন্দন কুশীলব যে প্রকারেই হউক বাল্মীকি ঋষির নিকট রামায়ণ গান শিখিয়াছিল।

মুনি আর রাজগণ সনে রঘুপতি।
রামায়ণ গান শুনি পুলকিত অতি॥
এই গীতি-প্রসঙ্গেতে রাম মতিমান।
বুঝিলেন কুশীলব সীতার সন্তান॥
স্বেচ্ছায় তখন রাম ডাকি দূতগণে।
পাঠাইয়া দিলা ত্বরা বাল্মীকি-সদনে॥
কহিয়া দিলেন রাম শুন দূতগণ।
বাল্মীকিরে বল মোর কথার মতন॥
সচ্চরিত্রা হন যদি জনক-তনয়া।
যদি না তাঁহাকে স্পর্শি থাকে পাপ-ছায়া॥
তবে সীতা বাল্মীকির আদেশে হেথায়।
আসি আত্ম-শুদ্ধিকার্য্য করুন ত্বরায়॥

* * *

সীতা হ'তে রটিয়াছে কলঙ্ক আমার।
সীতাই শপথ করি করুন উদ্ধার॥
কল্য প্রাতে সভামাঝে আসিয়া জানকী।
কলঙ্ক ঘুচান মোর, অধিক কব কি॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

দূতগণ যাইয়া মহর্ষি বাল্মীকির নিকট শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলে বাল্মীকি তাহাতে অনুমোদন করিলেন। সকলেই এ কথা শুনিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইল।

"অনন্তর রাজা রাম সবার সাক্ষাতে।
কহিলা সীতার হবে পরীক্ষা প্রভাতে॥
পরীক্ষা দেখিতে যেন সকলেই আসে।
এই বলি পশে রাম আপন আবাসে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রজনী প্রভাত হইল। শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হইলেন। মুনি-ঋষিগণ, রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ সকলেই সভাস্থ হইলেন। তখন—

"তদা সমাগতং সর্ব্বমশ্মভূতমিবাচলম্।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণংসসীতঃ সমুপাগমৎ॥৯
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥১০
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকে পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥১১
ততো হলাহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্ম বিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্॥১২
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে।
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সম্প্রচুক্রুশুঃ॥১৩

উত্তরকাণ্ডম্ ১০৯ সর্গ।

হেনকালে তপোধন বাল্মীকি ত্বরিত।
প্রবেশিলা সভাস্থলে সীতার সহিত॥
দুঃখিনী জানকী রামে হৃদে করি ধ্যান।
মুনির পশ্চাৎ চলে আনত বয়ান॥
কর দুটি যোড় করি সজল নয়ন।
ধীরে ধীরে ফেলে সীতা রাতুল চরণ॥
মুনির পশ্চাতে সীতা যায় নত মাথে।
বেদ-শ্রুতি যায় যেন ব্রহ্মার পশ্চাতে॥
সীতারে হেরিয়া সবে সাধুবাদ করে।
দুঃখ-শোক লাগে গিয়া সবার অন্তরে॥
আকুল হইয়া সবে করে কোলাহল।
সীতার দুর্দ্দশা হেরি চক্ষে ঝরে জল॥
সেইকালে কেহ করে রামে সাধুবাদ।
সীতারে প্রশংসে কেহ ভাবিয়া বিষাদ॥
কেহ কেহ উভয়েরে করে সাধুবাদ।
বিষাদের সনে মনে জাগিছে আহ্লাদ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বাল্মীকি মুনি তখন শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন

আমি জানি পাপ নাহি সীতার শরীরে।
মহাসতী সীতা আমি জানিনু অন্তরে ॥
সীতা যে পরম সতী জানে এ সংসার।
সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার ॥
পাপমতী নহে সীতা পরম পবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র ॥
ঘরে লহ সীতারে কি করহ বিচার।
লব-কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার ॥

* * *

মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে ॥
অগ্নিশুদ্ধা হইলেন দেব-বিদ্যমানে।
জানকীরে দেশে আনিলাম তেকারণে ॥
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ।
বিধির নির্ব্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কিন্তু লোকাপবাদ বড়ই ভীষণ।
এই হেতু পুন সীতা কৈনু বিসর্জ্জন ॥
পবিত্র জেনেও আমি লোকের গঞ্জনে।
সীতারে ত্যজিনু আমি তব তপোবনে ॥
এক্ষণে আমায় রক্ষা কর তপোধন।
জানি আমি কুশীলব আমারি নন্দন ॥
এবে এই শুদ্ধাচারী জানকীর প্রতি।
সঞ্চারিত হোক মোর পূর্ব্ববৎ প্রীতি ॥

* * *

হেনকালে দিব্যগন্ধ মনোহর বায়।
বহমান হৈল কিবা রামের সভায় ॥
বায়ুর পরশসুখে সভাস্থ সকলে।
পুলকিত হয়ে অতি ভাল ভাল বলে ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

তখন,

"সর্ব্বান্ সমাপতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী ॥১৩
যথাহংরাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥১৫
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥১৬

উত্তরকাণ্ডম্ ১১০ সর্গ।

কষায়বসনা সীতা এহেন সময়ে।
কৃতাঞ্জলিপুটে কহে অধোমুখী হ'য়ে ॥
মহারাজ রাম ছাড়া যদি অন্যজনে।
স্থান নাহি দিয়া থাকি আমার এমনে ॥

তা হলে পৃথিবী দেবী সেই পুণ্যবলে।
বিদীর্ণ হউন আমি প্রবেশি পাতালে॥
কায়মনোবাক্যে যদি পূজে থাকি আমি।
জগত ঈশ্বর রাম রঘুনাথ স্বামী॥
তা' হলে পৃথিবী দেবী সেই পুণ্যবলে।
বিদীর্ণ হউন আমি প্রবেশি পাতালে॥
রাম বই আর আমি কারে নাহি জানি।
যদ্যপি বলিয়া থাকি এই সত্যবাণী॥
তাহলে পৃথিবী দেবী সেই পুণ্যবলে।
বিদীর্ণ হউন আমি প্রবেশি পাতালে॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

"কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা।
অন্বমীয়তে শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা॥" ৭৭

রঘুবংশম্ ১৫ সর্গ।

"সীতার প্রশান্ত মূর্ত্তি কষায়-বসনে সংবৃত এবং তাঁহার নয়নদ্বয় নিজ চরণে সমর্পিত, ইহা দেখিয়াই সকলে তাঁহাকে পবিত্র বলিয়া অনুমান করিলেন।"

এরূপ শপথ সীতা করিলা যখন।
রসাতল হ'তে উঠে দিব্য-সিংহাসন॥
দিব্য-রত্ন-সুশোভিত সিংহাসন খান।
তক্ষক প্রভৃতি নাগ-শিরে শোভমান॥
অপূর্ব্ব সে সিংহাসন সুসজ্জিত অতি।
সভাতল ঝলমল খেলে দিব্য-জ্যোতি॥
দেবী বসুমতী তবে বাহু-প্রসারণে।
বসাইলা জানকীরে সেই সিংহাসনে॥
তক্ষক প্রভৃতি নাগ সিংহাসন-শিরে।
সহসা প্রবেশ কৈল পাতালে অচিরে॥
পাতালে পশিল যদি দিব্য-সিংহাসন।
ঘন ঘন সাধুবাদ করে দেবগণ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ সব ঘটনা কতদূর সত্য ভগবান্ জানেন। সত্য হইলে সীতাদেবী যখন পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য বলিলেন, তখন তিনি যে স্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থলের ভূমি হঠাৎ ভূকম্পন কি অন্য কোন দৈব আকস্মিক ঘটনাপ্রযুক্ত দ্বিধা হওয়ায় তিনি অতলস্পর্শ ভূগর্ভে পতিত হইলেন এবং লোকচক্ষুর অদৃশ্য হইলেন। ইহাতে যে তাঁহার মৃত্যু হইল তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবভূতি তাঁহার "উত্তর রামচরিতে" রাম-সীতার মিলন করিয়াছেন।

এহেন অদ্ভুত কাণ্ড চিন্তা করে কেহ।
বিমোহিত হয়, কেহ লোমাঞ্চিত দেহ॥
কভু রাম-পানে কভু জানকীর পানে।
অবাক্ হইয়া চাহে স্থিরদৃষ্টি দানে॥
কল কথা সমস্ত জগৎ সেইকালে।
আচ্ছন্ন হইল যেন মহামোহজালে॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ দৃশ্যে শ্রীরামচন্দ্রের কিরূপ অবস্থা হইল?

কিন্তু রাম দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়া দুখে।
রোদন করিতেছিলা অবনত মুখে॥
সীতাহারা শ্রীরামের কমল-লোচন।
আছিল করিতে শোক-অশ্রু বরিষণ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস এ সময়ের সীতা-বাক্যগুলি একটু কটু ও কর্কশ করিয়াছেন।

এত যদি বলিলেন শ্রীরাম সীতারে।
যোড়হাতে জানকী বলেন শ্রীরামেরে॥
কি কার্য্য আমার রঘুনাথ এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নিতে তোমার বচনে॥
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব-বিদ্যমানে।
দেবেরা বলিল যাহা শুনিলে আপনে॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস॥
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি।
ফলমূল খাই কভু কভু উপবাসী॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান॥
ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলে আপনি।
মহারাজ আসি কত বুঝালে কাহিনী॥
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন।
তবে সে আমারে লয়ে দেশে আগমন॥
কুলবধূ যেই নারী সেই থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে বল বারে বারে॥
সর্ব্বগুণধর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয়ত উচিত॥
অদেখা হইব প্রভু ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতাল॥
আজ হতে ঘুচুক তোমার লাজ দুঃখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি॥
ইহা কহিলেন সীতা সভা-বিদ্যমানে।
বিদায় মাগিনু প্রভু তোমার চরণে॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

কবি কালিদাস এ সময়ের সীতাদেবীর বাক্যটি বড়ই সুন্দর করিয়াছেন।

"বাঙ্‌মনকর্ম্মভিপত্যৌ ব্যভিচারো যথানমে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি ! মামন্তর্ধাতুমর্হসি ॥" ৮১

রঘুবংশম্ পঞ্চদশ সর্গ।

"ভগবতি বসুন্ধরে ! যদি আমি বাক্য, মন ও কর্ম্মদ্বারা পতির প্রতি কোনরূপ ব্যভিচার না করিয়া থাকি, তবে আমাকে আত্মগর্ভে স্থান দান করুন।"

রামায়ণের নারীচরিত্রগুলি বড়ই স্বভাবিক সুন্দর ও প্রীতিকর। এ সম্পর্কে ওর্মান সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—

"In bidding farewell to Vaidehi we would notice that through out this Epic all the female character are much more human than those of the opposite Sex and in their genuine womanhood they naturally interest us in a far greater degree than the heroes of the story be they lofty demigods, cruel Rakshas, Volatite Vanars or Rishies endowed with Superhuman powers." Orman's Indian Epics, page 73.

কিন্তু ভক্তিপ্রধান ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রবণ ভারতবাসীর নিকট রামায়ণের উন্নত ও মহান্ ঋষি-চরিত্রগুলি স্বাভাবিক, সুন্দর ও প্রীতিকর হইলেও যে নারী-চরিত্রগুলি তদপেক্ষা অধিক প্রীতিকর বোধ হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। রামায়ণের সাধারণ ক্ষুদ্রচরিত্রগুলি ও সুন্দর গুহ-চরিত্রটি সুন্দর ও স্বাভাবিক। গুহ প্রভু-বন্ধুভক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন। আজকাল এরূপ চরিত্র মিলা সুকঠিন।

অনন্তর রাম সবে করিয়া বিদায়।
কুশীলবে সঙ্গে লয়ে গেলেন ত্বরায় ॥
বাল্মীকির পর্ণশালে প্রবেশ করিলা।
সীতাশোকে সেইখানে যামিনী যাপিলা ॥

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, বাল্মীকির তপোবনে কুশীলব যজ্ঞের অশ্ব ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তজ্জন্য রাম-লক্ষ্মণাদির সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ ইত্যাদি হইয়াছিল। কিন্তু মূল বাল্মীকির রামায়ণে এ সব যুদ্ধাদি ঘটনার উল্লেখ একেবারে দৃষ্ট হয় না।

১১২ সর্গ। রামের রামায়ণোত্তরভাগ শ্রবণ ও কৌশল্যাদির দেহত্যাগ

সীতা নিজ সত্যবলে পাতালে পশিলা।
যজ্ঞ সমাপিয়া রাম আকুল হইলা॥
সীতার বিরহে রাম রাজীবলোচন।
চক্ষে হেরে শূন্যময় নিখিল ভুবন॥
ক্রমশ তাঁহার শোক হইল প্রবল।
শান্তিলাভ-আশা মনে হইল নিষ্ফল।
অভ্যাগত রাজগণে কি বা ঋক্ষগণে।
আর যত লোক ছিল যজ্ঞ-নিকেতনে॥
সবে করি ধনদান সম্মানে বিদায়।
সীতাশোকে রঘুমণি পশে অযোধ্যায়॥
জানকীর চিন্তা তাঁর হৃদয়েতে জাগে।
জানকী-বিরহ-ব্যথা প্রাণে বড় লাগে॥
সীতা-বিসর্জ্জন পর রাম রঘুবর।
গ্রহণ করিলা নাহি আর ভার্য্যান্তর॥
প্রতি যজ্ঞ দীক্ষাকালে হিরণ্ময়ী সীতা।
হইবেক পত্নী তাঁর রামেতে শোভিতা॥
অনেক সহস্র বর্ষ যজ্ঞ কৈলা রাম।
অগ্নিষ্টোম বাজপেয় অতিরাত্র নাম॥
গোসব প্রভৃতি যজ্ঞ দক্ষিণা সহিত।
মহা সমারোহে রাম কৈলা সম্পাদিত॥
এইরূপে রাজ্যরক্ষা ধর্ম্মের চর্চ্চায়।
শ্রীরামের বহুকাল গত হয়ে যায়॥
আজ্ঞাবহ তাঁর ঋক্ষ-রাক্ষস-বানর।
আপনি পর্জ্জন্য দেব শাসনে তাঁহার॥
যথাকালে ঢালিতেন বৃষ্টি-বারিধার।

* * * *

অন্নকষ্টে কষ্ট নাহি পেত কোনজন।
নাহি ছিল ব্যাধি কিম্বা অকালমরণ॥
ক্ষেত্রচয় শস্যময় সুশীতল জল।
সকলেই হৃষ্টপুষ্ট চৌদিকে নির্ম্মল॥
তবে সে কৌশল্যা দেবী বহুবর্ষ পরে।
পুত্র-পৌত্র রাখিয়া গেলেন স্বর্গপুরে॥
সুমিত্রা কৈকেয়া দোঁহে কৌশল্যার পর।
পুত্র-পৌত্র রাখিয়া ত্যজিলা কলেবর॥
সঞ্চিত পুণ্যের বলে তাঁরা তিন জনে।
প্রবেশ করিলা দিব্য ত্রিদিবভুবনে॥
রাজা দশরথ-সনে হয়ে সমাগত।
লাগিলা যাপিতে কাল আনন্দে নিয়ত।
পিতা-মাতাদের রাম শ্রাদ্ধের সময়ে।
বর্ষে বর্ষে বহু অর্থ দিতা বিপ্রচয়ে॥
পিতৃ আর দেবগণে সন্তুষ্ট করিয়া।
বহু যজ্ঞ কৈলা রাম ব্রাহ্মণে পাইয়া॥”

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

১১৩—১১৪ সর্গ। রাম-সমীপে যুধাজিৎ-প্রেরিত লোকের আগমন ও তৎসহ প্রস্থিত ভরতাদির গন্ধর্ব্ব-বিজয়, রাজ্যস্থাপন ও অযোধ্যা-প্রত্যাগমন।

ভরত-মাতুল যুধাজিৎ লোক দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, সিন্ধু-নদের উত্তরে গন্ধর্ব্বের অতি শোভাসম্পন্ন এক রাজ্য আছে তাহা অধিকার করা আবশ্যক। তদনুসারে শ্রীরামচন্দ্র ভরত ও তাঁহার দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে

তথায় পাঠাইলেন, তাঁহারা তথায় সসৈন্যে যাইয়া গন্ধর্ব্ব-বিজয় ও রাজ্যস্থাপন করিলেন।

"অনন্তর শ্রীভরত হরিষ অন্তরে।
দুই পুত্রে স্থাপিলেন দুইটি নগরে॥
ভরত তক্ষেরে তক্ষশিলায় স্থাপিলা।
পুষ্কলে পুষ্কলাবতে প্রতিষ্ঠা করিলা॥
এই দুই গন্ধর্ব্ব-স্থান ধন-ধান্যময়।
ইতি-উতি শোভা করে মহারণ্যচয়॥
সমৃদ্ধির গুণে যেন মিলে পরস্পরে।
আমি বড় আমি বড় হেন স্পর্দ্ধা করে॥
ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্যে ন্যায় মত তথা।
কেহ নাহি কহে কারে বঞ্চনার কথা॥
বিবিধ আপণশ্রেণী সুন্দর ভবন।
সপ্ততল প্রাসাদ ও সুন্দর উপবন॥
দেবালয় যথা তথা কিবা শোভমান।
তমাল তিলক তাল তরু স্থানে স্থান॥
ভরত সে দুই পুর করিয়া স্থাপন।
দুই পুত্রে কৈলা দান করিতে শাসন॥
পঞ্চ বর্ষ শ্রীভরত থাকিয়া তথায়।
পুনরায় ফিরিলেন পুরী অযোধ্যায়॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

এই সব বিবরণে জানা যায়, সম্রাট্ শ্রীরামচন্দ্র অনেক রাজ্য অধিকার ও স্থাপন করিয়াছিলেন।

১১৫ সর্গ। অঙ্গদাদির রাজ্যাভিষেক

১১৬—১১৭ সর্গ। রামের নিকট তাপসরূপ কালের আগমন ও কথোপকথন।

১১৮ সর্গ। দুর্ব্বাসার আগমন।

১১৯—১২৩ সর্গ। রামের লক্ষ্মণবর্জ্জন ও বানর-রাক্ষস-পৌরাদিসহ সরযূ-প্রবেশ।

কিছুদিন পরে স্বয়ং কৃতান্ত মুনিবেশে শ্রীরামচন্দ্রের রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। সে সময় বীরবর লক্ষ্মণ রাজদ্বারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যাইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে সংবাদ প্রদান করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেই মুনিকে তাঁহার সমীপে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলে তিনি রামসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

...... যদি রাজা ইচ্ছা কর হিত।
তাহলে নির্জ্জনে এস আমার সহিত॥
নির্জ্জনে নহিলে মোর বক্তব্য বিষয়।
বলিতে না পারি কভু শুন মহাশয়॥

কেবল ইহাই নয়, আরো কথা আছে।
খুলিয়া সে কথা আমি বলি তব কাছে।
আমাদের সেই কথা যে জন শুনিবে।
অথবা মন্ত্রণাকালে নিকটে থাকিবে॥
সেজন তোমার বধ্য হইবে নিশ্চয়।
এরূপ আদেশ কৈলা মুনি মহাশয়।
এবে রাম কর যদি হেন অঙ্গীকার।
তাহলে মন্তব্য বলি গোচরে তোমার॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র সেইরূপই অঙ্গীকার করিলেন।

লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষক থাকিতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক রহিলেন।

মুনিবেশধারী কৃতান্ত শ্রীরামচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এরূপ সময়ে, রুক্ষভাষী ও ক্রোধের অবতার মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন—

কি বক্তব্য তব, মুনি! কিবা প্রয়োজন।
কি করিব? আজ্ঞা মোরে কর তপোধন।
ব্যস্ত কিছু আছেন এক্ষণে রঘুনাথ।
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর যাইবে পশ্চাৎ॥"
দুর্ব্বাসা হইল রুষ্ট লক্ষ্মণের ভাষে।
নয়ন যুগলে যেন অনল প্রকাশে॥
দহিয়া লক্ষ্মণে যেন কহে মুনিবর।
অবিলম্বে যাহ তুমি রামের গোচর॥
নচে তোমাদের চারি ভ্রাতার উপর।
সবংশে এখনি শাপ দিব ভয়ঙ্কর॥
নগর গ্রামেতে শাপ করিব অর্পণ।
কিছুতে না হবে মোর ক্রোধ সংবরণ॥
হেন ভয়ঙ্কর কথা করিয়া শ্রবণ
ভাবিলেন মনে মনে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
হেন সর্ব্বনাশ চেয়ে বরঞ্চ মরণ॥
হউক আমারি, যাই রামের সদন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

লক্ষ্মণ যাইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দুর্ব্বাসার আগমন-সংবাদ জানাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র মুনিবেশধারী কালকে বিদায় দিয়া দুর্ব্বাসা মুনিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

"কহেন দুর্ব্বাসা মুনি, শুন রঘুবর।
অনশন ব্রত করি হাজার বৎসর॥
আজ সেই ব্রত মোর হ'ল সমাপন।
যা কিছু প্রস্তুত আছে করাও ভোজন॥"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

"রঘুবীর নতশির দীন অতিশয়।
রাহুগ্রস্ত শশী সম মলিনতাময়॥
লক্ষ্মণ হেরিয়া তাঁর হেন ভাবান্তর।
হৃষ্ট মনে কহিলেন, শুন রঘুবর॥

সন্তপ্ত না হও কিছু আমার কারণ।
কালকৃত গতি আর্য্য নিয়ত এখন॥
স্বচ্ছন্দে আমায় এবে করি পরিহার॥
পালন করহ প্রভু প্রতিজ্ঞা আমার।
প্রতিজ্ঞা-পালনে, আর্য্য! যাহারা বিমুখ।
নরকে নিয়ত তারা ভুঞ্জে বহু দুখ॥
প্রীতি যদি থাকে তব আমার উপর।
দয়া যদি থাকে মোর প্রতি, রঘুবর॥
তবে অসঙ্কোচে মোরে করি পরিহার।
অচিরে স্বধর্ম্ম রক্ষা কর আপনার॥
ক্ষুব্ধচিত্তে তবে রাম রাজীবলোচন।
মন্ত্রী আর বশিষ্ঠেরে কৈলা আনয়ন॥
কালের নিকটে তিনি করিলা যে পণ।
দুর্ব্বাসার আগমন করিলা জ্ঞাপন॥
শুনিয়া বশিষ্ঠদেব কহে রঘুবরে।
ভবিষ্য ঘটনা আমি বুঝেছি অন্তরে॥
লক্ষ্মণের সনে তব বিয়োগ-ঘটন।
তোমারি নিজের আর বিনাশ ভীষণ॥
যোগবলে সমস্তই জেনেছি, রাজন।
সর্ব্ব-সংহারক কাল বড়ই ভীষণ॥
লক্ষ্মণেরে এবে রাম করহ বর্জ্জন।
প্রতিজ্ঞা করিলে ভঙ্গ ধর্ম্মনাশ হয়।
ধর্ম্মনাশে বিঘ্ননাশ পাইবে নিশ্চয়॥
তেঁই কহি, বিশ্বভূমি রক্ষিবার তরে।
লক্ষ্মণেরে পরিহার করহ সত্বরে॥
বশিষ্ঠের বাণী শুনি রাম রঘুবর।
লক্ষ্মণেরে ডাকি কহে সভার ভিতর॥
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই কালের ঘটন।
সবার সমক্ষে তোরে করিনু বর্জ্জন॥
ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়, ভাই দোষাকর অতি।
ধর্ম্মরক্ষা হেতু তোরে ত্যজিনু সম্প্রতি॥
নিজের জনের পক্ষে ত্যাগ বা নিধন।
দুই সাধুগণ চক্ষে সমান ঘটন॥"
তখন লক্ষ্মণ বীর রামের বচনে।
প্রবেশ না কৈল আর আপন ভবনে॥
জলধারাকুল চক্ষে লক্ষ্মণ সুধীর।
উপনীত হৈলা গিয়া সরযুর তীর॥
সরযুর পূত-নীরে করি আচমন।
সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার করিলা রোধন॥
আর না পড়িল শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁহার।
মহাযোগে মগ্ন বীর নিশ্চল আকার॥"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ'।

* * *

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে তৃপ্তিমত আহার করাইয়া বিদায় দিলেন। তৎপর তিনি যখন লক্ষ্মণের দিকে চাহিলেন তখন তাঁহার চিত্ত অস্থির হইল, হৃদয় একেবারে অবসন্ন হইল।

ধার্ম্মিক ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ এইরূপে মহাযোগে সরযূতে দেহত্যাগ করিলেন।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র কোশলে কুশকে ও উত্তরকোশলে লবকে স্থাপন করিয়া শোকে-দুঃখে ভরত, শত্রুঘ্ন, বানর, রাক্ষস ও পৌরাদিসহ সরযূ নদীতে প্রবেশ

করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। বীর হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের বরে চিরজীবি হইয়া ধরাধামে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

১২৪ম সর্গ। রামায়ণ-মাহাত্ম্য।

১২৫ম সর্গ। রামায়ণ-বিধান ও রামায়ণ-শ্রবণ-বিধি।

"আদিকাব্যমিদং সর্ব্বং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবীং গতিম্॥
পুত্রদারাশ্চ বর্দ্ধন্তে সম্পদঃ সন্ততিস্তথা।
সত্যমেতদ্বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ॥
রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃপুনঃ॥"

'রামায়ণ পড়ে যেই ভক্তিযুক্ত মনে।
ত্রিলোকে পূজিত সেই পুত্র-পৌত্রসনে॥
দিবানিশি যেই কালে পড় রামায়ণ।
কভু না হইতে হবে বিষাদিত মন॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্ত্তনং
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥২
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥৩
মঙ্গলং লেখকানাঞ্চ পাঠকানাঞ্চ মঙ্গলম্।
শ্রোতৃনাং মঙ্গলঞ্চৈব ভূমৌ ভূপতিমঙ্গলম্॥৪

উত্তরকাণ্ড ও রামায়ণ সম্পূর্ণ হইল। উত্তরকাণ্ডটি যে প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধন ইহা অনেকেরই ধারণা। ইহার বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কোন্‌টী সত্য বা মিথ্যা তাহা বলা দুঃসাধ্য। তবে বোধ হয়, শত্রুঘ্নকর্ত্তৃক মথুরারাজ্য স্থাপন ও ভরতকর্ত্তৃক সিন্ধুনদ-তীরে গন্ধর্ব্ব-রাজ্যে স্থাপন প্রভৃতি ঘটনা সত্য।

সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, রামচন্দ্রাদির সরযূ-প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা কতদূর সত্য বলা যায় না। সত্য হইলে সীতাদেবীর চরিত্রের উচ্চতা, লক্ষ্মণের ধর্ম্মজ্ঞান ও ভ্রাতৃভক্তি এবং শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রাণতা এই সব ঘটনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

রামায়ণের সকল চরিত্রই রামমুখী—রামেতেই আকৃষ্ট। ইহার কারণ কি? শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বগুণের আধার। তিনি ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর, এজন্যই সকলেই তাঁহাতে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট। যাঁহার ভিতর যত বেশী পরিমাণে সদ্‌গুণ থাকিবে তাঁহার প্রতি তত অধিক পরিমাণে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে, তাঁহার নিকট সকলেই অধিক সময়ে নতশির হইবে এবং সকলের চরিত্রই তন্ময় হইবে, ইহাই স্বাভাবিক বা ঐশ্বরিক নিয়ম ও ভগবানের লীলা। যে শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ সর্ব্বগুণের আধার ছিলেন, যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সর্ব্বসাধারণের চিত্ত বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট ছিল, সেই শ্রীরামচন্দ্র যে ভগবান বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ উল্লিখিত হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মহাকবি কালিদাস তাঁহার "রঘুবংশে" সম্রাট শ্রীরামচন্দ্রের পরবর্ত্তী রঘুবংশের অনেক বিবরণ লিখিয়াছেন। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যে মহাতপা সিদ্ধ-মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র এই রামায়ণের ঘটনাবলীর সৃষ্টির মূলীভূত কারণ, যে মহাপুরুষ এই রামায়ণের ঘটনাবলী সৃজন করিয়াছেন, সেই মহাযোগী বিশ্বামিত্রের অলৌকিক জীবন-চরিত এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক। রামায়ণ-রচয়িতা মহামুনি বাল্মীকির জীবন-চরিতে যেরূপ জানা গিয়াছে, ভূমিকায় তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে রামায়ণ-ঘটনা-সৃজনকর্ত্তা মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের অলৌকিক জীবন-চরিত তিনি যেরূপ, বর্ণনা করিয়াছেন, অবিকল তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

বাল্মীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডে ৫১ম হইতে ৬৫ সর্গে মহাতপা বিশ্বামিত্রের চরিত বর্ণিত আছে।

"পূর্ব্বে কুশ নামে এক ছিলা মহীপাল।
স্বয়ম্ভুর পুত্র তিনি বিক্রমে বিশাল॥
চিরকাল ছিলা তিনি শত্রু-নিসূদন।
কৃতবিদ্য প্রজাপাল ধর্ম্মপরায়ণ॥

কুশনাভ নামে তাঁর ছিলেন কুমার।
অতি ধর্ম্মশীল তিনি বলে দুনিবার॥
কুশনাভ ভূপতির হইলা নন্দন।
গাধি নামে, খ্যাতি যার বিখ্যাত ভুবন॥
সেই সে গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র মুনি।
অত্যাদ্ভুত তেজ তাঁর বিদিত মেদিনী।
বহু বর্ষ কৈলা ইনি স্বরাজ্য-পালন।
ইঁহার রাজত্বে সুখী ছিল প্রজাগণ॥
একদিন এ মহাত্মা ভ্রমণ-আশয়ে।
চতুরঙ্গ সৈন্যদল নিজ সঙ্গে লয়ে॥
পৃথিবীর নানাস্থান কৈলা পর্য্যটন।
কৌতুকে কত কি সুখে কৈলা দরশন॥
কত যে নগর, রাজ্য, কত যে ভূধর।
কত যে দেখিলা নদী, কহিতে বিস্তর॥
কৌতুহলী হয়ে সব দেখি ক্রমে ক্রমে।
শেষে উপনীত হৈলা বশিষ্ঠ-আশ্রমে॥
বশিষ্ঠ মুনির সেই আশ্রম সুন্দর।
নানা তরু-লতা-ফুলে শোভার আকর॥
বহুবিধ মৃগগণে রয়েছে বেষ্টিত।
মনোরম পূতাশ্রম চারণ-সেবিত॥

* * *

প্রশস্ত হরিণগণে আকীর্ণ শোভিত।
দ্বিজর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণে অতীব শোভিত॥
সেই সব ঋষিগণ তপেতে তৎপর।
অগ্নিকল্প মহা-আত্মা দীপ্ত কলেবর॥
ব্রহ্মসম, সবে তাঁরা দেখিতে শ্রীমান্।
সকলেরই একমাত্র পরমেশ ধ্যান॥

* * * *

ব্রহ্মলোক সম সেই আশ্রম সুন্দর।
নিরখিয়া বিশ্বামিত্র হর্ষিত অন্তর॥"

রামকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

পরস্পর কুশলবার্ত্তার পর বশিষ্ঠ অতি আদর ও যত্নের সহিত বিশ্বামিত্রকে সসৈন্যে আতিথ্য-গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, বশিষ্ঠ মুনি-ঋষি হইয়া কি প্রকারে এত লোকের আতিথ্যের সংস্থান করিবে? কাজেই তিনি প্রথম অস্বীকার করিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পরিশেষে তিনি আতিথ্য-গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন।

"বিশ্বামিত্র মহামতি, আতিথ্যেতে দিলে মতি
বশিষ্ঠ ভগবান তার পরে।
হয়ে পুলকিত মন করিলেন আবাহন
সবলারে সুমধুর স্বরে॥
পাপহন্ত্রি চিত্রবর্ণ সবলে আইস তূর্ণ
একবার তুমি মম বাস।
সবিশেষ কথা আছে আসিয়া আমার কাছে
শুনি মম পূর্ণ কর আশ॥
চতুরঙ্গ সেনাসনে রাজর্ষিরে এইক্ষণে
নানা ভোজ্য করিব প্রদান।
তুমি ধেনু অতএব বিশ্বামিত্র রাজে সেব
ভোজ্য দানে রাখি মোর মান॥

যে যেমন ইচ্ছা করে তুমি তা যতন ক'রে
ষড় রসে তুষহ তাহায়।
নানা খাদ্য উপাদেয় চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়
এ সকল সৃজহ ত্বরায় ॥
কামধেনু সবলা সে বশিষ্ঠ-বচনে।
যাহার যেমন আশা তারে সেইক্ষণে॥
প্রদান করিল ভোজ্য অতি সুমধুর।
সৃজন করিল কত সুখাদ্য প্রচুর ॥

* * *

অন্তঃপুরচর ভৃত্য আর পুরোহিত।
ব্রাহ্মণ-অমাত্য মন্ত্রীগণের সহিত ॥
বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইলা ভোজনে।
কহিতে লাগিলা তবে মধুর বচনে ॥

মুনিবর তব সম জ্ঞানী গুণাধার।
মম সম জন প্রতি প্রকৃত সৎকার ॥
কিরূপে করিতে হয় জানে সাবিশেষ।
কোন খানে নাহি থাকে কোন ত্রুটি-লেশ ॥
এবে আমি কথা এক কহিব তোমায়।
নিজ গুণে কর্ণপাত কর সে কথায়॥
এক গাভী মুনি আমি দিব হে তোমারে।
তার বিনিময়ে দাও সবলা আমারে ॥
এ তব সবলা মুনি রতনবিশেষ।
রত্ন-অধিকারী রাজা জানে সর্ব্বদেশ ॥
অতএব সবলারে দাও মুনিবর।
ধর্ম্মত সবলা মোর বিবেচনা কর ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

কিন্তু বশিষ্ঠ মুনি, বিশ্বামিত্র দেশের রাজা হইলেও তাঁহাকে কামধেনু সবলা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, লক্ষ ধেনু বা শত কোটী রজতের ভার দিলেও তিনি কামধেনু সবলা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। সবলার নিকট যখন যাহা আবশ্যক তাহাই পাওয়া যায়, সুতরাং তিনি এরূপ রত্ন কোন প্রকারেই ছাড়িতে পারিবেন না। বিশ্বামিত্র আরও অধিক ধনরত্নের লোভ দেখাইলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ কোন প্রকারেই স্বীকার হইলেন না।

"যাহ বল মহারাজ কিছুতে তোমায়।
সবলারে দিতে মম মন নাহি চায় ॥
সবলাই রত্ন মম, সবলাই ধন।
সবলা সর্ব্বস্ব মম সবলা জীবন ॥
এই সে ধেনুর গুণে দক্ষিণার সহ।
দর্শ পৌর্ণমাস যজ্ঞ করি অহরহ ॥

যত কিছু দেবা-ক্রিয়া সবলা হইতে।
সব মহারাজ আমি পারি নির্ব্বাহিতে ॥
সকল কার্য্যের মূল সবলা আমার।
সবলা হইতে হয় বিপদ উদ্ধার ॥
তাই বলি মহীপতি! ছাড় আকিঞ্চন।
কামদুহা সবলারে দিব না কখন ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বিশ্বামিত্র তখন বলপূর্ব্বক কামধেনু সবলাকে লইয়া চলিলেন। সবলা কাতর-দৃষ্টিতে বশিষ্ঠের দিকে চাহিতে লাগিল। তখন বশিষ্ঠ সবলাকে বলিলেন—

করহ সৃজন।
পরবল দর্পহারী ভীম সৈন্যদল।
অচিরে বিনাশ কর কৌশিকের বল॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

বশিষ্ঠের আদেশ অনুসারে কামধেনু তাহাই করিল। হুঙ্কারে ভীম বলশালী অগণিত সৈন্য সৃজন করিল। তাহাদের সহিত যুদ্ধে বিশ্বামিত্র এবং তাঁহার সৈন্য ও পুত্রগণ নিহত হইল, বিশ্বামিত্রের পরাভব হইল। মহাতেজা বিশ্বামিত্র শোকে ভগ্নহৃদয়ে স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। তথায় যাইয়া অবশিষ্ট পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া হিমালয়ের এক পার্শ্বে মহাদেবের ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন রহিলেন। কিছুকাল পরে মহাদেবের বরে তিনি সর্ব্ব অস্ত্রবিশারদ হইয়া আসিলেন।

নবতেজে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র-বলে তাঁহার অতুলনীয় শোভাসম্পন্ন তপোবন দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন বশিষ্ঠ ঋষি ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। বশিষ্ঠ ঋষি ব্রহ্মতেজে ব্রহ্মদণ্ড ব্যবহার করিলেন। বিশ্বামিত্রের পরাভব হইল।

"বিশ্বামিত্র মহীপতি দেখি এ ব্যাপার।
লজ্জা পেয়ে আপনারে দিলেন ধিক্কার॥
বলিলেন ধিক্, থাক ক্ষত্রিয়ের বলে।
ব্রহ্মতেজোরূপ বল, বলই ভূতলে॥
একমাত্র ব্রহ্মদণ্ডে মম অস্ত্র যত।
নিস্তেজ হইল, হায়, হইল নিহত॥
আজি হ'তে করিলাম প্রতিজ্ঞা অটল।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মভাব ত্যজিব সকল॥
মহতী তপস্যা আমি করিব এবার।
ব্রাহ্মণত্ব লাভ-আশে প্রতিজ্ঞা আমার॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

Ah warrior's strength is poor and slight
A Brahmin's power is truely might
Griffith's Ramayan Book I Canto LVII,

"অনন্তর বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ভূপতি।
সন্তপ্ত হৃদয় হয়ে, হৈল ক্ষুণ্ণমতি॥
পরাভব মনে মনে করিলা স্মরণ।
ঘন ঘন হল তাঁর নিশ্বাস-পতন॥
ক্ষত্রিয়ত্বে ঘোর ঘৃণা হল উপস্থিত।
নির্ব্বেদ আসিয়া চিত্তে হইল জড়িত॥
অনন্তর মহিষীরে সঙ্গেতে লইয়া।
দক্ষিণ দিকেতে রাজা গেলেন চলিয়া॥

মহাতপা মহীপাল যাইয়া তথায়।
নিমগ্ন করিল চিত্ত ঘোর তপস্যায় ॥
ফলমূল খায় রাজা তপ সুকঠোর।
ব্রাহ্মণত্ব লাভ-আশে করে নিরন্তর ॥
পতিব্রতা সাধ্বীসতী রাণীর উদরে।
চারি পুত্র জন্মে তাঁর এই অবসরে ॥
হবিষ্কন্দ, মধুস্কন্দ, দৃঢ়নেত্র আর।
মহারথ নামে হল চারিটি কুমার ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই সময় বিশ্বামিত্র একাদিক্রমে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে "রাজর্ষি" আখ্যা দিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, যেহেতু তিনি তাঁহার আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন না।

"মহাদুঃখে ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে মনে মনে।
এত যে করিনু তপ কিসের কারণে ॥
রাজর্ষি করিলা বিধি, হায়রে কপাল।
এত তপে ভাগ্যদোষে ঘটিল জঞ্জাল।
যাই হোক্ বোধ হয় এই তপস্যায়।
ব্রাহ্মণত্ব ভাগ্যে লাভ ঘটে উঠা দায় ॥
এইরূপ ভাবি রাজা আবার তখন।
আরও সুদারুণ তপে হইলা মগন ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এই সময়ে ইক্ষ্বাকু-কুলের সত্যবাদী ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানী ত্রিশঙ্কু নামক রাজা যজ্ঞ করিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইতে অভিলাষ করিলেন। বিশ্বামিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বশিষ্ঠ ঋষি ইক্ষ্বাকুকুলের কুল-পুরোহিত হইয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কুরাজা বশিষ্ঠকে তাঁহার অভিলাষ জানাইলেন।

"বশিষ্ঠ রাজার বাক্যে কহিলা তখন।
অসাধ্য এ কার্য্য রাজা করি নিবেদন ॥
প্রত্যাখ্যান কৈলা যদি বশিষ্ঠ তাপস।
ত্রিশঙ্কু ভূপতি হৈলা দুঃখিত মানস ॥
স্বাভিলাষ পূর্ণ তরে ছাড়ি নিজ দেশ।
দক্ষিণ দিকেতে ত্বরা চলিলা নরেশ।
যেইখানে বশিষ্ঠের শত সংখ্যা সুত।
তপস্যা করিছে রাজা তথা উপনীত ॥
দেখিলা ত্রিশঙ্কু সেই বশিষ্ঠ নিচয়ে।
তপস্যায় মগ্ন সবে জিতেন্দ্রিয় হয়ে ॥
দীর্ঘতপা মহাতেজা সেই ঋষিগণ ॥
সকলে প্রদীপ্ত যেন জ্বলন্ত জ্বলন।
আপনার কর্ম্মসিদ্ধি ভাবিয়া অন্তরে।
প্রণমিয়া তাহাদিগে কহে জোড় করে ॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ত্রিশঙ্কুরাজা তাঁহাদিগকে তাঁহার অভিলাষ জানাইয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন। তাঁহাদের পিতা বশিষ্ঠ ঋষি যে, প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহাও জানাইলেন।

তাঁহারা বলিলেন "তুমি বড় নির্ব্বোধ, আমাদের জ্ঞানবান পিতা তোমার অভীপ্সিত কর্ম্ম অসাধ্য জানিয়া উচিতমতই তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। গুরুবাক্য অবহেলাপূর্ব্বক অন্তের আশ্রিত হইয়া ঈপ্সিত অসাধ্য কর্ম্মসাধনের চেষ্টা করা তোমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়। তুমি তোমার স্বরাজ্য অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। আমরা তোমার অসাধ্য কর্ম্ম করিতে পারিব না।" ত্রিশঙ্কু রাজা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তোমরাও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে? ভাল, আমি অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিব।"

বশিষ্ঠ পুত্রগণ তখন নিতান্ত কুপিত হইয়া—

"কহিলা তখন তারে প্রকাশি বিক্রম।
চণ্ডাল হইয়া থাক অরে নরাধম॥" রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ত্রিশঙ্কুরাজা অমনি চণ্ডালরূপ ধারণ করিল।

"নীলবর্ণ রুক্ষ হল কলেবর তাঁর।
খর্ব্ব হল মস্তকের দীর্ঘ কেশভার॥
শ্মশানের মাল্য তার শোভিল গলায়।
চিতাভস্ম লিপ্ত হল সমুদয় গায়॥
শোভিল শরীরে লৌহনির্ম্মিত ভূষণ।
নানারূপ বিরঞ্জিত হইল বসন॥
এই সব বেশভূষা রাজারে তখন।
সুমূর্ত্তি ছাড়ায়ে কৈল বিকট দর্শন॥
ত্রিশঙ্কুর মন্ত্রী আর অনুগত প্রজা।
দেখিল চণ্ডাল হৈল মাননীয় রাজা॥
কি করে সকলে পড়ি ঘোরতর দায়।
প্রস্থান করিল দুঃখ লইয়া বিদায়॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

তখন ত্রিশঙ্কু রাজা মনোদুঃখে ঘুরিতে ঘুরিতে মহাতপা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিয়া ত্রিশঙ্কু রাজকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইলেন। সেই যজ্ঞে বশিষ্ঠের পুত্রগণ আহূত হইয়াও যোগদান না করায় মহাক্ষমতাশালী বিশ্বামিত্র অভিশাপ দিয়া তাঁহাদিগকে ভস্মীভূত করিলেন।

বিশ্বামিত্র তৎপর পুষ্করতীর্থে গেলেন।

"উপস্থিত হয়ে তথা, খেয়ে ফল-মূল-পাতা
অন্যের অসাধ্য ঘোর তপস্যাচরণ।
করিয়া লাগিলা ক্রমে যাপিতে জীবন॥"
এই কালে অম্বরীষ অযোধ্যার স্বামী।
আরম্ভিলা যজ্ঞ এক হয়ে পুণ্যকামী॥
যজ্ঞেতে প্রবৃত্ত তিনি হইলা যখন।
সেকালে পৌলমীপতি সহস্রলোচন॥

পাছে বাসবন্ধ যায় এই ভয় করি।
রাজার যজ্ঞীয় পশু লৈল অপহরি॥
রাজপুরোহিত তাহা করিয়া দর্শন।
অম্বরীষে কহিলেন করি সম্বোধন॥
রাজন্। যে পশু মোরা কৈনু আনয়ন।
অপহৃত হল তব দুর্ম্মতি কারণ॥

* * *

এক্ষণে আরব্ধ যজ্ঞ না হইতে শেষ।
দ্রুত পশু অন্বেষিয়া আনহ, নরেশ॥
তা যদি না পার তবে পরিবর্ত্তে তার।
একটি মানুষ ক্রয় উচিত তোমার॥
এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে যজ্ঞেতে।
এই তার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রবিধি মতে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

রাজা অম্বরীষ নিজেই যজ্ঞ-পশু বা তৎপরিবর্ত্তে একটি মানুষের সন্ধানে বাহির হইলেন। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ঋচিক মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ঋচিক মুনি বিশ্বামিত্রের ভগিনীপতি। এই ঋচিক মুনি তাঁহার মধ্যম পুত্রকে প্রদান করিলেন। রাজা অম্বরীষ আনন্দিতমনে এই ঋচিকনন্দনকে লইয়া যজ্ঞস্থলে চলিলেন। পথে পুষ্করতীর্থের নিকট তাঁহারা উপস্থিত হইলে ঋচিক-নন্দন বিশ্বামিত্রের নিকট যাইয়া কান্দিয়া পড়িল এবং তাহাকে সমস্ত বিবরণ বলিল, বিশ্বামিত্র বলিলেন কোন চিন্তা করিও না। তুমি যখন আমার শরণাগত হইয়াছ, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।

বিশ্বামিত্র তখন একে একে স্বীয় পুত্রগণকে যজ্ঞ-পশু হওয়ার জন্য আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই স্বীকার করিল না। তখন বিশ্বামিত্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্রগণ হাজার বৎসর নীচজাতি হইয়া পৃথিবীর ভিতর বাস করিবে, এরূপ অভিশাপ দিলেন।

তিনি ঋচিক-নন্দনকে বলিলেন—

"কিছু ভয় নাই হও ত্বরাপর।
কুশবিনির্ম্মিত পুত কাঞ্চীদাম পর॥
রক্তমাল্য আর রক্তচন্দন লইয়া।
অলঙ্কৃত কর দেহ তৎপর হইয়া॥
বৈষ্ণব-যূপেতে বদ্ধ করিয়া শরীর।
স্তুতিবাদে রত হও দেবতা অগ্নির॥
তোমারে দুইটি গান করি সমর্পণ।
যূপে বদ্ধ হয়ে, তাহা গাহিও তখন॥
এ উপায়ে তুমি যজ্ঞে কভু না মরিবে।
অবশ্যই তুমি বৎস জীবন পাইবে॥"

রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ

ঋচিক-নন্দন বিশ্বামিত্রের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিল, তাহাতেই তাহার জীবনরক্ষা হইল। দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জীবন দান করিলেন, রাজা অম্বরীষেরও যজ্ঞ সমাধান হইল এবং তিনি ইষ্টফল পাইলেন।

পুষ্করতীর্থে সহস্র বৎসর বিশ্বামিত্র একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিলেন। তখন একদা স্বয়ম্ভূ ভগবান্ আসিয়া বিশ্বামিত্রকে বর দিলেন—

"আজি হ'তে তুমি নিজ সুকর্ম্মের বলে।
ঋষিত্ব লভিলে এই ধরণীমণ্ডলে॥" রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

ইহাতে বিশ্বামিত্র মুনি নিতান্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু পূর্ব্বের মত তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন।

এদিকে দেবগণের পরামর্শে মেনকা অপ্সরা মোহিনীবেশে বিশ্বামিত্রের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেনকাকে দেখিয়া বিশ্বামিত্র মজিলেন তাহাকে লইয়া দশ বৎসর কাটাইলেন। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, স্বকৃত পাপের জন্য পরিতপ্ত হইলেন। মেনকা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র, তাহাকে যথাস্থানে যাইতে আদেশ দিলেন।

"নাহি কোন ভয় যথা ইচ্ছা হয়
চলি যাও তুমি এবে।
কি দোষ তোমার সকলি আমার
দেখিনু বিশেষ ভেবে॥
এই কথা বলি মুনি গেলা চলি
উত্তর ভূধর-পরে।
তথা উপনীত হয়ে যথোচিত
মনেরে দমন করে।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করি অবিরত
কৌশিকী তটিনী-তটে।
তপ ঘোরতর করে মুনিবর,
আসন ছাড়ি না উঠে॥"
রাজকৃষ্ণরায়ের রামায়ণ।

এ সময়ের বিশ্বামিত্রের পরিতাপপূর্ণ উক্তিটী নাট্যকার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ধন্য ধন্য মদন-তাড়না
নিরাহারে, কঠোর সাধনে
নিস্তার নাহিক পঞ্চবাণে!

দর্প খর্ব্ব হন সমুদায়
কলঙ্ক রটিল লোকময়
কামাসক্ত বিশ্বামিত্র অপকীর্ত্তি ভবে।
আজ হ'তে সঙ্কল্প আমার
বিঘ্ন-বাধা করি অতিক্রম
রব ঘোর সাধনে মগন ;
হয় হ'ক শরীর-পতন,
প্রতিজ্ঞা না ভঙ্গ হবে মম।
যথা দিবানিশি মেঘের গর্জ্জন
ত্যজি এই স্থান, নারিলাম রাখিবারে তীর্থের সম্মান।
কঠোর তুষারাবৃত হিমাদ্রি প্রদেশে
যথা দিবানিশি মেঘের গর্জ্জন,
ঝটিকা-তাড়ন, ক্ষীণজ্যোতিঃ প্রভাকর
ব্রহ্মার্চ্চনা করিব বিরলে
উত্থান বা দেহ-বিসর্জ্জন।" (তপোবন)

এইরূপে দশ শত বর্ষ তিনি তপস্যা করিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় হইতে বলিলেন—চিত্ত-বিকার দমন করিতে বলিলেন। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

"অবলম্বন শূন্য আর ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে।
তপস্যা করেন ঋষি বায়ুমাত্র খেয়ে॥
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মাঝে ঘোরতর তপ।
মস্তক উত্তপ্ত পেয়ে সূর্য্যের আতপ॥
বর্ষাগমে অনাবৃত স্থানেতে বসিয়া।
দিবানিশি করে তপ বৃষ্টিতে ভিজিয়া॥
শীতের যখন বাড়ে শক্তি ভয়ঙ্কর।
তখন করেন তপ জলের ভিতর॥
এইরূপে সুকঠোর তপস্যা করিয়া।
সহস্র বৎসর পুন গেল গোয়াইয়া॥
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

তখন দেবগণ রম্ভা অপ্সরাকে বিশ্বামিত্রকে ভুলাইতে পাঠাইলেন। রম্ভা অকৃতকার্য্য হইল। বিশ্বামিত্রের শাপে সে হাজার বৎসরের জন্য শিলাময়ী হইল।

কিন্তু বিশ্বামিত্র ক্রোধের বশীভূত হইয়াছেন বলিয়া দুঃখিত হইলেন, তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন হইয়াছে মনে করিয়া চিন্তিত হইলেন।

"আবার প্রতিজ্ঞা মুনি করিলা তখন।
বশীভূত নাহি হব ক্রোধের কখন॥
প্রাণান্তেও অভিশাপ না দিব কাহায়।
অভিশাপে অভিলাষ বৃথা হয়ে যায়॥
বহুকাল ধরি এবে কুম্ভক করিব।
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করি তপস্যা সাধিব॥
করিব যতনে আমি শরীর শোষণ।
মনেরে করিব বশ করি প্রাণপণ॥
ব্রাহ্মণত্ব যত দিন তপস্যার বলে।
না পারি লভিতে এই মেদিনীমণ্ডলে॥
ততদিন অবরোধ করিয়া নিঃশ্বাস।
থাকিব নিশ্চয় আমি পুরাইতে আশ॥
এইরূপ তপস্যায় কলেবর ক্ষয়।
কভু না হইবে মোর জানিনু নিশ্চয়॥
* * * *
ছাড়িয়া উত্তর দিক পূর্ব্ব দিকে গিয়া।
তপস্যায় রত হইলা সহিষ্ণু হইয়া॥
মৌনব্রত করি তবে সহস্র বৎসর।
স্থানু সম রহিলেন, স্থির কলেবর॥
নানাবিধ বিঘ্ন তার মনের মাঝার।
উপস্থিত হয়ে ত্যক্ত কৈল বারংবার॥
তথাপি অন্তরে তাঁর ক্রোধ না জন্মিল।
বরঞ্চ তপেতে ক্রোধ তাপিত হইল॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

বিশ্বামিত্র এইরূপ সহস্র বৎসরব্যাপী কঠোর তপস্যা করিলেন। দেবগণ তাঁহার এইরূপ কঠোর অমানুষিক তপস্যা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও ভীত হইলেন। তখন ব্রহ্মা আসিয়া বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব বর দিলেন।

"কহিলেন হে ব্রহ্মর্ষি, আমরা সকলে।
আসিনু তোমার পাশে তব তপোবলে॥
কঠোর তপস্যা তব করি নিরীক্ষণ।
কত যে হইনু তুষ্ট না যায় বর্ণন॥
এই সে তপের বলে তুমি, মুনিবর।
হইলে ব্রাহ্মণ এবে ত্রৈলোক্য ভিতর॥
হউক তোমার দূর বিঘ্নের জঞ্জাল।
আনন্দে জীবিত থাক অতি দীর্ঘকাল॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র নিতান্ত আনন্দিতমনে প্রার্থনা করিলেন যে, বশিষ্ঠ তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিলে তিনি নিতান্ত সুখী হইবেন। দেবগণের কৃপায় তাহাই হইল। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিলেন, উভয়ের মিলন হইল। যে বশিষ্ঠ ঋষি ব্রহ্মদণ্ডে বিশ্বামিত্রকে পরাভব করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভাবশালী পরিশেষে সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের *প্রাধান্য* সততই স্বীকার

করিয়াছিলেন। রাজা দশরথের সমীপে বিশ্বামিত্র যখন রাম-লক্ষ্মণকে রাক্ষস-বধার্থে আনয়ন করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে বশিষ্ঠ মুনির উক্তি তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।

"অনন্তর বিশ্বামিত্র পুলকিত মনে
বহির্গত হইলেন পৃথিবী-ভ্রমণে।"

তৎপর বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞ-সমাপনান্তে সিদ্ধ হইয়া রাম-লক্ষ্মণের বিবাহান্তে হিমালয়-পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

বাল্মীকি এই মহাতপা বিশ্বামিত্র-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"এষ রাম মুনিশ্রেষ্ঠ এষ বিগ্রহবাং স্তপঃ।
এষ ধর্ম্মপরোনিত্যং বীর্য্যস্যৈব পরায়ণম্ ॥"২৯

আদিকাণ্ডম্ ৬৫ম্ সর্গঃ।

"এই বিশ্বামিত্র মুনি তাপস-ভূষণ।
এইরূপ উপায়েতে হইলা ব্রাহ্মণ ॥
সকল মুনির মাঝে ইনিই প্রধান।
নাহি দেখি কারো তেজ ইহার সমান ॥
মূর্ত্তিমান তপ ইনি সাক্ষাৎ ধরম।
ইহাকে দেখিলে পুণ্য উপজে পরম ॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ

মহাপ্রভাবশালী বিশ্বামিত্রের আশ্রয়ে রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া শতানন্দ মুনি রাম-লক্ষ্মণকে নিতান্ত সৌভাগ্যবান্ বলিয়াছিলেন।

"বিশ্বামিত্র মহামুনি মুনির ঈশ্বর।
অতি দুষ্ট কার্য্য আশ্চর্য্য আকার ॥
ব্রহ্মর্ষিত্ব লভিলেন যিনি তপোবলে।
তেজ যার সুবিদিত জগত মণ্ডলে ॥
তোমার আমার যিনি হিতকারী অতি।
রক্ষক তোমার তিনি হইলা সম্প্রতি ॥
তাই বলি, ভূমিতলে তোমার সমান।
ধন্য তুমি, কেহ আর নাহি ভাগ্যবান ॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"অচিন্ত্যকর্ম্মা তপসা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বেৎস্যেনং পরমাং গতিম্ ॥

নাস্তি ধন্যতরো রাম ত্বত্তোঽন্যো ভুবিকশ্চন।
গোপ্তা কুশিকপুত্রস্তে যেন তপ্তং মহত্তপঃ ॥"১৫

আদিকাণ্ডম্ ৫১ সর্গ।

ইহাতেই প্রতীয়মান হয়, মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র মুনি অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষ যে, রামায়ণের মূল ঘটনাবলীর সৃষ্টির মূল-কারণ হইবেন, এ হেন মহাপুরুষ যে, রামায়ণের মূল ঘটনাবলী সৃজন করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিশ্বামিত্রের কঠিন তপস্যা-সম্পর্কে গোরেসিও সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন।

"The practice of austerities, voluntary tortures and mortifications was anciently universal in India and was held by the Indians to be of immense efficacy. Hence they mortified themselves to expirate sins to acquire merits, and to obtain superior human gifts and powers; the Gods sometimes exercised themselves in such austerities either to raise themselves to greater power or grandeur or to counteract the austerities of man which threatened to prevail over them and to deprive them of heaven...Such austerities were called in India Topas (barning ardour, fervent devotion) and he who practised them was called Tapasvin Gorresio.

সুকবি ও নাট্যকার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা-সম্পর্কে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"নাহি জাতির বিচার
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে।
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে
প্রভাবে যাহার
ঘুচে নীচ-সংস্কার
মলিনত্ব হয় বিদূরিত

জন্মে আত্মবোধ
ঘুচে তার জনম-মরণ-ভ্রম
উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে
তপোবলে করে আরোহণ।
তপ অতুল সম্পদ
দানে সেই উচ্চপদ
যেই পদ আকাঙ্ক্ষা যাহার।
সাধ্যাসাধ্য নাহিক বিচার
পায় সর্ব্ব-অধিকার।
হীনজন অতি উচ্চ হয় তপোবলে।
বেদমাতা কোলে লন তারে
বিহরে ব্রহ্মণ্যদেব হৃদয়-মাঝারে,
তপের প্রভাব বুঝ মানবমণ্ডল
যদি মম উপদেশ করহ গ্রহণ,
বুঝিব সফল, মম শরীর-ধারণ।
তপ, তপ, হও তপাচারী॥ (তপোবল)

সিদ্ধ-মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র-সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর গান এইরূপ দিয়াছেন।

"শুদ্ধচিত্ত, ধরা পবিত্রবর নয় তপাচারী।
পৌরুষ যশঃ, পরম আদর্শ, তাপস হর্ষকারী॥
বিশ্বামিত্র জগৎমিত্র, উদ্যম-প্রচারী
উচ্চ বিভব গৌরব-লাভ বিঘ্ন-বাধাবারি
জয় জয় জয় পরহিতব্রত আশ্রিত ভয়হারী॥" (তপোবল)

ভারতবর্ষীয় কঠোর তপস্যা-সম্পর্কে মনিয়ার উইলিয়ম সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"According to the Hindu theory the performance of penances was like making deposits in the bank of heaven. By degrees an enormous credit was accumulated which enabled the depositors to draw to the amount of his savings, without fear of his draughts being refused payment. The power gained in this manner by weak mortals was so enormous that gods as well as men were equally at the mercy of them all but omnipotent ascetic and it is remarkable, that even the gods are described as engaging in penance and austerities, in order it may be presumed, not to be outdone by human beings. Siva was so engaged when the God of love shot an arrow at him."

Note to page 4 of professor Sir Manier Williams.

"Indian Epic-poetry"

"পতন্তি চথসা ভূমৌ ক্ষীণ পুণ্যাইব গ্রহাঃ ।২২ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৪ সর্গ

"Downfell the birds like Gods who fall
When merits fail at that dread call.

এই বাক্য হইতে গ্রীফিথ সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন,—

The Store of merit accumulated by holy austere life secures only a temporary seat in the mansion of bliss. When by the lapse of time this store is exhausted return to earth is unavoidable." Griffith's Note.

মহাতপা বিশ্বামিত্র-সম্পর্কে ওমান সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন,—

Very prominent figures in the poem are the great ascetics. like Vishwamitra himself, who a Kshatriya by caste and a King by linage, had obtained, through dire austerities prolonged over thousands of years, the exalted rank and power of Brahmanhood. A single example of his self inflicted hardship and the consequences resulting there from may not be out of place. He once restrained his breath for a thousand years when vapours began to issue from his head and at this the

three worlds became afflicted with fear. Like most of his order he was a very proud and erate personage, ready upon very slight provocation to utter a terrible and not to be escaped from curse. Once in a fit of rage against the celestials Vishamitra created entire systems of a stars and even threatened in his fury, to create another Indra by the process of his self-earned ascetism." (Oman's Indian Epics.)

কিন্তু পাশ্চাত্য-জগৎ যাহাই বলুক না কেন, সে কালের যোগ-তপস্যাবলম্বী ব্যক্তিগণ যে অসাধারণ প্রভাবশালী ও অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। মারীচ রাক্ষস পরিশেষে যোগ-তপস্যাবলম্বন করিয়াছিল বলিয়াই ইচ্ছানুরূপ মৃগরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বীরবর হনুমান্‌ও বোধ হয়, কোনরূপ যোগাবলম্বী ছিলেন, এজন্য তিনিও ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিতেন। অনার্য্য রাক্ষসগণ মধ্যেও অনেকেই এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

বাল্মীকির রামায়ণের প্রধান চরিত্র রাজা দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, গুহ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, মন্থরা, সীতা, ঊর্ম্মিলা, জনক-ঋষি প্রভৃতি আর্য্যজাতীয়গণ। আর বালী, সুগ্রীব, হনুমান্, অঙ্গদ, তারা, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ, মারীচ, কবন্ধ, মন্দোদরী, সরমা, ত্রিজটা, সূর্পণখা প্রভৃতি প্রধান চরিত্র অনার্য্য জাতীয়গণ। কপিজাতীয় অনার্য্যগণ কিছু সভ্য ও আর্য্যগণের বশীভূত। আর রাক্ষসজাতীয় অনার্য্যগণ কিছু অসভ্য ও আর্য্যগণের বিরুদ্ধাচারী ছিল। তাহারা বোধ হয়, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। আর আর্য্যগণ প্রধানতঃ একেশ্বরবাদী বা নিরাকার একব্রহ্মবাদী ছিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে এই মতদ্বৈধপ্রযুক্তই আর্য্যগণ ও অনার্য্য-রাক্ষসগণ-মধ্যে স্বভাবতঃ সংঘর্ষ চলিয়াছিল। আর্য্য ও অনার্য্যগণের আচার-ব্যবহারেরও কিছু পার্থক্য ছিল। আর্য্যগণ অনার্য্যরাক্ষসগণের ন্যায় নরমাংসভোজী ছিলেন না। ধর্ম্ম-নীতি ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্যই জাতীয় সংঘর্ষের মূলকারণ। পাশ্চাত্য-জগতের আদিম ইতিহাসও পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা

সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং আর্য্যগণ ও অনার্য্য রাক্ষসগণ মধ্যে পরস্পর বিরোধ হওয়া অতি স্বাভাবিক এবং সেই বিরোধে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণসম্পন্ন আর্য্যগণের জয় এবং নিকৃষ্ট রজঃ-তমঃগুণসম্পন্ন অনার্য্যগণের পরাজয় বা পরাভব সর্ব্বনিয়ন্তার ভগবৎবিধানানুযায়ী অবশ্যম্ভাবী ফল। এই ধর্ম্মনীতিও রামায়ণের ঘটনা দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে।

উপরি লিখিত প্রধান চরিত্রগুলি যথাস্থানে যথাসাধ্য আলোচিত হইয়াছে।

রামায়ণ দ্বারা বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র এই চারিটি মহাপুরুষের চিত্র লোকচক্ষুর নিকট প্রতিফলিত হইয়াছে। বাল্মীকির চরিত্র তৎরচিত রামায়ণ দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। আর অপর তিন ব্যক্তির চরিত্র বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত আছে। বাল্মীকি তপস্যা দ্বারা উন্নত, ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সুবিজ্ঞ অসীম প্রতিভাশালী অতুলনীয় কবিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, লোক-চরিত্র ও সমাজ-চিত্র জ্ঞানই তাঁহার বিশেষত্ব। বশিষ্ঠ তপস্যা দ্বারা উন্নত ও বিশেষ ক্ষমতাশালী, শাস্ত্রবিৎ জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। ভরদ্বাজ যোগৈশ্বর্য্যশালী জ্ঞানবান্ পুরুষ ছিলেন, আর বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, সর্ব্বগুণ ও জ্ঞানসম্পন্ন-অসীম ও অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ, যোগৈশ্বর্য্য ও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সিদ্ধমহাপুরুষ ছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের রচয়িতা, মহাতেজা সিদ্ধমহাপুরুষ বিশ্বামিত্র রামায়ণের বর্ণিত মূল ঘটনার সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিতেও সমর্থ। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে "বাল্মীকির জয়" সিদ্ধান্ত না করিয়া বোধ হয় সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্রের জয় সিদ্ধান্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রামায়ণ হইতে এই সব উন্নতচরিত্র, প্রভাবশালী ও অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের জীবনের ও চরিত্রের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া এই মহাকাব্য বড়ই আদরের অমূল্য গ্রন্থ। সাধারণ আদর্শ মানবচরিত্রের সহিত এই সব প্রভাবশালী মহাপুরুষগণের উন্নত চরিত্রের সমাবেশ থাকায় এই গ্রন্থের শোভা ও মাধুর্য্য বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে। যথা—

"বলয়ের শোভা মণি মণির বলয়।
মণি ও বলয় কর করে শোভাময় ॥
জলেতে কমল শোভে কমলেতে জল।
বাড়ায় সরের শোভা জল ও কমল ॥
শশীর রজনী, শশী নিশির ভূষণ।
নিশি আর শশী মিলি সাজায় গগন ॥
কবি আর রাজা শোভা করে পরস্পর।
উভয়ে মিলিলে সভা হয় মনোহর ॥"

"মণিনা বলয়ং বলয়েন মণিঃ
মণিনা বলয়া ভাতি করঃ।
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন ভাতি সরঃ ॥
শশিনা নিশি নিশয়া চ শশী
শশিনা নিশয়া ভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভু বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা ভাতি সভা ॥" উদ্ভট কবিতা।

এই বর্ত্তমান গ্রন্থে মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণের আভাস ও মূল বিবরণ যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বোধ হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে ঘটনার অতি সুন্দর, সুশৃঙ্খলাবদ্ধবর্ণনা, ভাবের ও কবিত্বের প্রকাশ, ও আদর্শ ধর্ম্মনীতির উল্লেখ আছে; এবং ইহার বর্ণিত চরিত্রাদির বিকাশ অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে। বোধ হয়, বাল্মীকির এই অমূল্য গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব চিরকাল যুগযুগান্তরে জগতে বিরাজমান্ থাকিবে।

উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত

রামায়ণ-কাহিনী সম্পূর্ণ

অকারাদিক্রমে ১ম ভৌগোলিক নামসূচী

(স্থান ও তন্নির্ণয়)

অঙ্গ—বৈদ্যনাথ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান পুরী জেলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত অঙ্গদেশ।

অগস্ত্যাশ্রম—অগস্ত্য মুনির আশ্রম এক স্থানে ছিল না। সুতীক্ষ্ণ মুনি রামকে যে প্রকার পথ বলিয়া দেন, তাহাতে দণ্ডকারণ্যে তাঁহার আশ্রম। দণ্ডকারণ্য গোদাবরীর উত্তরকূলে, আধুনিক বেরারের পূর্ব্বোত্তর সীমা। মহাভারতের মতে অগস্ত্যাশ্রম গঙ্গার নিকটে ছিল। (বনপর্ব্ব, ৯৭-৯৯ অধ্যায়)

অত্রি-আশ্রম—চিত্রকূটস্থিত মন্দাকিনী-তীরে।

অবন্তী নগর—উজ্জয়িনীর নামান্তর। এই নগর অবন্তী বা শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত।

অযোধ্যা ও কোশল—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ও পশ্চিমে যমুনা ও গঙ্গা, পূর্ব্বে বঙ্গ ও বিহার। কোশল-প্রদেশ উত্তর ও দক্ষিণ-কোশলে বিভক্ত ছিল। উত্তর কোশল সরযূ বা ঘর্ঘরা নদীদ্বারা কাশী ও মগধ হইতে পৃথক্ ছিল। বর্ত্তমান সম্বলপুর ও উড়িষ্যার গড়জাত-প্রদেশের পশ্চিমাংশ দক্ষিণ-কোশল।

ইল্বল বাতাপির বাসস্থান—মণিমতিপুরে। বর্ত্তমান ইলোরার গুহা, দৌলতাবাদের নিকট।

উৎকল—বর্ত্তমান উড়িষ্যা-প্রদেশ।

ঋষ্যমুখ-পর্ব্বত—কিষ্কিন্ধ্যা হইতে ৮ মাইল দূর।

কপিলাশ্রম—গঙ্গা-সাগর মুখে। যে স্থানে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছেন।

কম্বোজ—পঞ্চাল-দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্লেচ্ছ-দেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কম্বোজ দেশ। রঘুবংশের মতে বর্ত্তমান সিন্ধু ও লণ্ডই নদীর উত্তরাংশে পূর্ব্বকালে কম্বোজ নামক জনপদ ছিল।

কাণ্যকুব্জ—বর্ত্তমান কনৌজ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ফরুখাবাদ জেলার একটী তহশীল, গঙ্গার দক্ষিণ ধারে অবস্থিত।

কিষ্কিন্ধ্যা—পশ্চিমঘাট প্রদেশে হাম্পি ও আনাগণ্ডি প্রদেশ। বেলারি হইতে ৬০ মাইল দূর। এই স্থানে বালি রাজার রাজধানী ছিল।

কৃষ্ণবেণী—কৃষ্ণবেণানদী। সহ্যপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। এই নদীই মহাভারতে 'কৃষ্ণবেণ্ণা' এবং হরিবংশে 'কৃষ্ণবেণ্ণা' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

কেকয়রাজ্য—কূর্ম্মবিভাগে উত্তরদিকে কেকয় জনপদ উক্ত হইয়াছে। রামায়ণে লিখিত আছে, ভরতকে আনিবার জন্য যে দূত যায়, সে বাহ্লীক, সুদামা-পর্ব্বত, বিষ্ণুপদ, বিপাশা ও শাল্মলী নদী দর্শন করিয়া কেকয়-রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজ বা রাজগৃহে উপনীত হইয়াছিল। কেকয়ের রাজধানী গিরিব্রজ শতদ্রু নদীর পশ্চিমে এবং বিপাশা ও শাল্মলী নদীর পরেই অবস্থিত।

গাধিরাজ্য—বেণারসের পূর্ব্বে। বর্ত্তমান গাজীপুর প্রদেশ।

চম্পা—বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকট। অঙ্গদেশের রাজধানী।

চিত্রকূট—এলাহাবাদ হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। মন্দাকিনী নদী ইহাতে প্রবাহিত। জব্বলপুর রেলওয়ের মারকুণ্ডা ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল দূর।

জনস্থান—দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ।

জহ্নু মুনির আশ্রম—ভাগলপুরের ২৬ মাইল পশ্চিমে সুলতানগঞ্জের নিকট।

তমসা—বর্ত্তমান 'তোন্স' (Tons) নদী। আজমীরের মধ্য দিয়া বাঁকিয়া জেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

দণ্ডকারণ্য—বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণ জঙ্গলময় প্রদেশ।

দশার্ণ নগর—মালওয়া বা মালব দেশে, বর্ত্তমান নাম দশান।

নন্দীগ্রাম—বর্ত্তমান নন্দগাঁও।

নীলাচল—নীলগিরি-পর্ব্বত।

পঞ্চবটী—দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত বর্ত্তমান নাসিকপ্রদেশ। শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদন হইতে এই নামের উৎপত্তি।

পম্পা—পম্পানদী ঋষ্যমুখ-পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া তুঙ্গভদ্রা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পম্পা নামক হ্রদও আছে।

পাঞ্চাল—থানেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

প্রয়াগ—বর্ত্তমান এলাহাবাদ। বনায়ু—আরব দেশ।

বাহ্লীক—বর্ত্তমান বল্খ প্রদেশ। বিন্ধ্যাচল—বিন্ধ্য-পর্ব্বত।

বিশাথ নগর—গণ্ডকের পূর্ব্ব।

বিশ্বামিত্র-আশ্রম ও তাড়কা রাক্ষসীর বাসস্থান—বর্ত্তমান আরা জেলা বা সাহাবাদ প্রদেশ। বর্ত্তমান বক্সারের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থলে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল।

ভরদ্বাজ-আশ্রম—এলাহাবাদের নিকট।

মগধ—দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে বেনারস, উত্তরে সিংহভূম এবং পূর্ব্ব বঙ্গদেশ।

মতঙ্গ মুনির আশ্রম—ঋষ্যমুখ-পর্ব্বতে।

মলয়-পর্ব্বত—মালাবর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের দক্ষিণাংশ।

মহেন্দ্র পর্ব্বত—উৎকলের দক্ষিণ সীমা হইতে রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত সমুদ্রদিকে প্রসারিত গিরিমালা।

মাণ্ডকর্ণী মুনির আশ্রম ও পঞ্চাপ্সর হ্রদ—দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত।

মাল্যবান্ পর্ব্বত—ঋষ্যমুখ-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী।

মিথিলা ও জনকরাজ্য—ত্রিহুত জেলা, মতিহারী জেলার বর্ত্তমান নাম জনকপুর, রাজা জনকের রাজধানী।

মেখল—নর্ম্মদানদীর উৎপত্তি-স্থান।

মৈনাক পর্ব্বত—ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যবর্ত্তী জলপথে বিক্ষিপ্ত শৈলরাজি।

লঙ্কা—বর্ত্তমান সুমাত্রা হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত রাবণাধিকারভুক্ত প্রাচীন জনপদের প্রাচীন রাজধানী, সুমাত্রার এইস্থান এক্ষণে "সোণীলঙ্কা" নামেই খ্যাত।

লম্ব শৈল—লঙ্কাদ্বীপে একটী গিরি।

শরভঙ্গাশ্রম—দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত।

শৃঙ্গবেরপুর—এলাহাবাদ জেলার বর্ত্তমান সিঙ্্রোর নামক স্থান।

সাঙ্কাশ্যা নগর—বর্ত্তমান নাম সঙ্কিশ, কনোজের ৪৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত।

সিন্ধু—পঞ্জাবে অবস্থিত। বর্ত্তমান Indus নদ ও সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ।

সুতীক্ষ্ণাশ্রম—দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত।

সুভীর (সুধবীর)—রাজপুতনার দক্ষিণে কাম্বে ও কচ্ছের নিকটবর্ত্তী সুবিস্তৃত দেশ। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জনের রাজধানী, মাহিষ্মতী নগরী ইহার রাজধানী ছিল।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর—ভারতবর্ষের দক্ষিণ-প্রান্তে।

সৌরাষ্ট্র—বর্ত্তমান সুরাট।

হস্তিনাপুর—বর্ত্তমান দিল্লী নগরীর ৫৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

২য় ভৌগোলিক নামসূচী

[সীতা-অন্বেষণার্থ সুগ্রীবকর্ত্তৃক ভূমণ্ডলের স্থানের উল্লেখ হইতে এবং বানরগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে সীতা-অন্বেষণের বিবরণ হইতে রামায়ণের সময়ের ভূমণ্ডলের স্থানের পরিচয়] *

অন্তর্জলচর-প্রদেশ—সুমাত্রা, যাবা, বর্ণিও, সিলিবিস্ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারত-সাগরের দ্বীপপুঞ্জ।

অনন্ত প্রদেশ বা নাগলোক—আমেরিকার অগম্য প্রদেশ।

অন্ধ্র প্রদেশ—দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পূর্ব্বভাগ তৈলঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগ অন্ধ্র।

ইক্ষু-সমুদ্র—বর্ত্তমান প্রশান্ত মহাসাগর।

উত্তর-কুরু—বর্ত্তমান কাস্পীয় হ্রদের উত্তরাংশ হইতে রুষ-রাজ্যের কিয়দংশ।

উত্তর-সমুদ্র—বর্ত্তমান উত্তর মহাসমুদ্র।

ঋষভ পর্ব্বত—ক্ষীরোদ-সমুদ্রে অবস্থিত।

কনক শৈল—চীনের অথবা মেক্সিকোর স্বর্ণ-উৎপাদক পর্ব্বত।

"সিন্ধুর উত্তর তীরে সুবর্ণ-আকার।
পর্ব্বত কনক-শৈল শোভে অনিবার॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কলিন্দগিরি—হিমালয়ের একাংশ, বর্ত্তমান নাম কলঙ্গ, এই গিরি হইতে যমুনার উৎপত্তি।

কলিঙ্গদেশ—পুরাকালে কলিঙ্গদেশ বর্ত্তমান বৈতরণী নদীর তটপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা অতিশয় প্রাচীন জনপদ।

কালপর্ব্বত—সোমাশ্রমের উত্তরে। চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকটস্থ পর্ব্বতবিশেষ।

কাশী—বর্ত্তমান বারাণসী। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হিন্দুতীর্থ।

কিরাতদেশ—এক সময়ে হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান ভুটান, আসামের

---

* ইহার মধ্যে ১ম নামসূচীবর্ণিত ভৌগোলিক নামও আছে, দ্বিরুক্তিবোধে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

পূর্ব্বাংশ মণিপুর, ব্রহ্মদেশ, এমন কি চীন-সমুদ্রকূলবর্ত্তী কাম্বোজ অবধি অসভ্য কিরাতজাতির বাস ছিল এবং ঐ সমস্ত স্থান সময়ে সময়ে কিরাত জনপদ বলিয়া অভিহিত হইত।

"যে কিরাত নিকরের কেশ তীক্ষ্ণতর।
পিঙ্গল শরীরবর্ণ মূর্ত্তি মনোহর॥
যাহারা অপক্ক মৎস্য করয়ে আহার।
অন্বেষণ কর সীতা তাদের মাঝার॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

কীচক বাসস্থান—শৈলদা নদীর উত্তর-তীরবর্ত্তী স্থান।

কীটস্থান—রেশমকীট-উৎপাদক চীনের দক্ষিণাংশ।

কুক্ষিদেশ—মধ্যপ্রদেশে মালবের অন্তর্গত কুক্‌সি নামে একটী নগর আছে, সম্ভবতঃ পুরাকালে ইহাই কুক্ষিদেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

কেরল প্রদেশ—দক্ষিণাপথের অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন জনপদ। বর্ত্তমান গোকর্ণ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত কেরল নামে বিখ্যাত ছিল।

কৈলাসপর্ব্বত—মধ্য-এসিয়ায় বর্ত্তমান কিউন্‌লন পর্ব্বত। কুবেরের আবাসস্থান।

কোশল প্রদেশ—পূর্ব্বের স্থান-পরিচয় দেখ।

কৌশিক প্রদেশ—কৌশিকী নদী প্রবাহিত বর্ত্তমান পূর্ণিয়া জেলার উত্তরাংশ।

কৌশিকী—মিথিলার পূর্ব্বদিক্ দিয়া প্রবাহিত নদী।

ক্রৌঞ্চপর্ব্বত—কিউন্‌লন্ পর্ব্বতের উত্তরে।

ক্ষীরোদ সমুদ্র—পুরাণবর্ণিত সপ্তসমুদ্রের অন্তর্গত একটী সমুদ্র। পুরাকালে দেবাসুরে এই সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন।

গঙ্গা—বড়গঙ্গা।

গোদাবরী—বর্ত্তমান গোদাবরী নদী।

চন্দ্রগিরি বা সোমগিরি—উত্তর মহাসমুদ্রে অবস্থিত।

চোলপ্রদেশ—বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির একটী প্রাচীন জনপদ। কাবেরী হইতে তাঞ্জোর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অনেকে মনে করেন, বর্ত্তমান করমণ্ডল উপকূলই চোলমণ্ডল শব্দের অপভ্রংশ।

চক্রবান্‌পর্ব্বত—পশ্চিমসাগরে অবস্থিত।

তাম্রপর্ণী—মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তিন্নেবেলি জেলার একটী নদী। ইহার স্থানীয় নাম 'পরুণৈ'। টলেমী ও পেরিপ্লাস ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

দক্ষিণ কুরু—আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণভাগ।

দক্ষিণসাগর—ভারত মহাসাগর।

দেবসখাপর্ব্বত—সুদর্শন পর্ব্বতের উত্তরে।

নর্ম্মদা—বর্ত্তমান নর্ম্মদা নদী।

পশ্চিম-সাগর—আরব্যোপসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগর।

পাণ্ড্যপ্রদেশ—দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমাস্থিত সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটী প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্ব্ব-দক্ষিণাংশ। বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর ও মান্দ্রাজের দক্ষিণ কোচীন রাজ্যের পূর্ব্ব এবং মান্না-উপসাগরের তীরে উত্তরে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ রহিয়াছে, তাহাই পূর্ব্বে পাণ্ড্যদেশ বলিয়া গণ্য ছিল।

পারিজাত পর্ব্বত—আরব্যোপসাগরের তীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান আফগানি কিয়দংশ।

পুণ্ড্রদেশ—পশ্চিমে অঙ্গ বা ভাগলপুর জেলা, পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও বঙ্গ, ঢাকা, ময়মনসিংহ জেলা ও আসাম, উত্তরে দিনাজপুরের কতকাংশ, মালদহ, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ।

পুলিন্দদেশ—খান্দেশ ও গুর্জ্জর দেশের কতকাংশ।

পুষ্পিতক পর্ব্বত—দক্ষিণভারত-সাগরে অবস্থিত।

প্রস্থল দেশ—কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী দেশ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরী—কামরূপের প্রাচীন রাজধানী। বর্ত্তমান নাম গৌহাটী, বরাহশৈলে অবস্থিত।

বড়বামুখ—সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরি।

বরদদেশ বা দরদ-প্রদেশ—পঞ্জাবের উত্তর সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। বর্ত্তমান নাম দার্দিস্তান।

বরাহপর্ব্বত—কামরূপস্থ গিরিমালা।

বরুণের পুরী—সুমেরু-পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত।

বজ্রপর্ব্বত—পশ্চিমসাগরে অবস্থিত।

বাসুকীর পুরী—বৈদ্যুত পর্ব্বতে অবস্থিত।

বাহ্লীকদেশ—বর্ত্তমান বল্‌খ।

বিদর্ভদেশ—বর্ত্তমান বেরার প্রদেশ। অনেকের বিশ্বাস, বর্ত্তমান বেরার প্রদেশ প্রাচীন বিদর্ভ। বিদর নগর বেরারের অন্তর্গত বলিয়া সমস্ত দেশই বিদর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

বিদেহ—মিথিলা।

বিশালপুর—গোরখপুর জেলায়। ইহার পরবর্ত্তী নাম বৈশালী।

বিষ্ণুক্ষেত্র—সিদ্ধাশ্রমের দেবতুল্য মুনি-ঋষির বাসস্থল।

বিস্তৃত-মরুপ্রদেশ—মধ্য এসিয়ার সামু নামক বিস্তৃত মরুস্থল।

বৃষপর্ব্বত—গিরিব্রজের বা বর্ত্তমান রাজগৃহের পঞ্চশৈলের অন্যতম।

বৈদ্যুৎপর্ব্বত—দক্ষিণভারতসাগরে অবস্থিত।

ব্রহ্মমাল—বিন্ধ্য-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থান।

ভরতপ্রদেশ—আর্য্যাবর্ত্ত।

ভোগবতী পুরী—পাতাল বা আমেরিকায় অবস্থিত।

মৎস্যদেশ—প্রাচীন বিরাট-রাজ্য। কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের মধ্যে বৈরাট ও মাচড়ি নামে দুইটী প্রাচীনস্থান বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ ঐ দুইস্থান প্রাচীন বিরাট ও মৎস্য দেশের নাম রক্ষা করিতেছে।

মদ্রকদেশ—বিপাশা হইতে ঝিলাম পর্য্যন্ত। মাদ্রী-ভ্রাতা শল্যের রাজ্য।

মরুভূমি—মধ্যভারতের মরুভূমি।

মলয়-প্রদেশ—দক্ষিণাপথের পশ্চিমাংশস্থিত মালাবার উপকূল।

মহাগ্রাম—কাশ্মীরের গ্রামবিশেষ।

মহানদী—বর্ত্তমান মহানদী।

মহানদী—মাহীনদী মালবদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

মানস সরোবর—ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে অবস্থিত।

মালব—মালওয়া দেশের লোক।

মাহিষিক নগর—বর্ত্তমান মহীশূর।

মুরচীপত্তন—বর্ত্তমান মসলিপত্তন।

মেখল—যে স্থান হইতে নর্ম্মদানদীর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই অঞ্চল।

ম্লেচ্ছদেশ—এসিয়ামাইনর ও গ্রীস।

মৈনাকপর্ব্বত—ময়দানবের আবাসস্থান।

যমুনা—বর্ত্তমান যমুনা নদী।

লোহিত সিন্ধু—লোহিত সাগর।

শিশির পর্ব্বত—যবদ্বীপে অবস্থিত।

শূরসেন দেশ—মথুরা প্রদেশ।

শৈলদানদী—কৈলাস-পর্ব্বতের পূর্ব্বোত্তরে।

শোণ—বর্ত্তমান শোণ নদী।

সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপ—ভারতসাগরীয় ও প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ।

সরযূ—ঘর্ঘরা নদী।

সরস্বতী—কুরুক্ষেত্র ও রাজপুতনায় প্রবাহিত নদী।

সামুদ্রিক দ্বীপ—ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ।

সিদ্ধাশ্রম—মৈনাক পর্ব্বতের উত্তরে।

সিন্ধুনদ-সাগরসঙ্গম—যেথানে সিন্ধুনদ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

সুদর্শন দ্বীপ—আমেরিকাস্থিত দ্বীপ।

সুদর্শন পর্ব্বত—কালপর্ব্বতের উত্তর।

সুদর্শন সরোবর—ঋষভ পর্ব্বতে অবস্থিত।

সুমেরু শিখর—ভূমণ্ডলের সর্ব্বোত্তর কেন্দ্রস্থান। উত্তরমেরু বা সুমেরু নামে পরিচিত। ভাগবতে ৫।২১ অধ্যায়ে সুমেরু সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দৃষ্ট হয়।

সুমেরুপর্ব্বত—মহর্ষি মেরু সাবর্ণির বাসস্থান।

সূর্য্যবান্‌গিরি—দক্ষিণভারতসাগরে অবস্থিত।

সোমগিরি—উত্তরমহাসাগরে অবস্থিত (Aurora Borialis)

সোমাশ্রম—হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর।

সৌরাষ্ট্র—সুরাট।

স্বর্ণদ্বীপ, রৌপ্যদ্বীপ—ভারত-মহাসাগরে অবস্থিত সুমাত্রা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রূপৎনামক দ্বীপ।

হিমালয়—বর্ত্তমান হিমালয় পর্ব্বত।